মন্ত্রপিটক গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৩।

বিদ্বদ্বর্য্য নরহরিবিরচিতঃ

বোধসারঃ।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহিত।)

অনুবাদক—

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক।

৭৯ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বহুবাজার,

কলিকাতা।

১৩৩৬ সাল।

মূল্য ৭৲ টাকা।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।
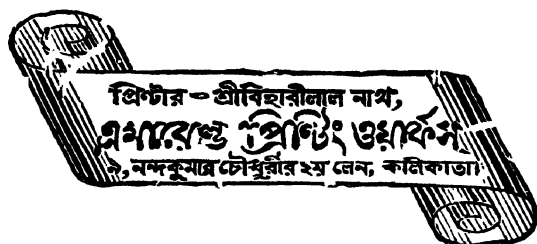
উৎসর্গপত্রম্।

শ্রীমৎপরিব্রাজকস্বামিতুরীয়ানন্দচরণকমলেষু—

কেষাং কৃতেঽস্য ভবতা বিনিযোজিতোঽস্মি
বঙ্গানুবাদরচনে তদহং ন জানে।
অর্হত্যতো ভবত আপ্তকৃপং হি সর্ব্বং
হৃৎস্থঃ প্রবর্ত্তয়িতুমত্র ভবান্ বিদেহঃ॥
ইত্যনুবাদকস্য নিবেদনম্।

কাহাদের জন্য এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদরচনায়, আপনি আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, জানি না। এই হেতু আমার প্রার্থনা, যাঁহারা আপনার নিকট হইতে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করুন, যেহেতু, আপনি বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়াছেন।

পরিচয়।

জননীর নিকট আত্মজ স্বভাবতঃই অপূর্ব্ব সুন্দর। গ্রন্থকারের নয়নে স্বরচিত গ্রন্থেরও সেইরূপ সুন্দর হওয়াই স্বভাবিক। সেই হেতু, এই গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য্য নরহরি, যখন এই গ্রন্থকে—

"গ্রন্থস্ত্বেতাদৃশস্তাত ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" (১)

"বৎস, এইরূপ গ্রন্থ হয় নাই, হইবে না"—বলিয়া আদর করিয়াছেন, তখন পাঠকমাত্রেই সেই কথা পড়িয়া, গ্রন্থকারের প্রতি দয়াবনত দৃষ্টিপাত করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করিলে এবং গ্রন্থের মদমোহনাশকতার পরিচয় পাইলে, গ্রন্থকার যে স্বয়ং রোগগ্রস্ত থাকিয়া অপরের সেই রোগবিনাশে প্রবৃত্ত হন নাই, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকার স্বরচিত গ্রন্থের প্রতি উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া, যে অসমীক্ষ্যকারিতার অপরাধে অপরাধী হন নাই, স্বয়ং তাহার কারণও পরবর্ত্তী শ্লোকে অবধারণ করিয়াছেন—

ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি কথয়ামি যথাস্থিতম্।
একৈকস্মিন্নিহ শ্লোকে প্রোক্তঃ সিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ॥

"আমি এই গ্রন্থের অযথা প্রশংসা করিতেছি না, অথবা গ্রন্থান্তরের নিন্দা করিতেছি না; আমি যথার্থ কথাই বলিতেছি। বেদান্তশাস্ত্রের নির্ণীত চরম সিদ্ধান্ত (জীব ব্রহ্মই, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে,) ইহার প্রত্যেক শ্লোকেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে"; অথচ তাহা পুনরুক্তিদোষে পাঠকের অরুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, সবিশেষ রুচিকরই হইয়াছে।

(১) ৬৯। বোধসার প্রশংসা পৃ—৬৯৪

ইহা অবশ্যই অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। একটিমাত্র বস্তুকে সম্মুখে ধরিয়া, আদরোন্মাদে তাহাকে অসংখ্যরূপে প্রদর্শন করা, সেক্ষপীয়র (২) কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিজনসুলভ হইলেও, পরমপুরুষার্থে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিলে, "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"-রূপ প্রশংসায়, অসূয়া করিবার কিছুই নাই, অবশ্য বলিতে হয়। বস্তুতঃ উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান ধরিয়া বিচার করিলে, নিবৃত্তিপর ব্যক্তিমাত্রেই আচার্য্য নরহরির কৃতিকুশলতার যে ভূয়সী প্রশংসা করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবেদান্তের শুষ্কতাপবাদ তিনি অনেক পরিমাণে অপনোদন করিয়াছেন, পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এরূপ সরস অনুভূতির একত্র সমাবেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, বলিলে, বোধহয়, অত্যুক্তি হইবে না।

বেদান্তসাহিত্যে এই গ্রন্থের স্থাননিরূপণবিষয়ে, গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে যথেষ্ট আভাস দিয়াছেন। একস্থানে (৩) তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত বসিষ্ঠ, ব্যাস, হইতে নিঃসৃত হইয়া শঙ্করাচার্য্যকে অবলম্বন করিয়া আনন্দবোধাচার্য্যের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যত্র (৪) তিনি শাক্ততন্ত্রপ্রতিপাদিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিও যথেষ্ট

---

(২) যথা Sonnets, মেঘদূত। (৩) "কৈবল্যকুঞ্চিকা" ৪৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) "(৩০) শিবশক্তি পরাক্রম" প্রকর. দ্রষ্টব্য। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও শাক্ত অদ্বৈতবাদ, উভয়মতেই স্বীকৃত হইয়াছে বটে স্বরূপচৈতন্যের অপলাপ বা আবরণ হইতেই সংসারের উৎপত্তি—"স্বরূপাবরণে চাস্য শক্তয়ঃ সততোত্থিতাঃ", কিন্তু শঙ্কর বলেন, এই অপলাপ বা আবরণ মায়ার দ্বারাই সংঘটিত হয়; সেই মায়া ব্রহ্ম নহে, "অব্রহ্ম", এবং তাহার স্বরূপনির্ণয় করা যায় না। আর শাক্তগণ বলেন সেই স্বরূপচৈতন্য, স্বরূপতঃ অপ্রচ্যুত থাকিয়াই আপনাকে আবৃত করেন। এই কারণে Sir John Woodroffe শঙ্কর মতে দোষারোপ করিয়া বলেন—"Though Maya is thus not a second reality, the fact of positing it at all gives to Shangkara's doctrine a tinge of dualism from which the Sakta doctrine (which has got a weakness of its own) is free "*Maya tattva*" Garland of Letters, page 137.

পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈত সিদ্ধান্তে যে ভক্তির সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিও তিনি সমধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫) এইরূপে তিনি শাঙ্কর সিদ্ধান্তকে উপজীব্য করিয়াও তাহার (তথাকথিত) উগ্রতার উপশমে প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার শঙ্করসমর্থিত সন্ন্যাসলিঙ্গধারণের প্রতিও তাহার কোনও নির্ব্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং "১০। রাগত্যাগাত্যাগ-নির্ণয়ঃ" প্রবন্ধে এবং "১৫। বেষবিচার" প্রবন্ধে, তিনি সেই সন্ন্যাসলিঙ্গ ধারণের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অদ্বৈতোপলব্ধির পক্ষে, তাহা একান্তপ্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার উপাধিশূন্য "নরহরি" নাম হইতে এবং তাঁহার শিষ্যকৃত গুরুপরিচয় হইতে, কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না, তিনি কোনও কালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, অথবা তিনি কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। (৬)

এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি, বেদান্তসিদ্ধান্তের সাধনায় সন্ন্যাসিগণেরই যে অনন্যসাধারণ অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে যে প্রতিবাদ সমুত্থিত হইয়াছিল, নরহরি তাঁহারই সমর্থন করেন।

ইহা তিনি কেবল যুক্তিপ্রণোদিত হইয়া, অথবা গার্হস্থ্যরুচি-পরিচালিত বুদ্ধির বশে, করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এক পক্ষে যেমন ব্যাসবশিষ্ঠাদি জ্ঞানিগৃহীর দৃষ্টান্ত তাঁহার সিদ্ধান্তের আনুকূল্য করিয়া থাকে, অপরপক্ষে কলির জীবের দুর্ব্বলতাকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসলিঙ্গধারণের পক্ষে যে তীব্র নির্ব্বন্ধ প্রকাশ

---

(৫) ৩২। "ভক্তিরসায়নম্" ১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) তিনি যে কোনও এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাঁহা গ্রন্থোপসংহারে ২ সংখ্যক শ্লোক হইতে জানা যায়।

করিয়াছেন, তাহাও অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ সন্ন্যাস চিত্তগত অবস্থাবিশেষ হইলেও, বাহ্যব্যবহার, সেই চিত্তগত অবস্থার আনয়নে ও পরিপোষণে যে সমধিক আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? বিক্ষেপনিবৃত্তিই যদি জ্ঞানসংস্কারপুষ্টির অনুকূল বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বলপ্রারব্ধসমানীত বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য লিঙ্গধারণরূপ সন্ন্যাসগ্রহণই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রবলপ্রারব্ধবশে লিঙ্গধারী সন্ন্যাসীও যে পামরব্যবহারে লিপ্ত হইতে পারেন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; তাই বলিয়া মুমুক্ষুজন-সাধারণের জন্য সন্ন্যাসলিঙ্গধারণ ও সন্ন্যাসমর্য্যাদাপালন যে অনাবশ্যক, একথাও বলা চলে না।

তবে গৃহস্থকে ত্যাগের পথে নামাইতে এই গ্রন্থের যে সবিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। শৃঙ্গাররসঘটিত রূপক উপমাদির সাহায্যে সিদ্ধান্তসমূহ উপন্যস্ত হওয়াতে, সেইগুলি ভোগরত পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে এবং খণ্ডলড্ডুকের সহিত নিম্বভক্ষণ হইবে। কিন্তু, গৃহত্যাগীর ও সন্ন্যাসীর পক্ষে সেইগুলি গ্রাম্যধর্ম্মের উদ্গাররূপে অরুচিকর হইতে পারে; তবে ছাগলে যেরূপ অগ্রে বাবলাশুঁটিগুলির সমগ্র ভোজন করিয়া পরিশেষে রোমন্থকালে বিরেচক বীজগুলির বর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রবণকালে উপমারূপকাদি সহ সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধিস্থ করিয়া পরিশেষে, মননের প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়ানুসারে দৃষ্টান্তগুলির বর্জ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধান্তগুলির গ্রহণ করিলেই গৃহত্যাগী ও সন্ন্যাসিগণকে কলুষিত হইতে হইবে না।

এই গ্রন্থখানি বেদান্তরসিকের আদরের বস্তু হইলেও, 'আধুনিক' বলিয়া, বেদান্ত-"ব্যবসায়ী" পণ্ডিতগণের নিকট সমাদর পায় না, কিন্তু, তাঁহারা কালিদাসের হিতোপদেশ ভুলিয়া যান—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

এবং আরও ভুলিয়া যান, যে আধুনিক কৃতানুভব জ্ঞানীর বচনের প্রামাণ্য, বেদবচনপ্রামাণ্য হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহে। ইদানীন্তন জ্ঞানীও ব্যাসবসিষ্ঠাদির সহিত তুল্যপদবীস্থ। অধিকন্তু গ্রন্থকার নিজেও, বোধ হয়, আপনার "আধুনিকতা"-ত্রুটি অনুভব করিয়া, তাহার অপনোদনের জন্য উপনিষদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথাই উপনিষদুদ্যান হইতে সঙ্কলিত, সুতরাং আশঙ্কাস্পদ নহে।

আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থের আধুনিকতাই একটি অভিনন্দনীয় গুণ। আধুনিক বলিয়া ইহা মধুসূদনাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেদান্তাচার্য্যগণের চিন্তাসৌরভে, সুবাসিত হইয়াছে, এবং ভক্তিবাদের আন্দোলনে আলোড়িত হওয়াতে, "শুষ্ক" অদ্বৈতবাদ, ইহাতে সারস্যমণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কালস্রোতে লোকপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তার ধারা যেমন যেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বেদান্তসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাপর গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যানপ্রণালীও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত না হইলে, বেদান্তের আশ্রয়নীয়তা, ব্যবহারসাধকতা বা অভ্যাসক্ষমত্বও কালে তিরোহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র, ১২৯২ সালে কলিকাতানিবাসী অন্নদা প্রসাদ বসু মহাশয় শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত বলিয়া বঙ্গানুবাদসহ প্রচার করিয়া ছিলেন। তাহাতে ন্যূনাধিক ২৫০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলি অসম্পূর্ণ, অনেকগুলি অশুদ্ধ, কিন্তু তাহাই এতাদৃশ উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, যে অনেক বেদান্তরসাস্বাদীকে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। এই পরমোপাদেয়তাবশতঃই, সম্ভবতঃ ইহার রচনা

শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আরোপিত হইয়াছিল, কিন্তু শাঙ্করগ্রন্থের বিচারশীল পাঠক, ইহার রচনা প্রণালী দেখিয়া, সন্ন্যাসের চিহ্নধারণে নির্ব্বন্ধাভাব দেখিয়া, এবং পরিশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মধুসূদনসরস্বতী বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, ইহাকে আর শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বলিতে সাহস করেন না।

যাহা হউক, এই গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এই বারাণসীধামেই আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। এই গ্রন্থের টীকাকার দিবাকর, তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। টীকা ১৭৩৮ শকে সমাপ্ত হইয়াছিল। টীকাটী গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ শিষ্য দ্বারা বিরচিত বলিয়া সবিশেষ সমাদরযোগ্য, কারণ এইরূপ টীকায় গ্রন্থকারের অনেক গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, এবং সন্দিগ্ধ স্থলে, গ্রন্থকারের প্রকৃত অভিপ্রায়নির্ণয়েও ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু গ্রন্থকারের হৃদয়সারস্য টীকাকারে অতি অল্প মাত্রায় বর্ত্তিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের যে যে স্থল হৃদয় দিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা তিনি কেবল বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে গিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য, কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র দ্বারা সাধিতে গিয়া পাঠকের বুদ্ধির উপর অযথা বোঝা চাপাইয়াছেন। এক কথায় শব্দের, ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা শক্তির প্রতি প্রণিধান না করিয়া, কেবল অভিধাশক্তির বলেই বেদান্ত শাস্ত্রানুকূল অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছেন, এবং সেই হেতু অনেক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গানুবাদে সেই সকল কষ্টকল্পনা অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কয়েক স্থলে টীকাকারকল্পিত অর্থ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ সেই সকল স্থলে হৃদয়ের "অভ্যনুজ্ঞা" বা অনুমোদন পাই নাই। তদ্ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র আমি টীকাকারের নিকট ঋণী; তবে স্থানে স্থানে শাস্ত্রান্তর

হইতেও অর্থ ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রের অনেক কথা, যোগসূত্রের যোগমণিপ্রভানাম্নী টীকা হইতেও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই "রত্নপিটক" গ্রন্থাবলীর প্রকাশনে আয়াস-স্বীকারে ত্রুটি করি নাই; তবে কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদন করাইতে, কতকগুলি অপরিহার্য্য স্খলন ঘটিয়াছে। শুদ্ধিপত্রে যথাসাধ্য সংশোধনেরও চেষ্টা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি শিবমস্তু,

অনুবাদক—

গুরুপূর্ণিমা
সন ১৩৩৬।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়,
১৮ নং কামাখ্যা লেন, কাশীধাম।

অনুবাদকস্য মঙ্গলাচরণম্।

জনক-জননী-মাতৃবাণী-জন্মভূমিভ্যো নমঃ।

আত্মা বৈ পুত্রনামাস্যনুবচনমিতি শ্রোত্রমূলং যদাপৎ
ত্বৎস্তোত্রং স্যাৎ স্বকীয়ং স্তবনমিতি পিতঃ শঙ্কমানো ন্যবর্ত্তে।
আত্মত্বাত্ত্বং হি ভক্তে নিরুপমনিলয়স্ত্বৎ প্রিয়ার্থং মদীয়ো
মোক্ষৈকান্তপ্রয়াসো ভবতু জননহৃন্নৌ চ তে পূর্ব্বজানাম্॥

গর্ভে ধৃত্বা শরীরং দদিথ জননি মে সাধনং মুক্তিসিদ্ধৌ
পাশেনর্ণস্য বদ্ধং তব কৃতিকৃপয়া রক্ষিতং পোষিতং যৎ।
বক্ত্রে বাণীঞ্চ বদ্ধামৃষিঋণনিগড়ৈঃ সাধনং মৌনসিদ্ধে
র্জাড্যং ছিত্ত্বা তু যস্যা ঋণমপি ভবতো হ্যশুধন্মুক্তদেহী॥

(সদ্যোজাত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া পিতা বলেন) 'হে পুত্র তুমি আমার আত্মাই; পুত্র নাম ধরিয়াছ'—এই শ্রুতিবচন যখনই আমার কর্ণগোচর হইল, তখনই বুঝিলাম, হে পিতঃ, তোমাকে স্তব করিলে, তদ্দারা নিজেরই স্তব করা হইবে; এই আশঙ্কায়, নিবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তুমি আত্মা বলিয়াই, প্রীতির পরম আস্পদ। সেই হেতু, তোমার প্রীতির জন্য আমার এই মোক্ষের একান্ত চেষ্টা, তোমারও জন্ম-(মরণ) -নিবর্ত্তক হউক, এবং সেইরূপ তোমার পূর্ব্বপুরুষগণেরও হউক।

হে জননি, তুমি গর্ভে ধারণ করিয়া, আমাকে মুক্তিসিদ্ধির সাধন শরীর দিয়াছ বটে, কিন্তু তাহা তোমারই ঋণপাশে আবদ্ধ, কেননা তাহা তোমার সদয়চেষ্টায় রক্ষিত ও পালিত হইয়াছে। তুমি আমার মুখে মৌনসিদ্ধির সাধনস্বরূপ বাণী দিয়াছ বটে, কিন্তু

পুংযোনিং যাতি মাতা শ্রুতমিতি তনয়ে প্রাপ্তসন্ন্যস্তমার্গে
তস্যাদানং সুসাধ্যং ত্বসুকরমিব মে পালনং তৎস্থিতীনাম্।
দেহশ্চিত্তঞ্চ ভূয়াত্তদনুস্থিতিপরং যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠেঃ
আশংসস্তে যথা স্যাত্তব মম চ গতিঃ পুংতনৌ শাশ্বতে চ॥

লব্ধা বাণী তু যাস্যে কবিগুণরহিতা সা কৃতা মে বিধাত্রা
কুর্য্যামানৃণ্যমস্যা অনুবদনপরঃ শর্ম্মবাচাং মুনীনাম্।
গচ্ছ ত্বং মাতৃভাষে তদনু চ জলধিং মৌনরূপঞ্চ যত্রা
নষ্টা বাচো বিলীনা বহুজনিভণিতা নামরূপৈ র্বিমুক্তাঃ॥

তাহা (অধ্যয়ন-অধ্যাপনারূপ) ঋষিঋণপাশে আবদ্ধ। জীবন্মুক্ত, (মহামতি) জড়ভরত (সঙ্কল্পনিরোধরূপ) জড়তা বা মৌন, (প্রথম হইতেই) অবলম্বন করিয়া, (এবং সেইহেতু জননীপ্রদত্ত বাণী ব্যবহার না করিয়া, কৌশলে,) সেই বাণীর ঋণও পরিশোধ করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছি, পুত্র সন্ন্যাসাবলম্বন করিলে, মাতা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ ত সহজ কথা; সন্ন্যাসের নিয়মপালন, আমার নিকট দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। তুমি এখন পরলোকে যে অবস্থাতেই থাক, আশীর্ব্বাদ করিও, যেন দেহ ও মন সেই সন্ন্যাসের নিয়মপালনে রত হয়, তাহা হইলে তোমার পুরুষ হইয়া জন্মলাভ হইবে এবং আমারও নিত্যপরমাত্মতালাভ হইবে।

কিন্তু বদনে যে ভাষা পাইয়াছি, বিধাতা তাহাকে কবিত্বহীন করিয়া দিয়াছেন। সেইহেতু পরমহিতবাদী মুনিগণের বচনের অনুবাদে রত হইয়া, এই ভাষার ঋণ পরিশোধ করিব। তদনন্তর হে মাতৃভাষে, তুমি মৌনরূপ সমুদ্রে বিলীন হও, যাহাতে বহুজন্মকথিত অসংখ্য ভাষা, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ববন্দে দেবকীং শৌরির্যশোদাঙ্কমধিষ্ঠিতঃ।
জন্মভূস্ত্বাং তথা বন্দে কাশীরজসি শায়িতঃ॥
ক্রান্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি নাস্পৃশং তাবকং রজঃ।
দক্ষিণেশ্বরসর্ব্বস্বং বিশ্বেশ্বরে ন দুর্লভম্॥
তথাপি মম সর্ব্বস্বং ন স্তুত্বা দক্ষিণেশ্বরম্।
মানসং মে ক্লমং যাতমতস্তং স্তৌমি শক্তিতঃ॥—

শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া দেবকীর বন্দনা করিয়াছিলেন। হে জন্মভূমি, আমিও সেইরূপ কাশীর ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া তোমার বন্দনা করিতেছি। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াও তোমার ধূলি স্পর্শ করি নাই। (তাহার কারণ এই) দক্ষিণেশ্বরের সর্ব্বস্বধন বিশ্বেশ্বরে দুর্লভ নহে। তথাপি আমার সর্ব্বস্বধন দক্ষিণেশ্বরের স্তব না করিয়া, আমার মন ক্লান্ত হইয়াছে, এই হেতু আমি যথাশক্তি সেই দক্ষিণেশ্বরের স্তব করিতেছি:—

অথ দক্ষিণেশ্বরস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ শিবায়।

১

পরেষাং ছন্দানাং সমনুসরণৈ "র্দক্ষিণ"-পরং
যশো লভ্যং তর্হীশ্বরপরপদা বৈ তদভিধা।
ভবেৎ সোল্লাসোক্তিস্তপনতনয়ে জীবনহরে
ততঃ কাম্বর্থা সা শিব নিরবশেষং হি ভবিতা?

অপরের ইচ্ছা সম্যগ্রূপে পালন করিলে, যদি "দক্ষিণ" বলিয়া খ্যাতিলাভের যোগ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণেশ্বর এই নামটি, (দক্ষিণ-দিকপতি) যমসম্বন্ধে অবশ্যই পরিহাসোক্তি হয়, কেননা তিনি সকলের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে হে শিব, কাহার প্রতি সেই নামটির প্রয়োগ হইলে তাহার সকল অর্থই অব্যর্থ হয়? ১।

২

অবাচীং কুর্ব্বাণোঽপরমিব কলত্রং ঘটভূনিঃ
স্বমুক্তিং কাশীঞ্চ ত্রিদশহিতকামঃ সমজহাৎ।
স দায়াদস্তস্মিন্ যশসি মহতীতি প্রবদসে
যশস্তদ্‌গায়ন্তু ত্রিদিবনিলয়া ভোগরুচয়ঃ॥

৩

কিমায়াতং চেত্তে ধনসুতযশোজীবিতসুখ-
প্রদা দেবাস্তুষ্টা চরমসুখলিপ্সোর্মতিমতঃ।
ভরূপোঽসৌ কাশ্যাং স্তিমিতনয়না জোষমধুনা
বদেন্মুখ্যং পাশং গণয়ত বুধা এব হি দয়াম্॥

যদি বলেন, যে অগস্ত্য (দেবতাগণের প্রার্থনাক্রমে) তাঁহাদের কল্যাণকামনা করিয়া, কাশী ও তৎসঙ্গে নিজের মুক্তিসাধনা, পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিক্‌কে লোপামুদ্রার সপত্নীস্বরূপ করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সেই বিপুলযশের অধিকারী—তবে বলি, ভোগাসক্ত দেবতাগণই তাঁহার সেই যশোগান করুন। ২।

কারণ, দেবতাগণ তুষ্ট হইলে মুক্তিরূপ পরমসুখাভিলাষী বুদ্ধিমান্ অগস্ত্যের তাহাতে কি আসিয়া গেল, যেহেতু দেবতাগণ কেবল ধন, পুত্র, যশ ও আয়ুজনিত সুখই প্রদান করিতে পারেন, (মুক্তি দিতে পারেন না); তাই আজ অগস্ত্যকে নক্ষত্ররূপ ধরিয়া, কাশীর প্রতি নির্নিমেষদৃষ্টি হইয়া নীরবে বলিতে হইতেছে, "হে সুধীগণ, দয়াকেই অষ্টপাশের প্রথম পাশ বলিয়া গণনা করিও। ৩।

[অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অসুখে সুখবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অনাত্মে আত্মবুদ্ধি,—এই চারিটি অবিদ্যার মূর্ত্তি।] এই চারিপ্রকার অবিদ্যাই সকল বিপদের নিদান।

[আর অষ্টাবক্র,—"মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥" এইরূপে মুমুক্ষুর প্রতি

৪

"চতুর্ব্বেদাং বিদ্যা নিখিলবিপদাং বৈ প্রজননী
"মুমুক্ষূণাং কৃত্যা তদনুভূতি দয়া তন্নিরসনা।
"তদন্যা যা তস্যৈ ভিষগমৃতভুগ্জৈমিনিরলং
"ভজেচ্চিত্তং তস্যাং যদি বিমৃশত স্বাত্মকপটম্॥

৫

বিবৃত্যাসৌ দেহে যদি ঘটজনির্জীবশিবতাং
রুচিং তস্যা যচ্ছেজ্জড়জনগণে শোকমথিতে।
তদা নিত্যা তিষ্ঠেৎ স্বপরহিতদাসৌ ত্রিভুবনে
যশোধারারূপা সগরকুলজস্যেব করুণা॥

দয়ানুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন] সেই 'জীবে দয়ার' অর্থ কেবল অবিদ্যার দূরীকরণ। তদ্ভিন্ন অপর সকল প্রকার দয়া করিতে, হয় বৈদ্য, না হয় দেবতা, না হয় যজ্ঞবিৎ জৈমিনি বা কর্ম্মকাণ্ডিগণ, সমর্থ। সেইরূপ দয়া করিতে যদি তোমাদের চিত্ত আসক্ত হয়, তবে বিচার করিয়া দেখিও, তাহা তোমাদের নিজ বুদ্ধিরই ছলনামাত্র, (কেননা, সেইরূপ দয়া করিয়া তুমি কেবল অহঙ্কারকেই পুষ্ট করিতে চাহিতেছ)। ৪।

যদি সেই অগস্ত্য নরদেহে অবস্থানকালেই তাহাতে জীবের শিবরূপতা প্রকটিত করিয়া অর্থাৎ জীবন্মুক্তি সম্পাদন করিয়া, শোকনির্জ্জিত, বিচারবিহীন মনুষ্যগণকে, তদ্বিষয়ে রুচি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেইরূপ নিজপর-হিতকারিণী দয়া সগরকুলসম্ভূত ভগীরথের নিজপর-হিতকারিণী যশোধারারূপিণী করুণার ন্যায়, অর্থাৎ গঙ্গার মতো ত্রিভুবনে অক্ষয় হইয়া থাকিত। ৫।

৬

বৃতস্ত্বং যৎ পার্থৈঃ শিবিরসরণিং রক্ষিতুমদাঃ
শিশুদ্রোহিদ্রৌণেরবিহতগতিং ক্রূরকৃতয়ে।
সপর্য্যাপ্রীতস্তৎ কৃতমনুগতং দক্ষিণতয়া
কথং বৈ বুধ্যেরন্ বৃত পরময়া যে জড়ধিয়ঃ॥

নিশাশেষে চৌরঃ স্বজনভরণে চিত্তবিকলঃ
শিরোঘাতং হত্বাররমবিরতং দেবনিলয়ে।
শশংস ত্বাং রাত্রৌ ক্লান্তিবিফলতাং বৃত্ত্যুপচয়ে
তদা তস্মৈ ঘণ্টাং করবিধুবনৈস্ত্রস্তজতুকা॥

পাণ্ডবগণ তোমাকে নিজ শিবিরের পথ রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলে, তুমি যে শিশুদ্রোহী অশ্বত্থামাকে নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, তাহাতে, তুমি তৎপূজায় প্রীত হইয়া যে পরম দাক্ষিণ্যবশতঃ তাহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলে, এ কথা জড়বুদ্ধিলোকে, হায়, কি প্রকারে বুঝিবে? (তুমি যেমন একপক্ষে পাণ্ডবগণের স্বার্থসংরক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে, তেমনি পক্ষান্তরে অশ্বত্থামার ও তদ্বিরোধী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলে। যেই হেতু তুমি, যে-দাক্ষিণ্যবশতঃ অশ্বত্থামার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলে, তাহা দাক্ষিণ্যের চরম সীমা বা সর্ব্বাত্মতা, তাহা ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট মূঢ় জনের বুদ্ধির অতীত।) ৬।

(শৈবপুরাণবিশেষে যে আখ্যায়িকা আছে—) পরিবারবর্গপ্রতিপালনে (অক্ষমতাবশতঃ) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া এক চোর রাত্রি অবসানপ্রায় হইলে, তোমার মন্দিরে যাইয়া কপাটে বিস্তর মাথা ঠুকিয়া তোমাকে জানাইল, সেই রাত্রিতে জীবিকার্জ্জনে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তখন (সেই মন্দিরাভ্যন্তরনিবাসী) এক বাদুড় (সেই কপাট শব্দে) ভীত হইয়া পক্ষবিধূনন দ্বারা (দোদুল্যমান) ঘণ্টাটিকে বাজাইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল (হরণ করিবার মতো একটি বস্তু রহিয়াছে)।

৮

ন হস্তপ্রাপ্যাসৌ ছলয়সি কথং মাং সুরগুরো
কথং নিঃশ্রেণী ত্বং ভবসি চ ন মে দেহততিতঃ।
ইতি স্তেনেনোক্তো মূঢ় তদকৃথা দক্ষিণতয়া
পরোক্ষত্বপ্রীতিং জহতি হি সুরা বালিশকৃতে ॥

৯

শ্রুতিস্তে স্তেনানাং পতিরিতিগিরা প্রীতিমকরো
পিতুঃ সর্ব্বাত্মত্বং রহসি বিদিতা বেদিতবতী।
স্বকন্যায়ৈ স্মৃত্যৈ পরমিতরথা কল্মষভিয়া
স্মৃতে দাসাঃ শিষ্টাস্তদধিগমিতা দক্ষিণতয়া ॥

তখন সেই চোর তোমাকে বলিল, 'হে সুরগুরো, যেখানে আমার হাত পৌঁছে না, এত উচ্চে অবস্থিত ঘণ্টাটিকে দেখাইয়া কেন আমাকে ছলনা করিতেছ? (যদি আমাকে তোমার ঘণ্টাটি দিতেই হয়, তবে তোমার দেহটি দীর্ঘ করিয়া কেন আমার সোপানস্বরূপ হও না?' তদনন্তর হে মূঢ়, তুমি দক্ষিণতাবশতঃ তাহাই করিলে। দেবতাগণ (আপন আপন নাম ও রূপ বিষয়ে) পরোক্ষতা ভালবাসেন বটে অর্থাৎ তদুভয় অপরিজ্ঞাত রাখিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা যখন মূর্খ সাধকের হাতে পড়েন (অর্থাৎ যাহারা দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, এই তত্ত্ব না জানিয়া দেবতার মূর্তি দর্শনে নির্বন্ধপর হয়), তখন দেবতাদিগকে সেই পরোক্ষপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে হয়। ৮।

শ্রুতি (যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত রুদ্রাধ্যায়) তোমাকে 'চৌরগণের পালনকর্ত্তা' বলিয়া স্তব করিয়া, তোমার প্রীতি উৎপাদন করিলেন, তাহার কারণ এই, শ্রুতি আপন জনকের (তোমার) সর্ব্বাত্মতা অর্থাৎ তুমি চোরেরও আত্মা, ইহা গোপনে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রুতি আপন কন্যা স্মৃতিকে সেই সর্ব্বাত্মতা যে অন্য প্রকারে বুঝাইলেন, তাহা পাপের ভয়ে, অর্থাৎ পাছে (সংসারে) পাপাচরণকে প্রশ্রয় দিতে হয়। (পরিশেষে) স্মৃতির দাস শিষ্টগণকে (সদাচারিগণকে), তোমার সেই সর্ব্বাত্মতা 'শিবের দাক্ষিণ্য' বলিয়া বুঝান হইল।

১০

যতো দাক্ষিণ্যস্তন্নিজপরভিদায়া নিরসনং
ভবেজ্জীবে সেতুর্নিখিলনিজতাপ্তেঃ কৃতিমতি।
পরং বিশ্বাত্মন্ তন্ন হি নিজসুখাৎ সংসৃতিংবো
কিমপ্যন্যদ্দৃষ্টা ত্বয়ি বিষমতা দ্বৈতবিবশৈঃ॥

১১

দিশাং সর্ব্বাসাং ত্বং কিল জনয়িতা চেশ্বরবিভুঃ
তথাপ্যাখ্যায়াং যত্ত্বমভিরমসে দক্ষিণপতৌ।
পৃথাপুত্রৈস্ত্যক্তং বিষয়মভি তে সান্ত্বনমিদং
'ন ভেতব্যং তাতাঃ পতিতশরণে তিষ্ঠতি ময়ি।'

যে হেতু, সেই দাক্ষিণ্যর অনুশীলন দ্বারা আপন ও পর এইরূপ ভেদ দূরীভূত হয়, সেই হেতু, উদ্যমশীল মুমুক্ষু জীবের পক্ষে সেই দাক্ষিণ্যের অনুশীলন সর্ব্বাত্মতা প্রাপ্তির সেতুস্বরূপ হইবে, কিন্তু হে বিশ্বাত্মন্, তোমার সেই দাক্ষিণ্য, তোমার সংসারবিধারক স্বরূপভূত সুখ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহারা দ্বৈতপ্রতীতিদ্বারা অভিভূত, তাহারাই তোমাতে ভেদ দর্শন করিয়া থাকে এবং সেই হেতু, তোমার স্বরূপসুখকে দাক্ষিণ্য বলিয়া বুঝে। ১০।

দশদিক্‌ই তোমা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সেই হেতু, তুমি সকল দিকেরই ঈশ্বর হইয়া, সকল দিক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তথাপি তুমি যে (এ স্থলে) 'দক্ষিণেশ্বর' এই নামে প্রীতিলাভ কর, তাহার কারণ, ইহা, পাণ্ডববর্জ্জিত দেশের প্রতি তোমার সান্ত্বনা, 'হে বৎসগণ, তোমাদের ভয় নাই, পতিত-জন-তারণ এই যে আমি এখানে উপস্থিত'। ১১।

১২

শিরোদেশে স্থিত্বা শবশয়নমঙ্কে বিতনুষে
পদপ্রান্তে যস্যাঃ শমনশমনীং দক্ষিণগতাম্‌।
নিবেশ্য স্বাং শক্তিং সদনমনুগঙ্গং প্রকুরুষে
বিমুক্তেঃ সা পল্লী প্রতিফলিতকাশ্যেব বিদিতা ॥

১৩

অসামান্যা প্রীতির্যদি তব ন চাত্র ত্রিপথগা
কথং নীতা মূর্দ্ধ্না চরণতলমস্যা অপচিতৌ।
ততঃ কালীক্ষেত্রে কৃতচরণসেবা কথমসৌ
অদূরে নির্ব্বাণা নকুলবর সীতেব বিবরে ॥

তুমি যে এই ক্ষুদ্র গ্রামের শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া আপন কোলে শ্মশান বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছ, এবং ইহার পাদদেশে আপন শক্তিকে, শমনভয়-নিবারিণী এবং সেই হেতু দাক্ষিণদিগ্বর্ত্তিনী করিয়া স্থাপন করিয়াছ, এবং এইরূপে গঙ্গা-দৈর্ঘ্যের সহিত সমদীর্ঘা এই পল্লীকে বিমুক্তিসদন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহাতে আমি ইহাকে (উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমতটবর্ত্তিনী) কাশীর, (দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বতটবর্ত্তিনী) প্রতিবিম্বিত ছবি বলিয়াই বুঝিয়াছি। (কেননা কাশীতেও তুমি এই ভাবেই অবস্থিত।) ১২।

এই গ্রামের প্রতি তোমার প্রীতি যদি অসামান্য না হইবে, তাহা হইলে তুমি কেন ইহার পূজার জন্য জাহ্নবীকে মাথায় বহিয়া, ইহার চরণতলে উপস্থাপিত করিয়াছ? এবং জাহ্নবীকর্ত্তৃক ইহার চরণসেবা সমাপ্ত হইলে পর, হে নকুলেশ্বর, তুমি কেন অদূরে কালীক্ষেত্রে, সীতার ন্যায়, সেই অদ্ভুতনয়ীচক, (সাধনার ফলরূপে) বিবরে (পাতালে) নির্ব্বাণ প্রদান করিয়াছ। ১৩।

১৪

সুগুপ্তং ত্বং যাবদ্বিপুলবিভবম্লেচ্ছনৃপতে
র্যধা অস্ত্রাগারং নয়নপুরতঃ শক্তিশরণে।
প্রতিষ্ঠা তস্যাসীদ্ভুবনবিদিতা তাবদমিতা
তয়া ত্যক্তে তস্মিন্ সপদি তু গতা সংশয়পদম্॥

১৫

পুরা যো নীলাদ্রিং পথি জিগমিষুঃ কৃষ্ণবিরহাৎ
সিষেচৈনাং পল্লীং নয়নসলিলৈঃ কল্মষহরৈঃ।
স গৌরাঙ্গঃ প্রীতিং তব রহসি লেভে স হি ন কিং
সদদ্বৈতে নিষ্ঠাং রসসরণিগম্যাং সমগমৎ ?

১৬

ততো বীজাদস্রাৎ সমজনি তব ভ্রূপ্রণিহিতঃ
ভুবি ব্যক্তোঽদ্বৈতস্থিতিসুগহনো ভক্তিরসিকঃ।

বিপুলবিভব ম্লেচ্ছ নৃপতির অস্ত্রাগার তুমি যতদিন আপন নয়নসমক্ষে আপন শক্তির গৃহে রাখিয়াছিলে, ততদিন তাঁহার সেই ভুবনবিদিতা প্রতিষ্ঠা যেন অপরিমিতা ছিল। তুমি সেই অস্ত্রাগার পরিত্যাগ করায়, হঠাৎ যেন তাহা সংশয়াপন্ন হইয়াছে। ১৪।

(কয়েক শতাব্দী) পূর্ব্বে, গৌরাঙ্গ নীলাচল যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে কৃষ্ণবিরহজনিত অশ্রুজলে এই পল্লীকে অভিষিক্ত করিয়া ইহার পাপ হরণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন অবশ্যই গোপনে তোমার প্রীতি বা অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কেন না তিনি কি সচ্চিদানন্দের আনন্দমার্গমাত্র অনুসরণ করিয়া, অদ্বৈতব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করেন নাই ? ১৫।

তদনন্তর সেই অশ্রুবীজ হইতে তোমার ভ্রূবিক্ষেপমাত্রদ্বারা সূচিত নিদেশক্রমে রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। ইনি (গৌরাঙ্গের ন্যায়) ভক্তিরসিক, কিন্তু ইঁহার অদ্বৈত

স রামাখ্যঃ কৃষ্ণো নিবসথমিমং পুণ্যযশসং
তব ক্ষেত্রং কাল্যা ইতি ভুবি পরোক্ষং প্রথিতবান্ ॥

১৭

যদাবামপ্রাক্ষীৎ স্বজনককথাং ভক্তিগলিতাং
তদাঙ্গুল্যাখ্যাতিং স্বহৃদয়পটে মাতুরগমৎ।
ত্বমেবাসৌ স্রষ্টা জগত ইতি লীনা বিয়তি সা,
যথা দাকারোঽভূদৃষিবচসি দাসোঽহমিতি যৎ ॥

১৮

তব জ্যোতিস্তম্ভো বিকিরতি করান্ মর্ত্ত্যজলধৌ
সুদূরেঽপি ম্লেচ্ছে তরণিনিবহে বাতলুলিতে।
জগৎ সর্ব্বং তস্মাৎ প্রণতিপরতাং তেঽভিনয়দ্
ববন্ধৈকং সেতুং প্রণতমতিগঙ্গং চরণয়োঃ ॥

স্থিতি অতি গভীর এবং ভুবনবিদিত। (গৌরাঙ্গের ন্যায় ইঁহার অদ্বৈতনিষ্ঠা অব্যক্ত ছিলনা।) সেই রামকৃষ্ণ তোমার এই পুণ্যশ্লোক নিবাসপল্লীকে কালীর ক্ষেত্র বলিয়া পরোক্ষভাবে ভুবনে প্রচারিত করিলেন। ১৬।

তিনি যখন, তাঁহার ভক্তিদর্শনে দ্রবীভূতা প্রকৃতিজননীকে আপনার ও বিশ্বের জনক সেই পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি আপনার হৃদয়পটে জননীর অঙ্গুলি-নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন, (তাহার অর্থ) তুমিই সেই বিশ্বের স্রষ্টা। এইমাত্র জানাইয়া তিনি আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন। নারদ যখন 'দাসোঽহং' 'দাসোঽহং' বলিয়া হরির অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন, তখন সেই বাক্যে 'দা'কার যেরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই তিনিও বিলীন হইলেন। ১৭।

তোমার সেই আলোকমঞ্চ মানবসমুদ্রে কিরণজাল বিস্তার করিতেছে। তাহা ঝঞ্ঝাবিতাড়িত সুদূরস্থিত ম্লেচ্ছতরণীসমূহেও পৌঁছিতেছে। এইহেতু সমগ্র জগৎ যে

১৯

সদয়সরলতায়াঃ সপ্রসাদক্ষমায়াঃ
পরমপরিণতিস্তে শাম্ভবং দক্ষিণত্বম্।
অসুলভমিতরত্র ত্বাত্মনি ব্যক্তসত্ত্বং
কথমনুসমধাস্ত্বাং মদ্বহির্দক্ষিণেশম্ ?

২০

সর্ব্বত্রৈব স্বদেহে নিয়তনিবসতিং বিভ্রতং দক্ষিণেশং
গূঢ়ং পুণ্যঞ্চ দুর্গাচরণবিরচিতং শ্রাবয়েৎ স্তোত্রমেতৎ।
দধ্যাদ্ যোঽর্থঞ্চ চিত্তেসুবিমলবিশদে প্রাপ্নুয়াৎ স হ্যমৃত্বা
কাশীমৃত্যোঃ সুরম্যং ফলমবিচলিতং যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণবিরচিতং দক্ষিণেশ্বরস্তোত্রং সমাপ্তম্।

তোমার চরণে প্রণতিপরায়ণ হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য, গঙ্গা অতিক্রম করিয়া তোমার চরণযুগলে প্রণত এক সেতু বাঁধিয়াদিল। ১৮।

হে শম্ভো, দয়ার সহিত সরলতা এবং প্রসন্নতার সহিত ক্ষমা ("ক্ষমার্জ্জব দয়াতোষ") পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেই, তোমার দাক্ষিণ্যের মূর্ত্তি ধারণ করে। সেই পরাকাষ্ঠা জগতে সর্ব্বত্র দুর্লভ হইলেও আত্মায় কিন্তু স্পষ্টই প্রতীত হয়। (কেননা সকলেরই আত্মা নিজের নিজের প্রতি সদয়, সরল, প্রসন্ন ও ক্ষমাবান্।) তাহা হইলে, দক্ষিণেশ্বর, তোমাকে কেন আমি আপনার বাহিরে অন্বেষণ করিতেছিলাম ? ১৯।

যিনি জগতের সর্ব্বত্র এবং প্রতি জীবের দেহে, অবিচ্ছিন্ন বসতিক্রমে বিদ্যমান, সেই দক্ষিণেশ্বরকে দুর্গাচরণ-বিরচিত এই গভীরার্থক ও পুণ্য স্তোত্র শুনাইতে হয়। আর যিনি রজস্তমোবিবর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে ইহার অর্থ ধারণ করিবেন, তিনি না মরিয়াই এবং যেখানে সেখানে থাকিয়াই কাশী-মরণের রমণীয় ও নিত্য ফল (মুক্তি) লাভ করিবেন। ২০।

ইতি শ্রীদুর্গাচরণবিরচিত দক্ষিণেশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৪	ধুলির	ধূলির
৩২	১২	হ	হি
৩৬	৫	ক্ষেমা	ক্ষেম
৩৮	১২	বিত্থার্জ্জনেন	বিত্তার্জ্জনেন
৪৭	১৩	উপলক্ষ	উপলক্ষ্য
৫০	২৩	তু তে	তে
৫৪	১২	বেষবিচার	বেষবিচারঃ
৫৮	৬	গ্রাহ্য,	করণীয়
		ত্যাজ্য	অকরণীয়
৫৯	৯	স্বল্প	স্বল্পং
৭৭	১৯	স্তেকঃ	স্তোকঃ
৯২	১৩	বালে	বলে
৯২	২০	শৈথিল্যান্ত	শৈথিল্যানন্ত
৯৩	১৭	শরীরাভ্যান্তরে	শরীরাভ্যন্তরে
৯৬	৪	২।৪৫	২।৫৪
১১৪	৫	আরোগ্যতা	অরোগতা
১১৫	৮	অসক্ত	আসক্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৮	৭	সুষুম্না	সুষুম্ণা
১২২	১১	ম্লেট্রে	ম্লেঢ্রে
১২২	১১	ভ্রবো	ভ্রুবো
১২৮		কোণে	২৯। হঠযোগঃ
			৩০। শিবশক্তিপরাক্রমঃ।
১৪২	৭০	বচণেনৈ	বচনেনৈ
		++ ন্নূবাচ	++ ন্নুবাচ
১৫১	৬	সধর্ম্মানুষ্ঠান	স্বধর্ম্মানুষ্ঠান
১৬৯	৪	ঐহিকামুষ্মিকে	ঐহিকামু-ষ্মিকে
১৯৫	১৭	সেইরূপ।	সেইরূপ
১৯৭	১৭	স্তুহি	স্তুহি
২০১	৫	তেনাত্মনন্ত	তেনাত্মনস্ত
২০১	২১	নৈলম্	নৈল্যম্
২১৬	১৭	সংস্পর্শ	সংস্পর্শ
২১৭	১৭	জাগবে	জাগরে
২২৪	৮	বিষযে	বিষয়ে
২২৫	১৩	গগনত্বঙ্গং	গগনত্বঙ্গং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৭	২	পঞ্চস্যারূঢ়	পঞ্চম্যারূঢ়
২৪১	১১	নিক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
২৫৩	১	প্রতিভাসিক	প্রাতিভাসিক
২৯৭	১১	মকৃত্য	মকৃত্বা
২৯৭	১৯	শ্রদ্ধ	শ্রদ্ধা
৩৫৮	১২	জ্যোতির্ষ	জ্যোতিষ
৩৬৬	১৮	প্রেমনি	প্রেমণি
৩৮৪	১৫	বিবৃদ্ধসত্ব	বিবৃদ্ধসত্ত্ব
৪০৭	১৫	জ্ঞান	জ্ঞানী
৪২৩	১৬	ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতিঃ ৪৫।	ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতিঃ
৪২৮	১৬	সামান্যাধিকরণ্য	সামানাধিকরণ্য
৪৩১	১৬	সত্ত্বং	স্বত্বং
৪৩২	১৭	"ব্রহ্ম" পারে না	"ব্রহ্ম" হইতে পারে না
৪৮৭	৫	গহিত	গর্হিত
৫৩৮	৮	অবিদ্যাখ্যং	অবিদ্যাখ্যং ইদং
৫৫৭	১২	মদন্বতঃ	মৃদন্বতঃ
৫৭৮	১২	প্রভিলভ্য	প্রতিলভ্য
৫৮১	২১	কেবল বৈরাগ্যেও	কেবলবৈরাগ্যেও
৬১৫	১২	ইত্যাদি রূপপ্রত্যাশা	ইত্যাদিরূপ প্রত্যাশা
৬২৩	১৭	স্পৃ শঞ্জিঘ্রন্	স্পৃশঞ্জিঘ্রন্
৬৬৩	১১	বহিমুখতা	বহির্মুখতা
৬৮৯	৪	প্রকৃভিকে	প্রকৃতিকে
"	১১	"ঈশান"	"ঈশানঃ"
"	২২	বুদ্ধিরেবচ চ	বুদ্ধিরেবচ
৬৯১	২১	জীবাত্মাভিমান	জীবত্মাভিমান
৬৯৪	১৭	জীযব্রহ্মৈক্য	জীবব্রহ্মৈক্য
৭০২	১৩	বাঙ্ময়ৈঃ	বাঙ্ময়ৈঃ।

সূচিপত্র।

* প্রমাদ বশতঃ গ্রন্থশীর্ষে যথাক্রমে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।

ওঁম্ নমোঽন্তর্য্যামিণে।

বোধসারঃ।

শ্রীবিদ্বদ্বর্য্যনরহরিবিরচিতঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁম্ কিঞ্চিৎকুতূহলেনৈব বিদুষাং প্রিয়কাম্যয়া।
মঙ্গলাচরণং কৃত্বা বোধসারো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয়। কিঞ্চিৎ কুতূহলেন এব বিদুষাং প্রিয়কাম্যয়া মঙ্গলাচরণং কৃত্বা (ময়া) বোধসারঃ নিরূপ্যতে ॥১॥

আত্মসাক্ষাৎকারসুখজনিত একপ্রকার অহেতুকক্রীড়াচ্ছলে, (১) এবং বিবেকিজনগণের প্রিয়কামনায় (তাঁহারাও যাহাতে আমার ন্যায়

---

(১) গ্রন্থরচনা একটি অবিদ্যাকার্য্য; কারণ গুরুশিষ্যরূপ দ্বৈতবুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়া উপদেশপ্রদানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অদ্বৈতজ্ঞানীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। পক্ষান্তরে অবিদ্যাগ্রস্ত উপদেষ্টার উপদেশও নিষ্ফল। সেই হেতু জ্ঞানীকেই অবিদ্যা-সংস্কারের বাধিতানুবৃত্তির বশে, উপদেশপ্রদান বা গ্রন্থরচনা করিতে হয়,—অর্থাৎ অবিদ্যাসংস্কারকে দগ্ধপটবৎ বিনষ্ট জানিয়াও, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সেইরূপ অবিদ্যাসংস্কার (ভৃষ্টবীজের ন্যায়) অনর্থ প্রসব করিতে পারে না। অনর্থ প্রসবের উপক্রম দেখিলেই, জ্ঞানী (কথিত স্থিতপ্রজ্ঞ) কূর্ম্মের অঙ্গসংহরণের ন্যায় দ্বৈতবুদ্ধির সংহার করিয়া স্বরূপস্থ হ'ন। উপদেশপ্রদানরূপ অবিদ্যার শুভ সংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে, সংসারের উপকার হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব, তাহাকে উপকার বলিয়া মনে করে; এই হেতু সংসার-প্রতীতিকে এবং সংসারের উপকারকরণপ্রয়াসকে ভ্রম জানিয়াও, কল্পিত সংসার লইয়া তিনি খেলা করেন এবং সেই খেলাচ্ছলে উপদেশ দেন।

সেইরূপ আনন্দলাভ করেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে) আমি মঙ্গলাচরণ করিয়া এই "বোধসার" সঙ্কলন করিতেছি ॥ ১ ॥

অনন্তশক্তিসন্দোহপূর্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বিঘ্নবিধ্বংসিনীং শক্তিং গণরাজমুপাস্মহে ॥ ২ ॥

অন্বয়। অনন্তশক্তিসন্দোহপূর্ণস্য পরমাত্মনঃ বিঘ্নবিধ্বংসিনীং শক্তিং গণরাজং (বয়ং) উপাস্মহে। (সন্দোহয়তি পরস্পরানুকূল্যেন স্বস্বকার্য্যজননক্ষমাং করোতীতি তথা সা মূলশক্তিঃ তয়া পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ।) ॥২॥

এই সংসারে অসংখ্যপ্রকার শক্তি পরস্পর আনুকূল্য করিয়া পরস্পরকে সফলতা প্রদান করিতেছে। সেই সকল শক্তিপরিপূর্ণ পরমাত্মার যে শক্তি বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকে,—গণপতি নামে পরিচিত সেই শক্তির আমরা উপাসনা করিতেছি ॥ ২ ॥

যা প্রকাশবিমর্ষাভ্যাং স্বরূপাবস্থিতিং গতা।
স্মরামি তামহংভক্ত্যা জ্ঞানশক্তিং সরস্বতীম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। যা প্রকাশবিমর্ষাভ্যাং (২) স্বরূপাবস্থিতিং গতা, তাং জ্ঞানশক্তিং সরস্বতীং অহং ভক্ত্যা স্মরামি ॥৩॥

যিনি সদসদ্বিচার দ্বারা এবং স্বরূপের আবিষ্কার দ্বারা আপনার নিজ (চিদানন্দঘন) রূপে অবস্থিতি লাভ করিয়াছেন, পরমাত্মার সেই সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশিকা এবং স্বয়ং জ্ঞানরূপা শক্তি সরস্বতী দেবীকে আমি ভক্তি সহকারে স্মরণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

---

(২) প্রকাশ ও বিমর্ষ বা অহম্ এবং ইদম্ এতদুভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্মেলন পরাসম্বিৎ বা বাণী। Sir John Woodroffe কৃত Garland of letters দ্রষ্টব্য। (ch. x. p. 90).

২। গুরুস্তবঃ।

শ্রীগুরূন্ পরমানন্দস্বরূপানভিবাদয়ে।
তাপত্রয়াপহা যেষাং কৃপা ব্রহ্মামৃতপ্রপা ॥ ১ ॥

অন্বয়। যেষাং কৃপা তাপত্রয়াপহা ব্রহ্মামৃতপ্রপা (ভবতি), অহং তান্ পরমানন্দস্বরূপান্ শ্রীগুরূন্ অভিবাদয়ে ॥১॥

সুগভীর কূপ হইতে জল তুলিয়া যাহাদের পিপাসা নিবৃত্তি করিবার সামর্থ্য নাই, সেই সকল জীবের জন্য কোন দয়ালু ব্যক্তি জল তুলিয়া যেমন কূপসন্নিহিত কৃত্রিম জলাধার পূর্ণ করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা তাহাদের পিপাসাদিশান্তি হয়, সেইরূপ যে পরমানন্দস্বরূপ (পরমাত্মমূর্ত্তি), পরমারাধ্য গুরু, কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতের আধার হইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপদগ্ধ জীবের তাপাপনোদন করেন, আমি সেই পরমারাধ্য গুরুকে অভিবাদন করি ॥ ১ ॥

মদমোহাভিধক্রূরমধুকৈটভজিষ্ণবে।
মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসায় নমঃ শ্রীগুরু বিষ্ণবে ॥ ২ ॥

অন্বয়। মদমোহাভিধক্রূরমধুকৈটভজিষ্ণবে মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসায় শ্রীগুরু-বিষ্ণবে নমঃ ॥২॥

যিনি মদ ও মোহ নামক নিষ্ঠুর মধুকৈটভাসুরদ্বয়কে জয় করিয়াছেন এবং মোক্ষলক্ষ্মী যাঁহার হৃদয়ে নিত্য বসতি করেন, আমি সেই গুরুমূর্ত্তি বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

গুণৈর্গৌরবমায়াতা হরিব্রহ্মহরাস্ত্রয়ঃ।
গুণাতীততয়াস্মাকং গুরবো গুরুতাং গতাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—হরিব্রহ্মহরাঃ ত্রয়ঃ গুণৈঃ গৌরবম্ আয়াতাঃ। অস্মাকং গুরবঃ গুণাতীততয়া গুরুতাং গতাঃ ॥৩॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব এই তিন দেবতা যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাহায্য লইয়াই, গুরুর ভাব (লোকপূজ্যতা) প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের (আরাধ্য) গুরুদেব এই ত্রিগুণ অতীত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি গুরুভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ধ্বনি এই যে, বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং শিব ইঁহারা দেবতা বলিয়া স্বভাবতঃ লঘু, কেবল গুণের সাহায্যেই গুরু (ভারী) হইয়াছেন। কিন্তু যিনি আমাদের গুরু, তিনি ত্রিগুণের অতীত, এবং স্বভাবতঃ গুরু বলিয়া, অন্য কিছুর সাহায্য না লইয়াই গুরু হইয়াছেন) ॥ ৩ ॥

পুরান্তকহরো রুদ্রঃ কংসকেশিহরো হরিঃ।
চণ্ডমুণ্ডহরা চণ্ডী সর্ব্বদ্বন্দ্বহরো গুরুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—রুদ্রঃ পুরান্তকহরঃ, হরিঃ কংসকেশিহরঃ, চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডহরা, গুরুঃ সর্ব্বদ্বন্দ্বহরঃ ॥ ৪ ॥

(ত্রিপুরারি মৃত্যুঞ্জয়) হর, (দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া) শূন্যে মায়ানির্ম্মিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ম্মিত ত্রিপুর জয় করিয়াছেন। হরি (কৃষ্ণ) কংসরাজ ও অসুর কেশীকে (সেইরূপে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া) বধ করিয়াছেন। চণ্ডীদেবী, চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছেন। গুরু কিন্তু সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত থাকিয়া আমাদের সকল দ্বন্দ্ব বিনাশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, শীতে ও গ্রীষ্মে নির্ব্বিকার থাকিতে সামর্থ্য দেন ॥ ৪ ॥

যচ্ছন্তি দেবতাস্তুষ্টা ধনমায়ুঃ সুতং যশঃ।
জ্ঞানং কে নাম দাস্যন্তি বিনা শ্রীগুরুপাদুকাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—দেবতাঃ তুষ্টাঃ সন্তঃ ধনম্ আয়ুঃ সুতং যশঃ দাস্যন্তি। শ্রীগুরুপাদুকাম্ বিনা কে নাম (সম্ভাবনায়াম) জ্ঞানং দাস্যন্তি? ॥৫॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ, তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা তুষ্ট হইলে ধন, আয়ু, পুত্র, যশ ইত্যাদি ঐহিক বা পারত্রিক বিষয় দেন (ইহাদের সকল গুলি বন্ধনের কারণ বলিয়া মুমুক্ষুগণ ইহাদিগকে আদর করেন না)। কিন্তু শ্রীগুরুপাদুকা বিনা বল কে আর জ্ঞান দিতে পারেন? [গুরুতত্ত্ব সাধারণ লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, সাধারণে গুরুসম্বন্ধে যাহা জানে অর্থাৎ গুরুপাদুকার পূজা করিতে হয়, সেই গুরুপাদুকা পূজাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গুরুতত্ত্ব না বুঝিলেও মুমুক্ষুজনের, প্রতিমার ন্যায় গুরুপাদুকার পূজা বিধেয়, ইহাই অভিপ্রায়।] ॥৫॥

জয়তি শ্রীগুরূনাং হি চরনাব্জরজোগুণঃ।
হতাস্ত্রয়ো যদেকেন রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—শ্রীগুরূনাং চরনাব্জরজোগুণঃ জয়তি, যৎ (যস্মাৎ) একেন (তেন) রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ হতাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলের রেণুর মাহাত্ম্য (কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতি সকল সাধনকেই নিশ্চয়ই অতিক্রম করে,) যেহেতু সেই ধূলির মাহাত্ম্য (শিষ্যের প্রীতি বশতঃ গুরুদেবের শিষ্যের জন্য শুভ বাসনা) অন্য সাধনের সাহায্য বিনাই, শিষ্যের রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই তিন গুণকেই নিহত করিয়াছে অর্থাৎ শিষ্যের স্বরূপ জানাইয়া দিয়া শিষ্যকে গুণাতীত করিয়াছে ॥ ৬ ॥

তার্য্যা বয়ং তরির্বোধস্তরনীয়ো ভবার্ণবঃ।
তৎকর্ণধাররূপেণ তারকং শ্রীগুরুং ভজে ॥ ৭ ॥

অন্বয়—বয়ম্ তার্য্যাঃ, বোধঃ তরিঃ, ভবার্ণবঃ তরনীয়ঃ। (অহম্) তৎকর্ণধাররূপেণ তারকং শ্রীগুরুং ভজে ॥ ৭ ॥

আমি (এবং যাঁহারা আমার ন্যায় গুরুভক্ত, তাঁহারা) সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, গুরুমুখ হইতে এইরূপ মহাবাক্য শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান সংসারসমুদ্র পার হইবার নৌকাস্বরূপ। আমাদিগকে (বিষয়রাশিপরিপূর্ণ রাগদ্বেষাদিনক্রসঙ্কুল) সংসার সমুদ্র পার হইতে হইবে। সমুদ্রে কর্ণধার যেমন তারক, জন্মমরণসমুদ্রে গুরুও সেইরূপ। বলিয়া, প্রসিদ্ধ তারকমন্ত্র প্রণব দ্বারা গুরুকে সূচনা করা হইয়া থাকে। সেই প্রণব মন্ত্রের বাচ্য এবং লক্ষ্য শ্রীগুরুদেবকে আমরা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

তারকস্যোপদেশেন গুরুর্ভূত্বা বিমুক্তিদঃ।
কাশ্যামপীশ্বর স্তস্মাদীশ্বরাদধিকো গুরুঃ ॥৮॥

অন্বয়—কাশ্যাম্ ঈশ্বর. অপি তারকস্য উপদেশেন গুরুঃ ভূত্বা বিমুক্তিদঃ ভবতি। তস্মাৎ ঈশ্বরাৎ গুরুঃ অধিকঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরও কাশীতে তারকমন্ত্র প্রণবের উপদেশ করিবার নিমিত্ত গুরুরূপ ধরিয়া বিমুক্তিদাতা হন। সেই হেতু গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

গুরোরনুগ্রহাদীশ ঈশ্বরানুগ্রহাদ্ গুরুঃ।
শ্রীগুরোর্দর্শনং হেতুঃ পরন্ত্বীশ্বর দর্শনে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—গুরোঃ অনুগ্রহাৎ ঈশঃ (প্রাপ্যতে), ঈশ্বরানুগ্রহাৎ গুরুঃ (প্রাপ্যতে), পরন্তু ঈশ্বরদর্শনে শ্রীগুরোঃ দর্শনং হেতুঃ (ভবতি) ॥৯॥

গুরুর অনুগ্রহ হইলে, ঈশ্বরলাভ হয়; ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে গুরু লাভ হয়।* কিন্তু গুরুর দর্শনই ঈশ্বরদর্শনের হেতু বলিয়া, গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

---

* "যাবন্নানুগ্রহঃ সাক্ষাজ্জায়তে পরমেশ্বরাৎ।
তাবন্ন সদ্গুরুং কশ্চিৎসচ্ছাস্ত্রমপি নো লভেৎ"

ঈশ্বরঃ সর্ব্বহেতুত্বাদ্ধেতুঃ সংসারমোক্ষয়োঃ।
মোক্ষস্যৈব গুরুস্তস্মান্নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরঃ সর্ব্বহেতুত্বাৎ সংসারমোক্ষয়োঃ হেতুঃ (ভবতি)। গুরুঃ মোক্ষস্য এব (হেতুঃ)। তস্মাৎ গুরোঃ পরম্ তত্ত্বং নাস্তি। ॥১০॥

ঈশ্বর যখন সকলেরই হেতু, তখন তিনি সংসার বা বন্ধনেরও হেতু এবং মোক্ষেরও হেতু। গুরু কিন্তু কেবল মোক্ষেরই হেতু। সেই কারণে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই ॥১০॥

বিনাপি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গুরুমাহাত্ম্যতঃ কিল।
বিমুক্তির্যত্র কুত্রাপি ন কাশ্যাং গুরুণা বিনা ॥ ১১ ॥

অন্বয়—ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিনা অপি গুরুমাহাত্ম্যতঃ কিল যত্র কুত্র অপি বিমুক্তিঃ (স্যাৎ); কাশ্যাম্ (অপি) গুরুণা বিনা (বিমুক্তিঃ) ন স্যাৎ ॥১১॥

কেহ যদি মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রে বাস করিয়া সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য গুণে মুক্তিলাভের সুযোগ না পায়, তাহা হইলে সদ্গুরুলাভ করিয়া, তাঁহার মাহাত্ম্যগুণে যে কোন স্থানেই (মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রের বাহিরে) মুক্তিলাভ করিতে পারে। অপি কাশীতেও তারকমন্ত্রোপদেষ্টা বিশ্বনাথ-গুরু ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই ॥ ১১ ॥

ক্ষম্যতামিতি কিং বাচ্যং প্রসীদেতি কিমুচ্যতাম্।
ক্ষমাপ্রসাদসম্পূর্ণঃ স্বভাবাদেব মে গুরুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—(ত্বয়া) ক্ষম্যতাম্ ইতি কিং (ময়া শিষ্যেণ) বাচ্যম্। (ত্বম্) প্রসীদ ইতি কিং উচ্যতাম্? (যতঃ) মে গুরুঃ স্বভাবাৎ এব ক্ষমাপ্রসাদ সম্পূর্ণঃ (ভবতি) ॥ ১২ ॥

"হে গুরো! তুমি আমার সকল দোষ সহন করিয়া আমাকে

লও”—আমি গুরুর নিকট যাইয়া কেন একথা বলিব ? “হে গুরো ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও”—একথা বলিবারই বা প্রয়োজন কি ? যেহেতু আমার গুরু পরব্রহ্মরূপে সকলেরই (পরপ্রেমাস্পদীভূত) অন্তরাত্মা, সেই হেতু, ক্ষমা ও প্রসাদ তাঁহাতে পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছে। (যেহেতু সকলেই আপনার সকল অপরাধ ক্ষমা করে এবং আপনার প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন, সেই হেতু যিনি সকলেরই পরপ্রেমাস্পদীভূত অন্তরাত্মা, তাঁহাতে ক্ষমা ও প্রসাদ চরম সীমা লাভ করিয়াছে)॥

৩। শিষ্যবিবেকঃ।

বীজং গুরূপদেশোহি জিজ্ঞাসুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিবেকাঙ্কুরজো বোধদ্রুমো মোক্ষস্তু তৎ ফলম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—গুরূপদেশঃ বীজম্ উচ্যতে, জিজ্ঞাসুঃ ক্ষেত্রম্ উচ্যতে বোধদ্রুমঃ বিবেকাঙ্কুরজঃ (উচ্যতে), মোক্ষঃ তু তৎফলম্ (উচ্যতে) ॥ ১ ॥

[পাছে কেহ কুতর্কদ্বারা গুরুশিষ্যের তুল্যতা বুঝাইয়া শিষ্যের গুরুভক্তিকে শিথিল করিয়া দেয়, এই হেতু এই প্রকরণে গুরু ও শিষ্যের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে।] গুরূপদেশ, ‘আমিই ব্রহ্ম’—এইরূপ নিশ্চয়বৃক্ষের বীজ বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জিজ্ঞাসুকে পণ্ডিতগণ বীজবপনের ভূমি বলিয়া থাকেন। ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানরূপ বৃক্ষ, সদসদ্বিচাররূপ অঙ্কুর হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে মোক্ষকে সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল বলিতে হয়, অর্থাৎ বস্তুতঃ মোক্ষ, ফলের মত কোন উৎপাদ্য বস্তু না হইলেও দৃষ্টান্তের অনুরোধে মোক্ষকে ফলরূপে বর্ণনা করিতে হইতেছে ॥ ১ ॥

যদ্যপি ক্ষেত্রবীজাভ্যাং বিনা ন দ্রুমসম্ভবঃ।
কিন্তু বীজমুপাদানং নিমিত্তং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়—যদ্যপি ক্ষেত্রবীজাভ্যাং বিনা দ্রুমসম্ভবঃ ন (ভবতি) কিন্তু (তথাপি) বীজং উপাদানং, ক্ষেত্রং নিমিত্তম্ উচ্যতে ॥ ২ ॥

যদ্যপি, ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ই না থাকিলে বৃক্ষের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তথাপি বীজকে বৃক্ষের উপাদানকারণ (যে কারণ যতদিন দ্রব্য থাকিবে ততদিন তাহার সহিত সমবেত থাকিবে) এবং ক্ষেত্রকে নিমিত্তকারণ (অর্থাৎ দ্রব্যের সহিত অসমবেত কারণ) বলিতে হইবে। এই হেতু গুরু শিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

দ্রুমো বীজ পরীণামো ন ক্ষেত্রপরিণামকঃ।
বোধো গুরুপরীণামো ন শিষ্যপরিণামকঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—দ্রুমঃ বীজপরীণামঃ, ক্ষেত্রপরিণামকঃ ন (ভবতি), বোধঃ গুরুপরীণামঃ শিষ্যপরিণামকঃ ন (ভবতি) ॥ ৩ ॥

বৃক্ষ, সজাতীয় উপাদান বীজের বিকার; তাহা ক্ষেত্রের বিকার নহে; সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সচ্চিদানন্দরূপ গুরুরই বিকার, যেহেতু তাহা চিৎস্বরূপ; জড়রূপ শিষ্যের বিকার নহে। ভাবার্থ এই, গুরু এবং বোধ একজাতীয় বলিয়া তাহা গুরুরই কার্য্য। বোধ ও শিষ্য পরস্পর বিজাতীয় বলিয়া, উহারা পরস্পর নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক ॥ ৩ ॥

দ্রুমোহি বীজজাতীয়ঃ ক্ষেত্রজাতীয়কো নহি।
বোধোহি গুরুজাতীয়ঃ শিষ্যজাতীয়কো নহি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—হি (যথা) দ্রুমঃ বীজজাতীয়ঃ, ক্ষেত্রজাতীয়কঃ নহি (ভবতি) তথাহি বোধঃ গুরুজাতীয়ঃ শিষ্যজাতীয়কঃ নহি (ভবতি) ॥ ৪ ॥

বৃক্ষ যেমন বীজজাতীয় হইয়া থাকে এবং কখনই ভূমিজাতীয় হয় না, সেইরূপ জ্ঞান সচ্চিদানন্দরূপ গুরুজাতীয় হইয়া থাকে, তাহা কখন চিজ্জড়াত্মক শিষ্যজাতীয় হয় না ॥ ৪ ॥

বীজেন বীজজাতীয় স্তরুঃক্ষেত্রে সমর্পিতঃ।
গুরুণা স্বাত্মজাতীয়ঃ বোধঃ শিষ্যে সমর্পিতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—(শ্লোকানুরূপ পদযোজনা)।

বট প্রভৃতি বৃক্ষের কারণরূপ বীজ ক্ষেত্রে যে বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা নিজজাতীয়ই হইয়া থাকে, অন্য জাতীয় হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মভূত গুরু মহাবাক্যোপদেশ দ্বারা শিষ্যে যে জ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা অখণ্ডানন্দস্বরূপবোধক হইয়া থাকে। এই হেতু শিষ্য নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু গুরু উপাদান বলিয়া শিষ্য অপেক্ষা অধিক ॥ ৫ ॥

বহ্নিপ্রভাহি বর্ত্তিস্থা তমো হন্তি প্রকাশতে।
তমোহন্ত্রী প্রকাশাত্মা প্রভৈব ন তু বর্ত্তিকা ॥ ৬ ॥

অন্বয়—বহ্নিপ্রভা হি বর্ত্তিস্থা (সতী) তমঃ হন্তি, প্রকাশতে (চ)। প্রভা এব তমোহন্ত্রী প্রকাশাত্মা (ভবতি) তু বর্ত্তিকা (তমোহন্ত্রী), (প্রকাশাত্মা) ন (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অগ্নির প্রভা বর্ত্তিতে আরূঢ় হইলেই অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে, এবং নিজেও প্রকাশিত হয়। সেই অগ্নির প্রভাই অন্ধকার-বিনাশিনী ও প্রকাশস্বভাবা, কিন্তু সেই বর্ত্তি অন্ধকারবিনাশিনী ও প্রকাশস্বভাবা নহে ॥ ৬ ॥

গুরুপ্রভাহি শিষ্যস্থা তমো হন্তি প্রকাশতে।
তমোহন্ত্রা প্রকাশাত্মা গুরুরেব ন শিষ্যকঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—গুরুপ্রভাহি শিষ্যস্থা (সতী) তমঃ হন্তি প্রকাশতে।

গুরুঃ এব তমোহন্তা প্রকাশাত্মা, শিষ্যকঃ ন (তমোহন্তা, প্রকাশাত্মা ভবতি) ॥৭॥

গুরূপদেশ শিষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করে এবং স্বয়ং প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, এই হেতু গুরুই অজ্ঞান-নাশক এবং তিনি পরিশেষে জ্ঞানরূপে অবশিষ্ট থাকেন। বোধকালে এবং বোধের অবসানে গুরুই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া এবং শিষ্যস্বরূপ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া, গুরুর শ্রেষ্ঠতা ও শিষ্যের গৌণতা ॥ ৭ ॥

যদগ্নিঃ কাষ্ঠমারুহ্য ভস্মসাৎ কুরুতে পুরীম্।
ভস্মসাৎকারণং তত্র গুণো বহ্নের্ন কাষ্ঠগঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—যৎ অগ্নিঃ কাষ্ঠমারুহ্য পুরীং ভস্মসাৎ কুরুতে, তত্র বহ্নেঃ গুণঃ ভস্মসাৎকারণং (ভবতি), কাষ্ঠগঃ (গুণঃ) ন (ভস্মসাৎকারণং ভবতি) ॥ ৮ ॥

অগ্নি কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া যে, নগরী ভস্মসাৎ করে, সে স্থলে অগ্নির দাহিকাশক্তি নগরীকে ভস্মসাৎ করিবার কারণ। কাষ্ঠাশ্রিত কোন শক্তি তাহার কারণ নহে ॥ ৮ ॥

বোধাত্মনা গুরুঃ শিষ্যমাবিশ্য দহতি ক্ষণাৎ।
যদ্দ্বৈতং সা গুরোঃ শক্তির্ন শিষ্যস্যেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—গুরুঃ বোধাত্মনা শিষ্যম্ আবিশ্য ক্ষণাৎ দ্বৈতং দহতি (ইতি) যৎ, সা শক্তিঃ গুরোঃ (ভবতি), ন শিষ্যস্য ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৯ ॥

গুরু বোধরূপ ধরিয়া শিষ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে যে দ্বৈত প্রতীতির কারণ অজ্ঞানকে বিনাশ করেন, তাহা গুরুরই শক্তি, শিষ্যের নহে, শাস্ত্রে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

যদ্যপ্যুদয়নে ভানোর্যথা পদ্মং প্রকাশতে।
ন কাশন্তে তথা পদ্মাঃ কাষ্ঠপাষাণমৃণ্ময়াঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—যদ্যপি ভানোঃ উদয়নে পদ্মং প্রকাশতে (ইতি) যথা (তথাপি) কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃণ্ময়াঃ পদ্মাঃ তথা ন কাশন্তে ॥ ১০ ॥

সূর্য্যের উদয় হইলে স্বাভাবিক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বটে, কিন্তু কাষ্ঠ প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পদ্ম সেইরূপ প্রস্ফুটিত হয় না ॥ ১০ ॥

প্রকাশকো রবির্যদ্বৎ পদ্মমেব বিকাশয়েৎ।
গুরুস্তথা বোধকঃ সচ্ছিষ্যমেব প্রবোধয়েৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যদ্বৎ প্রকাশকঃ রবিঃ পদ্মম্ এব বিকাশয়েৎ, তথা গুরুঃ বোধকঃ (সন্) সচ্ছিষ্যম্ এব প্রবোধয়েৎ ॥ ১১ ॥

যেমন সূর্য্য প্রকাশক হইয়া পদ্মকেই বিকশিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ, গুরু উপদেষ্টা হইয়া প্রকৃতশিষ্যগুণসম্পন্ন শিষ্যকেই জ্ঞান দিতে পারেন ॥ ১১ ॥

প্রকাশকস্য মহিমা প্রকাশ্যাদধিকঃ কিল।
সূক্ষ্মং বিশেষং বক্ষ্যামি গুরুসূর্য্যস্য তং শৃণু ॥ ১২ ॥

অন্বয়—প্রকাশকস্য মহিমা প্রকাশ্যাৎ অধিকঃ কিল, গুরুসূর্য্যস্য সূক্ষ্মং বিশেষং বক্ষ্যামি তং শৃণু ॥ ১২ ॥

পদ্ম প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে সূর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাদের (পরিচ্ছিন্ন মহিমা অপেক্ষা) সূর্য্যের মহিমা শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি গুরুরূপ সূর্য্যের (প্রকৃত সূর্য্য অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম কারণ আছে (যাহা বিচার ব্যতিরেকে বুঝান অসম্ভব)। হে শিষ্য! আমি এখন তাহাই বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

তত্ত্ববিবেকবৈরাগ্যযুক্তবেদান্তযুক্তিভিঃ।
শিষ্যং নয়তি গুর্ব্বর্কঃ স্বৈক্যং স্বাদ্ভিন্নমপ্যহো ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—গুর্ব্বর্কঃ স্বাৎ ভিন্নম্ অপি শিষ্যম্ তত্ত্ববিবেকবৈরাগ্যযুক্ত বেদান্তযুক্তিভিঃ স্বৈক্যং নয়তি, অহো (ইদং আশ্চর্য্যং গুরৌ) ॥ ১৩ ॥

গুরুরূপ সূর্য্য, শিষ্যকে আপন স্বভাব হইতে ভিন্নস্বভাববিশিষ্ট হইলেও, বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিচারসমূহের দ্বারা আপনার সদৃশই করিয়া দেন। অহো, গুরুর কি অদ্ভুত প্রভাব! ১৩ ॥

বিকাসকোঽপি তপনো ন পদ্মং স্বৈকতাং নয়েৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন সেব্যা শ্রীগুরুপাদুকা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—তপনঃ বিকাসকঃ অপি পদ্মং ন স্বৈকতাং নয়েৎ, তস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন শ্রীগুরুপাদুকা সেব্যা ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য, পদ্মাদির বিকাসক হইলেও, পদ্মকে আপনার মত করিয়া লইতে পারেন না। গুরু কিন্তু, শিষ্যকে আপনার মত করিয়া লইতে পারেন বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুর চরণপাদুকারই অর্চ্চনা করিবে। তাৎপর্য্য এই—দেব-সাক্ষাৎকারাভাবে যেরূপ দেবতার প্রতিমা পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া দর্শন দেন, সেইরূপ শিষ্য, গুরুস্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও গুরুপাদুকার্চ্চনা করিলে, গুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আপনার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া আপনার সদৃশ করিয়া লন ॥ ১৪ ॥

তৎসত্যং দাতৃপাত্রাভ্যাম্ বিনা দানং ন সিধ্যতি।
তথাপি পাত্রং পাত্রং স্যাদ্দাতা পরমকারণম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—দাতৃপাত্রাভ্যাং বিনা দানং ন সিধ্যতি (ইতি যৎ) তৎ সত্যং, তথাপি, পাত্রং পাত্রং স্যাৎ, দাতা পরমকারণং (ভবতি) ॥ ১৫ ॥

দাতা ও পাত্র বিনা দান সিদ্ধ হয় না, একথা সত্য বটে, তথাপি পাত্র, পাত্রভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি দাতা তিনি দানক্রিয়ার মুখ্য কারণ, এই হেতু গুরুরই প্রাধান্য, শিষ্য গৌণ মাত্র ॥ ১৫ ॥

ভবেৎ স্পর্শমণিস্পর্শাল্লোহং স্বর্ণং ন তন্মণিঃ।
গুরুস্পর্শমণিস্পর্শাৎ স এব ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং স্বর্ণং, (ভবতি) তৎ মণিঃ ন ভবেৎ। গুরুস্পর্শমণিস্পর্শাৎ (শিষ্যঃ) ক্ষণাৎ স এব ভবতি ॥ ১৬ ॥

লৌহ স্পর্শমণির স্পর্শলাভ করিলে সুবর্ণ হয়, কিন্তু স্পর্শমণি হইতে পারে না। কিন্তু শিষ্য, গুরুরূপ স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে গুরুসদৃশ হইয়া যান ॥ ১৬ ॥

এবং বিবেকতো ধীমন্নুপযোগো দ্বয়োরপি।
শিষ্যো নিমিত্তমাত্রং স্যাদ্গরিষ্ঠা গুরুপাদুকা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—হে ধীমন্! এবং বিবেকতঃ দ্বয়োঃ অপি উপযোগঃ (ভবতি), শিষ্যঃ নিমিত্তমাত্রং স্যাৎ গুরুপাদুকা তু গরিষ্ঠা। ১৭।

(মূর্খে গুরুশিষ্যের সাম্য দেখে, দেখুক) হে বুদ্ধিমন্! এইরূপ বিচার করিলে, জ্ঞানরূপ ফললাভে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু শিষ্য নিমিত্তমাত্র, গুরুপাদুকাই মুখ্য ॥ ১৭ ॥

"উপদেশক্রমো রামো ব্যবস্থামাত্র পালনম্।
(জ্ঞপ্তেস্তু কারণং শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞৈব কেবলম্)"
ইত্যাদি বচনং তত্তু শিষ্যোৎসাহবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—"হে রাম! উপদেশক্রমঃ ব্যবস্থামাত্রপালনম্ (জ্ঞপ্তেঃ কারণং তু কেবলম্ শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞা এব)" ইত্যাদি বচনং তৎ তু শিষ্যোৎসাহবিবৃদ্ধয়ে।

"হে রাম! গুরু হইতে শিষ্যের উপদেশগ্রহণরূপ ব্যবহার কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত নিয়মের পালন মাত্র। (শিষ্যের নির্ম্মল বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানের কেবল কারণ)" বাসিষ্ঠ রামায়ণে ও অন্যত্র যে এরূপ দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য কেবল শিষ্যের উৎসাহবৃদ্ধি করা, (গুরুর অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপাদন করা, নহে) ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তঃ সর্ববতন্ত্রাণাং সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
সর্ববদা ভাবনীয়োঽয়ং গুরুশিষ্যবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—অয়ং গুরুশিষ্যবিনির্ণয়ঃ সর্ব্বতন্ত্রাণাং সিদ্ধান্তঃ সদ্যঃপ্রত্যয়-কারকঃ (অতঃ) ত্বয়া সর্ব্বদা ভাবনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এই প্রকরণ, যাহাতে শিষ্যাপেক্ষা গুরুর আধিক্য প্রতিপাদিত হইল —সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ। [এই হেতু ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে আশঙ্কা নাই।] ইহা অবিলম্বে অর্থাৎ পাঠকালেই শিষ্যাপেক্ষা গুরুর আধিক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। এই হেতু হে শিষ্য, তুমি এই প্রকরণ নিরন্তর বিচার কর ॥ ১৯ ॥

৪। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম কেবলম্।
তটস্থলক্ষণেনাথ স্বরূপস্য চ লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (কর্ত্তব্যা); অথ তটস্থলক্ষণেন স্বরূপস্য চ লক্ষণাৎ কেবলম্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রে আছে, "অনন্তর অর্থাৎ গুরুর শরণলাভ করিবার পর,

এই হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই মুমুক্ষুদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া, ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। সেই ব্রহ্ম, নিরুপাধিক হইলেও বৃক্ষশাখার সাহায্যে যেমন চন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, সেইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা এবং 'সত্য', 'জ্ঞান', 'অনন্ত', প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বেদে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল স্বরূপপরিচায়ক বিশেষণ দ্বারা, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া, সেইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ॥ ১ ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং মূলকারণমীশ্বরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদিষু তটস্থতা ॥ ২ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরঃ উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং মূলকারণম্। সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ইত্যাদিষু তটস্থতা ॥ ২ ॥

(ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন)—

ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূল কারণ, 'সর্ব্বজ্ঞ', 'অব্যর্থসঙ্কল্প' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ স্বপ্রকাশম্ পরাৎপরম্।
অনণ্বিত্যাদি বেদোক্তং স্বরূপস্য তু লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—তৎ সচ্চিদানন্দরূপং স্বপ্রকাশং পরাৎপরম্ অনণু ইত্যাদি বেদোক্তং (বিশেষণং) তু স্বরূপস্য লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

(ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন)—

সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, জগতের কারণ, মায়া-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি অণু নহেন (হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন,) ইত্যাদি বেদে যে সকল বিশেষণ আছে তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ॥ ৩ ॥

গুণপ্রধানভাবেন যদ্ যৎ কিঞ্চিদপেক্ষিতম্।
নানাপ্রকরণব্যাজৈস্তৎ সর্ব্বমভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—গুণপ্রধানভাবেন যৎ যৎ কিঞ্চিৎ অপেক্ষিতম্, তৎ সর্ব্বম্ নানাপ্রকরণব্যাজৈঃ অভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

(মোক্ষের প্রধান সাধন জ্ঞান, সেই জ্ঞানের জন্য অন্যান্য যে সকল সাধনের প্রয়োজন, তাহাই নিরূপণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।) গৌণ ও মুখ্য ভাবে যে যে সাধন জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয়, সেই সাধনগুলি, এই গ্রন্থে বিবিধপ্রকার প্রকরণের ছলে কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

বহিরঙ্গান্তরঙ্গানাং সাধনানামনুক্রমঃ।
যদন্তরঙ্গং যস্মাত্তু তৎপশ্চাত্তু নিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—বহিরঙ্গান্তরঙ্গানাং সাধনানাম্ অনুক্রমঃ (অস্তি); যৎ তু যস্মাৎ অন্তরঙ্গং তৎ পশ্চাৎ নিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥

মুক্তির প্রধান সাধন জ্ঞান; সেই জ্ঞানের যে সকল সাধন আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটি অন্তরঙ্গ সাধন, কোনটি বহিরঙ্গ সাধন; এই হেতু তাহাদের বহিরঙ্গতা ও অন্তরঙ্গতা অনুসারে অগ্রপশ্চাৎ করিয়া বর্ণনা করা প্রয়োজন। এই হেতু এই গ্রন্থে যেটি যাহা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সাধন, সেটি তাহার পশ্চাতে নিরূপিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

৫। বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধঃ।

বৈরাগ্যবিবেচনা।

বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধং প্রথমং শৃণু সন্মতে।
ন নেমিরেব যত্রাস্তি স্থিতিশ্চক্রস্য কীদৃশী॥ ১॥

অন্বয়—হে সন্মতে! ত্বং প্রথমং বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধং শৃণু। যত্র (চক্রে) নেমিঃ ন অস্তি এব তস্য চক্রস্য স্থিতিঃ কীদৃশী (স্যাৎ)॥ ১॥

হে সুবুদ্ধে! অগ্রে এই প্রকরণে বৈরাগ্যের ক্রম বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর; কেননা যে চক্রে নেমি বা 'হাল' নাই, সেই চক্র কি প্রকারে টিকিতে পারে? অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান অজ্ঞাননাশে সমর্থ হয় না॥১॥

ন শূদ্রে বেদসংস্কারস্তৈলঞ্চ সিকতাসু ন।
ন স্যাৎ করতলে রোম তথা মুক্তি র্ন রাগিণি॥ ২॥

অন্বয়—শূদ্রে বেদসংস্কারঃ ন (অস্তি), সিকতাসু তৈলং ন স্যাৎ, করতলে রোম ন স্যাৎ, তথা রাগিণি মুক্তিঃ ন (স্যাৎ)॥ ২॥

শূদ্রে যে প্রকার বেদোক্ত ব্রতবন্ধাদি সংস্কার নাই, বালুকাতে যেমন তৈল নাই এবং করতলে যেমন রোম জন্মে না, তেমনই ভোগাসক্ত পুরুষের মুক্তির সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

বৈরাগ্যং দ্বিবিধং সূক্ষ্মং তদ্ভেদমবধারয়।
জিজ্ঞাসামুখ্যমেকং স্যাজ্জিহাসামুখ্যমেব চ॥ ৩॥

অন্বয়—বৈরাগ্যং দ্বিবিধং (ভবতি), সূক্ষ্মং তদ্ভেদং (ত্বং) অবধারয় একং (বৈরাগ্যং) জিজ্ঞাসামুখ্যং স্যাৎ, (অন্যৎ) চ জিহাসামুখ্যম্ এব স্যাৎ॥ ৩॥

বৈরাগ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে; সেই দুই প্রকারের প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ উভয়ের লক্ষণ শুনিয়া বিচার না করিলে সেই ভেদ ধরা যায় না। অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া তাহার নিশ্চয় কর। এক প্রকার বৈরাগ্যে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাই প্রধান কারণ; অপর প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগেচ্ছাই প্রধান কারণ ॥ ৩ ॥

জিহাসা সংস্কৃতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি দ্বয়ং মুনে।
একমেব তথাপ্যস্তি বিশেষঃ কশ্চিদত্র হি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—হে মুনে সংস্কৃতেঃ জিহাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইতি দ্বয়ং একং এব; তথাপি অত্র কশ্চিৎ বিশেষঃ অস্তি হি ॥ ৪ ॥

জিহাসাবৈরাগ্যে, জিহাসা বা ত্যাগের ইচ্ছা, সংসারবিষয়িনী এবং জিজ্ঞাসাবৈরাগ্যে, জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা, ব্রহ্মবিষয়িনী। এই দুইটি আপাতদৃষ্টিতে একটি বলিয়া প্রতীত হইলেও, উভয়ের প্রত্যেকটিতে (মন্দ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে) কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকার ॥ ৪ ॥

রাজ্যভ্রষ্টা দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনাঃ হতশ্রিয়ঃ।
যে বিরক্তা স্তপস্যন্তি জিহাসামুখ্যমেবতৎ ॥ ৫ ॥

রাজ্যভ্রষ্টাঃ দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনাঃ হতশ্রিয়ঃ যে বিরক্তাঃ (সন্তঃ) তপস্যন্তি তৎ জিহাসামুখ্যম্ এব বৈরাগ্যম্ ॥ ৫

(প্রথমে মন্দ জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন)

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগ করিয়া কিম্বা পরাধীনতা বশতঃ, কিম্বা সম্পত্তি হারাইয়া, বৈরাগ্যযুক্ত হয় এবং

সেই বৈরাগ্যবশতঃ তপস্যা করে, তাহাদের সেই বৈরাগ্যকে জিহাসা-মুখ্য বৈরাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ৫ ॥

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
যে ধীরা মুক্তিমিচ্ছন্তি শৃণু তেষাময়ং ক্রমঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিবর্জিতাঃ যে ধীরাঃ মুক্তিম্ ইচ্ছন্তি তেষাম্ অয়ং ক্রমঃ, (তং) শৃণু ॥ ৬ ॥

মানসিক বা শারীরিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি না থাকিলেও, যে বিবেকী ব্যক্তিগণ মুক্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ তারতম্য হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনে বনে।
কশ্যপাদ্যাস্তপস্যন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—যেষাং গৃহে কামধেনুঃ (ভবতি), যেষাং নিবাসঃ নন্দনে বনে (ভবতি), তে কশ্যপাদ্যাঃ তপস্যন্তি, তৎ বৈরাগ্যং জিজ্ঞাসামুখ্যম্‌এব ॥ ৭ ॥

যাঁহাদের গৃহে সর্ব্বকামপ্রদা কামধেনু রহিয়াছে, যাঁহাদের নিবাস স্বর্গের নন্দনকাননে, সেই কশ্যপাদি, যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য ॥ ৭ ॥

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ।
যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা ॥ ৮ ॥

অন্বয়—যে জীবাঃ আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ (সন্তঃ) মোক্ষম্ ইচ্ছন্তি, সা তু জিহাসামুখ্যতা ॥ ৮ ॥

(মধ্যম জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ করিতেছেন) যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা

নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সেই বৈরাগ্যকে জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য বলিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তি স্তদস্মাভিঃ কিমর্জিতম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—দুর্লভং মানুষ্যং প্রাপ্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ মতিঃ সংস্কৃতা যদি ব্রহ্ম-বিশ্রান্তিঃ ন (স্যাৎ), তৎ (তর্হি) অস্মাভিঃ কিম্ অর্জ্জিতম্? ৯ ॥

(মধ্যম জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ, দুইটী শ্লোক দ্বারা কহিতে-ছেন) দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, বেদান্তের অনুকূল শাস্ত্রসমূহ দ্বারা বুদ্ধিকে সংশোধিত করিয়াছি; এখন যদি ব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলাম? ৯ ॥

ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ।
জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—ইতি এবং ব্যবসায়েন হি আকাশফলপাতবৎ যে ধীরাঃ জিজ্ঞাসয়ন্তি সা তু জিজ্ঞাসামুখ্যতা ॥ ১০ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে বিবেকাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ হইতে ফলপাতের ন্যায়, অকস্মাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্যকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য বলিতে হইবে ॥ ১০ ॥

বিরোচনঃ কার্ত্তবীর্য্যো বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ।
বিরক্তা রাজলীলায়াং তেহি তত্র নিদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—বিরোচনঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ, (যে) রাজলীলায়াং বিরক্তাঃ তে হি তত্র নিদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

বলির পিতা বিরোচন, সহস্রার্জুন কার্ত্তবীর্য্য, বলি, রামচন্দ্র প্রভৃতি পুরাণে প্রসিদ্ধ মহাত্মগণ প্রজাপালনাদি কর্ম্ম দুঃখশূন্য হইলেও তৎপ্রতি ঔদাসীন হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সেই মধ্যম জিজ্ঞাসা-মুখ্য বৈরাগ্যের উদাহরণ ॥ ১১ ॥

তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি।
বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—যদি তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং (ভবেৎ), (তৎ) বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং (ভবতি), (পরন্তু) তৎ জিহাসামুখ্যম্ এব (ভবতি) ॥ ১২ ॥

(মধ্যম জিজ্ঞাসামুখ্য ও জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য বুঝাইয়া, এখন উত্তম প্রকারের দুই বৈরাগ্য বর্ণনা করিতেছেন) তীব্র সংসারবৈরাগ্য হেতু যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, তবে সেই বৈরাগ্য পুণ্যবান্ জীবের হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে কিন্তু সেই বৈরাগ্য জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য, অন্য কিছুই নহে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া তাত তীব্রয়া যো বিধীয়তে।
বিরাগো দৃশ্যভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ ॥ ১৩॥

অন্বয়—হে তাত! তীব্রয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া দৃশ্যভাবেষু যঃ বিরাগঃ বিধীয়তে (তৎ বৈরাগ্যং) জিজ্ঞাসামুখ্যম্ এব ॥ ১৩ ॥

(উত্তম জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ করিতেছেন) হে পুত্র, তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা বশতঃ যাবতীয় দ্রষ্টব্য পদার্থে যে বৈরাগ্য হয়, সেই বৈরাগ্যকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

সহজং যস্য বৈরাগ্যং কা বাচ্যা তস্য মুখ্যতা।
অথ দোষাঃ প্রদর্শ্যন্তে বৈরাগ্যং দোষদর্শনাৎ॥ ১৪॥

অন্বয়—যস্য বৈরাগ্যং সহজং (অস্তি), তস্য কা মুখ্যতা বাচ্যা? দোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যং (জায়তে)। অথঃ দোষাঃ প্রদর্শ্যন্তে॥ ১৪॥

(পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার বৈরাগ্য হইতে ভিন্ন সপ্তম প্রকারের বৈরাগ্য বর্ণনা করিতেছেন) যে উত্তম অধিকারীর বৈরাগ্য স্বাভাবিক অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শনহেতু গুণদোষদৃষ্টিরহিত, তাহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ তাহা পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বৈরাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও বিলক্ষণ। দোষদর্শন হইতে বৈরাগ্য জন্মে বলিয়া, অনন্তর দোষ সমূহের বর্ণনা করা হইতেছে॥ ১৪॥

কথয়ামি সমাসেন সাবধানমনাঃ শৃণু।
অসমঞ্জসতাং সাধো সমারভ্য শরীরতঃ॥ ১৫॥

অন্বয়—হে সাধো! শরীরতঃ সমারভ্য অসমঞ্জসতাং সমাসেন কথয়ামি ত্বং সাবধানমনাঃ শৃণু॥ ১৫॥

হে কল্যাণকৃৎ শিষ্য, আমি শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ের দোষরূপতা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি; তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ১৫॥

৬। কায়বিড়ম্বনা।

যং ভূষয়ন্তি কনকৈর্বসনৈশ্চন্দনৈরপি।
অবিচারত এবায়ং কায়ো রম্যত্বমাগতঃ॥ ১॥

অন্বয়—যং (কায়ং) (জনাঃ) কনকৈঃ বসনৈঃ চন্দনৈঃ অপি ভূষয়ন্তি সঃ অয়ং কায়ঃ অবিচারতঃ এব রম্যত্বম্ আগতঃ॥ ১॥

বস্তুতঃ শ্রীহীন, কদাকার এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইলেও, শরীরকে লোকে স্বর্ণালঙ্কার, বসন এবং চন্দন প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করে। সেই শরীর লোকে বিচার পূর্ব্বক দেখেনা বলিয়াই তাহাদের দৃষ্টিতে (এত) সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে॥ ১॥

অস্য ক্রব্যাদভক্ষ্যস্য কৃশানো রিন্ধনস্য চ।
পরিণামকৃশস্যৈব কৈব কায়স্য রম্যতা॥ ২॥

অন্বয়—ক্রব্যাদভক্ষ্যস্য কৃশানোঃ ইন্ধনস্য পরিণামকৃশস্য এব চ অস্য কায়স্য রম্যতা কা এব? ২॥

যে শরীর মাংসাশী জীবের খাদ্য এবং অগ্নির ইন্ধনস্বরূপ এবং যাহা পরিণতাবস্থায় কৃশ হইয়া যায়, সেই শরীরের আবার রম্যতা কি প্রকার? ২॥

কলের্বরমিদং স্থানং বিগ্রহো মূর্ত্তিমানসৌ।
পঞ্চভূতনিবাসোঽয়ং কথং তত্র সুখীভবেৎ॥ ৩॥

অন্বয়—ইদং কলেঃ বরং স্থানং, অসৌ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহঃ, অসৌ পঞ্চভূতনিবাসঃ, (জনঃ) তত্র কথং সুখী ভবেৎ? ৩॥

(আচ্ছা যদি কেহ বলেন এই শরীর সুখভোগের আশ্রয় বলিয়াই

ইহার রম্যতা, তদুত্তরে বলিতেছেন) এই শরীর কলহের অথবা অধর্ম্মবহুল কলিকালের, শ্রেষ্ঠ দুর্গ, অর্থাৎ কলিকালে শরীররক্ষণ ও শরীরের সুখ-সাধনাই মনুষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই দেহ মূর্ত্তিমান্ কলহস্বরূপ অর্থাৎ ইহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ, এই ত্রিধাতুর নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। এই দেহ পাঁচটী ভূতের আবাস ভূমি, অর্থাৎ একটী ভূতের আবাস ভূমিতে যেমন সুখের সম্ভাবনা নাই, পাঁচটী ভূতের বাসস্থানে যে সুখের আশাও নাই, তাহাও কি বলিতে হইবে? তাহা হইলে লোকে কি প্রকারে ইহাতে থাকিয়া সুখের আশা করিতে পারে? ৩॥

কারাগৃহং গর্ভবাসো বাল্যং কেবলমূঢ়তা।
তত্রাপি দুঃসহাত্যন্তং পরাধীনতয়া স্থিতিঃ॥ ৪॥

অন্বয়—গর্ভবাসঃ কারাগৃহং, বাল্যং কেবলমূঢ়তা, তত্র অপি পরাধীনতয়া স্থিতিঃ অত্যন্তং দুঃসহা॥ ৪॥

মাতৃগর্ভে বাস কারাগারনিবাসের তুল্য; শৈশবকাল মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই শৈশবেও আহারবিহারাদি সম্বন্ধে পরাধীন হইয়া থাকা একান্ত অসহ্য॥ ৪॥

কামবাণৈর্যত্র পীড়া কামিনীবিরহজ্বরঃ।
পুষ্কলা পাপসম্পত্তি র্যৌবনং বিপদাং বনম্॥ ৫॥

অন্বয়—যত্র কামবাণৈঃ পীড়া (ভবতি), কামিনীবিরহজ্বরঃ (ভবতি), পুষ্কলা পাপসম্পত্তিঃ (ভবতি), তৎ যৌবনং বিপদাং বনম্ (ভবতি)॥ ৫॥

যে যৌবনে মদনের সম্মোহন* প্রভৃতি বাণ দ্বারা আহত হইয়া

---

* সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পীড়িত হইতে হয়, যে যৌবনে নারীর অপ্রাপ্তিহেতু সন্তাপ উপস্থিত হয়, এবং যে যৌবনে সর্ব্বদুঃখকারণভূত বিবিধপ্রকার পাপাসক্তি হইয়া থাকে, সেই যৌবন বিপদেরই বন (তাহাতে সুখের সম্ভাবনা কোথায়?) ॥ ৫ ॥

উন্নতানততাং যাতো জরাক্ষারবিধূসরঃ।
পুরাণকুষ্মাণ্ডসমঃ কায়ো বৃদ্ধস্য গর্হিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—বৃদ্ধস্য কায়ঃ উন্নতানততাং যাতঃ, জরাক্ষারবিধূসরঃ পুরাণ-কুষ্মাণ্ডসমঃ গর্হিতঃ (ভবতি) ॥ ৬॥

বৃদ্ধের শরীর (লাঠি ধরিয়া গমন কালে) কখন উন্নত, কখন বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সারাজীবন সংসারজ্বালায় দগ্ধ হওয়াতে এখন জরা আসিয়া সেই সংসারজ্বলনের নিদর্শনভূত ভস্মের ন্যায় ধূসরবর্ণ কেশরাশি দ্বারা মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছে এবং সেই দেহ শুষ্ক কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে, সেই হেতু তাহাকে আর কেহই আদর করে না ॥ ৬ ॥

মরণস্য তু কিং বাচ্যং মৃত্যুদূতভয়ং ততঃ।
নরকে তু মহদ্দুঃখং স্বর্গে পতনজং ভয়ম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—তু (পক্ষান্তরে) মরণস্য দুঃখং কিং বাচ্যং ততঃ মৃত্যুদূতভয়ং (অস্তি) অনন্তরং নরকে তু মহদ্দুঃখং, স্বর্গে পতনজং ভয়ং (অস্তি) ॥ ৭ ॥

পক্ষান্তরে মরণে যে দুঃখ তাহার কথা আর কি বলিব? তাহা সর্ব্বজনবিদিত ও বর্ণনাতীত। মরণের পর যমদূতের ভয়; আর যদি নরকে যাইতে হয়, তাহা হইলে নরকের প্রচণ্ড দুঃখের ত কথাই নাই। আর যদি স্বর্গে যাইতে হয়, তাহা হইলে সেস্থান হইতেও পতনের ভয় আছে ॥ ৭ ॥

উত্তমাধম ভাবেন তত্রাপ্যস্তি বিড়ম্বনা।
যদি পশ্বাদিযোনিঃ স্যাত্তদা দুঃখস্য কা কথা॥ ৮॥

অন্বয়—তত্র অপি উত্তমাধমভাবেন বিড়ম্বনা অস্তি; যদি পশ্বাদি-যোনিঃ স্যাৎ, তদা দুঃখস্য কা কথা? ৮॥

সেই স্বর্গেও, কেহ উচ্চপদস্থ কেহ নীচপদস্থ এইরূপ তারতম্য থাকাতে, সেখানেও তিরস্কারাদি জনিত দুঃখ আছে, আর যদি পশ্বাদি-যোনিতে জন্মলাভ হয়, তাহা হইলে আর দুঃখের কথা কি? ৮॥

পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ পুনর্দুঃখং পুনর্ভয়ম্
ন জানাতি গতিং জন্তুর্নিমগ্নো মোহসাগরে॥ ৯॥

অন্বয়—পুনর্জন্ম, পুনর্মৃত্যুঃ, পুনর্দুঃখং, পুনর্ভয়ম্, জন্তুঃ মোহসাগরে নিমগ্নঃ (সন্) গতিং ন জানাতি॥ ৯॥

আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার দুঃখ, আবার ভয়; জীব এইরূপে অজ্ঞানরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া, সর্ব্বপ্রপঞ্চের অতীত মোক্ষরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে না॥ ৯॥

৭। বৃত্তিবিড়ম্বনা।

ক্ষত্রধর্ম্মে পরাহিংসা যাচ্ঞায়াং লাঘবং মহৎ।
অসত্যমেব বাণিজ্যে নানৃতাৎ পাতকং পরম্॥ ১॥

অন্বয়—ক্ষত্রধর্ম্মে পরাহিংসা (ভবতি), যাচ্ঞায়াং মহৎ লাঘবং (ভবতি), বাণিজ্যে অসত্যম্ এব (ভবতি), অনৃতাৎ পরং পাতকং ন (অস্তি)॥ ১॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে হত্যারূপ অত্যুৎকট হিংসা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে যে যাজ্ঞা বা ভিক্ষাবৃত্তি বিহিত আছে, তাহাতে লোককে সাতিশয় লঘু হইতে হয়। বৈশ্য ধর্ম্মে বা বাণিজ্যে কেবল মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে হয়। মিথ্যা অপেক্ষা বড় পাতক আর নাই॥ ১॥

সেবায়াং পরমং কষ্টং মৃৎকীটস্তু কৃষীবলঃ।
দ্যূতে সর্ব্বস্বনাশঃ স্যাচ্চৌর্য্যে রাজভয়ং মহৎ॥ ২॥

অন্বয়—সেবায়াং পরমং কষ্টং (ভবতি) কৃষীবলঃ তু মৃৎকীটঃ (ভবতি) দ্যূতে সর্ব্বস্বনাশঃ স্যাৎ, চৌর্য্যে মহৎ রাজভয়ং (অস্তি)॥ ২॥

শূদ্রবৃত্তি সেবাতে অত্যন্ত কষ্ট; যে ভূমি কর্ষণ করে তাহাকে মাটীর পোকা হইয়া থাকিতে হয়; আর যদি ধনলাভের জন্য দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত হয়, তবে তাহার সর্ব্বস্বনাশের সম্ভাবনা। আর যদি ধনের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে তাহার রাজশাসন হইতে অত্যন্ত ভয়ের আশঙ্কা আছে॥ ২॥

নাকাশাৎ পতভি দ্রব্যং জীবিকা সুখদা কথম্॥ ৩॥

অন্বয়—আকাশাৎ দ্রব্যং ন পতভি, জীবিকা কথম্ সুখদা (ভবেৎ)? ৩॥

আকাশ হইতে ধন পড়ে না, কাজেই জীবনোপায় কি প্রকারে সুখদায়ক হইতে পারে? ৩॥

৮। কামবিড়ম্বনা।

চর্ব্বয়ন্তি মহামাংসং গতে প্রাণে পিশাচকাঃ।
জীবৎপরস্পরং মাংসং স্ত্রীপুংসাশ্চতুরাননাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—প্রাণে গতে (সতি) পিশাচকাঃ মহামাংসং চর্ব্বয়ন্তি চতুরাননাঃ স্ত্রীপুংসাঃ জীবৎপরস্পরং মাংসং চর্ব্বয়ন্তি ॥ ১ ॥

প্রাণ গত হইলে, পিশাচেরা মনুষ্য মাংস চর্ব্বণ করে, পক্ষান্তরে স্ত্রী-পুরুষেরা জীবিতাবস্থায় পরস্পরের মাংস চর্ব্বণ করে, কিন্তু তাহা কাহারও দুঃখদায়ক হয় না (ইহাই আননের বা পরস্পরের মুখের চাতুর্য্য) ॥ ১ ॥

নৃদেহৈর্নিশি নৃত্যন্তি শ্মশানেষু পিশাচকাঃ।
বিচিত্রৈরঙ্গবিন্যাসৈ গৃহেষু গৃহমেধিনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—পিশাচকাঃ নৃদেহৈঃ শ্মশানেষু নিশি নৃত্যন্তি গৃহমেধিনঃ গৃহেষু বিচিত্রৈঃ অঙ্গবিন্যাসৈঃ (নৃদেহৈঃ নিশি নৃত্যন্তি) ॥ ২ ॥

পিশাচগণ রাত্রিকালে শ্মশানে মনুষ্যদেহ লইয়া নৃত্য করে, কিন্তু গৃহবাসিগণ গৃহেতেই বিচিত্র অঙ্গবিন্যাসসহকারে নরদেহ লইয়া নৃত্য করে ॥ ২ ॥

লিহতি স্পৃশতি ভ্রান্তো মুহুর্জিঘ্রতি খাদতি।
গ্রামসিংহানুরূপেয়ং গ্রাম্যধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—ভ্রান্তঃ (নরঃ) মুহুঃ লিহতি, স্পৃশতি, জিঘ্রতি, খাদতি; ইয়ং গ্রাম্যধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ গ্রামসিংহানুরূপা (ভবতি) ॥ ৩ ॥

এই সংসারে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম কুকুরের মত দৃষ্ট হয়, যেহেতু ভ্রান্ত মনুষ্য বার বার লেহন করে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে ও উপভোগ করে ॥ ৩ ॥

কণ্ডূয়নেন যৎ কণ্ডূসুখম্ তৎ কিং ভবেৎ সুখম্।
পশ্চাদ্যত্র মহাপীড়া তথা বৈষয়িকং সুখম্॥ ৪॥

অন্বয়—কণ্ডূয়নেন যৎ কণ্ডূসুখম্, পশ্চাৎ যত্র মহাপীড়া ভবতি তৎ কিং সুখম্ ভবেৎ? বৈষয়িকং সুখং তথা (ভবতি)॥ ৪॥

গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া (চুলকাইয়া) যে কণ্ডূয়নসুখ হয় এবং পরে যাহা কষ্টদায়ক হয়, তাহা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? বিষয়ভোগ-জনিত সুখও তদ্রূপই হইয়া থাকে॥ ৪॥

নাদাসক্তং মৃগং ব্যাধশ্ছিনত্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রূপাসক্তং নরং নারী রতিচ্ছুরিকয়াঽসকৃৎ॥ ৫॥

অন্বয়—ব্যাধঃ নাদাসক্তং মৃগং নিশিতৈঃ শরৈঃ ছিনত্তি, নারী রূপাসক্তং নরং রতিচ্ছুরিকয়া অসকৃৎ ছিনত্তি॥ ৫॥

ব্যাধ বংশীনাদ-মুগ্ধ মৃগকে তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা বধ করে, নারী রূপে আসক্ত নরকে কিন্তু রতিচ্ছুরিকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে (অর্থাৎ অনেক কষ্ট প্রদান করিয়া বধ করে)॥ ৫॥

৯। ক্রোধবিড়ম্বনা।

রুধিরং পিবতি স্বীয়ং দিবা তমসি নৃত্যতি।
ভীষয়ত্যাত্মনাত্মানং ক্রূরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ॥ ১॥

অন্বয়—ক্রোধী স্বীয়ং রুধিরং পিবতি, দিবা তমসি নৃত্যতি, আত্মনা আত্মানং ভীষয়তি ('ভায়য়তি' ব্যাকরণকৌমুদী ২য় ভাগ ২৩৬ সূত্র ও পাণিনিঃ ১।৩।৬৮ এবং ৭।৩।৪০।)॥ ১॥

যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার রক্তপান করে; সে দিবাভাগেই ক্রোধান্ধ হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে; সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়, অতএব ক্রোধী লোকই প্রকৃত নিষ্ঠুর। লোকে যে রাক্ষসকে নিষ্ঠুর বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ ততদূর নিষ্ঠুর নহে, কেননা সে অপরের রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালেই নৃত্য করে ও নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না ॥ ১ ॥

১০। লোভবিড়ম্বনা।

ন পিশাচাঃ ন ডাকিন্যো ন ভুজঙ্গা ন বৃশ্চিকাঃ।
সম্ভ্রান্তয়ন্তি মনুজং যথা লোভো ধিয়ং রিপুঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—ন পিশাচাঃ ন ডাকিন্যঃ ন ভুজঙ্গাঃ ন বৃশ্চিকাঃ মনুজং (তথা) সম্ভ্রান্তয়ন্তি যথা রিপুঃ লোভঃ ধিয়ং (সম্ভ্রান্তয়তি) ॥ ১ ॥

লোভরূপ শত্রু বুদ্ধিকে যেরূপ ভীত করিয়া বিচলিত করে, পিশাচ, ডাকিনী, সর্প ও বৃশ্চিক, মানুষকে সেইরূপ ভীত করিতে পারে না ॥ ১ ॥

মেরবো ঘৃতবিন্দ্বাভা দুরাশাদাবপাবকে।
কথং সহস্রলক্ষাদ্যৈস্তর্হি তৃপ্যতু লোভবান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—দুরাশাদাবপাবকে মেরবঃ ঘৃতবিন্দ্বাভাঃ (ভবন্তি), তর্হি লোভবান্ সহস্রলক্ষাদ্যৈঃ কথং তৃপ্যতু ? ২ ॥

দুরাকাঙ্ক্ষারূপ দাবাগ্নিতে একাধিক সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতও ঘৃতবিন্দুসদৃশ, অর্থাৎ সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত না করিয়া, প্রত্যুত অধিকতর প্রজ্বলিতই করে। তাহা হইলে, যাহার লোভ জাগিয়াছে

সহস্র, লক্ষ প্রভৃতিসংখ্যক মুদ্রা দ্বারা সেই ব্যক্তি কি প্রকারে তৃপ্ত হইতে পারে? ২॥

আনিদ্রং প্রাতরারভ্য জাগ্রতি স্বপ্নপুর্য্যপি।
ভ্রমন্নো লভতে শান্তিং স লোভস্য পরাক্রমঃ॥ ৩॥

অন্বয়—প্রাতঃ আরভ্য আনিদ্রং জাগ্রতি, স্বপ্নপুর্য্ অপি ভ্রমন্ শান্তিং নো লভতে, সঃ লোভস্য পরাক্রমঃ (ভবতি)॥ ৩॥

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিদ্রা হয় ততক্ষণ জাগ্রদবস্থায়, এবং স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট নগর সমূহেও, ভ্রমণ করিয়া স্বপ্নে লোক যে শান্তি পায় না, তাহা লোভের প্রভাব বলিয়াই বুঝিতে হইবে॥ ৩॥

নিধানং যক্ষসর্পাদ্যা যদা ক্রামন্তি যত্নতঃ।
ন পিবন্তি ন খাদন্তি তেষাং হি গুরবঃ শঠাঃ॥ ৪॥

অন্বয়—যক্ষসর্পাদ্যাঃ যৎ যত্নতঃ নিধানম্ আক্রামন্তি, ন খাদন্তি, ন পিবন্তি, তেষাং শঠাঃ (নরাঃ) গুরবঃ (ভবন্তি)॥ ৪॥

যক্ষ সর্পাদি যে ভূগর্ভাদি স্থানে রক্ষিত ধনকে যত্নপূর্ব্বক আগুলিয়া থাকে, এবং তাহারা নিজ নিজ পানভোজনের জন্য, সেই ধন ব্যয় করে না, (তাহাতে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে) ধূর্ত্ত স্বার্থপর মনুষ্যগণই তাহাদিগকে সেই ধনরক্ষাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছে। সুতরাং লোকে যে যক্ষ ও সর্পকে কৃপণ ও লোভীর চরমাদর্শ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চায়, তাহা তাহাদিগের ভুল; কেননা চরমলোভী মনুষ্যই নিজ নিজ ধন রক্ষার নিমিত্ত অভিচারাদি কর্ম্মের সাহায্যে তাহাদিগকে যক্ষ ও সর্পরূপে পরিণত করিয়াছে॥ ৪॥

দানভোগবিহীনঞ্চ যদেব ধনিনো ধনম্।
ন তু তস্য মুখে ধূলির্দীয়তে ভূমিগোপনৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—ধনিনঃ যৎ দানভোগবিহীনং ধনম্, (তৎ) তু (নাস্তি) এব, (যতঃ) ভূমিগোপনৈঃ তস্য মুখে ধূলিঃ (অপি) ন দীয়তে ॥ ৫ ॥

যে ধনী নিজে ভোগ না করিয়া অথবা দান না করিয়া ধন রক্ষা করে (তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ কিম্বা দেশের রাজা তাহার মুখে সাত খণ্ড স্বর্ণের পরিবর্ত্তে, ধূলি পর্য্যন্তও দেয় না, পাছে তাহার ভূগর্ভপ্রোথিত স্বর্ণখণ্ড তাহার মুখে যায় ॥ ৫ ॥

মূঢ়স্তাম্রময়ে পাত্রে সংস্থাপয়তি কিং ধনম্।
পাত্রে স্থিতং ধনং ভদ্রং কিন্তু পাত্রং পরীক্ষয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়—মূঢ়ঃ তাম্রময়ে পাত্রে (যৎ) ধনং সংস্থাপয়তি (তৎ) কিম্? পাত্রেস্থিতং ধনং ভদ্রং (ভবতি) কিন্তু পাত্রং পরীক্ষয় ॥ ৬ ॥

(সৎপাত্রে ন্যস্ত ধন সুখাবহ হয়, এই কথা শুনিয়া) মূর্খ মনে করে যে তাম্রপাত্রই সৎপাত্র এবং তাহাতেই ধন স্থাপন করে (এবং হয়ত তাহা মাটিতে প্রোথিত করে)। তাহাতে তাহার কি উপকার হয়? কিছুই নহে। সত্য বটে, ধন সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে সুখের কারণ হয়। কিন্তু সেই পাত্রটী যে কি, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হয়। সেই পাত্রটী ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত আধার নহে। তাহা বিদ্যা-বিনয়াদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ॥ ৬ ॥

কাকবিষ্ঠাধনস্যার্থে কায়ক্লেশেন ভূয়সা।
মদান্ধা ধনিনঃ সেব্যা মহতীয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৭ ॥

অন্বয়—কাকবিষ্ঠাধনস্য অর্থে ভূয়সা কায়ক্লেশেন মদান্ধাঃ ধনিনঃ সেব্যাঃ, ইয়ং মহতী বিড়ম্বনা ॥ ৭ ॥

কাকবিষ্ঠাতুল্য ধনের জন্য, প্রভূত কায়ক্লেশ দ্বারা, ধনমদে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ধনবানদিগের সেবা করিতে হয়, ইহা লাঞ্ছনার পরাকাষ্ঠা ॥৭॥

ন লোভস্যোপচারায় মণিমন্ত্রৌষধাদয়ঃ।
মণিমন্ত্রৌষধশ্লাঘী সোঽপি লোভপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—মণিমন্ত্রৌষধাদয়ঃ লোভস্য উপচারায় ন (ভবন্তি) (যতঃ যঃ) মণিমন্ত্রৌষধশ্লাঘী, সঃ অপি লোভপরায়ণঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

মণি, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি, লোভরূপ রোগের শান্তি করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু, যিনি 'মণি, মন্ত্র, ঔষধ পাইয়াছি' বলিয়া গর্ব্ব করেন, তিনিও লোভের বশীভূত হন। (কেননা ধন, অথবা যশঃ ইত্যাদি না পাইলে তিনি তাহা দিতে প্রস্তুত হন না) ॥ ৮ ॥

কিঞ্চিদ্ধনকণং ধ্যাত্বা মুখমাঢ্যস্য পশ্যসি।
করোষি শ্বেব চাটূনি লোভেনাপকৃতং স্মর ॥ ৯ ॥

অন্বয়—(ত্বম্) কিঞ্চিৎ ধনকণং ধ্যাত্বা, আঢ্যস্য মুখম্ পশ্যসি, শ্বা ইব চাটূনি করোষি, লোভেন (যৎ) অপকৃতং (তৎ) স্মর ॥ ৯ ॥

অন্নবস্ত্রাদি কোনপ্রকার ধনের স্বল্পাংশমাত্র পাইবে এই আশায় ধনবানের মুখের দিকে চাহিয়া আছ এবং কুকুরের ন্যায় তাহার মনোরঞ্জনার্থ চাটুবাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ। লোভ তোমার কতদূর অপকার করিয়াছে, স্মরণ করিয়া দেখ ॥ ৯ ॥

লোহার্গলো ভদ্রহরো লোলতাঙ্কো ভয়প্রদঃ।
লুনাত্যুভৌ চ যল্লোকৌ তেন লোভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—লোহার্গলঃ ভদ্রহরঃ, লোলতাঙ্কঃ, (লোলতা চাঞ্চল্যং তৎ

অঙ্কং চিহ্নং যস্য সঃ) ভয়প্রদঃ যৎ উভৌ লোকৌ লুনাতি চ, তেন লোভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

"ল" এই অংশের অর্থ লোহার ছুড়কা, "ভ" এই অংশের অর্থ ভদ্রনাশক, অথবা "লো"র অর্থ চাঞ্চল্যযুক্ত এবং "ভ"র অর্থ ভয়দায়ক অথবা "লোভ" শব্দের ব্যুৎপত্তি 'লুনাতি উভৌ, লোকৌ'; যাহা ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোককে বিনষ্ট করে; এই কারণে উহার নাম লোভ ॥ ১০ ॥

সকামাঃ কামিনীলুব্ধা নিষ্কামাঃ মোক্ষলোভিনঃ।
ভাবলুব্ধোহি ভগবান্নির্লোভোহত্যন্ত দুর্লভঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—সকামাঃ কামিনীলুব্ধাঃ (ভবন্তি), নিষ্কামা মোক্ষলোভিনঃ (ভবন্তি), ভগবান্ হি ভাবলুব্ধঃ (ভবতি); নির্লোভঃ অত্যন্তদুর্লভঃ (ভবতি) ॥ ১১ ॥

কামী ব্যক্তিগণ কামিনীর লোভ রাখে; যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা মুক্তির লোভ রাখেন; ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইলেও, ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তির লোভ রাখেন; সুতরাং পৃথিবীতে নির্লোভ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১১ ॥

দুগ্ধফেনোজ্জ্বলা শয্যা বালা চরণসেবিনী।
নিদ্রাং ন লভতে ভূপঃ পররাষ্ট্রজিগীষয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দুগ্ধফেনোজ্জ্বলা শয্যা বালা চরণসেবিনী (তথাপি) ভূপঃ পররাষ্ট্র-জিগীষয়া নিদ্রাং ন লভতে ॥ ১২ ॥

দুগ্ধফেনের ন্যায় শয্যা শুভ্র হইলেও, এবং যুবতী চরণসেবিনী থাকিলেও রাজার নিদ্রা হয় না; তাহার কারণ এই যে তিনি কি প্রকারে অপরের রাজ্য হরণ করিবেন এইরূপ লোভের বশীভূত হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

মার্গেষু মিলিতাশ্চৌরা সখ্যং তৈঃ সহ বর্দ্ধিতম্।
তে গতা ধনমাদায় পশ্চাচ্ছোচতি মন্দধীঃ॥ ১৩॥

অন্বয়—মার্গেষু চৌরাঃ মিলিতাঃ, তৈঃ সহ সখ্যং বর্দ্ধিতম্, তে ধনম্‌আদায় গতাঃ, মন্দধীঃ পশ্চাৎ শোচতি॥১৩॥

[অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ; প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের নাম ক্ষেম। সেই যোগ এবং ক্ষেমে সাতিশয় আগ্রহকেই লোভ বলা হইতেছে।]

(যদি, মনে কর, কোন নির্লোভ ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইলে, তাঁহার উপদেশক্রমে তুমি লোভমুক্ত হইবে, তবে বুঝিয়া দেখ, তাহা অসম্ভব; কেননা, তুমি লোভবশতঃ—স্বধনরক্ষণে অত্যাগ্রহবশতঃ—মনে করিবে) চৌরগণ পথে আসিয়া পথিকগণের সহিত মিলিত হয়, ক্রমে তাহাদের সহিত মিত্রতা বৃদ্ধি পায়, পরিশেষে, তাহারা পথিকদিগের ধনাদি লইয়া প্রস্থান করে; এবং দুর্ব্বুদ্ধি পথিকগণ যেমন শোক করিতে থাকে, সেইরূপ এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে আমারও সেই দশা ঘটিবে॥ ১৩॥

স্বামী তু চৌরবদ্দ্রব্যং গোপায়তি যতস্ততঃ।
ভার্য্যাপুত্রাদয়শ্চৌরাঃ ভুঞ্জতে স্বামিনো যথা॥ ১৪॥

অন্বয়—স্বামী চৌরবৎ যতঃততঃ দ্রব্যং গোপায়তি, ভার্য্যাপুত্রাদয়ঃ চৌরাঃ তু যথা স্বামিনঃ তথা, (দ্রব্যং) ভুঞ্জতে॥

যিনি, ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া ধনের প্রকৃত অধিকারী, তিনি, আপনার অর্জ্জিত ধনকে যেখানে সেখানে চোরের ন্যায় গোপন করিয়া রাখেন, (পাছে পত্নী, পুত্র প্রভৃতি তাহা লইয়া অপব্যবহার করে)। পক্ষান্তরে, পত্নী, পুত্র প্রভৃতি, যাহারা সেই ধন উপার্জ্জন করে নাই বলিয়া, তাহা ভোগ করিতে চৌরের ন্যায়, সমান অধিকারী, তাহারা কিন্তু, সেই ধনের অর্জ্জনকারীর ন্যায়, তাহা ভোগ করে॥ ১৪॥

পুত্রমিত্রকলত্রেভ্যো গোপ্যতে যদ্ধনং জনৈঃ।
তেন মন্যেঽধনং পাপং সুকৃত্যা গোপ্যতে নহি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) জনৈঃ পুত্রমিত্রকলত্রেভ্যঃ ধনং গোপ্যতে, তেন (অহং) অধনং পাপং মন্যে; সুকৃত্যা (পুণ্যেন, পুণ্যবতা জনেন) নহি (ধনং) গোপ্যতে ॥ ১৫ ॥

যে হেতু লোকে পুত্র, মিত্র ও পত্নী হইতে ধন গোপন করিয়া রাখে, সেই হেতু আমার মনে হয়, ধনের রক্ষণেই পাপ; যেখানে পুণ্যের নিবাস, সেখানে কখনই ধন রক্ষিত হয় না ॥ ১৫ ॥

রাগিণী গণিকা বিত্তং যদ্বাঞ্ছতি বরা হি সা।
ধিক্ তং বৈরাগ্যবক্তারং বাচালং বিত্তলম্পটম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—রাগিণী গণিকা যৎ বিত্তং বাঞ্ছতি, সা হি বরা; বৈরাগ্যবক্তারং বিত্তলম্পটম্ বাচালং তং ধিক্ ॥ ১৬ ॥

ভোগাসক্তা বেশ্যা যে ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, সেও পূজার যোগ্যা কেননা, তাহার ভোগাসক্তি সকলেরই বিদিত, কিন্তু, যে ব্যক্তি অপরকে বৈরাগ্যের উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে ধনের জন্য লালায়িত, সেই বাক্‌সর্ব্বস্ব কপটাচারীকে ধিক্ ॥ ১৬ ॥

ধনিভ্যো ধনমাদায় শ্লাঘতে শাস্ত্রপাঠকঃ।
বহুভ্যো মিথুনীভূয় ধনিভ্যো গণিকা যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—বহুভ্যঃ ধনিভ্যঃ মিথুনীভূয়, ধনম্ আদায় গণিকা যথা (শ্লাঘতে), এবং ধনিভ্যঃ ধনমাদায় শাস্ত্রপাঠকঃ শ্লাঘতে ॥১৭॥

বহুসংখ্যক ধনিজনের সহিত মিলিত হইয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে ধনলাভ করিয়া বেশ্যা যেমন গর্ব্ব করিয়া থাকে, সেইরূপ

শাস্ত্রব্যাখ্যাতা বহু ধনিজনের সহিত মিলিত হইয়া, ও তাহাদের নিকট হইতে ধন লাভ করিয়া, গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে ॥১৭॥

ন শোভতে তথৈবায়ং লোভী বেদান্তবাচকঃ।
চৌর্য্যেণ নিগড়ে দত্তো জটাভস্মধরো যথা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—চৌর্য্যেণ নিগড়ে দত্তঃ জটাভস্মধরঃ যথা ন শোভতে, তথা এব অয়ং লোভী বেদান্তবাচকঃ ন শোভতে ॥ ১৮ ॥

চৌর্য্যাপরাধহেতু নিগড়কাষ্ঠে আবদ্ধ জটাভস্মধারী সন্ন্যাসী যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ বেদান্তব্যাখ্যাতা কেহ যদি লোভী হয় সেও সেইরূপ শোভা পায় না ॥১৮॥

যদি বিত্তার্জ্জনেনৈব বিদ্বাংসো যান্তি গৌরবম্।
কস্তর্হি বেশ্যাবিদুষো বিশেষ ইতি বর্ণয় ॥১৯॥

অন্বয়—যদি বিদ্বাংসঃ বিত্তার্জ্জনেন এব গৌরবম্ যান্তি, তর্হি, বেশ্যা বিদুষোঃ কঃ বিশেষঃ (অস্তি), ইতি বর্ণয় ॥১৯॥

যদি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ, ধনোপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাহা হইলে বেশ্যা ও বিদ্বান্ এই দুয়ের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বল ॥ ১৯ ॥

অনিত্যমিতি যো বক্তি সেবতে নিত্যমেব তৎ।
বহির্মুখস্য তস্যাস্যং মা দর্শয় মহেশ্বর ॥ ২ ॥

অন্বয়—যঃ অনিত্যম্ ইতি বক্তি (কিন্তু) নিত্যমেব তৎ সেবতে, (হে) মহেশ্বর, বহির্মুখস্য তস্য আস্যং মা দর্শয় ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি বলে এই সংসার সবই অনিত্য, কিন্তু প্রতিক্ষণই সেই

সকল বস্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোগ করে, হে মহেশ্বর, সেই বহির্ম্মুখ বা বিষয়াসক্ত লোকের মুখ, আমাকে যেন দেখিতে না হয় ॥ ২০ ॥

কামকিঙ্করতাং প্রাপ্য সকামা সর্ব্বকিঙ্করাঃ।
কামেনৈব পরিত্যক্তো নিষ্কামঃ কস্য কিঙ্করঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—সকামাঃ কামকিঙ্করতাং প্রাপ্য সর্ব্বকিঙ্করাঃ (ভবন্তি), নিষ্কামঃ কামেন পরিত্যক্তঃ এব কস্য কিঙ্করঃ ভবতি ? ॥ ২১ ॥

একমাত্র লোভের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, লোভী ব্যক্তিকে প্রায় সকলপ্রকার লোকেরই দাস হইতে হয়; কিন্তু যিনি নির্লোভ, তিনি লোভবর্জ্জিত হওয়াতে, কাহার দাস হইবেন ? অর্থাৎ এই সংসারে তিনি কাহারও দাস নহেন ॥ ২১ ॥

১১। কর্ম্মবিড়ম্বনা।

বংশপাত্রমিবাপূর্ণং পূর্ণং ঘটশতৈরপি।
ক্রিয়াজালং কথং সাধো বিরাগায় ন জায়তে ॥ ১ ॥

অন্বয়—হে সাধো ঘটশতৈঃ পূর্ণম্ অপি অপূর্ণং বংশপাত্রম্ ইব ক্রিয়াজালং কথং বিরাগায় ন জায়তে ? ১ ॥

হে সুবুদ্ধিমন্, বা হে সাধক, বাঁশের চেঁচাড়ি দ্বারা নির্ম্মিত চেঙ্গারী চালনী প্রভৃতি, শত শত ঘট দ্বারা জলপূর্ণ করিলেও, পরিশেষে যেমন শূন্যই থাকিয়া যায়, কাম্যকর্ম্মসমূহও, সেইরূপ বহু পরিশ্রম ব্যয়েও, কর্ম্মে তৃপ্তিসম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না; (পরন্তু উত্তরোত্তর কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া, অশেষ ক্লেশের কারণ হয়) সুতরাং কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান কাহার না বৈরাগ্যের কারণ হয় ? তদ্দ্বারা বহুপরিশ্রমে

ভববন্ধনকেই দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইতেছে, বুঝিয়া কোন্ মুমুক্ষু না কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়? ১ ॥

ব্রহ্মণো দিনমারভ্য যাবদদ্য কৃতাঃ ক্রিয়াঃ।
মুহূর্ত্তং হন্ত সংসারী নৈব নিশ্চিন্ততাঙ্গতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ দিনম্ (দিনাৎ) আরভ্য যাবৎ অদ্য ক্রিয়াঃ কৃতাঃ, (তথাপি) হন্ত, সংসারী ন এব মুহূর্ত্তং নিশ্চিন্ততাং গতঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ কল্পের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু হায়, জন্মমরণ-ধর্ম্মা জীব, এ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তকালের জন্যও চিত্তের শান্তি লাভ করিতে পারিল না ॥ ২ ॥

অভাগ্যং পরমং পুংসাং পরপিণ্ডোপজীবনম্।
তৎ কথং নাম সৌভাগ্যং পুত্রপিণ্ডোপজীবনম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—পরপিণ্ডোপজীবনম্ পুংসাং পরমং অভাগ্যং (ভবতি) তৎ (অতএব) পুত্রপিণ্ডোপজীবনম্ কথং সৌভাগ্যং নাম (সম্ভাবনায়াম্) ॥ ৩ ॥

অপরের অর্জ্জিত অন্ন ভোজন করা পুরুষের পরম অভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব পুত্রার্জ্জিত অন্নের ভোজন কি প্রকারে সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? ৩ ॥

মৃতশব্দেন সম্বোধ্য মৃতপিণ্ডং মৃতাহনি।
মৃতায় দাস্যতে পুত্রস্তদ্বরং কিমুতামৃতম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—পুত্রঃ মৃতাহনি 'মৃত' শব্দেন সম্বোধ্য মৃতায় (তুভ্যম্) মৃতপিণ্ডং দাস্যতে, তৎ বরং কিম্ উত অমৃতম্ বরং? ৪ ॥

যে তোমাকে পালন করে, সে যদি তোমাকে একটা রূঢ়কথা বলে, তাহা তোমার একান্ত অসহ্য বোধ হয়; তুমি যাহাকে পালন করিয়াছ সেই পুত্রই, তুমি মরিয়া যাইবার পর তোমাকে 'প্রেত' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তোমার মরণের তিথিতে (ও অন্যদিনে) তোমার প্রেতশরীরের পূরণের ও পুষ্টির জন্য পূরকাদি পিণ্ড দিবে; তাহাই তোমার ভাল, না মোক্ষ তোমার ভাল ? ৪ ॥

অশনায়াং পিপাসাঞ্চ শোকং মোহং জরাং মৃতিম্।
প্রাপ্নুবন্তীতি শাস্ত্রেভ্যো মা ভব শ্রাদ্ধভক্ষকঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—(ত্বং) শ্রুতিশাস্ত্রেভ্যঃ, অশনায়াং, পিপাসাং, শোকং, মোহং, জরাং, মৃতিং প্রাপ্নুবন্ (বিজানন্) শ্রাদ্ধভক্ষকঃ মা ভব ॥ ৫ ॥

(বেদে ও অন্য শাস্ত্রে যে শ্রাদ্ধীয় অন্নের নিন্দা আছে,* তাহা জানিয়া পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় অন্নের ভক্ষক হইলে তোমাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার যন্ত্রণা, পিপাসার ক্লেশ, মানসিক দুঃখ, মোহ (কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অক্ষমতা) জরা ও অকাল মরণ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুত্রাকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজেকে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত করিও না ॥ ৫ ॥

দীর্ঘমায়ুর্জরাভুক্তৈ ধনং ভূরি দুরাধয়ে।
পুত্রাঃ কলহদুঃখায় সংসারে দুঃখমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—দীর্ঘম্ আয়ুঃ জরাভুক্তৈ (ভবতি) ভূরি ধনম্ দুরাধয়ে (ভবতি), পুত্রাঃ কলহদুঃখায় (ভবতি), সংসারে দুঃখম্ অদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘজীবন কেবল জরাভোগেরই কারণ হয়। প্রভূত ধন কেবল দুশ্চিন্তারই কারণ হয়। বহু পুত্র পরস্পর কলহ করিয়া

* যথা—"শ্রাদ্ধীয়মন্নং ভুঞ্জনপ্রেত্যোশনায়া তৃট্‌শোক জরামূর্চ্ছাকালমৃত্যুভ্যঃ শঙ্কমানো জীবন্নেব মৃতো ন তদ্দমীশ্বরাৎ"—দিবাকরোদ্ধৃত শ্রুতি বচন।

পিতার দুঃখই উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব যাহাকে সংসার বা 'সম্যক্‌সারবিশিষ্ট বস্তু' বলা হয়, তাহা একটী অদ্ভুত দুঃখ ; কেননা ইহা দুঃখস্বরূপ হইলেও ইহাতে সুখপ্রতীতি হয়॥ ৬ ॥

ছায়াং পশ্যতি কায়স্য রায়ো গর্ব্বেণ মুহ্যতি।
জায়াং ভজতি ভাবেন মায়াং নো বেদ বৈষ্ণবীম্॥ ৭ ॥

অন্বয়—কায়স্য ছায়াং পশ্যতি, রায়ঃ (ধনস্য) গর্ব্বেণ মুহ্যতি, জায়াং ভাবেন ভজতি, বৈষ্ণবীম্ মায়াং ন বেদ ॥ ৭ ॥

লোকে দর্পণাদিতে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা প্রীতিলাভ করে, সঞ্চিত ধনের গর্ব্বে মুগ্ধ হয়, মোহমুগ্ধ হইয়া পত্নীকে সন্দর্শন করে ; কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবেই যে এরূপ করে, তাহা বুঝে না ॥ ৭ ॥

যাত্রা সমাগমসমে নতর্কিতগতাগতে।
পশুপুত্রকলত্রাদৌ মমতা ন মতা সমা ॥ ৮ ॥

অন্বয়—যাত্রাসমাগমসমে নতর্কিতগতাগতে, [নতর্কিতে—"ন লোপঃ নঞঃ" (পাণিনিঃ ৬।৩।৭৩) ইতি সূত্রেণ, নৈকধা, নাতিশীতোষ্ণঃ ইত্যাদিবৎ] পশুপুত্রকলত্রাদৌ মমতা (পণ্ডিতানাং) ন সমা মতা ॥ ৮ ॥

পথযাত্রাকালে যেমন (অচিন্তিত-পূর্ব্ব) সহযাত্রিগণ আসিয়া মিলিত হয় এবং ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবনযাত্রায় পুত্র, কলত্র, পশু, (ভৃত্য, বন্ধু) প্রভৃতি আসিয়া যুটিয়া যায়; আবার চলিয়া যায়। সেই সহযাত্রিগণের সহিত সংযোগ-বিয়োগ যেমন অচিন্তিতপূর্ব্ব, পুত্র-কলত্রাদির সহিতও তদ্রূপ। সেই হেতু বিচারশীল ব্যক্তিগণ সেই পুত্রাদিতে আসক্তিকে সুখপ্রদ বা শুভ বলিয়া মনে করেন না॥ ৮ ॥

(আভাস) গুরুসেবা ব্যতিরেকে সেই আসক্তির পরিহার দুর্ঘট।

সুতরাং গুরবোঽস্মাকং বৈয়াকরণসত্তমাঃ।
আদিশ্য মমতাস্থানে সমতাং সাধয়ন্তি যে॥ ৯॥

অন্বয়—যে গুরবঃ মমতাস্থানে সমতাং আদিশ্য সাধয়ন্তি, তে অস্মাকং সুতরাং বৈয়াকরণসত্তমাঃ (ভবন্তি)॥ ৯॥

যে গুরুগণ 'মমতা' স্থানে 'সমতা'র আদেশ করিয়া পদসিদ্ধ করেন তাঁহারা আমাদিগের মতে বৈয়াকরণদিগের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সুযুক্তির দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ মমতা তিরোহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে লাভালাভে ও জয়াজয়ে সমতার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন, তাঁহারাই উপদেষ্টৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে হেতু তাঁহারাই পরমার্থের পথপ্রদর্শন করেন॥ ৯॥

(আভাস) তাঁহাদের সুযুক্তি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন যে:—

যে ত্যক্ষ্যন্ত্যবশ্যং ত্বাং ত্বং চ ত্যক্ষ্যসি যানপি।
যেষাং ত্যাগে মহৎসৌখ্যং তেষাং ত্যাগেঽপি কঃ শ্রমঃ॥১০॥

অন্বয়—যে ত্বাং অবশ্যং ত্যক্ষ্যন্তি ত্বম্ অপি যান্ চ (অবশ্যং) ত্যক্ষ্যসি, যেষাং ত্যাগে মহৎসৌখ্যং তেষাং ত্যাগে অপি কঃ শ্রমঃ (ভবতি)?॥ ১০॥

যে স্ত্রী, পুত্র, ধন, পশু প্রভৃতি তোমাকে কোন না কোন সময়ে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে এবং "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" এই ভগবদ্বাক্যানুসারে যাহাদিগকে ত্যাগ করিবামাত্রই ভারাপনোদন-জনিত সুখের ন্যায় তৎকালেই সুখানুভব হয়, সেই বিষয়সমূহের পরিত্যাগে 'দুঃসাধ্য' বলিবার কি আছে?॥ ১০॥

ব্যবহারবিমূঢ়ানাং স্তুতিনিন্দাময়ঃ ক্রমঃ।
সোঽপি তৎকার্য্যপর্য্যন্তঃ কার্য্যঃ কতিদিনাস্থয়ী॥ ১১॥

অন্বয়—স্তুতিনিন্দাময়ঃ ক্রমঃ ব্যবহারবিমূঢ়ানাং (অস্তি), সঃ অপি কায়পর্য্যন্তঃ (ভবতি), কায়ঃ (তব) কতিদিনাবধিঃ (ভবতি) ? ১১ ॥

যাহারা লৌকিক ব্যবহারে বিমুগ্ধ (এবং, সেইহেতু পরমার্থ বলিয়া কোন বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না), তাহাদের এই স্তুতি-নিন্দাবহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহারাই বিষয়পটুগণের স্তুতি এবং বৈরাগ্যবানের নিন্দা করিয়া থাকে। যতদিন তোমার শরীরের স্থিতি, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের স্তুতি, নিন্দা, তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে (অথবা ঐইরূপ স্তুতি নিন্দা তোমার পক্ষে আমৃত্যু অপরিহার্য্য) আর তজ্জন্যই বা চিন্তা কি ? শরীরের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধই বা কত দিনের জন্য ? ॥ ১১ ॥

(আভাস) আর বিষয়াসক্তিতে ভয়ের সম্ভাবনাও আছে।

একতঃ সকলা লোকা বিকর্ষন্তি যথাবলম্।
পদার্থমালাং বলবানেকঃ কালোঃ গিলত্যসৌ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—একতঃ সকলাঃ লোকাঃ পদার্থমালাং যথাবলং বিকর্ষন্তি (অন্যত্র) অসৌ বলবান্ কালঃ একঃ (সন্) তান্ গিলতি ॥ ১২ ॥

একদিকে পৃথিবীর সকল লোকে জগতের ভোগ্য বস্তুসমূহকে স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অপর-দিকে বলবান্ কাল (কালরূপী ঈশ্বর) একলাই তাহাদের সকলকে গ্রাস করিতেছেন, (অতএব বিষয়াসক্ত হইয়া কালমুখে প্রবেশ করিও না) ॥ ১২ ॥

বিষয়ভোগ করিলেই যখন সুখ পাওয়া যায় তখন বিষয়সমূহকে কি প্রকারে ত্যাগ করা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

লোলা লক্ষ্মীর্বয়ং লোলা লোলা বিষয়বৃত্তয়ঃ।
কিং সুখং তত্র যত্রাঙ্গ জীবনস্যৈব সংশয়ঃ॥ ১৩॥

অন্বয়—লক্ষ্মীঃ লোলা (ভবতি) বয়ং লোলাঃ (ভবামঃ), বিষয়বৃত্তয়ঃ লোলাঃ (ভবন্তি); হে অঙ্গ যত্র জীবনস্য এব সংশয়ঃ, তত্র কিং সুখং স্যাৎ? ১৩॥

বিষয়ভোগসম্পত্তি ক্ষণিক, ভোক্তৃগণ আমরাও ক্ষণস্থায়ী; ভোগের সাধনভূত বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহও (অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছাদিও) ক্ষণিক। [ভোগ্যবস্তু, ভোক্তা, এবং ভোগ এই তিনের মধ্যে ভোক্তারই প্রাধান্য, কেননা অপর দুইটীর তিরোভাব ঘটিলেও ভোক্তাই জীবরূপে অবশিষ্ট থাকেন, সেই] ভোক্তার অস্তিত্বই যখন সংশয়াস্পদ, তখন হে প্রিয়, বিষয়ভোগে আবার সুখ কি? ১৩॥

যদি বল, ক্ষণিক সুখ ত আছে, তদুত্তরে বলিতেছেন তাহাও অনেক দুঃখমিশ্রিত।

শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যমাধির্ব্যাধিঃ ক্ষুধা তৃষা।
ইত্যাদি বিবিধং দুঃখমিতি সংক্ষেপকীর্ত্তনম্॥ ১৪॥

অন্বয়—(তত্র) শোকমোহৌ, ভয়ং দৈন্যং আধিঃ ব্যাধিঃ ক্ষুধা তৃষা ইত্যাদি বিবিধং দুঃখম্ অস্তি ইতি সংক্ষেপকীর্ত্তনম্॥ ১৪॥

সেই ক্ষণিক সুখেও, (তিরোহিত ভোগ্যবস্তুর গুণচিন্তা জনিত) শোক, (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃতিরূপ) মোহ, ভয়; (ভোগ্য বস্তুর অলাভ-জনিত) দুঃখ, (সংকল্প জনিত) ক্লেশ, (জ্বরাদি রোগ জনিত) পীড়া, ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত দুঃখ, ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ আছে। এই হেতু

সেই সুখ, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় বিষই বটে। বিষয়ের দোষসমূহ এইরূপে সংক্ষেপে নিরূপিত হইল ॥ ১৪ ॥

১২। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবিড়ম্বনা বিচার করিলেই সকল প্রকার কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, যে সকল কর্ম্ম চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদক তাহাদেরও পরিত্যাগ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বিচার করিতেছেন :—

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ধর্ম্মঃ প্রোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ।
নিত্যো নৈমিত্তিকঃ কাম্যঃ প্রায়শ্চিত্তমিতিক্রমাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—অথ অতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ধর্ম্ম নিত্যঃ, নৈমিত্তিকঃ, কাম্যঃ, প্রায়শ্চিত্তঃ ইতি ক্রমাৎ চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ ॥১॥

বৈরাগ্যোৎপাদনের পর, যেহেতু গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য ধর্ম্মের জ্ঞান ব্যতীত, গ্রাহ্য ধর্ম্মের সদনুষ্ঠান মুমুক্ষুর পক্ষে অসম্ভব, সেই হেতু ধর্ম্ম কি ও কয় প্রকার ইত্যাদিরূপে ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা করা উচিত। (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক (চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি কোনও কারণজনিত) (৩) কাম্য, (বাসনানিমিত্ত) ও (৪) প্রায়শ্চিত্ত, ভেদে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকগণ ধর্ম্মকে চারিপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥১॥

নিত্য ধর্ম্ম কাহাকে বলে তদুত্তরে বলিতেছেন :—

বর্ণাশ্রমসমাচারাঃ শৌচস্নানাদয়শ্চ যে।
আবশ্যকাস্তে নিত্যাঃ স্যুরকৃত্বা প্রত্যবৈতি যান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—যে (ধর্ম্মাঃ) বর্ণাশ্রমসমাচারাঃ, যে চ আবশ্যকাঃ শৌচস্নানাদয়ঃ, যান্ অকৃত্বা প্রত্যবৈতি, তে নিত্যাঃ স্যুঃ।

যে সকল অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পক্ষে (শাস্ত্রে) বিহিত হইয়াছে, এবং শৌচ, স্নান প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান (বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষে ব্যক্তিমাত্রেরই) আবশ্যক এবং যাহা না করিলে দোষ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে নিত্য ধর্ম্ম বলে ॥ ২ ॥

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

দেশকালনিমিত্তা যে তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ।
সংক্রান্তিগ্রহণস্নানদানশ্রাদ্ধজপাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—সংক্রান্তিগ্রহণস্নানশ্রাদ্ধজপাদয়ঃ (যে ধর্ম্মাঃ দেশকালনিমিত্তাঃ, তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥

কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে, সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে এবং গ্রহণাদি কালে উক্ত দেশ অথবা কালকে উপলক্ষ করিয়া যে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, জপ প্রভৃতি ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলে ॥ ৩ ॥

কাম্যধর্ম্ম পরিত্যাজ্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্তধর্ম্ম গ্রাহ্য, সেই হেতু প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তাত্মকা ধর্ম্মাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদয়ঃ।
কামনাপূর্ব্বকং কাম্যং মুমুক্ষোর্ন বিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদয়ঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকা ধর্ম্মাঃ (ভবন্তি), কামনা পূর্ব্বকং কাম্যং কর্ম্ম (ভবতি), তৎ মুমুক্ষোঃ ন বিধীয়তে ॥ ৪ ॥

শরীর শোষণ দ্বারা পাপনিবর্ত্তক তপ্তকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক ধর্ম্ম বলে ; (এই সকল ধর্ম্ম দোষনিবর্ত্তক মাত্র)।

কামনা পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদিকে কাম্যকর্ম্ম বলে। যিনি মোক্ষাভিলাষী, তাঁহার কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই ॥ ৪ ॥

হরিপ্রসাদকাম্যা চ চিত্তশুদ্ধেশ্চ কামনা।
মোক্ষস্য কামনা চেতি কামনেয়ং ন কামনা ॥ ৫ ॥

আভাস—উদ্দেশ্য না থাকিলে যখন কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হয় না, তখন সকল কর্ম্মকেই কাম্যকর্ম্ম বলা যাইতে পারে; এমন কি নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কামনা সিদ্ধ হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অন্বয়—হরিপ্রসাদকাম্যা, চিত্তশুদ্ধেঃ কামনা, মোক্ষস্য কামনা চ, ইয়ং কামনা অপি কামনা ন (ভবতি) ॥ ৫ ॥

'এই কর্ম্ম দ্বারা ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' এই কামনায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কামনা, অথবা 'চিত্তশুদ্ধি হইবে' এই উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তদ্বিষয়ে কামনা, এবং মোক্ষের কামনা, ইহারা প্রকৃত পক্ষে কামনা হইলেও, বন্ধ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া, কামনার মধ্যে গণ্য নহে ॥ ৫ ॥

তস্মাত্তয়া কামনয়া স্নানদানজপাদিকম্।
তীর্থব্রততপোনিষ্ঠা মোক্ষকামৈর্বিধীয়তাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ তয়া কামনয়া মোক্ষকামৈঃ স্নানদানজপাদিকম্ তীর্থব্রততপোনিষ্ঠা বিধীয়তাম্ ॥ ৬ ॥

সেই হেতু, পূর্ব্বোক্ত কামনা লইয়া, মুমুক্ষু ব্যক্তি, স্নান, দান, জপ, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তপোনুষ্ঠানে সহজ প্রীতি করিবেন ॥ ৬ ॥

তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

কর্ম্মণাং নির্ণয়ং ত্বেবং গীতায়ামাহ মাধবঃ।
সর্ব্বথা ন পরিত্যাজ্যং নিত্যং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা ॥ ৭ ॥

অন্বয়—মাধবঃ গীতায়াং কর্ম্মণাম্ এবং নির্ণয়ম্ আহ, মুমুক্ষুণা নিত্যং কর্ম্ম সর্ব্বথা ন পরিত্যাজ্যম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন—যিনি মুক্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছা রাখেন, তিনি যেন আবশ্যক সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন ॥ ৭ ॥

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্" (১৮।৫)
"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ (ঐ ৬)
"লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" (৫।১০) ইত্যাদি।

আভাস—কর্ম্ম মুমুক্ষুদিগের পরিত্যাজ্য না হইলেও, জ্ঞানীদিগের কি তাহা পরিত্যাজ্য? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

জ্ঞানে জাতেঽপি ন ত্যাজ্যং লোকানুগ্রহহেতুনা।
যো বাসনাপরিত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগঃ স এবহি ॥ ৮ ॥

অন্বয়—জ্ঞানে জাতে অপি লোকানুগ্রহহেতুনা (কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্, যঃ বাসনাপরিত্যাগঃ সঃ এব হি কর্ম্মত্যাগঃ ॥ ৮ ॥

দেহাদির অতীত আত্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলেও, লোকের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, জ্ঞানীর কর্ম্ম করা উচিত, কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কর্ম্মবাসনাপরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ফলকামনাবর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানকেই কর্ম্মত্যাগ বলে। অথবা চিত্তে আহিত কর্ম্মসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, কর্ম্ম করাকে অর্থাৎ বাসনাক্ষয় করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকেও কর্ম্মত্যাগ বলে ॥ ৮ ॥

ন কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগো মনোময়ঃ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চেতি পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৯॥

অন্বয়—কর্ম্মনাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগঃ ন ভবতি। (পরন্তু সঃ কর্ম্মত্যাগঃ) মনোময়ঃ (ভবতি)। যতঃ যজ্ঞঃ, দানং, তপঃ চ ইতি মনীষিণাম্ পাবনানি ভবন্তি॥ ৯॥

কর্ম্মের বাহ্য পরিত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলা হয় না। কর্ম্মত্যাগ একটী মানসিক ব্যাপার, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও আমি কর্ত্তা নহি—এইরূপ অবধারণ করাকেই কর্ম্মত্যাগ বলে। (যজ্ঞদানাদি কর্ম্মত্যাগ ভগবানের অভিপ্রেত নহে) যে হেতু তিনি বলিয়াছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ, নিষ্কাম ও দম্ভাদিবিহীন হইয়া অনুষ্ঠান করিলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়॥ ৯॥

কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাত্তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা।
ততো বিবেকান্মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যং কথং তু তৎ॥ ১০॥

অন্বয়—কর্ম্মনা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ, তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা স্যাৎ, ততঃ বিবেকাৎ মুক্তিঃ স্যাৎ, (অতঃ) তৎ কর্ম্ম কথং তু ত্যাজ্যম্? ১০॥

বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের রাগদ্বেষাদি মল অপনীত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তীব্রা মোক্ষেচ্ছা জন্মে; সেই মোক্ষেচ্ছা স্থৈর্য্যলাভ করিলে, নিত্যানিত্য বিচার জন্মে এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়; অতএব (হে শিষ্য) কর্ম্ম কি প্রকারে পরিত্যাজ্য হইতে পারে? অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে অনিষ্টসম্ভাবনা॥ ১০॥

আভাস—আচ্ছা, শুকদেব প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

যে তু বোধেন সম্প্রাপ্তাস্তাং কর্ম্মাতিগাং দশাম্।
ন বিধেঃ কিঙ্করাস্তস্মাৎ স্বচ্ছন্দং বিচরন্তু তু তে॥ ১১॥

অন্বয়—হে তাত, যে তু বোধেন কর্ম্মাতিগাং দশাং সম্প্রাপ্তাঃ তে বিধেঃ কিঙ্করাঃ ন ভবন্তি, তস্মাৎ তে স্বচ্ছন্দং বিচরন্তু ॥ ১১ ॥

হে পুত্র! শুকদেব দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থা—জীবন্মুক্তিদশা—প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিধিনিষেধের দাস নহেন অর্থাৎ বেদোক্ত বিধিনিষেধ পালন করিতে বাধ্য নহেন। সেইহেতু (তাঁহারা কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া কৃত-কৃত্য হইয়াছেন বলিয়া) তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন ॥ ১১ ॥

বৃদ্ধেরা বলিয়াছেন—

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতের্দাসোভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধনি ॥
যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।
প্রামাণ্যং কর্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদ্দেহ্যুপপদ্যতে ॥

বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিলেই, লোকে শ্রুতির দাস হইয়া পড়ে। যাঁহার বর্ণাশ্রম ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, তিনি শ্রুতির মাথায় চড়িয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত 'আমি দেহ' এইরূপ অনুভব, মহাবাক্যাদির প্রমাণ দ্বারা বাধিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত দেহী জীব, কর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আর ভগবানও বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ গীতা ৩।১৭।

কিন্তু যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই ॥ ১২ ॥

১৩। তপস্যাতাৎপর্য্যম্।

কর্ম্মত্যাগাত্যাগ প্রসঙ্গে তপস্যাত্যাগাত্যাগ নির্ণয় করিতেছেন—

কৃত্বা কপটভাবেন দম্ভলোভপরায়ণৈঃ
হট্টে নগরমধ্যে বা সা তপস্যাধমা স্মৃতা ॥ ১ ॥

অন্বয়—দম্ভলোভপরায়ণৈঃ হট্টে বা নগরমধ্যে কপটভাবেন কৃতা তপস্যা অধমা স্মৃতা ॥ ১ ॥

আপনার তপস্বিত্বখ্যাপন দ্বারা লোকের স্তুতি অথবা তাহাদের নিকট হইতে ধনাদি পাইবার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা হাটে কিম্বা নগর, গ্রাম প্রভৃতি লোকালয়ে তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই তপস্যা অধম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত ॥ ১ ॥

বেদশাস্ত্রোক্ত বিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুনা।
যা কৃতা কামনাপূর্ব্বং সা তপস্যা তু মধ্যমা ॥ ২ ॥

অন্বয়—যা তু তপস্যা বেদশাস্ত্রোক্তবিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুণা (জনেন) কামনাপূর্ব্বং কৃতা, সা তপস্যা মধ্যমা স্মৃতা ॥ ২ ॥

অপর এক প্রকার তপস্যা আছে, তাহা কেহ কেহ শীতোষ্ণাদিসহন অভ্যাস করিয়া, বেদ ও শাস্ত্রবিধিঅনুসারে কোন বিশেষ কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেই তপস্যা, মধ্যম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত ॥ ২ ॥

মনসো নিগ্রহার্থায় পরমার্থপরায়ণা।
অকামা তত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ সা তপস্যোত্তমা মতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—তত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ মনসঃ নিগ্রহার্থায় পরমার্থপরায়ণা অকামা (যা তপস্যা) সা উত্তমা তপস্যা মতা (স্মৃতা) ॥ ৩ ॥

আর তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মনকে বশে আনিবার নিমিত্ত যে মোক্ষ সাধক ও নিষ্কাম তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই উত্তম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩ ॥

আগতে স্বাগতং কুর্য্যাৎ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ।
যথাপ্রাপ্তং সহেৎ সর্ব্বং সা তপস্যোত্তমোত্তমা ॥ ৪ ॥

অন্বয়—আগতে স্বাগতং কুর্য্যাৎ, গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ, যথাপ্রাপ্তং সর্ব্বং সহেৎ, সা উত্তমোত্তমা তপস্যা ॥ ৪ ॥

প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতে হয়; তাহা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, নিবারণ করিতে নাই। সুখরূপে বা দুঃখরূপে যাহা কিছু উপস্থিত হউক না কেন, তাহা সহন করিতে হয়। তাহাই অতীব শ্রেষ্ঠ তপস্যা; কেননা তাহা জীবন্মুক্তিলক্ষণস্থিতিরূপ তপস্যা ॥ ৪ ॥
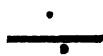
১৪। ব্রতব্যবস্থা।

মুমুক্ষুগ্রাহ্য ব্রতনির্ণয় করিতেছেন—

পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-বিবর্জ্জনম্।
রাগদ্বেষপরিত্যাগো ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-বিবর্জ্জনম্, রাগদ্বেষপরিত্যাগঃ ব্রতানাম্ উত্তমং ব্রতম্ ॥ ১ ॥

পরস্ত্রী ও পরদ্রব্যগ্রহণ হইতে এবং পরানিষ্টচিন্তা হইতে বিরতি এবং দ্বেষাসক্তিপরিত্যাগই, (একাদশ্যুপবাসাদি) সকল ব্রত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ১ ॥

কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরাঙ্মুখঃ।
গঙ্গাপ্যাহ কদাগত্য মাময়ং পাবয়িষ্যতি ॥২॥

অন্বয়—গঙ্গা অপি আহ (যঃ) পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরাঙ্মুখঃ (সঃ) অয়ং কদা আগত্য মাং পাবয়িষ্যতি ।*২॥

(যিনি পাতকীকেও সদ্যঃ পবিত্র করিতে সমর্থা) সেই গঙ্গাও বলেন, '(সকল প্রকার লোকের অবগাহনজনিত পাপ দ্বারা আমি মলিনা হইয়া যাই,) সেই হেতু যিনি পরদার, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত, সেই প্রকার পবিত্র লোক কবে আসিয়া আমাকে পবিত্র করিবে?' অর্থাৎ তাহার অবগাহন দ্বারা গঙ্গাও পবিত্রীকৃতা হন। অতএব উক্ত ব্রতব্যবস্থা শ্রদ্ধাযোগ্যা ॥ ২॥

১৫। বেষবিচার।

সন্ন্যাসিপ্রভৃতির পরিচ্ছদ মুক্তির হেতু নহে।

মুক্তি র্নাস্তি জটাজূটে ন কাষায়ে ন মুণ্ডনে।
ন ভস্মনি ন কন্থায়াং তিলকে বা কমণ্ডলৌ ॥১॥

অন্বয়—মুক্তিঃ জটাজুটে নাস্তি, কাষায়ে ন (অস্তি), মুণ্ডনে ন (অস্তি), ভস্মনি ন (অস্তি), কন্থায়াং ন (অস্তি), তিলকে বা কমণ্ডলৌ, (নাস্তি) ॥১॥

জটার মুকুটরচনা করিয়া পরিলেই, মুক্তিলাভ হয় না; গৈরিকাদি রঞ্জিত বস্ত্র পরিলেই, বা মস্তক মুণ্ডন করিলেই, বা ভস্ম মাখিলেই, বা শীত নিবারণার্থ কন্থাধারণ করিলেই, অথবা তিলক কিম্বা কমণ্ডলু ধারণ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না ॥১॥

শঙ্কা—আচ্ছা, শাস্ত্রে ত উক্তরূপ বেষধারণের ব্যবস্থা আছে।

সমাধান—সত্য, মনের ব্যাপারসঙ্কোচের জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা, সেই হেতু পরম্পরাক্রমে এই প্রকার বেষ মুক্তির কারণ হয়; সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া, যদি কেহ উক্ত বেষ লইয়াই সবিশেষ বিক্ষিপ্ত হয়, তবে উহা বিড়ম্বনা মাত্র, এই হেতু বলিতেছেন—

দ্বেষেণ তাড্যতে সর্পো বৃথা বাল্মীকতাড়নম্।
মনসো নিগ্রহো নাস্তি বৃথা কায়স্য মুণ্ডনম্ ॥২॥

অন্বয়—দ্বেষেণ সর্পঃ তাড্যতে, বল্মীকতাড়নম্ বৃথা (ভবতি); (যত্র) মনসঃ নিগ্রহঃ নাস্তি, (তত্র) কায়স্য মুণ্ডনম্ বৃথা (ভবতি) ॥২॥

বিদ্বেষবশতঃ লোকে সর্পকেই তাড়না করিয়া থাকে কিন্তু সর্পকে ধরিতে না পারিয়া, কেবল সর্পনিবাস বল্মীকের স্তূপকে (যষ্টী প্রভৃতি দ্বারা) তাড়না করা নিষ্ফল (ও হাস্যজনক)। সেইরূপ যে স্থানে মনকে শাসন করিয়া আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়াস নাই, সে স্থানে কেবল শরীরকে মুণ্ডন করা অর্থাৎ (মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসিপ্রভৃতির বেষ ধারণ করা) নিষ্ফল ও হাস্যজনক ॥২॥

চিত্তবিক্ষেপ শাস্ত্যর্থং জটাকন্থাদি ধারণম্।
কুরুতে বীতরাগশ্চেদুত্তমোত্তমমেব তৎ ॥৩॥

অন্বয়—বীতরাগঃ (পুরুষঃ) চিত্তবিক্ষেপশান্ত্যর্থং জটাকন্থাদি ধারণং কুরুতে চেৎ, তৎ উত্তমোত্তমম্ এব ॥৩॥

যদি কোনও লোক, ধন মান প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিবৃত্তস্নেহ হইয়া কেবল চিত্তবিক্ষেপ শান্তির নিমিত্ত জটা, কন্থা প্রভৃতি ধারণ করেন, (এবং তাহা যদি অন্য লোককে দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে সম্মানাদি লাভের নিমিত্ত না হয়) তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেষধারণ ॥৩॥

১৬। মৌনমীমাংসা

কোন্ প্রকার মৌন হেয় এবং কোন্ প্রকারই বা উপাদেয়, তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে মৌনের প্রকারভেদ করিতেছেন—

মৌনং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং বাঙ্মৌনং বাগ্বিনিগ্রহঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ানাং সংরোধ স্ত্বক্ষমৌনমুদাহৃতম্॥১॥

অন্বয়—মৌনং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং, (১) বাগ্বিনিগ্রহঃ বাঙ্মৌনং (ভবতি), (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ তু অক্ষমৌনম্ উদাহৃতম্॥১॥

শাস্ত্রে চারিপ্রকার মৌনের বিধান আছে। কেবলমাত্র বাক্যের সংযমকে বাঙ্মৌন বলে (তাহাই প্রথম প্রকারের মৌন), কিন্তু রূপাদি জ্ঞানের কারণ স্বরূপ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, তাহাদের বিনাশ অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করাকে অক্ষমৌন বলে। তাহাই দ্বিতীয় প্রকারের মৌন এবং প্রথমোক্ত মৌনাপেক্ষা আন্তর॥১॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ কাষ্ঠমৌনং তু কাষ্ঠবৎ।
গৌণং তু ত্রিবিধং মৌনমুত্তমং তু মনোলয়ঃ॥২॥

অন্বয়—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সংরোধঃ তু কাষ্ঠবৎ (৩) (ইতি) কাষ্ঠ মৌনং (ভবতি), (এতৎ) ত্রিবিধং মৌনং তু গৌণং (জ্ঞেয়ম্), উত্তমং মৌনং তু মনোলয়ঃ (ভবতি)॥২॥

বাগিন্দ্রিয় ব্যতীত অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সম্যক্ নিরোধকে কাষ্ঠমৌন বলে, কেননা তদ্দ্বারা জীব কাষ্ঠপুত্তলিকা সদৃশ জড় হইয়া থাকে; ইহা দ্বিতীয় প্রকারের মৌনাপেক্ষা ন্যূন। এই তিন প্রকার মৌন কিন্তু মুমুক্ষুদিগের অগ্রাহ্য, এই হেতু অমুখ্য। এই তিন প্রকারের মৌন হইতে বিলক্ষণ, এক চতুর্থ প্রকারের মৌন আছে;

তাহা জগৎ প্রতীতির কারণ যে মন, সেই মনের বিলোপসাধন বা তাহার মিথ্যাত্বনিশ্চয়। তাহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক বলিয়া অতি শ্রেষ্ঠ ॥২॥

ন মৌনী মূকতাং যাতো ন মৌনী দুগ্ধবালকঃ।
ন মৌনী ব্রতনিষ্ঠোঽপি মৌনী সংলীনমানসঃ ॥৩॥

অন্বয়—মূকতাং যাতঃ ন মৌনী (ভবতি), দুগ্ধবালকঃ ন মৌনী ভবতি, ব্রতনিষ্ঠঃ অপি ন মৌনী (ভবতি), কিন্তু সংলীনমানসঃ মৌনী (ভবতি) ॥৩॥

বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার বন্ধ করিলেই যদি মৌনী হওয়া যাইত তাহা হইলে, যাহারা জন্মাবধি মূক তাহারাও মৌনের ফললাভ করিতে পারিত। কোনও বিশেষ কর্ম্ম না থাকা হেতু কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপার বন্ধ করাকেই যদি মৌনী হওয়া বলা যায়, তাহা হইলে স্তন্যপায়ী শিশু মাত্রেই মৌনফললাভ করিত। লোকে যেমন নিষ্ঠাপূর্ব্বক চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ধারণ করিয়া, তদনুরোধে জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপার বন্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপার বন্ধ করাকেই যদি মৌনী হওয়া বলা যায়, তবে সেই ব্রতনিষ্ঠগণও, মৌনফললাভ করিত। বস্তুতঃ যিনি সঙ্কল্পবর্জ্জন-পূর্ব্বক মনোনাশ সম্পাদন করিয়াছেন তিনিই মৌনী ॥৩॥

শঙ্কা—মৌনের এরূপ লক্ষণ ত অপ্রসিদ্ধ।

সমাধান—ব্যাকরণশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ঐরূপ লক্ষণ সিদ্ধ হয়।

মুনের্ভাবস্তু মৌনং স্যাচ্ছব্দশাস্ত্রব্যবস্থয়া।
মুনিভাবো যহি নাস্তি তর্হি মৌনং নিরর্থকং ॥৪॥

অন্বয়—শব্দশাস্ত্র ব্যবস্থয়া মুনেঃ ভাবঃ তু মৌনং স্যাৎ, যহি মুনিভাবঃ নাস্তি, তর্হি মৌনং নিরর্থকং (ভবতি) ॥৪॥

ব্যাকরণ শাস্ত্রে "মুনির ভাব" এই অর্থে মুনি শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় (তদ্ধিত) করিয়া মৌন শব্দ সিদ্ধ করা হয়। মুনি শব্দের অর্থ যিনি

মননশীল, ("মনেরুচ্চ" উনাদি-প্রত্যয়-সূত্র ৫৬৫, √মন্+ইন্, ধাতুর অকার স্থানে উকার।) অর্থাৎ যিনি মননের (নিদিধ্যাসন দ্বারা) ফলীভূত মনোনাশ করিতে তৎপর। যদি সেই মনোনাশে তৎপরতা না থাকে, তবে লোকপ্রসিদ্ধ মৌন নিষ্ফল ॥৬॥

১৭। দানজ্ঞানম্।

মুমুক্ষুর পক্ষে কোন্ প্রকার দান গ্রাহ্য ও কোন্ প্রকার দান ত্যাজ্য ইহা নির্ণয় করিবার জন্য কহিতেছেন—

কীর্ত্তিদানং কামদানং দয়াদানমিতি ত্রিধা।
উত্তরাদুত্তরং শ্রেষ্ঠং তেভ্যঃ কৃষ্ণার্পণং পরম্ ॥ ১॥

অন্বয়—কীর্ত্তিদানং, কামদানং, দয়াদানং ইতি দানং ত্রিধা (ভবতি) তেষু উত্তরাৎ উত্তরং দানং শ্রেষ্ঠং ভবতি, তেভ্যঃ কৃষ্ণার্পণং পরং (ভবতি)॥ ১ ॥

যশোলাভের জন্য দান, ইহলোকে বা পরলোকে কামিত ফললাভের জন্য দান এবং পরদুঃখমোচনেচ্ছায় দান, এইরূপে দান তিন প্রকার হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে উত্তরোত্তরের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অদান অপেক্ষা কীর্ত্তিদান ভাল, কীর্ত্তিদান অপেক্ষা কামদান ভাল এবং কামদান অপেক্ষা দয়াদান ভাল। এই দয়াদান মুমুক্ষুদিগেরও উপকারক, সেইহেতু নিবৃত্তিমার্গেও ইহার শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু কৃষ্ণার্পণ রূপদান ইহাদের সকলগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা কৃষ্ণ শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায়। যথা—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" ২।
"কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্"—কৃষ্ণোপনিষৎ ॥১২॥

সেইহেতু 'কৃষ্ণার্পণ' শব্দে ব্রহ্মার্পণই বুঝায় এবং সেই ব্রহ্মার্পণ যে মুমুক্ষুর উপাদেয়, তাহা গীতায় (৪।২৪) স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি। এই ব্রহ্মার্পণ জীবন্মুক্তপুরুষে সিদ্ধ এবং মুমুক্ষুর পক্ষে সাধ্য ॥১২॥

১৮। তীর্থনির্ণয়ঃ।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থমিতস্তীর্থ মতঃ পরম্।
ইতো দূরতরং তীর্থং ময়াদৃষ্টং ন তু ত্বয়া ॥১॥
তব তীর্থফলং স্বল্প মমতীর্থফলং মহৎ।
ইতি ভ্রমন্তি যে তীর্থং তে ভ্রান্তা নতু তৈর্থিকাঃ ॥২॥

অন্বয়—ইদং তীর্থং, ইদং তীর্থং, ইতঃ (অন্যৎ) তীর্থম্ অস্তি, অতঃ পরং তীর্থং অস্তি। ইতঃ দূরতরং তীর্থং ময়া দৃষ্টং, ন তু ত্বয়া (দৃষ্টম্)। তব তীর্থফলং স্বল্পং, মম তীর্থফলং মহৎ ইতি যে তীর্থং ভ্রমন্তি, তে ভ্রান্তাঃ, ন তু তৈর্থিকাঃ (সন্তি) ॥১।২॥

"সম্মুখে এই যে দেখা যাইতেছে, উহাই তীর্থ", এই বলিয়া সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, এবং অন্য তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে গিয়া, কেহ শুনিলেন, "ইহাই প্রকৃত তীর্থ"। আবার সেখানে কিছুদিন থাকিয়া শুনিলেন, "ইহা ব্যতীত অন্য তীর্থও আছে"। আবার সেখানে গিয়া শুনিলেন "ইহা অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ একটী তীর্থ আছে"। সেখানে গিয়া আবার শুনিলেন "ইহা হইতে আরও দূরবর্ত্তী এক তীর্থ আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি তুমি দেখ নাই, সেই হেতু তোমার তীর্থদর্শনফল অতি অল্প, আমার তীর্থ দর্শনের ফল অধিক,"—এইরূপে যাঁহারা তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়ান তাঁহারা ভ্রান্ত; তাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন বা

ভ্রমণ করেন, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেইরূপ তীর্থযাত্রা মনের ভ্রম, পরিশ্রমমাত্র। তাঁহারা কিন্তু তৈর্থিক নহেন অর্থাৎ তীর্থদর্শনকারী নহেন অথবা তীর্থের তত্ত্ব অবগত নহেন ॥ ১২ ॥

তীর্থে পাপক্ষয়ঃ স্নানৈ স্তীর্থং সাধুসমাগমঃ।
তীর্থে বৈরাগ্যচর্চ্চা স্যাত্তীর্থমীশ্বরপূজনম্ ॥৩॥

অন্বয়—তীর্থে স্নানৈঃ পাপক্ষয়ঃ স্যাৎ, সাধুসমাগমঃ এব তীর্থং, তীর্থে বৈরাগ্যচর্চ্চা স্যাৎ, ঈশ্বরপূজনম্ (এব) তীর্থম্ ॥৩॥

তীর্থে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা পাপক্ষয় হয়। (এই বিশ্বাস লইয়া তীর্থ যাত্রা করিতে হয়)। তীর্থে বিবেকী পুরুষের সঙ্গলাভ হয় (এই জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিবে)। সেই সৎসঙ্গরূপ তীর্থে বৈরাগ্য প্রতিপাদক শাস্ত্রের চর্চ্চা হইবে (এই উদ্দেশ্যে তীর্থে গমন করিতে হয়)। তীর্থে অন্তর্যামীর (পরমাত্মার) জ্ঞানচর্চ্চারূপ পূজা হয় (এইজন্য তীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য) ॥ ৩ ॥

তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং নিঃসঙ্গচারিতা।
ইতি জানন্তি যে তীর্থং তীর্থতত্ত্ববিদো হি তে ॥৪॥

অন্বয়—তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং, নিঃসঙ্গচারিতা ইতি তীর্থং যে জানন্তি তে হি তীর্থতত্ত্ববিদঃ ॥ ৪ ॥

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আপনাকে অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই প্রকার তীর্থসমূহের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ তীর্থের তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ॥ ৪ ॥

১৯। আচারচাতুরী।

অনাচারস্তু মালিন্যমত্যাচারস্তু মূর্খতা।
বিচারাচারসংযোগঃ সদাচারস্য লক্ষণম্ ॥১॥

অন্বয়—অনাচারঃ (চিত্তশোধকঃ ন ভবতি), তু (প্রত্যুত) মালিন্যম্। তু (পক্ষান্তরে) অত্যাচারঃ মূর্খতা। বিচারাচারসংযোগঃ সদাচারস্য লক্ষণম্ ভবতি ॥১॥

কেবল আচারপরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধচিত্ত হওয়া যায় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা চিত্তের মলিনতা ঘটে। (অথবা নিষিদ্ধ আচার গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা শরীর ও মন উভয়েই মলিন হইয়া যায়।) পক্ষান্তরে আচার পালনের আতিশয্য অর্থাৎ আচারপালন উপায়মাত্র, ইহা ভুলিয়া গিয়া—তাহাকে উপেয় মনে করা বা আচারপালনই পরমপুরুষার্থ, এইরূপ মনে করা, মূর্খতা, অথবা স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত আচার পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর বর্ণাশ্রমের আচারমাত্র অবলম্বন করা মূর্খতা। ইহা আমার গ্রহণীয় বা গ্রহণীয় নহে এইরূপ বিচারপূর্ব্বক যে আপনার যোগ্য কর্ম্মাচরণ তাহাই সদাচারের লক্ষণ।

রাগত্যাগাত্যাগ-নির্ণয়ঃ।

বৈরাগ্যই মুক্তির হেতু, কিন্তু বাহ্যত্যাগমাত্রেই কৃতকৃত্যতা লাভ করা যায় না—ইহাই এই প্রকরণে বুঝাইতেছেন—

ন বিরক্তা ধনৈস্ত্যক্তা ন বিরক্তা দিগম্বরাঃ।
বিশেষরক্তাঃ স্বপদে তে বিরক্তা মতা মম ॥১॥

অন্বয়—ধনৈঃ ত্যক্তাঃ (জনাঃ) বিরক্তাঃ ন (ভবন্তি), দিগম্বরাঃ বিরক্তাঃ ন (ভবন্তি); যে স্বপদে (স্ব=নিজ, পদ=লক্ষ্য) বিশেষরক্তাঃ তে বিরক্তাঃ মম মতাঃ ॥১॥

ধনরহিত হইলেই বৈরাগ্যবান্ হওয়া যায় না, তাহা হইলে নির্ধনমাত্রেই বৈরাগ্যবান্ হইত। দিগম্বর হইলেই বৈরাগ্যবান্ হওয়া যায় না (তাহা হইলে শিশুগণ বৈরাগ্যবান্ হইত)। (বিরক্ত শব্দের অর্থ—বি = বিশেষরূপে, রক্ত = আসক্ত।) যাঁহারা আত্মস্বরূপলক্ষ্যে একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই আমার মতে বিরক্ত। আত্মস্বরূপ না ভুলিয়া যাঁহারা ব্যবহার পরায়ণ হন, তাঁহারা লোকদৃষ্টিতে আসক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাঁহাদিগকে আমি বৈরাগ্যবান্ বলিব॥ ১ ॥

চৌরাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং ভয়েনৈব ন বোধতঃ।
জারাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং কামেনৈব ন বোধতঃ ॥২॥

অন্বয়—চৌরাঃ ভয়েন এব স্বং গেহং ত্যজন্তি বোধতঃ ন (ত্যজন্তি)। জারাঃ কামেন এব স্বং গেহং ত্যজন্তি, বোধতঃ ন ত্যজন্তি ॥২॥

চোরেরা যে নিজ গৃহ, ক্ষেত্র, বিত্ত, কুটুম্বাদি পরিত্যাগ করে, তাহা রাজদণ্ডভয়ে; জ্ঞানবশতঃ (উক্ত গৃহাদির তুচ্ছত্ব নিশ্চয়পূর্ব্বক) নহে। জ্ঞান বিনা গৃহাদিত্যাগ মাত্রেই যদি কেহ বিরক্ত (বৈরাগ্যবান্) হইত, তাহা হইলে ত চোরেরা 'বৈরাগ্যবান্' হইয়া পড়ে। যাহারা পরনারীতে আসক্ত, তাহারা যে গৃহাদি ত্যাগ করে, তাহা কামবশতঃ, অথবা অবৈধ কাম চরিতার্থতার ফলে, (পরনারী গ্রহণ করিয়া অথবা পরনারীঘটিত অপরাধে লিপ্ত হইয়া), জ্ঞান বশতঃ নহে। জ্ঞানব্যতীত গৃহাদি ত্যাগ করিলেই যদি 'বিরক্ত' হইত, তাহা হইলে পরদারাসক্ত ব্যক্তিগণ 'বিরক্ত' ॥২॥

ক্রুদ্ধস্ত্যজতি গেহং স্বং প্রতিবাদিবিরোধতঃ।
রুদ্ধস্ত্যজতি গেহং স্বং রোধেনৈব ন বোধতঃ ॥৩॥

অন্বয়—ক্রুদ্ধঃ (জনঃ) প্রতিবাদিবিরোধতঃ স্বং গেহং ত্যজতি, রুদ্ধঃ (জনঃ) রোধেন এব স্বং গেহং ত্যজতি, বোধতঃ ন (ত্যজতি) ॥ ৩ ॥

যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ ত্যাগ করে, তাহারা হয় জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির সহিত বিরোধ বশতঃ, না হয় বৈরনির্য্যাতনজন্য। কারারুদ্ধ ব্যক্তি যে গৃহত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে—তাহা, ধৃত হইলে পুনর্ব্বার অবরুদ্ধ হইবে সেই ভয়ে ; বিবেকজনিত বৈরাগ্যহেতু নহে ॥ ৩ ॥

নিঃসঙ্গতাসুখং প্রাপ্তাঃ কয়াচিদ্বোধলীলয়া।
গৃহং ত্যজন্তি মুনয়ঃ গৃহস্থাঃ বা বনেস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—নিঃসঙ্গতাসুখং প্রাপ্তাঃ মুনয়ঃ, কদাচিৎ বোধলীলয়া গৃহং ত্যজন্তি, (কদাচিৎ বা) গৃহস্থাঃ, (কদাচিৎ বা) বনেস্থিতাঃ (ভবন্তি) ॥ ৪ ॥

যাঁহারা আত্মার অসঙ্গতাসুখ অনুভব করিয়াছেন, সেই মুনিগণ সংসারমিথ্যাত্ব নিশ্চয়ের অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা বশতঃ কেহ বা গৃহত্যাগ করেন, কেহ বা, কখন গৃহে, কখন বা বনে, অবস্থান করেন ॥ ৪ ॥

এই সকল শ্লোকের সমর্থক এক প্রাচীন শ্লোক আছে—

মূঢ়ঃ কিং ত্যজতু প্রমত্তমনসস্ত্যাগেন বা কিং ফলং।
বিজ্ঞঃ কর্ম্ম করোতু বা ন কুরুতাং ত্যাগৈঽবলিপ্তো ন যৎ ॥
ইত্যেবং কৃতনিশ্চয়ঃ প্রবচনৈরদ্বৈতবিদ্যাবতাং।
রাগত্যাগনিরাদরো মুনিজনঃ পারে গিরাং খেলতি ॥৫॥

অন্বয়—মূঢ়ঃ কিং ত্যজতু? প্রমত্তমনসঃ ত্যাগেন বা কিং ফলং (স্যাৎ), বিজ্ঞঃ কর্ম্ম করোতু ন বা কুরুতাম্ (তৎ উভয়ং সমং), যৎ (যস্মাৎ সঃ) ত্যাগে (কর্ম্মকরণে বা) ন অবলিপ্তঃ (ভবতি); অদ্বৈত বিদ্যাবতাং ইত্যেবং প্রবচনৈঃ কৃতনিশ্চয়ঃ মুনিজনঃ রাগত্যাগনিরাদরঃ (সন্) গিরাং পারে খেলতি ॥৫॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন সে কোন্ বস্তু ত্যাগ করিতে পারে? অর্থাৎ তাহার ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিই হইবে না; যে ব্যক্তি প্রমত্তমনাঃ—

যাহার মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, সে ত্যাগ করিলেও তাহাতে কি আসে যায়? তাহার কৃত ত্যাগ তুষকণ্ডণের ন্যায় নিষ্ফল। যিনি বিজ্ঞ—আমি কর্ত্তা নহি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, তাঁহার পক্ষে তদুভয়ই সমান। কেবল না, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও, "আমি ত্যাগী" বলিয়া অভিমান করেন না, অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও 'আমি কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করেন না। অদ্বৈত জ্ঞানিদিগের এই প্রকার উপদেশ বাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া বিচারশীল ব্যক্তি—আমি 'রাগী' রহিলাম বা ত্যাগী হইলাম—তদ্বিষয়ে উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া, বাক্যের অতীত হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন হইল কি না তদ্বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া, অথবা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া, ক্রীড়া করিতে থাকেন ॥ ৫ ॥

ইত্যয়ং যোগ যুক্তানাং রাগত্যাগবিনির্ণয়ঃ।
ত্যক্তৈব হি তজ্‌জ্ঞেয়মিতি বেদান্ত নির্ণয়াৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি অয়ং যোগযুক্তানাং রাগত্যাগবিনির্ণয়ঃ (সমাপ্তঃ); তৎ (ব্রহ্ম) ত্যক্তা এব হি জ্ঞেয়ম্—ইতি বেদান্তনির্ণয়াৎ ত্যাগবিনির্ণয়ঃ কৃতঃ ॥ ৬ ॥

এইরূপে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আসক্তি পরিত্যাগ বর্ণিত হইল। এই আসক্তিত্যাগ বর্ণনা করিবার কারণ এই যে—উপনিষদাদি বেদান্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে যে—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অন্যে নহে ॥ ৬ ॥

২০। অধিকারপরীক্ষা।

সন্ন্যাসে কাহার অধিকার—এই প্রশ্নের নিরূপণার্থ বলিতেছেন—

ধর্ম্মাঃ বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকারিণাম্।
তত্র তীব্রা মুমুক্ষৈব মোক্ষে মুখ্যাধিকারিতা ॥ ১ ॥

অন্বয়—শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকারিনাম্ বহুবিধাঃ ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ, তত্র তীব্রা মুমুক্ষা এব মোক্ষে মুখ্যাধিকারিতা ॥ ১ ॥

কোন্ কোন্ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে তাহা শাস্ত্রে বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি তীব্রমুমুক্ষা-বিশিষ্ট অর্থাৎ মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি শান্ত হইতে পারিতেছেন না, তিনিই মোক্ষধর্ম্মে—সন্ন্যাসাদিতে—প্রধান অধিকারী ॥ ১ ॥

জ্যোতিষ্টোমে স্বর্গকামো বিবাহে পুত্রকামবান্।
বাণিজ্যে লোভবান্ মোক্ষে মুমুক্ষুরধিকারবান্ ॥২॥

অন্বয়—স্বর্গকামঃ জ্যোতিষ্টোমে (অধিকারবান্), পুত্রকামবান্ বিবাহে (অধিকারবান্), লোভবান্ বাণিজ্যে (অধিকারবান্), মুমুক্ষুঃ মোক্ষে অধিকারবান্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

যাহার স্বর্গসুখভোগে ইচ্ছা, হইয়াছে, তিনিই জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞে অধিকারী ; যাহার পুত্রলাভে ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই বিবাহকার্য্যে অধি-কারী। যাহার অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা জন্মিয়াছে, তিনিই বাণিজ্যে অধি-কারী, এবং যাহার মুক্তির ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই শ্রবণমননাদি মোক্ষের সাধনভূত কর্ম্মে অধিকারী ॥ ২ ॥

তীব্রা মুমুক্ষা যদ্যস্তি প্রজ্ঞামান্দ্যং চ বর্ত্ততে।
সচ্ছাস্ত্রবিদ্বচ্চর্চ্চাভিঃ প্রথমং তন্নিবারয়েৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—যদি তীব্রা মুমুক্ষা অস্তি (কিন্তু) প্রজ্ঞামান্দ্যং চ বর্ত্ততে (তর্হি), সচ্ছাস্ত্রবিদ্বচ্চর্চ্চাভিঃ প্রথমং তৎ নিবারয়েৎ ॥ ৩ ॥

যে অধিকারী পুরুষের তীব্র বৈরাগ্যের সহিত মোক্ষের ইচ্ছা আছে কিন্তু বুদ্ধির মান্দ্যবশতঃ শাস্ত্রার্থধারণা করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি প্রথমে বেদান্তশাস্ত্রে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন পূর্ব্বক তাহার উত্তর বিচার করিয়া, বুদ্ধির মূঢ়তা নিবারণ করিবেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে সর্ব্বপদার্থধারণাসমর্থ করিবেন ॥ ৩ ॥

বেদে নাস্ত্যধিকারোঽস্য মুমুক্ষা যদি বর্ত্ততে।
বিচারস্তেন কর্ত্তব্যঃ পুরাণশ্রবণাদিনা ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যদি অস্য বেদে অধিকারঃ নাস্তি, (কিন্তু) মুমুক্ষা বর্ত্ততে, (তর্হি) তেন পুরাণশ্রবণাদিনা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪ ॥

যদি এইরূপ অধিকারী, ত্রৈবর্ণিক না হওয়ায় বেদপাঠে অধিকারী না হয়েন, অথচ যদি তাঁহার মোক্ষের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ করিয়া ও মননাদি করিয়া তাহার অর্থবিচার করিবেন ॥ ৪ ॥

যদেব বেদে কথিতং পুরাণেঽপি তদেবহি।
ন তু বেদাক্ষরং শ্রাব্যমিতি ভাষ্যে বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—বেদে যৎ এব কথিতং, পুরাণে অপি তৎ এব কথিতং, বেদাক্ষরং তু ন শ্রাব্যম্ ইতি ভাষ্যে বিনির্ণয়ঃ (অস্তি) ॥ ৫ ॥

বেদের উপনিষদাদিরূপ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগে, যাহা কথিত হইয়াছে ভাগবতাদি পুরাণে এবং বাসিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থে তাহাই কথিত হইয়াছে। তবে শূদ্রাদির যে উপনিষদাদি বেদশ্রবণে নিষেধ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শূদ্রের বেদাক্ষর শুনিতে নাই ॥ ৫ ॥

যদি কেহ আশঙ্কা করেন শূদ্রাদির বেদশ্রবণে অধিকার থাকুক

বা না থাকুক, শুনিলে ত জ্ঞান জন্মিবে এবং জ্ঞান জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞ বিধি-নিষেধের অতীত বলিয়া প্রত্যবায় ভাগী হইবেন না, তদুত্তরে বলিতেছেন—

যথাধিকারবিহিতং কর্ম্ম সিধ্যতি চান্যথা।
কার্য্যসিদ্ধির্ন জায়েত প্রত্যবায়ো মহান্ ভবেৎ ॥৬॥

অন্বয়—যথাধিকারবিহিতং কর্ম্ম সিধ্যতি অন্যথা চ কার্য্যসিদ্ধিঃ ন জায়েত, পরন্তু মহান্ প্রত্যবায়ঃ ভবেৎ ॥ ৬ ॥

কেহ স্বকীয় অধিকারানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কর্ম্ম ফলদায়ক হয়, এবং তাহা না করিলে কর্ম্ম যে কেবল ফলদায়ক হয় না তাহা নহে, প্রত্যুত অনুষ্ঠাতাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় ॥ ৬ ॥

২১। সৎসঙ্গসুধা।

সৎসঙ্গই জ্ঞানের মুখ্য সাধন। সৎসঙ্গে যদি মনে সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সংসারমোহ হইতে মুক্তি হইবেই—এরূপ জানিবে।

সৎসঙ্গসুধয়া তাত মন আনন্দিতং যদি।
নিশ্চেতব্যং তদা মোহান্মম মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥১॥

অন্বয়—হে তাত যদি সৎসঙ্গসুধয়া মনঃ আনন্দিতং (ভবতি), তদা মোহাৎ মম মুক্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চেতব্যং (ত্বয়া) ॥১॥

বিবেকিপুরুষের সঙ্গ সুখপ্রদ ও জন্মমৃত্যুনিবারক বলিয়া সুধাস্বরূপ। হে বৎস, তদ্দ্বারা যখন তুমি মনে আনন্দানুভব করিতে পারিবে, তখনই নিশ্চয় বুঝিবে যে সংসারমোহ হইতে তোমার মুক্তি হইবেই ॥ ১ ॥

সাধনানাং হি সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠা সাধুসঙ্গতিঃ।
এতয়া সিদ্ধয়া সিদ্ধং সর্ব্বমেব হি সাধনম্ ॥২॥

অন্বয়—সর্ব্বেষাং সাধনানাং (মধ্যে) সাধুসঙ্গতিঃ হি বরিষ্ঠা। এতয়া সিদ্ধয়া (জাতয়া), সর্ব্বং সাধনম্ এব হি সিদ্ধম্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

তত্ত্বজ্ঞান লাভের যে সকল সাধন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধু-সঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—সকল সাধনের মূলভূত। এই সৎসঙ্গসাধনে সিদ্ধি-লাভ হইলে—অর্থাৎ কোনও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতে পারিলেই মুক্তির জন্য সাধনান্তরের প্রয়োজন নাই, পিতৃ-সম্পত্তিতে পুত্রের উত্তরাধিকারের ন্যায়, বিনা সাধনেই মোক্ষলাভ হইতে পারিবে (বিষ্ণুভাগবত ১০।১৪।৩ দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে, অগ্রে সাধুকে ত চিনিতে হইবে। কি কি লক্ষণ দ্বারা সাধুকে চিনা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

শশ্বদীশ্বরভক্তাঃ যে বিরক্তাঃ সমদর্শনাঃ।
সাধবঃ সেবিতব্যাস্তে মোক্ষশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥৩॥

অন্বয়—যে শশ্বদীশ্বরভক্তাঃ, বিরক্তাঃ সমদর্শনাঃ মোক্ষ-শাস্ত্র-বিশারদাঃ তে সাধবঃ (ভবন্তি), (তে) সেবিতব্যাঃ (ত্বয়া) ॥৩॥

যাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর ভগবৎপ্রবণ হইয়া রহিয়াছে এবং যাঁহারা বৈরাগ্যবান্, সমদর্শন এবং বেদান্তরূপ মোক্ষশাস্ত্রের পদপদার্থজ্ঞ, তাঁহা-দিগকেই সাধু অর্থাৎ পরকার্য্যসাধনদক্ষ (সংশয়নিবর্ত্তক ও সংসার-মোহচ্ছেদক) বলিয়া বুঝিবে। তুমি তাঁহাদিগের সেবা করিবে ॥৩॥

সাধুর বাহ্যলক্ষণ উক্ত হইল। সাধুর যে যে লক্ষণ জিজ্ঞাসুর অন্তঃ-করণে প্রকটিত হয়, তাহাই বলিতেছেন—

যেষাং দর্শনমাত্রেণ মোক্ষে শ্রদ্ধা বিবর্দ্ধতে।
যেষাং চ বাগ্বিলাসেন সংশয়ো বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যেষাং দর্শনমাত্রেণ মোক্ষে শ্রদ্ধা বিবর্দ্ধতে, যেষাং বাগ্বি-

লাসেন চ সংশয়ঃ বিনিবর্ত্ততে (তে হি সাধবঃ সেবিতব্যাঃ ইতি সপ্তম শ্লোকেন অন্বয়ঃ)॥ ৪॥

যে সকল পুরুষের দর্শনমাত্রেই মোক্ষে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং যাঁহাদের সহজবোধ্য হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইতে সকল প্রকার সংশয় (আপনা আপনিই) নিবৃত্ত হইয়া যায়, তুমি তাঁহাদেরই সেবা করিবে॥ ৪॥

উপক্রমাদিতাৎপর্য্যলিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ।
বিশেষসামান্যতয়া শাস্ত্রার্থানাং ব্যবস্থিতিঃ॥ ৫॥

অন্বয়—উপক্রমাদিতাৎপর্য্যলিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ; বিশেষ সামান্য-তয়া শাস্ত্রার্থানাং ব্যবস্থিতিঃ, যেষাং বাক্যাৎ অবাপ্যতে॥ ৫॥

কোনও প্রকরণের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হইলে দেখিতে হয় (১) উপক্রম উপসংহারের একতা—যাহা প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেই প্রকরণের পর্য্যবসান হইয়াছে কি না।

(২) অভ্যাস—প্রকরণমধ্যে প্রতিপাদ্য বস্তুর আবৃত্তি আছে কি না। (ইহা দ্বারা প্রকরণ লক্ষ্যচ্যুত হইল কিনা বুঝা যায়।)

(৩) অপূর্ব্বতা—আলোচ্য প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তু প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে কি না।

(৪) ফল—প্রকরণের ফলশ্রুতিতে, সেই ফলের কারণরূপে কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) অর্থবাদ—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা, বা তদ্বিপরীত বস্তুর নিন্দা বা উভয়ই আছে কি না।

(৬) উপপত্তি—যুক্তির লক্ষ্য কোন্‌দিকে এবং সেই যুক্তি সকল ন্যায়ানুগত এবং শ্রুতির অনুকূল কি না।

যাঁহাদের বাক্যে, এই সকল তাৎপর্য্যনির্ণায়ক চিহ্নদ্বারা ঋষিবাক্য সমূহের তাৎপর্য্যনির্ণয় দেখা যায় এবং যাঁহাদের বাক্যে, আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রমাণবচন সমূহের সাধারণ ও বিশেষ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিরোধ পরিহার ও একার্থপরিনিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৫ ॥

বেদশাস্ত্রাবিরোধেন মোক্ষমার্গপ্রবেশনম্।
সম্প্রদায়পরিজ্ঞানং মতভেদবিনির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—বেদশাস্ত্রাবিরোধেন মোক্ষমার্গপ্রবেশনম্ সম্প্রদায়পরিজ্ঞানম্ মতভেদবিনির্ণয়ঃ (যেষাং বাক্যাৎ অবাপ্যতে) ॥ ৬ ॥

(যাঁহাদের বাক্যে) বেদ এবং মীমাংসাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক, মুক্তিমার্গবিষয়ক জ্ঞান, গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অধ্যাত্মজ্ঞান, এবং পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলে, সেই সেই মতভেদের আকারনির্ণয় পূর্ব্বক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং পক্ষাভ্যাং যেষাং বাক্যাদবাপ্যতে।
জ্ঞানিনঃ কর্ণধারাস্তে সেবিতব্যা হি সাধবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং পক্ষাভ্যাং (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং) যেষাং বাক্যাৎ অবাপ্যতে, জ্ঞানিনঃ কর্ণধারাঃ সাধবঃ তে হি সেবিতব্যাঃ ॥ ৭ ॥

যাঁহারা (স্বয়ং আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক) পূর্ব্বপক্ষ করিয়া এবং (নিজেই সমাধান করিবার জন্য) উত্তর পক্ষ করিয়া, যে সকল বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় লাভ করা যায়, তাঁহারাই জীব ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তাঁহারাই সংসারসমুদ্রের কর্ণধার স্বরূপ; তাঁহারা পরকার্য্যসাধন দক্ষ; তাঁহাদেরই সেবা করিতে হইবে। তথা চ গীতা (৪।৩৪)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

জ্ঞানিগণকে নমস্কার ও জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের শুশ্রূষা দ্বারা, সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।

২২। সমন্বয়সরস্বতী।

ব্যাকরণ, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসাদি সকল শাস্ত্রই বেদান্তের অনুকূল, বেদান্তবিরোধী নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ। প্রথমেই প্রকরণের ফলশ্রুতি—

> অবগাহ্যা বিশেষেণ সমন্বয়সরস্বতী।
> জায়েত মতভেদাখ্যপঙ্কপ্রক্ষালনং যয়া ॥ ১ ॥

অন্বয়—(হে শিষ্য ত্বয়া) সমন্বয়সরস্বতী বিশেষেণ অবগাহ্যা, যয়া মতভেদাখ্যপঙ্কপ্রক্ষালনং জায়েত ॥ ১ ॥

হে শিষ্য, তুমি সমন্বয়সরস্বতী নামক এই প্রকরণ পরমাদরে বিচার করিবে, কেননা সেইরূপ বিচার করিলে, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত, বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে বিরোধ প্রতীত হয়, সেই বিরোধপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে। সমন্বয় শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে (একই অর্থে) অন্বয় বা তাৎপর্য্যবোধক সম্বন্ধপ্রকটন, তদ্বিষয়িণী সরস্বতী বা বাক্যমালা ॥ ১ ॥

ব্রহ্মপ্রতিপাদনই সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত অগ্রে মোক্ষের সাধনসমূহের উল্লেখ করিতেছেন—

> পদং পদার্থো বাক্যার্থস্তত্ত্বানি মনসো যমঃ।
> মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং সাধনানি ক্রমেণ হি ॥ ২ ॥

অন্বয়—পদং, পদার্থঃ, বাক্যার্থঃ, তত্ত্বানি, মনসঃ যমঃ, মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং—এতানি হি ক্রমেণ সাধনানি (ভবন্তি) ॥ ২ ॥

(১) পদ—বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতু, (২) পদার্থ—পদসমূহের বাচ্য বা লক্ষ্য অর্থ, (৩) বাক্যার্থ—ক্রিয়াপদ সহিত শব্দ সমূহের তাৎপর্য্য, (৪) তত্ত্বসমূহ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, (৫) মনের সংযম—চিত্তবৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, (৬) মহাবাক্যার্থ বিজ্ঞান—মহাবাক্যের অর্থ-বোধক অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক বা প্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়ের অর্থের অনুভব,—এই ছয়টীই ক্রমান্বয়ে মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

সর্ব্বেষাং তত্র তন্ত্রাণামুপযোগো যথাযথম্ ।
বদামি তৎ সমাসেন সর্ব্বমেব যথাযথম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—তত্র সর্ব্বেষাং তন্ত্রাণাং যথাযথম্ (যঃ) উপযোগঃ (অস্তি) তৎ সর্ব্বং এব যথাযথম্ সমাসেন বদামি ॥ ৩ ॥

সেই সকল সাধনলাভে, সকল শাস্ত্রের যথাযথ যেরূপ উপযোগিতা আছে, সেই উপযোগিতা আমি অল্লাক্ষরে অপক্ষপাতিতার সহিত, সমস্তই যথাযথ বর্ণনা করিতেছি। তাহার বর্ণনা বিস্তারসাপেক্ষ হইলেও, আমি সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছি ॥ ৩ ॥

এক্ষণে ব্যাকরণের ও ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের উপযোগিতা দেখাইতেছেন।

জায়তে শব্দশাস্ত্রেণ পদব্যুৎপত্তিরুত্তমা।
ব্যুৎপত্তিশ্চ পদার্থানাং ন্যায়বৈশেষিকোক্তিভিঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—শব্দশাস্ত্রেণ উত্তমা পদব্যুৎপত্তিঃ জায়তে, ন্যায়বৈশেষিকোক্তিভিঃ পদার্থানাং ব্যুৎপত্তিঃ চ (জায়তে) ॥ ৪ ॥

ব্যাকরণশাস্ত্রের সাহায্যে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শনের সূত্রাদি

বাক্যের বিচার করিলে পদার্থের (৭ ও ১৬ পদার্থের) এবং পদসমূহের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয় ॥ ৪ ॥

মীমাংসয়া চ বাক্যার্থব্যুৎপত্তিঃ পরিনিষ্ঠিতা।
ব্যক্তিঃ সাংখ্যেন তত্ত্বানাং যোগেন মনসো যমঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—মীমাংসয়া চ বাক্যার্থব্যুৎপত্তিঃ পরিনিষ্ঠিতা (ভবতি) সাংখ্যেন তত্ত্বানাং ব্যক্তিঃ (ভবতি), যোগেন মনসঃ যমঃ (ভবতি) ॥ ৫ ॥

মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা করিলে বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যাবধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিলে পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বের পরিস্ফুট জ্ঞান জন্মে ; পাতঞ্জল, শৈব প্রভৃতি যোগ দর্শনের আলোচনা করিলে, চিত্তের বৃত্তিনিরোধসামর্থ্য জন্মে ॥ ৫ ॥

মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং বেদান্তৈর্ব্রহ্মনিষ্ঠয়া।
ইত্যেবং সর্ব্বতন্ত্রানাং ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—বেদান্তৈঃ ব্রহ্মনিষ্ঠয়া মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং (ভবতি), ইতি এবং সর্ব্বতন্ত্রানাং ব্রহ্মণি এব সমন্বয়ঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মে সহজ প্রেম থাকিলে, বেদান্তশাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থের, এবং জীব ও ব্রহ্মের একতার, উপলব্ধি হয়। এইরূপে ব্রহ্মেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় হয় অর্থাৎ গৌণমুখ্যভাবে ষড়দর্শনই ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে। ("সাংখ্য প্রবচনসূত্রে"র প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সমন্বয় দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

২৩। অবিরোধবোধঃ।

পূর্ব্বে যে বলা হইল, জীব ব্রহ্মের একতাজ্ঞান, মহাবাক্যদ্বারা জন্মে, তদ্বিষয়ে এক সন্দেহ উঠিতে পারে যে রামানুজাদি উক্ত মহাবাক্যসমূহ-

দ্বারাই জীব ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করেন। সুতরাং এইরূপ বিরোধ, একত্বপ্রতীতির বাধক হইতে পারে; সেই কারণে এই প্রকরণে দ্বৈত-বাদীর ও অদ্বৈতবাদীর অবিরোধ প্রতিপাদিত হইতেছে।

প্রসঙ্গাদবিরোধস্য বোধোপ্যত্র নিরূপ্যতে।
ব্যবহারে দ্বৈতসত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতমতে সমম্॥ ১॥

অন্বয়—প্রসঙ্গাৎ অবিরোধস্য বোধঃ অপি অত্র নিরূপ্যতে দ্বৈতাদ্বৈত মতে ব্যবহারে দ্বৈতসত্ত্বম্ সমম্ (ভবতি)॥ ১॥

সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয়প্রসঙ্গে, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি সকল মতের অবিরোধ কি প্রকারে বুঝা যাইবে, তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী উভয়েই তুল্যভাবে স্বীকার করেন যে ব্যবহার কালে দ্বৈত সত্য॥ ১॥

অদ্বৈতকল্পিতত্বং চাবিরোধোতো মতদ্বয়ে।
বিবদন্তি মুহুর্ব্বাদরসৈ স্তদ্বিবদন্তু তে॥ ২॥

অন্বয়—(দ্বৈতাদ্বৈত মতদ্বয়ে) অদ্বৈতকল্পিতত্বং চ (সমম্ ইতি পূর্ব্বেন অন্বয়ঃ), (অতঃ) মতদ্বয়ে অবিরোধতঃ (যে বাদরসিকাঃ) বাদরসৈঃ মুহুঃ বিবদন্তি তে তৎ (তস্মাৎ) বিবদন্তু॥ ২॥

অদ্বৈতবাদিগণের মতে অদ্বৈত কল্পিত (আরোপিত); দ্বৈত বাদীগণও অদ্বৈতকে কল্পিত বলিয়া প্রতিপাদন করেন সুতরাং অদ্বৈতের কল্পিতত্ব, উভয় মতেই তুল্য; এই হেতু উভয়মতে বিরোধ নাই। যাঁহারা কলহ করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহারাই পুনঃ পুনঃ, কলহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কলহ করিতে থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই॥ ২॥

টিপ্পনী—অদ্বৈতবাদিগণের মতে দ্বৈত প্রাতীতিক মাত্র; তাঁহারা অগ্রে দ্বৈতের অধ্যারোপ করিয়া, পরে তাহার অপবাদ দ্বারা আত্মতত্ত্ব

বুঝাইয়া থাকেন। সেই অপবাদ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা প্রাতীতিক দ্বৈতের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং দ্বৈত কল্পিত হইলে অদ্বৈতও কল্পিত হইয়া পড়ে, কেননা দ্বৈতের অপেক্ষায়ই অদ্বৈত টিকিতে পারে, অর্থাৎ দ্বৈতকে উপলক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে॥

এইরূপে দ্বৈতবাদিগণের ও অদ্বৈতবাদিগণের বিরোধের পরিহার হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের যে বিরোধ, তাহার পরিহার হইল না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—জীব ও জগৎ অদ্বৈতব্রহ্মেরই পরিণাম। অদ্বৈতবাদী বলেন—জীব ব্রহ্মই এবং জগৎ অদ্বৈতব্রহ্মের বিবর্ত্ত। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অদ্বৈত বাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন যে জীবের উপাধি এবং জগৎ উভয়ই মায়ার পরিণাম; তাঁহারা সাধন সম্পত্তির উপযোগিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। আর বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদিগণ জীবকে যে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া থাকেন, তাহারও উদ্দেশ্য এই যে তদ্দ্বারা জীবের সাধনে আদর বৃদ্ধি পাইবে, কেননা জীব বুঝিবে সাধন দ্বারা আমার জীবত্ব বিনষ্ট হইলেই আমার অদ্বৈতঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটিবে। এই হেতু উভয়ের মধ্যে, সেই অবিরোধ বুঝাইবার জন্য যমাদি সাধন যে উভয়সম্প্রদায়সম্মত তাহাই বুঝাইতেছেন।—

যমাস্ত্বহিংসাসত্যাদ্যা নিয়মাঃ শুচিতাদয়ঃ।
সুখাসনে চ সংস্থানং প্রত্যাহারস্তু সর্ব্বতঃ॥ ৩॥
ধারণা চ তথা ধ্যানং সমাধানং চ চেতসঃ।
যোগাঙ্গসপ্তকং ত্বেতৎ সর্ব্বেষামপি সম্মতম্॥৪॥

অন্বয়—অহিংসাসত্যাদ্যাঃ যমাঃ (১), শুচিতাদয়ঃ নিয়মাঃ (২), সুখা-সনে সংস্থানং (৩), সর্ব্বতঃ প্রত্যাহারঃ (৪), ধারণা (৫), তথা ধ্যানং (৬), চেতসঃ সমাধানং চ, এতৎ যোগাঙ্গসপ্তকং তু সর্ব্বেষাম্ অপি সম্মতম্॥৩॥৪॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী যম (১), শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটী নিয়ম (২), সুখে ও নিশ্চলভাবে উপবেশনরূপ আসন (৩), নিজনিজ বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি না করিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়) (৪), বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তের বন্ধনরূপ ধারণা (৫), ধারণাতে জ্ঞানবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ধারারূপ ধ্যান (৬), চিত্তের সমাধান অর্থাৎ ধ্যেয়মাত্রনির্ভাস ও স্বরূপশূন্যের ন্যায় অবস্থা (৭), এই সাতটী যোগাঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

লয়ে মন্ত্রে হঠে রাজ্ঞি ভক্তৌ সাংখ্যে হরের্মতে।
মতৈক্যমস্তি সর্ব্বেষাং যে বুধা মোক্ষমার্গগাঃ ॥৫॥

অন্বয়—লয়ে, মন্ত্রে, হঠে, রাজ্ঞি, ভক্তৌ, সাংখ্যে, হরেঃ মতে, সর্ব্বেষাং মতৈক্যম্ অস্তি। যে বুধাঃ তে মোক্ষমার্গগাঃ ॥ ৫ ॥

লয়যোগ—নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে নিদ্রান্তে জাগরোদয়ে।
লয়ো ভবতি চিত্তস্য কার্য্যং তত্রাত্মচিন্তনম্ ॥
(৩০ সংখ্যক প্রবন্ধ 'লয়যোগ' দ্রষ্টব্য)।

লয়যোগে আত্মচিন্তনের ব্যবস্থা থাকায়, বেদান্তের সহিত বিরোধ নাই।

মন্ত্রযোগ—মন্ত্রসমূহ দেবতাপ্রসাদপ্রাপ্তির হেতু এবং সেই প্রসাদ অগ্রে জ্ঞান ও পরে মুক্তি প্রাপ্তির হেতু। অতএব বেদান্তের সহিত মন্ত্রযোগের বিরোধ নাই।

হঠযোগ—হঠযোগের ফল শিবশক্তিসমাযোগ (পরে ব্যাখ্যাত হইবে)। তাহা সমতাস্বরূপ বলিয়া, তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং সেই অন্তঃকরণশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। সুতরাং তাহার সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই।

রাজযোগ—রাজযোগের ফল স্বরূপস্থিতি। সুতরাং তাহার সহিত বেদান্তের বিরোধ হইতে পারে না।

ভক্তিযোগ—ভক্তিযোগের ফল অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি, এবং তদ্দ্বারা মুক্তি। সুতরাং বেদান্তের সহিত অবিরোধ।

সাংখ্যযোগ—চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিবেক দ্বারা পুরুষকে অসঙ্গ বলিয়া জানিলে, 'তৎ'পদার্থের শুদ্ধি হয়। সুতরাং তাহা বেদান্তের অনুপ-যোগী নহে।

গীতায় (৯।২৭) শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগ—

> যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

তুমি যে কোন কর্ম্ম করিয়া থাক; যে কোন দ্রব্য আহার কর, যে কোন বস্তু আহুতি দাও (যে কোন যজ্ঞ কর) ও যাহা দান কর, এবং যে কোন তপস্যা কর—তৎসমস্ত আমাতেই সমর্পণ কর।

এই রূপ ভাগবতধর্ম্মের অভ্যাসদ্বারা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির লোপ হয়। সুতরাং বেদান্তের সহিত তাহার বিরোধ নাই।

এইরূপে উক্ত সকল শাস্ত্রের মধ্যেই মতৈক্য আছে। যাঁহারা এই-রূপ বুঝিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞানী, কেননা তাঁহারা বুঝিয়াছেন মোক্ষই উক্ত সকলশাস্ত্রের তাৎপর্য্য॥ ৫॥

> হঠিনামধিকস্ত্বেকঃ প্রাণায়ামপরিশ্রমঃ।
> প্রাণায়ামে মনঃ স্থৈর্য্যং স তু কস্য ন সম্মতঃ॥ ৬॥

অন্বয়—হঠিনাম্ একঃ প্রাণায়ামপরিশ্রমঃ তু অধিকঃ, প্রাণায়ামে মনঃস্থৈর্য্যং (স্যাৎ) স তু কস্য ন সম্মতঃ॥৬॥

হঠযোগীদিগের মুখ্যসাধন আয়াসসাধ্য প্রাণায়াম—অন্যান্য যোগী-

দিগের সাধন হইতে বিলক্ষণ। সেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে চিত্তের স্থিরতা হয়, ইহা কে না স্বীকার করে? ॥৬॥

বিমুক্তির্বাদিনাং তস্মান্মতভেদো ন কশ্চন।
কশ্চিৎ কশ্চিন্মতে ভেদস্ত্বস্তি বেদান্তিনামপি ॥৭॥

অন্বয়—বাদিনাং (সর্ব্বেষাং) বিমুক্তিঃ (স্যাৎ) তস্মাৎ কশ্চন মতভেদঃ (নাস্তি), বেদান্তিনাম্ অপি তু মতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ ভেদঃ অস্তি ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বীদিগের সকলেরই মোক্ষ হইবে, সেই কারণে ফলৈক্যহেতু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই। পক্ষান্তরে বেদান্তীদিগের মতেও একজীববাদ, অনেকজীববাদ, ইত্যাদি ভেদ আছে ॥ ৭ ॥

২৪। সাংখ্যাঞ্জনশলাকা।

সাংখ্যমত পুরুষের অসঙ্গতা বুঝিবার পক্ষে সাধনস্বরূপ; তদ্দ্বারা 'ত্বম্' পদার্থের শোধন করিয়া, 'ত্বম্' পদার্থের লক্ষ্য কূটস্থচৈতন্যের উপলব্ধি করা যাইতে পারে, সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন। সেই হেতু এই প্রকরণের নামের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।

নেত্রয়োরঞ্জনং কার্য্যং সাংখ্যাঞ্জনশলাকয়া।
ততস্তিমিরনাশেন সূক্ষ্মবস্তু বিলোক্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয়—সাংখ্যাঞ্জনশলাকয়া নেত্রয়োঃ অঞ্জনং কার্য্যম্, ততঃ তিমিরনাশেন সূক্ষ্মবস্তু বিলোক্যতে ॥ ১ ॥

"সুর্মা" লাগাইবার শলাকা দ্বারা সুর্মা (অঞ্জনাদি) লাগাইলে যেমন চক্ষুর তিমিররোগ বিনষ্ট হয় এবং চক্ষুর সূক্ষ্মবস্তুদর্শনে যোগ্যতা জন্মে, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, পুরুষপ্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তুর জ্ঞান জন্মে ॥১॥

কপিলেন মুকুন্দেন দেবহূতী প্রবোধিতা।
সর্ব্বতত্ত্ববিবেকেন তৎসাংখ্যমভিধীয়তে ॥ ২ ॥

অন্বয়—কপিলেন মুকুন্দেন (যেন শাস্ত্রেণ) সর্ব্বতত্ত্ববিবেকেন দেবহূতী প্রবোধিতা (বভূব) তৎ সাংখ্যং শাস্ত্রং ময়া অভিধীয়তে ॥ ২ ॥

ভগবান বিষ্ণুর অবতার কপিল, যে শাস্ত্রদ্বারা পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের বিচারপূর্ব্বক, জননী দেবহূতীকে বুঝাইয়াছিলেন, আমি সেই সাংখ্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যান করিতেছি। অতএব ইহাতে শ্রদ্ধাস্থাপন কর্ত্তব্য। (বিষ্ণুভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ॥২॥

সর্ব্বা বিকৃতয়ো যস্যাঃ স্থূলসূক্ষ্মাশ্চরাচরাঃ।
অস্তি কাচিদনির্দ্দেশ্যা প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—স্থূলসূক্ষ্মাঃ চরাচরাঃ যস্যাঃ সর্ব্বাঃ বিকৃতয়ঃ (ভবন্তি), (ঈদৃশী) ত্রিগুণাত্মিকা অনির্দ্দেশ্যা কাচিৎ প্রকৃতিঃ অস্তি ॥ ৩ ॥

স্থূল—পঞ্চীকৃত ভূতভৌতিক পদার্থ; সূক্ষ্ম—অপঞ্চীকৃতভূতভৌতিক পদার্থ। স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ যাহার বিকৃতির অন্তর্ভূত বিকারস্বরূপ, সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি নামে এক পদার্থ আছে। সেই প্রকৃতিকে ভাব বা অভাব এই দুয়ের কোনরূপেই নির্দ্দেশ করা যায় না ॥ ৩ ॥

এই প্রকৃতিই সকল তত্ত্বের মূল কারণ।

মহত্তত্ত্বমহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রকানি চ।
প্রকৃতি বিকৃতি শ্চেতি সপ্তৈতানি ভবন্তি হি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারঃ, পঞ্চতন্মাত্রকানি, এতানি সপ্ত হি প্রকৃতিঃ বিকৃতিঃ চ ভবন্তি ॥ ৪ ॥

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এই সাতটী অপরের কারণরূপে প্রকৃতি এবং স্বয়ং কার্য্যরূপে বিকৃতি ॥ ৪ ॥

স্বকারণানাং বিকৃতিঃ প্রকৃতিঃ স্বোদ্ভবস্য যৎ।
এবমষ্টৌ প্রকৃতয় স্ততো বিকৃতয়োঽভবন্॥ ৫॥

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) এতানি (মহদাদীনি) স্বকারণানাং বিকৃতিঃ, স্বোদ্ভবস্য প্রকৃতিঃ ভবন্তি, এবম্ (মূলপ্রকৃত্যা সহ) অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ (জ্ঞেয়াঃ) ততঃ বিকৃতয়ঃ অভবন্॥ ৫॥

যেহেতু মহদাদি সাতটী, নিজ নিজ কারণের বিকৃতি এবং নিজ নিজ কার্য্যের প্রকৃতি, এইরূপে মূলপ্রকৃতির সহিত গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ আটটী প্রকৃতি। এই আটটি প্রকৃতি হইতে, নিম্নলিখিত ষোলটী বিকৃতি বা বিকার উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৫॥

ব্যোমাদি পঞ্চ ভূতানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মনসা সহ ষোড়শ॥ ৬॥

অন্বয়—ব্যোমাদি পঞ্চভূতানি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি এব মনসা সহ ষোড়শ ভবন্তি॥ ৬॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোলটি বিকার পদার্থ॥ ৬॥

খং বায়ু রগ্নিস্তোয়ং ভূর্ভূতপঞ্চকমুচ্যতে।
শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধাস্তেষাং গুণাঃ ক্রমাৎ॥ ৭॥

অন্বয়—খং, বায়ুঃ, অগ্নিঃ, তোয়ং, ভূঃ, ভূতপঞ্চকম্ উচ্যতে, শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধঃ ক্রমাৎ তেষাং গুণাঃ ভবন্তি॥ ৭॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটীকে ভূতপঞ্চক বলে; এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে সেই পাঁচটী ভূতের গুণ॥ ৭॥

শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষু রসনং ঘ্রাণং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্পাণিপাদপায্বাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৮॥

অন্বয়—শ্রোত্রং, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনং, ঘ্রাণং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি; বাক্পাণি পাদপায়্বাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৮॥

শব্দজ্ঞানের কারণ শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানের কারণ ত্বক্, রূপজ্ঞানের কারণ চক্ষু, রসজ্ঞানের কারণ রসনা, গন্ধজ্ঞানের কারণ নাসিকা—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বচনের উৎপাদক বাগিন্দ্রিয়, গ্রহণত্যাগের উৎপাদক পাণি, গতিক্রিয়ার উৎপাদক চরণ, মলত্যাগক্রিয়াসম্পাদক পায়ু, রতিসুখসম্পাদক উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ৮ ॥

উভয়াত্মা মনস্তেন চতুর্বিংশতি রীরিতা।
তত্ত্বানাং তদ্বিকারস্তু সর্ব্বং চৈব জগৎত্রয়ম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—মনঃ উভয়াত্মা, তেন তত্ত্বানাং চতুর্বিংশতিঃ ঈরিতা, সর্ব্বং জগৎত্রয়ম্ তু এব তদ্বিকারঃ ॥ ৯ ॥

সঙ্কল্পবিকল্পরূপ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি মন উভয়াত্মা অর্থাৎ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই কারণ বা সাধনস্বরূপ। এইরূপে পুরুষকে বাদ দিয়া, তত্ত্বগুলি সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টী বলিয়া কথিত। এই ত্রিভুবনে সমস্তই উক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের বিকার ॥ ৯ ॥

প্রকৃতেস্ত্রিগুণাত্মত্বাৎ সর্ব্বং হি ত্রিগুণাত্মকম্।
রক্তশ্বেতশ্যামরূপা রজঃসত্ত্বতমো গুণাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ ত্রিগুণাত্মত্বাৎ সর্ব্বং হি ত্রিগুণাত্মকং, রজঃসত্ত্ব তমো গুণাঃ রক্তশ্বেতশ্যামরূপাঃ (ভবন্তি) ॥ ১০ ॥

রজঃসত্ত্বতমো গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া প্রকৃতিসমুৎপন্ন সংসারের সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণের রূপ, বেদে যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ (শ্বেতাশ্বতরো উপনিষৎ ৪।৫০) ॥ ১০ ॥

রজশ্চলং তমঃস্তব্ধং প্রকাশঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।
তমোধমং রজো মধ্যং সত্ত্বমুত্তমমেব হি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—রজঃ চলং, তমঃ স্তব্ধং, প্রকাশঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ, তমঃ অধমং, রজঃ মধ্যং, সত্ত্বম্ উত্তমম্ এব হি ॥ ১১ ॥

রজোগুণ চঞ্চলস্বভাব, তমোগুণ নিশ্চলস্বভাব, জ্ঞান সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, মুনিগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ; তমোগুণ নীচস্বভাব, রজো গুণ মধ্যস্বভাব, সত্ত্বগুণ উত্তমস্বভাব বলিয়া পণ্ডিতগণমধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহা হইতে বুঝা যায়, বিবিধস্বভাববিশিষ্ট এই জগৎ, উক্ত ত্রিগুণেরই কার্য্য ॥ ১১ ॥

লোভাদয়ো রজোভাবা স্তমসো জড়তাদয়ঃ।
সুখপ্রসাদবোধাদ্যা ভাবাঃসত্ত্বস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—লোভাদয়ঃ রজোভাবাঃ, জড়তাদয়ঃ তমসঃ (ভাবাঃ), সুখ প্রসাদবোধাদ্যাঃ ভাবাঃ সত্ত্বস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

লোভ ইত্যাদি (বিবিধপ্রকার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য) রজোগুণের কার্য্য ; মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি তমোগুণের কার্য্য। প্রিয়, মোদ, প্রমোদ নামক সুখত্রয়, অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, জ্ঞান (শম, দম) ইত্যাদি সত্ত্ব গুণেরই কার্য্য বলিয়া মুনিগণ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জগৎ প্রকৃতির গুণত্রয়ের, কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেবাদয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যু র্নরাদ্যা রাজসাঃ স্মৃতাঃ।
তামসাঃ পশুভূতাদ্যা এবং সর্ব্বং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—দেবাদয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুঃ, নরাদ্যাঃ রাজসাঃ স্মৃতাঃ, পশু ভূতাদ্যাঃ তামসা (স্মৃতাঃ), এবং সর্ব্বং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা বিদ্যাধর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিগণ (তারতম্য ক্রমে) সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণোদ্ভব। মনুষ্য প্রভৃতি (অর্থাৎ জনসাধারণ, মুনি, ঋষি প্রভৃতি পুরাণেতিহাসে রজোগুণোদ্ভব বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পশু (গবাশ্বাদি) প্রেত. কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি তমোগুণোদ্ভূত। (প্রেতের অন্তর্ধানাদিশক্তি আছে বলিয়া অমরসিংহ ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহারা অতিশয় ক্রূর বলিয়া তামস।) এইরূপে সাত্ত্বিকাদি ভেদ অন্যান্য বস্তুরও বিভাগ করিতে হইবে। (জগতের সকল বস্তুই গুণের কার্য্য, এইরূপে বুঝা যায়)॥ ১৩॥

বিরোধিনঃ সহায়াশ্চ মিথঃ কার্য্যং কারণম্।
মিলিত্বা কার্য্যকর্ত্তারো গুণাঃ বিষমচেষ্টিতাঃ॥ ১৪॥

অন্বয়—গুণাঃ মিথঃ বিরোধিনঃ সহায়াঃ চ (মিথঃ) কার্য্যং কারণং চ, বিষমচেষ্টিতাঃ (কিন্তু) মিলিত্বা কার্য্যকর্ত্তারঃ।

এই গুণত্রয় পরস্পর বিনাশকস্বভাব, আবার পরস্পরের কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে অনুকূল; তাহারা পরস্পরের কার্য্য, আবার পরস্পরের কারণ। প্রকাশক সত্ত্ব, চাঞ্চল্যাদিযুক্ত রজঃ, এবং লয়রূপ তমঃ, এইরূপ ধর্ম্মবৈষম্য বশতঃ পরস্পর প্রতিকূল ব্যাপারে রত; আবার পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশরূপ ব্যাপারে রত। (এইরূপে গুণত্রয় অঘটনঘটনসমর্থ. তাহাদের কার্য্য সংসারও অঘটন ঘটনা। উভয় স্থলেই মায়ার লক্ষণ পরিস্ফুট সুতরাং গুণত্রয়ের কারণে—প্রকৃতিতেও, মায়ালক্ষণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিরই অন্য নাম মায়া)॥ ১৪॥

বিশ্বং গুণাত্মকং সর্ব্বমাত্মা নির্গুণ এবহি।
প্রকাশকতয়া তত্র প্রবিষ্ট ইব ভাসতে॥ ১৫॥

অন্বয়—সর্ব্বং বিশ্বং গুণাত্মকং, আত্মা নির্গুণঃ এবহি, (কিন্তু) প্রকাশকতয়া তত্র প্রবিষ্টঃ ইব ভাসতে॥ ১৫॥

সমগ্র বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক, (চিন্ময়) আত্মা (বিবেকী পুরুষের নিকট) নির্গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মা চিদাভাস রূপে বিশ্বের প্রকাশক বলিয়া অর্থাৎ আভাসাত্মার সহিত বিশ্বের প্রকাশকপ্রকাশ্য সম্বন্ধের প্রতীতি হয় বলিয়া, আত্মা যেন বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ প্রবিষ্ট নহেন। অতএব আত্মার সহিত কাহারও সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না, আত্মা সদাই অসঙ্গ॥ ১৫॥

যথা দ্বাত্রিংশদ্দন্তস্থা রসজ্ঞা রসবেদিনী।
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাস্তঃস্বাত্মজ্ঞস্তত্ত্ববিত্তথা॥ ১৬॥

অন্বয়—যথা দ্বাত্রিংশদ্দন্তস্থা রসজ্ঞা রসবেদিনী (ভবতি), তথা চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্তঃ পুরুষঃ স্বাত্মজ্ঞঃ তত্ত্ববিৎ (ভবতি)॥ ১৬॥

যেমন বত্রিশটি দন্তদ্বারা পরিবেষ্টিতা থাকিয়া, জিহ্বা নিজেই রসানুভব করে, (দন্তগুলি রসানুভব করে না), সেইরূপ পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পরিবেষ্টিত থাকিয়া, আপনিই স্বাত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশক ও লয়স্থান। পুরুষ স্বপ্রকাশ ও চেতন স্বভাব, তত্ত্বগুলি পুরুষ-প্রকাশ্য ও জড়স্বভাব। ইহা হইতে পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া সিদ্ধ হয়॥ ১৬॥

একমেব নিজং নাথং মায়া বিষয়লম্পটা।
বহুরূপধরং কৃত্বা বেশ্যেব খলু খেলতি॥ ১৭॥

অন্বয়—বিষয়লম্পটা মায়া একম্ এব নিজং নাথং বহুরূপধরং কৃত্বা বেশ্যা ইব খেলতি খলু॥ ১৭॥

বিষয়ভোগলোলুপা প্রকৃতি, পুরুষ বস্তুতঃ একমাত্র ও ভেদরহিত হইলেও, তাহাকে বহু আকারে আকারিত করিয়া, তাহার সহিত বেশ্যার

ন্যায় ক্রীড়া করে। (সাংখ্যবাদিগণ যে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, তাহা মায়িক, পারমার্থিক নহে)॥ ১৭॥

অপৃথগ্‌ভাবরূপেণ মিলিত্বা পুরুষেণ হি।
বিচিত্রাকাররূপৈস্তং সন্নর্ত্তয়তি নর্ত্তকী॥ ১৮॥

অন্বয়—নর্ত্তকী অপৃথগ্‌ভাবরূপেন পুরুষেণ (সহ) মিলিত্বা হি বিচিত্রাকাররূপৈঃ তং সন্নর্ত্তয়তি॥ ১৮॥

নর্ত্তকী মায়া বা প্রকৃতি, সেই (আরোপিত) পুরুষের সহিত অভিন্ন-ভাব প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ সাধিষ্ঠানবুদ্ধিস্থ চিদাভাসের সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া) স্বকৃত বিবিধ রূপ, সেই শুদ্ধপুরুষে আরোপ করিয়া, তাহাকে (যেন) নৃত্য করায় অর্থাৎ আপনার নৃত্য সেই পুরুষে আরোপ করিয়া পুরুষ যেন নৃত্য করিতেছে, এইরূপ দেখায়। ইহা বিবেকী পুরুষ মাত্রেই জানেন। মায়ার কার্য্য বিচিত্র ও অনেক; পুরুষ পারমার্থিক ভাবে এক ও অসঙ্গ। মায়া আপনার বিরচিত অনেকত্ব মায়িক পুরুষে আরোপ করিয়া এবং সেই অনেকতাসহিত সেই মায়িক পুরুষকে, একমাত্র অসঙ্গ পুরুষে আরোপিত করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া দেখায়, বস্তুতঃ তিনি এক। পুরুষের বহুত্ব ভ্রান্তিমাত্র॥ ১৮॥

এই মায়িক পুরুষ ও অসঙ্গপুরুষের অভিন্নতাজ্ঞান কি প্রকারে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—

নির্দ্দোষো নিশ্চলো নাথঃ সদোষা চঞ্চলা বধূঃ।
দম্পত্যোরনয়োর্নূনং রসভঙ্গো ভবিষ্যতি॥ ১৯॥

অন্বয়—নাথঃ নির্দ্দোষঃ নিশ্চলঃ (ভবতি)। বধূঃ সদোষা চঞ্চলা (ভবতি)। অনয়োঃ দম্পত্যোঃ নূনং রসভঙ্গঃ ভবিষ্যতি।

পুরুষ, নাথ বা মায়াকান্ত মায়ানিয়ন্তা জীব, বস্তুতঃ নিরুপাধিক ও

চাঞ্চল্যরহিত অর্থাৎ সদাই একরূপ। প্রকৃতি কিন্তু সোপাধিকা ও অস্থিরা অর্থাৎ অনেকরূপা। এইরূপ বিভিন্নপ্রকৃতিক দম্পতীর প্রণয়বন্ধন কথনই টিকিতে পারে না, অর্থাৎ পুরুষে বৈরাগ্যোৎপত্তি অনিবার্য্য ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন পরিজ্ঞাতা দুষ্টরূপতয়াপি চ।
ন মুখং দর্শয়ত্যেষা সলজ্জা ম্রিয়তেঽপি চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—এষা পৃথক্ত্বেন অপি চ দুষ্টরূপতয়া পরিজ্ঞাতা (সতী) মুখং ন দর্শয়তি, অপি চ সলজ্জা (সতী) ম্রিয়তে ॥ ২০ ॥

এই প্রকৃতিরূপা বধূকে, পুরুষ যখন আপনা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত-স্বভাব ও সর্ব্বদোষনিদান বলিয়া জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর মুখ দেখান না, প্রত্যুত লজ্জা সহ্য করিতে না পারিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২০ ॥

প্রকৃতি বিকৃতির্নাপি পুরুষো নিশ্চলাত্মকঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপোঽসাবিতি সাংখ্যবিনির্ণয়ঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—প্রকৃতিঃ ন (অস্তি) অপি বিকৃতিঃ ন (অস্তি); পুরুষঃ নিশ্চলাত্মকঃ। অতঃ অসৌ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপঃ ইতি সাংখ্যবিনির্ণয়ঃ (ভবতি) ॥ ২১ ॥

বিকৃতি অর্থাৎ মহতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, প্রকৃতির কার্য্যরূপ পদার্থগুলি, নাই, অর্থাৎ তাহারা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতিও নিজে নাই, কারণ, পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক্ সত্ত্বা নাই। পুরুষ চাঞ্চল্যরহিত অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত একত্বানেকত্বাদি দ্বারা ক্ষোভিত হন না। এই হেতু পুরুষ মায়া ও মায়াকার্য্যদ্বারা অসম্বদ্ধ, ও স্বয়ং প্রকাশস্বভাব ; ইহাই প্রকৃত সাংখ্য সিদ্ধান্ত। এতদ্ভিন্ন যাহা সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাঁহার প্রামাণ্য গ্রাহ্য নহে ॥ ২১ ॥

২৬। যোগদীক্ষা চিন্তামণিঃ।

সাংখ্য শাস্ত্রও জীবব্রহ্মের একাত্মতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্ম, সাংখ্যপ্রতিপাদিত পুরুষ। সেই পুরুষের অসঙ্গত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য চিত্তের মল বিদূরিত করা আবশ্যক। বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, চিত্তে বিবেকের উদয় হয় এবং চিত্ত স্থির হয়, এবং জীব আপনাকে অসঙ্গ পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে; সেই জন্য যোগ নিরূপণ করিতেছেন। যোগ দুই প্রকার, যথা পাতঞ্জল যোগ ও শৈব যোগ। শৈব যোগ চারি প্রকার, যথা—হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, শিবশক্তিপরাক্রম ও লয়যোগ। তন্মধ্যে পাতঞ্জলযোগ অগ্রে নিরূপিত হইতেছে।

অথাতো যোগদীক্ষায়া শ্চিন্তামণি রুদীর্য্যতে।
তৎপ্রাপ্ত্যাবোধদারিদ্র্যং সর্ব্বমেব বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

অন্বয়—অথ অতঃ যোগদীক্ষা, চিন্তামণিঃ উদীর্য্যতে, তৎ প্রাপ্ত্যা সর্ব্বম্ এব অবোধদারিদ্র্যং বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

অনন্তর যোগদীক্ষা চিন্তামণির বর্ণনা হইতেছে। তাহার কারণ এই যে মলিনান্তঃকরণ মুমুক্ষুদিগের চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হইলে, পুরুষের অসঙ্গতার উপলব্ধি ঘটে না। চিত্তে নিরোধসংস্কার উৎপাদন দ্বারা চিত্তকে স্থির করা যায়। যোগদীক্ষা শব্দের অর্থ নিরোধসংস্কার। তাহা চিন্তামণির ন্যায় কল্পিতসর্ব্বফলপ্রদ এবং অজ্ঞানদারিদ্র্যবিনাশক; অতএব তাহা উৎপাদন করিতে পারিলেই, সকল অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে।

এই যোগ সম্প্রদায়পরম্পরাগত, সুতরাং প্রামাণ্যহীন নহে; ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন,—

মহাযোগেশ্বরো শম্ভুঃ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
মহাযোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধযোগিনী ॥ ২ ॥

অন্বয়—শম্ভুঃ মহাযোগেশ্বরঃ, হরিঃ মহাযোগেশ্বরঃ, ব্রহ্মা মহাযোগেশ্বরঃ, ভবানী সিদ্ধযোগিনী।

শঙ্কর মন্ত্রযোগাদি যোগচতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক। বিষ্ণু, ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তক। ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) পাতঞ্জল যোগ প্রবর্ত্তক। চিৎশক্তি ভবানী স্বতঃসিদ্ধযোগবতী। ইঁহারা যোগ দ্বারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

সনকাদ্যাঃ বসিষ্ঠাদ্যাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ।
অরুন্ধতীপ্রভৃতয়ঃ যোগাৎ সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—সনকাদ্যাঃ বসিষ্ঠাদ্যাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ অরুন্ধতীপ্রভৃতয়ঃ যোগাৎ সিদ্ধিম্ উপাগতাঃ (বভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মার পুত্রচতুষ্টয় সনক, সনন্দ, সনন্দন, সনৎকুমার ; ইঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। বসিষ্ঠ, পুলস্ত প্রভৃতি গৃহী ; কচ বৃহস্পতির পুত্র ; শুক ব্যাসপুত্র ; অরুন্ধতী বসিষ্ঠপত্নী ; (দেবহুতী কপিলের মাতা)। পূর্ব্বোক্ত যোগিগণ এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি স্ত্রীগণও নিরোধসংস্কার উৎপাদন করিয়া অণিমাদি সিদ্ধি এবং মুক্তিও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

আত্মজ্ঞানেন যো যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
স যোগস্তস্য হেতুত্বাদ্যোগা বহুবিধা মতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—আত্মজ্ঞানেন যঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ যোগঃ, স যোগঃ (ভবতি) ; তস্য হেতুত্বাৎ যোগাঃ বহুবিধাঃ মতাঃ ॥ ৪ ॥

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য বিচার দ্বারা যে জীবাত্মা-পরমাত্মার পারমার্থিক একত্বের উপলব্ধি, তাহাই যোগ। অন্যত্র যে 'যোগ' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গৌণ। তাহা সাধনরূপে মুখ্য যোগের হেতু। সেই সাধন বিবিধপ্রকার হইয়া

থাকে। সেই হেতু মুনিগণ যোগকে চারি প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বিরোধিলক্ষণান্যায়াদভদ্রা ভদ্রিকা যথা।
সর্ব্বদুঃখবিয়োগস্তু যোগ ইত্যাহ কেশবঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যথা, বিরোধিলক্ষণান্যায়াৎ অভদ্রা ভদ্রিকা (উচ্যতে), তথা কেশবঃ সর্ব্বদুঃখবিয়োগঃ তু যোগঃ ইতি আহ ॥ ৫ ॥

গীতায় (৬।২৩) ভগবান বলিয়াছেন—"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং"—সেই দুঃখসংযোগের অভাবকে যোগ বলিয়া বুঝিবে। যাহাতে যে বস্তুর অভাব, তাহাতে সেই বস্তুর সদ্ভাব বলিলে বিরোধিলক্ষণা হয়। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন—যে অভদ্রা—অকল্যাণরূপা, তাহাকে 'ভদ্রিকা'—কল্যাণরূপা বলা, অথবা দুর্য্যোধনকে সুযোধন বলা। সেই বিরোধি লক্ষণার নিয়মানুসারে ভগবান বলিয়াছেন—আত্মার সর্ব্বদুঃখের বিয়োগ বা অপ্রতীতিই, যোগ ॥ ৫ ॥

অত্যন্তচপলস্যাপি মনসো যোগশক্তিতঃ।
নিশ্চলত্বং প্রজায়েত বিন্ধ্যস্যেব মহাগিরেঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—মহাগিরেঃ বিন্ধ্যস্য নিশ্চলত্বম্ ইব যোগশক্তিতঃ অত্যন্তচপলস্য অপি মনসঃ নিশ্চলত্বং প্রজায়েত ॥ ৫ ॥

বিন্ধ্যপর্ব্বত পূর্ব্বে স্থির ছিলেন, পরে চঞ্চল হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সূর্য্যের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীখণ্ডে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে। তদনন্তর দেবতাগণের অনুরোধে বিন্ধ্যগুরু অগস্ত্য কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণতাবস্থায় রাখিয়া, দক্ষিণে প্রস্থান করিলেন, অদ্যাবধি প্রত্যাগত হন নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বত চিরদিনের মত স্থির হইয়া রহিলেন। মনও আত্ম-স্বরূপ বলিয়া স্বভাবতঃ সমাহিত বা অচঞ্চল,

কিন্তু সংসারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া থাকিলেও, যোগশক্তি প্রভাবে তাহাকে অচঞ্চল করা যায় ॥ ৬ ॥

তথা চ ভুশুণ্ডঃ।

"নাভসীং ধারণাং বদ্ধা তিষ্ঠামি বিগতজ্বরঃ।
যাবৎ পুনঃ কমলজঃ সৃষ্টিকর্ম্মনি তিষ্ঠতি" ॥ ৭ ॥*

অন্বয়—ভুশুণ্ডঃ চ তথা আহ—'অহং নাভসীং ধারণাং বদ্ধা বিগতজ্বরঃ (সন্), যাবৎ পুনঃ কমলজঃ সৃষ্টিকর্ম্মনি তিষ্ঠতি (তাবৎ তিষ্ঠামি)। বাসিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণপ্রকরণ'(পূর্ব্ব, ৮১ অধ্যায়।) ॥ ৭ ॥

ভুশুণ্ডনামা কাক বলিতেছেন, "প্রলয়কালে যখন বায়ুও বিনষ্ট-প্রায় হয় তখন আমি, "আমিই বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বভূতভৌতিকপরিশূন্য আকাশ,—এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মা পুনঃ সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই পর্য্যন্ত, নির্ভয় হইয়া অবস্থান করি।" অতএব যোগ প্রভাবে মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া, অবস্থান করা যায় ॥ ৭ ॥

চিত্তবৃত্তি নিরোধস্তু মুখ্যঃ পাতঞ্জলো মতঃ।
প্রাণবৃত্তিনিরোধস্তু গৌণস্তৎসাধনত্বতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ মুখ্যঃ পাতঞ্জলঃ যোগঃ মতঃ। প্রাণবৃত্তি নিরোধঃ তু তৎসাধনত্বতঃ গৌণঃ যোগঃ মতঃ ॥ ৮ ॥

পতঞ্জলি চিত্তের বৃত্তিনিরোধকেই মুখ্যযোগ বলিয়া মনে করেন। প্রাণের বৃত্তিনিরোধ (প্রাণায়াম) চিত্তের বৃত্তি নিরোধের অন্যতম সাধন

---

* গ্রন্থকার বোধ হয় নিজের স্মৃতি হইতে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। একবিংশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের অর্থাৎ

"আকাশ ইব তিষ্ঠামি বিগতাখিলকল্পনঃ।"
স্তব্ধপ্রকৃতিসর্ব্বাঙ্গো মনো নির্ব্বাসনং যথা ॥

ইহার ভাবার্থ, এবং ২১শ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ যথাশব্দ, উদ্ধৃত শ্লোকে শেষার্দ্ধরূপে আসিয়া গিয়াছে।

বলিয়া তাহাকে গৌণ বলিয়া মনে করেন। হঠযোগিগণ কিন্তু শেষোক্ত যোগকেই মুখ্য বলিয়া মনে করেন ॥ ৮ ॥

তত্র সূত্রং—"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি (পাতঞ্জল সূত্র ২।২৯)।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ।

যমোঽস্তেয় ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
নিয়মঃ শৌচসন্তোষতপঃ পাঠেশ্বরার্পণম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—অস্তেয়, ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ (ভবন্তি), শৌচসন্তোষতপঃ পাঠেশ্বরার্পণং নিয়মঃ (ভবতি) ॥ ৯ ॥

অস্তেয়—চৌর্য্যাভাব, ঋত,—বুদ্ধিতে যথাবস্তু অনুচিন্তনপূর্ব্বক তদনুসারে ভাষণ; অহিংসা—কায়মনবাক্যদ্বারা সর্ব্বভূতের পীড়ন হইতে বিরতি। ব্রহ্মচর্য্য—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
একান্তবাসো রমণং স্পর্শোঽষ্টবিধ মৈথুনম্ ॥

এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে নিবৃত্তি। অপরিগ্রহ—দেহ যাত্রার অতিরিক্ত ভোগসাধন গ্রহণ না করা। যম—এই পাঁচ প্রকার।

শৌচ—মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ, মৈত্রীকরুণাদিভাবনাদ্বারা আভ্যন্তর শৌচ। সন্তোষ—আসন্নকালে (অদূরবর্ত্তীকালে) প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যেই তুষ্ট থাকা। তপঃ—স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাজনিত ক্লেশাদিসহন অথবা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি। পাঠ—স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রণবাদির অভ্যাস। ঈশ্বরার্পণ—পরম গুরু ঈশ্বরে সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্মসমর্পণ। এই কয়েকটি নিয়ম।

আসনং সুখরূপেণ শরীরস্থিরতামতা।
প্রাণায়ামঃ প্রাণদণ্ডঃ কুম্ভপূরকরেচকৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—সুখরূপেন শরীরস্থিরতা আসনং মতা, কুম্ভপূরক রেচকৈঃ প্রাণদণ্ডঃ প্রাণায়ামঃ (মতঃ)।

সূত্রং। স্থির সুখমাসনম্। (পাতঞ্জল যোগ সূত্র। ৪৬॥)

স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন॥ ৪৬॥

যেরূপ অবস্থিতি নিশ্চল ও সুখাবহ তাহাই যোগের অঙ্গ, ইহাই সূত্রের অর্থ। যাহার দ্বারা উপবেশন করা যায়, তাহাই আসন (√আস্+কর্ম্ম বাচ্যে, অনট্)। তাহা দুই প্রকার, বাহ্য ও শরীরগত; তন্মধ্যে কুশের উপরিভাগে অজিন ও বস্ত্র স্থাপন করিলে বাহ্য আসন হয় এবং পদ্ম,স্বস্তিক,প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রকারের শরীরাবস্থানিকে শারীর আসন বলে। তন্মধ্যে পদ্মাসন সর্ব্বজনবিদিত। আর বাম চরণকে আকুঞ্চিত করিয়া, দক্ষিণ পদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে এবং সেইরূপে দক্ষিণচরণকে আকুঞ্চিত করিয়া বাম পদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে, তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে এবং, দুইটি পদতলকে অণ্ড-কোশের সমীপে (বাম গুল্‌ফতল অণ্ডকোষের নিম্নে, এবং দক্ষিণ গুল্‌ফ তাহার উপরে রাখিয়া) মিলিত করিলে এবং পাণিদ্বয় মিলিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মিলিত পদতলদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলে, তাহাকে ভদ্রাসন বলে॥ ৪৬॥

এক্ষণে কোন্ উপায়ে আসনকে স্থির করা যাইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন :—

সূত্রং। প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্॥ (ঐ ২।৪৭॥)

প্রযত্নের শিথিলতা হইতে এবং নাগরাজ অনন্তে চিত্তের সমাপত্তি হইতে, আসন সিদ্ধ হয়॥ ৪৭॥

লোকের স্বাভাবিক প্রযত্ন অর্থাৎ বিবিধ প্রকার লৌকিক ব্যবহার আসনের বিঘাতক বলিয়া, তাহা হইতে বিরত হইলে আসন সিদ্ধ হয়,

কেননা, তদ্দ্বারা অঙ্গের স্পন্দন বন্ধ হয়; আর অনন্ত নামক যে নাগরাজ অসংখ্য স্থির ফণাদ্বারা বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাতে চিত্তের সমাপত্তি করিলে, অর্থাৎ আমিই সেই নাগরাজ, এইরূপ ভাবনা করিলে দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই হেতু আসনের ক্লেশ অনুভূত হয় না বলিয়া, আসন সিদ্ধ হয়।

যে চিহ্ন দ্বারা, আসন সিদ্ধ হইল বুঝা যাইতে পারে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

সূত্রং। ততোদ্বন্দ্বাঽনভিঘাতঃ ॥ (ঐ ২।৪৮ ॥)

তাহা হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অভিহত হইতে হয় না ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব আর বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হয় না।

এক্ষণে আসনের সাহায্যে যে প্রাণায়ামের সাধনা করিতে হয়, সেই প্রাণায়ামের বর্ণনা করিতেছেন :—

সূত্রং। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ২।৪৯ ॥

সেই আসন সিদ্ধ হইলে পর, শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করাকে প্রাণায়াম বলে ॥ ৪৯ ॥

আসনের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে, বাহ্য বায়ুর শরীরাভ্যন্তরে গমন এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর বহির্দেশে আগমন, বন্ধ করিলেই প্রাণায়াম হয়।

প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া, এক্ষণে উক্ত লক্ষণ দ্বারা যে

---

* ইহা উক্তরূপ উপাসনার অলৌকিক ফল। উপাসনার আলম্বন কল্পিত হইলেও, স্বপ্নে যোষিৎসংসর্গের ন্যায়, তাহার ফল সত্য। "রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর" জীবন্মুক্তি বিবেক, ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়ামের পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাহারই বিভাগ করিতেছেন—

সূত্রং। **বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ** (ঐ। ২।৫০ ॥)

প্রাণায়াম ত্রিবিধ,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। তাহারা দেশ, কাল এবং সংখ্যাদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, অভ্যস্ত হয় এবং অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম ও তুরীয় নামক অপর এক প্রকার প্রাণায়াম, ধরিলে, সর্ব্বশুদ্ধ প্রাণায়াম চারি প্রকারের হয়।

শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু রেচন দ্বারা বহির্গত হইলে, তাহাকে বহির্দ্দেশে ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি ; তাহা রেচক।

বাহ্য বায়ু পূরণ দ্বারা অন্তর্গত হইলে, তাহাকে শরীরাভ্যন্তরে ধারণ করার নাম আভ্যন্তর বৃত্তি ; তাহা পূরক।

যখন রেচন ও পূরণের প্রযত্ন বন্ধ হইয়া, কেবল বিধারণপ্রযত্নের সাহায্যে প্রাণের গতি বিচ্ছেদ করা হয়, তখন সেই স্তম্ভবৃত্তিকে কুম্ভক বলে। ইহাকে রেচক বলা যায় না, কেননা ইহা শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত ; ইহাকে পূরকও বলা যায় না, কেননা তপ্ত শিলার উপর জলবিন্দু পতিত হইলে, তাহা যেমন সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইয়া যায়, কুম্ভকাবস্থায় প্রাণ শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া থাকাতে, সেইরূপ সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে, বায়ু শরীরাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিয়া শরীরকে পূর্ণ করে তাহাকে পূরক বলে। সেই হেতু, যখন রেচক ও পূরকের অভ্যাসে প্রযত্ন না করিয়াই একটি মাত্র প্রযত্ন দ্বারা কুম্ভক নামক সূক্ষ্ম প্রাণ ঘটস্থিত জলের ন্যায় দেহে অবস্থান করে, তখনই তাহাকে কুম্ভক বলে। এই হেতু তাহা রেচক ও পূরক হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সহিত গণিত হইলে তৃতীয় হয়। এই তিন প্রকারের প্রাণায়ামের দেশ, কাল এবং

সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে অভ্যাস করিতে থাকিলে, ইহারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়াছে, বলিয়া বুঝা যায়। তন্মধ্যে রেচকের দেশ নাসিকার বহির্দেশ। প্রাদেশ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), বিতস্তি (বিঘৎ), হস্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। নিবাত স্থানে নাসিকার অগ্রে কাশপুষ্পাদির তূলা ধরিলে, তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া এই দেশের পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে। শরীরের অভ্যন্তরভাগ পূরকাদির দেশ। পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকা-স্পর্শের সদৃশ এক প্রকার স্পর্শের দ্বারা পূরকাদির দেশ অনুমিত হইয়া থাকে। ক্ষণের গণনা দ্বারা ইহার কাল বুঝা যায়। মাত্রার গণনার দ্বারা ইহার সংখ্যা বুঝা যায়। হস্তের দ্বারা আপনার জানুমণ্ডল তিনবার চাপড়াইলে, সেই চাপড়ের দ্বারা যে কাল নির্ণীত হয়, তাহাকে মাত্রা বলে। সুস্থকায় পুরুষের একটি শ্বাস ও একটি প্রশ্বাসের দ্বারা সেই মাত্রার কাল নির্ণীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৬টি মাত্রার দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিলে, প্রাণায়াম দীর্ঘ বলিয়া দৃষ্ট হয়। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা বলিলে অধিক দেশকালব্যাপিতা বুঝায়। প্রাণায়ামে নিপুণ ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণের দীর্ঘতা বুঝিতে পারেন, সেই পরিমাণে প্রাণের সূক্ষ্মতা দেখিতে থাকেন, এইরূপে প্রাণায়াম (একই কালে) দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়।

প্রত্যাহারস্ত্বিন্দ্রিয়াণাং চলানাং প্রতিরোধনম্।
ক্বচিৎ প্রদেশে চিত্তস্য স্থাপনং ধারণা মতা ॥ ১১ ॥

অন্বয়—চলানাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রতিরোধনম্ তু প্রত্যাহারঃ (ভবতি)। কচিৎ প্রদেশে চিত্তস্য স্থাপনং ধারণা মতা।

চঞ্চল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত

করার নাম প্রত্যাহার। কোনও (অভীষ্ট) প্রদেশে চিত্তকে ধরিয়া রাখাকে ধারণা বলে।

সূত্রং। স্ববিষয়াঽসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ॥ ২।৫৪॥

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া যখন চিত্তস্বরূপের অনুকরণের মত করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যখন আপনার গ্রহণযোগ্য শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত আর মিলিত হয় না, অর্থাৎ বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া, চিত্ত যখন তত্ত্বাভিমুখ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে চিত্তের স্বরূপানুকরণ করে, অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবমান না হইয়া যেন তত্ত্বাভিমুখ হয়,তাহাই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় সকল,'প্রতি' অর্থাৎ প্রতিলোম ভাবে (বিপরীত দিকে), বিষয়সমূহ হইতে, ইহাতে আহৃত হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রত্যাহার' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বিষয়-ভোগনিপুণ ইন্দ্রিয়গণ কখনই চিত্তের ন্যায় তত্ত্বাভিমুখ হইতে পারে না, ইহাই সূচনা করিবার নিমিত্ত সূত্রে 'ইব' শব্দ (অনুবাদের 'মত' শব্দ) প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন কোন মধুচক্র হইতে মৌমাছিদিগের রাজা উন্নীত হইলে, মক্ষিকাগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং সেই রাজা উপবিষ্ট হইলে, তাহারা উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকল চিত্তের অনুসরণ করে বলিয়া, চিত্তনিরোধ দ্বারাই তাহাদের নিরোধ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের নিরোধ করিতে অন্য কোন প্রকার যত্নের প্রয়োজন হয় না, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য॥ ৫৪॥

পাতঞ্জল সূত্রের বিভূতিপাদের প্রথম সূত্র—

সূঃ। দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১॥

বাহ্য কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তকে বাঁধিয়া রাখার নাম ধারণা॥ ১॥

নাভিচক্র, হৃদয়, নাসাগ্র, প্রভৃতি দেশে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধির নিমিত্ত, চিত্তকে বাঁধিয়া রাখা অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখাকে, ধারণা বলে। বিষ্ণুপুরাণে (৬ষ্ঠ খণ্ডে, ৭ম অধ্যায়ে) তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

প্রাণায়ামেণ পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে॥

প্রাণায়াম দ্বারা শরীরস্থ বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে, বশে আনিয়া, তদনন্তর কোন শুভ আলম্বনে চিত্তকে অবস্থাপন করিতে হইবে।

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে। ৬।৭।৭৭।

ভগবানের যে মূর্ত্ত রূপ, তাহাকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিলে, অপর কোন বস্তুকে উপাশ্রয় বা আলম্বন করিবার ইচ্ছা হয় না। চিত্তকে সেই আলম্বনে ধরিয়া রাখাকেই, ধারণা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারে ধারণানোপপদ্যতে॥ ৭৮॥

হে রাজন্! ভগবান্ হরির সেই ধ্যানযোগ্য মূর্ত্ত রূপ কি প্রকার, তাহা শ্রবণ কর; কেননা কোন আলম্বন ব্যতীত ধারণা সিদ্ধ হয় না॥

প্রসন্নবদনং চারুপদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্॥ ৭৯॥
সমকর্ণান্তবিন্যস্তচারুকুণ্ডলভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্॥ ৮০॥
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাহপি চতুর্ভুজম্॥ ৮১॥

সমস্থিতোরুজঙ্ঘং চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রিকরাম্বুজম্।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মভূতং তং পীতনির্ম্মলবাসসম্" ॥ ৮২ ॥ ইতি ॥

তাঁহার বদন প্রসন্ন, নয়নদ্বয় সুন্দর পদ্মদলসদৃশ, কপোলযুগল মনোহর, ললাটপ্রদেশ সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, সুন্দর কর্ণযুগলের প্রান্তভাগে মনোহর কুণ্ডল অলঙ্কার বিন্যস্ত রহিয়াছে; তাঁহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ (ত্রিবলিযুক্ত), তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসচিহ্নে শোভিত; তাঁহার উদরে ত্রিবলী রেখা ও সুগভীর নাভি শোভা পাইতেছে; তিনি সুদীর্ঘ অষ্টভুজবিশিষ্ট অথবা চতুর্ভুজ, তাঁহার উরু ও জঙ্ঘা সুসম এবং তাঁহার চরণ এবং কর-কমল সুস্থির; তাঁহার পরিধানে নির্ম্মল পীতবসন—এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

নিরন্তরশ্চিৎপ্রবাহো ধ্যেয়স্য ধ্যানমীরিতম্।
সমাধিরষ্টমো জ্ঞেয় স্তদাত্মকতয়া স্থিতিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—ধ্যেয়স্য নিরন্তরঃ চিৎপ্রবাহঃ ধ্যানম্ ঈরিতম্ (পতঞ্জলিনা) তদাত্মকতয়া স্থিতিঃ সমাধিঃ অষ্টমঃ (যোগাঙ্গঃ) জ্ঞেয়ঃ (ত্বয়া শিষ্যেণ)।

ধ্যেয়বস্তুবিষয়ে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে পতঞ্জলি ধ্যান বলেন। চিত্ত যখন কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহাকে সমাধি বলিয়া বুঝিবে।

সূত্রম্। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ৩২ ॥

তাহাতে জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাকেই ধ্যান বলে ॥ ২ ॥

যে স্থলে ধারণার বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকে পরিত্যাগ করিবার জন্য যত্নের আবশ্যকতা থাকে, সেই স্থলেই যে প্রত্যয়সমূহের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির একতানতা, অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে এক বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা, তাহাই

ধ্যান। পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণেই কেশিধ্বজ, খাণ্ডিক জনকের প্রতি এই প্রকারে ধ্যানের উপদেশ করিতেছেন—

তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রসন্ততি শ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥ ৮৯ ॥

হে রাজন্! যখন সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিবিষয়ক জ্ঞানের একটি ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে এবং মন অন্য কোন বস্তু গ্রহণে স্পৃহা করে না, তখন তাহাকেই ধ্যান বলে, তাহা প্রথমোক্ত ছয়টী যোগাঙ্গের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ॥ ২ ॥

এক্ষণে সমাধির লক্ষণ করিতেছেন :—

সূত্রম্। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩৩॥

যখন সেই ধ্যানই ধ্যেয় বস্তু মাত্রেরই প্রকাশক হয় এবং স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় হয়, তখন সেই ধ্যানকেই সমাধি বলে ॥

অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ যে ধ্যান, তাহাই যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে প্রকাশমান হয়, তখন তাহাকেই সমাধি বলে। সূত্রস্থিত 'স্বরূপশূন্যম্ ইব' এই দুই পদ দ্বারা সূত্রস্থিত 'মাত্রচ্' প্রত্যয়ের অর্থই প্রকটিত করিলেন, অর্থাৎ ধ্যানে যখন ধ্যানের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, বা ধ্যানকে ধ্যান বলিয়া বুঝা যায় না, তখনই তাহা সমাধি। 'ইব' বা 'যেন' শব্দের স্বার্থকতা এই, যে ধ্যান তখন সত্যই স্বরূপশূন্য হইয়া যায় না। তখন তাহার সত্তা থাকে, যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকমণির সন্নিধানে জবাকুসুম থাকিলে, সেই মণি উক্ত 'জবার' রূপেই প্রকাশমান হয়, নিজের স্বরূপে নহে; ইহাও সেইরূপ। 'ধারণা' বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ বিচ্ছিন্ন না হইলে তাহাই ধ্যান। আর যখন ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা এই তিনটির প্রকাশের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তু প্রকাশ, অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাকেই

সমাধি বলে। সেই সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। আর যখন তাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ থাকে না, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে, এইমাত্র বিশেষ ॥ ৩ ॥

সম্প্রজ্ঞাতস্তদন্যশ্চ সমাধির্দ্বিবিধোহি সঃ।
আদ্যাঃ পঞ্চবহিরঙ্গমন্তরঙ্গমথাপরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। সঃ সমাধিঃ হি দ্বিবিধঃ, সম্প্রজ্ঞাতঃ তদন্যঃ চ। আদ্যাঃ পঞ্চ বহিরঙ্গম্, অথ অপরম্ অন্তরঙ্গম্।

পূর্ব্বোক্ত সমাধি বা ধ্যেয়াকারে চিত্তের পরিণাম, দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ, অপর তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।

সূত্রম্। সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ-চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ ॥ ৩।১১ ॥

চিত্তের সর্ব্ববিষয়তারূপ ধর্ম্মের ক্ষয় এবং একাগ্রতারূপ ধর্ম্মের উদয়কেই, চিত্তের সমাধি পরিণাম বলে ॥ ১১ ॥

চিত্তের সর্ব্ব-বিষয়তা বলিলে চিত্ত যে বিবিধ বিষয়ের আকার ধারণ করে, সেই বিক্ষিপ্তরূপতা ধর্ম্মকেই বুঝায়। চিত্তের একাগ্রতা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা পরে ব্যাখাত হইবে। সেই দুই ধর্ম্মের যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় অর্থাৎ তিরোভাব ও প্রাদুর্ভাবকেই সমাধি পরিণাম বলে; কারণ যাহা সৎ, তাহার বিনাশ নাই এবং যাহা অসৎ, তাহার কখনই উৎপত্তি হয় না। অভ্যাস দ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হইলে, একাগ্রতারূপ স্থিরতাকেই সমাধি বলে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ।

সূত্রম্। শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ৩।১২ ॥

অতীত প্রত্যয় ও বর্ত্তমান প্রত্যয় ঠিক একাকার হইলে, তাহাকে একাগ্রতা পরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

'শান্ত' শব্দের অর্থ অতীত এবং উদিত শব্দের অর্থ বর্ত্তমান। অতীত প্রত্যয় ও বর্ত্তমান প্রত্যয় যখন উভয়েই তুল্য হয়, অর্থাৎ এক বিষয়ক হয়, তখন তাহাদিগকে তুল্যপ্রত্যয় বলে। যখন চিত্তের দুইটি বৃত্তি নিরন্তর একবিষয়ক হইতে থাকে, তখন তাহাকেই চিত্তের একাগ্রতা নামক পরিণাম বলে। একাগ্রতা দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম ধারণা। ধারণা দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম সমাধি এবং সমাধি দ্বাদশগুণ হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। এইরূপ প্রভেদ।

বিতর্কেণ বিচারেণানন্দেনাস্মিতয়া তথা।
অনুস্যূতঃ সমাধিস্তু সম্প্রজ্ঞাতশ্চতুর্বিধঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। বিতর্কেণ, বিচারেণ, আনন্দেন তথা অস্মিতয়া অনুস্যূতঃ সন্, সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ চতুর্ব্বিধঃ ভবতি।

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারি প্রকার অবলম্বনের সহিত অনুস্যূত বা সম্বন্ধ থাকে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকারের হইয়া থাকে।

সূত্রম্। বিতর্কবিচারানন্দাঽস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১।১৭ ॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই কয়েক প্রকার পদার্থানুসারে সম্প্রজ্ঞাতযোগ চারি প্রকার। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে, সে প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিঁধিতে চেষ্টা করে। পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ধরে। সেইরূপ প্রথমাভ্যাসী যোগী, ধ্যানের দ্বারা স্থূলবস্তু শালগ্রাম প্রভৃতিরই সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করে। সেই স্থূল

সাক্ষাৎকারকে 'বিতর্ক' বলে। সেই স্থূল পদার্থের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রাদি, ধ্যানের দ্বারা তাহাদিগের সাক্ষাৎকারকে 'বিচার' বলে। স্থূল ইন্দ্রিয় সকল পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া, তাহারা সাত্ত্বিক। ধ্যানের দ্বারা, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের কারণ যে বুদ্ধি, তাহা যখন বিজ্ঞাতা পুরুষের সহিত একীভূত হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলে। ধ্যানের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাহাকে 'অস্মিতা' বলে। তন্মধ্যে স্থূল বস্তুগুলি গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণের করণ, এবং যাহাকে অস্মিতা বলে, তাহাই গ্রহীতা। যখন উক্ত তিনটি বস্তুতে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতৃরূপে ধ্যান পরিপাক লাভ করে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ('বুদ্ধিই আমি' এইরূপ মনে করা) এই চারিটির স্বভাব অনুসরণ করে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত যোগও চারি প্রকার, যথা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। ইহার মধ্যে যেরূপ ঘটের জ্ঞানে, ঘটের উপাদান মৃত্তিকার জ্ঞানও অন্তর্গত থাকে, কেননা ঘট মৃত্তিকাত্মক, সেইরূপ, স্থূলযোগেও, স্থূল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে, এবং সূক্ষ্ম যোগেও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগ ও অন্তর্গত থাকে। অপর দুইটি যোগের বিষয় (যথাক্রমে) দুইটিও একটি; ভাষ্যকার, (ব্যাস) এই বিশেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘটের জ্ঞান অন্তর্গত নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম প্রভৃতি তিনটি যোগের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগটি বা যোগগুলি অন্তর্গত নাই। ভোজ বৃত্তিতে কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গুলি সবিতর্ক যোগের বিষয়, তন্মাত্রগুলি সবিচার যোগের বিষয়, অহঙ্কার সানন্দযোগের বিষয় এবং মহত্তত্ত্ব সাস্মিত যোগের বিষয়। তন্মধ্যে অন্তঃকরণ 'অহং'কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে অহঙ্কার বলে। অন্তঃকরণ যখন অন্তর্মুখ হয়

এবং সত্ত্বামাত্রে—মহত্তত্ত্বে লীন হইয়া, সত্ত্বামাত্রের অবভাসক হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলে। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ। পুরুষই গ্রহীতা ॥ ১৭ ॥

যত্র ন জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ সোঽসম্প্রজ্ঞাত উচ্যতে।
দ্বিধা ভব প্রত্যয়বানুপায়প্রত্যয়শ্চ সঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। যত্র কিঞ্চিৎ ন জ্ঞায়তে সঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ উচ্যতে। সঃ ভবপ্রত্যয়বান্, উপায়প্রত্যয়ঃ চ (ইতি) দ্বিধা (ভবতি)।

যে সমাধিতে ধ্যাতৃ, ধ্যান, ধ্যেয়, কিছুই প্রতীত হয় না, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। তাহা দুই প্রকারের যথা, ভবপ্রত্যয়যুক্ত ও উপায় প্রত্যয়যুক্ত।

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তাহার উপায় বলিতেছেন—

সূত্রম্। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃসংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥১।১৮॥

বিরাম বা বৃত্তিশূন্যতার কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইতে যে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট সমাধি হয়, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

বিরাম—সকল বৃত্তির অভাব। তাহার প্রত্যয় বা করণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস হইয়াছে "পূর্ব্ব" বা উপায় যাহার (বহুব্রীহি)। ইহার দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপায় কথিত হইল। অন্য অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত "সংস্কার শেষঃ"। পরবৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সংস্কার সকলকে অভিভূত করিয়া, নিজের সংস্কারকেই অবশিষ্ট রাখে। সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই নির্বীজ সমাধি বলে, কেননা, তাহাতে আলম্বন ও কর্ম্মবীজ থাকে না।

এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকারের, যথা, ভবপ্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি মোক্ষকামীদিগের নিকট হেয়। এই কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে (১।১৯) বলিতেছেন।

মূঢ়ানামপি জায়েত তপোদার্ঢ্যান্মনোলয়ঃ।
প্রকৃতৌ বা মহত্তত্ত্বে ভবপ্রত্যয় এব সঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। তপোদার্ঢ্যাৎ মূঢ়ানাম্ অপি প্রকৃতৌ বা মহত্তত্ত্বে মনোলয়ঃ জায়েত, স এব ভবপ্রত্যয়ঃ।

তপস্যার, (নিরন্তরাভ্যাস বশতঃ) দৃঢ়তা জন্মিলে, তাহা হইতে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগেরও গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিতে অথবা প্রকৃতির সত্ত্বগুণবিকার মহত্তত্ত্বে অন্তঃকরণের নাশ ঘটিয়া থাকে। তাহাকেই ভবপ্রত্যয়নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সূত্রম্। ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১।১৯ ॥

বিদেহ ও প্রকৃতিলীনদিগের ভবপ্রত্যয় নামক নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

যাঁহারা ভূত কিম্বা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটি বিকাররূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মত্বভাবনা করেন, তাঁহারা দেহনাশের পর সেই ভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে লীন থাকিয়া ষাট্‌কৌশিকদেহ শূন্য হইয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে "বিদেহ" বলে। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটী অনাত্মস্বরূপ 'প্রকৃতি' পদার্থের মধ্যে, যে কোনটিতে আত্মত্ব ভাবনা করিলে যোগী তাহাতেই লীন হন। তখন তাঁহাকে প্রকৃতিলীন বলে। এই প্রকার যোগীদিগের চিত্তে কেবল সংস্কার ভিন্ন, অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের সেই সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, কিন্তু তাহা ভবপ্রত্যয় নামক শ্রেণীর অন্তর্গত। 'ভব'শব্দে অবিদ্যাকে বুঝায়। ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবঃ অস্যাং এই ব্যুৎপত্তি করিয়া 'ভব'শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি, তাহাই যাহার প্রত্যয় বা কারণ, তাহাকেই ভবপ্রত্যয় সমাধি বলে। অবিদ্যাই এই সমাধির মূল, এবং এই যোগের দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহা সাবসান

বা অনিত্য। বায়ুপুরাণে এইরূপ আছে—যাহারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাবনা করে, তাহারা শতমন্বন্তর ধরিয়া এখানে অবস্থান করে। যাহারা ভূতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ সহস্র মন্বন্তর, যাহারা অহঙ্কারে আত্মভাবনা করে, তাহারা সহস্র মন্বন্তর, যাহারা মহত্তত্ত্বে বা বুদ্ধিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা দশসহস্র মন্বন্তর সর্ব্বদুঃখশূন্য হইয়া এই অবস্থায় বাস করে। যাহারা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ শত সহস্র মন্বন্তর এইভাবে থাকে। কিন্তু নির্গুণ পুরুষকে লাভ করিতে পারিলে তাহার পক্ষে আর কালের সংখ্যা নাই।

এইরূপে যাহাদের বিবেক খ্যাতি হয় নাই, তাহাদের চিত্ত লীন হইয়া গেলেও, উত্থিত হইয়া সুপ্ত ব্যক্তির চিত্তের ন্যায় আবার সংসারে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যকামস্য হিরণ্যকশিপোর্যথা।
শরীরং ক্রিমিভির্ভুক্তং বল্মীকেনাপি সংবৃতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। যথা ত্রৈলোক্যরাজ্যকামস্য হিরণ্যকশিপোঃ শরীরং ক্রিমিভিঃ ভুক্তং, অপি বল্মীকেন সংবৃতম্।

ভবপ্রত্যয়বিশিষ্ট অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির দৃষ্টান্ত, হিরণ্যকশিপু। তিনি ত্রৈলোক্যের অধিপত্য কামনা করিয়া, এইরূপ সমাধিতে লীন হইলেন, যে ক্রিমিকুল তাঁহার শরীরকে ভক্ষণ করিল এবং তাহা বল্মীকের দ্বারা আবৃত হইয়া গেল।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিপ্রজ্ঞাকামবর্জ্জনপূর্ব্বকম্।
মনোলয়ো মুনীন্দ্রাণামুপায়প্রত্যয়স্তু সঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। মুনীন্দ্রানাম্ (যঃ) মনোলয়ঃ, শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিপ্রজ্ঞাকাম-বর্জ্জনপূর্ব্বকম্ (ভবতি), সঃ (সমাধিঃ) তু উপায়প্রত্যয়ঃ (কথ্যতে)।

যোগিশ্রেষ্ঠগণ, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও কামনাবর্জ্জনপূর্ব্বক, যে

মনোনাশ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাকে উপায়প্রত্যয় সমাধি বলে।

সূত্রম্। শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥১।২০॥

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়াবলম্বনপূর্ব্বক অপর যোগীদিগের অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের কৈবল্যসিদ্ধি হয়। শ্রদ্ধা—পুরুষবিষয়ক সাত্ত্বিক বৃত্তিবিশেষ, তাহা হইতে বীর্য্য বা প্রযত্ন জন্মে। তদ্দ্বারা যম নিয়মাদির অভ্যাস হইতে, ক্রমে, স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে। তাহা হইতে সমাধি হয়। সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক খ্যাতির বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। তাহা হইতে, পর-বৈরাগ্যের দ্বারা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের জন্মে। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই কয়টি উপায়। সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই এই উপায়-প্রত্যয় সমাধি জন্মে ॥ ২০ ॥

উক্তং ব্যুত্থিতচিত্তানাং সমাধানমভীপ্সতাম্।
তপশ্চ বেদপাঠশ্চ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং হরৌ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। ব্যুত্থিতচিত্তানাম্ সমাধানম্ অভীপ্সতাম্ জনানাং তপঃ চ বেদপাঠঃ চ হরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণঃ চ উক্তম্।

যাঁহারা ব্যুত্থিতচিত্ত অর্থাৎ বাসনার সম্বেগবশতঃ যাঁহারা সমাধিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা সমাধি লাভের ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য পাতঞ্জল শাস্ত্রে ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা আছে যথা—

সূত্রম্। তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥২।১॥

তপঃ শব্দে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, সত্যবচন, কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিতের দ্বারাও নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) আকারমৌন (কেবল মাত্র কথাবন্ধ করা) নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম পালন, শীত, গ্রীষ্ম

ক্ষুধা, পিপাসা, মানাপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্বসহন ও মিতাহার প্রভৃতিকে বুঝায়। 'তপঃ' শব্দে শরীরশোষণ বুঝায় না, কেননা, (বায়ু, পিত্ত, কফ) এই ত্রিধাতুর বৈষম্য ঘটিলে যোগের ব্যাঘাত হয়। 'স্বাধ্যায়'—প্রণব, শ্রীসূক্ত, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন। 'ঈশ্বর প্রণিধান'—ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, পরম গুরু ঈশ্বরে তাহার সমর্পণ। এই সকল ক্রিয়াকেই যোগ বলে, কেননা তাহারা যোগের সাধন স্বরূপ ॥১॥

ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকৈশ্চ চিত্ররূপৈস্তদাশয়ৈঃ।
অপরামৃষ্ট এবৈকঃ কশ্চিৎ পুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈঃ চিত্ররূপৈঃ তদাশয়ৈঃ চ অপরামৃষ্টঃ এব একঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ ঈশ্বরঃ (ভবতি)।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং এই তিনটির বিচিত্র সংস্কারসমূহের একেবারেই অস্পৃষ্ট, কোন এক পুরুষকে ঈশ্বর বলে।

সূত্রম্। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ১।২৪ ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়ের সহিত কোনরূপে সম্বদ্ধ নহেন, এইরূপ এক বিশিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। 'ক্লেশ,'—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলে। 'কর্ম্ম'—ধর্ম্মাধর্ম্ম। 'বিপাক'—উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল (দেহ, আয়ুঃ সুখদুঃখভোগ)। 'আশয়' —উক্ত ফল যাহাদের অনুকূল (উৎপাদক) এইরূপ (বাসনা নামক) সংস্কারকে আশয় বলে (আ + √শী + অচ্)। মনে ইহারা 'শয়ন' করে এই হেতু ইহাদিগকে আশয় বলে। যেরূপ মনুষ্য যদি হস্তিজন্ম লাভ করে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের কাষ্ঠভোজনের সংস্কার হয়; কেন না, তাহা না হইলে, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই

ক্লেশাদি যে জীবের চিত্তে অবস্থান করিয়া, সেই জীবের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই জীবকে 'সাংসারিক' জীব বলে; কেন না সেই জীব, আপনাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ না জানিয়া, ভোক্তা হইয়া পড়ে। উক্ত ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যে পুরুষের সম্বন্ধ ঘটে না, তিনিই ঈশ্বর। সূত্রে "বিশেষ" এই শব্দটী থাকাতে, তিন কালে ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকা সূচিত হইতেছে। যে জীবগণ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অতীত কালে উক্ত ক্লেশাদির সম্বন্ধ ছিল। সেইজন্য মুক্ত জীবগণ ঈশ্বর নহেন। (বন্ধন তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃত বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ, এবং দক্ষিণাবন্ধ)। যাঁহারা এখন মুক্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের উক্ত তিনটি বন্ধন ছিল বলিয়া, তাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন। যাঁহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধনকে প্রাকৃত বন্ধ বলে। যাঁহারা পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিকারপদার্থে লীন হইয়া বিদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের বন্ধনকে বৈকারিক বন্ধ বলে। দেবনর প্রভৃতি অপর সকল জীবের বন্ধনের নাম দক্ষিণাবন্ধ, কেননা তাঁহাদিগকে চিত্ত নামক অপরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আবদ্ধ হইতে হয়। (শঙ্কা) আচ্ছা, ঈশ্বরনামক পুরুষ যদি পরিণাম-রহিত হইলেন তাহা হইলে, জ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা, ক্রিয়াশক্তিসম্পন্নতা প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? (সমাধান) বলিতেছি। ঈশ্বরের যে শুদ্ধসত্ত্বগুণস্বরূপ নিরতিশয় জ্ঞানক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট চিত্ত আছে, তাহা অনাদিসিদ্ধ এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ভগবান সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায়, সেই চিত্ত গ্রহণ করেন, কেন না সেইরূপ চিত্ত না থাকিলে জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। যদি এইরূপ আশঙ্কা

কর, যে চিত্তগ্রহণের পূর্ব্বে ভগবানের কি প্রকারে ইচ্ছাদি জন্মিতে পারে? তদুত্তরে বলি এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না—কেননা সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। যখন সমস্ত সৃষ্টির প্রলয় হইয়া যায়, তখন ভগবান এইরূপ সংকল্প করেন যে ভবিষ্যৎকল্পে লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সেই চিত্ত,সেই সঙ্কল্পের সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে, সেই চিত্ত জন্মে। তদ্দ্বারা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যান নির্দ্দোষ। (শঙ্কা) আচ্ছা (ঈশ্বরের) যে সেইরূপ চিত্ত আছে তাদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? (সমাধান) বেদবাক্য তাহার প্রমাণ, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

"পরাঽস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।" (৬।৮)।

সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তি সম্বন্ধে বেদে নানা কথা শুনা যায়। জ্ঞান ক্রিয়া অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়-জ্ঞান-প্রবৃত্তি, এবং বলক্রিয়া অর্থাৎ নিজের সন্নিধি মাত্রেই সকলকে স্ববশে আনিয়া নিয়মিত করা, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। (মাণ্ডূক্যোপনিষদেও "এষ সর্বেশ্বর, এষ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি। "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ"।) এইরূপ আরও অনেক বাক্য আছে। নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই হেতু বেদের প্রামাণ্য। ইহাই সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ॥ ২৪ ॥

স সর্ব্বজ্ঞঃ স্বভাবেন প্রণবস্তস্য বাচকঃ।
তদয়ং ভাবনাপূর্ব্বং তজ্জপো মোক্ষসাধনম্ ॥২১॥

অন্বয়। সঃ স্বভাবেন সর্ব্বজ্ঞঃ (ভবতি)। তদয়ং প্রণবঃ তস্য বাচকঃ (ভবতি)। ভাবনাপূর্ব্বং তজ্জপঃ মোক্ষসাধনং (ভবতি)।

সেই ঈশ্বর স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ। (অন্য পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা সাধন-সাধ্য)। এই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ওঁকার সেই ধ্যেয় পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের বাচক বা নাম। সেই প্রণবের অর্থচিন্তাপূর্ব্বক প্রীতির সহিত জপ করিলে, তাহাই প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের সাধন হয়।

সূত্রম্। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥ ১।২৫ ॥

সেই ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়তা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদিগের ন্যায় জীবের জ্ঞান, নিরতিশয় জ্ঞান বিনা থাকিতে পারে না। তাহার হেতু এই যে, আমাদিগের ন্যায় জীবের জ্ঞান সাতিশয়, অর্থাৎ তাহাতে তারতম্য আছে। যে বস্তুতে তারতম্য আছে, তাহা তারতম্যের অতীত তৎসমানজাতীয় বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। যেমন কুম্ভের পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব পরিচ্ছেদের অতীত পরিমাণ ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইরূপে সিদ্ধ, নিরতিশয় (অর্থাৎ তারতম্যের অতীত) জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞের বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা প্রমাণ। যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশয় হইয়াছে অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই স্থানেই সর্ব্বজ্ঞতা আছে, ইহা বুঝা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। এইরূপে সাধারণভাবে যে সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাঁহারই শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতি বেদপুরাণাদিপ্রমাণসিদ্ধ নাম সমূহ শুনা গিয়া থাকে। যথা বায়ুপুরাণে আছে—

> "সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদি বোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
> অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥
> জ্ঞানবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
> স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেবচ ॥
> অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে।" ইতি।

তথা মহাভারতে (বিষ্ণুসহস্রনাম)—

অনাদি নিধনং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।

লোকাধ্যক্ষংস্তবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥২৫॥ ইত্যাদি

শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে বিভু মহেশ্বরের ছয়টি অঙ্গ, যথা, সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি অনাদিবোধি, স্বতন্ত্রতা, নিত্য-অলুপ্ত-শক্তি (যে শক্তির কোনও কালে হ্রাস হয় না, সেই শক্তি) ও অনন্তশক্তি (যে শক্তির কোনও কালে লোপ হয় না, সেই শক্তি)। (অপরে বলেন) যে, শঙ্করে এই দশটি গুণ অব্যয় ও নিত্যরূপে বিরাজমান আছে, যথা—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, সৃজনশক্তি, আত্মবিষয়ক সম্যগ্‌জ্ঞান এবং (সৃষ্টির) অধিষ্ঠাতৃত্ব। আর মহাভারতেও আছে:—অনাদিনিধন সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, লোকাধ্যক্ষ বিষ্ণুর গুণ কীর্ত্তন করিয়া লোকে চিরদিনই সর্ব্ব দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ অন্যান্য বাক্যে ব্রহ্মাদি হইতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত আছে।

সূত্রম্। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ১।২৭ ॥

প্রণব বা ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে, তাহা এই। (পূর্ব্ব পক্ষ) শব্দের বাচকতা বলিতে শব্দের অর্থের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই ত বুঝায়? তাহার নামান্তর "অভিধাশক্তি"। আচ্ছা, সেই সম্বন্ধ, সঙ্কেত দ্বারা নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে অথবা সেই সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে থাকে এবং সঙ্কেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র? যদি বল, সঙ্কেতের দ্বারা সেই সম্বন্ধের নূতন সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বলি, এইরূপ ত' বলা চলে না, কেননা, প্রতিকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর যদি অপর সকল পদার্থসৃজনের ন্যায়, উক্ত সম্বন্ধেরও সৃজন করেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র (স্বাধীন) বলিয়া, প্রতি কল্পে তাঁহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত নিরূপণ করা অসম্ভব নহে। তাহা

হইলে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থ পরবর্ত্তী কল্পে না থাকাই সম্ভব। সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইলে বেদও প্রতিকল্পে নূতন এবং সেই হেতু অনিত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আর যদি বল, উক্ত সম্বন্ধ, পূর্ব্ব হইতে থাকিয়া সংকেতের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, তবে বলি, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, মনে কর, কেহ 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা পুত্রের নামকরণ করিল। এক্ষণে যদি 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা উহার অর্থ দিনকর এই মাত্র অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে 'পুত্র' বুঝাইবার জন্ম পিতার ঐ সঙ্কেতটি বিফল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা তাহার পুত্রকে কোনরূপে বুঝান যায় না। কেননা 'পুত্র' বুঝাইবার জন্ম 'সূর্য্য' এই শব্দে, উক্ত সঙ্কেত, যাহাকে অভিব্যক্ত করিবে, এইরূপ শক্তি (বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ) নাই। আর যদি অভিব্যক্ত করিবার উপযোগী কোন সম্বন্ধ না থাকিল, তাহা হইলে ঐ অভিব্যঞ্জক শব্দটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সেই হেতু এই সঙ্কেত সূত্র ব্যর্থ। (উত্তর পক্ষ) এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেন তাহা বলিতেছি। শব্দের শক্তি যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহা সঙ্কেত দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে থাকিয়াই "এইটী আমার পুত্র" এই বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, সেইরূপ "গো" প্রভৃতি শব্দ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হইয়া, তৎস্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তি লইয়া সেই সকল শব্দ উৎপন্ন হইলে উক্ত শব্দ সমূহে বিশেষ বিশেষ অর্থব্যঞ্জিকা বিশেষ বিশেষ শক্তি, ঈশ্বর, সঙ্কেতের দ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, কেননা জীবের সংস্কার প্রলয়কালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। (আর 'সূর্য্য' এই শব্দের দ্বারা যে পুত্রের নাম করণের কথা বলিলে তদুত্তরে বলি) ইদানিন্তনকালেও পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শব্দের শক্তি বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন

করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন সকল শব্দেরই সকল অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে; সেই হেতু পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শক্তির উৎপাদক না হইয়া, শক্তির অভিব্যঞ্জক মাত্র। কিন্তু বেদের অর্থ স্থির রাখিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর, "গো" প্রভৃতি শব্দের শক্তি, সঙ্কেত দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদিগের মত। ফলতঃ সকল মত হইতেই ইহা নির্ণীত হয়, যে বৈদিক শব্দ সমূহের বেদ প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্বন্ধ, নির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের সঙ্কেতিত) ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ॥ ২৭ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের বাচক বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ণনা করিতেছেন:—

সূত্রম্। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবের জপ ও প্রণবের অর্থ বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে হয়। এই স্থলে এই সূত্রের ভগবান্ ব্যাসকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে:—"প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। যোগী প্রণবজপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করিলে তাঁহার চিত্ত কেবল মাত্র ভগবানে একাগ্র হইয়া শান্ত হয়"।

(বিষ্ণুপুরাণে) এই কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে:—

"স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥"

স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ প্রণবজপের পরেই যোগাভ্যাস করিবে এবং যোগাভ্যাসের পরেই পুনর্ব্বার প্রণবাবৃত্তি অর্থাৎ প্রণবজপ করিবে। প্রণবজপ ও সমাধির অভ্যাস—এই দুই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হয়॥ ২৮ ॥

যথা রোগ স্তন্নিদানং ভৈষজং চাপ্যরোগতা।
বিবেচনীয়ভেদেন চিকিৎসাস্তি চতুর্ব্বিধা ॥ ২২ ॥
জন্ম দুঃখং তথা মোহো বিজ্ঞানঞ্চ বিমুক্ততা।
বিবেচনীয়ভেদেন যোগশাস্ত্রং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—যথা রোগঃ, তন্নিদানং, ভেষজং, অপিচ আরোগ্যতা ইতি বিবেচনীয়ভেদেন চিকিৎসা চতুর্ব্বিধা অস্তি, তথা জন্ম, দুঃখং মোহঃ বিজ্ঞানং বিমুক্ততা চ ইতি বিবেচনীয়ভেদেন যোগশাস্ত্রং চতুর্ব্বিধং ভবতি ॥ ২২।২৩ ॥

যেমন রোগের স্বরূপনির্ণয় প্রকরণ, রোগের মূলকারণনির্ণয় প্রকরণ, ঔষধনির্ণয় প্রকরণ ও আরোগ্যনির্ণয় প্রকরণ—এই রূপ চারিটি বিবেচনীয় বিষয়ানুসারে চিকিৎসাশাস্ত্র পৃথক্ পৃথক্ চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মমরণদুঃখপ্রতিপাদক প্রকরণ, অজ্ঞানস্বরূপপ্রতিপাদন প্রকরণ, যদ্দ্বারা সেই অজ্ঞান নিবারিত হইবে, সেই বিজ্ঞানের প্রতিপাদক প্রকরণ, এবং বিমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন প্রকরণ—এইরূপ চারিটি বিবেচনীয় বিষয়ানুসারে, যোগশাস্ত্রও পৃথক্ পৃথক্ চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ । ২৩ ॥

অবিবেকঃ পুংপ্রকৃত্যোঃ স মোহো দুঃখকারণম্।
সমত্বপুরুষান্যত্বখ্যাতিবোধেন নশ্যতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—পুংপ্রকৃত্যোঃ (যঃ) অবিবেকঃ সঃ মোহঃ দুঃখকারণং (ভবতি)। সঃ চ সমত্বপুরুষান্যত্বখ্যাতিবোধেন নশ্যতি ॥ ২৪ ॥

পুরুষ ও প্রকৃতিকে পরস্পর পৃথক বলিয়া না জানা—এই অজ্ঞানই জন্মমরণস্বরূপ দুঃখের কারণ। 'গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এবং

অদ্বয়, অসঙ্গ, নিত্য, আনন্দস্বরূপ পুরুষ, সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্, যে জ্ঞান উভয়ের এই পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়, তদ্দ্বারাই সেই দুঃখকারণ, অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যোগাভ্যাসপ্রসক্তস্য সিদ্ধয়ো ভোগদায়িকাঃ।
আয়ান্তি নাদরঃ কার্য্যোহন্তরায়াঃ মতা যতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—যোগাভ্যাসপ্রসক্তস্য ভোগদায়িকাঃ সিদ্ধয়ঃ আয়ান্তি, (অত্র) ন আদরঃ কার্য্যঃ, যতঃ (তাঃ) হি অন্তরায়াঃ মতাঃ ॥ ২৫ ॥

যিনি মুক্তিলাভের কামনায় যোগাভ্যাসে অসক্ত হন, তাঁহার জন্য উত্তমোত্তম ভোগপ্রদ (দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, আকাশগমন প্রভৃতি) সিদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। মুমুক্ষু যোগীর তাহাদিগকে আদর করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ, যোগিগণ তাহাদিগকে যোগবিঘ্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মর্ম্মে পতঞ্জলি এই সূত্র রচনা করিয়াছেন—

সূত্রম্। "তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"। ৩।৩৭।

পূর্ব্ব সূত্রে প্রাতিভাদি জ্ঞান ও শ্রাবণাদি সিদ্ধি বর্ণিত আছে। "তে" সেই প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি, সমাধি বিষয়ে, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিরূপফলাকাঙ্ক্ষী যোগীর পক্ষে উপসর্গ অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ হয়। এই হেতু যিনি মুক্তির প্রার্থী, তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যতদিন না আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, ততদিন কোটি সিদ্ধিলাভ হইলেও, যোগী কৃতকৃত্য হন না। পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইরূপ বলিয়াছেন—"এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" (গীতা ১৫।২০) [জ্ঞানী এই রহস্য অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানই সকল পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি, জানিয়া কৃতকৃত্য হয়েন] কিন্তু যিনি ব্যুত্থানে রত, তাঁহারই পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভজ্ঞানাদি সিদ্ধির স্বরূপ হয় ॥ ২৫ ॥

ধারণাধ্যানবৈচিত্র্যাৎ সিদ্ধিভেদো য ঈরিতঃ।
অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ স তু নাত্র নিরূপিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ধারণাধ্যানবৈচিত্র্যাৎ 'যঃ সিদ্ধিভেদঃ (তত্র দর্শনে) ঈরিতঃ, সঃ তু অত্র ন নিরূপিতঃ, অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ' ॥ ২৬ ॥

বিশেষ বিশেষ প্রকার ধারণা ও ধ্যান হইতে যে সকল বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা সেই পাতঞ্জলদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এ স্থলে তাহা বর্ণনা করিলাম না। তাহার কারণ এই যে, সেই সিদ্ধি মোক্ষের অন্তরায় বলিয়া মুমুক্ষুর পক্ষে আদরণীয় নহে এবং এই শাস্ত্র কেবল মোক্ষপ্রতিপাদক বলিয়া, এই শাস্ত্রে উক্ত সিদ্ধি সমূহের উল্লেখ অনুপযুক্ত ॥ ২৬ ॥

২৭। শৈবযোগঃ।

যোগঃ শৈবো নিরূপ্যতে—
মন্ত্রো লয়ো হঠো রাজযোগো যোগশ্চতুর্বিধঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শৈব যোগ বর্ণনা করিতেছি। শৈব যোগ চারি প্রকার; যথা (১) মন্ত্রযোগ, (২) লয়যোগ, (৩) হঠযোগ, (৪) রাজযোগ।

অনন্তর মন্ত্রের উদাহরণ দ্বারা মন্ত্রযোগ বর্ণনা করিতেছেন :—

২৮। মন্ত্রযোগঃ।

নারায়ণাষ্টাক্ষরবাসুদেবদ্বাদশাক্ষরৌ।
নৃসিংহরামগোপালমন্ত্রাস্তে তাপিনীস্তুতাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—নারায়ণাষ্টাক্ষরবাসুদেবদ্বাদশাক্ষরৌ (মন্ত্রৌ) (ভবতঃ)। (যে চ) নৃসিংহরামগোপালমন্ত্রাঃ তে তাপিনীস্তুতাঃ (ভবন্তি)।

"ওঁম্ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর নারায়ণমন্ত্র, "ওঁম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর বাসুদেবমন্ত্র। নৃসিংহমন্ত্র, রামমন্ত্র ও গোপালমন্ত্র এইগুলি নারায়ণোপনিষৎ, নৃসিংহপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ, নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ, রামোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ ইত্যাদি উপনিষদে সাদরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শিবপঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা দক্ষিণামূর্ত্তিরুত্তমা।
যতীনাং তু মহাবাক্যং কেবলঃ প্রণবস্তথা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—শিবপঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা দক্ষিণামূর্ত্তিঃ উত্তমা ; যতীনাং তু মহাবাক্যং তথা কেবলঃ প্রণবঃ (জপ্যঃ) ॥ ৩ ॥

"(ওঁম্) নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরী শিবমন্ত্র, শৈব মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিবের দক্ষিণা মূর্ত্তি উপাসনার পক্ষে সবিশেষ উপযুক্ত ; কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা কেবল "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্য জপ করিবেন, কিম্বা কেবল প্রণব বা ওঁকার জপ করিবেন ॥ ৩ ॥

ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রাঃ পুরশ্চর্য্যাদিভিক্রমৈঃ ॥
সিদ্ধা দেবপ্রসাদেন সদ্যো মুক্তিপ্রদা মতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রাঃ পুরশ্চর্য্যাদিভিক্রমৈঃ সিদ্ধাঃ দেবপ্রসাদেন সদ্যঃমুক্তিপ্রদাঃ মতাঃ ॥ ৪ ॥

এই সকল মহামন্ত্র পুরশ্চরণ, ধ্যান প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা আয়ত্ত হইলে, ইষ্টদেবতার কৃপায় অচিরে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে, এইরূপ মুনিগণ বিবেচনা করেন ॥ ৪ ॥

২৯। হঠযোগঃ।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীম্।
বলাৎকারেণ গৃহ্ণীয়াত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—গঙ্গাযমুনয়োঃ মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীং বলাৎকারেণ গৃহ্ণীয়াৎ,তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং (ভবতি) ॥ ১ ॥

বামনাসাপুটবর্ত্তিনী ঈড়ানাম্নী নাড়ীকে গঙ্গা বলে ; দক্ষিণনাসাপুট-বর্ত্তিনী পিঙ্গলানাম্নী নাড়ীকে যমুনা বলে ; তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্না নাম্নী নাড়ীকে তপস্বিনী বালরণ্ডা বলা হইতেছে ; কেননা তাহা প্রকাশ বহুলা এবং কেশের ন্যায় সূক্ষ্মা। প্রাণায়ামাদির অভ্যাসের দ্বারা সেই নাড়ীকে বশে আনিতে হইবে। তাহাই ব্যাপক পরমাত্মার পরম স্বরূপ। সুষুম্না নাড়ীবশীকরণই হঠযোগের ফল ॥ ১ ॥

তত্র গোরক্ষঃ।

তদ্বিষয়ে হঠযোগী গোরক্ষ বলিয়াছেন :—

এতদ্বিমুক্তিসোপান মেতৎ কালস্য বঞ্চনম্
যদ্ব্যাবৃত্তং মনোভোগাদাসক্তং পরমাত্মনি।

অন্বয়—মনঃ ভোগাৎ ব্যাবৃত্তং (সৎ) যৎ পরমাত্মনি আসক্তং (ভবতি) এতৎ বিমুক্তিসোপানং, এতৎ কালস্য বঞ্চনং (ভবতি) ॥ ২ ॥

মন বিষয়জনিত সুখভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে পরমাত্মায় আসক্ত হয়, তাহাই জীবন্মুক্তির আরোহণ মার্গ, তাহাই মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় ॥ ২ ॥

এক্ষণে হঠযোগের সাধন বলিতেছেন :—

পরমং যদি বৈরাগ্যমাহারস্তু যথোদিতঃ।
নিত্যমেকান্তবাসশ্চেদ্ধঠযোগো ন দুর্লভঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—যদি পরমং বৈরাগ্যং (স্যাৎ) আহারঃ তু যথোদিতঃ (স্যাৎ), নিত্যং একান্তবাসঃ চ স্যাৎ (তর্হি) হঠযোগঃ ন দুর্লভঃ (ভবতি) ॥ ৩॥

যদি পরবৈরাগ্য থাকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক সুখে কাকবিষ্ঠার ন্যায় বিতৃষ্ণা থাকে, এবং আহার যদি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী হয় অর্থাৎ যদি উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নদ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থাংশ জলদ্বারা এবং চতুর্থাংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করা হয়, (অথবা প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে শাস্ত্রবিহিত পথ্য গ্রহণ করা হয়) এবং যদি নিরন্তর জনসমাগমরহিত স্থানে বাস করা হয়, তাহা হইলে হঠযোগ দুর্লভ হয় না ॥ ৩॥

এক্ষণে হঠযোগের মুখ্য সাধন বলিতেছেন :—

পরন্তু গুরুদীক্ষাভির্লভ্যতে নান্যথা ত্বয়ম্।
ব্যতিক্রমে মহান্‌দোষঃ ক্রমলাভে মহান্‌গুণঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—পরন্তু অয়ম্ গুরুদীক্ষাভিঃ লভ্যতে নতু অন্যথা। ব্যতিক্রমে মহান্ দোষঃ (ভবতি) ক্রমলাভে মহান্ গুণঃ (ভবতি) ॥ ৪ ॥

কিন্তু পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সাধনত্রয় থাকিলেও, গুরুদীক্ষা ব্যতীত হঠযোগ কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না, আর পূর্ব্বোক্তরূপআহারাদির ব্যতিক্রম ঘটিলে মরণ পর্য্যন্ত মহান্ অনর্থ ঘটিয়া থাকে, এবং পূর্ব্বোক্ত সাধন ক্রমে হঠযোগের অভ্যাস হইলে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মহাফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনন্ত বিস্তারময়ো হঠঃপ্রোক্তঃ পুরারিণা।
সারং তু বন্ধত্রিতয়ং তাবতা সিদ্ধিরাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—পুরারিণা অনন্তবিস্তারময়ঃ হঠঃ প্রোক্তঃ, বন্ধত্রিতয়ং (তস্য) সারং (ভবতি) (যতঃ) তাবতা সিদ্ধিঃ আপ্যতে ॥ ৫ ॥

ত্রিপুরনাশক (অথবা ত্রিপুটী নাশক) শম্ভু অতি বিস্তৃত হঠযোগ উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে একপ্রকার অনন্ত বলিলেই চলে; কিন্তু তাহার মধ্যে তিনটি বন্ধই সারস্বরূপ; যেহেতু তদ্দ্বারাই মুক্তিরূপা সিদ্ধি অথবা সাধকের ইচ্ছানুসারে বিবিধ প্রকার বিভূতি লব্ধ হইয়া থাকে ॥৫॥

মূলেতু মূলবন্ধঃ স্যান্মধ্যে স্যাদুড়িয়ানকঃ।
কণ্ঠে জালন্ধরস্তেন সিদ্ধো ভবতি মারুতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—মূলবন্ধঃ তু মূলে স্যাৎ, মধ্যে উড়িয়ানকঃ স্যাৎ, কণ্ঠে জালন্ধরঃ স্যাৎ), তেন মারুতঃ সিদ্ধঃ ভবতি ॥

তন্মধ্যে মূলবন্ধ নামক বন্ধ মূলাধারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; মূল অর্থাৎ মূলাধারকে এতদ্দ্বারা বন্ধ করা যায় বলিয়াই, ইহাকে মূলবন্ধ বলে। উড়িয়ানক নামক দ্বিতীয় প্রকার বন্ধ, মধ্যে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জালন্ধর নামক তৃতীয় প্রকার বন্ধ, কণ্ঠে অর্থাৎ বিশুদ্ধি চক্রাদি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। মস্তকে, মুখ, নাসিকা, নেত্র কর্ণরূপ সপ্তছিদ্রময় জালকে ইহাদ্বারা অবরোধ করা যায়, বলিয়া ইহার নাম জালন্ধর। এই তিনটি বন্ধের অভ্যাস করিলে শরীরস্থ বায়ু সাধকের অধীন হয় ॥ ৬॥

কুণ্ডলিন্যাঃ সুষুম্নায়াং প্রবিষ্টো ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
মূলস্থানে স্থিতাশক্তি ব্র'হ্মস্থানে সদাশিবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—(স এব মারুতঃ) কুণ্ডলিন্যাঃ সুষুম্নায়াং (প্রবিষ্টঃ সন্) ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ (৭মী) প্রবিষ্টঃ (ভবতি)। শক্তিঃ মূলস্থানে স্থিতা, সদাশিবঃ ব্রহ্মস্থানে স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

সেই বায়ু কুণ্ডলিনীতে প্রবেশ করিয়া তদনন্তর তথা হইতে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে। তদনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র নামক সপ্তম চক্রে স্থিত হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অবস্থান করেন। ব্রহ্মরন্ধ্র নামক স্থানে সদাশিব অর্থাৎ নিরন্তর সুখস্বরূপ কূটস্থ পরমাত্মা অবস্থান করেন। তদুভয়ের সমাযোগই ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ুকে স্থির করিবার ফল ॥ ৭ ॥

শিবশক্তি সমাযোগের সাধন অজপাজপ; তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়—অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী (ভবতি)। তস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ (জনঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

"হংসঃ সোঽহম্" এই মন্ত্রটি বিনা প্রযত্নে উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে আপনিই উচ্চারিত হইতেছে। ইহারই নাম অজপামন্ত্র। সকার শক্তিবাচক, হকার শিববাচক তদুভয়ের অভিন্নতানুসন্ধানই শিবশক্তি সমাযোগ। এই মন্ত্রটি গাতা বা গানকর্ত্তাকে ত্রাণ (রক্ষা) করে বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। এই মন্ত্রজপের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা যোগিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অন্য লোকে কেবল মাত্র এই মন্ত্রের সঙ্কল্প দ্বারাই রাগদ্বেষাদিরূপ সকল প্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। সুতরাং এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক জপ করিলে যে মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ॥ ৮ ॥

আধারং প্রথমং চক্রং স্বাধিষ্ঠানং তথৈবচ।
মণিপূরং তৃতীয়ং স্যাচ্ চতুর্থকমনাহতম্ ॥ ৯ ॥
বিশুদ্ধিঃ পঞ্চমং চক্রমাজ্ঞাচক্রং তু ষষ্ঠকম্।
সপ্তমং ব্রহ্মরন্ধ্রং স্যাদ্রিমরস্য গুহা হি সা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রথমং আধারং চক্রং, স্বাধিষ্ঠানং তথা এবচ দ্বিতীয়ং চক্রং, মণিপুরং তৃতীয়ং চক্রং স্যাৎ, অনাহতম্ চতুর্থকং (চক্রং), বিশুদ্ধিঃ পঞ্চমং চক্রং, আজ্ঞাচক্রং তু ষষ্ঠকং, ব্রহ্মরন্ধ্রং সপ্তমং (চক্রং) স্যাৎ, সা হি ভ্রমরস্য গুহা (ভবতি) ॥ ৯।১০ ॥

প্রথম আধার চক্র, দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্র, তৃতীয় মণিপুর চক্র, চতুর্থ অনাহত চক্র, পঞ্চম বিশুদ্ধি চক্র, ষষ্ঠ আজ্ঞাচক্র, সপ্তম ব্রহ্মরন্ধ্র; তাহাকে গ্রন্থান্তরে ভ্রমরের গুহা বলে, কেননা, তাহা "ভ্রমং রাতি"—ভ্রম প্রদান করে অর্থাৎ পরমাত্মা জীবভাবে মোহপ্রাপ্ত হন এবং পরমাত্মা এই স্থানে"গূহতে"অর্থাৎ আবৃত হন,এই নিমিত্ত ইহার নাম গুহা ॥৯।১০॥

যোনিস্থানকমঙ্ঘ্রিমূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং বিন্যসে
ন্মেঢ্রে পাদমথৈকমেব নিয়তং কৃত্বা সমং বিগ্রহম্।
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োঽচলদৃশা পশ্যন্ ভ্রুবোরন্তরম্
হ্যেতন্মোক্ষকপাটভেদনকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যোনিস্থানকম্ দৃঢ়ং অঙ্ঘ্রিমূলঘটিতং কৃত্বা একং (দ্বিতীয়ং) পাদং মেঢ্রে এব নিয়তং বিন্যসেৎ অথ বিগ্রহং সমং কৃত্বা সংযমিতেন্দ্রিয়ঃ সন্ অচলদৃশা ভ্রুবোঃঅন্তরং পশ্যন্ স্থাণুঃ ভবেৎ—এতৎ, হি মোক্ষ-কপাটভেদনকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ১১ ॥

অণ্ডকোষের নিম্নদেশে মলদ্বার পর্য্যন্ত যে সিবনী আছে, তাহার নিম্নে একটী গুল্ফ স্থাপন করিয়া, অপর গুল্ফের পার্শ্বদেশ (বহিগ্রন্থি) স্থিরভাবে মেঢ্রের (লিঙ্গের) উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর শরীরকে ঋজুভাবে রাখিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য দর্শন করিতে করিতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। ইহা দ্বারা মোক্ষের অবরোধক অজ্ঞানকে বিনাশ করা যায়

অথবা শিবশক্তিসমাযোগরূপ সাম্যস্থিতিই মোক্ষ। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে সকল চক্র আছে, তাহারাই সেই মোক্ষের কপাট স্বরূপ; পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধাসনের সাহায্যে সেই সকল কপাট উদ্‌ঘাটন করা যায়॥ ১১॥

কৃত্বা সম্পুটিতৌ করৌ দৃঢ়তরং বধ্বা তু সিদ্ধাসনং
গাঢ়ং বক্ষসি সন্নিধায় চুবুকং ধ্যানং ততশ্চেতসি।
বারংবারমপানমূর্দ্ধমনিলং প্রোৎসার্য্য সন্ধারয়ন্
প্রাণং মুঞ্চতি বোধয়ংশ্চ শনকৈঃ শক্তিপ্রবোধো ভবেৎ॥১২॥

অন্বয়—সিদ্ধাসনং তু দৃঢতরং বধ্বা, করৌ সম্পুটিতৌ কৃত্বা চুবুকং বক্ষসি গাঢ়ং সন্নিধায়, ততঃ চেতসি ধ্যানং (সন্নিধায়) অপানং অনিলং বারংবারং ঊর্দ্ধং প্রোৎসার্য্য প্রাণং সন্ধারয়ন্ (শক্তিং) শনকৈঃ বোধয়ন্ চ শক্তিপ্রবোধঃ ভবেৎ (এবং কৃতে সা শক্তিঃ মূলাধারং) মুঞ্চতি॥১২॥

প্রথমে দৃঢ়ভাবে সিদ্ধাসন বাঁধিয়া উপবেশন করিতে হইবে, তদনন্তর করদ্বয় সম্পুটাকারে স্থাপন করিতে হইবে, তদনন্তর দৃঢ়ভাবে চিবুক বক্ষের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং চিত্তে ধ্যেয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং অপান নামক বায়ুকে পুনঃপুনঃ উর্দ্ধদেশে সঞ্চালিত করিয়া প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে থাকিলে কুণ্ডলিনী শক্তির ব্যুত্থান হয় এবং এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারাই কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার নামক স্থান পরিত্যাগ করে॥ ১২॥

পুচ্ছে প্রগৃহ্য ভুজঙ্গীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ সুধীঃ।
নিদ্রাং বিহায় সা শক্তিরূর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতে বলাৎ॥ ১৩॥

অন্বয়—সুধীঃ সুপ্তাং ভুজগীং পুচ্ছে প্রগৃহ্য প্রবোধয়েৎ, সা শক্তিঃ নিদ্রাং বিহায় বলাৎ ঊর্দ্ধং উত্তিষ্ঠতে ॥ ১৩ ॥

যিনি গুরূপদেশ লাভ করিয়া কুশলবুদ্ধি হইয়াছেন, তিনি সংসার-স্বপ্নবতী অথবা অবিদ্যানিদ্রারূঢ়া এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারস্থিত পুচ্ছে ধারণ করিয়া জাগরিত করিবেন - অর্থাৎ তাহাকে সংসার-বিমুখী করিয়া শিবসম্মুখী করিবেন। তদনন্তর সেই কুণ্ডলিনী শক্তি প্রপঞ্চসম্মুখতা বা স্বরূপাজ্ঞানতা পরিত্যাগ করিয়া বেগে ব্রহ্মরন্ধ্র প্রদেশাভিমুখে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

ঊর্দ্ধং নিলীনপ্রাণস্য ত্যক্ত নিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগেন সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ঊর্দ্ধং নিলীনপ্রাণস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ (যোগিনঃ) সহজাবস্থা যোগেন স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥

যিনি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে বিলীন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সকল প্রকার কর্ম্ম নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রকার যোগীর সহজাবস্থা বা জীবন্মুক্তি, শিবশক্তিসমাযোগ নামক যোগদ্বারা আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ১৪॥

জ্ঞানং কুতো মনসি জীবতি দেবি যাবৎ
প্রাণো ন নশ্যতি মনো ম্রিয়তে ন তাবৎ।
প্রাণো মনো দ্বয়মিদং প্রলয়ং প্রযাতি
মোক্ষং স গচ্ছতি নরো ন কদাচিদন্যঃ ॥১৫॥

অন্বয়—হে দেবি! মনসি জীবতি (সতি) জ্ঞানং কুতঃ (ভবেৎ)? যাবৎ প্রাণঃ ন নশ্যতি, তাবৎ মনঃ ন ম্রিয়তে, প্রাণঃ মনঃ ইদং দ্বয়ং

যস্য প্রলয়ং প্রযাতি, সঃ নরঃ মোক্ষং গচ্ছতি ; অন্যঃ কদাচিৎ (মোক্ষং) ন (গচ্ছতি) ॥১৫॥

[শ্রুতি বলেন "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে" —জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয় এবং তদ্দ্বারাই জীব মুক্ত হয়। হঠযোগী কিন্তু বলেন যে এই শিবশক্তিসমাযোগ নামক যোগদ্বারাই জীব মুক্ত হয়। এই বিরোধ পরিহার করিবার নিমিত্ত শিবপার্ব্বতীসংবাদ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানদ্বারা বিদেহমুক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু যোগদ্বারা মনোনাশসম্পাদন না করিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয় না, কেননা, বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও প্রবলপ্রারব্ধ বিবিধপ্রকার ভোগ উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে পরিদুর্ব্বল করিয়া ফেলে ; সেই হেতু, সেই জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত করা উচিত নহে। এই হেতু শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন]—হে দেবি ! অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকিতে জীবব্রহ্মের একতাজ্ঞান কি প্রকারে থাকিতে পারে ? এবং, যে পর্য্যন্ত না প্রাণ (ব্রহ্মরন্ধ্রে) বিলীন হয় সেই পর্য্যন্ত মনের মৃত্যু নাই। যে যোগীর প্রাণ এবং মন এই উভয়ই বিলীন হইয়া যায়, তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। সেইরূপ যোগিমনুষ্য ভিন্ন অন্য কেহ কখনই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ॥১৫॥

অন্তর্লক্ষ্যবিলীনচিত্তপবনো যোগী যদা বর্ত্ততে
দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহিরিদং পশ্যন্ন পশ্যন্নপি।
মুদ্রেয়ং কিল শাম্ভবী ভগবতী যা স্যাৎ প্রসাদাদ্‌গুরোঃ
শূন্যাশূন্যবিলক্ষণং মৃগয়তে তত্ত্বং পদং শাম্ভবম্ ॥১৬॥

অন্বয়—যদা যোগী নিশ্চলতারয়া দৃষ্ট্যা ইদং বহিঃ পশ্যন্ অপি ন পশ্যন্, অন্তর্লক্ষ্যবিলীনচিত্তপবনঃ (সন্) বর্ত্ততে, তদা ইয়ং ভগবতী

শাম্ভবী মুদ্রা কিল, যা গুরোঃ প্রসাদাৎ স্যাৎ, (যয়া চ যোগী) শূন্যাশূন্যবিলক্ষণম্ তত্ত্বং শাম্ভবং পদং মৃগয়তে ॥ ১৬ ॥

যোগীর নেত্র যখন মৎস্যের ন্যায় স্পন্দহীন ও নিশ্চলতারক হয় এবং সেই নেত্রের দৃষ্টির দ্বারা যোগী যখন এই বাহ্য জগৎ দেখিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক দেখেন না, কিন্তু অভ্যন্তরে শিবশক্তি-সমাযোগ নামক লক্ষ্যে মন ও প্রাণ উভয়কে বিলীন করিয়া অবস্থান করেন, তখন তাঁহার এই মুদ্রা প্রসিদ্ধ শাম্ভবীমুদ্রানামে কথিত হয়। এই মুদ্রাদ্বারা যোগীর নানাপ্রকার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। গুরুর কৃপাবশে এইরূপ মুদ্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন যোগী এই মুদ্রার সাহায্যে শিবস্বরূপভূত স্বস্বরূপ পরমাবস্থা লাভ করেন। সেই অবস্থা অনির্ব্বচনীয়, কেননা সেই অবস্থায়, বাহ্য জগৎকে শূন্য বা অশূন্য কিছুই বলা যায় না ॥১৬॥

প্রাণবৃত্তৌ বিলীনায়াং মনোবৃত্তি বিলীয়তে।
শিবশক্তি সমাযোগো হঠযোগেন জায়তে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—প্রাণবৃত্তৌ বিলীনায়াং (সত্যাং) মনোবৃত্তিঃ বিলীয়তে, শিবশক্তিসমাযোগঃ হঠযোগেন জায়তে ॥ ১৭ ॥

হঠযোগ দ্বারা শ্বাস-উচ্ছ্বাস-রূপ প্রাণবৃত্তি বিলীন হইলে সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়। তদনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত শিবের সহিত মূলাধারস্থিত শক্তির সংযোগ সম্পাদিত হয় ॥ ১৭ ॥

গোরক্ষ চর্পটিপ্রায়া হঠযোগ-প্রসাদতঃ।
বঞ্চয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং বিচরন্তি হি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—গোরক্ষচর্পটিপ্রায়াঃ হঠযোগপ্রসাদতঃ কালদণ্ডং বঞ্চয়িত্বা ব্রহ্মাণ্ডং বিচরন্তি হি ॥ ১৮ ॥

গোরক্ষ চর্পটি প্রভৃতি যোগিগণ হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্বারায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতেছেন অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ॥ ১৮ ॥

শক্তিমধ্যে মনঃ কৃত্বা শক্তিং মানসমধ্যগাম্।
শিবশক্তিসমাযোগং কুর্ব্বন্তি হঠযোগিনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—মনঃ শক্তিমধ্যে কৃত্বা শক্তিং মানসমধ্যগাং কৃত্বা যোগিনঃ শিবশক্তিসমাযোগং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৯ ॥

হঠযোগিগণ মনকে অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যের স্ফুরণবিষয়িনী সঙ্কল্প-বিকল্পরূপী বৃত্তিকে, শক্তিমধ্যে অর্থাৎ সাম্যের কারণভূত চিচ্ছক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া, অনুভব করিয়া এবং সেই চিচ্ছক্তিকে অর্থাৎ সাম্য-স্ফুরণের কারণরূপ শক্তিকে, মনোমধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ সেই সাম্য, মনেরই সঙ্কল্প বিকল্পের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে,—এইরূপ চিন্তা করিয়া, শিবস্বরূপ আত্মার সহিত শক্তির বা গুণসাম্যরূপা প্রকৃতির সমাযোগ বা ঐক্যানুভব, করিয়া থাকেন সুতরাং বেদান্তের সহিত এইরূপ হঠযোগের বিরোধ নাই ॥ ১৯ ॥

৩০। শিবশক্তিপরাক্রমঃ।

অথ বক্ষ্যে স্তুতিব্যাজাচ্ছিবশক্তি পরাক্রমম্।
শোধিতে সূক্ষ্ময়া দৃষ্ট্যা যস্মিন্নির্বিস্ময়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—অথ স্তুতিব্যাজাৎ শিবশক্তিপরাক্রমং বক্ষ্যে, যস্মিন্ সূক্ষ্ময়া দৃষ্ট্যা শোধিতে (সতি) (জনঃ) নির্বিস্ময়ঃ ভবেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর স্তব করিবার ছলে শিবশক্তির প্রভাব বর্ণনা করিব। বিচারশীল পাঠক সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যে তাহা বিচার করিলে শিবশক্তির

অঘটনঘটনপটুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না॥ ১॥

তাং দ্বৈতরূপিণীমেব দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণীম্।
অদ্বৈতরূপিণীং শক্তিং স্মরামি পরমাত্মনঃ॥ ২॥

অন্বয়—পরমাত্মনঃ তাং দ্বৈতরূপিণীং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণীং অদ্বৈতরূপিণীং শক্তিং এব স্মরামি॥ ২॥

আমি পরমাত্মার সেই শক্তিকেই বহুমানবুদ্ধিতে স্মরণ করিতেছি। সেই শক্তি দ্বৈতরূপিণী, অর্থাৎ জগদ্রূপ কার্য্যে অনেকরূপে অভিব্যক্তা। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণী অর্থাৎ সাধনকালে মহাবাক্যার্থ জ্ঞানের সাধনস্বরূপে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র, শ্রবণ, মনন ইত্যাদিরূপে দ্বৈতরূপা এবং মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থরূপে অদ্বৈতরূপা অর্থাৎ কার্য্য ও ফল এই উভয়রূপা। সেইশক্তি আবার অদ্বৈতরূপিণী অর্থাৎ মুক্তিদশায় ঐক্যরূপা। যে শিবশক্তি লৌকিক ব্যবহারে সত্যরূপা প্রতীয়মানা হন, বৈদিকব্যবহারে সাধ্য ও সাধন এই উভয়রূপে এবং মোক্ষদশায় অখণ্ডৈক্যরূপে প্রতিভাতা হন, আমি সেই শক্তিকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করি॥ ২॥

কেয়ং কস্য কুতঃ কেন কস্মৈ কং প্রতি কুত্র বা।
কথং কদেত্যনির্ণীতা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥ ৩॥

অন্বয়—ইয়ং কা কস্য কুতঃ কেন কস্মৈ কং প্রতি কুত্র বা কথং কদা ইতি অনির্ণীতা, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে॥ ৩॥

এই শক্তিরূপা মায়া কি অর্থাৎ কারণরূপা বা কার্য্যরূপা, অথবা দ্বিবিধা, সৎ বা অসৎ, বা সদসৎ, ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না। ইহার

সহিত কাহার সম্বন্ধ, কোন্ কারণ হইতে ইহার উৎপত্তি, কি নিমিত্তে, কোন্ প্রয়োজনে, কোন্ বিষয়কে প্রাপ্ত হইবার জন্য ইহার ক্রিয়া, কোন্ আধারে এই শক্তি আহিতা, ইহার প্রকার কিরূপ, কোন্ কালেই বা এই শক্তির অস্তিতা—ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। অতএব সেই আশ্চর্য্যরূপা শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শিবঃ কর্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবো বেত্তা শিবঃ প্রভুঃ।
উপসর্জ্জনমাত্রং যা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—শিবঃ কর্ত্তা, শিবঃ ভোক্তা, শিবঃ বেত্তা, শিবঃ প্রভুঃ, যা উপসর্জ্জনমাত্রং, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৪ ॥

(একদিকে পরম শিব অসঙ্গ বলিয়া, তাঁহার কর্ত্রাদি হওয়া অসম্ভব; অপরদিকে শক্তি জড়রূপা বলিয়া, তাঁহারও সেইরূপ কর্ত্রাদি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং পরমশিব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে) শিবই জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়াদি সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই নিয়ন্তা, কেননা তিনি চেতন। আর জড়রূপা শিবশক্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিমিত্তমাত্র। সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি।

স্বয়ং কর্ত্রী স্বয়ং ভোক্ত্রী স্বয়ং বেত্রী স্বয়ং প্রভুঃ।
সাক্ষিমাত্রং শিবো যস্যা স্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—স্বয়ং কর্ত্রী, স্বয়ং ভোক্ত্রী, স্বয়ং বেত্রী, স্বয়ং প্রভুঃ, শিবঃ যস্যাঃ সাক্ষিমাত্রং তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৫ ॥

(আবার শিব চিন্মাত্রস্বরূপ হইলেও, তিনি সাক্ষিমাত্র; কর্ত্তৃত্বাদি তাঁহাতে অসম্ভব; এই হেতু) শক্তি সচ্চিদ্রূপ অধিষ্ঠানের আশ্রিতারূপে

সচ্চিদ্রূপা হইয়া কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবতী, ভোক্তৃত্বধর্ম্মবতী, জ্ঞাত্রী ও নিয়ন্ত্রী হন। শিব সেই শক্তির সাক্ষিমাত্র অর্থাৎ অব্যবহিতভাবে প্রকাশক। আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

স্বলক্ষণে মহাদেবে স্বলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং স্বলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—স্বলক্ষণে মহাদেবে স্বলক্ষণতয়া স্থিতাম্ স্বলক্ষণৈঃ এব (মুমুক্ষুভিঃ) বিত্তাং তাং অদ্ভুতাম্ শক্তিং বন্দে।

মহাদেব বা অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে (সাধক, তটস্থ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া,) স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে চাহিলে, যিনি সেই স্বরূপলক্ষণরূপে অবস্থান করেন, এবং যাঁহাকে মুমুক্ষুগণ স্বরূপভূত লক্ষণসমূহ দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সলক্ষণে মহাদেবে সলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং সলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—সলক্ষণে মহাদেবে সলক্ষণতয়া স্থিতাম্ সলক্ষণৈঃ (রূপৈঃ) এব মুমুক্ষুভিঃ বিত্তাং, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে।

বস্তুতঃ সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য, সেই মহাদেবকে সাকাররূপে (সাধক সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে) যিনি মহাদেবের আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত হন, এবং সাধক যাঁহাকে সেই সাকার রূপেই লাভ করেন, সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে আমি প্রণাম করি।

বিলক্ষণে মহাদেবে বিলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং বিলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—বিলক্ষণে মহাদেবে বিলক্ষণতয়া স্থিতাং বিলক্ষণৈঃ এব বিত্তাং তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৮ ॥

যিনি নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, চৈতন্যরূপ মহাদেবে নির্গুণরূপে অবস্থিতা এবং মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে সকল প্রকার লক্ষণের পরিবর্জ্জন দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

অচেত্যচিৎস্বরূপত্বাদচেতন ইব স্থিতে।
চৈতন্যে চেতনাহেতু স্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—(যা) অচেত্যচিৎস্বরূপত্বাৎ অচেতনঃ ইব স্থিতে চৈতন্যে চেতনাহেতুঃ তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৯ ॥

চেতনাগ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকার বিষয়পরিশূন্য চিৎস্বরূপ মাত্র হওয়াতে, যাঁহাকে অচেতন জড় বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই চৈতন্যে যিনি বিষয়প্রকাশনরূপ চেতনার হেতু, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

চেতিতা চেতনেনেতি সবিকল্পস্বরূপতঃ।
চৈতন্যে চেতনাহেতু স্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—(সা) সবিকল্পস্বরূপতঃ (তৃতীয়া) চেতনেন চেতিতা ইতি চৈতন্যে চেতনাহেতুঃ তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১০ ॥

সবিকল্পরূপধারী আত্মার দ্বারা প্রকাশিতা হন বলিয়া, যিনি চেত্যরহিত চৈতন্যে ব্যবহারিকবিষয়প্রকাশনের হেতু, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

শক্তিরেব ন যস্যাস্তি সোঽশক্তঃ কিং করিষ্যতি।
শক্ত্যা যয়া শিবঃ শক্তস্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যস্য শক্তিঃ এব ন অস্তি অশক্তঃ সঃ কিং করিষ্যতি? যয়া শক্ত্যা শিবঃ শক্তঃ (ভবতি) তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১১ ॥

যাঁহার শক্তি বা সামর্থ্য নাই, সেই শিব সামর্থ্যহীন হইয়া কি করিতে পারেন? এই হেতু, যে শক্তিবিশিষ্ট হইয়া, শিব জগজ্জননে সমর্থ হন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥

আনন্দলহরী স্তোত্রে শঙ্করাচার্য্য (?) বলিতেছেন :—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

শক্তা নূনং হি কার্য্যেষু শক্তিঃ শক্তিমতি স্থিতা।
শিবাশ্রয়াদৃতেঽশক্তা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—(যা) শক্তিঃ শক্তিমতি স্থিতা (সতী) নূনং কার্য্যেষু শক্তা (ভবতি) হি, (যা) শিবাশ্রয়াৎ ঋতে অশক্তা (ভবতি), তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১২ ॥

যে শক্তি, (শক্তির আধারভূত) পদার্থে বা পুরুষে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া স্বকীয় কার্য্যে সমর্থা হয়েন এবং যিনি সেই শিবরূপ পুরুষের আশ্রয় না পাইলে, কোন কার্য্যই করিতে সমর্থা হয়েন না—ইহা সর্ব্বজনবিদিত, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

শক্তিশক্তিমতোর্যস্মান্নির্ব্বিকল্পে ন বস্তুতা।
সামরস্যং শিবে যাতা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—যস্মাৎ নির্ব্বিকল্পে শক্তিশক্তিমতোঃ, বস্তুতা ন (অস্তি), (কিন্তু) (নির্ব্বিকল্পে) শিবে সামরস্যং যাতা, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১৩ ॥

জাত্যাদিসর্ব্ববিকল্পপরিশূন্য শিবচৈতন্যে, পরমাত্মনিষ্ঠা জগজ্জননসমর্থা শক্তির এবং মায়াশবল আত্মা বা অব্যাকৃতের বাস্তবিক সত্তা নাই;

সেই হেতু, যে শক্তি, শক্তিমান্‌কে লইয়া ভূমানন্দরূপ পরমাত্মার সহিত সামরস্য বা একতা লাভ করিয়াছেন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

ভাবিতে ভাবুকৈরেবং শিবশক্তিপরাক্রমে।
স্বয়মুল্লসতি স্বান্তে সামরস্যরসার্ণবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ভাবুকৈঃ শিবশক্তিপরাক্রমে এবং ভাবিতে (সতি) স্বান্তে সামরস্যরসার্ণবঃ স্বয়ং উল্লসতি ॥ ১৪ ॥

এই প্রকরণে পরমার্থস্বরূপ শিবের জগজ্জননীরূপা শক্তি বা মায়ার পরাক্রম নিরূপিত হইল। যে সকল আত্ম-প্রেমিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মায়ার পরাক্রম ধ্যান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অদ্বৈত সুখস্বরূপ পরমার্থভাব, (স্বয়ং উদ্বেলিত) সমুদ্রের ন্যায় আপনা হইতে উল্লসিত হয় ॥ ১৪ ॥

ভক্তে ভক্তিময়ীং পশৌ পশুময়ীং বিদ্বৎসু বিদ্যাময়ীং
সৃষ্টৌ ব্রহ্মময়ীং স্থিতৌ হরিময়ীং কল্পাৎপুরশ্চিন্ময়ীম্।
জীবে বৃত্তিময়ীং জড়ে জড়ময়ীং শক্তিং শিবস্যাদ্ভুতাম্
তাং ধ্যায়ামি পদে পরাৎপরতরে স্বানন্দলীলাময়ীম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—ভক্তে ভক্তিময়ীং, পশৌ পশুময়ীং, বিদ্বৎসু বিদ্যাময়ীং, সৃষ্টৌ ব্রহ্মময়ীং, স্থিতৌ হরিময়ীং, কল্পাৎ পুরঃ চিন্ময়ীং, জীবে বৃত্তিময়ীং, জড়ে জড়ময়ীং, (ইতি) অদ্ভুতাং শিবশক্তিং (ধ্যাত্বা) অহং পরাৎপরতরে পদে তাং স্বানন্দলীলাময়ীং ধ্যায়ামি ॥ ১৫ ॥

শিবশক্তি অতীব অদ্ভুতা, যেহেতু সেই শক্তি, ভক্তজনহৃদয়ে ভক্তি অর্থাৎ ভজনবিষয়ে স্নেহরূপা অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে আবির্ভূতা

হন। তিনি মূঢ়জনের হৃদয়ে অজ্ঞানরূপা। তিনি জ্ঞানিজনে বিদ্যারূপা অর্থাৎ যিনি জীব ও ব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে, আত্মভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয়রূপা অন্তঃকরণবৃত্তি। (পূর্ব্বে, তাঁহার দেহে 'আমি'বুদ্ধি ছিল, এক্ষণে গুরূপদিষ্ট বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যে আমিবুদ্ধি স্থিরতরা হওয়াতে, যাবতীয় অনাত্মবস্তুতে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপা অন্তঃকরণ-বৃত্তি দৃঢ়তরা হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই 'বিদ্যা' বলা হইতেছে)। সেই শক্তি জগৎসৃজনক্রিয়ায় বিরিঞ্চিরূপা। জগৎপালনেচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তি সমূহে, সেই শক্তি হরিরূপা। সেই শক্তি ঈশ্বরের সৃজনসঙ্কল্প হইবার পূর্ব্বে, স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপা ছিলেন। সেই শক্তি জীবের অর্থাৎ প্রাণোপাধিকচৈতন্যে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা, এবং কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি জড়সমূহে জাড্যরূপা। আমি সেই শিবশক্তিকে ধ্যান করিয়া, তাঁহাকেই পরম শুদ্ধচৈতন্য নিরাময় স্বাত্মভূত আনন্দ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। সেই পরমবিশুদ্ধ চৈতন্য, পরাৎপরতর অর্থাৎ কারণস্বরূপ অব্যাকৃত হইতে যে অধিষ্ঠানচৈতন্য পর বা শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও, যিনি পর, অর্থাৎ অধ্যস্তের মিথ্যাত্বহেতু যাঁহার অধিষ্ঠানতাও মিথ্যা—সেই চৈতন্যই পরম বিশুদ্ধ ॥ ১৫ ॥

আনন্দানপি সংবিহায় বিষয়ানন্দানমন্দাদরা
দাদানার্থিভি রর্থিতানপি জড়ৈরানন্দলেশানমূন্।
আনন্দোপনিষৎপ্রমাণ পঠিতামানন্দসীমাশিখা
মানন্দামৃতবাহিনীং ভগবতীমানন্দরূপাং ভজে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—আদানার্থিভিঃ জড়ৈঃ অমন্দাদরাৎ অর্থিতান্ অপি বিষয়ানন্দান্, আনন্দান্ অপি, অমূন্ আনন্দলেশান্ সংবিহায়, (অহং) আনন্দোপনিষৎ

প্রমাণপঠিতাম্ আনন্দসীমাশিখাম্ আনন্দামৃতবাহিনীম্ আনন্দরূপাম্ ভগবতীং ভজে।

আনন্দলিপ্সু অজ্ঞ লোকে, যে বিষয়ানন্দসকল তীব্র আদরের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই বিষয়ানন্দসকল (স্বরূপতঃ) ব্রহ্মানন্দ হইলেও, সেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র। আমি সেই বিষয়ানন্দকে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সেই আনন্দরূপিণী আনন্দামৃতবাহিনী ভগবতীকে ভজনা করি, যাঁহাকে আনন্দরহস্য প্রতিপাদক বেদবচন আনন্দের চরমসীমা বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে।

৩১। লয়যোগঃ।

চঞ্চলং হি ন জানাতি মনো নিশ্চলতাসুখম্।
তদ্বিচিন্তয়িতুং তস্মৈ মুনিভির্দর্শিতো লয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়—চঞ্চলং মনঃ নিশ্চলতাসুখং ন জানাতি হি, (অতঃ) মুনিভিঃ তৎ বিচিন্তয়িতুং তস্মৈ (মনঃস্থৈর্য্যসম্পাদনায়) লয়ঃ দর্শিতঃ॥ ১॥

ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে চঞ্চলমন নিশ্চলতার সুখ কি প্রকার, তাহা জানে না অর্থাৎ বুঝিতে পারে না। সেই সুখ অনুভব করাইবার উদ্দেশ্যে, মনের স্থৈর্য্যসম্পাদনজন্য মুনিগণ লয়যোগ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১।

আখ্যাতাঃ শম্ভুনা গৌর্য্যৈ হ্যসংখ্যাতা লয়ক্রমাঃ।
কেন জ্ঞেয়া কেন বর্ণ্যাঃ কিঞ্চিত্তু কথয়াম্যহম্॥ ২॥

অন্বয়—শম্ভুনা হি গৌর্য্যৈ আখ্যাতাঃ লয়ক্রমাঃ কেন জ্ঞেয়া, কেন বর্ণ্যাঃ (ভবন্তি), অহং তু কিঞ্চিৎ কথয়ামি। ২।

প্রসিদ্ধি আছে, ভগবান্ শম্ভু গৌরীকে অসংখ্য প্রকার লয়যোগের ভেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক স্বল্পায়ুঃ, স্বল্পবুদ্ধি ও স্বল্পবল লোকের পক্ষে সকলগুলিই জানা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং আমি তাহার কিঞ্চিদংশই বলিতেছি। ২।

লয়স্থান নিদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন—

নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে নিদ্রান্তেজাগরোদয়ে।
লয়ো ভবতি চিত্তস্য কার্য্যং তত্রাত্মচিন্তনম্॥ ৩॥

অন্বয়—নিদ্রাদ্রৌ জাগরস্য অন্তে, নিদ্রান্তে জাগরোদয়ে চিত্তস্য লয়ো ভবতি, তত্র আত্মচিন্তনম্ কার্য্যম্। ৩।

নিদ্রার প্রথম ক্ষণ, যাহা জাগরণের শেষক্ষণ এবং যাহা নিদ্রার শেষক্ষণ তাহা জাগরণের উদয়ক্ষণ; সেই সেই সময়ে, চিত্তের লয় হইয়া থাকে (ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন)। সেই সময়েই আত্ম-চিন্তন করিতে হয় অর্থাৎ সেই নিম'নক্ষ ভাবকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। ৩।

যদা শিথিলতাং যাতি ভারং ত্যক্তেব ভারিকঃ।
আত্মাদরেণ কর্ত্তব্যং তদৈব শিবপূজনম্॥ ৪॥

অন্বয়—ভারং ত্যক্ত্বা ভারিকঃ ইব আত্মা যদা (ভারং ত্যক্ত্বা) শিথিলতাং যাতি, তদা এব আদরেণ শিবপূজনম্ কর্ত্তব্যম্। ৪।

ভারবাহী যেরূপ বোঝা নামাইয়া, শিথিল হইয়া পড়ে, সেইরূপ (অন্তঃকরণোপাধিক) জীব যখন সকল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্যরূপ শিথিলতা লাভ করেন; সেই সময়েই শিবপূজা করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যাগানন্দরূপ আত্মার ধ্যান করিতে হয়। ৪।

যদা যদা শিথিলতাং যাতি চিত্তং তদা তদা।
চিন্তনীয়ো মহেশান স্তদেব শিবপূজনম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যদা যদা চিত্তং শিথিলতাং যাতি তদা তদা মহেশানঃ চিন্তনীয়ঃ, তদেব শিবপূজনং (ভবতি)। ৫।

পূর্ব্বোক্ত দুই সুযোগ ব্যতীত, অন্য যে সময়েই হউক না কেন, মন যখনই ব্যবহারে ঔদাসীন্য লাভ করে, তখনই মহেশের চিন্তা করিতে হয় অর্থাৎ আত্মধ্যানে সাদরে প্রবৃত্ত হইতে হয়; ইহাই শিবপূজা। ৫।

সর্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানামিষ্টত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নীরাগদ্বেষতা চিত্তে যা সৈব শিবপূজনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—সর্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানাং ইষ্টত্বেন এব ভাবনাৎ চিত্তে যা নীরাগ দ্বেষতা (জায়তে), সা এব শিবপূজনং (ভবতি)। ৬।

যাবতীয় ইষ্ট এবং অনিষ্ট ঘটনাকে, ইষ্টরূপে ভাবিতে পারিলে চিত্তের যে দ্বেষাসক্তিশূন্যভাব জন্মে, তাহাই শিবপূজা। ৬।

পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্।
দুঃখমেব পরা পূজা রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়—পীড়া এব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্ (পরমা পূজা ভবতি)। দুঃখমেব পরা পূজা যথা রুক্ষং উদ্বর্ত্তনং (পরা পূজা ভবতি)।৭।

পাদসংবাহন করিতে কেহ মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে, তাহার সেই প্রহার যেমন পরম প্রসন্নতার কারণ বা পূজা বলিয়া গৃহীত হয়, দেহের পীড়াকেও সেইরূপ পূজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শরীরের মল বা বেদনা দূর করিবার জন্য শুষ্ক আমলকচূর্ণ, চণকাদিচূর্ণ কিম্বা ধূলির দ্বারা কেহ বলপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া দিলে, যেমন

সেই মার্জ্জন প্রসন্নতার কারণ বা পূজা বলিয়া গৃহীত হয়, সেইরূপ দুঃখকেও উত্তম পূজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৭।

খেদ এব পরা পূজা খেদে চিতি মনোলয়ঃ।
ভয়ং হি পরমা পূজা "ভীষাস্মাদি"তি চ শ্রুতেঃ" ॥ ৮ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

চিত্ত, তীব্রবিষাদগ্রস্ত হইলে চৈতন্যেই লয় প্রাপ্ত হয়, কেননা চৈতন্য সকলেরই অধিষ্ঠান। যাহা সর্ব্বাধিষ্ঠান, তাহার প্রাপ্তির কারণ বলিয়া, এবং তদ্দ্বারা চিত্ত অধিষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়া যায়, বলিয়া, খেদ উৎকৃষ্ট পূজা। ভয় পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে বলিয়া এবং অভয়প্রাপ্তির জন্য আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত করে বলিয়া, পরমপূজাস্বরূপ, যেহেতু শ্রুতিবচন রহিয়াছে—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃপবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥
[তৈত্তিরীয় উপনিষদে, (২।৮।১) ঋঙ্মন্ত্র বলিয়া উদ্ধৃত।
নৃসিংহ পুঃ, তা, ২, ৪।]

এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হন, ইঁহারই ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন, ইন্দ্র বর্ষণাদিস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং মৃত্যু ক্ষীণায়ু জীবের প্রতি ধাবিত হন। (পূর্ব্বোক্ত বায়ু প্রভৃতির সহিত গণিত হইলে এই) মৃত্যু পঞ্চমস্থানীয়।

দানং তু পরমা পূজা দীয়তে পরমাত্মনে।
অদানং পরমা পূজা যদি চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

দান অন্তঃকরণের শোধক বলিয়া এবং চিত্তপ্রসাদের কারণ হয় বলিয়া, পূজাস্বরূপ। পরমাত্মার প্রতিই দানের প্রয়োগ হয়। প্রদত্ত বস্তুর উপর নিজের কর্তৃত্ববিলোপ করিয়া, চিত্তপ্রসন্ন হয় বলিয়া এবং প্রতিগ্রহীতাকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়, বলিয়া দান পূজাস্বরূপ, তাহা পরমাত্মার উদ্দেশেই সম্পাদিত হয়। আদান—প্রতিগ্রহ *, অথবা অদান নিষ্কিঞ্চিনতাবশতঃ দানের অভাব, যদি চিত্তপ্রসাদের কারণ হয়, তবে তাহা পূজাস্বরূপ। ৯।

রোগা এব পরা পূজ্য রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা নৈরোগ্যং মুক্তিসাধনম্॥ ১০॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

রোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা রোগদ্বারা পাপক্ষয় হয়। আরোগ্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা শরীর নীরোগ থাকিলে, মুক্তিসাধনের সহায়তা করে।

ক্রিয়া তু পরমা পূজা শিবার্থং ক্রিয়তেঽখিলম্।
অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী॥ ১১॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ক্রিয়া উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা সকল কর্ম্মই পরমাত্মমহাদেবের প্রীতির জন্য সম্পাদিত হয়। অক্রিয়াই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তাহা শরীর ও মনকে নিশ্চল রাখে এবং কর্ত্তার বা কর্তৃত্ববুদ্ধির, কর্ম্মের ও ক্রিয়ার—এই ত্রিপুটীর বিলোপ সাধন করিয়া ধ্যানস্বরূপ হয়।

---

* 'আদান' পাঠ করিলেই 'প্রতিগ্রহ' অর্থ পরিস্ফুট হয়।

সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গো মোক্ষসাধনম্।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে। ১২।

অন্বয়—স্পষ্ট।

সৎসঙ্গ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সৎসঙ্গে মোক্ষলাভ হয়: অসৎসঙ্গ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ দুঃসঙ্গরূপ কষ্টিপাথর বিনা মোহসুবর্ণের শেষ পরীক্ষা হয় না। (টীকাকারকৃত এই অর্থ ভাল বুঝা গেল না। দুঃসঙ্গের ফলে, বিপরীত বুদ্ধি (উল্টাবুঝা) অথবা বিচারবিহীন প্রীতি ধরা পড়ে, এইরূপ অর্থ করিলে কতকটা বুঝা যায়।)

ধৈর্য্যস্তু পরমা পূজা ধীরো হ্যমৃতমশ্নুতে।
অধৈর্য্যং পরমা পূজা শীঘ্রং কার্য্যবিমোক্ষতঃ॥ ১৩॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ধৈর্য্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করে। অধৈর্য্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যকর্ম্মের শীঘ্রই অবসান হয়। ১৩।

স্তুতিরেব পরাপূজা স্তুতৌ দেবঃ প্রসীদতি।
নিন্দৈব পরমা পূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা॥ ১৪॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

স্তুতিই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ কেহ স্তুতি করিলে আত্মদেব প্রসন্ন হন। নিন্দাই উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা যেন সুহৃজ্জনের গালি। ১৪।

তৃষ্ণৈব পরমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষতে।
সন্তোষঃ পরমা পূজা দেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ॥ ১৫॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

তৃষ্ণা বা বহুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ আত্মদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বহুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। সন্তোষই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সন্তোষ বা আপ্তকামতা পরমাত্মদেবের লক্ষণ।১৫।

যাত্রাহি পরমা পূজা দেবস্যৈতৎ প্রদক্ষিণম্।
আসনং পরমা পূজা স্বাসনং যোগ উত্তমঃ ॥ ১৬॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

যাত্রা বা ভ্রমণ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ তাহা পরমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করা। উপবেশন উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ উত্তমরূপে উপবেশন বা শরীরের স্থৈর্য্য, উৎকৃষ্ট যোগ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৬।

ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপতঃ।
অভোজনং পরা পূজা হ্যুপবাস প্রিয়ো হরিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ভোজন উৎকৃষ্ট পূজা কারণ তাহা আত্মদেবের নৈবেদ্য। অভোজন উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ উপবাস হরির প্রীতিলাভের কারণ। ১৭।

স্থিতত্বং পরমা পূজা তদুপস্থানমাত্মনঃ।
পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপিণী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

দণ্ডায়মান হইয়া থাকা উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা আত্মদেবের উপস্থান। (সূর্য্যোপস্থানে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান হইবার ব্যবস্থা আছে।) পতন উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা নমস্কারস্বরূপ। ১৮।

ভাষণং পরমা পূজা সর্ব্বং স্তুতিময়ং হরেঃ।
মৌনন্তু পরমা পূজা মৌনং ব্যাখ্যানমস্তুতৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ভাষণ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সকল প্রকারের শব্দোচ্চারণই হরির স্তুতিভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মৌনই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ মৌনই আত্মদেবের প্রতিপাদন। শ্রুতি বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে।

"কিং সদ্বিতীদমিদং নেত্যনুভূতিরিতি কৈষেত্তীয়মিয়ং নেত্যবচনেনৈবানুভবন্নবাচৈবমেব চিদানন্দাবপ্যবচনেনৈবানুভবন্নবাচ। (নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ—৭)

প্রজাপতি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই সদ্বস্তুর স্বরূপ তোমরা কিরূপ বুঝিয়াছ, বল।" দেবতারা, সত্তাসামান্যকেই সেই সদ্বস্তু বলিয়া নিরূপণ করিলে, প্রজাপতি কহিলেন—"ইহা নহে। সেই সদ্বস্তু অনুভব মাত্র। "সেই অনুভূতি কি?" দেবগণ ঘটজ্ঞানাদিকে অনুভূতি বলিলে, প্রজাপতি কহিলেন "ইহা নহে"। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং অনুভূতি করিয়া, মৌনী হইয়া বুঝাইলেন। চিৎ এবং আনন্দও, এইরূপেই অনুভব করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বুঝাইলেন। ১৯।

চেষ্টৈব পরমা পূজা চেষ্টতে তৎপ্রকাশতঃ
অচেষ্টা হি পরা পূজা জোষমাস্বেতি বেদবাক্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

চেষ্টা বা স্পন্দনই উৎকৃষ্ট পূজা, চৈতন্যের প্রকাশবশতঃই জীবের স্পন্দন হয়। নিস্পন্দই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু শ্রুতি, নিস্পন্দ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া (যথাসুখে) উপবেশন করিবার উপদেশ দিতেছেন (ছান্দোগ্য, উ, ১।১০।১১; অগ্রে "জ্ঞানিগজগর্জ্জিতম্" প্রবন্ধে ২০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২০।

জন্মৈব পরমা পূজা সোঽবতারো হরেঃ সতঃ।

জীবনং পরমা পূজা জীবন্ কার্য্যানি সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

জন্মগ্রহণই উৎকৃষ্ট পূজা; তাহা সৎস্বরূপ হরির দেহগ্রহণ বা অবতরণ। জীবনধারণই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা বাঁচিয়া থাকিলেই লোকে কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হয়। ২১।

দীর্ঘায়ুঃ পরমা পূজা যোগীনো দীর্ঘজীবিনঃ।

স্বল্পায়ুঃ পরমা পূজা সদ্যোঽস্মাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

দীর্ঘায়ুঃই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ যোগিগণ দীর্ঘজীবী হয়। স্বল্পায়ুঃই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা স্বল্পায়ুঃ হইলেই জীব এই দেহ হইতে শীঘ্র বিমুক্ত হইতে পারে।

মরণং পরমা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী।

শোকো হি পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনম্ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

মরণই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ মরণ পরমাত্মার জীবনব্যাপিনী পূজার নির্ম্মাল্যত্যাগ। শোকই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা শোক বৈরাগ্যের সাধন।

হর্ষ এব পরা পূজা হৃষ্টরূপঃ সদা হরিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

হর্ষই উৎকৃষ্টপূজা, কারণ হরি সর্ব্বদাই হৃষ্টরূপ (সুখস্বরূপ) ॥ ২৪ ॥

পুষ্টিস্তু পরমা পূজা স্বস্থচিত্তো হি পুষ্টিমান্।

কৃশত্বং পরমা পূজা কৃশগাত্রা হি যোগিনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

পুষ্টিই পরম পূজা, যেহেতু পুষ্টিমান্ পুরুষ স্বস্থচিত্ত থাকেন। কৃশতাই উৎকৃষ্ট পূজা, যে হেতু যোগিগণ কৃশদেহ।

লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণম্।
হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব বিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

লাভই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ লাভ সন্তোষের কারণ হয়। হানিই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা, যে বস্তু হারান যায়, তাহা তদ্রক্ষণাদিজনিত দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দেয়।

গুণ এব পরা পূজা সাধুনাং সম্মতো গুণী।
দোষা এব পরা পূজা নিরহঙ্কারতা যতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

গুণই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা গুণী ব্যক্তি সাধুগণের নিকট পূজিত হন। দোষই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু দোষ নিরহঙ্কারতা আনে।

মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ।
অপমানঃ পরা পূজা যোগী সিধ্যেদমানতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

সম্মানই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা সম্মান পরমেশ্বরেরই প্রাপ্য। অপমানই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু অপমান পাইলে, যোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, "অসম্মানাৎ তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তু তপঃক্ষয়ঃ।" অসম্মান হইতে তপোবৃদ্ধি হয় এবং সম্মান তপঃক্ষয়ের কারণ হয়।

ধনং হি পরমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্।
নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তুমকিঞ্চনৈঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ধনবান হওয়াই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ ধন ধর্ম্মের সাধন। নির্ধনতাই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা নিষ্কিঞ্চন যোগীই ব্রহ্মলাভ করেন।

অপ্রমাদঃ পরা পূজা হ্যপ্রমত্তোহি সিধ্যতি।
প্রমাদঃ পরমা পূজা কর্ত্তব্যং বিস্মরেদ্যতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

সর্ব্বদা অবহিতচিত্ত হইয়া থাকাই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু যিনি সর্ব্বদাই অবহিতচিত্ত হইয়া থাকিতে পারেন, তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। অন্যমনস্কতাই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা বিস্মৃতি দ্বারাই কর্ত্তব্যকর্ম্মের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়। যাঁহারা সমাধিলিপ্সু, তাঁহারা কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা, সমাধির্যোগিনাং হি সঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

সুষুপ্তি উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ নিদ্রা ও সমাধিতে প্রপঞ্চবিস্মৃতি তুল্য রূপ বলিয়া জ্ঞানিগণের নিকট তদুভয় একই বস্তু। সেই হেতু সুষুপ্তি এক প্রকার সমাধি বলিয়া পূজারূপে গণ্য হইতে পারে। "মুগ্ধে অর্দ্ধ-সম্পত্তিঃ।" (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১০)।

কর্ম্মযোগঃ পরাপূজা, কর্ম্মব্রহ্মার্পণং হরৌ ॥ ৩২ ॥
ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তদ্দ্বারা হরিতে কর্ম্মফলের

"ব্রহ্মার্পণ" হইয়া থাকে। (গীতা ৪।২৪)। ভক্তিযোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় (১২।১৪) বলিতেছেন "যিনি আমার ভক্ত, আমাতে মনবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। জ্ঞানযোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ, জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্যপ্রাপ্তি হয় (কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "এবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং ফলমশ্নুতে। (কৈবল্যোপনিষৎ ২৪।) তাঁহাকে এইরূপে জানিলেই কৈবল্যরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তুরীয়ং পরমা পূজা সাক্ষাৎকার স্বরূপিণী ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

তুরীয়াবস্থা উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু তাহা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ।

শ্রবণং পরমা পূজা শ্রূয়তে পরমেশ্বরঃ
মননং পরমা পূজা মননং ধ্যানসাধনম্ ॥৩৫॥

অন্বয়—স্পষ্ট

'শ্রবণ' বা গুরু সন্নিধানে মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ উৎকৃষ্ট পূজা; কারণ, তাহাতে পরমেশ্বরের কথাই শুনা যায়। মননই উৎকৃষ্ট পূজা যেহেতু মনন, ধ্যানের সাধন ॥৩৩॥

মদগুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্গুরুঃ কর্ণে লগেদ্যদি।
সর্ব্বমেব তদা পূজা দেবস্য লয়রূপিণী ॥৩৬॥

অন্বয়—মদগুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিৎ গুরুঃ যদি কর্ণে লগেৎ, তদা সর্ব্বম্ এব দেবস্য লয়রূপিণী পূজা ভবেৎ।

আমার গুরুর ন্যায় যদি কোন গুরু, কাহারও কর্ণমূলে লাগেন (উপদেশ করেন), তাহা হইলে সকল কার্য্যই 'আত্মদেবের লয়রূপিণী পূজারূপে পরিণত হয়।

লয়ানামপি সর্ব্বেষাং বিশ্ববিস্মৃতি হেতুতঃ।
শ্রেষ্ঠং নাদানুসন্ধানং নাদো হি পরমো লয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—সর্ব্বেষাং লয়ানাম্ অপি নাদানুসন্ধানং বিশ্ববিস্মৃতিহেতুতঃ শ্রেষ্ঠম্, হি (যতঃ) নাদঃ পরমঃ লয়ঃ।

যত প্রকার লয়োপায় আছে, তন্মধ্যে, দক্ষিণ কর্ণেস্থিত অনাহত নাদের শ্রবণই শ্রেষ্ঠ লয়োপায়; কেননা তদ্দ্বারা সাধক সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ ও দেহ ভুলিতে পারে। (সাধারণতঃ ও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা গীত বাদ্যাদির নাদশ্রবণে আসক্ত হইয়া যায়, তাহারা সকল কার্য্যই ভুলিয়া যায়।)

মকরন্দম্পিবন্ ভৃঙ্গো যথা গন্ধং ন কাঙ্ক্ষতি।
নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ান্নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥৩৮॥

যেমন ভ্রমর মধুপান করিতে আরম্ভ করিলে, আর গন্ধ চায় না, সেইরূপ মন অনাহতনাদে অথবা বাহ্য নাদে আসক্ত হইলে আর রূপরসাদিভোগের আকাঙ্ক্ষা করে না। [রাজযোগী এই 'নাদা অনুসন্ধান' এইরূপে গ্রহণ করিবেন—শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া জড়ের ধর্ম্ম। সুতরাং নাদানুসন্ধান এক প্রকার জড়োপাসনা, সেই হেতু হেয়। জগৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতির জন্য বিচার করিতে হইবে, যে এই জগৎ-প্রপঞ্চ নামরূপাত্মক, সচ্চিদানন্দরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত। নাম

রূপের মধ্যে, রূপের লয় প্রতিক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সুতরাং রূপের প্রতি চিত্তের আস্থা সহজেই হটিয়া যায়। রূপের লয় হইলে নামই থাকিয়া যায়। সেই নাম শব্দভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই শব্দের লয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অধিষ্ঠান—আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহাই নাদানুসন্ধান।]

৩২। ভক্তিরসায়নম্।

ভজনসুখলাভের মার্গস্বরূপ বলিয়া এই প্রবন্ধের নাম ভক্তি-রসায়ন হইয়াছে।

অথ সিদ্ধান্তসর্ব্বস্বং শৃণু ভক্তিরসায়নম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভেষজং তদ্রসায়নম্॥ ১ ॥

অন্বয়—অথ সিদ্ধান্তসর্ব্বস্বং ভক্তিরসায়নম্ শৃণু। তৎ রসায়নম্ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভেষজং (ভবতি)।

অনন্তর, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার মীমাংসারূপ চরমসিদ্ধান্ত এই ভক্তিরসায়ন প্রবন্ধ শ্রবণ কর। তাহা বৈদ্যকদিগের রসায়নের ন্যায় জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির ঔষধস্বরূপ। ‘জন্ম’শব্দে দেহে অহম্ভাব বুঝিতে হইবে; ‘মৃত্যু’শব্দে দেহের অত্যন্ত বিস্মৃতি। জরা—বৃদ্ধত্ব, কিন্তু তদ্দ্বারা ‘বিপরিণাম’ ‘অপক্ষয়’ প্রভৃতি অন্যান্য বিকারও বুঝিতে হইবে ॥১॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরপি।
অন্তঃকরণশুদ্ধেশ্চ ভক্তিঃ পরমসাধনম্॥ ২ ॥

অন্বয়—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ অপি অন্তঃকরণশুদ্ধেঃ চ ভক্তিঃ পরমসাধনম্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের, এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধির, ভক্তিই উৎকৃষ্ট সাধন। ২ ॥

যয়াত্ররক্ত্যা জীবোঽয়ং দধাতি ব্রহ্মরূপতাম্।
সাধিতা সনকাদ্যৈঃ সা ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—অত্র (চিদাত্মনি) যয়া রক্ত্যা অয়ং জীবঃ ব্রহ্মরূপতাম্ দধাতি, যাযা সনকাদৈ্যঃ সাধিতা সা ভক্তিঃ ইতি অভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

ভক্তির লক্ষণ :—

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিরহিত (শুদ্ধ) চিদাত্মায় যে আসক্তি (রাগরূপ চিত্তবৃত্তি বা প্রেম) জন্মিলে, (তোমার, আমার মত) এই জীব ব্রহ্মরূপ ধারণ করে, এবং যে আসক্তি সনকাদি সাধনা করিয়া, লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা ভক্তি বলিতেছি। ("বিবেকচূড়ামণি"তে আচার্য্যপাদ ভক্তির লক্ষণ দিয়াছেন)—'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে" আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানকে ভক্তি বলে। "মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"-মোক্ষসাধনসমষ্টির মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। (৩২ সংখ্যক শ্লোক)।

সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিরস্তিভক্তিস্তু নাস্তি চেৎ।
তর্হি সাধনসম্পত্তিস্তুষকণ্ডনবদ্বৃথা ॥ ৪ ॥

অন্বয়—সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিঃ অস্তি তু ভক্তিঃ চেৎ ন অস্তি, তর্হি সাধনসম্পত্তিঃ তুষকণ্ডনবৎ বৃথা (ভবতি) ॥ ৪ ॥

যদি বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদিসাধনসম্পদ থাকে, কিন্তু ভক্তি না থাকে, তবে সেই সাধনসমষ্টি তুষকণ্ডনের স্থায় নিষ্ফল। (এই শ্লোক ভাগবতের দশম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে, ব্রহ্মকৃত স্তবের ৪র্থ শ্লোকের ধ্বনিমাত্র। যোগমার্গেও পতঞ্জলি—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" সাধনপাদ, ৪৫—এই সূত্রে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহার অর্থ, ঈশ্বরপ্রণিধান বা ভক্তির দ্বারাও সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে)॥ ৪ ॥

যদ্যন্যৎ সাধনং নাস্তি ভক্তিরস্তি মহেশ্বরে।
তদাক্রমেণ সিধ্যন্তি বিরক্তিজ্ঞানমুক্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যদি অন্যৎ সাধনং নাস্তি, মহেশ্বরে ভক্তিঃ অস্তি, তদা ক্রমেণ বিরক্তিজ্ঞানমুক্তয়ঃ সিধ্যন্তি ॥ ৫ ॥

যদি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি অন্য কোনও সাধন না থাকে, কেবল মহেশ্বরে (আত্মাতে) ভক্তি থাকে, তাহা হইলে, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও মুক্তি ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ন হি কশ্চিদ্ভবেন্মুক্ত ঈশ্বরানুগ্রহং বিনা।
ঈশ্বরানুগ্রহাদেব মুক্তিরিত্যেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরানুগ্রহং বিনা কশ্চিৎ নহি মুক্তঃ ভবেৎ। ঈশ্বরানুগ্রহাদেব মুক্তিঃ ইতি এষঃ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা কেহই মুক্ত হইতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হেতুই মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত; অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে সদ্গুরু-লাভ, এবং তদ্দ্বারা মুক্তি, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরঃ পরিপূর্ণত্বান্নতু কিঞ্চিদপেক্ষতে।
প্রীত্যৈবাশু প্রসন্নঃ সন্ পরং কুর্য্যাদনুগ্রহম্॥ ৭ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরঃ তু পরিপূর্ণত্বাৎ কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষতে, প্রীত্যা এব আশু প্রসন্নঃ সন্ পরং অনুগ্রহং কুর্য্যাৎ।

ঈশ্বর পরিপূর্ণ বা আপ্তকাম বলিয়া যজ্ঞদানাদির কিম্বা স্বভোগোপযোগী দ্রব্যাদির অপেক্ষা রাখেন না। (যজ্ঞ, দান, সধর্ম্মানুষ্ঠান, জপাদি দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হন বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘকালে, এবং তাহাতেও ভক্তির অপেক্ষা আছে। কিন্তু কেবল ভক্তি দ্বারা তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া চরম অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। "কেবল ভক্তি" অর্থাৎ যে ভক্তিতে যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা প্রসাদ অবিলম্বেই লাভ করা যায়। সেই প্রসাদ চরম অর্থাৎ তাহা জ্ঞানপ্রদ ও সদ্গুরুপ্রাপক। 'সেই কেবল ভক্তি'র কথা প্রহ্লাদ শুনাইয়াছিলেন—(বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৭)

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অন্বয়—বিষয়েষু অবিবেকানাং যা প্রীতিঃ অনপায়িনী, ত্বাম্ অনুস্মরতঃ মে হৃদয়াৎ সা (তদনুরূপা প্রীতিঃ) মা অপসর্পতু।

বিচারবিহীন লোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি যেরূপ ক্ষয়হীন, (হে ভগবন্) তোমার মহিমাদি জানিবার পর, তোমার স্মরণে আমার যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা আমার হৃদয় হইতে যেন তিরোহিত না হয়, অর্থাৎ সেইরূপ ক্ষয়হীন হইয়া থাকে।

[এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে প্রহ্লাদ, কর্ম্মবশে যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন, তাহার প্রতিজন্মেই, ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; এই শ্লোকে বিষয়াসক্তির দৃষ্টান্তে, সেই ভক্তি যাহাতে সর্ব্বপ্রকারেই অপরিহার্য্য হয়, তাহারই প্রার্থনা করিলেন।]

আর "শাণ্ডিল্য সূত্রও" রহিয়াছে—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ১।২ *

ঈশ্বরে রাগ বা আসক্তিকে পরাভক্তি বলে।

---

* এইরূপে পরাভক্তির লক্ষণ করা হইল। পূর্ব্বসূত্রে "ভক্তি" শব্দের উল্লেখ থাকাতে "সা পরা" শব্দে পরাভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। "পরা" শব্দদ্বারা গৌণী ভক্তিকে বাদ দেওয়া হইল। আরাধ্যবিষয়ক রাগ বা আসক্তির নাম ভক্তি বটে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক না হইলেই গৌণীভক্তি। পরমেশ্বরবিষয়ে সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ হইলেই পরাভক্তি। লৌকিক অনুরাগের তুলনায় পরাভক্তির বিশিষ্টতা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া প্রহ্লাদ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে সাধারণ লোকের বিষয়ানুরাগের দৃষ্টান্ত দিলেন।

উক্ত সূত্রে 'সা পরা' এই অংশটুকু লক্ষ্য। ঈশ্বরে অনুরক্তি এই অংশটুকু লক্ষণ। এই লক্ষণে 'অনু' এই উপসর্গটি অপেক্ষাতিরিক্ত নহে অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয়। কংসাদির ন্যায় ভগবানে যাহাদের দ্বেষবুদ্ধি, তাহাদের সেই দ্বেষ্যবিষয়ে চিত্ত প্রবণতারূপ আসক্তি যাহাতে পরাভক্তি মধ্যে পরিগণিত না হয়, সেইজন্য আরাধ্যবিষয়ক আসক্তিকেই বা অনুরক্তিকেই পরাভক্তি বলা হইল। ভগবানের মহিমাদিজ্ঞানের অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ সেই আসক্তি জন্মে বলিয়াও তাহার নাম অনুরক্তি। সূত্রান্তর্গত 'ঈশ্বরে' এই শব্দদ্বারা জীবোপাধিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চেতনকেই বুঝিতে হইবে। তাহা না বুঝিলে, সমস্ত জগৎই যখন পরমেশ্বরাত্মক, তখন পিত্রাদিও পরমেশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া, পিত্রাদিবিষয়ক অনুরাগও পরাভক্তি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরে শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ বুঝিলে অর্থাৎ সেই আসক্তিকে পিত্রাদি সৃষ্টিবিকার দ্বারা অবিশিষ্ট বুঝিলে, সেই দোষ আর ঘটিতে পারে না, অধিকন্ত অবতারাবচ্ছিন্ন

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা।
সর্ব্বমেব তদা সিদ্ধং কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—পরমাত্মনি বিশ্বেশে চেৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি (ভবেৎ), তদা সর্ব্বম্ এব সিদ্ধং ভবতি, কর্ত্তব্যং ন অবশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যদি পরমাত্মরূপ ঈশ্বরে প্রেম নামক ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে সকলই সিদ্ধ হইল, কিছুই কর্ত্তব্য বাকী রহিল না ॥ ৯ ॥

অপরোক্ষানুভূতি র্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা।
প্রেমলক্ষণভক্তেস্তু পরিণামঃ স এব হি ॥ ১০ ॥

অন্বয়—বেদান্তেষু যা অপরোক্ষানুভূতিঃ নিরূপিতা, স প্রেমলক্ষণভক্তেঃ তু পরিণামঃ এব হি ॥ ১০ ॥

বেদান্তশাস্ত্রে যাহাকে অপরোক্ষানুভূতি বলে, তাহা প্রেম নামক ভক্তিরই পরিণাম ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রার্থঃ সম্পরিজ্ঞাতো জাতং প্রেম মহেশ্বরে
প্রেমানন্দপ্রকারেণ দ্বৈতং বিস্মরণং গতম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—শাস্ত্রার্থঃ সম্পরিজ্ঞাতঃ, মহেশ্বরে প্রেম জাতং (যদা), (তদা), প্রেমানন্দপ্রকারেণ দ্বৈতং বিস্মরণং গতম্।

ঈশ্বরের পূর্ণাবির্ভাবে আসক্তিও উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রহ্লাদ যে 'প্রীতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ, সুখসংস্কারের সহিত অব্যভিচারিভাবে সম্বদ্ধ যে রাগ বা আসক্তি; তাহা অনুরক্তিরই নামান্তর; কারণ, চেদিরাজ প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের ঈশ্বরবিগ্রহে দ্বেষবুদ্ধি, তাহাদিগের আসক্তি অনুরক্তি নহে।

যখন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান জন্মিয়াছে এবং পরমেশ্বরে প্রেম জন্মিয়াছে, তখন প্রেম নামক আনন্দাত্মিকা চিত্তবৃত্তি যে প্রকারে দ্বৈতের বিস্মৃতি ঘটায়, সেই প্রকারেই (জ্ঞানদ্বারা) দ্বৈতভ্রম তিরোহিত হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি দ্বৈতের বিস্মারক এবং জ্ঞানও অদ্বৈতবিষয়ক ; সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির বৈলক্ষণ্য না থাকাতে, পরিণাম একই।

বাসুদেবময়ং সর্ব্বং বাসুদেবাত্মকং জগৎ।
ইত্থং দ্বৈতরসাঢ্যস্য জ্ঞানং কিমবশিষ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়—সর্ব্বং বাসুদেবময়ং, জগৎ বাসুদেবাত্মকং—ইত্থং দ্বৈতরসাঢ্যস্য (জনস্য) জ্ঞানং অবশিষ্যতে কিম্ ?

সকলেই বাসুদেবময় এবং জগৎ বাসুদেবাত্মক—এই প্রকারে যিনি দ্বৈতে বা জগতে আনন্দানুভব করেন, তাঁহার কি জ্ঞান হইতে বাকী থাকে ? কখনই না। রসাঢ্য—আনন্দসম্পন্ন। জ্ঞান—অদ্বৈতাত্ম-স্বরূপজ্ঞান। সেইরূপ ভক্ত অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন হন বলিয়া, ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ প্রতিপাদন করা চলে না। বিষ্ণুভক্ত ভাবেন—

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ।
অন্তর্বহিশ্চতৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম, সঃ পরমাত্মা, সঃ পরাৎপর। তৎসর্ব্বং অন্তঃ বহিঃ চ ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।

বাসুদেব পরমব্রহ্ম, (তিনিই জীবসমূহের) পরমাত্মা ; তিনিই ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্তরে ও বাহিরে, সেই জীব, জগৎ, দেবগণ, সমস্তকেই ব্যাপিয়া, নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন।

অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্।
ইত্যাদিবচনৈর্ভক্তো বৈষ্ণবঃ স্তৌতি কেশবম্॥ ১৪॥

অন্বয়—ত্বং অণুঃ, ত্বং বৃহৎ, ত্বং কৃশঃ, ত্বং স্থূলঃ, ত্বং গুণভৃৎ, ত্বং নির্গুণঃ, ত্বং মহান্ ইত্যাদি বচনৈঃ ভক্তঃ বৈষ্ণবঃ কেশবং স্তৌতি।

ভক্ত বৈষ্ণব—'তুমি (পরিমাণে) অণু, তুমি বৃহৎ, তুমি কৃশ, তুমি স্থূল, তুমি সগুণ, তুমি নির্গুণ, তুমি (গুণে) মহান্, (তুমি ক্ষুদ্র)' এইরূপ বাক্যে কেশবের স্তব করিয়া থাকেন।

শিবঃ কর্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
শিব আত্মা শিবো জীবঃ শিবাদন্যন্নবিদ্যতে॥ ১৫।
খং বায়ুতেজোজলভূক্ষেত্রজ্ঞার্কেন্দুমূর্ত্তিভিঃ।
অষ্টাভিরষ্টমূর্ত্তিঞ্চ শাম্ভবঃ স্তৌতি শঙ্করম্॥ ১৬।

অন্বয়—(শিবভক্তঃ বদতি) শিবঃ কর্ত্তা, শিবঃ ভোক্তা, শিবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ, শিবঃ আত্মা; শিবঃ জীবঃ, শিবাৎ অন্যৎ ন বিদ্যতে। খং বায়ুতেজোজলভূক্ষেত্রজ্ঞার্কেন্দুমূর্ত্তিভিঃ অষ্টাভিঃ শাম্ভবঃ অষ্টমূর্ত্তিং শঙ্করং স্তৌতি চ।

শিবভক্ত শঙ্করের স্তব করিয়া বলেন—শিবই কর্ত্তা, শিবই ভোক্তা, শিব দেবাদিদেব, তিনিই আত্মা, তিনিই জীব, সেই শিব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। শিবভক্ত—"শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমান (ক্ষেত্রজ্ঞ)-মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ"—বলিয়া অষ্টমূর্ত্তি শঙ্করের পূজা করিয়া থাকেন।

ইদং যদা পরিণতং প্রেমতজ্‌জ্ঞানমেব হি।
অথ যুক্ত্যন্তরম্ ঃ—

অন্বয়—যদা ইদং প্রেম পরিণতং তৎ জ্ঞানম্ এব হি। অথ যুক্ত্যন্তরম্ (অস্তি)।

যখন এই প্রকার ভজন নিরতিশয় সুখরূপে পর্য্যবসিত হয়, তখন সেই প্রেম যে জ্ঞান, ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। আর অন্য যুক্তিও আছে—

বালক স্তাততাতেতি জনকং প্রতি ভাষতে।
ন পুনস্তাতশব্দার্থং স তু জানাতি কিঞ্চন ॥১৭।

অন্বয়—বালকঃ জনকং প্রতি "তাত তাত" ইতি ভাষতে, সঃ পুনঃ তাতশব্দার্থং তু কিঞ্চন ন জানাতি।

বালক পিতাকে 'তাত তাত' বলিয়া ডাকে বটে, কিন্তু (পক্ষান্তরে) সে 'তাত' শব্দের অর্থ কিছুমাত্র বুঝে না।

যদাতাতপদার্থস্য ব্যুৎপত্তিং যাত্যসৌ ক্রমাৎ।
তদাতু সত্যমেবায়ং তাত ইত্যেতি নিশ্চয়ম্ ॥১৮।

অন্বয়—যদা অসৌ ক্রমাৎ তাতপদার্থস্য ব্যুৎপত্তিং যাতি, তদা তু অয়ং সত্যং এব তাতঃ ইতি নিশ্চয়ম্ এতি।

কিন্তু ক্রমে যখন সে তাতশব্দের অর্থের জ্ঞান লাভ করে, তখন ইনি সত্যই সেই তাত, এইরূপ নিশ্চয় লাভ করে।

তথা ভক্তঃ ভজন্ দেবং বেদশাস্ত্রোদিতৈঃ ক্রমৈঃ।
ব্যুৎপত্তিং পরমাং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি হি ক্রমাৎ ॥ ১৯।

অন্বয়—তথা ভক্তঃ বেদশাস্ত্রোদিতৈঃ ক্রমৈঃ দেবং ভজন্, ক্রমাৎ পরমাং ব্যুৎপত্তিং প্রাপ্য হি মুক্তঃ ভবতি।

সেইরূপ, বেদে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে ভক্ত, ভগবানের ভজনা করিয়া, কালক্রমে (বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বিচার দ্বারা) যথার্থ শব্দার্থজ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্ত হইয়া যান।

জ্ঞান ও ভক্তি যে অভিন্ন, তাহার কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছে:—

কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্য কারণম্।
ন ভক্তজ্ঞানিনো দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ২০ ।

অন্বয়—কিঞ্চ লক্ষণভেদঃ হি বস্তুভেদস্য কারণং (ভবতি), শাস্ত্রে ভক্তজ্ঞানিনোঃ লক্ষণভিন্নতা ন দৃষ্টা।

আর দুই বস্তুর লক্ষণ (definition) পরস্পর ভিন্ন হইলেই, তাহারাও ভিন্ন বলিয়া বুঝিবার কারণ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ভক্তের ও জ্ঞানীর লক্ষণে ভেদ দৃষ্ট হয় না।

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবে চ পরমা প্রীতি স্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ ॥ ২১।

অন্বয়—বিরাগঃ চ বিচারঃ চ শৌচম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, দেবে চ পরমা প্রীতিঃ, তৎ দ্বয়োঃ একং লক্ষণম্।

কারণ, বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং দেবে (ঈশ্বরে বা পরমাত্মায়) পরমাপ্রীতি, ইহাই ভক্তি ও জ্ঞানের অভিন্ন লক্ষণ।

অধ্যায়ে ভক্তিযোগাখ্যে গীতায়াং ভক্তিলক্ষণম্।
যদুক্তমষ্টভিঃ শ্লোকৈর্দৃষ্টং জ্ঞানিষু তন্ময়া ॥২২।

অন্বয়—গীতায়াং ভক্তিযোগাখ্যে অধ্যায়ে অষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ যৎ ভক্তি-লক্ষণং উক্তং, তৎ ময়া জ্ঞানিষু দৃষ্টম্।

গীতায় ভক্তিযোগনামক দ্বাদশাধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া "ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ" এই পর্য্যন্ত ৮টি শ্লোকে যে ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণ আমি জ্ঞানীতেও দেখিয়াছি।

তবাস্মীতি ভজত্যেকস্ত্বমেবাস্মীতি চাপরঃ।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ ॥২৩।

অন্বয়—একঃ তব অস্মি ইতি ভজতি, অপর 'ত্বম্' এব অস্মি' ইতি (ভজতি) ইতি কিঞ্চিৎ বিশেষে অপি, দ্বয়োঃ পরিণামঃ সমঃ।

আমি তোমারই হইতেছি, এই বলিয়া ভক্ত ভজনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ভজনা করেন—'আমিই হইতেছি তুমি' এই বলিয়া। এইরূপ কিঞ্চিৎ বিশেষ থাকিলেও উভয়ের পরিণাম একই।

অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽহং ভাবয়ন্নেব দাকারং বিস্মরত্যসৌ ॥২৪।

অন্বয়—দেবভক্তঃ যদা অন্তঃ বহিঃ দেবং প্রপশ্যতি, (তদা) অসৌ অহং দাসঃ (ইতি) ভাবয়ন্ দাকারং বিস্মরতি এব।

দেবভক্ত যখন 'আমি হইতেছি তোমার দাস' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে, শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া দেবতাকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করেন,

অর্থাৎ অন্তরে, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সকল বৃত্তির সাক্ষী রূপে, একবৃত্তির অবসানের ও দ্বিতীয় বৃত্তির উত্থানের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহারও প্রকাশক রূপে, এবং বাহিরে, বহির্জগতের প্রকাশকরূপে ও বাহ্য জগদ্গত ঘটপটাদি পদার্থের মধ্যে দুই দুই পদার্থের উপলব্ধির ব্যবধানেরও প্রকাশকরূপে,—চিন্মাত্রৈকস্বভাব দেবকে বা আত্মাকে, দর্শন করেন, তখন সেই ভক্ত 'দাসোঽহং' এই বাক্যের 'দা'কারটি ভুলিয়া যান— 'দাসোঽ হম্' ও 'সোঽহম্' এই দুই প্রকার অনুভূতির ভেদ অনুভব করেন না।

দৃষ্ট্যেকান্তভক্তেষু নারদপ্রমুখেষু তৎ।
কিঞ্চিদ্বিশেষং বক্ষ্যামি ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু॥২৫।

অন্বয়—নারদপ্রমুখেষু একান্তভক্তেষু তৎ দৃষ্টম্। (জ্ঞানাৎ ভক্তেঃ) কিঞ্চিৎ বিশেষং বক্ষ্যামি, ত্বম্ একাগ্রমনাঃ (সন্) শৃণু।

নারদ প্রভৃতি একান্তভক্তে তাহা দেখা গিয়াছে। (বিষ্ণুভাগবত ১।৬।১৬—১৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান হইতে ভক্তির যে কিছু উৎকর্ষ আছে, তাহা আমি বলিব, একাগ্রমনা হইয়া শুন।

যদীশ্বররসী ভক্ত স্তদীশ্বররসী বুধঃ।
উভৌ যদ্যপ্যেকরসৌ তথাপীষদ্বিলক্ষণৌ॥২৬।

অন্বয়—ভক্তঃ যদীশ্বররসী, বুধঃ তদীশ্বররসী। যদ্যপি উভৌ একরসৌ তথাপি ঈষদ্বিলক্ষণৌ।

ভক্ত যে 'ঈশ্বর-রসে' আপ্লুত, জ্ঞানীও সেই 'ঈশ্বর-রসে' আপ্লুত। সেই একই রস, যদিও উভয়েরই উপজীব্য, তথাপি তাঁহারা উভয়ে কিছু পরস্পর বিভিন্ন।

বুদ্ধা বোধরসাদন্যরসনীরসতাং গতাঃ।
তথাধিকপ্রেমরসান্ন তু ভক্তাঃ কদাচন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—বুদ্ধাঃ বোধরসাৎ অন্যরসনীরসতাং গতাঃ। তথা অধিক-প্রেমরসাৎ ভক্তাঃ তু ন কদাচন (অন্যরসনীরসতাং গতাঃ)।

জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানরস (চিৎসুখ) ভিন্ন অন্য সকল রসই নীরস। ভক্তের অর্থাৎ উপাসকের নিকট কিন্তু অন্য রস সেইরূপ নীরস নহে; কারণ তাঁহার মূলরসবিষয়ক বা স্বরূপ-সুখ-বিষয়ক প্রেমরূপা বৃত্তি, সেই রসের বা স্বরূপসুখের সহিত 'অধিক', অর্থাৎ বিম্বসহিত প্রতিবিম্বরূপে দ্বিগুণ, বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভাবার্থ এই, জ্ঞানীর সুখ স্বরূপসুখ মাত্র; ভক্তের সুখ কিন্তু সেই স্বরূপসুখ এবং তাহার সহিত সেই স্বরূপসুখের বৃত্তির সুখ; এই হেতু, ভক্তের সুখের আধিক্য, এবং জ্ঞানী হইতে ভক্তের উৎকর্ষ।*

অথ প্রশ্নঃ।

অনন্তর এই প্রশ্ন উঠে:—

নন্নু জ্ঞানং বিনা মুক্তির্নাস্তিযুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—ননু যুক্তিশতৈঃ অপি জ্ঞানং বিনা মুক্তিঃ নাস্তি, তথা উপায়শতৈঃ অপি ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্তি।

---

* টীকানুসারে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা দার্শনিকজনোচিত ব্যাখ্যা। কিন্তু কথাটা এইরূপে বুঝিলে, আরও সোজা হইবে। জ্ঞানীর নিকট জগৎ মিথ্যা বলিয়া জগদ্বিষয়ক বৃত্তিও নীরস। ভক্তের নিকট জগৎ বাসুদেবাত্মক বলিয়া জগদ্বিষয়ক বৃত্তিও সরস। এই কারণে ভক্তের উৎকর্ষ।

ভাল, (তদ্বিরুদ্ধে) শত যুক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, * জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। (অথবা মুক্তিলাভের জন্য চিত্তে শত শত যোগধারণা অর্থাৎ নিরোধ সংস্কার আহিত হইলেও জ্ঞান বিনা মুক্তি হইবে না)। সেইরূপ শত উপায় প্রয়োগ করিলেও, ভক্তি বিনা জ্ঞানলাভও হইবে না।

ভক্তেজ্ঞানং ততো মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥২৯॥
এবমাদিব্যবস্থায়াঃ কারণং কিং নিরূপ্যতাম্।

অন্বয়—ভক্তেঃ জ্ঞানং ততঃ মুক্তিঃ ইতি (এবং) ক্রমঃ সাধারণঃ (অস্তি), (এবং সতি) অপি বশিষ্ঠাদ্যাঃ তু জ্ঞানিনঃ, নারদাদয়ঃ বৈ ভক্তাঃ, এবমাদি ব্যবস্থায়াং কিং কারণং (অস্তি), তৎ নিরূপ্যতাম্।

ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি, এইটী সাধারণ ক্রম। কিন্তু বশিষ্ঠাদিকে জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত বলা হয়। এইরূপ যে ব্যবস্থা (নির্ণয়) আছে, তাহার কারণ কি, নিরূপণ করুন।

অত্রোচ্যতে বিচিত্রং যৎ কারণং তন্নিশাময় ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—অত্র যৎ বিচিত্রং কারণং (অস্তি), (তৎ ময়া) উচ্যতে, (ত্বং) নিশাময়।

এ বিষয়ে যে বিচিত্র কারণ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কথয়ামি সদৃষ্টান্তং যেনার্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেৎ।

অন্বয়—সদৃষ্টান্তং কথয়ামি যেন (কথনেন) অর্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেৎ।

---

* "দশভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ ভারং বহতি গর্দ্দভী"। দশ পুত্র থাকিতেও গর্দ্দভীকে ভার বহন করিতে হয়—"যুক্তিশতৈঃ" এস্থলে তৃতীয়ার এইরূপ প্রয়োগ ধরিলে উক্তরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

আমি তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। তদ্দ্বারা কথাটি সুস্পষ্ট হইবে।

স্যাত্তাপস্য চ পাপস্য গঙ্গাস্নানেন হি ক্ষয়ঃ ॥ ৩১ ॥
যস্তুস্যাত্তাপশান্ত্যর্থী তস্যাপি স্যাদঘক্ষয়ঃ।
যস্তুস্যাদঘশান্ত্যর্থী তাপস্তস্যাপি নশ্যতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—তাপস্য পাপস্য চ গঙ্গাস্নানেন ক্ষয়ঃ স্যাৎ হি (ইতি প্রসিদ্ধম্), তু যঃ তাপশান্ত্যর্থী স্যাৎ, তস্য অপি অঘক্ষয়ঃ স্যাৎ। তু যঃ অঘশান্ত্যর্থী তস্য তাপঃ অপি নশ্যতি।

গঙ্গাস্নানের দ্বারা পাপ ও (শরীরের) তাপ উভয়েরই ক্ষয় হয়। কিন্তু যে (গঙ্গাস্নান দ্বারা) তাপের শান্তি চায়, তাহার পাপেরও ক্ষয়ও হইয়া থাকে। আর যে পাপের শান্তি চায়, তাহার তাপও বিনষ্ট হয়।

তাপপাপক্ষয়ৌ স্নানং ত্রয়মেতৎ সমং দ্বয়োঃ।
তথাপ্যেকস্তু শৈত্যার্থী শুদ্ধ্যর্থী তু দ্বিতীয়কঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—তাপপাপক্ষয়ৌ, স্নানং এতৎ ত্রয়ং দ্বয়োঃ সমং (ভবতি)। তথাপি একঃ তু শৈত্যার্থী, দ্বিতীয়কঃ তু শুদ্ধ্যর্থী।

তাপক্ষয়, পাপক্ষয় ও স্নান এই তিনটি উভয়েরই সমান; তাহা হইলেও তন্মধ্যে একজন, শরীরের তাপশান্তির প্রার্থী, অপর পাপশান্তির প্রার্থী।

যথৈবং ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োরভূৎ।
এবমেব বুধৈর্যৈস্তু দেবো মুক্ত্যর্থমাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥
ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈব তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে।

অন্বয়—এবং যথা ভাবভেদেন তয়োঃ নামভেদঃ অভূৎ, এবং এব যৈঃ

বুধৈঃ তু মুক্ত্যর্থং দেবঃ আশ্রিতঃ, তে ভক্ত্যা জ্ঞানম্ অবাপ্য এব মুক্তাঃ, তে জ্ঞানিনঃ হি।

এস্থলে যেরূপ উভয়ের ভাবভেদে নামভেদ হইল, সেইরূপ যে সকল জ্ঞানী মুক্তির জন্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যৈস্তু সংসারবিরসৈর্ভক্ত্যর্থং হরিরাশ্রিতঃ ॥ ৩৫ ॥
ততো ভক্তিপ্রভাবেন স্বভাবাজ্জ্ঞানমুদ্গতম্।
তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তা যে তে ভক্তা ইতি বর্ণিতাঃ।৩৬।

অন্বয়—যৈঃ তু সংসারবিরসৈঃ ভক্ত্যর্থং হরিঃ আশ্রিতঃ, ততঃ ভক্তিপ্রভাবেন স্বভাবাৎ জ্ঞানম্ উদ্গতম্, তৎ জ্ঞানং প্রাপ্য যে মুক্তাঃ, তে ভক্তাঃ ইতি বর্ণিতাঃ।

কিন্তু যাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক প্রপঞ্চে দোষদৃষ্টিবশতঃ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে হরিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং তদনন্তর সেই ভক্তির প্রভাবে আপনা হইতেই (রাগ-দ্বেষাদি মল নিবৃত্ত হইলে) যাঁহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা সেই জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়স্তু সমা দ্বয়োঃ।
তথাপি ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োরভূৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়ঃ তু দ্বয়োঃ সমাঃ (ভবন্তি) তথাপি ভাবভেদেন তয়োঃ নামভেদঃ অভূৎ।

বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি উভয়েরই সমান। তথাপি ভাবভেদে উভয়ের নাম ভেদ হইয়াছে।

মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎ সাধনত্বতঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যৈব মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী॥ ৩৮॥

অন্বয়—জ্ঞস্য মুক্তিঃ মুখ্য ফলং, ভক্তিঃ তৎসাধনত্বতঃ (হেতোঃ) (ন মুখ্যফলম্)। ভক্তস্য ভক্তিঃ এব মুখ্যা, মুক্তিঃ আনুষঙ্গিকী স্যাৎ।

মুক্তিই জ্ঞানীর মুখ্য ফল, ভক্তি সেই মুক্তির সাধনরূপে গৌণ; ভক্তের কিন্তু ভক্তিই মুখ্য ফল, মুক্তি সেই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল।

রীত্যানয়াপি সুমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে।
অথান্যোঽপি মহিমা।

অন্বয়—হে সুমতে অনয়া রীত্যা অপি ঈশ্বরে ভক্তিঃ বরিষ্ঠা। অথ (ভক্তেঃ) অন্যঃ অপি মহিমা (অস্তি)।

হে বুদ্ধিমন্, আরও এই বক্ষ্যমান্ প্রকারে, ঈশ্বরে ভক্তি, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ভক্তির অপর মহিমা এই—

পরমানন্দরূপোঽসৌ পরমাত্মা স্বয়ং হরিঃ।
শিবভক্তিং পুরস্কৃত্য ভুঙ্‌ক্তে ভক্তিরসায়নম্॥ ৩৯॥

অন্বয়—অসৌ পরমানন্দরূপঃ পরমাত্মা হরিঃ স্বয়ং শিবভক্তিং পুরস্কৃত্য ভক্তিরসায়নম্ ভুঙ্‌ক্তে।

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা সেই হরি স্বয়ং শিবভক্তিকে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মার প্রতি প্রেমলক্ষণাবৃত্তিকে, সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিরসায়ন উপভোগ করেন।

জীবন্মুক্তি সুখের, অপেক্ষা ভক্তির সুখ অধিক। ইহা সনকাদির প্রবৃত্তির নিদর্শন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—

সনকাদ্যা বসিষ্ঠাদ্যা নন্দিস্কন্দশুকাদয়ঃ।
ভুঞ্জতে তৎপদং প্রাপ্তা অপি ভক্তিরসায়নম্॥ ৪০॥

অন্বয়—সনকাদ্যাঃ বসিষ্ঠাদ্যাঃ নন্দিস্কন্দ শুকাদয়ঃ তৎপদং প্রাপ্তাঃ অপি ভক্তিরসায়নম্ ভুঞ্জতে।

সনকাদি, বসিষ্ঠাদি, নন্দী, স্কন্দ, শুক প্রভৃতি সেই পরমাত্মপদ লাভ করিয়াও, ভক্তিরসায়ন উপভোগ করেন।

দ্বৈতং বিনা কথং ভক্তিরিতি তত্রোত্তরং শৃণু॥ ৪১॥

অন্বয়—(শঙ্কা) দ্বৈতং বিনা কথং ভক্তিঃ (স্যাৎ)? (সমাধান)। তত্র উত্তরং শৃণুঃ-

যদি প্রশ্ন কর, দ্বৈত বিনা কি প্রকারে ভক্তি সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তর শুন।

দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥ ৪২॥

অন্বয়—বোধাৎ প্রাক্ দ্বৈতং মোহায় (ভবতি), বোধে প্রাপ্তে (সতি) ভক্ত্যর্থং মনীষয়া কল্পিতং দ্বৈতং অদ্বৈতাৎ অপি সুন্দরং (ভবতি)।

জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে দ্বৈত, মোহের কারণ হয়; কিন্তু জ্ঞান জন্মিয়া গেলে, ভক্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধির দ্বারা যে দ্বৈত কল্পিত হয়, তাহা অদ্বৈত অপেক্ষাও সুন্দর।

তথা চোক্তং ভাগবতে—

সেই কথা ভাগবতে এইরূপে কথিত হইয়াছে।—

"আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহেতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

বিষ্ণু ভাগবত ১।৭।১০

অন্বয়—আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নিগ্রর্ন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহেতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ; হরিঃ ইত্থংভূতগুণঃ।

যাঁহারা (সমস্ত বিষয়ানন্দবর্জ্জন পূর্ব্বক) সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, সেই মননশীল বা বিবেকী মুক্তপুরুষগণ, নির্গ্রন্থ হইয়াও—শ্রোতব্য ও শ্রুত শাস্ত্রবচনের প্রতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াও (গীতা ২।৫২), (অথবা ক্রোধাহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়াও) ভগবান হরির প্রতি অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির গুণই এই প্রকার।

জাতে সমরসানন্দে দ্বৈতমপ্যমৃতোপমম্।
মিত্রয়োরিব দম্পত্যো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়। সমরসানন্দে জাতে (সতি) জীবাত্মপরমাত্মনোঃ (ভক্ত্যর্থং কল্পিতং) দ্বৈতমপি মিত্রয়োঃ দম্পত্যোঃ দ্বৈতং (পার্থক্যং) ইব অমৃতোপমম্ (ভবতি)।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ 'একরস'-সুখ আবির্ভূত হইলেও, ভক্তির উদ্দেশ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভেদ বা পৃথকৃতা কল্পিত হয়, তাহা মুক্তিসুখের ন্যায় সুখপ্রদ ; পরস্পরের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট দম্পতীর পৃথকৃতা যেমন সুখের কারণ, সেইরূপ।

---

* শ্রীধর বলেন "নিগ্রর্ন্থাঃ" শব্দের অর্থ গ্রন্থ সমূহ হইতে নির্গত ; এবং গীতার ২।৫২ শ্লোক, উদ্ধৃত করিয়া তাহা সমর্থন করেন। অথবা 'গ্রন্থি'ই গ্রন্থ শব্দের অর্থ। নিবৃত্ত হইয়াছে ক্রোধাহঙ্কাররূপ গ্রন্থি যাঁহাদের, তাঁহারা নিগ্রর্ন্থ বা, নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থি। (শঙ্কা) ভাল, যাঁহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তিতে প্রয়োজন কি ? এইরূপ সকলপ্রকার আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—হরির গুণই এই প্রকার। দিবাকর বলেন (নিরন্তর ঈশ্বরধ্যানবশতঃ) ঈশ্বরগুণের সংস্কার মুক্তপুরুষগণের চিত্তাদিকরণসমূহকে ঈশ্বরগুণে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে।

হৃদয়ে বসতি প্রীত্যা লোকরীত্যা চ লজ্জতে।
যথা চমৎকারময়ী নিত্যমানন্দিনী বধূঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—যথা বধূঃ প্রীত্যা হৃদয়ে বসতি, লোকরীত্যা চ লজ্জতে, (সা যথা) চমৎকারময়ী নিত্যম্ আনন্দিনী (ভবতি, তদ্বৎ)।

পত্নী প্রীতি বশতঃ স্বামীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং লোকাচার বশতঃ স্বামীর প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করেন। এইরূপে নিত্য স্বামীর চমৎকার ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। ইহাও সেইরূপ।

যদি বল, পরমানন্দরূপ মুক্তিসুখ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখরূপ দ্বৈত-মূলক ভক্তিতে কেন প্রবৃত্তি হয়? তবে বলি—

পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে।
তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎ সা তু মুক্তিশতাধিকা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—অদ্বৈতং পারমার্থিকং (ভবতি), ভজনহেতবে দ্বৈতম্ (অঙ্গী-কর্ত্তব্যম্), তাদৃশী ভক্তিঃ যদি (অঙ্গীকৃতা) স্যাৎ, সা তু মুক্তিশতাধিকা।

জীবব্রহ্মের ঐক্যই পারমার্থিক সত্য; ভক্তির নিমিত্তই তদুভয়ের পৃথক্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। ভক্তি যদি সেইরূপ হয়, তবে তাহা শতমুক্তির অপেক্ষাও অধিক।

প্রিয়তমহৃদয়ে বা খেলতু প্রেমরীত্যা
পদযুগপরিচর্য্যাং প্রেয়সী বা বিধত্তাম্।
বিহরতু বিদিতার্থো নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ
ননু ভজনবিধৌ বা তদ্দ্বয়ং তুল্যমেব ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—প্রেয়সী প্রেমরীত্যা প্রিয়তমহৃদয়ে খেলতু বা পদযুগপরিচর্য্যাং বা বিধত্তাম (যথা তদ্দ্বয়ং তুল্যম্ এব, তথা) বিদিতার্থঃ নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ বিহরতু বা ভজনবিধৌ (বিহরতু) তদ্দ্বয়ং ননু তুল্যম্ এব।

প্রেয়সী প্রিয়তমের হৃদয়ে প্রেমের রীতি অনুসারে ক্রীড়া করুন, অথবা প্রিয়তমের পদসেবা করুন, যেমন উভয়ত্রই সুখ তুল্যরূপ, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ, নাম, রূপ, জাতি ইত্যাদির বর্জ্জনপূর্ব্বক সমাধিতেই ক্রীড়া করুন অথবা ভক্তির প্রকারেই ক্রীড়া করুন, উভয়ত্রই আনন্দ তুল্যরূপ; ইহা নিশ্চিত।

বিশ্বেশ্বরস্তু সুধিয়া গলিতেপি ভেদে
ভাবেন ভক্তিসহিতেন সমর্চ্চনীয়ঃ।
প্রাণেশ্বরশ্চতুরয়া মিলিতোপি চিত্তে
চৈলাঞ্চলব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ ॥৪৮॥

অন্বয়—ভেদে গলিতে অপি সুধিয়া তু বিশ্বেশ্বরঃ ভক্তিসহিতেন ভাবেন সমর্চ্চনীয়ঃ। চিত্তে মিলিতে অপি চতুরয়া প্রাণেশ্বরঃ চৈলাঞ্চল ব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ।

বিশ্বেশ্বরের প্রতি, শুদ্ধান্তঃকরণ সাধকের সেব্যসেবকাদিরূপ দ্বৈতভাব (অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা) তিরোহিত হইলেও, ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের ভজনা করা উচিত। যে পত্নী বুদ্ধিমতী হইবেন, তিনি আপনার প্রাণেশ্বরকে অন্তঃকরণে আপনা হইতে অভিন্ন জানিলেও অবগুণ্ঠনব্যবহিত নয়নদ্বারা নিরীক্ষণ করিবেন; (অন্যথা সুখলাভ হইবে না)।

অথ ভক্তিরসাশ্রিতঃ শ্লোকঃ :—

ভক্তির শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে, এই দুইটি বৃদ্ধবচন প্রমাণ :—

যোগে নাস্তিগতি র্ন নির্গুণ বিধৌসম্ভাবনাদুর্গমে
নিত্যং নীরসয়া ধিয়া পরিহৃতে দ্বে ঐহিকামুষ্মিকে।

গোপঃ কোঽপি সখাকৃতঃ স তু পুনর্নানাঙ্গনাসঙ্গবান্
অস্মাকং পদমর্থয়ন্তি মুনয়শ্চিত্রং কিমস্মাৎ পরম্॥৪৯।

অন্বয়—যোগে (মে) গতিঃ নাস্তি, সম্ভাবনাদুর্গমে নির্গুণবিধৌ ন (গতিঃ অস্তি); ঐহিকামুষ্মিকে দ্বে, নিত্যং নীরসয়া ধিয়া (ময়া) পরিহৃতে। (ময়া) কঃ অপি গোপঃ সখাকৃতঃ, সঃ তু পুনঃ নানাঙ্গনা-সঙ্গবান্। মুনয়ঃ অস্মাকং পদম্ অর্থয়ন্তি, অস্মাৎ পরং কিং চিত্রম্?

চিত্তনিরোধ নামক অষ্টাঙ্গযোগে আমার গতি নাই। নিশ্চয় বুদ্ধির অগম্য নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তে আমার প্রবেশ নাই। (এ দিকে বৈষয়িক সুখেও আমার গতি নাই, কেন না,) ইহলোকের—চন্দনবনিতাদি ভোগ এবং পরলোকের অমৃতভোজনাদি ভোগ, এই উভয়কেই আমি নীরস বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়াছি। কার্য্যের মধ্যে, এক অদ্ভুত গোপের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছি; সে কিন্তু নানা নারীর প্রতি আসক্ত। (তদ্দ্বারা আমার অধঃপাতের আশঙ্কা করিও না, কেননা) মুনিগণ আমার সেই প্রেমানন্দস্থিতিরূপ পদ প্রার্থনা করিতে-ছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যতর আর কি আছে?

রোমাঞ্চেন চমৎকৃতা তনুরিয়ং ভক্ত্যা মনো নন্দিতম্
প্রেমাশ্রূণি বিভূষয়ন্তি বদনং কণ্ঠং গিরো গদ্গদাঃ।
নাস্মাকং ক্ষণমাত্রমপ্যবসরঃ কৃষ্ণার্চ্চনং কুর্ব্বতাং
মুক্তির্দ্বারি চতুর্ব্বিধাপি কিমিয়ং দাস্যায় লোলায়তে॥৫০।

অন্বয়—কৃষ্ণার্চ্চনং কুর্ব্বতাং অস্মাকং ইয়ং তনুঃ রোমাঞ্চেন চমৎকৃতা, মনঃ ভক্ত্যা নন্দিতম্ প্রেমাশ্রূণি বদনং, বিভূষয়ন্তি, গদ্গদাঃ গিরঃ কণ্ঠং

(অবরোধয়ন্তি); (অস্মাকং) ক্ষণমাত্রম্ অপি অবসরঃ ন (অস্তি)। চতুর্ব্বিধা অপি মুক্তিঃ দ্বারি দাস্যায় লোলায়তে, ইয়ং কিম্?

" আমি নিরন্তর কৃষ্ণার্চ্চন করিতেছি। আমার শরীর পুলক ধারণ করিয়া অন্তরের বিচিত্রানুভব প্রকটিত করিতেছে; মনও প্রেমভক্তির আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রেমাশ্রু আমার বদনকে মণ্ডিত করিতেছে। অস্ফুট বচন আমার কণ্ঠরোধ করিতেছে। এই অবস্থায় আমার অন্য কার্য্যের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই। তথাপি—সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য নামে চারি প্রকার মুক্তি, (জীবব্রহ্মৈক্য নামক মুক্তির) সাধনদ্বারে, আমার দাসীরূপে সেবা করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এটা কী? (ভাবার্থ এই—সেই চারি প্রকার মুক্তি প্রপঞ্চনিবৃত্তি নয় বলিয়া, আমার নিকট অতি তুচ্ছ)। [এই শ্লোকদ্বয় মধুসূদনসরস্বতীবিরচিত।]

ঘনঃ কামোঽস্মাকং তব তু ভজনে ঽন্যত্র ন রুচি
স্তবৈবাঙ্‌ঘ্রিদ্বন্দ্বে নতিষু রতিরস্মাকমতুলা।
সকামে নিষ্কামা সপদি তু সকামা পদগতা
সকামানাস্মান্মুক্তি র্ভজতি মহিমায়ং তব হরে॥ ৫১।

ইতি ভক্তিরসায়নম্।

অন্বয়—তব ভজনে অস্মাকং ঘনঃ কামঃ, অন্যত্র তু রুচিঃ ন অস্তি, তব এব অঙ্‌ঘ্রিদ্বন্দ্বে নতিষু অস্মাকম্ অতুলা রতিঃ। সকামে নিষ্কামা মুক্তিঃ তু সকামা (সতী) সপদি পদগতা (সতী) সকামান্ অস্মান্ ভজতি। (হে) হরে অয়ং তব মহিমা।

(আমি তোমারই ভক্ত); তোমারই ভজনে আমার প্রগাঢ় অভিলাষ; অন্য কাহারও ভজনে আমার রুচি হয় না। (কর্ম্মে, জ্ঞানে বা অন্য কাহারও উপাসনায় আমার স্পৃহা নাই)। তোমরাই চরণ যুগলে প্রণি-

পাত করিতে আমার যে আসক্তি, তাহার তুলনা দিতে পারি না। (শাস্ত্রে বলে) মুক্তিদেবী কামনাকলুষিত পুরুষকে ইচ্ছা করেন না; (কিন্তু একী দেখিতেছি) সেই মুক্তিদেবী কামবতী হইয়া সসম্ভ্রমে আমার পায়ে পড়িয়া, আমি সকাম হইলেও, আমাকে ভজনা করিতেছেন। হে সর্ব্বদুঃখনিবারক হরি, ইহা তোমারই মহিমা! (এই শ্লোকটি নরহরিবিরচিত)।

৩৩। রাজযোগে ভূমিকাভেদভাস্করঃ।

ভূমিকাভেদ মারভ্য যাবদ্ গ্রন্থসমাপনম্।
অগাধবোধসারেঽস্মিন্‌রাজযোগো নিরূপ্যতে ॥ ১।

অন্বয়—ভূমিকাভেদমারভ্য যাবদ্‌গ্রন্থসমাপনম্ অস্মিন্ অগাধ-বোধসারে, রাজযোগঃ নিরূপ্যতে।

এই বোধসার গ্রন্থ 'অগাধ', অর্থাৎ অনুভব বিনা ইহার অর্থ দুরবগাহ। এই গ্রন্থের এই "ভূমিকাভেদ" প্রবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি পর্য্যন্ত রাজযোগ নিরূপিত হইয়াছে। ইহার 'রাজযোগ' নাম হইবার কারণ এই যে, নৃপগণ স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও এই যোগের সাধনা করিতে পারে, এবং ইহা 'যোগ', যেহেতু জীবব্রহ্মের ঐক্যই ইহার লক্ষ্য।

অথায়ং হৃদি কর্ত্তব্যো ভূমিকাভেদভাস্করঃ।
যস্য প্রসাদমাত্রেণ তমো হার্দ্দং বিলীয়তে ॥ ২।

অন্বয়– অথ অয়ং ভূমিকাভেদভাস্করঃ হৃদি কর্ত্তব্যঃ, যস্য প্রসাদ মাত্রেণ হার্দ্দং তমঃ বিলীয়তে।

এই অংশে, চতুর্দ্দশটি ভূমিকার পরস্পরপার্থক্য, বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম ভূমিকাভেদভাস্কর। (পূর্ব্বপ্রকরণ

পর্য্যন্ত বর্ণিত), রাজ-যোগের সাধন শুনিবার পর, এই সকল প্রবন্ধ, বিচারপূর্ব্বক হৃদয়ে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ হৃদয়ে প্রতিভাত হইলেই, হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিলীন হইয়া যায়।

অজ্ঞানভূমিকাঃ।

অজ্ঞানভূমিকা সপ্ত সপ্তৈব জ্ঞানভূমিকাঃ।
বীজজাগ্রত্তথা জাগ্রন্মাহাজাগ্রত্তথৈব চ ॥ ৩।
জাগ্রৎস্বপ্ন স্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তকম্।
ইতি সপ্তবিধো মোহস্তেষাং বিবরণং শৃণু ॥ ৪।

অজ্ঞানভূমিকা সাতটি, জ্ঞান ভূমিকাও সাতটি।

(১) বীজজাগ্রৎ, (২) জাগ্রৎ, (৩) মহাজাগ্রৎ, (৪) জাগ্রৎস্বপ্ন (৫) স্বপ্নঃ, (৬) স্বপ্নজাগ্রৎ, (৭) সুষুপ্তক—এই সাতপ্রকার মোহ; তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর।

কুসূলে সংস্থিতং বীজং তত্র সর্ব্বো যথা দ্রুমঃ।
তথা যত্র স্থিতং বিশ্বং নতু ব্যক্তিমুপাগতম্ ॥ ৫।
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে।
সংসারপ্রথমাবস্থা মহামোহঃ স এব হি ॥ ৬।
তদেবাজ্ঞান মিত্যুক্তং যৎ স্ববোধেন লীয়তে।

অন্বয়—কুসূলে বীজং সংস্থিতম্; যথা তত্র (বীজে) সর্ব্বঃ দ্রুমঃ অস্তি, তথা যত্র (মায়াশবলে ব্রহ্মণি) বিশ্বং স্থিতং (অস্তি), ব্যক্তিং (প্রকটতাং) নতু উপাগতম্, (তৎ) জাগ্রৎ বীজরূপং স্থিতং (তিষ্ঠতি), তৎ বীজজাগ্রৎ উচ্যতে। সা সংসারপ্রথমাবস্থা, স এব হি মহামোহঃ, তৎ এব অজ্ঞানম্ ইতি উক্তম্, তৎ স্ববোধেন লীয়তে।

কুসূলে (ধান্যাগারে বা মরাই নামক স্থানে) বীজ সংরক্ষিত

আছে। যেমন সেই বীজে শাখাপুষ্পাদিসমন্বিত সমগ্র বৃক্ষ বিদ্যমান, সেইরূপ মায়া দ্বারা বিচিত্রীকৃত ব্রহ্মে, (তোমার আমার জাগ্রৎ কালে অনুভূয়মান) এই জগৎ প্রকটতা প্রাপ্ত না হইয়া, অবস্থিত থাকে; সেই মায়াশবল ব্রহ্মই জাগ্রৎ নামক (অবস্থার) বীজস্বরূপ। তাহাকেই মুনিগণ বীজজাগ্রৎ বলেন। গ্রন্থান্তরে তাহার নাম 'সংসারপ্রথমাবস্থা', কোথাও বা 'মহামোহ'। তাহাকেই 'অজ্ঞান' বলে। (তাহা জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থ; জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, কেন না অভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না)। জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া তাহাকে অজ্ঞান বলে। নঞ্ বা অ, বিরোধবাচী, যেহেতু অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে পারিলেই বিনষ্ট হয় অথবা অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কুসূলে সংস্থিতং বীজং ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে যদা।
অঙ্কুরোন্মুখতাং যাতি সাবস্থা জাগ্রদুচ্যতে ॥*।
ইদমেব মহত্তত্ত্বমিতি সাংখ্যৈ নিরূপ্যতে।

অন্বয়—কুসূলে সংস্থিতং বীজং যদা ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে (তদা) অঙ্কুরোন্মুখতাং যাতি (বৃক্ষজননে সন্মুখতাং প্রাপ্নোতি), সা অবস্থা জাগ্রৎ উচ্যতে। ইদং এব সাংখ্যৈঃ (সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্ভিঃ) মহত্তত্ত্বং ইতি (নাম্না) নিরূপ্যতে।

কুসূলে সংরক্ষিত বীজকে যখন ক্ষেত্রে বপন করা হয়, তখন, তাহা অঙ্কুরোৎপাদনে উন্মুখ হয়। সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ কহে। সাংখ্য শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই মহত্তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন।

---

* এই মহত্তত্ত্বকে কি প্রকারে অনুভব করিতে হয়, তাহা বিদ্যারণ্যমুনি জীবন্মুক্তিবিবেক নামক গ্রন্থে, স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। [সংস্কৃত অনুবাদের ২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

ঈক্ষণং চেতি বেদান্তৈঃ সামান্যাহঙ্কৃতি স্তথা।
আনন্দময়কোশশ্চ তৎসাক্ষী ত্বীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯।

বেদান্তৈঃ (তৎ) ঈক্ষণং ইতি চ, তথা সামান্যাহঙ্কৃতিঃ, আনন্দময় কোশঃ চ (নিরূপ্যতে)। ঈশ্বরঃ তু তৎসাক্ষী স্মৃতঃ।

উপনিষদ্বচনসমূহে তাহা 'ঈক্ষণ' নামে, 'সামান্যাহঙ্কার' নামে ও আনন্দময় কোশ নামে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরই সেই অবস্থার সাক্ষী—সাক্ষাৎ (অব্যবধানে) প্রকাশক—বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বিশেষাহঙ্কৃতিঃ সূক্ষ্মাঙ্কুরবদ্ব্যাবহারিকী।
মহাজাগ্রদ্বুধৈঃ প্রোক্তা ব্যষ্ট্যবস্থা ত্রয়ে তু সা।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যেঽবস্থা জাগ্রদিতিস্মৃতা ॥ ১০।

অন্বয়—বিশেষাহঙ্কৃতিঃ সূক্ষ্মাঙ্কুরবৎ ব্যাবহারিকী (ভবতি)। সা বুধৈঃ মহাজাগ্রৎ ইতি প্রোক্তা, সা তু জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যে ব্যষ্ট্যবস্থাত্রয়ে 'জাগ্রৎ' অবস্থা ইতি স্মৃতা।

সূক্ষ্ম অঙ্কুর যেমন যবাদি বীজের পরিচয়ের কারণ হয় (অর্থাৎ তদ্বারা যেমন ইহা যব, ইহা গম, ইত্যাদি প্রকারভেদ জানা যায়) সেই রূপ বিশেষাহঙ্কার, জীবকে, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি রূপে পরিচিত করে, এবং সেইরূপে ব্যবহার-নির্ব্বাহক হয়। বিবেকিগণ তাহাকে মহাজাগ্রৎ বলিয়া থাকেন। তাহাই কিন্তু আবার ব্যষ্টিজীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ে 'জাগ্রৎ অবস্থা' এই ব্যাবহারিক নামে মুনিগণের নিকট পরিচিত। (জীবের এই তিন অবস্থাতেই অজ্ঞানের সহিত ব্যবহার তুল্যরূপ বলিয়া

* "ঈক্ষণ"= যথা ঐতৈরেয় উ, ১।১,৩।১১, ছান্দোগ্য উ৬।২।৩, ৪, বৃহদা উ, ১।৪।২ ৪, ইত্যাদি। 'আনন্দময় কোশ' যথা তৈত্তিরীয় উ ২।৫।১, ২।৮।১।

তাঁহারা এই তিন অবস্থার একই নামান্তর 'জাগ্রৎঅবস্থা' কল্পনা করিয়া থাকেন)।

জাগ্রদেব যদা জীবো মনোরাজ্যং করোতি হি।
জাগ্রতঃ স্বপ্ন ইব যৎ স জাগ্রৎস্বপ্ন উচ্যতে॥১১।

অন্বয়—যদা জীবঃ জাগ্রৎ এব মনোরাজ্যং করোতি হি, যৎ জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ ইব, স জাগ্রৎস্বপ্নঃ উচ্যতে।

যখন জীব জাগ্রৎ থাকিয়াই মানসসংসার রচনা করে, যাহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ, এবং যাহা জাগ্রৎজীবের স্বপ্নদর্শন সদৃশ, তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলে। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

লোক প্রসিদ্ধো যঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে॥ ১২।

অন্বয়—যঃ লোকপ্রসিদ্ধঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্নঃ ইতি কথ্যতে।

সকলেই যে স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকে, তাহাই এস্থলেও স্বপ্ন নামে নিরূপিত হয়। ইহা পঞ্চম অবস্থা।

জাতেঽপি জাগরে জন্তোঃ স্বপ্নদৃষ্টার্থ ভাসনম্।
প্রত্যক্ষমিব সংস্কারাৎ স্বপ্নজাগ্রত্তদুচ্যতে॥ ১৩।

অন্বয়—জন্তোঃ জাগরে জাতে অপি সংস্কারাৎ প্রত্যক্ষম্ ইব (যৎ) স্বপ্নদৃষ্টার্থভাসনম্ তৎ স্বপ্নজাগ্রৎ উচ্যতে।

জীবের জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হইলেও, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অনুভবজনিত সংস্কার বশতঃ, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের যে প্রত্যক্ষের ন্যায় উপলব্ধি, তাহাকে স্বপ্নজাগ্রৎ বলে।

ষড়বস্থাপরিত্যাগে সুষুপ্তিঃ সপ্তমী মতা।
অজ্ঞানভূমিকাস্ত্বেতাঃ শৃণু বিজ্ঞানভূমিকাঃ॥১৪।

অন্বয়—ষড়বস্থাপরিত্যাগে (যা) সুষুপ্তিঃ (সা) সপ্তমী মতা। এতাঃ তু অজ্ঞানভূমিকাঃ, বিজ্ঞানভূমিকাঃ শৃণু।

পূর্ব্বোক্ত ছয় অবস্থা না থাকিলে, অবশিষ্ট যে একপ্রকার অবস্থা হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। এইগুলি মহামোহের অবস্থা। এক্ষণে বিজ্ঞানের অর্থাৎ বিবেকের যে সাত অবস্থা আছে, তাহা শ্রবণ কর।

জ্ঞানভূমিকাঃ।

জিজ্ঞাসাথ বিচারাখ্যা ততস্তু তনুমানসা।
সত্ত্বাপত্তিরসংসক্তিঃ পদার্থাভাবিনী তথা॥
সপ্তমী তুর্য্যমিত্যুক্তা তুর্য্যাতীতমতঃ পরম্॥ ১॥

(১) জিজ্ঞাসা, (২) বিচার, (৩) তনুমানসা, (৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, (৭) তুর্য্য, এই সাতটি জ্ঞানভূমিকা। ইহার পর তুর্য্যাতীতাবস্থা।

আমি কেন মূঢ়ই হইয়া থাকি ; আমি শাস্ত্রের ও সজ্জনের সাহায্যে বিচার করি—বৈরাগ্যপূর্ব্বক এইরূপ ইচ্ছা হইলে, সেই অবস্থার নাম জিজ্ঞাসা। যে অবস্থায় শাস্ত্র ও সজ্জনের সাহায্যে বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বক সদ্বস্তুর বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম বিচার। যে অবস্থায়, জিজ্ঞাসা ও বিচারবশতঃ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে, সেই অবস্থার নাম তনুমানসা। উক্ত ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসবশতঃ, চিত্তে বাহ্যবিষয়ের নিবৃত্তি হওয়ায়, (মায়া ও মায়ার কার্য্যসমূহ হইতে) পরিশোধিত (সর্ব্বাধিষ্ঠান) সন্মাত্রস্বরূপ আত্মায় অবস্থিতি হইলে, সেই অবস্থার নাম সত্ত্বাপত্তি। সত্ত্বাপত্তির অভ্যাস বশতঃ, চিত্তে যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর

আকারের স্পর্শাভাব হয়, এবং সেই সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের সংস্কারসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং তাহার ফলে পরমানন্দময় নিত্য অপরোক্ষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকারিতার অনুভব হয়, তখন সেই অবস্থার নাম অসংসক্তি। পূর্ব্বোক্ত ভূমিকাপঞ্চকের অভ্যাস বশতঃ আত্মায় দৃঢ়রতি জন্মিলে, বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থেরই প্রতীতি হয় না; তখন অন্য ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিলে, যোগী বাহ্যবৃত্তিক হন; তাঁহার সেই অবস্থার নাম পদার্থাভাবিনী। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি ভূমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিলে, যখন কোনক্রমে অর্থাৎ পরপ্রযত্নেও, ভেদবুদ্ধির উপলব্ধি হয় না, তখন যোগী কেবল স্বস্বরূপেই অবস্থান করেন; তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে তুর্য্যাবস্থা বলে। (যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ১১৮ সর্গ, ৮—১৫ শ্লোক)।

আসামেব নামান্তরাণি।

মুমুক্ষা চ সমক্ষা চ পরীক্ষা চ পরোক্ষকা।
অপরোক্ষা মহাদীক্ষা পরাকক্ষেতি সপ্ত তাঃ। ২॥

পূর্ব্বোক্ত সাতভূমিকার নামান্তর যথা—

(১) মুমুক্ষা—সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষের ইচ্ছা।

(২) সমক্ষা—সম্যক্ অক্ষ বা বিচাররূপ নেত্র যে অবস্থায় খুলিয়া যায়।

(৩) পরীক্ষা—যে অবস্থায় পরীক্ষা বা মনন উপস্থিত হয়।

(৪) পরোক্ষকা—যে অবস্থায় 'ক' অর্থাৎ ব্রহ্ম পরোক্ষরূপে জ্ঞাত হন।

(৫) অপরোক্ষা—যে অবস্থায় ব্রহ্ম অপরোক্ষ হন।

(৬) মহাদীক্ষা—যে অবস্থায় 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ মহতী দীক্ষা, দীক্ষণ বা সংস্কারবিশেষ জন্মে।

(৭) পরাকক্ষা—যে অবস্থা, উৎকৃষ্ট কক্ষা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ।

অন্য গ্রন্থে এই সাত ভূমিকার নাম :—

প্রথমা ত্বধিকারাখ্যা দ্বিতীয়া শ্রবণাত্মিকা।
তৃতীয়া মননপ্রায়া নিদিধ্যাসশ্চতুর্থিকা ॥ ৩ ॥
সাক্ষাৎকারঃ পঞ্চমী স্যাৎ ষষ্ঠী পরিণতিঃ স্মৃতা।
সপ্তমীতু পরাকাষ্ঠা সৈব তুর্য্যমিতীরিতা ॥ ৪ ॥

অধিকার, শ্রবণাত্মিকা, মননপ্রায়া, নিদিধ্যাস, সাক্ষাৎকার, পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা, এই সাতটি যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত সাতটি ভূমিকার নামান্তর। এই পরাকাষ্ঠা নামক অবস্থাই পূর্ব্বোক্ত তুর্য্যাবস্থা। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যার্থপরিণতিরূপবৃত্তি চরমসুখ বলিয়া তাহার নাম পরাকাষ্ঠা।

প্রথমায়াং তু বিদ্যার্থী দ্বিতীয়ায়াং পদার্থবিৎ।
নিঃসংশয়স্তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং পণ্ডিতো ভবেৎ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্তানুভূতিঃ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যামানন্দঘূর্ণিতঃ।
সপ্তমী সহজা তুর্য্যা, তুর্য্যাতীতমতঃপরম্ ॥ ৬ ॥

যিনি প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বিদ্যার্থী অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রার্থী। যিনি দ্বিতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন তাঁহার নাম পদার্থবিৎ কেন না তিনি 'তৎ', 'ত্বং' প্রভৃতি পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ এবং 'অসি' প্রভৃতি পদের অর্থ, উক্ত দুই দুই পদার্থের ঐক্য—ইহা অবগত হইয়াছেন। যিনি

তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম নিঃসংশয়। যিনি চতুর্থ ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম পণ্ডিত; কেননা তিনি সমস্ত পদপদার্থে সমদর্শী হইয়াছেন। যিনি পঞ্চম ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম প্রাপ্তানুভূতি। যিনি ষষ্ঠ ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম আনন্দঘূর্ণিত; কেননা তিনি আনন্দ দ্বারা ঘূর্ণিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হন, আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু আস্বাদন করেন না। তুর্য্যানাম্নী সপ্তমী ভূমিকা সহজানন্দস্বভাবা। সেই ভূমিকারূঢ়ের নাম 'সহজানন্দ'। তাহার পর যে অবস্থা, তাহার নাম তুর্য্যাতীত অর্থাৎ সপ্তমভূমিকাদ্বারা অস্পৃষ্ট।

ভূমিকাত্রিতয়ং পূর্ব্বং ত্বত্র জাগ্রদিতি স্মৃতম্।
জিজ্ঞাসোরত্র সংসারো যথাপূর্ব্বং যতঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—অত্র তু পূর্ব্বং ভূমিকাত্রিতয়ং জাগ্রৎ ইতি স্মৃতম্ যতঃ অত্র জিজ্ঞাসোঃ সংসারঃ যথাপূর্ব্বং স্থিতঃ :

সপ্তম ভূমিকার নাম তুর্য্য বা চতুর্থ কেন হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত সাত ভূমিকাতে জাগ্রতাদি চারিটি অবস্থা দেখাইতেছেন:— এই সাতটি ভূমিকার মধ্যে প্রথম তিনটি, জাগ্রৎ নামে প্রসিদ্ধ; কেননা, জিজ্ঞাসুর অজ্ঞানাবস্থায় সংসার যেরূপ দৃশ্যদর্শনদ্রষ্টৃরূপ ছিল, উক্ত প্রথম তিন অবস্থায়, তাঁহার সংসার সেইরূপই থাকে।

চতুর্থী স্বপ্ন ইত্যুক্তা স্বপ্নাভং যত্র বৈ জগৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—চতুর্থী (ভূমিকা) স্বপ্নঃ ইত্যুক্তা, যত্র জগৎ বৈ স্বপ্নাভং (ভবতি)।

সত্ত্বাপত্তি নামে চতুর্থ ভূমিকাকে 'স্বপ্ন' বলা হয়, কেননা সেই অবস্থাতে জগৎ, স্বপ্নোত্থিত পুরুষের স্বপ্নপদার্থপ্রতীতি, যেরূপ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়।

সুষুপ্তিঃ শিথিলা গাঢ়া দ্বিবিধাদ্যা তু পঞ্চমী।
ষষ্ঠী গাঢ়সুষুপ্তিঃ স্যাৎসপ্তমী তুর্য্যমুচ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—সুষুপ্তিঃ দ্বিবিধা, শিথিলা, গাঢ়া; পঞ্চমী ভূমিকা (অসংসক্তি নাম্নী) তু আদ্যা (সুষুপ্তিঃ); ষষ্ঠী ভূমিকা গাঢ়সুষুপ্তিঃ স্যাৎ; সপ্তমী তুর্য্যম্ উচ্যতে।

সুষুপ্তি দুই প্রকারের হইয়া থাকে, শিথিলা এবং গাঢ়া; তন্মধ্যে অসংসক্তি নামক পঞ্চম ভূমিকা "শিথিলা" সুষুপ্তি এবং পদার্থাভাবিনী নামে ষষ্ঠ ভূমিকা গাঢ়সুষুপ্তি। (এইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির ক্রম ধরিয়া) সপ্তম ভূমিকাকে তুর্য্য বলা হয়।

অত্র প্রশ্নঃ।

সংসারমেব যো বেত্তি মোক্ষমার্গং ন বেত্তি যঃ।
তস্য সংসারিণঃ পূর্ব্বং মুমুক্ষা জায়তে কথম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—যঃ সংসারম্ এব বেত্তি, যঃ মোক্ষমার্গং ন বেত্তি, তস্য সংসারিণঃ পূর্ব্বং কথং মুমুক্ষা জায়তে ?

যে অজ্ঞানী কেবলমাত্র সংসার অর্থাৎ বর্ত্তমান দৃশ্যপ্রপঞ্চকেই জানে, (এই সংসারের পারমার্থিক ও পারলৌকিক এই উভয়বিধ রূপ জানে না); এবং যে অজ্ঞানী মোক্ষমার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতির উপায়ভূত শাস্ত্র জানে না, অর্থাৎ কেবলমাত্র ঐহিক ও পারলৌকিক সংসার জানে, সেই উভয়বিধ সংসারীর প্রথমে মোক্ষেচ্ছা কি প্রকারে জন্মে ?

যাদৃশো যস্য সংস্কার স্তাদৃশী তস্য বাসনা।
সংসারসংস্কারবতো মুমুক্ষা জায়তে কথম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যস্য যাদৃশঃ সংস্কারঃ তস্য তাদৃশী বাসনা (ভবতি)। সংসার-সংস্কারবতঃ (পুরুষস্য) কথম্ মুমুক্ষা জায়তে ?

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কার যাহার যেরূপ, তাহার সেইরূপই ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। সংসারপ্রবৃত্ত জীবের সংসারসংস্কার ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই। তাহার মোক্ষের ইচ্ছা কি প্রকারে জন্মিতে পারে ?

মোক্ষে তু বিষয়ো নাস্তি সুখংন বিষয়ৈর্বিনা।
ইতি মূঢ়ধিয়াং পূর্ব্বং মুমুক্ষৈব কথং ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—মোক্ষে তু বিষয়ঃ নাস্তি, বিষয়ৈঃ বিনা সুখং ন ভবেৎ, ইতি মূঢ়ধিয়াং মুমুক্ষা এব পূর্ব্বং কথং ভবেৎ ?

আর ব্রহ্মনামক বেদান্তপ্রতিপাদ্য মোক্ষে, সুখের সাধনভূত বিষয়ও নাই, এবং বিষয় বিনা সুখও হয় না। এই হেতু মূঢ়বুদ্ধি লোকের মোক্ষেচ্ছা প্রথমে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে ?

অত্রোত্তরম্।

অজ্ঞানভূমিকা হইতে জ্ঞানভূমিকায় অবতরণের কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ :—

নিষ্কামা বা সকামা বা ভক্তি বিষ্ণোঃ শিবস্য বা।
সপ্রেম হৃদয়ে জাতা মুমুক্ষাকারণং হি তৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—বিষ্ণোঃ শিবস্য বা সকামা বা নিষ্কামা বা ভক্তিঃ (যদি) হৃদয়ে সপ্রেম (যথা স্যাৎ তথা) জাতা ভবেৎ, তৎ হি মুমুক্ষাকারণম্।

বিষ্ণুর প্রতি অথবা শিবের প্রতি ভক্তি সকাম হউক অথবা নিষ্কাম হউক, যদি প্রেমপূর্ব্বক অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়, তবে তাহাই মোক্ষের ইচ্ছা উৎপাদন করে।

কদাচিচ্ছুদ্ধভাবেন গঙ্গাতীরে তপঃ কৃতম্।
তৎপুণ্যপরিপাকেন মুমুক্ষা জায়তে সতাম্॥ ১৪ ॥

অন্বয়—শুদ্ধভাবেন গঙ্গাতীরে কদাচিৎ তপঃ কৃতম্। তৎপুণ্য পরিপাকেন সতাং কদাচিৎ মুমুক্ষা জায়তে।

কোনও সময়ে, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে নিষ্কামভাবে, গঙ্গাতীরে অথবা কোনও পুণ্যস্থানে, শীতোষ্ণাদিসহনপূর্ব্বক নিজ নিজ অধিকারোচিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অথবা করা থাকিলে, সেই সকল শুভকর্ম্মের ফলদানপ্রবণতাবশতঃ শুদ্ধান্তঃকরণ সাধকের মোক্ষেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

যদি সেরূপ সুযোগ না ঘটে, তবে—

বিদুষাং বীতরাগানামন্নপানাদি সেবয়া।
সঙ্গত্যা প্রণয়েনাপি মুমুক্ষাকস্মিকী ভবেৎ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—বীতরাগানাম্ বিদুষাম্ অন্নপানাদিসেবয়া, প্রণয়েন সঙ্গত্যা, অপি আকস্মিকী মুমুক্ষা ভবেৎ।

অন্নপানাদি দ্বারা, বিষয়াসক্তিবর্জ্জিত বিচারশীল জ্ঞানিগণের সেবা করিলে, অথবা প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গ করিলে, অকস্মাৎ মোক্ষেচ্ছা জন্মিতে পারে।

তদুক্তম্।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গীতায় (৭।৩) কথিত হইয়াছে :—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ১৬॥

অন্বয়—মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি; যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি।

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও লোক জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন এবং যত্নপর সিদ্ধগণের মধ্যে, কোনও ব্যক্তি আমাকে, স্বরূপতঃ জানিতে পারেন।

আর বাসিষ্ঠ রামায়ণেও আছে—

চলার্ণবযুগচ্ছিদ্রকূর্ম্মগ্রীবাপ্রবেশবৎ।
অনেক জন্মনামন্তে বিবেকী জায়তে পুমান্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—চলঃ চঞ্চলঃ অর্ণবঃ তরঙ্গঃ তস্য যুগং যুগ্মং তস্য ছিদ্রং মধ্যবর্ত্ত্যবকাশঃ তত্রস্থিতঃ যঃ কূর্ম্মঃ কচ্ছপঃ উভয়পার্শ্বে নিরন্তরং তরঙ্গকৃত তাড়নেন বিহ্বলং, তস্য গ্রীবায়াঃ কণ্ঠচরণাদ্যঙ্গানাং কঞ্চুকমধ্যে প্রবেশঃ ইব, অনেক জন্মনাম্ অন্তে পুমান্ বিবেকী জায়তে।

উভয়পার্শ্বে নিরন্তর তরঙ্গতাড়ন দ্বারা বিহ্বল হইয়া কচ্ছপ যেরূপ গ্রীবাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনার কঞ্চুক মধ্যে টানিয়া লয়—অন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ অনেক জন্মের পর সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে বিহ্বল হইয়া মনুষ্য, ইন্দ্রিয়, মনপ্রভৃতিকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, আত্মানাত্ম বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

সোপাস্তীনাং কর্ম্মণাং তু চিত্তশুদ্ধিঃ ফলং মতম্।
বেদনেচ্ছা বেদনং বা চিত্রা সৎকর্ম্মনাং গতিঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—সোপাস্তীনাং কর্ম্মনাং তু চিত্তশুদ্ধিঃ, বেদনেচ্ছা, বেদনং বা ফলং মতম্, সৎকর্ম্মণাং গতিঃ চিত্রা।

উপাসনার সহিত নিজনিজ অধিকারনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা বা আত্মজ্ঞানরূপফলাভ হয়, পণ্ডিতগণ

স্বীকার করিয়া থাকেন। বন্ধনফলক কর্ম্মের জ্ঞানরূপফল অসম্ভব নহে, কেন না শাস্ত্রবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ফল বিচিত্র। কর্কটীর কাম্য তপস্যাদ্বারা জ্ঞানলাভ, দাশূরের কদম্ব বৃক্ষোপরি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি, বাসিষ্ঠ রামায়ণে বর্ণিত আছে।

বেদান্তৈরপি জিজ্ঞাসোস্তস্মাৎ কর্ম্মোররীকৃতম্।
শ্রদ্ধা চিত্তস্য শান্তিশ্চ দান্তিশ্চোপরমস্তথা।
মুমুক্ষাসাধনানাং তু সম্পৎ প্রথম ভূমিকা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ বেদান্তৈঃ অপি জিজ্ঞাসোঃ কর্ম্ম উররীকৃতম্। শ্রদ্ধা, চিত্তস্যশান্তিঃ, দান্তিঃ তথা উপরমঃ (ইতি) মুমুক্ষাসাধনানাং সম্পৎ তু প্রথমভূমিকা ভবতি।

সেই কারণে উপনিষদাদি জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রেও জিজ্ঞাসুর জন্য অর্থাৎ তাহার জ্ঞানেচ্ছা দৃঢ় করিবার জন্য, নিজ নিজ অধিকারোচিত নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে। (এই হেতু জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্তির জন্য কর্ম্মের উপযোগিতা আছে), কিন্তু মুমুক্ষা উৎপাদনের জন্য শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, অন্তঃকরণে শান্তি—বাসনাশূন্যতা, দান্তি—বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপরম—বিষয়ভোগ উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহতা, এইগুলির আবশ্যকতা আছে। তাহারা মুমুক্ষার সাধন। সুতরাং সেই সকল মুমুক্ষাসাধনের সম্পৎ প্রাপ্তিই প্রথম ভূমিকা। তাহা অপেক্ষাও অত্যাবশ্যক এক অন্তরঙ্গ সাধন আছে—

গুরূপসদনং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যং হি মুমুক্ষুণা।
গুরুমেবাভিগচ্ছেচ্চ বিজ্ঞানার্থমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—মুমুক্ষুণা পূর্ব্বং গুরূপসদনং হি কর্ত্তব্যম্, যতঃ বিজ্ঞানার্থং গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ চ ইতি শ্রুতিঃ (অস্তি)।

মুমুক্ষুর প্রথমে বেদান্তবক্তা গুরুর সন্নিধানে সেবকরূপে উপস্থিত হওয়া উচিত। একথা বেদে প্রসিদ্ধ। বেদ বলিতেছেন (মুণ্ডক,উ ১।২।১২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"— যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তিনি সমিধ্ কাষ্ঠ প্রভৃতি কোনও উপহার হস্তে লইয়া, উপদেষ্টা আচার্য্যের নিকট গমন করিবেন, (নিজের বুদ্ধিমত্তার অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিবেন না।); কারণ কথিত আছে—

"বেদান্তানামনেকত্বাৎ সংশয়ানাং বহুত্বতঃ। বেদস্যাপ্যতিসূক্ষ্মত্বান্ন জানাতি গুরুং বিনা॥" উপনিষৎগ্রন্থ বহু, সংশয়ও অনেক, এবং জ্ঞেয় বস্তুও অতি সূক্ষ্ম; সেইহেতু, সাধক গুরুর উপদেশ বিনা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সেইগুরু শ্রোত্রিয়—অধীতবেদার্থ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন।

মোক্ষএব মমাস্ত্বীশ মাস্তু সংসারদর্শনম্।
ইতি যঃ সুদৃঢ়ো ভাবো মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ॥ ২১॥

অন্বয়—হে ঈশ মম মোক্ষ এব অস্তু, সংসারদর্শনং মা অস্তু ইতি যঃ সুদৃঢ়ঃ ভাবঃ, তৎ হি মুমুক্ষালক্ষণম্।

হে অন্তর্যামিন্, আমার যেন মোক্ষই হয়; অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজনিত বিক্ষেপ, যাহার নাম সংসার, তাহার ভোগ যেন আমার না ঘটে। এইরূপ যে সুদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্ষা বা জিজ্ঞাসাভূমির লক্ষণ।

পুণ্যক্ষেত্রেষু যা বুদ্ধিঃ পুণ্যতীর্থেষু যা রুচিঃ।
মোক্ষধর্ম্মেষু যা শ্রদ্ধা মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ॥ ২২॥

কুরুক্ষেত্রাদিপুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসজনিত যে প্রীতি, পুষ্করাদি তীর্থে যে রুচি, এবং মোক্ষের সাধনভূত নিষ্কামধর্ম্মে অথবা গুরুসেবা হইতে আরম্ভ করিয়া বিচার পর্য্যন্ত যে সকল মোক্ষধর্ম্ম, তাহাতে যে বিশ্বাস—তাহাও মুমুক্ষার লক্ষণ।

যতঃ কুতশ্চিদানীয় জ্ঞানশাস্ত্রাণ্যবেক্ষতে।
চিন্তয়ংস্তস্য তাৎপর্য্যং মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ॥ ২৩॥

অন্বয়—যতঃ কুতশ্চিৎ জ্ঞানশাস্ত্রাণি আনীয় অবেক্ষেতে, তস্য (গ্রন্থস্য) তাৎপর্য্যং চিন্তয়ন্ তিষ্ঠতি, তৎ হি মুমুক্ষালক্ষণম্।

যে কোন স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্রসকল সংগ্রহ করিয়া, তাহার পাঠে রত হয়। সেই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য স্থির হইয়া চিন্তা করে, তাহাও মুমুক্ষালক্ষণ।

মহতাপি প্রযত্নেন কুর্য্যাৎ পণ্ডিতসংগতিম্।
সংস্থাপয়তি মূর্দ্ধানং তেষাং চরণপঙ্কজে॥ ২৪॥

অন্বয়—মহতা প্রযত্নেন অপি পণ্ডিতসঙ্গতিং কুর্য্যাৎ, তেষাং চরণ-পঙ্কজে মূর্দ্ধানং সংস্থাপয়তি।

অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিয়া, (সকল প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া) বিবেকী সমদর্শী পুরুষের সঙ্গ লাভ করে, এবং তাঁহাদের চরণকমলে মস্তক অর্পণ করে—প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় নিরত হয়।

প্রশ্নান্ মনোগতান্ পৃচ্ছেৎস্বাজ্ঞানং চ প্রকাশয়েৎ।
তেষামুত্তরবাক্যানাং তাৎপর্য্যং হৃদি ধারয়েৎ॥২৫॥

অন্বয়—মনোগতান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছেৎ, স্বাজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ চ, তেষাম্ উত্তরবাক্যানাং তাৎপর্য্যং হৃদি ধারয়েৎ।

মুমুক্ষু, মনোগত প্রশ্ন বিবেকী পুরুষগণকে জিজ্ঞাসা করেন; আপনার অজ্ঞান তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন; এবং তাঁহাদের উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করেন। ইহাও মুমুক্ষুর লক্ষণ।

নাধর্ম্মো রোচতে যস্য যস্য ধর্ম্মে সদা রুচিঃ।
কাম্যধর্ম্মে ন চ শ্রদ্ধা, মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ ॥২৬॥

অন্বয়—যস্য অধর্ম্মঃ ন রোচতে ; যস্য ধর্ম্মে সদা রুচিঃ (ভবতি), কাম্য ধর্ম্মে চ শ্রদ্ধা ন (অস্তি তস্য) তৎ হি মুমুক্ষালক্ষণম্।

অধর্ম্ম বা অবিহিত আচরণ যাঁহার ভাল লাগে না ; বিপদে সম্পদে, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত আচারে যাঁহার প্রীতি অবিচলিত থাকে, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগের সাধনরূপ, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কাম্যকর্ম্মে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই,—ইহার দ্বারা আমি অক্ষয় সুখ ও কৃতার্থতা লাভ করিব এইরূপ বিশ্বাস নাই, তিনি মুমুক্ষু, অর্থাৎ এগুলিও মুমুক্ষুতার লক্ষণ।

রাগদ্বেষমদক্রোধলোভমৎসরবৃত্তিষু।
স্বভাবাদ্ গ্লানিমাপ্নোতি মুমুক্ষালক্ষণং হি তৎ ॥২৭॥

স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি, প্রতিকূল জনের প্রতি অপ্রীতি, দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধিবশতঃ আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে সাতিশয় চেষ্টা, অপরের উৎকর্ষ সহন করিতে না পারা ;—এই প্রকার চিত্তবৃত্তিসমূহে স্বভাবতঃই (অর্থাৎ দোষদৃষ্টি না করিলেও) যাঁহার গ্লানি উৎপন্ন হয়, তিনি মুমুক্ষু—ইহাও এক মুমুক্ষার লক্ষণ।

তত্র শ্লোকঃ :—

এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক মনে পড়িল :—

প্রেক্ষিতুং ন বিজানাতি প্রেক্ষণে কুরুতে মনঃ।
লজ্জাং জহাতি নৈবেয়ং বয়ঃসন্ধিরয়ং কিল ॥২৮॥

অন্বয়—ইয়ং (বধূঃ) (ভর্ত্তারং) প্রেক্ষিতুং ন বিজানাতি, প্রেক্ষণে মনঃ কুরুতে, লজ্জাং ন এব জহাতি, অয়ং বয়ঃসন্ধিঃ কিল।

এই নব বধূটী কি প্রকারে আপনার পতিকে কৌশলে দেখিয়া লইতে হয়, তাহা শিখে নাই; কিন্তু মনটা করিতেছে 'দেখি দেখি'; এ দিকে লজ্জাও ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—ইহাকেই বলে সেই বয়ঃসন্ধি।

সেইরূপ নূতন জিজ্ঞাসু, জীবব্রহ্মের জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করিতে হয়, জানে না; মূঢ় বলিয়া অথবা লজ্জালু বলিয়া অথবা বন্ধুপরিহাসের ভয়ে, সেই জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহার মন গুরুশাস্ত্রদর্শনে তাহাকে ভিতরে প্রেরণা করিতেছে; এদিকে সে লজ্জাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসু জীবনে অজ্ঞান ও জ্ঞানের সন্ধিও বালার বয়ঃসন্ধির ন্যায়।

চলিতা স্বামিগেহায় বধূঃ খিদ্যতি রোদিতি।
ইদমত্র সমাধানং পদমগ্রে দধাতি যৎ ॥২৯॥

অন্বয়—বধূঃ স্বামীগেহায় চলিতা খিদ্যতি রোদিতি। (কিম্ ইয়ং জনকগৃহে স্থাস্যতি, উত পতিগৃহে যাস্যতি ইতি সন্দেহে) যৎ (সা) অগ্রে পদং দধাতি, ইদং অত্র সমাধানম্ (সন্দেহনিবর্ত্তকম্ ভবতি)।

পতিগৃহে যাইবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইলে, নববধূ দুঃখিতা হয় এবং রোদন করে। (সেইরূপ অবস্থায় সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে,—সে পিতৃগৃহের আকর্ষণ প্রবল হইবে অথবা পতিগৃহের আকর্ষণ প্রবল হইবে,—যাইবে কি থাকিয়া যাইবে) তখন তাহার চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সন্দেহ মিটিয়া যায়—যখন সে চরণ উঠাইয়া অগ্রে স্থাপন করে।

সেইরূপ মহামোহের সংস্কার প্রথম ভূমিকায় সাধককে সংশয়াকুল করে, কিন্তু পরবর্ত্তী ভূমিকায় অর্থাৎ বিচারে প্রবৃত্তি দেখিলেই বুঝা যায় যে পরমাত্মসঙ্গের আশা, পূর্ব্বস্নেহসংস্কারকে পরাভূত করিল। বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই পূর্ব্বস্নেহসংস্কার জীবের অপনীত হইয়া যায়।

দ্বিতীয়জ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

প্রকৃতেলর্ক্ষণং ত্বেতদিদং বিকৃতিলক্ষণম্।
স্বরূপং পুরুষস্যেদং তদ্বিচারস্য লক্ষণম্॥ ১॥

অন্বয়—ইদং প্রকৃতেঃ লক্ষণম্, ইদং তু বিকৃতিলক্ষণম্, ইদং পুরুষস্য স্বরূপম্, তৎ বিচারস্য লক্ষণম্।

যাবতীয় পদার্থ, এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়, (১) প্রকৃতি, (২) বিকৃতি ও (৩) পুরুষ। পুরুষব্যতীত যাবতীয় পদার্থের কারণভূত, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির লক্ষণ এইরূপ, অর্থাৎ অপর দুই প্রকার পদার্থের লক্ষণ হইতে প্রকৃতির লক্ষণকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা; সেইরূপ বিকৃতির অর্থাৎ যাবতীয় কার্য্যবর্গের লক্ষণ এইরূপ, অর্থাৎ অপর দুই প্রকার পদার্থের লক্ষণ হইতে বিকৃতির লক্ষণকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা; এবং পুরুষের অর্থাৎ অসঙ্গ, উদাসীন আত্মার লক্ষণ এই, অর্থাৎ অপর দুইপ্রকার পদার্থের লক্ষণ হইতে পুরুষের লক্ষণকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা—ইহারই নাম বিচার। [প্রকৃতি-বিকৃতি নামক চতুর্থ প্রকারের পদার্থ সাংখ্যাচার্য্যগণের অনুমোদিত; তাহা প্রকৃতিবিকৃতির মধ্যাবস্থা বলিয়া 'বিকৃতির' মধ্যেই পরিগণিত]।

ইদং সত্যং ইদং মিথ্যা ত্বিদং চেত্যমিয়ং হি চিৎ।
ইদং ব্রহ্মত্বিয়ং মায়া তদ্বিচারস্থ লক্ষণম্॥ ২॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই যাহার বাধা—বিপরিলোপ—হয় না, সেই আত্মস্বরূপই সত্য; তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিবিকৃতিজাত, যাবতীয় বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া সাক্ষাৎ অনুভব করা,; অসঙ্গ, কূটস্থরূপ চেতনা হইতে, চেত্যকে—প্রকৃতিবিকৃতিরূপ চেতনার বিষয়সমূহকে—পৃথক করিয়া, কেবলমাত্র চেতনার অনুসন্ধান করা; দেশ, কাল, বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অঘটনঘটনসমর্থা শক্তিরূপা মায়াকে পৃথক্ করিয়া কেবল ব্রহ্মের অনুভব করা—ইহারই নাম বিচার।

কস্মিন্নিদং কুতশ্চেদং কিমিদং কেন বা কৃতম্।
কথমেতদ্বিলীয়তে তদ্বিচারস্য লক্ষণম্॥ ৩॥

অন্বয়—ইদং কস্মিন্ (তিষ্ঠতি) কুতশ্চ ইদং (জাতম্), ইদং কিম্ (ভবতি), কেন বা ইদং কৃতম্, এতৎ কথং বিলীয়তে,—তৎ বিচারস্থ লক্ষণম্।

এই দৃশ্য কার্য্যকারণপ্রপঞ্চ কোন্ আধারে অবস্থিত? ইহা কোন্ কারণ হইতে সমুৎপন্ন? ইহা কি? (সৎ অথবা অসৎ), কেই বা ইহা করিল? কি প্রকারেই বা ইহার তিরোভাব ঘটান যাইতে পারে? (কর্ম্ম দ্বারা, যোগদ্বারা, অথবা জ্ঞানদ্বারা *)—ইহাই বিচারের লক্ষণ।

---

* টীকাকার এই বিচারপ্রণালী এইরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের আধার সৎ অথবা অসৎ? ইহা সৎ হইতে পারে না, কেন না এই প্রপঞ্চ অসৎ; সৎ ও অসৎ বস্তুর পরস্পর আধারাধেয় ভাব ঘটিতে পারে না। আকাশ, যাহা ব্যবহারিকরূপে সৎ, তাহা একান্তঅসৎ আকাশকুসুমের আধার হইল, ইহা দেখা, বা শুনা যায় না।

ক ঈশ্বরশ্চ কো জীবঃ কা মুক্তিঃ কিন্তু বন্ধনম্।
কিং দ্বৈতং কথমদ্বৈতং তদ্বিচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—ঈশ্বরঃ কঃ, চ জীবঃ কঃ, মুক্তিঃ কা, বন্ধনম্ তু কিম্, দ্বৈতং কিম্, অদ্বৈতম্ কথম্ অস্তি।

ঈশ্বর কে? এইরূপ সন্দেহ? তাহার সিদ্ধান্ত ঈশনাদিশক্তিমান্ (প্রভুত্বাদিশক্তিসম্পন্ন) সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তর্যামী, বিদ্যোপাধিক, জগতের নিমিত্তকারণ ইত্যাদিলক্ষণ পুরুষবিশেষ। জীব কে এইরূপ সন্দেহ। তাহার সমাধান—কূটস্থসাক্ষিচিদাত্মসহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস; তাহার উপাধি অবিদ্যা; অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি তাহার লক্ষণ।

এই আধার অসৎ হইতে পারে না, কারণ যদি ইহা অসৎই হইল, তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে ব্যবহারিকরূপে সৎ বস্তুর আধার হইবে? অতএব এই জগৎ দৃশ্যমান্ হইলেও নিরাধার বলিয়া মিথ্যা।

জগৎকারণ সৎ অথবা অসৎ? ইহা সৎ হইতে পারে না, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চের কোনও সৎবস্তুর কার্য্যস্বরূপ হওয়া অসম্ভব। তাহা অসৎ হইতে পারে না, কারণ অসৎ বা শূন্যাত্মক বস্তুর,—ব্যবহারিকসত্যরূপে প্রতীয়মান দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপ হওয়া অসম্ভব। আর জগৎ যদি অসৎকারণের কার্য্যস্বরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা অসৎ এইরূপ প্রতীতি হইত; তাহা হয় না। এতএব জগৎ অসৎ কারণের কার্য্যস্বরূপ নহে।

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৎ অথবা অসৎ? ইহা সৎ হইতে পারে না, যে হেতু ইহার উৎপত্তি লয় রহিয়াছে। ইহা সৎ হইলে, উৎপত্তিলয় থাকিত না। শ্রুতিও বলিতেছেন (বৃহদা, উ ৩।৪।২, ৩.৫।১ ৩।৭।২৩)—অতোঽন্যদার্ত্তম্—তদ্ভিন্ন (সর্ব্বান্তর আত্মা ব্যতীত) আর যা কিছু সমস্তই আর্ত্ত—বিনাশশীল। ইহা অসৎও নহে, ইহা অসৎ হইলে শশশৃঙ্গাদির উৎপত্তি দেখা যাইত। যখন তাহা দেখা যায় না, আর জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দেখা যাইতেছে, এবং এই সকল প্রপঞ্চ 'সৎ', 'সৎ' এইরূপে প্রতীতির বিষয় হইতেছে, তখন ইহা অসৎ নহে। আর ইহাকে 'সৎ-অসৎ' উভয়াত্মক বলাও যায় না, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

মুক্তি কাহাকে বলে? এইরূপ সন্দেহ। তাহার সমাধান কূটস্থরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া অবস্থানের নাম মুক্তি।

বন্ধন কিরূপ? এইরূপ সন্দেহ। তাহার নিরাকরণ কথিতপ্রকার আত্মরূপের বিপর্য্যয়ে অবস্থানের নাম বন্ধন।

দ্বৈত কিরূপ? এইরূপ সন্দেহ। তাহার সিদ্ধান্ত—পৃথকসত্ত্বা না থাকা হেতু অসদ্রূপ।

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের কর্ত্তা সৎ অথবা অসৎ? সেই কর্ত্তা সৎ হইতে পারেন না, কেননা অসৎকার্য্যের সৎকর্ত্তৃকতা অসম্ভব। শশশৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুর সৎ ধনুষ্কার দেখা যায় না। সেই কর্ত্তাকে অসৎ বলা যায় না, কেননা জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির বিষয় বলিয়া ব্যবহারিকরূপে সত্য। তাহার কর্ত্তা যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, জগৎপ্রপঞ্চ 'অসৎ' 'অসৎ' বলিয়া প্রতীত হইত; তাহাত' সেরূপে প্রতীত হয় না; এইহেতু ইহার কর্ত্তা অসৎ নহে।

কোন্ উপায়ে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিলয় হইতে পারে, কর্ম্মদ্বারা, যোগদ্বারা অথবা জ্ঞান দ্বারা? মিথ্যাস্বরূপ জগতের কর্ম্মদ্বারা বিনাশসাধন সম্ভবপর হয় না। রজ্জুতে ভ্রম বশতঃ সে সর্প দেখা যায়, তাহা দণ্ডাদি তাড়নরূপ কর্ম্মদ্বারা বিনষ্ট হইল, দেখা যায় নাই। এই হেতু ইহা কর্ম্মনাশ্য নহে। যোগদ্বারাও ইহার বিনাশ সম্ভবপর নহে, কারণ কর্ম্মই যোগের সহায়। সেইহেতু যোগদ্বারা দ্বৈতবিনাশ সম্ভবপর হয় না। কোনও সময়ে যোগ দ্বারা দ্বৈতবিনাশ প্রতীত হইলেও, তাহা বীজরূপে থাকিয়া যায়। সুতরাং অবশিষ্ট উপায়—জ্ঞান দ্বারাই ইহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—

রজ্জুসর্প মিথ্যা হইলেও তাহার আধার রজ্জু যেরূপ সত্য,—সেইরূপ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও, ইহার আধার সত্য। রজ্জুসর্প যেরূপ সত্য রজ্জু হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চও সৎকারণ হইতে উৎপন্ন। ইহা সৎ কি অসৎ এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে ইহার উৎপত্তিবিনাশ দেখিয়া, ইহা অসৎ বলিয়া নিশ্চিত হয়। ইহার কর্ত্তা অসৎ হইলে, ইহাও একান্ত অসৎ হইয়া পড়ে। সেইহেতু ইন্দ্রজালকর্ত্তা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, ইহার কর্ত্তা সৎ। জ্ঞান দ্বারাই ইহার বিলয় সম্ভবপর।

অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈতরহিত আত্মস্বরূপ কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ সন্দেহ। তাহার নিরাকরণ,—আত্মস্বরূপে কোনও কালে দ্বৈতের উৎপত্তি হয় না বলিয়া, এবং তাহা অসঙ্গ বলিয়া, আত্মস্বরূপ সেই দ্বৈতদ্বারা অস্পৃষ্ট।

ইহাই বিচারের লক্ষণ।

নিত্যানিত্যবিবেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা।
অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধিস্তদ্বিচারস্য লক্ষণম্॥ ৫

অন্বয়—নিত্যানিত্যবিবেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা-(বুদ্ধিঃ,) অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধিঃ, তৎ বিচারস্য লক্ষণম্।

আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু; প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রভৃতি যাবতীয় অনাত্ম বস্তু অনিত্য; এইরূপ বিচার বা অবধারণ দ্বারা আত্মরূপ নিত্যবস্তুতে সত্যতা বুদ্ধি, এবং মায়া ও মায়ার কার্য্য জগতে তুচ্ছতাবুদ্ধি—উদাসীনতা, ইহাই বিচারের লক্ষণ।

এবমভ্যাসযোগেন বিদুষাং মনসা সহ।
জায়তে ব্রহ্মবাদো যঃ সা তু প্রৌঢ়বিচারণা॥ ৬

অন্বয়—বিদুষাং এবং অভ্যাসযোগেন মনসা সহ যঃ ব্রহ্মবাদঃ, সা তু (চ) প্রৌঢ়বিচারণা।

বিচারশীল পুরুষগণের যখন পূর্ব্বোক্তরূপে পুনঃপুনঃ বিচার করিতে করিতে, অভ্যাসবশতঃ আপনার মনের সহিত (পশ্যন্তী নাম্নী বাণী দ্বারা) * ব্রহ্মবিষয়ে সম্ভাষণ আরম্ভ হয়, তখন, সেইরূপ দৃঢ় বিচারকে প্রৌঢ় বিচারণা কহে।

---

* রত্নপিটক গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ "দৃগ্দৃশ্য বিবেকের" "গ" পরিশিষ্টে ১৩৪ পৃষ্ঠায় "(৪) বাণী" নামক টিপ্পনী—দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংপ্রকাশরূপোঽয়ং পৃষ্ট কোঽসীতি সংবদেৎ
অহমজ্ঞো ন জানামি, মামহং কোঽহমিত্যুত ॥ ৭

অন্বয়—অয়ম্ (জীবঃ) স্বয়ংপ্রকাশরূপঃ 'কঃ অসি' ইতি পৃষ্টঃ সন্, 'কঃ অহম্' মাম্ অহম্ ন জানামি, (অতঃ) অহম্ অজ্ঞঃ ইত্যুত সংবদেৎ।

এই জীব স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, (একদীপের প্রকাশের জন্য যেরূপ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ জীব, আপনাকে জানিতে অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে না।) তথাপি কোনও জ্ঞানী যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি কে?' তখন সে বলে, আমি কিরূপ (দেহরূপ অথবা ইন্দ্রিয়রূপ অথবা প্রাণরূপ, বা মনোরূপ বা বুদ্ধিরূপ বা অহঙ্কাররূপ, বা অজ্ঞানরূপ) আমি আমাকে ঠিক জানিনা, এই কারণে আমি অজ্ঞ—এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে।

আত্মভানাদৃতে নাহমজ্ঞ ইত্যুক্তিসম্ভবঃ।
আত্মানমেব নো বেত্তি তর্হ্যয়ং জড় এব হি ॥ ৮

অন্বয়—আত্মভানাৎ ঋতে "অহম্ অজ্ঞঃ" ইতি উক্তিসম্ভবঃ ন (ভবতি)। (অয়ং) আত্মানম্ এব নো বেত্তি তর্হি অয়ম্ জড়ঃ এব হি।

(তখন যদি তাহাকে বুঝান যায়, তুমি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকলেরই দ্রষ্টা বা সাক্ষী, অতএব তুমি দেহপ্রভৃতিস্বরূপ হইতে পার না, তখনও সে বলিবে,'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে জানিনা'। তখন তাহাকে বুঝান যাইতে পারে, "তুমি, 'আমি' 'আমি' এইরূপে যে অহঙ্কারের আরোপ করিতেছ, তাহা কিসের উপর আরোপ করিতেছ? সেই আধারকে না পাইলে, তুমি 'আমি অজ্ঞ' এই রূপে অজ্ঞানাচ্ছাদিত আপনাকে কোথায় অনুভব করিতেছ?") (সেই আধার রূপ) আত্মার প্রকাশ ভিন্ন (অর্থাৎ, সেই আধারের অনুভব ব্যতিরেকে) 'আমি অজ্ঞ'

তোমার এইরূপ উক্তি সম্ভবপর হয় না। (যদি বল, 'কে বলিল আমি কোনও ঐরূপ আধার অনুভব করিতেছি, আমি কেবল অজ্ঞানাচ্ছাদিত আত্মাকে বা আপনাকেই অনুভব করিতেছি', তাহা হইলে বলি 'তোমার সেই অজ্ঞানাচ্ছাদিত আত্মা, ঘটাদির ন্যায় অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ তোমার অনুভূত সেই অজ্ঞান ও অহঙ্কার, ঘটাদির ন্যায় জড় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।') তুমি সেই প্রকাশক আত্মাকে যদি না জান—না স্বীকার কর—তাহা হইলে, তুমি বা এই সকল জীব জড়ই হইয়া পড় বা পড়ে।

তাহা হইলে জগতের প্রকাশ অসম্ভব; এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

জড়ত্বাচ্চ ঘটাদীনি কথমেব প্রকাশয়েৎ।
তস্মাদয়ং স্বমাত্মানং জানাত্যেবেতি নির্ণয়ঃ॥ ৯

অন্বয়—(আত্মনঃ) জড়ত্বাৎ, ঘটাদীনি কথম্ এব প্রকাশয়েৎ? তস্মাৎ অয়ম্ স্বম্ আত্মানম্ জানাতি এব ইতি নির্ণয়ঃ।

আত্মা জড়স্বভাব হইলে, তাহা ঘটাদিকে কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারে? (জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ ঘট নামক বস্তু, যেমন পটাদিকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ। ঘটাদি বস্তু যখন প্রকাশিত হইতেছে, তখন আত্মার প্রকাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে)। তাহা হইলে, এই জীব আপনার স্বরূপকে জানিতে পারে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

আচ্ছা তাহা হইলে 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ প্রতীতি হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

অথাত্মানমসৌ বেত্তি পরন্তু নহি বেত্তি যৎ।
বিশেষং স্বগতং তস্মাৎ স্বরূপাজ্ঞানবানয়ম্ ॥১০

অন্বয়—অথ অসৌ (জীবঃ) আত্মানম্ বেত্তি পরন্তু যৎ ন বেত্তি হি, (তৎ) স্বগতং বিশেষম্। তস্মাৎ অয়ম্ স্বরূপাজ্ঞানবান্ (ভবতি)।

এই হেতু জীব আত্মস্বরূপ জানে। তথাপি 'জানে না' বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার কারণ আপনাতে অবস্থিত অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানের স্বরূপ, জীবস্বরূপ হইতে বিভিন্ন, কেন না জীব স্বয়ংপ্রকাশ চিদ্রূপ, ইহা পরপ্রকাশ্য অচিদ্রূপ। এই হেতু সেই অজ্ঞানকে 'বিশেষ' বলা হইয়াছে)। এইকারণেই, জীব আপনার স্বরূপ জানে না বলিয়া থাকে (অর্থাৎ আপনি যে স্বভাবতঃ অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, চিন্মাত্র তদ্বিষয়ক অজ্ঞান, আপনাতে আরোপ করিয়া অজ্ঞানযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়)।

অত্র ভ্রমো বিশেষোঽত্র নাস্ত্যবাচ্যেতু চিদ্ঘনে।
নির্ব্বিশেষ স্বরূপেঽত্র বিশেষং যদি বেত্তি সঃ। ১১
বেদ্যত্বাৎ কল্পিতঃ স্বস্মিংস্তেন কিং তদ্বিচারণৈঃ।

অন্বয়—অত্র ভ্রমঃ চিদ্ঘনে অবাচ্যে অত্র (আত্মনি) বিশেষঃ নাস্তি। অত্র নির্ব্বিশেষস্বরূপে, যদি জীবঃ বিশেষং বেত্তি, (সঃ বিশেষঃ) বেদ্যত্বাৎ স্বস্মিন্ কল্পিতঃ, তেন তদ্বিচারণৈঃ কিম্?

আত্মাতে যে অজ্ঞান অনুভূত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা বলি, চিন্মাত্রস্বরূপ বাক্যের অগোচর এই আত্মায় বস্তুতঃ আদৌ কোনও বিশেষ নাই, (কেন না সেই অজ্ঞানস্বরূপ-'বিশেষ' কল্পিত মাত্র। যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া গ্রহণ করার নাম কল্পনা। কল্পিত বস্তু, বস্তুই

নহে, আর তাহার কল্পয়িতাকেও বিচারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি বল, সেই বিশেষ বা অজ্ঞান যে কল্পিত, তাহা কি প্রকারে বুঝিলেন? (তদুত্তরে বলি) যদি জীব, নির্ব্বিশেষস্বরূপ (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান-বিবর্জ্জিত) এই আত্মার 'বিশেষ' জানিতে পারে, তবে সেই 'বিশেষ', জীব আপনাতে কল্পনা করিয়া থাকে; তাহা কল্পিত মাত্র, তাহার কারণ সেই বিশেষ 'বেদ্য' অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বা জ্ঞানের বিষয়। তাহা বাস্তব হইতে পারে না। যুক্তিটি আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত—এই বিশেষ আরোপিত। হেতু—ইহার আধারের সত্ত্বা পারমার্থিক এবং ইহার সত্ত্বা তদ্রূপ নহে। একে, আধার হইতে পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট, তাহার উপর আবার, ইহা জ্ঞানের বিষয়, যেমন মানস রচিতনগর। সিদ্ধান্ত—আত্মা অনারোপিত। হেতু—ইহা বিদ্যমান বটে, কিন্তু বেদ্য নহে, যেমন মানসরচিত নগরের রচয়িতা। সেই হেতু অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? অথাৎ 'ইহার কারণ কি?' 'ইহার স্বরূপ কি?' 'ইহার কার্য্য কি প্রকার' ইত্যাদিরূপ বিচার নিষ্ফল। সেই 'বিশেষের' বর্জ্জনই কর্ত্তব্য।

নির্ব্বিশেষতয়া জ্ঞাতো নির্ব্বিশেষস্বরূপবান্।
পূর্ণবোধস্তর্হি জাতো জিজ্ঞাসৈব নিরর্থিকা॥ ১২

অন্বয়—(যদি) নির্ব্বিশেষস্বরূপবান্ নির্ব্বিশেষতয়া জ্ঞাতঃ তর্হি পূর্ণবোধঃ জাতঃ, জিজ্ঞাসা নিরর্থিকা এব।

যদি নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপকে, নির্ব্বিশেষ বলিয়া জানা গেল, তাহা হইলেই পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইল। তাহার পরেও যদি নির্ব্বি-শেষাত্মবিষয়িণী জিজ্ঞাসা থাকে, তবে তাহার অর্থ বিশেষের বিচার; তাহাত' নিরর্থক বটেই।

নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞান আমার হইয়াছে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা জন্মিলে, সেই আত্মপ্রকাশকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য, যে যেরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন :—

কিঞ্জাতীয়ঃ কিংগুণোসৌ কিঞ্চেষ্টো নাম তস্য কিম্।
কিম্প্রকারঃ কিমাকারঃ কিম্বিকারশ্চ পৃচ্ছসি ? ॥ ১৩

অন্বয়—অসৌ (আত্মা) কিঞ্জাতীয়ঃ, কিংগুণঃ, কিঞ্চেষ্টঃ তস্য কিং নাম, সঃ কিম্প্রকারঃ, কিমাকারঃ, কিম্বিকারঃ চ (ইতি) পৃচ্ছসি ?

সেই আত্মার জাতি কি ? (১), তাহার কি কি গুণ ? (২), তাহার চেষ্টা কি প্রকার ? (৩), তাহার নাম কি ? (৪), সেই আত্মার প্রকার বা প্রকৃতি কিরূপ ? (৫), তাহার আকৃতি কিরূপ ? (৬), সেই আত্মার কার্য্য কিরূপ ? (৭),—তুমি যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, (তবে শুন)।

ন জাতি নির্গুণস্যাস্য নিশ্চেষ্টো নাম তস্য ন।
নিষ্প্রকারো নিরাকারো নির্ব্বিকারঃ স নিশ্চিতঃ॥ ১৪

অন্বয়—নির্গুণস্য অস্য জাতিঃ ন (বিদ্যতে), (অসৌ) নিশ্চেষ্টঃ ; তস্য নাম ন (অস্তি) ; সঃ নিষ্প্রকারঃ, নিরাকারঃ, নির্ব্বিকারঃ (ইতি এব) নিশ্চিতঃ।

যাহা এক, কিন্তু অনেক বস্তুতে সামান্য ভাবে (তুল্যরূপে) থাকে, তাহার নাম জাতি। সেই জাতি আত্মাতে নাই, কেননা সেই জাতি সগুণ বস্তুতেই থাকে, আত্মাতে গুণ নাই বলিয়া, জাতিও নাই। আর আত্মার গুণ ও জাতি না থাকাতে, আত্মা নিশ্চেষ্ট, অর্থাৎ কোনও প্রকার-চেষ্টা বা ব্যাপার আত্মাতে নাই। এই হেতু সেই আত্মার নামও নাই, কারণ যে বস্তুর ক্রিয়া আছে, নাম তাহারই হইয়া থাকে ; আত্মার ক্রিয়া নাই বলিয়া নামও নাই। আত্মার গুণ, জাতি, ক্রিয়া, নাম না

থাকাতে, আত্মার প্রকার বা প্রকৃতি (বিশিষ্টস্বভাব) নাই। অতএব আত্মা নিরাকার। সেই হেতু বিকাররহিত। আত্মা এইরূপে উৎ-নিষৎ সমূহে নির্ণীত হইয়াছেন।

অতএব জাতি প্রভৃতি আত্মাতে না থাকাতে, আত্মার জাত্যাদি বিশিষ্টতা নাই। সেইহেতু জাত্যাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞান অসম্ভব। আর, কেবল (নির্ব্বিশেষ) আত্মার জ্ঞান ত পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। এই কারণে জিজ্ঞাসা নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধ হইল।

ভাল, আত্মাকে যেন নির্ব্বিশেষ ভাবে জানা গেল; তাঁহাকে ত' সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া জানা গেল না; সেই হেতু জিজ্ঞাসার সার্থকতা আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

সচ্চিদানন্দরূপেণ জিজ্ঞাস্য ইতি চেদ্বদেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপেণ জ্ঞাত এবায়মেব হি॥ ১৫

অন্বয়—কশ্চিৎ চেৎ বদেৎ "সচ্চিদানন্দরূপেণ (আত্মা) জিজ্ঞাস্যঃ ইতি", তর্হি অয়ং সচ্চিদানন্দরূপেণ জ্ঞাত এব হি।

কেহ যদি বলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপে আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা চলিতে পারে অর্থাৎ আত্মা নির্ব্বিশেষ হইলেও কি প্রকারে সৎ (কাল-ত্রয় দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য); চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও আনন্দ (সুখস্বরূপ) হইলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেই পারে—তবে তদুত্তরে বলি, 'যে সময়ে আত্মা নির্ব্বিশেষ বলিয়া অনুভূত হন, সেই সঙ্গেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন।'

তাহা কি প্রকারে হয়, বলিতেছি—

তস্য বিবরণম্।

অয়মাত্মা স্বমাত্মানং সদ্রূপেণ ন বেত্তি কিম্?
অহমস্মীতি জানাতি নাহমস্মীতি তদ্বদ॥ ১৬

অহমস্মীতি জানাতি পশ্চাদ্বিজ্ঞেয় আত্মনঃ ॥১৭

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ যততে স্বয়ম্।

তস্মাৎ সদ্রূপতায়ন্তু নাস্ত্যেবাজ্ঞানমাত্মনঃ ॥১৮

অন্বয়—অয়ম্ আত্মা স্বম্ আত্মানং সদ্রূপেণ কিম্ ন বেত্তি ? (সঃ) অহম্ অস্মি ইতি জানাতি, বা (অহম্) ন অস্মি ইতি (জানাতি) তৎবদ। (পূর্ব্বং) অহম্ অস্মি ইতি জানাতি পশ্চাৎ আত্মনঃ বিজ্ঞেয়ে ধর্ম্মে, চ অর্থে চ কামে চ মোক্ষে চ স্বয়ম্ যততে। তস্মাৎ (আত্মনঃ) সদ্রূপতায়াং আত্মনঃ অজ্ঞানম্ ন তু অস্তি এব।

এই জীব আপনার আত্মাকে কি সৎ বলিয়া জানে না ? (যদি বল 'জানে না' তবে জিজ্ঞাসা করি), সে 'আমি আছি' এইরূপ জানে, অথবা 'আমি নাই' এইরূপ জানে ? তাহা বল। সে প্রথমে জানে আমি আছি, (বা আত্মা আছে) পরে সে, 'ইহা' বলিয়া যাহা যাহা আত্মার নিকট প্রতিভাত হয়, এইরূপ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল বিষয়ে যত্ন করে। ('আমি আছি' এইরূপ জ্ঞান যদি তাহার না থাকিত, তাহা হইলে সে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইত না)। সেই হেতু 'আমি যে সদ্রূপ'—কালত্রয়দ্বারা অবাধিত স্বভাব—তদ্বিষয়ে, জীবের কখনই অজ্ঞান নাই।

চেতনোঽহং বিজানামি ঘটাদীনীতি যো বদেৎ।

স্বস্য চিদ্রূপতায়াং তু তস্যাজ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥ ১৯

অন্বয়—অহং ঘটাদীনি বিজানামি (অতঃ অহং চেতনঃ) ইতি যঃ বদেৎ তস্য স্বস্য চিদ্রূপতায়াং অজ্ঞানং ন তু বিদ্যতে।

'আমি ঘটাদিবস্তুকে, (কূটস্থরূপে সামান্য ভাবে এবং কূটস্থের সহিত চিদাভাস রূপে বিশেষ ভাবে) জানি, এই হেতু আমি চেতন,'

যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহার নিজের চিদ্রূপতাবিষয়ে অজ্ঞান নাই অর্থাৎ নিজের চৈতন্যরূপতার স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে 'আমি জানি' এইরূপ বাগুচ্চারণ সম্ভবপর হয় না।

সর্ব্বং প্রিয়ং স্বকামায় তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বয়ম্।
তেনাত্মনস্তু সা ব্যক্তা স্পষ্টৈবানন্দরূপতা ॥২০

অন্বয়—সর্ব্বং স্বকামায় প্রিয়ং ভবতি তস্মাৎ স্বয়ং (আত্মা) প্রিয়তমঃ (অস্তি); তেন আত্মনঃ আনন্দরূপতা স্পষ্টা এব ব্যক্তা।

(স্ত্রী, পুত্রাদি) সকল বস্তুই (ভোক্তৃরূপে কল্পিত) আত্মার ভোগের জন্য প্রিয় হয়; সেই হেতু আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সেই হেতু (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ বলিয়া) আত্মা যে আনন্দস্বরূপ, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। (সেই হেতু তাহার, আত্মার আনন্দরূপতার জ্ঞান আছে)।

তেনাত্মনস্তু সা ব্যক্তা সচ্চিদানন্দরূপতা।

অন্বয়—তেন আত্মনঃ সা সচ্চিদানন্দরূপতা তু ব্যক্তা।

সেই হেতু আত্মা যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। (সেই কারণে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিরর্থক)।

তস্মাৎ স্বয়ংপ্রকাশেঽস্মিন্ সচ্চিদানন্দরূপিণি।
আকাশে নীলিমা যদ্বত্তোয়ং মরুমরীচিষু ॥২১
জলে চ নৈল্যমন্যেন চেতনেন প্রকল্পিতম্।
অজ্ঞানং চিৎস্বরূপেণ স্বয়ং স্বস্মিন্ প্রকল্পিতম্ ॥২২

অন্বয়—তস্মাৎ, যদ্বৎ আকাশে নীলিমা, মরুমরীচিষু তোয়ং, জলে চ নৈল্যম্, অন্যেন চেতনেন প্রকল্পিতম্, (তদ্বৎ) অস্মিন্ স্বয়ংপ্রকাশে সচ্চিদানন্দরূপিণি স্বস্মিন্ স্বয়ং চিৎস্বরূপেণ অজ্ঞানং প্রকল্পিতম্।

সেই হেতু, যেমন অন্য চেতন পুরুষ (যিনি আকাশাদিরূপ ,আধার হইতে ভিন্ন,) আকাশে নীলিমার, মরুমরীচিকায় জলের এবং (সমুদ্রের) জলে নীলতার আরোপ করেন, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিজেই স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনাতে অজ্ঞান আরোপ করিয়াছেন। (যাহা জ্ঞেয় না হইয়াও অপরোক্ষ, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলে)।

মোহস্যাপি স্বভাবোঽয়ং বিশ্বরূপেণ ভাসনম্।
বিদ্যয়া নাশিতে মোহে তৎস্বভাবো ন ভাসতে ॥২৩

অন্বয়—(যৎ) বিশ্বরূপেণ ভাসনং (তৎ) অয়ং মোহস্য অপি স্বভাবঃ; বিদ্যয়া মোহে নাশিতে তৎস্বভাবঃ ন ভাসতে।

এই যে বিশ্বের আকারে প্রকাশ হওয়া, তাহা এই অজ্ঞানেরই স্বভাব। জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, অজ্ঞানের সেই জগদ্রূপে প্রকাশও তিরোহিত হয়।

জীবচৈতন্যভাস্যানাং বৃত্তীনাং প্রলয়ে লয়ঃ।
বৃত্তীনাং প্রলয়াদেব ন ভাসন্তে হত্র বৃত্তয়ঃ ॥২৪

অন্বয়—(যথা) জীবচৈতন্যভাস্যানাং বৃত্তীনাং প্রলয়ে, লয়ঃ (ভবতি) (অত্র) বৃত্তীনাং প্রলয়াৎ বৃত্তয়ঃ এব ন ভাসন্তে।

(আধারভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্যকে জীব-চৈতন্য বলে)। সেই জীব-চৈতন্য দ্বারা যে কামাদি বৃত্তি সকল প্রকাশিত হয়, তাহারা অন্তঃকরণের কারণে অর্থাৎ অজ্ঞানে, বিলীন হইলে—কেবল অজ্ঞানের আকারে অবস্থিত হইলে, অদৃশ্য হয়; এস্থলে সেই কামাদি বৃত্তিসমূহের বিলয়হেতুই, সেই সকল বৃত্তি প্রকাশিত হয় না,

তৎপুনর্জীবচৈতন্যং যথাপূর্ব্বং হি বর্ত্তত্তে।
ন পুনর্বৃত্তিভাসাত্মা জীবস্তত্র বিনশ্যতি ॥ ২৫

অন্বয়—তৎ (তত্র) পুনঃ জীবচৈতন্যং যথাপূর্ব্বং বর্ত্ততে হি (এতৎ প্রসিদ্ধং), পুনঃ বৃত্তিভাসাত্মা জীবঃ তত্র ন বিনশ্যতি।

সেইস্থলে কিন্তু জীবচৈতন্য পূর্ব্বে (অর্থাৎ বৃত্তিব্যবহার কালে) যেরূপ ছিলেন, সেইরূপই থাকেন, (ইহা সকল জ্ঞানীই জানেন)। পরে, এপক্ষে যেমন, সেই বৃত্তিপ্রকাশক জীবাত্মা, বৃত্তিসমূহ বিনষ্ট হইলে, বিনষ্ট হন না, সেইরূপ :—

আত্মচৈতন্যভাস্যস্য মোহস্য প্রলয়ে তথা।
মোহ এব নিবর্ত্তেত যথা পূর্ব্বং লসত্যসৌ॥ ২৬

অন্বয়—তথা আত্মচৈতন্যভাস্যস্য মোহস্য প্রলয়ে সতি, মোহ এব নিবর্ত্তেত, অসৌ (আত্মা) যথাপূর্ব্বং লসতি।

সেইরূপ আত্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য মোহের বিনাশ হইলে, সেই মোহই নিবৃত্ত হয়, আর সেই আত্মা পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রকাশমান থাকেন।

(শঙ্কা) আচ্ছা, যে জ্ঞান দ্বারা মোহ বিনষ্ট হইল, সেই জ্ঞান ত' থাকিয়া গেল, তাহা হইলে, আত্মা ও জ্ঞান এই দুইটি অবশিষ্ট থাকিলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ত' হানি হইবে।

(সমাধান)—

দীপপ্রভায়ামায়াতৌ শ্বেতকৃষ্ণপটৌ যথা,
তৌ তয়া কাশিতৌ পশ্চাত্তন্নাশে সা যথা স্থিতা॥২৭

অন্বয়—যথা শ্বেতকৃষ্ণপটৌ দীপপ্রভায়াম্ আয়াতৌ, তৌ তয়া (দীপপ্রভয়া) কাশিতৌ, তন্নাশে (শ্বেতকৃষ্ণপটয়োঃ নাশে) পশ্চাৎ সা (দীপপ্রভা) যথা (পূর্ব্বং তথা) স্থিতা।

যেমন একখানি শ্বেত বস্ত্র ও একখানি কৃষ্ণ বস্ত্র (পর্য্যায়ক্রমে

অথবা যুগপৎ) দীপালোকে আনীত হইল ; তাহারা উভয়েই দীপালোক দ্বারা প্রকাশিত হইল। আবার বস্ত্র দুইখানির তিরোভাব হইলেও সেই দীপালোক যেমন পূর্ব্বের ন্যায়ই অবস্থিত থাকে, সেইরূপ—

আত্মভায়াং সমায়াতৌ মোহবোধৌ যথাক্রমাৎ।
তয়া প্রকাশিতৌ পশ্চাত্তন্নাশে সা যথা স্থিতা ॥ ২৮

অন্বয়—মোহবোধৌ যথাক্রমাৎ আত্মভায়াং সমায়াতৌ (সন্তৌ) তয়া প্রকাশিতৌ (ভবতঃ), তন্নাশে পশ্চাৎ সা (আত্মভা) যথা (পূর্ব্বং তথা) স্থিতা।

অজ্ঞান ও জ্ঞান যথাক্রমে আত্মার আলোকে উপস্থিত হইয়া, আত্মালোক দ্বারা প্রকাশিত হইল। আবার তদুভয়ের তিরোভাব হইলে, সেই আত্মালোক পূর্ব্বের ন্যায়ই অবস্থিত রহিল। (অভিপ্রায় এই যে, যেমন অগ্নি স্বদাহ্য কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া নিজেও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, জ্ঞান, স্ববিরুদ্ধ অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া কতকরেণুর ন্যায় আপনিও বিনষ্ট হয়। তাহার পর আত্মা সর্ব্বসম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া প্রকাশমান থাকেন)।

বেদান্তসম্প্রদায়েন কৃত ইত্যাদিচিন্তনে।
অসম্ভাবনয়া যুক্তা বিপরীতত্বভাবনা ॥ ২৯
সা নশ্যতি দ্বিতীয়ায়াং প্রজ্ঞাতৈক্ষ্ণ্যং চ বর্দ্ধতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সা বুদ্ধিস্তস্য জায়তে ॥ ৩০

অন্বয়—বেদান্তসম্প্রদায়েন ইত্যাদিচিন্তনে কৃতে অসম্ভাবনয়া যুক্তা (যা) বিপরীতত্বভাবনা, সা দ্বিতীয়ায়াং (ভূমিকায়াং) নশ্যতি, প্রজ্ঞাতৈক্ষ্ণ্যং চ বর্দ্ধতে। (যয়া) অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা (আত্মা) দৃশ্যতে (ইতি কঠোপনিষদি ৩।১২, উক্তং) সা বুদ্ধিঃ তস্য (দ্বিতীয়াভূমিকারূঢ়স্য) জায়তে।

এইরূপে উপনিষদাদির অর্থবিচার করিলে, এবং গুরুপরম্পরাগত পদ্ধতিক্রমে তাহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে, অসম্ভাবনা (বেদান্ত সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস, চিত্তের অগ্রহণ) এবং তাহার সহিত যে বিপরীত ভাবনা (অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, কূটস্থ আত্মাকে, সসঙ্গ, সদ্বিতীয়, সবিকার জীবরূপে প্রতীতি) আছে, তাহা এই দ্বিতীয় ভূমিকায় বিনষ্ট হয়, এবং বুদ্ধির অজ্ঞান ভেদ করিবার সামর্থ্য বাড়ে অর্থাৎ কঠোপনিষদে (৩।১২) যে উক্ত হইয়াছে,—গুরূপদিষ্ট মহাবাক্যজনিতা, ও সূক্ষ্মপদার্থগ্রহণ সমর্থা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—সেই বুদ্ধি এই দ্বিতীয় ভূমিকায় জন্মিয়া থাকে।

সক্ষারৈরগ্নিসংস্কারৈর্বিহিতে হেমশোধনে।
শ্যামিকা ক্ষয়মায়াতি কেবলং হেম তিষ্ঠতি ॥ ৩১

অন্বয়—সক্ষারৈঃ অগ্নিসংস্কারৈঃ হেমশোধনে বিহিতে, শ্যামিকা ক্ষয়ম্ আয়াতি, কেবলং হেম তিষ্ঠতি।

সোহাগা প্রভৃতি ক্ষারসংযোগে সুবর্ণের অগ্নিসংস্কার করিলে, সুবর্ণের সহিত মিশ্রিত খাদ বিনষ্ট হয় এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

সতর্কৈর্বোধসংস্কারৈর্বিহিতে ব্রহ্মশোধনে।
অবিদ্যা ক্ষয়মায়াতি কেবলং ব্রহ্মতিষ্ঠতি ॥ ৩২

অন্বয়—সতর্কৈঃ বোধসংস্কারৈঃ ব্রহ্মশোধনে বিহিতে সতি অবিদ্যা ক্ষয়ম্ আয়াতি, কেবলং ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥ ৩২

সেইরূপ তর্কের সহিত বিবেকের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ ও অপরিচ্ছিন্নরূপ আত্মার বিবেচনরূপ শোধন করিলে,

কার্য্যকারণরূপ অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কেবল, অসঙ্গ অদ্বিতীয় কূটস্থ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ইহাই দ্বিতীয়ভূমিকাভ্যাসের ফল।

তৃতীয়জ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

ভূমিকাদ্বিতয়াভ্যাসা তৃতীয়া তনুমানসা।
মননাপরপর্য্যায়া ভবেত্তল্লক্ষণং শৃণু॥ ১

অন্বয়—ভূমিকাদ্বিতয়াভ্যাসাৎ মননাপরপর্য্যায়া তনুমানসা তৃতীয়া (ভূমিকা) ভবেৎ, তল্লক্ষণং শৃণু।

প্রথম দুই ভূমিকাভ্যাসের পর, তনুমানসা নামে তৃতীয়া ভূমিকা হয়। তাহার অপর নাম মনন। তাহার লক্ষণ শুন।

সান্ধকারগৃহস্থস্য পর্য্যালোচনয়া চিরম্।
সূক্ষ্মোর্থো ভাসতে যদ্বত্তৃতীয়ায়াং তথামুনেঃ॥ ২

অন্বয়—যদ্বৎ সান্ধকারগৃহস্থস্য (পুরুষস্য) চিরং পর্য্যালোচনয়া সূক্ষ্মঃ অর্থঃ ভাসতে, তথা তৃতীয়ায়াং (প্রবিষ্টস্য) মুনেঃ (সূক্ষ্মঃ অর্থঃ ভাসতে)।

যেমন (বাহিরে, রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া) অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলে পর, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে দেখিতে থাকিলে, পরিশেষে ঘরের ভিতরের বস্তুগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ, তৃতীয় ভূমিকার সমারূঢ় সাধকের কিছুকাল ধরিয়া মনন করিতে করিতে, তৎ ও ত্বং পদার্থের বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ, ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা বিচার করিতে করিতে জীবব্রহ্মের একতারূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, (যাহা পূর্ব্বে বুদ্ধির

স্থূলতা বশতঃ অনুভূত হইতেছিল না, তাহা) এখন অনুভূত হইতে থাকে।

তৃতীয়ভূমিকারূঢ় সাধকের একপ্রকার জাত্যন্তর হইয়া যায়ঃ—

বালস্য শূদ্রকল্পস্য গায়ত্র্যা উপদেশতঃ।
যথা দ্বিজত্বমায়াতি তথা জাত্যন্তরং মুনেঃ॥ ৩

অন্বয়—শূদ্রকল্পস্য বালস্য গায়ত্র্যাঃ উপদেশতঃ যথা দ্বিজত্বম্ আয়াতি, তথা মুনেঃ জাত্যন্তরম্ আয়াতি।

ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের পুত্র উপনয়নের পূর্ব্বে শূদ্রতুল্য। পরে উপনয়নকালে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশদ্বারা যেমন তাহার দ্বিজত্ব সম্পাদিত হয়, সেইরূপ তৃতীয় ভূমিকারূঢ় সাধকের মুনিত্বরূপ জাত্যন্তর উৎপন্ন হয়। ইহা এক চিহ্ন, অপর চিহ্ন এই :—

দৃষ্ট্বা লোকস্থিতিং লোলাং সবিস্ময় ইব স্থিতঃ।
অন্তরেব বিষীদেত তৃতীয়ালক্ষণং হিতৎ॥ ৪

অন্বয়—লোকস্থিতিং লোলাং দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ঃ ইব স্থিতঃ (সন্) অন্তঃ এব বিষীদেত, তৎ হি তৃতীয়ালক্ষণম্।

দৃশ্য পদার্থসমূহের গতি ক্ষণপরিণামিনী, দেখিয়া, সাধক বিস্মিতের ন্যায় অবস্থান করে (এবং যতদিন না শ্রবণমননাদির ফললাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী শরীরাদিতে বিশ্বাস নাই, ভাবিয়া) অন্তঃকরণে বিষণ্ণ হইয়া থাকে।

অপর এক চিহ্ন এই :—

দিনং গতং গতা রাত্রি র্গতমায়ুর্গতং বয়ঃ।
কদা স্থাস্যামি নিষ্ঠায়াং যত্র মোহো ন বাধতে॥ ৫

অন্বয়—দিনং গতং, রাত্রিঃ গতা, আয়ুঃ গতং, বয়ঃ গতং, যত্র মোহঃ ন বাধতে (ব্যথয়তি) (তস্যাং) নিষ্ঠায়াং কদা স্থাস্যামি।

দিন গেল, রাত্রি গেল, জীবন কাটিয়া যাইতেছে, (গুরুসেবাদি সাধনের উপযোগী) যৌবনও কাটিয়া গেল। যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, অজ্ঞান আর দুঃখ দিতে পারে না, সেই অবস্থায় আমি কবে স্থিতিলাভ করিব ?

অপর এক চিহ্ন এই :—

গতেঽহ্নি শোচতি মুহুর্গতেনাহ্না কিমর্জ্জিতম্।
গতায়াং চ তথা রাত্রৌ কিংমে রাত্র্যানয়ার্জ্জিতম্॥ ৬

অন্বয়—অহ্নি গতে সতি, গতেন অহ্না (ময়া) কিম্ অর্জ্জিতম্ (ইতি) মুহুঃ শোচতি। তথা চ রাত্রৌ গতায়াং, অনয়া রাত্র্যা মে কিম্ অর্জ্জিতম্ (ইতি শোচতি)

দিনের অবসান হইলে, সাধক প্রতিদিনই ভাবেন, 'দিনত কাটিয়া গেল, এই দিনে আমি লাভ করিলাম কি ?' সেইরূপ রাত্রিও কাটিয়া গেলে, ভাবেন, 'এই রাত্রিও ত নিদ্রাদিতে কাটিয়া গেল, কি লাভ হইল ?'

অপর লক্ষণ :—

অনিষিদ্ধেষু ভোগেষু প্রাপ্তেষ্বপি যদৃচ্ছয়া।
নিষিদ্ধানিব তান্ পশ্যেৎসা স্থিতিস্তনুমানসা॥ ৭

অন্বয়—অনিষিদ্ধেষু ভোগেষু যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তেষু অপি (সাধকঃ) তান্ নিষিদ্ধান্ ইব পশ্যেৎ; সা স্থিতিঃ তনুমানসা (ইতি কথ্যতে)।

শাস্ত্র এবং লোকাচারের অবিরুদ্ধ ভোগ্যবস্তু, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে (প্রারব্ধ বশে) উপস্থিত হইলে, সাধক তাহাদিগকে নিষিদ্ধ ভোগের ন্যায় মনে করেন; এই অবস্থার নাম তনুমানসা।

অপর লক্ষণ :—

বহির্মুখজনস্তুত্যা লজ্জতে নিন্দিতো যথা।
পরমার্থিজনস্তুত্যা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৮

অন্বয়—(সঃ সাধকঃ) বহির্মুখজনস্তুত্যা যথা নিন্দিতঃ (তথা) লজ্জিত, পরমার্থিজনস্তুত্যা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।

যাহারা বাহ্য বিষয়ের ভোগে আসক্ত, তাদৃশ লোকে, সেই সাধকের স্তুতি করিলে, তিনি নিন্দিত হইলে যেরূপ লজ্জিত হন, সেইরূপ লজ্জিত হ'ন; কিন্তু পরমার্থপ্রিয় (প্রকৃত আত্মানুসন্ধিৎসু) কোন লোকে তাঁহার প্রশংসা করিলে, তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন।

এই সকল লক্ষণ, এক্ষণে শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকদ্বারা বর্ণনা করিতেছেন :—

তত্র শ্লোকঃ।

এ বিষয়ে এই কয়েকটি শ্লোক আছে :—

অস্যৈ তু পতিরাত্মানং দাতুমুৎকণ্ঠিতঃ সদা।
আদাতুং ন বিজানাতি নিত্যমুৎকণ্ঠিতাপি সা॥ ৯

অন্বয়—পতিঃ তু অস্যৈ আত্মানং দাতুং সদা উৎকণ্ঠিতঃ, (তথাপি) (সা) নিত্যম্ উৎকণ্ঠিতা অপি আদাতুং ন বিজানাতি।

ভর্ত্তা নায়িকাকে আপনার দেহের ভোগ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; নায়িকাও ভোগগ্রহণে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু (লজ্জা প্রভৃতি অন্তরায় বশতঃ) সে ভোগ গ্রহণ করিতে শিখে নাই। সেইরূপ পরমাত্মা, মুমুক্ষু তৃতীয়ভূমিকারূঢ় সাধককে, সচ্চিদানন্দ, অসঙ্গ, কুটস্থস্বরূপ আত্মভাব দিতে সর্ব্বাদাই প্রস্তুত, কিন্তু সাধকের মননশীলা বুদ্ধি লোকৈষণাদিদ্বারা প্রতিরুদ্ধা হইয়া, সেই আত্মভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

ভাল, উভয় পক্ষেই যে উৎকণ্ঠা আছে, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? তাই বলিতেছেন—

সৌভাগ্যকামিনী নারী নায়কো রতিদায়কঃ।
পরন্তু মুগ্ধভাবেন কিঞ্চিৎকালবিলম্বনম্॥ ১০

অন্বয়—নারী সৌভাগ্যকামিনী (ভবতি); নায়কঃ রতিদায়কঃ (ভবতি); পরন্তু, মুগ্ধভাবেন কিঞ্চিৎকালবিলম্বনং (ভবতি)।

নারী স্বভাবতঃ পতিসৌভাগ্যসুখ কামনা করিয়া থাকে; নায়কও স্বভাবতঃ ভোগসুখদাতা, (উভয়ে যখন পরস্পরের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট, তখন রতিসুখলাভে বিলম্ব হয় কেন? উত্তর—) কিন্তু, মূঢ়তা বশতঃ কিছু কালবিলম্ব হয়। সেইরূপ প্রপঞ্চবিরক্তা বুদ্ধি, অসঙ্গাদ্বিতীয় ব্রহ্ম সুখলাভে আসক্তা, এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপক বিবেকও সেই পরমানন্দের দাতা; কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ কিছুকালবিলম্ব অর্থাৎ প্রতিবন্ধক্ষয় পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জীবব্রহ্মৈক্যানুভব জনিত সুখাবির্ভাব ঘটিবে।

(শঙ্কা)। ভাল, উভয়পক্ষেই মূঢ়তা, যে সুখের প্রতিবন্ধক, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? এই হেতু বলিতেছেন :—

ইদমেব কথংনু স্যাদিতি ক্লিশ্যতি চাত্মনা।
ভূয়ঃ কটাক্ষকলহং করোতি স্বামিনা সহ ॥ ১১

অন্বয়—(ইয়ং নায়িকা) ইদং (পত্যা সহ ভোগসুখম্) কথং নু স্যাৎ (ইতি বিতর্কয়তি), চ (পুনঃ) আত্মনা (অন্তঃকরণেন) ক্লিশ্যতি। (ইয়ং) স্বামিনা সহ ভূয়ঃ কটাক্ষ কলহং করোতি।

এই নায়িকা, পতির সহিত ভোগসুখ কি প্রকার, তাহা মনে মনে বিতর্ক করিতে থাকে; এবং তাহা না পাইয়া অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে। (ভাবার্থ এই, উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য হইলেই সুখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সুখেচ্ছা যখন উভয়েই বিদ্যমান, তখন বিরুদ্ধমতি হইয়া দুঃখানুভব, মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। (শঙ্কা)। ভাল, কি প্রকারে নায়িকার বিরুদ্ধমতি রহিয়াছে, বুঝা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন)।

তখন নায়িকা কটাক্ষকলহ করিতে থাকে, প্রীতিপূর্ব্বক নেত্রপ্রান্তে অবলোকন করে, আবার বিরুদ্ধবচনপ্রয়োগও করিয়া থাকে।

সেইরূপ সাধক, 'কেবল আত্মসুখ কি প্রকার?' মনে মনে বিতর্ক করিতে থাকেন। আবার সেই সুখের জন্য সাধনপ্রযত্ন করিতে থাকেন। তাঁহার বিশুদ্ধাত্মসুখ লাভের ইচ্ছা প্রবল। এদিকে বুঝেন, বৈষয়িক সুখ, এই আছে, এই নাই; তাহাতে পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়; তাহাতে আরও অনেক দোষ আছে। অপরদিকে জানেন, বিশুদ্ধ আত্মসুখই সত্য; তাহাতে পরাধীনতা নাই; তাহা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত; সেইহেতু বৈষয়িকসুখ বর্জ্জন করিয়া, বিশুদ্ধাত্মসুখ গ্রহণ না করাই মূঢ়তা। সেই সুখের দিকে তিনি সপ্রেম সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করেন, আবার বর্ত্তমান প্রতিবন্ধহেতু কুতর্কবশতঃ বিরুদ্ধবচনোচ্চারণ করেন। ইহাই তাঁহার কটাক্ষকলহ।

চতুর্থজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

তৃতীয়ভূমিকাভ্যাসান্নাশমেতি রজস্তমঃ।
সত্ত্বাপত্তি শ্চতুর্থী স্যান্নিদিধ্যাসনরূপিণী ॥ ১

অন্বয়—তৃতীয়ভূমিকাভ্যাসাৎ (যদা) রজঃ তমঃ নাশম্ এতি (তদা) নিদিধ্যাসনরূপিণী সত্ত্বাপত্তিনাম্নী চতুর্থী (ভূমিকা) স্যাৎ।

তৃতীয় ভূমিকায় অভ্যাস বশতঃ, যখন রজোগুণ এবং তাহার কার্য্য আসক্তি, এবং তমোগুণ এবং তাহার কার্য্য মূঢ়তা, বিনষ্ট হয়, তখন নিদিধ্যাসনরূপ চতুর্থী ভূমিকা আরম্ভ হয়; তাহার নাম সত্ত্বাপত্তি।

(শঙ্কা)। ভাল, দেবগণ ত' সত্ত্বাপন্ন (সাত্ত্বিকদেহবিশিষ্ট)। তাঁহাদের মুক্তি হয় না কেন?

অত্রাক্ষেপ পরীহারঃ।

এই শঙ্কার সমাধান—

ভোগার্থমেব দেবত্বং প্রাপ্তা দেবা ন মুক্তয়ে।
মুমুক্ষাবিরহাৎ তেষাং সত্ত্বাপত্তি র্ন মুক্তিকৃৎ ॥ ২

অন্বয়—দেবাঃ ভোগার্থম্ এব দেবত্বং প্রাপ্তাঃ, ন মুক্তয়ে; তেষাং মুমুক্ষাবিরহাৎ সত্ত্বাপত্তিঃ ন মুক্তিকৃৎ (ভবতি)।

দেবগণ কেবল বিষয়ভোগকামনায় সত্ত্বগুণপ্রধান দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, মুক্তির জন্য নহে। মোক্ষের ইচ্ছা না থাকাতে, তাঁহাদের সত্ত্বগুণপ্রাপ্তি মোক্ষের কারণ হয় না।

মুক্তির ইচ্ছা থাকিলে, সেই সত্ত্বাপত্তি মুক্তির কারণ হয়—

দেবেষ্বপি তথা শক্রকুবেরবরুণাদয়ঃ
যে মুমুক্ষাং গতাস্তেষাং মুক্তিপ্রাপ্তিঃ কিমদ্ভুতম্। ৩

অন্বয়—তথা দেবেষু অপি শক্রকুবেরবরুণাদয়ঃ যে মুমুক্ষাং গতাঃ তেষাং মুক্তিপ্রাপ্তিঃ কিম্ অদ্ভুতম্ ?

আর, দেবগণের মধ্যেও, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ প্রভৃতি যাঁহারা মোক্ষ-বাসনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

কেবল সত্ত্বাপত্তি মোক্ষের কারণ নহে; মুমুক্ষার সহিত সত্ত্বাপত্তিই মোক্ষের কারণ।

অথ লক্ষণানি।

চতুর্থ ভূমিকার লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—

একান্তে মুক্তগাথানাং গানং রোদনমেব চ।
রোমাঞ্চো গদগদঃ কণ্ঠে সত্ত্বাপত্তেস্তু লক্ষণম্ ॥ ৪

অন্বয়—একান্তে (স্থিত্বা) মুক্তিগাথানাং গানং, রোদনম্ এব চ, রোমাঞ্চঃ, কণ্ঠে গদ্গদঃ—ইদং সর্ব্বম্ তু সত্ত্বাপত্তেঃ লক্ষণম্।

নির্জ্জন স্থানে বসিয়া (মোক্ষপ্রতিপাদক এবং মোক্ষের সাধনভূত বৈরাগ্যাদিপ্রতিপাদক গীত গান করা বা শাস্ত্রাদিপাঠ এবং মধ্যে মধ্যে আপনার বদ্ধাবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন, রোমাঞ্চ, অস্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ—এই গুলি সত্ত্বাপত্তির লক্ষণ।

*এই সকল লক্ষণ বৈষ্ণবাদিসম্মত।

স্বমতমাহ।

আপনার অভিপ্রেত সত্ত্বাপত্তিচিহ্ন বর্ণনা করিতেছেন :—

বেদান্তাঃ সম্যগভ্যস্তা অথ ধ্যেয়ো মহেশ্বরঃ।
প্রাপ্তাতিসৌরভে ভৃঙ্গে রসপানং গুণাধিকম্॥ ৫

অন্বয়—ময়া বেদান্তাঃ সম্যক্ অভ্যস্তাঃ, অথ মহেশ্বরঃ ধ্যেয়ঃ। প্রাপ্তাতিসৌরভে ভৃঙ্গে রসপানং গুণাধিকং (ভবতি)।

মুমুক্ষু মনে মনে এই রূপ বিচার করেন—আমি উপনিষৎ, সূত্র, ভাষ্যাদি, পূর্ব্বাপর বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক, উত্তমরূপে বিচার করিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববেদান্তনির্ণীত, ঈশ্বর ও আত্মার অধিষ্ঠানভূত পরমাত্মার ধ্যান করা কর্ত্তব্য। যে ভ্রমর পুষ্পের সৌরভ, প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াছে, তাহার নিকট মধুপান সৌরভাঘ্রাণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট।

অন্য লক্ষণ।

তিনি এইরূপ চিন্তা করেন :—

নিত্যোঽস্মি শুদ্ধ এবাস্মি ক্বাজ্ঞানং ক্ব বন্ধনম্।
এবমাদি চমৎকারঃ সত্ত্বাপত্তেস্তু লক্ষণম্॥ ৬

অন্বয়—অহং নিত্যঃ এব অস্মি, শুদ্ধঃ এব অস্মি, অজ্ঞানং ক, বন্ধনং চ ক? এবমাদিচমৎকারঃ তু সত্ত্বাপত্তেঃ লক্ষণম্।

আমি, অহঙ্কারাদি শরীরান্ত যাবতীয় অনিত্য বস্তুর দ্রষ্টা; সেই হেতু নিত্য। আমি মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি মলরহিত; (তদুভয় জড় ও অসত্য, আমি স্বপ্রকাশ ও অসঙ্গ, সেই হেতু শুদ্ধ।) অজ্ঞান বা মোহ কোথায়? কোথাও নাই। কারণ, তাহা, হয় আত্মাতে থাকিবে, না হয়, অজ্ঞানেই থাকিবে, না হয় জগতে থাকিবে, আর কোথাও থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ, অজ্ঞান, আত্মাতে থাকিতে পারে না, কারণ, আত্মা সচ্চিদানন্দ-ঘন নির্ব্বিকার ও নিরংশ, তাহা অজ্ঞানের অধিষ্ঠানস্বরূপ হইতেই পারে না। উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব; আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় উভয়ের আধারাধেয় ভাব অসম্ভব; প্রত্যুত এক অপরের নাশক। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞান অজ্ঞানে থাকিতে পারে না, কারণ, কোন বস্তু আপনিই আপনার আধার হইতে পারে না। আবার অজ্ঞানের নাশ আছে, সেই হেতু অসত্য। দুই অসত্য বস্তুর আধারাধেয় ভাব হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানের আধার হইতে পারে না। মৃত্তিকার কার্য্য ঘটকে, আপনার কারণভূত মৃত্তিকার আধার হইতে দেখা যায় না)। বন্ধন কোথায়? (কোথাও নহে। কারণ বন্ধনের সাধন দ্বৈত, ও তাহার কারণ অজ্ঞানই যখন নাই, তখন বন্ধন কি প্রকারে থাকিতে পারে?) এই প্রকার বিস্ময় অর্থাৎ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি, সত্ত্বাপত্তির লক্ষণ।

অন্য লক্ষণ।

যথা নিজকথাস্তদ্বচ্ছৃণোত্যুপনিষৎ কথাঃ।
যথান্যস্য কথাস্তদ্বচ্ছৃণোতি জনসংকথাঃ॥ ৪

অন্বয়—অসৌ যথা নিজকথাঃ (শৃণোতি), তদ্বৎ উপনিষৎকথাঃ, শৃণোতি; যথা অন্যস্য কথাঃ শৃণোতি, তদ্বৎ জনসংকথাঃ শৃণোতি।

লোকে যেমন আপনার স্তুতি প্রীতিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সেইরূপ তিনি উপনিষৎকথা—আত্মতত্ত্বপ্রকাশিকা বার্ত্তা—শ্রবণ করেন। লোকে যেরূপ শত্রুর গুণবর্ণনা ঔদাসীন্য কিম্বা অপ্রীতিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তিনি লৌকিক বার্ত্তা—সংসারোৎকর্ষবোধিনী কথাও, সেইরূপ অপ্রীতিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন।

অপর লক্ষণ।

দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ বুদ্ধ্যহঙ্কারচেতসাম্।
নিরীক্ষ্য বিবিধাশ্চেষ্টা আস্তে বিস্মিতবন্মুনিঃ॥ ৮

অন্বয়—মুনিঃ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যহঙ্কারচেতসাম্ বিবিধাঃ চেষ্টাঃ নিরীক্ষ্য বিস্মিতবৎ আস্তে।

সেই মুনি, স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের বিচিত্র অবস্থা ও ব্যবহার (জন্মমরণাদি, বিকলতাদি) দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় অবস্থান করেন।

জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বজন্মমৃত্যুজরাদিকান্।
ভাবানন্যস্য জানাতি তদন্যং ভাবমাত্মনঃ॥ ৯

অন্বয়—সঃ জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বজন্মমৃত্যুজরাদিকান্ ভাবান্ অন্যস্য জানাতি, আত্মনঃ ভাবং তদন্যং (জানাতি)।

তিনি বুঝিতে পারেন (অনুভব করেন), জ্ঞাতৃত্ব আমার ধর্ম্ম নহে; ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের; কর্তৃত্ব আমার ধর্ম্ম নহে; ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের; ভোক্তৃত্ব, আনন্দময় কোষোপহিত চিদাভাসের, জন্মমৃত্যুজরাদি স্থূলদেহের, অথবা দেহের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিদাভাসের। আত্মার স্বভাব এই সকল বিকার হইতে বিলক্ষণ।

মোহজালাদ্বিনির্গত্য জালাদিব বিহঙ্গমঃ।
খেচরত্বমনুপ্রাপ্তো ধন্যতামনুবিন্দতি ॥ ১০

অন্বয়—জালাৎ বিনির্গত্য খেচরত্বম্ অনুপ্রাপ্তঃ বিহঙ্গমঃ ইব, মোহ জালাৎ বিনির্গত্য (খেচরত্বম্ অনুপ্রাপ্তঃ) ধন্যতাম্ অনুবিন্দতি।

পক্ষী, যেরূপ ব্যাধের জাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে, 'উধাও' হইয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং আপনাকে ধন্য মনে করে, সেইরূপ সেই মুনি মোহজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সর্ব্বদ্বৈতবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মাভিন্ন আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া, কৃতকৃতাতা বা নিরঙ্কুশা তৃপ্তিলাভ করেন।

দরিদ্র ইব সম্প্রাপ্য নিধানং বিস্ময়ং গতঃ।
ঈশ্বরানুগ্রহো জাতঃ ইতি নৃত্যতি, হৃষ্যতি ॥ ১১

অন্বয়—নিধানং সম্প্রাপ্য বিস্ময়ং গতঃ দরিদ্রঃ ইব সঃ 'ঈশ্বরানুগ্রহঃ জাতঃ' ইতি নৃত্যতি, হৃষ্যতি।

ধনপূর্ণ গুপ্ত কলস পাইলে, দরিদ্র যেরূপ বিস্মিত হয়, সেইরূপ, তিনিও (গুরুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত তমোবিনাশক) ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ করিয়াছি—ভাবিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে নৃত্য করেন, হর্ষপ্রকাশ করেন।

বিষয়ৈঃ শব্দসংস্পর্শগন্ধরূপরসৈর্ন যঃ।
প্রিয়ৈরপি ভবেত্তাদৃক্ সাত্ত্বিকানন্দমাগতঃ ॥ ১২

অন্বয়—সাত্ত্বিকানন্দম্ আগতঃ যঃ প্রিয়ৈঃ অপি শব্দসংস্পর্শগন্ধরূপ রসৈঃ ন তাদৃক্ ভবেৎ।

অবিদ্যাবস্থায় যে সকল শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ, রস, তাঁহার প্রিয় ছিল, এখন সত্ত্বগুণোপাধিক আনন্দ লাভ করিবার পর, সেই সকল শব্দস্পর্শাদি বিষয় পাইলেও তিনি সেইরূপ হৃষ্ট হন না ; কারণ তিনি

বুঝিয়াছেন, শব্দ আকাশের গুণ, স্পর্শ বায়ুর গুণ, রূপ তেজের গুণ, গন্ধ পৃথিবীর গুণ, রস জলের গুণ।

ব্যতিরিক্তমিবাত্মানং পশ্যন্ ভাবেষু সন্নপি।
চাণ্ডালীমিব যো মায়াং ন স্পৃশন্ দূরবৎস্থিতঃ॥ ১৩

অন্বয়—যঃ ভাবেষু (পদার্থেষু) সন্ অপি, আত্মানং ব্যতিরিক্তম্ ইব পশ্যন্, মায়াং চাণ্ডালীম্ ইব ন স্পৃশন্ দূরবৎ স্থিতঃ।

যিনি নামরূপাত্মক সমস্ত জাগতিক পদার্থে অস্তিভাতিপ্রিয়রূপে অবস্থান করিয়াও, সেই সকল বস্তুকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখেন, এবং মায়া, কৃত্রিমব্রাহ্মণীরূপ ধরিয়া, সম্মুখে থাকিলেও তাহাকে নটরজ্জুগত চাণ্ডালীর ন্যায়, স্পর্শ না করিয়া, দূরে অবস্থান করেন।

নামরূপ একান্ত মিথ্যা হইলেও, তাহারা যে জাগতিক পদার্থরূপে ব্যবহারের যোগ্য হয়, তাহার কারণ এই যে, আত্মাই তাহাদিগকে, অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ আপন সত্ত্বা প্রদান করে। নামরূপকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া পদার্থের সহিত ব্যবহার করিলে, সকল বস্তুকে আপনা হইতে পৃথগরূপে দেখা হয়।

এক্ষণে সত্ত্বাপত্তির পরিপাকের লক্ষণ বলিতেছেন—

ঔদাসীন্যেন যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নাভং জাগরে জগৎ।
সত্ত্বাপত্তিপরিপাকলক্ষণং তদুদাহৃতম্॥ ১৪

অন্বয়—যঃ ঔদাসীন্যেন (হেতুনা), জাগরে জগৎ স্বপ্নাভং পশ্যেৎ, তৎ সত্ত্বাপত্তিপরিপাকলক্ষণম্ উদাহৃতম্।

যিনি অত্যন্ত অনাসক্তিবশতঃ, এই বিশ্বকে জাগ্রদবস্থাতেই, স্বপ্নোত্থিত পুরুষ, স্বপ্নদৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চকে যেরূপ মিথ্যা বলিয়া স্মরণ করেন, সেইরূপে দেখেন, তাঁহার সত্ত্বাপত্তি পরিপাক লাভ করিয়াছে। ইহাকেই সত্ত্বাপত্তি পরিপাকের চিহ্ন বলে।

অত্র শ্লোকঃ।

এই বিষয়ে কয়েকটি শৃঙ্গার শ্লোক আছে :—

ভাবঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতো গ্রহণেঽপি মনঃ কৃতম্।
আদানমবশিষ্টং হি কৃত্বা ভূষণমাত্মনঃ॥ ১৫

অন্বয়—(উভাভ্যাম্ উভয়োঃ) ভাবঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতঃ, গ্রহণে অপি মনঃ কৃতম্। (পরন্তু কয়াচিৎ শঙ্কয়া) আত্মনঃ ভূষণং কৃত্বা আদানং হি অবশিষ্টম্।

নায়কনায়িকা উভয়েই উভয়ের আশয় বুঝিয়াছে, উভয়েই উভয়কে গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। (কিন্তু কোনও আশঙ্কা বশতঃ) পরস্পরকে পরস্পরের অঙ্গভূষণ করিয়া লওয়াই বাকী।

মুমুক্ষুবুদ্ধি নিদিধ্যাসনদ্বারা সংশয়বিপর্য্যয়রহিত হইয়া, পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে; কেবল প্রারব্ধজনিত কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের উপলব্ধি ঘটিতেছে না।

অহন্ত্বনূঢ়া তরুণী ন কস্যাপি পরিগ্রহঃ।
এনমেব বরিষ্যামি পতিং কো বা হসিষ্যতি॥ ১৬

অন্বয়—অহং তরুণী তু (অপি) অনূঢ়া (অস্মি), কস্য অপি ন পরিগ্রহঃ (অস্মি)। এনম্ এব (মম) পতিং বরিষ্যামি, কঃ বা (পুরুষঃ) হসিষ্যতি ?

আমি যৌবনস্থা হইলেও অনূঢ়া রহিয়াছি, কেহই আমাকে (পত্নী বলিয়া) গ্রহণ করে নাই। আমি এই মনঃপ্রিয় পুরুষকে পতিরূপে বরণ করি, তাহা হইলে কেহই হাসিবে না। (পরিণয় কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে, নিঃশঙ্কভাবে পতিসুখভোগ চলিবে)।

আমি (মুমুক্ষুবুদ্ধি) মোক্ষসুখানুভবযোগ্য হইয়াছি। মোহাহঙ্কারাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু এরূপভাবে থাকা চলে না। পরমাত্মাকেই অভিন্নরূপে গ্রহণ করিব। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদমন্ত্রে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর স্বরূপচ্যুত হইয়া সংসার ক্ষোভ ভোগ করিতে হইবে না।

পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে, মুমুক্ষু নায়ক, মুক্তি নায়িকা।

হতঃ কামী কটাক্ষেণ কয়াচিন্মৃগচক্ষুষা।
ব্যসনিত্বমবাপ্নোতি তথায়ং মুক্তিকান্তয়া ॥ ১৭

অন্বয়—(যথা) কামী কয়াচিৎ মৃগচক্ষুষা, কটাক্ষেণ হতঃ (সন্) ব্যসনিত্বম্ অবাপ্নোতি, তথা অয়ং মুক্তিকান্তয়া (কটাক্ষেণ হতঃ সন্ ব্যসনিত্বম্ অবাপ্নোতি)।

যেমন কোনও কামী পুরুষ কোনও মৃগনয়নার কটাক্ষবানে আহত হইয়া, বিরহ ব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ মুমুক্ষু, মুক্তিকামিনীর কটাক্ষ ব্রহ্মাকারাবৃত্তির দ্বারা আবৃত হইয়া, মুক্তি-সুখানুভবের জন্য সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যান।

গুঞ্জদ্ভৃঙ্গিধ্বনিং শ্রুত্বা গুঞ্জন্ কীটো যথা বিলে।
ব্রহ্মাস্মীতি তথৈবায়ং ভবিতুং ব্রহ্ম গুঞ্জতি ॥ ১৮

অন্বয়—যথা কীটঃ বিলে স্থিতঃ গুঞ্জদ্ভৃঙ্গিধ্বনিং শ্রুত্বা (স্বয়ং) গুঞ্জন্ (তিষ্ঠতি), তথা এব অয়ং 'ব্রহ্মাস্মি' ইতি শ্রুত্বা, ব্রহ্ম ভবিতুং গুঞ্জতি।

(কাচপোকার ন্যায় এক প্রকার পতঙ্গ মৃত্তিকাদির দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে অন্য এক কীটকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় স্থাপন করে। পরে, সেই মূর্চ্ছিত কীট সেই পতঙ্গের আকার ধারণ করে, এইরূপ এক প্রসিদ্ধি আছে।)

যেমন কীট গর্ত্তে অবস্থিত থাকিয়া, আপনার পালক ভৃঙ্গিকীটকে গুঞ্জন করিতে শুনিয়া আপনিও গুঞ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ এই (চতুর্থ ভূমিকাস্থ) মুমুক্ষু, স্বদেহরূপ গর্ত্তে অবস্থিত থাকিয়া, গুরু ভ্রমরের "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষক মহাবাক্য শুনিয়া, ব্রহ্মরূপ গুরুর সহিত অভিন্নভাব পাইবার জন্য, সর্ব্বদাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ গুঞ্জন করিতে থাকেন।

পঞ্চমজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসক্তিস্তু পঞ্চমী।
সুষুপ্তিপ্রথমাবস্থা সাক্ষাৎকারনবাঙ্কুরা ॥ ১

অন্বয়—তু (পক্ষান্তরে) দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাৎ, সুষুপ্তিপ্রথমাবস্থা, সাক্ষাৎকারনবাঙ্কুরা অসংসক্তিঃ পঞ্চমী (ভূমিকা লভ্যতে)।

আবার পূর্ব্বোক্ত চারিটি ভূমিকার অভ্যাসদ্বারা তাহাতে মনের স্থৈর্য্যলাভ হইলে, অসংসক্তি নাম্নী পঞ্চমী ভূমিকা লাভ করা যায়। জ্ঞানীর সংসারানুভবশূন্যতারূপ যে সুষুপ্তি আইসে, এই, পঞ্চম ভূমিকাই সেই সুষুপ্তির প্রথম বা 'শিথিলা' নাম্নী অবস্থা; সেই হেতু সেই অবস্থা প্রত্যক্ষানুভবের নব অঙ্কুর স্বরূপ। (তাহার লক্ষণ বলিতেছেন)।

সা হ্যপরোক্ষা নৈব নিশা শৃণু তস্যাস্তু লক্ষণম্।
প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণঃ ॥ ২

অন্বয়—সা (পঞ্চম ভূমিকা) অপরোক্ষা, ন এব নিশা। তস্যাঃ তু লক্ষণম্ শৃণু। প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণম্।

সেই পঞ্চম ভূমিকা 'অপরোক্ষ' অবস্থা, কেননা তাহাতে ব্রহ্ম আর পরোক্ষ থাকেন না। সেই অবস্থায় রূপরসাদি বিষয়রূপ দ্বৈতের প্রকাশ না থাকিলেও, তাহা রাত্রি নহে। অপরোক্ষভাবে প্রথম

আত্মানুভবে যে বিস্ময় জন্মে, তাহাই স্বরূপভূত আনন্দের (অনুভূতির) চিহ্ন। (সেই বিস্ময় "জ্ঞানিগজগর্জ্জনম্" নামক প্রবন্ধে ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)।

ব্রহ্মত্বসংস্মৃতিঃ সৈব সৈব জীবত্ববিস্মৃতিঃ।
তদেবাজ্ঞানমরণমমৃতত্বং তদেব হি॥ ৩

অন্বয়—সা এব ব্রহ্মত্বসংস্মৃতিঃ, সা এব জীবত্ববিস্মৃতিঃ, তৎ এব অজ্ঞানমরণম্, তৎ এব হি অমৃতত্বম্।

সেই পঞ্চমভূমিকাই আপনার পারমার্থিক ব্রহ্মরূপতার দৃঢ়া বা ধ্রুবা স্মৃতি। সেই ভূমিকাই আপনার জীবত্বের বিস্মৃতি। তাহাই মহামোহের মরণ; তাহাই বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ অমৃতত্ব।

আবির্ভূতা তু সা নৈব নাবির্ভূতত্বভাক্ পুনঃ।
কথং ভূয়ো ভ্রমত্যেষ ভ্রান্তিরেব গতা যদি॥ ৪

অন্বয়—সা তু আবির্ভূতা (সতী) ন পুনঃ এব নাবির্ভূতত্বভাক্ (অনাবির্ভূতত্বভাক্) (ভবতি)। যদি ভ্রান্তিঃ গতা এব (তর্হি) কথং এষঃ ভূয়ঃ ভ্রমতি?

সেই পঞ্চমী অবস্থা একবার আবির্ভূত হইলে, পুনর্ব্বার তিরোধানশীলা হয় না। (পূর্ব্বাবস্থাসকল হইতে ইহার এই বিলক্ষণতা)। সেই জাতসাক্ষাৎকার পুরুষের ভ্রম যদি নিবৃত্তই হইল, তবে তিনি আবার কি প্রকারে ভ্রমে পতিত হইতে পারেন?

যথা বর্ত্তুলপাষাণা গিরেঃ শিখরতশ্চ্যুতাঃ।
ধ্বংসন্ত্যেব ন তিষ্ঠন্তি বিকারাস্তদ্বদত্র হি॥ ৫

অন্বয়—যথা বর্ত্তুলপাষাণাঃ গিরেঃ শিখরতঃ চ্যুতাঃ (সন্তঃ) ন তিষ্ঠন্তি (পরন্তু) ধ্বংসন্তি এব, তদ্বৎ অত্র হি বিকারাঃ (ন তিষ্ঠন্তি, পরন্তু ধ্বংসন্তি এব)।

যেমন গোলাকার (অতীক্ষ্ণাগ্র) পাষাণ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে, আর সেখানে থাকিতে পায় না, পরন্তু নীচেই পড়িতে থাকে, সেইরূপ রাগদ্বেষাদি চিত্তবিকার সকল (হৃদয়গ্রন্থির ভেদ বা শিথিলতা হওয়াতে, আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া) ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া বিনষ্টই হইয়া যায়।

মুনিরর্দ্ধ কটাক্ষেণ যং বিকারমবেক্ষতে।
সদ্যঃ পতত্যসৌ পৃথ্ব্যাং নোত্তিষ্ঠতি যথা পুনঃ॥ ৬

অন্বয়—মুনিঃ অর্দ্ধকটাক্ষেণ যং বিকারম্ অবেক্ষতে, অসৌ যথা পুনঃ ন উত্তিষ্ঠতি, তথা পুনঃ পৃথ্ব্যাং পততি।

সেই জাত সাক্ষাৎকার পুরুষ, হৃদয়ে উত্থিত কামাদি যে কোন বিকারের প্রতি, অর্দ্ধকটাক্ষে (ঈষন্মাত্র বিচার বৃত্তি দ্বারা) দৃষ্টিপাত করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে (বুদ্ধি নামক "ক্ষেত্রে") পতিত হয়, (এবং পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থায় এইরূপে পতিত হইলেও যেমন আবার মাথা তুলিত, এখন) আর মাথা তুলিতে পারে না। (প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত সেই সেই বিকার আবির্ভূত হইতে থাকিলেও তাহারা বুদ্ধিতেই প্রতীত হয়, আত্মায় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না)। গীতায় যে উক্ত হইয়াছে :—

"পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্স্বপঞ্ছ্বসন্"। ৫।৮
এবং "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে"। ৩।২৮
তাহা এই অবস্থারই কথা।

অবিগীতে ন তুষ্যেত্তু বিগীতে ন বিষীদতি।
বিস্মরত্যখিলং কার্য্যং রমতে স্বাত্মনাত্মনি॥ ৭

অন্বয়—(অয়ং) অবিগীতে (অবিরুদ্ধবচনে উচ্চারিতে, সতি) ন

তুষ্যেৎ, তু (পুনঃ) বিগীতে (বিরুদ্ধবচনে উচ্চারিতে, সতি) ন বিষীদতি। অখিলং কার্য্যং বিস্মরতি, স্বাত্মনা আত্মনি রমতে।

এই পঞ্চমভূমিকারূঢ় সিদ্ধ, কেহ লৌকিক বা শাস্ত্রীয় অবিরুদ্ধ কথা (লোকাচারসম্মত বা শাস্ত্রসম্মত কথা) বলিলে তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন না, * এবং লোকশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিলেও বিষাদপ্রাপ্ত হন না। তিনি সমস্ত কর্ত্তব্যই ভুলিয়া যান, অর্থাৎ আর কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান করেন না, কেবল চৈতন্যপ্রতিবিম্ব সমন্বিত বুদ্ধি লইয়া (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন কূটস্থে ক্রীড়া করেন।)

সকলকর্ত্তব্যবিস্মৃত হইলে, তাঁহার দেহযাত্রা কি প্রকারে চলে? এই হেতু বলিতেছেন—

ভূতাবিষ্ট ইবাকস্মাদ্বর্ণাশ্রমবিধিক্রমম্।
প্রেরিতঃ পূর্ব্বসংস্কারৈঃ করোতি ন করোত্যপি॥ ৮

অন্বয়—সঃ ভূতাবিষ্টঃ ইব পূর্ব্বসংস্কারৈঃ অকস্মাৎ প্রেরিতঃ সন্ বর্ণাশ্রমবিধিক্রমম্ করোতি অপি ন করোতি।

কাহারও শরীরে ভূতের আবেশ হইলে, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া সেই ব্যক্তি, যেরূপ বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সিদ্ধ, পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া, অকস্মাৎ (অনুসন্ধান বিনাই) ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিহিত অনুষ্ঠান সকল করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া, সেইরূপ আচরণ করিলেও, বস্তুতঃ কিছুই করেন না।

---

* মৎকৃত "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র অনুবাদে ৩৪১ পৃষ্ঠায় ইহা, "বিরোধাভাব" প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। তাহা দেখিলে বিষয়টী সুস্পষ্ট হইবে।

যথৈব লৌকিক জ্ঞানে প্রমাণং চক্ষুরাদয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিষয়ে তথৈবোপনিষন্মতা॥
যৎসাক্ষিত্বাৎ প্রমাণানি তানি কস্তত্র সংশয়ঃ॥ ৯

অন্বয়—যথা চক্ষুরাদয়ঃ, লৌকিকজ্ঞানে প্রমাণম্ এব, ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিষয়ে উপনিষৎ তথা এব মতা। যৎসাক্ষিত্বাৎ তানি প্রমাণানি ভবন্তি, তত্র কঃ সংশয়ঃ?

যেমন ঘটাদি লৌকিক বস্তুর জ্ঞানে, চক্ষুঃ, ত্বক্ প্রভৃতি, প্রমাণ, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে (জ্ঞানস্বরূপব্রহ্মতত্ত্বনিশ্চয়ে) তত্ত্বমস্যাদি উপনিষৎবাক্যই প্রমাণ। (কিন্তু এই সকল প্রমাণ স্বরূপতঃ জড় বলিয়া, ইহাদের প্রামাণ্য নাই)। যে আত্মচৈতন্য ইহাদের প্রকাশক হওয়াতে, ইহারা প্রমাণরূপ ধরিয়া, নিজ নিজ প্রমেয়প্রকাশে সমর্থ হইতেছে, সেই আত্মচৈতন্যবিষয়ে আবার সন্দেহ কিরূপে উঠিতে পারে? (এই নিঃসংশয়তাই পঞ্চমভূমিকার লক্ষণ)।

বিধিকিঙ্করতাং ত্যক্ত্বা হ্যকিঞ্চিৎকরতাং গতঃ।
অকিঞ্চনত্বমাপন্নো ন চিন্তয়তি কিঞ্চন॥ ১০

অন্বয়—সঃ হি বিধিকিঙ্করতাং ত্যক্ত্বা অকিঞ্চিৎকরতাং (করোতীতিকরঃ ন কস্যচিৎকরঃ ইতি অকিঞ্চিৎকরঃ,—যিনি কিছুই করেন না,—তস্য ভাবঃ তাম্ অকিঞ্চিৎকরতাম্) গতঃ অকিঞ্চনত্বম্ আপন্নঃ, কিঞ্চন ন চিন্তয়তি।

তিনি বিধি নিষেধের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিলাভ, করিয়াছেন এবং অকিঞ্চনত্ব অর্থাৎ সর্ব্বদ্বৈতবিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া দ্বৈতের স্মরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। "নেহ নানাস্তি

কিঞ্চন". (বৃহদা, উ ৪।৪।১৯) এই শ্রুতি বচন দ্বারা যাহার নিষেধ করা হইয়াছে সেই দ্বৈতই 'কিঞ্চন' শব্দের অর্থ।

সংলগ্নেঽপ্যাতপে ভানো র্হিমাচলশিলেব যঃ।
বহিরন্তশ্চ সম্পূর্ণঃ শীতলত্বং ন মুঞ্চতি ॥ ১১

অন্বয়—ভানোঃ আতপে সংলগ্নে অপি, হিমাচলশিলা ইব যঃ বহিঃ অন্তঃ চ সম্পূর্ণঃ সন্ শীতলত্বং ন মুঞ্চতি।

হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত তুষারসজ্ঘাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেও তাহা যেমন অন্তরে ও বাহিরে সম্পূর্ণ শীতলই থাকে, শীতলতা পরিত্যাগ করেনা, সেইরূপ এই সিদ্ধ, বিপৎপাতেও অন্তরের ও বাহিরের শান্তি পরিত্যাগ করেন না, কারণ, তিনি (অন্তরে ও বাহিরে) অনাবৃতানন্দ স্বভাবহেতু পূর্ণ।

স্ফটিকঃ স্ফটিকত্বজ্ঞঃ সলিলং সলিলত্ববিৎ।
গগনং গগনত্বজ্ঞং যদি স্যাৎ সা দশা চিতঃ ॥ ১২

অন্বয়—যদি স্ফটিকঃ স্ফটিকত্বজ্ঞঃ স্যাৎ, সলিলং সলিলত্ববিৎ (স্যাৎ), গগনং গগনত্বজ্ঞং (স্যাৎ) তর্হি সা দশা (পঞ্চম্যারূঢ়স্য পুরুষস্য) চিতঃ জ্ঞেয়া।

স্ফটিক যদি আপনার স্ফটিকতা ("শিলাধেনুষট্ক" অগ্রে দ্রষ্টব্য)—রাগাদি দ্বারা অস্পৃষ্টতা—জানিতে পারিত, জল যদি আপনার জলত্ব—সমুদ্রে আরোপিত নীলতাদি দ্বারা অস্পৃষ্টত্ব, এবং তরঙ্গাদি বিকার সত্ত্বেও আপনার নির্ব্বিকারতা—বুঝিতে পারিত এবং আকাশ যদি আপনার আকাশতা ("জ্ঞানিগজ গর্জ্জনম্" চতুর্দ্দশ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) আরোপিত নীলতা এবং কটাহাকারাদি দ্বারা অস্পৃষ্টত্ব—জানিতে পারিত, তাহা হইলে, তাহাদের অবস্থা পঞ্চমভূমিকারূঢ় সিদ্ধের চেতনার অনুরূপ হইত। (তাহার উপমা পাওয়া যায় না, এই মাত্রই ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে।)

বুধো যথা ন মুহ্যেত নানারঙ্গগৃহেম্বপি।
তথা মুহ্যতি নাত্মায়ং নানারঙ্গগৃহেম্বপি॥ ১৩

অন্বয়—যথা বুধঃ নানারঙ্গগৃহেষু অপি ন মুহ্যেত, তথা অয়ম্ আত্মা নানারঙ্গগৃহেষু অপি ন মুহ্যতি।

যে ভবনে নিঃসরণমার্গবিস্মারক দর্পণ প্রভৃতি নানাবিধ চিত্তবিমোহক দ্রব্য আছে, সেই ভবনে প্রবেশ করিয়া, যেমন চতুর ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এই পঞ্চম্যারূঢ় পুরুষ, যিনি পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি, লোকদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়দ্বারা মোহকর বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহাদিগকে সত্য মনে করিয়া, আত্মাকে বিস্মৃত হন না।

নানাবিধ সুখদুঃখের মধ্যে মোহাভাব পঞ্চম ভূমিকার লক্ষণ।

যোগী ক্রীড়তি নিদ্রাতি হসত্যপি বদত্যপি।
বহির্মুখৈরপি জনৈঃ পিশাচৈরিব শঙ্করঃ॥ ১৪

অন্বয়—শঙ্করঃ পিশাচৈঃ ইব, যোগী বহির্মুখৈঃ জনৈঃ অপি ক্রীড়তি, নিদ্রাতি, অপি হসতি অপি বদতি।

ইনি, বহির্মুখ বা মূঢ় লোকদিগের সঙ্গেও ক্রীড়া করেন, তাহাদের মত নিদ্রা যান, তাহাদের সহিত হাস্যালাপ করেন, ও সম্ভাষণাদি করেন। এরূপ ব্যবহারে তাঁহার যোগিত্বের হানি হয় না। শঙ্কর যেমন পিশাচগণের সহিত ক্রীড়াদি করিলেও, তাঁহার শিবত্বের হানি হয় না, সেইরূপ।

সেইহেতু তত্ত্ববিদ্গণের সহিত, অথবা গুহাদিতে বাস, এবং মূঢ়জনের সহিত বাস, তাঁহার পক্ষে তুল্যরূপ।

ন প্রাপ্তপরমার্থস্য তুল্যামর্হতি বাসবঃ।
বাসবস্তৎপদাকাঙ্ক্ষী ন স বাসবতাপ্রিয়ঃ। ১৫

অন্বয়—বাসবঃ প্রাপ্তপরমার্থস্য তুলাং ন অর্হতি। বাসবঃ তৎপদাকাঙ্ক্ষী (ভবতি)। সঃ (পঞ্চম্যারূঢ়ঃ) ন বাসবতাপ্রিয়ঃ (অস্তি)।

যিনি সেই পরমশ্রেয়োলাভ করিয়াছেন, সেই জাতসাক্ষাৎকার পুরুষের সহিত ইন্দ্রের ও (ব্রহ্মাদিরও) তুলনা হয় না। ইন্দ্রও (ব্রহ্মাদিও) সেই পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন*। ইন্দ্রাদিপদের সুখ সেই আত্মানন্দের কণামাত্র বলিয়া এবং মিথ্যা বলিয়া, পঞ্চম্যারূঢ় পুরুষের ইন্দ্রত্বও ভাল লাগে না।

এই কারণে ব্রহ্মেন্দ্রাদিপদপ্রাপক কর্ম্মে তাঁহার রুচি নাই।

বহ্নিপক্বং যথা মাংসং পূর্ব্ববৎ স্থিতমস্থিষু।
সংসক্তমপ্যসংসক্তং স্বশরীরে তথা মুনিঃ॥ ১৬

অন্বয়—যথা বহ্নিপক্বং মাংসম্ অস্থিষু পূর্ব্ববৎ সংসক্তম্ অপি অসংসক্তং স্থিতং, তথা, মুনিঃ স্বশরীরে (সংসক্তঃ অপি অসংসক্তঃ)।

যেমন মাংস অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় হাড়ের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ এই মুনি দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হইলেও বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। দেহাভিমান না থাকিলে, কাহারও দেহের চলনাদি সম্ভবপর হয় না। সেইহেতু চলনভোজনাদির দ্বারা দেহাসক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তিনি দেহে অনাসক্ত, কারণ, তাঁহার অহঙ্কারাদি, বিচার দ্বারা বাধিত—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—হইয়া গিয়াছে।

এইহেতু, তিনি দেহ থাকিতেও বিদেহ, এবং তাঁহার কর্ম্মফলেচ্ছা না থাকিলেও দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে, ইন্দ্র আত্মজ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তত্র শ্লোকঃ।

শৃঙ্গারশ্লোক দ্বারা পঞ্চম ভূমিকার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

ইয়ং পরাঙ্মুখীভূয় পতিং প্রত্যগবেক্ষতে।
প্রেমপ্রসন্নয়া দৃষ্ট্যা হ্যস্যা যৌবনমাগতম্ ॥ ১৭

অন্বয়—ইয়ং পরাঙ্মুখীভূয় প্রেমপ্রসন্নয়া দৃষ্ট্যা পতিং প্রত্যক্ (পৃষ্ঠতঃ) অবেক্ষতে হি (যতঃ) অস্যাঃ যৌবনম্ আগতম্।

এই নায়িকা পতির দিকে পিছন করিয়া প্রেমপ্রসন্ন নেত্রে পশ্চাৎ-দিক দিয়া পতিকে দেখিতেছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাহার যৌবন আসিয়াছে।

সিদ্ধ, ব্যবহার কালে, অহঙ্কারাদি শরীরের প্রতি সম্মুখ হইয়া,—আত্মাকে পশ্চাতে রাখিয়া, সস্নেহ বৃত্তিতে আত্মদর্শন করেন। তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে ব্রহ্মাকারা প্রমাবৃত্তিদ্বারা স্বাত্মসুখানুভবসামর্থ্য জন্মিয়াছে।

ন খেলতি বয়স্যাভিঃ শিথিলা গৃহকর্ম্মণি।
রহঃ পশ্যতি চিহ্নানি প্রাপ্তা প্রাণপতেঃ সুখম্ ॥ ১৮

অন্বয়—প্রাণপতেঃ সুখং প্রাপ্তা (সতী), বয়স্যাভিঃ (সহ) ন খেলতি, গৃহকর্ম্মণি শিথিলা ভবতি, রহঃ চিহ্নানি পশ্যতি।

প্রাণপতির সুখ পাইয়া নায়িকা আর বয়স্যাদিগের সহিত খেলা করেন না; গৃহকর্ম্মে শিথিলা হইয়া পড়িয়াছেন, এবং গোপনে যৌবনচিহ্ন ও ভোগচিহ্ন অবলোকন করেন।

সেইরূপ পঞ্চম্যারূঢ় সিদ্ধ, আত্মানন্দ লাভ করিয়া শমদমাদির সাধনে আর প্রযত্নশীল হন না, শরীররক্ষণসাধন ভোজনাদি কর্ম্মে শিথিল হইয়া পড়েন, এবং ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থিরতা, অস্থিরতা, ন্যূনতা বা আধিক্য একান্তে অবস্থান করিয়া পরীক্ষা করেন।

ন বেষো বিহিতঃ কশ্চিন্ন বা বচনচাতুরী।
কিন্তু প্রেমাতিসাতত্যাদ্বালয়া লালিতো হরিঃ॥ ১৯

অন্বয়—বালয়া (রাধয়া) কশ্চিৎ বেষঃ ন বিহিতঃ, বচনচাতুরী ন (বিহিতা), কিন্তু প্রেমাতিসাতত্যাৎ হরিঃ লালিতঃ।

শ্রীকৃষ্ণকে বশে আনিবার জন্য, যুবতী শ্রীরাধা, কোন শৃঙ্গারবেষ বিন্যাস করেন নাই, বা বচনচাতুর্য্য-প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন প্রেমপ্রবাহদ্বারাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আত্মসাক্ষাকারের জন্য সন্ন্যাসাদিব্যঞ্জক বেষপারিপাট্য কিম্বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই; ব্রহ্মাকারাবৃত্তির প্রতিষ্ঠায় আদর ও নৈরন্তর্য্যেরই প্রয়োজন।

নালঙ্কৃতা নোকুলীনা ন বিদগ্ধা ন সুন্দরী
যস্যাং তু রমতে স্বামী সা সৌভাগ্যবতী বধূঃ॥

অন্বয়—অলঙ্কৃতা বধূঃ ন (সৌভাগ্যবতী), কুলীনা (বধূঃ) নো (সৌভাগ্যবতী), বিদগ্ধা বধূঃ ন (সৌভাগ্যবতী), সুন্দরী বধূঃ ন (সৌভাগ্যবতী) তু, যস্যাং স্বামী রমতে সা সৌভাগ্যবতী।

বধূ নানাভূষণভূষিতা হইলেই সৌভাগ্যবতী হয় না, বা সদ্বংশজাতা হইলে অথবা চতুরা হইলে, সৌভাগ্যবতী হয় না; কিম্বা সুন্দরী হইলেও সৌভাগ্যবতী হয় না। যে বধূর প্রেমে বশীভূত হইয়া, স্বামী তাহার সহিত ক্রীড়া করে, সেই সৌভাগ্যবতী—পতিপুত্রাদি জনিত সুখসম্পন্না, হয়।

যাঁহার কেবল সন্ন্যাসাদির বেষসৌষ্ঠব আছে, অথবা যাঁহাতে কেবল বাহ্যতঃ শান্তি, দান্তি, প্রভৃতি সুপ্রকটিত, তিনি ব্রহ্মাত্মসুখলাভের অধিকারী নহেন। কোনও প্রসিদ্ধ আচার্য্যের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত

হইলেই, কেহ সেই সুখলাভে অধিকারী হয় না। কেবল লৌকিক পাণ্ডিত্য বা সৌজন্যদ্বারাও সেই সুখ পাওয়া যায় না। যাঁহার বৃত্তি অদ্বৈতাত্মাকারা হইয়াছে, তিনিই সেই সুখলাভ করিয়াছেন।

যস্মিন্‌দেশে সিতা নাস্তি তদ্দেশ্যো বেত্তি কিং সিতাম্।
স এব বেদ মাধুর্য্যং যেনৈবাস্বাদিতা সিতা ॥ ২১

অন্বয়—যস্মিন্ দেশে সিতা নাস্তি, তদ্দেশ্যঃ কিং সিতাং বেত্তি? যেন সিতা আস্বাদিতা এব সঃ এব মাধুর্য্যং বেদ।

যে দেশে মিশ্রী নাই, সে দেশের লোক কি মিশ্রী জানে? যে মিশ্রী আস্বাদন করিয়াছে, সেই কেবল মিশ্রীর মাধুর্য্য জানে।

যে আত্মসুখ অনুভব করিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কে আত্মসুখ বুঝিবে?

তৃষ্ণাং বিহায় তুচ্ছেভ্যো মুনির্নিঃশল্যতাং গতঃ।
স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা দিনানুদিনমেধতে ॥ ২২

অন্বয়—মুনিঃ তুচ্ছেভ্যঃ তৃষ্ণাং বিহায় নিঃশল্যতাং গতঃ (সন্) স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা (সন্) দিনানুদিনম্ এধতে।

পঞ্চম্যারূঢ় সিদ্ধ যাবতীয় রূপরসাদি বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, দেহ হইতে শল্যোদ্ধার করিলে (দেহবিদ্ধ আগন্তুক বস্তু [foreign body] নিষ্কাসিত করিলে) রোগী যেরূপ সুস্থ হয়, সেইরূপ সুস্থ হইয়া, যে আত্মসুখ, মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভানন্দ পর্য্যন্ত সকল আনন্দের লয়াধার, সেই আত্মসুখে তৃপ্তান্তঃকরণ হইয়া, প্রতিদিন (প্রতিক্ষণ) বৃদ্ধি পাইতে থাকেন—স্বরূপসিদ্ধিতে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ষষ্ঠজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

ভূমিকা পঞ্চকাভ্যাসাৎ পদার্থাভাবিনী ভবেৎ।
ষষ্ঠী ঘনসুষুপ্তিঃ স্যান্মহাদীক্ষেতি সা ভবেৎ॥ ১

অন্বয়—ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ ষষ্ঠী ভূমিকা পদার্থাভাবিনী ভবেৎ, সা 'ঘনসুষুপ্তিঃ' স্যাৎ, সা মহাদীক্ষা ভবেৎ।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ভূমিকার অভ্যাস হইতে অর্থাৎ তাহাতে মন স্থিরীকৃত হইলে, পদার্থাভাবিনী নাম্নী ষষ্ঠী ভূমিকা আরম্ভ হয়। তাহাকে ঘনসুষুপ্তিও বলে, এবং মহাদীক্ষাও বলে।

সেই অবস্থায় পদ ও অর্থের—নাম এবং রূপের, অভাব বা অস্ফুরণ হয় বলিয়া, তাহার নাম পদার্থাভাবিনী।

ঘন সুষুপ্তিতেও সেইরূপ হয় বলিয়া, এই অবস্থার নাম ঘনসুষুপ্তি। সেই অবস্থায় অজ্ঞত্বের সংস্কার দূরীভূত হইয়া, জ্ঞানিত্বের সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, বলিয়া তাহার নাম মহাদীক্ষা।

মহানিদ্রেতি সা প্রোক্তা যস্যামানন্দঘূর্ণিতা।
পদার্থবিস্মৃতিঃ সৈব প্রোক্তা পরিণতিশ্চ সা॥ ২

অন্বয়—সা মহানিদ্রা ইতি প্রোক্তা যস্যাম্ আনন্দঘূর্ণিতা ভবতি। সা এব 'পদার্থবিস্মৃতিঃ', সা চ পরিণতিঃ প্রোক্তা।

সেই ষষ্ঠ ভূমিকার নামান্তর মহানিদ্রা। (পঞ্চম ভূমিকা এক প্রকার শিথিল নিদ্রা বলিয়া, এবং ষষ্ঠ ভূমিকায় বিষয়ের অত্যন্ত অস্ফুরণ হয়, বলিয়া তাহাকে মহানিদ্রা বলে।) সেই অবস্থায় আনন্দের ঘূর্ণিতা বা ব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ আনন্দ মাত্রেরই স্ফুরণ এবং সর্ব্ব দুঃখের অস্ফুরণ ঘটে। সেই অবস্থায়, নাম এবং রূপের বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া, তাহার নাম পদার্থবিস্মৃতি। সেই অবস্থায় সিদ্ধ আত্মাতে (স্বরূপেই) পরিণত হন বলিয়া তাহার নাম পরিণতি।

তল্লক্ষণানি

ষষ্ঠ ভূমিকার নিম্নলিখিত লক্ষণ ঃ—

নরবাহনসংরূঢ়াঃ সুপ্তা এব যথা নৃপাঃ।
চলন্তি তদ্বৎস্বানন্দে সুপ্ত এব চলত্যসৌ ॥ ৩

অন্বয়—সুপ্তাঃ এব নরবাহনসংরূঢ়াঃ নৃপাঃ যথা চলন্তি তদ্বৎ স্বানন্দে সুপ্তঃ এব অসৌ চলতি।

নিদ্রিত রাজা যেমন মানুষযানে (পালকী প্রভৃতিতে) আরোহণ করিয়া গমন করেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং গমন না করিলেও লোকে যেমন বলে, রাজা গমন করিতেছেন, সেইরূপ সেই ষষ্ঠ্যারূঢ় সিদ্ধ ভূমানন্দে অবস্থিত হইয়া, সংসারপ্রপঞ্চের প্রতি নিদ্রিত হইয়া মানুষযানে—শরীরে অবস্থিত হইয়া, অহঙ্কারাদির সাহায্যে চলেন—কার্য্যে ব্যাপৃত হন।

ধ্যানাধ্বরবিধৌ যস্য পশবশ্চক্ষুরাদয়ঃ।
স্বয়মেবোপতিষ্ঠন্তি রন্তিদেবমখে যথা ॥ ৪

অন্বয়—যথা রন্তিদেবমখে (পশবঃ) স্বয়ম্ এব উপতিষ্ঠন্তি, তদ্বৎ যস্য (ষষ্ঠ্যারূঢ়স্য) ধ্যানাধ্বরবিধৌ চক্ষুরাদয়ঃ পশবঃ (স্বয়ম্ এব উপতিষ্ঠন্তি)।

(পশুবধপরাঙ্মুখ) রন্তিদেব রাজার যজ্ঞে যেমন পশুগণ, স্বয়ং আসিয়া নিজ নিজ মস্তকছেদন করিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতি নিজ নিজ শরীর অর্পণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই সিদ্ধ, আত্মধ্যানযজ্ঞ আরম্ভ করাতে, চক্ষুরাদি বহির্মুখ পশুগণ প্রত্যাহারাদি সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই, নিজ নিজ দেবতা সূর্য্যাদিতে লীন হইয়া যায়।

শ্রুতি বলিতেছেন—"গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ, দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু" (মুণ্ডক, উ ৩।২।৭) তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব

কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাসকলও মূলদেবতা সূর্য্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে।

পুরাণে কথিত আছে, ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজা রন্তিদেব সাতিশয় দয়াশীল ছিলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিলেন। তিনি পশুহিংসাভয়ে, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "যাহাতে তোমাকে পশুহিংসা করিতে না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি"। এই বলিয়া তাঁহারা যজ্ঞীয় শস্ত্রকে এইরূপ অভিমন্ত্রিত করিলেন যে পশুগণ আপনা হইতেই আসিয়া সেই শস্ত্রে নিজ নিজ শিরশ্ছেদন করিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশে নিজ নিজ শরীর অর্পণ করিল।

পূর্ণে বোধে সমুৎপন্নে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ঃ।
অপূর্ণাঃ পূর্ণতাং যান্তি কা বাচ্যা তস্য পূর্ণতা॥ ৫

অন্বয়—পূর্ণে বোধে সমুৎপন্নে (সতি) অপূর্ণাঃ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ণতাং যান্তি, তস্য (ষষ্ঠারূঢ়সিদ্ধস্য) পূর্ণতা কা বাচ্যা ?

যখন সংশয়বিপর্য্যয়রহিত হইয়া জ্ঞান, আনন্দঘনরূপ ধারণ করে এবং সেইরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ, যাহারা অবিদ্যাজনিত বলিয়া স্বভাবতঃ অপূর্ণ, তাঁহারাও, অবিদ্যাবিনাশে আত্মরূপ ধারণ করিয়া, পূর্ণতালাভ করে—অন্য সুখনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায়, সেই সিদ্ধ যে পূর্ণতা লাভ করেন, তদ্বিষয়ে আর কথা কি ?

তৎসর্ব্বমমৃতং তস্য যৎখাদতি পিবত্যপি।
যত্র তিষ্ঠতি সা কাশী স জপো যৎ প্রজল্পতি॥ ৬

অন্বয়—সঃ যৎ খাদতি, অপি (যৎ) পিবতি, তৎ সর্ব্বম্ তস্য অমৃতম্। সঃ যত্র তিষ্ঠতি সা কাশী, সঃ যৎ প্রজল্পতি সঃ জপঃ।

তিনি যে অন্নাদি ভোজন করেন, বা জলাদি পান করেন, সে সকলি তাঁহার অমৃত। (জ্ঞানযজ্ঞে যাহা কিছু ভক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই হবিঃ—একথা "যদশ্নাতি তদস্য হবিঃ"—(মহানারায়ণ, উ ২৫।১) এই শ্রুতি বাক্যে উক্ত হইয়াছে। অমৃতভোজনে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জ্ঞানী, ভোজন, পান, প্রভৃতিকে যেরূপ আত্মরূপে দর্শন করেন, ভোক্তাকেও সেইরূপে দর্শন করেন। সেই হেতু তাঁহার ভোজনাদি এবং তিনি স্বয়ং অমৃত। তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই কাশী। ('ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান' ইহা শ্রুতির উপদেশ, এবং তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া অন্যেও জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় এবং, মুক্তিলাভ করে, সেই হেতু তাঁহার নিবাসস্থানই কাশী।) তিনি, লৌকিক বা বৈদিক যে কোন কথাই বলুন না কেন, তাহা জপ স্বরূপ। (জপ অন্তঃকরণশুদ্ধি করিয়া, জ্ঞান প্রদান করে, জ্ঞানীর ভাষণ ও তাহাই করে, সুতরাং তাহা জপ।)

সঞ্চারস্তীর্থসঞ্চারঃ সমাধিঃ শয়নং মুনেঃ।
যং পশ্যতি স বিশ্বেশঃ শৃণোত্যুপনিষচ্চ সা ॥ ৭

অন্বয়—মুনেঃ সঞ্চারঃ তীর্থসঞ্চারঃ, শয়নং সমাধিঃ (ভবতি) মুনিঃ যং পশ্যতি স বিশ্বেশঃ (ভবতি), যৎ শৃণোতি সা উপনিষৎ চ (ভবতি)।

যাহারা চর্ম্মদৃষ্টি, (যাহাদের মর্ম্মদৃষ্টি নাই), তাহারা সেই মুনিকে কাশী প্রভৃতি তীর্থসেবনে, সমাধির অনুষ্ঠানে, বিশ্বেশ্বরদর্শনে এবং উপনিষচ্ছ্রবণে বিরত দেখিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, প্রত্যুত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাও হারাইতে পারে; এইহেতু বলিতেছেন—যেখানে সেই মুনির গমন হয়, সেখানে সর্ব্বতীর্থের সঞ্চার হয়, (কেন না তিনি পরমপাবন ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন, আর সকল

তীর্থই ঈশ্বরের চরণপীঠরূপে পরম পাবন); তাঁহার নিদ্রাও সমাধি, (কেন না, তিনি জাগ্রদবস্থাতেই মননদ্বারা সর্ব্বদ্বৈতবিবর্জ্জিত হইয়াছেন; তাঁহার স্বপ্নও জাগ্রৎ সংস্কারানুরূপ বলিয়া দ্বৈতবিবর্জ্জিত, সুতরাং যে সুষুপ্তিতে অন্য জীবের দ্বৈতবীজ, প্ররোহোন্মুখ হইয়া অবস্থান করে, তাঁহার সেই সুষুপ্তিতে দ্বৈতবীজ বিদগ্ধ হইয়া যাওয়াতে, অদ্বৈত সংস্কারই বদ্ধমূল হয়)। তিনি যাহাই দর্শন করেন, তাহাই বিশ্বেশ্বর, (কেননা সকল বস্তুতেই নামরূপ বাধিত হওয়াতে, সচ্চিদানন্দেরই স্ফুরণ হয়)। তিনি যাহা কিছু শ্রবণ করেন, সকলই উপনিষৎ, (কেননা তিনি আপনার চিৎস্বরূপতা বা চরমপ্রকাশরূপতা উপলব্ধি করায়, তাঁহার শ্রোত্রাগত যাবতীয় বাণীর বিমর্শক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া, প্রকাশন ক্রিয়াই অবশিষ্ট রহিয়া যায় অর্থাৎ "ইদং" নামক গ্রাহ্যবস্তুকে না বুঝাইয়া, "অহং" নামক গ্রহীতার ছায়াদ্বারা আত্মবস্তুকেই সূচনা করে।) ["দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" 'গ' পরিশিষ্ট "(৪) বাণী" টীকা দ্রষ্টব্য] আর উপনিষদেও বাণী আত্মার চরমপ্রকাশরূপতার অভিব্যঞ্জিকা)।

(শঙ্কা)। ভাল, প্রেমলক্ষণা ভক্তি, যাহাকে কেহ কেহ পঞ্চমপুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা ত' তাঁহার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

পীয়তে প্রেমপীযুষং শ্লিষ্যতে পরমা কলা।
ভুজ্যতে পরমানন্দো যোগিনা ন স ভোগিনা ॥৮॥

অন্বয়—(তেন) যোগিনা প্রেমপীযুষং পীয়তে, পরমাকলা শ্লিষ্যতে, পরমানন্দঃ ভুজ্যতে, সঃ (পরমানন্দঃ) ভোগিনা ন ভুজ্যতে।

সেই যোগী পরমপ্রেমাস্পদ-আত্ম বিষয়িনী রতি উপভোগ করেন (তাহাই তাঁহার প্রেমামৃতপান, এবং তাহাতেই সর্ব্বপুরুষার্থ

সিদ্ধি)। তিনি শুদ্ধসত্বান্তঃকরণে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, এবং যাবতীয় বিষয়ানন্দ, যে চরম আনন্দের প্রতিবিম্বরূপ লেশস্বরূপ, সেই আনন্দ ভোগ করেন। সেই আনন্দ বিষয়ভোগিগণের অগোচর, কারণ তাহারা ভোগ্যবস্তুর সত্যত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক, আপনাদিগকে ভোক্তা বলিয়া অবধারণ করে।

তিনি যে পরমানন্দ উপভোগ করেন, তাহার নিদর্শন এই যে :—

সম্প্রাপ্তে পরমানন্দে ন শোচতি গতং বয়ঃ।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বমানন্দতাং গতম্ ॥৯॥

অন্বয়—পরমানন্দে সম্প্রাপ্তে (সতি) গতং বয়ঃ ন শোচতি। ভূতং, ভবৎ, ভবিষ্যৎ চ সর্ব্বং (সুখদুঃখাদিকারণম্) আনন্দতাং গতম্।

সেই নিরতিশয় ভূমানামক সুখলাভ করিয়া, সেই ষষ্ঠারূঢ় যোগী, বৃথা আয়ুঃক্ষয় হইল বলিয়া আর শোক করেন না, এবং তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের কারণ, এবং তাহাদের ফলরূপ সুখদুঃখ, সকলই আনন্দরূপ ধারণ করে। ভাবার্থ এই যে, শরীরধারণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতে, তাঁহার আয়ুঃক্ষয়ে শোক নাই এবং সুখদুঃখের প্রতীতিও নাই।

সপ্তমজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ।

অতঃ ষষ্ঠীমতিক্রম্য তুরীয়াং যাতি সপ্তমীম্।
মহাকক্ষেতি সৈবোক্তা সৈব গূঢ়সুষুপ্তিকা ॥১॥

অন্বয়—অতঃ ষষ্ঠীম্ অতিক্রম্য তুরীয়াং সপ্তমীম্ (ভূমিকাং) যাতি, সা এব মহাকক্ষা ইতি উক্তা, সা এব গূঢ়সুষুপ্তিকা (উক্তা)।

তাহার পর সেই পদার্থাভাবিনী নাম্নী ষষ্ঠভূমিকা অতিক্রম করিয়া, যোগী সপ্তমভূমিকায় প্রবেশ করেন। ব্যাবহারিক জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের অপেক্ষায় ইহা তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা। চতুর্থ্যাদি সকল জ্ঞানভূমিকে তুরীয়াবস্থা ধরিলে, ইহা তুরীয়তুরীয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ভূমি ছয়টির অপেক্ষায় ইহা সপ্তমী ভূমিকা। নিরাবরণআত্মপ্রাপ্তির দ্বার-ভূমি বলিয়া, ইহা গ্রন্থান্তরে মহাকক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। স্থানান্তরে ইহা গূঢ়সুষুপ্তিকা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, এই অবস্থায় সুষুপ্তিকা অর্থাৎ অল্প সুষুপ্তি গূঢ়া বা আচ্ছন্না হইয়া থাকে।

যোগ নিদ্রেতি সা প্রোক্তা পরাকাষ্ঠেতি সা স্মৃতা।
অনুত্তরং চ সহজং স্বরূপস্থিতিরিত্যপি ॥২॥

অন্বয়— সা (অবস্থা পুরাণেষু) যোগনিদ্রা ইতি প্রোক্তা, সা পরাকাষ্ঠা ইতি স্মৃতা, সহজম্ অনুত্তরম্ চ স্বরূপস্থিতিঃ ইত্যপি (নামভ্যাং সা উক্তা)।

পুরাণে সেই অবস্থা যোগনিদ্রা নামে খ্যাত। মুনিগণ তাহাকে পরাকাষ্ঠা নাম দিয়া থাকেন। তাহার অপর নাম 'সহজানুত্তর' (কারণ এই অবস্থায় দ্বৈতপ্রতীতি আদৌ না থাকাতে, উত্তর দানে বিরতি স্বাভাবিক।) ইহার আর এক নাম স্বরূপস্থিতি।

মৌনমেবাবলম্বন্তে যস্যাং হরিহরাদয়ঃ।
সা তু বর্ণয়িতুং শক্যা ন কেনাপি কদাচন ॥৩॥

অন্বয়—যস্যাং আরূঢ়াঃ (সন্তঃ) হরিহরাদয়ঃ মৌনম্ এব অবলম্বন্তে, যতঃ সা তু কেন অপি কদাচন বর্ণয়িতুং ন শক্যা।

সেই অবস্থায় আরূঢ় হইলে, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই মৌনাবলম্বন করেন—স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপ চিন্মাত্রই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কোনও প্রকার বাগাদি ব্যবহার করেন না, কারণ

সেই অবস্থা পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাবস্থা হইতে বিলক্ষণ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কেহই, সর্ব্ববেদযোনি ব্রহ্মাও, কোনও কালে, সেই অবস্থা বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। (ইহাও সেই সপ্তমী ভূমিকার লক্ষণ।)

চিদঙ্গে কোমলে লগ্নো দৈবাদজ্ঞানকণ্টকঃ।
তং বোধকণ্টকেনায়ং বিনিবার্য্য সুখং স্থিতঃ ॥৪॥

অন্বয়—কোমলে চিদঙ্গে দৈবাৎ অজ্ঞানকণ্টকঃ লগ্নঃ। অয়ং (সপ্তম্যারূঢ়ঃ) তং (অজ্ঞানকণ্টকং) বোধকণ্টকেন বিনিবার্য্য সুখং স্থিতঃ।

অত্যল্প পরিমাণেও অজ্ঞানকণ্টকাঘাত সহন করিতে পারে না, এইরূপ কোমল, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ অঙ্গে, কাকতালীয়সংযোগক্রমে অতি দুঃখপ্রদ অজ্ঞান কণ্টক বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইনি, (মহাবাক্য জনিত সংশয়বিপর্য্যয়রহিত—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অপরোক্ষ) বোধকণ্টক দ্বারা, সেই অজ্ঞানকণ্টক নিষ্কাসন করিয়া, সেই বোধকণ্টকের আর প্রয়োজন না থাকাতে, তাহাকেও অনাদর করিয়া, এখন সুখে অবস্থান করিতেছেন।

জ্ঞানেও অনাদর, ইহাও সপ্তম্যারূঢ়ের লক্ষণ।

সপ্তম্যারূঢ়ের অবস্থা কি প্রকার? ইহাই তিন শ্লোকে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছেন :—

অমৃতজলধৌ যস্মিন্ বার্ত্তা ন মীন তরঙ্গয়োঃ।
ন চ পরিচয়ঃ পারাবারস্থিতেরপি কুত্রচিৎ ॥
সমরসপরব্রহ্মানন্দপ্রশূন্যবিকল্পনঃ।
সহজ গলিত দ্বৈতজালঃ স ভাতি মহামুনিঃ ॥৫

অন্বয়—যস্মিন্ অমৃতজলধৌ মীনতরঙ্গয়োঃ বার্ত্তা ন (বিদ্যতে), পারাবারস্থিতেঃ পরিচয়ঃ অপি কুত্রচিৎ ন চ (বিদ্যতে), (তদ্বৎ)

স মহামুনিঃ সমরসপরব্রহ্মানন্দ প্রণুন্নবিকল্পনঃ সহজগলিতদ্বৈতজ্বালঃ (সন্) ভাতি।

প্রলয়কালীন জলপ্লাবনে একার্ণবে চরাচর নিমগ্ন হইলে, যেমন মৎস্য তরঙ্গের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না, কিম্বা কোনও স্থলে, এপার ওপার বলিয়া প্রসঙ্গও উঠে না; সেইরূপ, অমৃতপ্লাবনে তাঁহার সংসার নিমগ্ন হইয়া যাওয়াতে, সেই সমরস পরব্রহ্মানন্দরূপ একার্ণবে কার্য্যকারণরূপ অজ্ঞানের আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ, অগ্নির ন্যায় ত্রিতাপের হেতু হইয়া মূঢ়গণকে দগ্ধ করে, সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চ 'নেতি' 'নেতি' নিষেধ-প্রযত্নব্যতিরেকেই—আপনা হইতেই যেন বিগলিত হইয়া যায়। তাঁহাকে একার্ণবে ভাসমান মহামুনি নারায়ণের ন্যায় দেখায়।

বন্ধধ্বংসসমভীপ্সুনা সুমনসা জিজ্ঞাসয়া তীব্রয়া
জ্ঞাতে ব্রহ্মণি বাধিতাক্ষবিষয়ে বোধে চমৎকুর্ব্বতি।
স্বান্তমস্তৃবিমানমাস্যবিবৃতিব্যাবৃত্তিনির্ভঙ্গকো
ভাতি জ্ঞানসুখাত্মকঃ স্বয়ময়ং যোগ্যাপগানাংপতিঃ ॥৬

অন্বয়—বন্ধধ্বংসসমভীপ্সুনা (অজ্ঞানস্য বিনাশে সম্যগিচ্ছাবতা) সুমনসা, তীব্রয়া জিজ্ঞাসয়া ব্রহ্মণি জ্ঞাতে (সতি,—ততঃ) বাধিতাক্ষবিষয়ে বোধে চমৎকুর্ব্বতি (সতি) স্বান্তঃ মস্তৃবিমানমাস্যবিবৃতিব্যাবৃত্তি নির্ভঙ্গকঃ (অতএব) জ্ঞানসুখাত্মকঃ স্বয়ং অয়ং যোগ্যাপগানাং পতিঃ ভাতি।

সাধনসম্পন্ন মন, 'সমূলে অজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিব' এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; তাহাতে তীব্র জ্ঞানপিপাসা জাগিয়াছিল। সেই তীব্র জ্ঞানপিপাসার সাহায্যে মন ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছে। তদনন্তর সেই জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন স্ফুরণে ইন্দ্রিয়গোচর যাবতীয় বিষয় তিরোহিত

হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে, প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই ত্রিপুটীর ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়াতে, তাহা সর্ব্ববিক্ষেপপরিশূন্য হইয়াছে। এই হেতু জ্ঞানানন্দস্বরূপ সেই সিদ্ধ, যে আনন্দসাগরে সর্ব্বপ্রকার (পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকাস্থিত) সাধকসিদ্ধের সাধন, নদীর ন্যায় আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ সেই আনন্দ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

বাচা মৌনময়ী গতিঃ স্থিতিময়ী নিদ্রাময়ো জাগরো
নিদ্রা বোধময়ী নিশা দিনময়ী নক্তম্ময়ো বাসরঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং জগৎ সুখময়ং কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিন্ময়ং
দুর্ল্লঙ্ঘ্যং গুণবর্ত্ম লঙ্ঘিতবতো বার্ত্তা কথং বর্ণ্যতাম্ ॥৭

অন্বয়—(তস্য) বাচা মৌনময়ী, গতিঃ, স্থিতিময়ী, জাগরঃ নিদ্রাময়ঃ, নিদ্রা বোধময়ী, নিশা দিনময়ী, বাসরঃ নক্তম্ময়ঃ, কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং, জগৎ সুখময়ং, কিঞ্চিৎ ন কিঞ্চিন্ময়ং, অতঃ দুর্লঙ্ঘ্যং গুণবর্ত্ম লঙ্ঘিতবতঃ (সপ্তম্যারূঢ়স্য) বার্ত্তা কথং বর্ণ্যতাম্?

অতি উৎকট সাধনবলেই, যে সত্ত্বরজস্তমোগুণনির্ম্মিত সংসার মার্গ অতিক্রম করিতে পারা যায়, সেই সংসারমার্গ যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার বৃত্তান্ত কে বর্ণনা করিতে পারে? তাঁহার বাণী মৌনরূপা, কেননা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বচন বক্তারই স্বরূপ, বক্তার সত্তা হইতে বচনের পৃথক্ সত্তা নাই, (বাচ্যেরও পৃথক্ সত্তা নাই)। বচন লোকে প্রতীত হইলেও, তাহার পারমার্থিকত্ব নাই বলিয়া, সপ্তম্যারূঢ় যোগীর বচন মৌনরূপ। তাঁহার গতি, লোকে প্রতীত হইলেও, স্থৈর্য্যরূপা, কেননা, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৩।১৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে, চরণ না থাকিলেও তিনি গমনশীল। লোকে, তাঁহার যে গমন প্রতীত হয়, তাহা পারমার্থিক নহে। এই কারণে তাঁহার

গমনেও স্থৈর্য্য সম্ভব। তাঁহার জাগরণও নিদ্রারূপ, কেননা, লোকে দেখা যায়, নিদ্রাবস্থায় সকল ত্রিপুটীর 'বিলোপ' ঘটে। এই যোগী, ত্রিপুটী মাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া দেখেন* বলিয়া, তাঁহার জাগরণও নিদ্রারূপ। তাঁহার রাত্রি দিবসরূপ, কেননা, রাত্রি অন্ধকারময়ী বলিয়া, সকল বস্তুর অপ্রকাশই রাত্রির স্বরূপ বলিয়া, এস্থলে অভিপ্রেত। সেই অপ্রকাশ যদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশই অব্যাহতভাবে সপ্তম্যারূঢ়ের স্বরূপ। তাঁহার দিবসও রাত্রিময়, কেননা, দিবসের সমস্ত ব্যবহার তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সেই হেতু, তাহাদের প্রকাশ অপারমার্থিক বলিয়া অপ্রকাশ স্বরূপ; অন্ধকারের অথবা রাত্রির স্বরূপও তাহাই; সেইহেতু তাঁহার দিবস রাত্রিময়। তাঁহার ক্রিয়াও নিক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ; কারণ কর্তৃকরণ কার্য্যরূপ ত্রিপুটীর পারমার্থিকত্ব নাই। অথবা "ব্রহ্মার্পণম্ ইত্যাদি" (৪।২৪) গীতাবচনে কর্ম্মের ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার কর্ম্মও সমাধিস্বরূপ, (নিক্রিয়ব্রহ্মরূপ)। যে জগৎ "অশাশ্বত দুঃখালয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহার নিকট সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতে প্রতীয়মান দুঃখ অত্যন্ত অসৎ, জগদ্গত সুখ "কেবল" ব্রহ্মসুখ হইতে অভিন্ন, এইরূপ অনুসন্ধান বশতঃ জগৎ সুখময়। তাঁহার দৃষ্টিগোচর "কিঞ্চিৎ"—সকল বস্তুই,—"ন কিঞ্চিন্ময়ং" অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচর আত্মময়, কেন না বাধসামানাধিকরণ্য বশতঃ জগৎ অদৃশ্য ব্রহ্মস্বরূপ।

---

* কোনও আপ্তজন উপদেশ দিলেন "ঐ পুরুষটি স্তম্ভ মাত্র"। এস্থলে স্তম্ভে পুরুষ ভ্রম হইয়া স্তম্ভজ্ঞান হইবার পর নিশ্চয় হইল, পুরুষটি স্তম্ভমাত্র। একই অধিকরণে বা আধারে পুরুষজ্ঞানের বাধা হইয়া স্তম্ভজ্ঞান হইল। সেইরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই স্থলে একই আধারে দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের বাধা হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ইহার নাম "বাধসামানাধিকরণ্য"।

অত্যন্তহীনো বলপৌরুষাভ্যামকিঞ্চনো যো গলিতাভিমানঃ।
তেনৈব নীতা রিপবো বিনাশং ন যে হতাস্তাত মহেন্দ্রমুখ্যৈঃ ॥৮

অন্বয়—হে তাত, যঃ (পুরুষঃ) বলপৌরুষাভ্যাম্ অত্যন্তহীনঃ, অকিঞ্চনঃ গলিতাভিমানঃ, তেন এব, যে রিপবঃ মহেন্দ্রমুখ্যৈঃ ন হতাঃ, (তে কামাদয়ঃ রিপবঃ) বিনাশং নীতাঃ।

হে পুত্র যিনি নিষ্কিঞ্চন ও নিরভিমান বলিয়া আদৌ উদ্যোগশীল ও পটুদেহ নহেন, তিনিই কামাদি যে সকল রিপুকে বধ করিলেন, ইন্দ্র প্রভৃতিও তাহাদিগকে বধ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মবিদ্যায়াং ভবান্যাং পুত্রতাং গতঃ।
নিজাঙ্গে লালয়ত্যেনং পরমাত্মা সদাশিবঃ ॥ ৯

অন্বয়—(যদা) ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াং ভবান্যাং পুত্রতাং গতঃ, (তদা) পরমাত্মা সদাশিবঃ এনং নিজাঙ্গে লালয়তি।

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ভবানীর যখন পুত্র হইয়া গেলেন, তখন পরমাত্মা সদাশিব, তাঁহাকে আপনার অঙ্গে হইয়া খেলা করান।

ভূমিকাশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।

ভূমিকাত্রিতয়ং জাগ্রচ্চতুর্থী স্বপ্ন উচ্যতে।
তাবতী সাধকাবস্থা তারতম্যেন যোগিনাম্ ॥ ১

অন্বয়—ভূমিকাত্রিতয়ং জাগ্রৎ উচ্যতে, চতুর্থী স্বপ্নঃ উচ্যতে, তাবতী তারতম্যেন যোগিনাং সাধকাবস্থা (ভবতি)।

সংসারমোহরূপ নিদ্রা হইতে জাগরণস্বরূপ বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিন অবস্থাকে, জাগ্রৎ বলে। সত্ত্বাপত্তিনাম্নী চতুর্থভূমিকাকে স্বপ্ন

বলে, (কেননা সেই অবস্থায় সংসারব্যবহারকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।) এই অবস্থাচতুষ্টয় যোগীদিগের উত্তরোত্তর উত্তম, সাধকাবস্থা।

পঞ্চমীং তু সমারভ্য সিদ্ধাবস্থৈব সা ত্রিধা।
তিসৃণামপ্যবস্থানাং দৃষ্টান্তোঽত্র নিরূপ্যতে ॥ ২॰

অন্বয়—পঞ্চমীং (ভূমিকাং) সমারভ্য তু সিদ্ধাবস্থা, সা ত্রিধা। তিসৃণাং অবস্থানাং দৃষ্টান্তঃ অপি অত্র নিরূপ্যতে।

পঞ্চমভূমিকা হইতে সিদ্ধাবস্থা আরম্ভ হয়। তাহা তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার অবস্থারই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

সুষুপ্তেঃ প্রথমাবস্থা তস্যাং যৎ সুখমাপ্যতে।
সুষুপ্তে র্যা ঘনাবস্থা তস্যামপি তদেব হি ॥ ৩

অন্বয়—সুষুপ্তেঃ (যা) প্রথমাবস্থা, তস্যাং যৎ সুখম্ আপ্যতে, সুষুপ্তেঃ যা ঘনাবস্থা তস্যাম্ অপি তৎ এব হি *(সুখম্ আপ্যতে)।

সুষুপ্তির যেটি প্রথমাবস্থা, তাহাতে যে সুখ অনুভূত হয়, সুষুপ্তির যেটি ঘনাবস্থা, তাহাতেও সেই সুখই অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

সুখং ঘনসুষুপ্তৌ তৎ সুখং গাঢ় সুষুপ্তকে।
অতস্ত্রিবিধসুপ্তৌ স আনন্দানুভবঃ সমঃ ॥ ৪

অন্বয়—ঘনসুষুপ্তৌ (যৎ) সুখং, তৎ সুখং গাঢ়সুষুপ্তকে (ভবতি), অতঃ ত্রিবিধসুপ্তৌ সঃ আনন্দানুভবঃ সমঃ।

আবার ঘন সুষুপ্তিতে যে সুখ, গাঢ় সুষুপ্তিতেও সেই সুখ। এইহেতু সুষুপ্তি ত্রিবিধ হইলেও, সেই আনন্দানুভব একই প্রকার।

---

* চৌখাম্বামুদ্রিতগ্রন্থে এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের যে পাঠ "তুর্য্যায়ামপি সপ্তম্যাম্" তাহা প্রামাদিক, পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। টীকা দেখিয়া পাঠ পরিকল্পিত হইল।

তথা য এব পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যামপি স এব হি।
তুর্য্যায়ামপি সপ্তম্যাং ব্রহ্মানন্দঃ স এব হি ॥ ৫

অন্বয়—তথা পঞ্চম্যাং যঃ এব (ব্রহ্মানন্দঃ), ষষ্ঠ্যাম্ অপি সঃ এব (ব্রহ্মানন্দঃ) হি; তুর্য্যায়াম্ সপ্তম্যাম্ অপি সঃ এব হি ব্রহ্মানন্দঃ।

সেইরূপ পঞ্চমভূমিকাতে যে ব্রহ্মানন্দ, ষষ্ঠভূমিকাতেও তাহাই। আবার ষষ্ঠভূমিকাতে যে ব্রহ্মানন্দ, তুর্য্যানাম্নী সপ্তমভূমিকাতেও তাহাই।

অভ্যাসতারতম্যেন তারতম্যে চিরস্থিতৌ।
অপরোক্ষানুভূতেস্তু তারতম্যং মনাঙ্ন হি ॥ ৬

অন্বয়—অভ্যাসতারতম্যেন চিরস্থিতৌ তারতম্যে (সতি) অপরোক্ষানুভূতেঃ তু মনাক্ তারতম্যং নহি (ভবতি)।

বিবেকাবৃত্তিরূপ অভ্যাসের তারতম্যানুসারে, বৃত্তির আনন্দাকারতার স্থিতিকালের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির ঈষৎপরিমাণেও তারতম্য হয় না।

নাস্বাদিতা সিতা যাবত্তাবন্নাস্বাদিতৈব সা।
একদাস্বাদিতা চেৎসা নৈব নাস্বাদিতা ভবেৎ ॥ ৭

অন্বয়—যাবৎ সিতা ন আস্বাদিতা, তাবৎ সা ন আস্বাদিতা এব। সা একদা আস্বাদিতা চেৎ, (তর্হি) সা নাস্বাদিতা (অনাস্বাদিতা) ন এব ভবেৎ।

মিশ্রী যে পর্য্যন্ত না আস্বাদিত হয়, সেই পর্য্যন্ত অনাস্বাদিতই থাকিয়া যায়। কিন্তু মিশ্রী যদি একবার আস্বাদিত হয়, তবে আর অনাস্বাদিত থাকিতে পারে না। আস্বাদন একবার মাত্রই হউক, বা বহুবার হউক, স্বাদ সর্ব্বদাই একরূপ। সেইরূপ—

জাতা চেৎ সা তু জাতৈব জাতু নাজাততাং ভজেৎ।
কথংভূয়ো ভ্রমত্যেষ ভ্রান্তিরেব গতা যদি ॥ ৮

অন্বয়—সা তু জাতা চেৎ, (তর্হি) জাতা এব, (সা) ন জাতু অজাততাং ভজেৎ। যদি ভ্রান্তিঃ গতা এব, তর্হি ভূয়ঃ কথং এষঃ ভ্রমতি?

সেই অপরোক্ষানুভূতি যদি একবার উৎপন্ন হইল, তবে, তাহা উৎপন্ন হইয়াই গেল; তাহা কখনও আর অনুৎপন্ন থাকিতে পারে না। কেননা, যদি পঞ্চম্যারূঢ় জাতসাক্ষাৎকার জীবের ভ্রম একবার নিবৃত্তই হইল, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে আবার ভ্রমে পতিত হইতে পারেন?

অথ কশ্চিদ্বিশেষঃ।

তবে অপরোক্ষানুভূতির কিছু বিশেষ আছে :—

তুরীয়া প্রথমাভাসে বিদ্যুদাভাসলক্ষণা।
তত শ্চঞ্চল দীপাভা ততো নিশ্চলদীপবৎ॥ ৯

অন্বয়—তুরীয়া প্রথমাভাসে বিদ্যুদাভাসলক্ষণা (ভবতি), ততঃ চঞ্চল দীপাভা (ভবতি), ততঃ নিশ্চলদীপবৎ (ভবতি)।

(জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় ধরিয়া গণনা করিলে, অপরোক্ষানুভূতি তুরীয়া বা চতুর্থী হয়।) পঞ্চমভূমিকায় সেই অপরোক্ষানুভূতি যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন তাহা বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণিক, পরে ষষ্ঠভূমিকার আরম্ভে তাহা বায়ুচালিত দীপের ন্যায় চঞ্চল। তাহার পর ষষ্ঠভূমিকা পরিপক্ক হইলে, তাহা স্থির দীপের ন্যায়।

সূর্য্যপ্রভাবচ্চ ততঃ সপ্তমী চিরবর্ত্তিনী।
উদয়াস্ত বিহীনা সা দিন পক্ষর্ত্তু বৎসরম্॥ ১০
পুষ্কলা নিশ্চলা পূর্ণা পরমানন্দসুন্দরী॥ ১১

অন্বয়—(ততঃ) সূর্য্যপ্রভাবৎ সপ্তমী চিরবর্ত্তিনী (ভবতি)। সা

(চ) দিনপক্ষর্ত্তু বৎসরং (ব্যাপ্য) উদয়াস্তবিহীনা, নিশ্চলা, পুষ্কলা, পূর্ণা, পরমানন্দসুন্দরী (ভবতি) ॥ ১০, ১১

তাহার পর সপ্তম ভূমিকার প্রারম্ভে সেই অপরোক্ষানুভূতি, সূর্য্য-প্রভার ন্যায় হয়। পরে সপ্তমী বা তুর্য্যা নাম্নী অপরোক্ষানুভূতি বহুক্ষণ ধরিয়া স্থির থাকে, এবং পরিণতা হইলে, দিন, পক্ষ, ঋতু ও বৎসর ব্যাপিয়া উদয়াস্তবিহীন, স্থির, পরিপুষ্ট, পরিপূর্ণ, এবং নিরতিশয় সুখাকারে রমণীয়া হইয়া থাকে।

যেষাং ধ্যানকলায়াঞ্চ লীয়ন্তে গুণপংক্তয়ঃ।
যেষাং কৃপাকটাক্ষেণ সদ্যো মুক্তি রবাপ্যতে ॥ ১২

অন্বয়—যেষাং (জিজ্ঞাসুভিঃ কৃতায়াং) ধ্যানকলায়াং চ গুণপংক্তয়ঃ লীয়ন্তে, যেষাং কৃপাকটাক্ষেণ সদ্যঃ মুক্তিঃ অবাপ্যতে।

জিজ্ঞাসুগণ সেইরূপ অপরোক্ষানুভবীকে অল্পমাত্র ধ্যান করিলে, তাহাদের সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয় এবং তৎকার্য্য কামাদি, বিলীন হইয়া যায়; তাঁহারা সদয় হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে, জিজ্ঞাসুগণ তৎকালেই মুক্তি-লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চমীমথবা ষষ্ঠীং সপ্তমীং বা সমাশ্রিতাঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩

অন্বয়—যে পঞ্চমীং অথবা ষষ্ঠীং বা সপ্তমীং ভূমিকাং সমাশ্রিতাঃ, তেষাং কল্পকোটিশতৈঃ অপি পুনরাবৃত্তিঃ ন (ভবতি)।

যাঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ভূমিকা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের শতকোটিকল্পেও (কোন কালেই), আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পূর্ব্বাবস্থাচতুষ্কে যে স্থিতা দেহং বিহায় তে।
পুনর্দেহান্তরং প্রাপ্য ব্রহ্মাভ্যাসং প্রকুর্ব্বতে ॥ ১৪

অন্বয়—যে পূর্ব্বাবস্থাচতুষ্কে স্থিতাঃ, তে দেহং বিহায় পুনঃ দেহান্তরং প্রাপ্য ব্রহ্মাভ্যাসং প্রকুর্ব্বতে।

যাঁহারা, জিজ্ঞাসা, বিচার, তনুমানসা, ও সত্তাপত্তি নাম্নী ভূমিকায় অবস্থান করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার অন্যদেহলাভ করিয়া ব্রহ্মাভ্যাস করিতে থাকেন। বাসিষ্ঠ রামায়ণে (উৎপত্তি প্রকরণে ২২।২৪) ব্রহ্মাভ্যাস এইরূপে বর্ণিত আছে (১) সেই তত্ত্ববিষয়ে চিন্তা করা, অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ ভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; (২) সেই তত্ত্ব-বিষয়ে কথোপকথন করা, অর্থাৎ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মেলন করা; (৩) পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান অর্থাৎ পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া; (এই তিন উপায় দ্বারা অসম্ভাবনানিবৃত্তি হয়) এবং (৪) সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। (চতুর্থ উপায় দ্বারা বিপরীতভাবনানিবৃত্তি হয়)—ইহাদিগকেই পণ্ডিতগণ জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া থাকেন।

যোগভ্রষ্টাস্ত উচ্যন্তে ক্রমেণ ব্রহ্মগামিনঃ।
যোগিনো যোগসিদ্ধাশ্চ দত্তাদ্যা জনকাদয়॥ ১৫

অন্বয়—তে যোগভ্রষ্টাঃ উচ্যন্তে, তে ক্রমেণ ব্রহ্মগামিনঃ (ভবন্তি)। (কেচিৎ স্বতঃ এব) যোগিনঃ; দত্তাদ্যাঃ জনকাদয়ঃ চ যোগসিদ্ধাঃ।

তাঁহারা গীতাদি শাস্ত্রে (গীতা ৬।৪১) যোগভ্রষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহারা উত্তরোত্তরলোকপ্রাপ্তি ক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্মাপ্রভৃতি স্বভাবতঃই যোগী—জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানবান্। অত্রিপুত্র দত্তপ্রভৃতি, এবং জনকাদি ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানরূপ যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরানুগ্রহং প্রাপ্য অর্ব্বাচীনাশ্চ কেচন।
স্বরূপানুভবং প্রাপ্য মুক্তাস্তে সর্ব্ব এব হি॥ ১৬

অন্বয়—কেচন অর্ব্বাচীনাঃ ঈশ্বরানুগ্রহং প্রাপ্তাঃ (সন্তঃ) স্বরূপানুভবং প্রাপ্তাঃ; তে সর্ব্বে মুক্তাঃ এব হি।

ইদানীন্তন লোকের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া (অর্থাৎ সদ্‌গুরু লাভ করিয়া এবং সচ্ছাস্ত্রসেবন করিয়া) ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইয়াছেন। একথা বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে :—

যাবন্নানুগ্রহঃ সাক্ষাজ্জায়তে পরমেশ্বরাৎ।
তাবন্ন সদ্‌গুরুং কশ্চিৎ সচ্ছাস্ত্রমপি নো লভেৎ॥

যে পর্য্যন্ত না পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগ্রহলাভ হয়, সে পর্য্যন্ত কেহ সদ্‌গুরু বা সচ্ছাস্ত্রলাভ করিতে পারে না।

সুষুপ্তৌ কেচিদাশ্বস্তাঃ কেচিদ্‌ঘনসুষুপ্তকে।
কেচিদ্‌গাঢ়সুষুপ্তৌ চ সর্ব্বেষামমৃতং সমম্॥ ১৭

অন্বয়—কেচিৎ সুষুপ্তৌ আশ্বস্তাঃ, কেচিৎ ঘনসুষুপ্তকে (আশ্বস্তাঃ), কেচিৎ গাঢ়সুষুপ্তৌ (আশ্বস্তাঃ), সর্ব্বেষাম্ অমৃতং সমং (ভবতি)।

সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি কেহ কেহ (যাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখা যায়) শিথিলসুষুপ্তি নামক পঞ্চম ভূমিকাকে চরমসীমা নিশ্চয় করিয়া, তাহাতেই স্থির হইয়াছেন। ব্যাসবৃহস্পতি প্রমুখ কেহ কেহ (যাঁহাদিগের বাসনা পরেচ্ছাদ্বারা উদ্বোধিত হইলে, যাঁহাদিগকে ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখা যায়) নিবিড়সুষুপ্তি নামক ষষ্ঠভূমিকালাভে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া, তাহাতেই নিশ্চল হইয়াছেন। আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি (যাঁহারা পরকৃত চেষ্টা দ্বারাও ব্যুত্থিত বা বহির্বৃত্তিক হইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না) গাঢ়সুষুপ্তি নামক সপ্তম ভূমিকালাভে আশ্বস্ত। ভাবার্থ এই—পঞ্চম্যারূঢ়গণ কখন কখন আপনা হইতেই প্রপঞ্চকে সত্য মনে করিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। ষষ্ঠ্যারূঢ়গণ,

অপরে চেষ্টা করিয়া প্রপঞ্চের সত্যত্ব বুঝাইলে, কখন কখন ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। সপ্তম্যারূঢ়গণ আপনা হইতে, কিম্বা পরচেষ্টায়, কখনই প্রপঞ্চের সত্যতা বুঝিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না। (কিন্তু প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ব বুদ্ধি সকলেরই তুল্যরূপ), এবং মোক্ষসুখ সকলেরই একরূপ। এই হেতু পঞ্চম্যাদি ভূমিকাত্রয় সিদ্ধাবস্থা।

৩৪। অবস্থাব্যবস্থা।

অথাবস্থা ব্যবস্থাখ্যং কিঞ্চিৎ প্রকরণং শৃণু।
যস্মিন্ পরীক্ষিতে সম্যক্ পরীক্ষ্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১

অন্বয়—অথ অবস্থাব্যবস্থাখ্যং কিঞ্চিৎ প্রকরণং শৃণু, যস্মিন্ সম্যক্ পরীক্ষিতে (সতি), পরীক্ষ্যং ন অবশিষ্যতে।

অনন্তর অবস্থাব্যবস্থা নামক একটি ছোট প্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণের যথাযথ বিচার করিয়া অবধারণ করিলে, পরীক্ষা করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (কারণ, পরীক্ষণীয় সকল অবস্থাই বক্ষ্যমাণ কোন না কোন অবস্থার অন্তর্গত।)

জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তিশ্চ তথা মূঢ়সমাধিতা।
মূর্চ্ছা মৃত্যুস্তুরীয়ঞ্চেত্যবস্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২

অন্বয়—জাগ্রৎ, স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিঃ চ তথা মূঢ়সমাধিতা, মূর্চ্ছা, মৃত্যুঃ, তুরীয়ং চ ইতি সপ্ত অবস্থাঃ কীর্ত্তিতাঃ।

অবস্থা বা অন্তঃকরণস্থিতি সাত প্রকার যথা—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি, (৪) মূঢ়সমাধি, (৫) মূর্চ্ছা, (৬) মৃত্যু, ও (৭) তুরীয়।

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ব্যক্তা মূঢ়সমাধিতা।
মূর্চ্ছামৃত্যুস্তুরীয়ং চ ব্যক্তা নিত্যানুভূতিতঃ ॥ ৩

অন্বয়—জাগ্রৎ, স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিঃ চ ব্যক্তা; মূঢ়সমাধিতা, মূর্চ্ছা, মৃত্যুঃ তুরীয়ং চ নিত্যানুভূতিতঃ ব্যক্তা।

জাগ্রৎ (ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থোপলব্ধি); স্বপ্ন (ইন্দ্রিয়গণ লীন হইলে, জাগ্রৎসংস্কারজনিত বিষয় ও তৎপ্রত্যয়), সুষুপ্তি (বিষয়াপ্রকাশ) এই তিন অবস্থা সর্ব্বজনপরিচিত। এই হেতু তাহাদের নিরূপণের প্রয়োজন নাই। আর মূঢ়সমাধি, মূর্চ্ছা ("মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ" ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১০, দ্রষ্টব্য) মরণ ও তুরীয়াবস্থা, এই চারিটি অবস্থা আত্মচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

উক্তং মূঢ়সমাধানং ভবপ্রত্যয়সংজ্ঞকম্।
পুরাঽসংপ্রজ্ঞাতনামসমাধের্ভেদবর্ণনে ॥ ৪

অন্বয়—পুরা (যোগদীক্ষাচিন্তামণ্যাখ্যপ্রকরণে) অসংপ্রজ্ঞাত নাম সমাধেঃ ভেদবর্ণনে ভবপ্রত্যয়সংজ্ঞকং মূঢ়সমাধানম্ উক্তম্।

পূর্ব্বে (যোগদীক্ষা) চিন্তামণি নামক প্রকরণে অসম্প্রজ্ঞাত নামক সমাধির প্রকারবর্ণনাকালে, ভবপ্রত্যয় (সংস্কারানুভব) নামক মূঢ় সমাধির বর্ণনা করা হইয়া গিয়াছে। এই হেতু তাহার বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তৎসমাধিস্থিতা জিত্বেন্দ্রাদীন্স্বর্গেশতাং যযুঃ।
মৃত্যু মূর্চ্ছা প্রসিদ্ধেতি তুরীয়মভিধীয়তে ॥ ৫

অন্বয়—তৎসমাধিস্থিতাঃ ইন্দ্রাদীন্ জিত্বা স্বর্গেশতাং যযুঃ। মৃত্যুঃ মূর্চ্ছা প্রসিদ্ধা ইতি তুরীয়ম্ অভিধীয়তে।

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যাঁহারা ভবপ্রত্যয় নামক সমাধিতে আরূঢ়

হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই হেতু মূঢ়সমাধিকে সংসারানুভব বীজরূপে থাকে। মৃত্যু ও মূর্চ্ছা সর্ব্বজনবিদিত। এই হেতু তুরীয়াবস্থার বর্ণনা করিতেছি।

বেদান্তসম্প্রদায়েন নিদিধ্যাসনদার্ঢ্যতঃ।
পরমাত্মনি চিত্তস্য লয়স্তু তুর্য্যমুচ্যতে॥ ৬
তত্র সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম মূলাবিদ্যাবিনাশকৃৎ।

অন্বয়—বেদান্তসম্প্রদায়েন নিদিধ্যাসনদার্ঢ্যতঃ পরমাত্মনি চিত্তস্য লয়ঃ তুর্য্যম্ উচ্যতে। তত্র সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম মূলাবিদ্যাবিনাশকৃৎ ভবতি।

গুরূপদিষ্ট, উপনিষদাদিশাস্ত্রবর্ণিত পরিপাটীক্রমে নিদিধ্যাসন দৃঢ় হইলে, অর্থাৎ অথৈওক ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের আবৃত্তিরূপ অভ্যাস দৃঢ় হইলে, কার্য্যকারণাতীত আত্মায় যে চিত্তের লয় হয়, অর্থাৎ তদ্রূপে অবস্থান হয়, তাহাকেই তুরীয়াবস্থা বলে। সেই অবস্থায় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, তাহাই মূলা অবিদ্যাকে (জীবব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞানকে) বিনাশ করিয়া থাকে।

তত্র প্রশ্নঃ :—

তদ্বিষয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে :—

স্বপ্নজাগরয়োস্তুল্যঃ সংসারাড়ম্বরো মুনে।
তর্হি কেন বিশেষেণ সংজ্ঞাভেদস্তয়োর্বদ॥

অন্বয়—হে মুনে, সংসারাড়ম্বরঃ স্বপ্নজাগরয়োঃ তুল্যঃ (ভবতি), তর্হি কেন বিশেষেণ তয়োঃ সংজ্ঞাভেদঃ (ভবতি) তৎ বদ।

হে মননশীল গুরো, সংসারাড়ম্বর বা সুখদুঃখপ্রতীতি, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই তুল্যরূপ। তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন নামভেদ হইবার কারণ কি?

অত্র উত্তরম্।

এ বিষয়ে উত্তর এই :—

জানীহি প্রথমং তাত ভেদং বিস্মৃতিবোধয়োঃ।
স্বপ্ন জাগরয়োর্ভেদং পশ্চাজ্জ্ঞাস্যসি তং শৃণু॥ ৯

অন্বয়—হে তাত, প্রথমং বিস্মৃতিবোধয়োঃ ভেদং জানীহি; পশ্চাৎ স্বপ্নজাগরয়োঃ ভেদং জ্ঞাস্যসি, তং শৃণু।

হে শিষ্য, তুমি প্রথমে বিস্মৃতি ও জ্ঞান এতদুভয়ের পার্থক্য বুঝ, পরে, স্বপ্ন ও জাগ্রতের ভেদ বুঝিবে। অতএব এক্ষণে বিস্মৃতি ও জ্ঞানের ভেদ শ্রবণ কর।

বিস্মৃতির্যন্ন ভাসেত, বোধো মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। ১০

অন্বয়—যৎ ন ভাসেত, (সা) বিস্মৃতিঃ উচ্যতে, মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ বোধঃ (উচ্যতে)।

পদার্থের অপ্রতীতিকে বিস্মৃতি বলে, পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করার নাম বোধ।

জাগরানন্তরং নিদ্রা তত্র স্বপ্নো যদা ভবেৎ।
স্বপ্নে স্যাজ্জাগরাভানং ন তু জাগরবোধনম্॥ ১০

অন্বয়—জাগরানন্তরং নিদ্রা ভবতি, তত্র যদা স্বপ্নঃ ভবেৎ, তদা স্বপ্নে জাগরাভানং স্যাৎ, তু জাগরবোধনম্ ন স্যাৎ।

জাগরণের পর নিদ্রা আসিয়া থাকে; সেই সময়ে যখন স্বপ্ন বা

প্রতিভাসিক বিষয়ের স্ফুরণ হয়, তখন সেই স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অভান বা বিস্মৃতি ঘটে, কিন্তু সেই সময়ে জাগ্রদবস্থার বোধন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হয় না।

জাগরোঽয়ং তু মিথ্যেতি বুদ্ধিঃ স্বপ্নে ন বর্ত্ততে।
কিন্তু জাগরবিস্মৃত্যা স্বপ্নে স্বপ্নার্থদর্শনম্॥ ১১

অন্বয়—অয়ং জাগরঃ মিথ্যা ইতি বুদ্ধিঃ হি স্বপ্নে ন বর্ত্ততে, কিন্তু স্বপ্নে জাগরবিস্মৃত্যা স্বপ্নার্থদর্শনং ভবতি।

স্বপ্নে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান হইয়া, তাহাতে "ইহা ভ্রান্তি-রূপ" এই প্রকার নিশ্চয়বুদ্ধি হয় না; কিন্তু, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতি ঘটে, এবং স্বপ্নাবস্থার প্রাতিভাসিক পদার্থের প্রতীতি হয়।

স্বপ্নস্যৈতন্নিজং রূপং জাগরস্যাধুনা শৃণু।
স্বপ্নস্যানন্তরং তাত জাগরো হি যদা ভবেৎ॥
স্বপ্নমিথ্যাত্ববুদ্ধ্যাত্মস্বপ্নবোধস্তদা ভবেৎ॥ ১২

অন্বয়—এতৎ স্বপ্নস্য নিজং রূপম্; অধুনা জাগরস্য (নিজরূপং) শৃণু। হে তাত স্বপ্নস্য অনন্তরং যদা হি জাগরঃ ভবেৎ, তদা স্বপ্ন মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা আত্মস্বপ্নবোধঃ ভবেৎ।

ইহা হইল স্বপ্নের স্বরূপ। এক্ষণে জাগ্রদবস্থার স্বরূপ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে শিষ্য, স্বপ্নাবস্থার পর, যখন জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হয়, তখন স্বপ্ন ও স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় জন্মে, এবং স্বপ্ন-দ্রষ্টা জানিতে পারে—আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, অর্থাৎ জাগরণে স্বপ্নের অবিস্মৃতি বা স্মরণ হয়, এবং স্বপ্নের "বোধ" হয়। ইহাই স্বপ্ন হইতে জাগরণের বৈলক্ষণ্য।

অন্যচ্চ।

স্বপ্নে তু যাদৃশী তাত ভবেজ্জাগরবিস্মৃতিঃ।
জাগরে তাদৃশী নাস্তি স্বপ্নসংসারবিস্মৃতিঃ॥ ১৩

অন্বয়—(হে) তাত স্বপ্নে তু যাদৃশী জাগরবিস্মৃতিঃ ভবেৎ, জাগরে তাদৃশী স্বপ্নসংসারবিস্মৃতিঃ নাস্তি।

হে শিষ্য, স্বপ্নে কিন্তু যেরূপ জাগ্রদবস্থার বিস্মৃতি ঘটে, জাগ্রদ-বস্থায় সেইরূপ স্বপ্নানুভূত সুখদুঃখজন্মমরণাদি প্রপঞ্চের বিস্মৃতি ঘটে না।

এতদ্ভিন্ন অপর এক বৈলক্ষণ্য আছে :—

জাগরে স্মর্য্যতে স্বপ্নস্তস্য মিথ্যাত্ব দর্শনম্।
স্বপ্নে ন স্মর্য্যতে জাগ্রন্ন তন্মিথ্যাত্বদর্শনম্॥ ১৪

অন্বয়—জাগরে স্বপ্নঃ স্মর্য্যতে, তস্য মিথ্যাত্বদর্শনম্ (ভবতি); স্বপ্নে জাগ্রৎ ন স্মর্য্যতে, তন্মিথ্যাত্ব দর্শনং ন (ভবতি)।

জাগরাবস্থায় স্বপ্নের স্মরণ হয় এবং সেই স্বপ্ন মিথ্যা এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার স্মরণ হয় না, এবং সেই জাগ্রদবস্থা মিথ্যা এইরূপ প্রতীতিও হয় না।

অনেনাতি বিশেষেণ স্বপ্নজাগরয়োর্ভিদা॥ ১৫

অন্বয়—অনেন অতিবিশেষেণ স্বপ্নজাগরয়োঃ ভিদা (ভবতি)।

এই তিন প্রকার অতিবৈলক্ষণ্য বশতঃ স্বপ্ন ও জাগরণের ভেদ সিদ্ধ হয়।

অথপ্রশ্নান্তরম্।

অনন্তর আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে :—

ননু মূঢ়সমাধৌ চ মূর্চ্ছামৃত্যুসুষুপ্তিষু।
তুরীয়ে চ ন দৃশ্যশ্রীস্তর্হি তেষাং ভিদা কুতঃ॥ ১৬

অন্বয়—ননু, মূঢ়সমাধৌ, মূর্চ্ছামৃত্যুসুষুপ্তিষু চ তুরীয়ে চ দৃশ্যশ্রীঃ ন (অস্তি), তর্হি তেষাং ভিদা কুতঃ (ভবতি) ?

ভাল, ভবপ্রত্যয়নামক মূঢ়সমাধিতে, অর্দ্ধমৃত্যুরূপ মূর্চ্ছায়, প্রাণাদিবিয়োগজনিত দেহপতনরূপ মৃত্যুতে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের যে কারণ অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানস্বরূপে অবস্থানরূপ সুষুপ্তিতে, এবং তুর্য্যাবস্থায়, ত্রিপুটীরূপ প্রপঞ্চের শোভা বিলুপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ কোনও দৃশ্য প্রতীত হয় না। (তাহা হইলে, উহারা ত তুল্যরূপ বলিয়া প্রতীত হয়,) উহাদের মধ্যে ভেদ কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

অত্রোত্তরম্।

এই প্রশ্নের উত্তর এই :—

সিদ্ধিকামনয়া যৈস্তু তপ উগ্রং কৃতং মহৎ।
দেহোঽপি বিস্মৃতস্তৈস্তু ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ॥ ১৭॥
নেয়ং মূর্চ্ছা ন রোগোঽয়ং ন মৃত্যুর্জীবনাদয়ম্।
সুষুপ্তানন্দবিরহান্ন সুষুপ্তিরিতি স্ফুটম্॥ ১৮॥

অন্বয়—যৈঃ তু সিদ্ধিকামনয়া, মহৎ উগ্রং তপঃ কৃতম্, দেহঃ অপি তৈঃ তু বিস্মৃতঃ, (যতঃ) সঃ দেহঃ ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ। ইয়ং ন মূর্চ্ছা, অয়ং ন রোগঃ, অয়ং ন মৃত্যুঃ, জীবনাৎ; ন সুষুপ্তিঃ সুষুপ্তানন্দবিরহাৎ, ইতি স্ফুটম্।

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যাঁহারা ইন্দ্রাদিপদপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায়, সুদীর্ঘ, ত্রৈলোক্যসন্তাপক, ব্রহ্মারাধনরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেহকেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কেননা ক্রিমিকীটাদি সেই দেহ ভক্ষণ করিলেও তাঁহারা (যথা—হিরণ্যকশিপু) তাহা জানিতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই অবস্থা মূর্চ্ছা নয়; ইহা রোগ নয়;

ইহা মৃত্যু নয়, কেননা জীবন থাকে ; ইহা সুষুপ্তিও নয়, কারণ তাহাতে সুষুপ্তির আনন্দ নাই। এতদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ উঠিতে পারে না।

স্বরূপলাভবিরহান্মূঢ়ত্বান্ন তুরীয়কম্।
দৃশ্যভানং তু নাস্ত্যাস্থ তাবতা ন কৃতার্থতা ॥ ১৯

অন্বয়—(ইয়ং) স্বরূপলাভবিরহাৎ, মূঢ়ত্বাৎ চ ন তুরীয়কং (ভবতি), আস্থ তু দৃশ্যভানং ন অস্তি, (পরন্তু) তাবতা ন কৃতার্থতা (ভবতি)।

সেই বিস্মৃতিকে তুরীয়াবস্থাও বলা যায় না, কারণ সেই অবস্থায় স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। (তাহাই তুর্য্য শব্দের অর্থ)। আর, তাহা কেবলমাত্র মূঢ়াবস্থা। (সেই হেতু তাহাকে মূঢ়সমাধি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।) এ অবস্থায় দৃশ্যভান, বা জগতের প্রকাশ নাই বটে, কিন্তু কেবল তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্যতা বা নিত্যতৃপ্তিলাভ ঘটে না।

ভাবার্থ এই—

১। মূঢ়তার ফলে (অর্থাৎ অজ্ঞাতাত্মস্বরূপাবস্থায়) এবং তপঃক্লেশবশতঃ যে দেহাদিবিস্মৃতি ঘটে, তাহাকে মূঢ় সমাধি বলে।

২। রোগাদি বশতঃ যে দেহাদিবিস্মৃতি ঘটে, তাহাকে মূর্চ্ছা বলে।

৩। প্রাণাদিবিয়োগবশতঃ যে দেহাদিবিস্মৃতি ঘটে, তাহাকে মৃত্যু বলে।

৪। সুখানুভবপূর্ব্বক কিন্তু মূঢ়তাবিশিষ্ট যে দেহাদিবিস্মৃতি, তাহাকে সুষুপ্তি বলে।

৫। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপের অনুভবযুক্ত এবং মূঢ়ত্বশূন্য যে দেহাদিবিস্মৃতি, তাহাই তুর্য্যাবস্থা।

কৃতকৃত্যতা বা চিরন্তন তৃপ্তিলাভ না ঘটবার কারণ এই যে—

ব্যুত্থানানন্তরং তেষাং সংসারোঽপি যদাস্থিতঃ।
যদাত্মদর্শনং নাস্তি সংসারোঽবাধিতস্ততঃ॥ ২০

অন্বয়—যৎ (যতঃ) তেষাং ব্যুত্থানান্তরং সংসারঃ অপি আস্থিতঃ, যৎ (যতঃ) আত্মদর্শনং ন অস্তি, ততঃ সংসারঃ অবাধিতঃ।

যেহেতু, যাহারা মূঢ়সমাধি, মূর্চ্ছা, মৃত্যু ও সুষুপ্তি নামক অবস্থায় অবস্থিত, তাহাদের যখন ব্যুত্থান ঘটে, অর্থাৎ আবার দেহাদির ব্যাপার আরম্ভ হয়, তখন সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণাদিরূপ সংসার, তাহাদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করিয়া, আরম্ভ হয়। (তুর্য্যাবস্থার পর ব্যুত্থানেও সংসার আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বাধিত, অর্থাৎ আত্মদর্শনহেতু মিথ্যা বলিয়া প্রতীত, হয়; কিন্তু উক্ত অবস্থাচতুষ্টয়ে) আত্মদর্শন ঘটে না বলিয়া, সংসার অবাধিত থাকে অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় না। (সুতরাং সংসারদর্শন না ঘটিলেও, আত্মদর্শন না ঘটাতে, উক্ত অবস্থা সকল সিদ্ধিরূপে পরিগণিত হয় না।)

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

কথয়াম্যত্র দৃষ্টান্তং সাবধানমনাঃ শৃণু।
স্বপ্নে তু বিস্মৃতং জাগ্রজ্জাগ্রৎ স্বপ্নে ন বাধিতম্॥ ২১

তস্মাদনন্তরং জাগ্রৎ স্বপ্নস্য চ যথাস্থিতম্।
জাগরে বাধিতঃ স্বপ্নস্তেন মিথ্যাত্বমাগতঃ॥ ২২

অন্বয়—অত্র দৃষ্টান্তং কথয়ামি সাবধানমনাঃ শৃণু। স্বপ্নে জাগ্রৎ বিস্মৃতং, তু স্বপ্নে জাগ্রৎ ন বাধিতম্। তস্মাৎ স্বপ্নস্য অনন্তরং যথাস্থিতং জাগ্রৎ (বিদ্যতে, ইতি সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষম্)। স্বপ্নঃ জাগরে বাধিতঃ (অস্তি), তেন মিথ্যাত্বম্ আগতঃ।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছি, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।

স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্ব্যাপার বিস্মৃত হইলেও অর্থাৎ প্রতীত না হইলেও, বাধিত হয় না অর্থাৎ অসত্য বলিয়া নিশ্চিত হয় না। সেই হেতু স্বপ্নাবস্থার পর জাগ্রদবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই উপস্থিত হয়, (অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় না, ইহা সর্ব্বজন বিদিত), কিন্তু স্বপ্ন জাগ্রদবস্থায় বাধিত হয়, অর্থাৎ অসত্য বলিয়া বিদিত হয়, সেই হেতু স্বপ্ন প্রত্যক্ষরূপে প্রতীত হইলেও, অসত্য, ইহা যেরূপ ;—

তথা মূঢ়সমাধৌ তু বিস্মৃতং সকলং জগৎ।
ব্যুত্থানানন্তরং পশ্চাত্তথা পূর্ব্বমবস্থিতম্॥ ২৩

অন্বয়—তথা মূঢ়সমাধৌ তু সকলং জগৎ বিস্মৃতং (সৎ) পশ্চাৎ ব্যুত্থানানন্তরং যথাপূর্ব্বম্ অবস্থিতম্ (ভবতি)।

সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত 'ভবপ্রত্যয় নামক মূঢ়সমাধিতেও, সমস্ত বিশ্ব বিস্মৃত হইলেও, (অসত্য বলিয়া নিশ্চিত বা বাধিত না হওয়াতে), পরে সমাধি হইতে ব্যুত্থান ঘটিলে, পূর্ব্বের ন্যায়ই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ সেই মূঢ় সমাধির অবস্থায় তাহা বীজরূপে থাকে ; (মূর্চ্ছা, মৃত্যু ও সুষুপ্তিতেও তদ্রূপ)।

আবার—

তুরীয়ে বাধিতং বিশ্বং তস্মান্মিথ্যাত্বমাগতম্।
ব্যুত্থানেপি মুনেস্তাত তন্মিথ্যৈব ন বাস্তবম্॥ ১৪

অন্বয়—বিশ্বং তুরীয়ে বাধিতম্ (অস্তি), তস্মাৎ (তৎ) মিথ্যাত্বম্ আগতম্। (হে) তাত, তৎ ব্যুত্থানে অপি মুনেঃ মিথ্যা এব ন বাস্তবম্।

তুর্য্যাবস্থায় ত্রিপুটীরূপ সমস্ত জগৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হয়, সেই হেতু, সেই জগৎ অসত্য বলিয়াই গৃহীত হয়। সেই কারণে, হে শিষ্য, বিচারশীল সাধকের নিকট ব্যুত্থানাবস্থাতেও সেই জগৎ

(প্রতীত হইলেও) মিথ্যা, কোন প্রকারে সত্য নহে। ভাবার্থ এই—যাঁহারা তুর্য্যাবস্থায় আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের তুর্য্যাস্থিতি সর্ব্বাবস্থাতেই সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে। অপর এক দৃষ্টান্ত শুন :—

রজ্জুসর্পং যথা দৃষ্ট্বা কশ্চিদ্দেশান্তরং গতঃ।
যদা পুনঃ সমায়াতি তদা তস্মাদ্বিভেত্যসৌ॥ ২৫

অন্বয়—যথা কশ্চিৎ রজ্জুসর্পং দৃষ্ট্বা দেশান্তরং গতঃ, সন্ যদা পুনঃ সমায়াতি তদা অসৌ তস্মাৎ বিভেতি।

যেমন কোনও লোক রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প দেখিয়া অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া, (বিচার না করিয়া) দেশান্তরে চলিয়া গেল, সে যখন পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে, তখন সে সেই সর্প দেখিয়া ভয় পায়।

নায়ং সর্প ইতি জ্ঞাত্বা যদি দেশান্তরং গতঃ।
যদা পুনঃ সমায়াতি তদা তস্মাদ্বিভেতি ন॥ ২৬

অন্বয়—(সঃ) অয়ং সর্পঃ ন ইতি জ্ঞাত্বা, যদি দেশান্তরং গতঃ স্যাৎ (তদা) যদা পুনঃ সমায়াতি, তদা তস্মাৎ ন বিভেতি।

আর যদি সেই লোক, এইটি সর্প নহে (রজ্জুমাত্র), এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেশান্তরে গমন করে, তাহা হইলে কার্য্যাবসানে যখন ফিরে, তখন সে সেই সর্প দেখিয়া ভীত হয় না, অর্থাৎ সর্পকে মিথ্যা বলিয়া জানাহেতু, সেই মিথ্যাত্বের স্মৃতিবশতঃ সর্প প্রতীয়মান হইলেও সেই সর্প দেখিয়া ভয় পায় না।

তথা মূঢ়সমাধানাদ্গতঃ সংসারবিস্মৃতিম্।
যদা ব্যুত্থানমাপ্নোতি তদা সংসারজং ভয়ম্॥ ২৭

অন্বয়—তথা মূঢ়সমাধানাৎ সংসারবিস্মৃতিম্ গতঃ (পুরুষঃ), যদা ব্যুত্থানম্ আপ্নোতি তদা সংসারজং ভয়ং (প্রাপ্নোতি)।

সেইরূপ, (তত্ত্বজ্ঞানলাভ না করিয়া) মূঢ়তাপূর্ব্বক ভবপ্রত্যয় নামক সমাধির দ্বারা জন্মমরণাদিরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতি পরিহার করিয়া, সাধক যখন ব্যুত্থিত হয়, তখন (আবার) জন্মমরণাদি প্রপঞ্চ হইতে ভয় পাইয়া থাকে।

আর—

যদি বিদ্বৎসমাধানাদ্গতঃ সংসারবিস্মৃতিম্।
যদা ব্যুত্থানমাপ্নোতি বাধিতত্বান্বিভেতি ন॥ ২৮

অন্বয়—(সঃ) যদি বিদ্বৎসমাধানাৎ সংসারবিস্মৃতিং গতঃ (ভবতি তর্হি), যদা ব্যুত্থানম্ আপ্নোতি, তদা (সংসারপ্রপঞ্চস্য) বাধিতত্বাৎ ন বিভেতি।

সেই সাধক যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার পর, সমাধিদ্বারা সংসার প্রপঞ্চ বিস্মৃত হ'ন, তাহা হইলে, সমাধির পর, যখন আবার তাঁহার প্রপঞ্চস্ফুরণরূপ ব্যুত্থান ঘটে, তখন পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইলেও তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে, সাধক আর তাহা দেখিয়া ভয় পান না।

কেহ যদি মনে করেন, সাধক প্রপঞ্চকে বিস্মৃত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

যদি বিস্মরণাদেব মুক্তি র্ভবতি দেহিনঃ।
সুষুপ্তির্জায়তে নিত্যং তয়া মুক্তো ন কিং ভবেৎ॥ ২৯

অন্বয়—যদি বিস্মরণাৎ এব দেহিনঃ মুক্তিঃ ভবতি, তদা নিত্যং সুষুপ্তিঃ জায়তে, তয়া (জীবঃ) কিং ন মুক্তঃ ভবেৎ?

যদি প্রপঞ্চপ্রতীতিপরিহার করিতে পারিলেই, জীবের মুক্তি হয়, তবে প্রতিদিনই ত' সুষুপ্তি আইসে, (তাহাতে প্রপঞ্চবিস্মৃতি ঘটে)।

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সেইরূপ প্রপঞ্চবিস্মৃতি হইতে জীব কেন মুক্ত হয় না? (যদি প্রপঞ্চবিস্মৃতি দ্বারাই কৃতার্থতা হয়, তবে গুরুসেবাদি ক্লেশস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?)

তস্মাত্তুরীয়া সর্ব্বাসামুত্তমা চ বিলক্ষণা।
ষড়প্যবস্থা এতস্যাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৩০

অন্বয়—তস্মাৎ সর্ব্বাসাম্ (অবস্থানাং মধ্যে) তুরীয়া উত্তমা, বিলক্ষণা চ। ষট্ অপি অবস্থাঃ এতস্যাঃ ষোড়শীং কলাং ন অর্হন্তি।

সেই হেতু, সকল অবস্থার মধ্যে তুর্য্যাবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং অপর সকল অবস্থা হইতে ভিন্ন। অপর ছয় প্রকার অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মৃত্যু, ও মূঢ়সমাধি, এই তুর্য্যাবস্থার যোল অংশের একাংশও বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে।

শ্রদ্ধাদিসাধন বিনা, কর্ম্মদ্বারা সেই তুর্য্যাবস্থা লাভকরা যায় না:—

আব্রহ্মকল্পং গরুড়ো যদি ধাবেৎ সবেগতঃ।
ন চাপ্নোতি তথাপ্যেনং দূরাদ্দূরতরৈব সা॥ ৩১

অন্বয়—গরুড়ঃ যদি আব্রহ্মকল্পং সবেগতঃ ধাবেৎ, তথাপি সা (তূর্য্যাবস্থা) এনং ন আপ্নোতি চ (পুনঃ) দূরাৎ দূরতরা এব (ভবতি)।

গরুড় যদি ব্রহ্মার কল্পকাল ধরিয়া, বেগসহকারে দৌড়িতে থাকেন, তথাপি এই তুর্য্যাবস্থা গরুড় দ্বারা লব্ধ হয় না; বরং তাঁহা হইতে আরও দূরস্থিতা হইয়া যায়। (জ্ঞানাদিসাধন ব্যতিরেকে কর্ম্মদ্বারা সেই অবস্থা পাইবার নহে।)

শ্রদ্ধা যদ্যস্তি বেদান্তে তীব্রা যদি মুমুক্ষুতা।
ধ্যানাভ্যাসস্তথা গাঢ়ঃ সর্ব্বত্র সুলভৈব সা॥ ৩২

অন্বয়—যদি বেদান্তে শ্রদ্ধা অস্তি, যদি মুমুক্ষুতা তীব্রা (স্যাৎ), তথা ধ্যানভ্যাসঃ (যদি) গাঢ়ঃ স্যাৎ, তর্হি সা সর্ব্বত্র সুলভা এব।

যদি কাহারও বেদান্ত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকে, এবং তাঁহার মোক্ষেচ্ছা যদি নিরবচ্ছিন্না হয়, এবং ধ্যানাভ্যাসে যদি বিচ্ছেদ ও শিথিলতা না ঘটে, তাহা হইলে সেই তুর্য্যাবস্থা ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অথবা জাগ্রদাদি ষড়বস্থাতেই অনায়াসে লাভ করা যায়, (তাহার কারণ এই—সেই তুর্য্যাবস্থাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ।)

মৃত্যুমূর্চ্ছা স্বযুপ্তিশ্চ ন তপস্তেন নিষ্ফলাঃ।
রূঢ়মূঢ়সমাধানং তপ উগ্রং মহাফলম্॥ ৩৩

অন্বয়—মৃত্যুঃ, মূর্চ্ছা, স্বযুপ্তিঃ চ ন তপঃ, তেন নিষ্ফলাঃ (ভবন্তি)। রূঢ়মূঢ়সমাধানং উগ্রং মহাফলং তপঃ ভবতি।

মৃত্যু, মূর্চ্ছা ও স্বযুপ্তি—এই তিনটি তপস্যা নহে, কারণ এই তিন অবস্থায় কোন পারলৌকিক কর্ম্মের, কিম্বা ঐহিক সুখসাধক কর্ম্মের, অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। সেই কারণে এই অবস্থাত্রয় নিষ্ফল বলিয়া, ইহাতে অনাদর কর্ত্তব্য। (যাঁহারা সাংসারিক ফলকামী, তাঁহারা মূঢ়সমাধিকে আদর করিবেন কিন্তু মুমুক্ষুগণ তাহাকে অনাদর করিয়া থাকেন।) মূঢ়সমাধি জন্মিলে তাহাকে উগ্র মহাফল তপস্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা তাহার ফলে, শাপ, অনুগ্রহ প্রভৃতির সামর্থ্য জন্মে, এবং রাজ্যাদি ফললাভও ঘটে।

বিদ্যা বিদ্বৎসমাধিস্তু তেন মোক্ষপ্রদো হি সঃ।
সপ্তানামপ্যবস্থানামেবংরূপা ব্যবস্থিতিঃ॥ ৩৪

অন্বয়—বিদ্বৎসমাধিঃ তু বিদ্যা (ভবতি), তেন সঃ মোক্ষপ্রদঃ (ভবতি) হি। সপ্তানাম্ অপি অবস্থানাং ব্যবস্থিতিঃ এবংরূপা (ভবতি)।

জ্ঞানিগণের সমাধি (যাহা মূঢ়সমাধি হইতে বিলক্ষণ)—তুর্য্যাবস্থা। তাহাই প্রকৃত বিদ্যা, (মূঢ়সমাধি অবিদ্যা)। সেই বিদ্বৎসমাধি

বিভারূপ, এইহেতু মুক্তিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত সাতটি অবস্থার এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিত্তস্যৈব চিতেস্তু ন।
অবস্থাভবনং চিত্তমবস্থা সাক্ষিণী তু চিৎ ॥ ৩৫

অন্বয়—ইমাঃ সপ্ত অবস্থাঃ চিত্তস্য এব ন তু চিতেঃ (সন্তি), চিত্তম্ অবস্থাভবনং (ভবতি), চিৎ তু সাক্ষিণী (ভবতি)।

অন্তঃকরণেরই উক্ত সাত অবস্থা হইয়া থাকে; উক্ত অবস্থাসমূহ কোন ক্রমেই চৈতন্যের নহে। অন্তঃকরণই জাগ্রৎ হইতে তুরীয় পর্য্যন্ত সাত অবস্থার ক্ষেত্র (উৎপাদক ও নিবাস)। চৈতন্য উক্ত সাত অবস্থার সাক্ষী (অব্যবধানে প্রকাশক)।

অবস্থানাং ব্যবস্থেয়ং যদি ভূয়ো বিভাব্যতে।
অবস্থানাং তদা সাক্ষী সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমীক্ষতে ॥ ৩৬

অন্বয়—যদি ইয়ং অবস্থানাং ব্যবস্থা ভূয়ঃ বিভাব্যতে, তদা অবস্থানাং সাক্ষী (সন্ সাধকঃ) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষম্ ঈক্ষতে।

পূর্ব্বোক্ত সাত অবস্থার মর্য্যাদা এইরূপে নিরূপিত হইল। সাধক যদি পুনঃ পুনঃ ইহার বিচার করেন, তাহা হইলে সাধক স্বয়ং "আমিই এই সাত অবস্থার সাক্ষী—অব্যবধানে প্রকাশক" এইরূপ অপরোক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন।

৩৫। মুনীন্দ্রদিনচর্য্যা।

চিন্মাত্রস্বরূপ সাক্ষীতে মনঃস্থৈর্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত এই দিনচর্য্যার উপদেশ। বর্ণাশ্রমিগণের আহ্নিককৃত্য অতিবর্ণাশ্রমীতে কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চম্যাদি ভূমিকাত্রয়সমারূঢ় সিদ্ধ মুনীন্দ্র।

বিচিত্রাক্ষরবিন্যাসৈঃ পবিত্রার্থকথারসৈঃ।
পাবয়ামি নিজাং বাণীং মুনীন্দ্রদিনচর্য্যয়া ॥ ১

অন্বয়—বিচিত্রাক্ষরবিন্যাসৈঃ পবিত্রার্থকথারসৈঃ (যুক্তয়া) মুনীন্দ্র-দিনচর্য্যয়া নিজাং বাণীং পাবয়ামি।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়স্বরূপ যে ভাষা পাইয়াছি, তাহাকেই পবিত্র করিব বলিয়া, এই মুনীন্দ্রদিনচর্য্যার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই বর্ণনায় যে সকল সুখপ্রদ কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে পবিত্র বিষয়সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সকল কথার পদযোজনাও বিচিত্র।

এই সকল কথা স্বকপোলকল্পিত নহে, সম্প্রদায়লব্ধ।

গৌরীং মহেশ্বরঃ প্রাহ চিদানন্দময়ীং স্থিতিম্।
বদামি তন্মতচ্ছায়াং দিনচর্য্যাপদেশতঃ ॥২

অন্বয়—মহেশ্বরঃ গৌরীং চিদানন্দময়ীং স্থিতিং প্রাহ; (অহম্ অপি) দিনচর্য্যাপদেশতঃ তন্মতচ্ছায়াং বদামি।

সর্ব্বনিয়ন্তা সদাশিব পার্ব্বতীর প্রতি চিদানন্দপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমিও মুনীন্দ্রগণের আহ্নিককৃত্যের বর্ণনার ছলে সেই মহেশ্বরাভিপ্রায়ের কিয়দংশ মাত্র বর্ণনা করিব।

৩৫ (১)। প্রাতর্জাগরণম্।

যস্মিন্ জাগরণে প্রাপ্তে পুনর্নিদ্রা ন জায়তে।
সুমঙ্গলং মুনীন্দ্রাণাং প্রাতর্জাগরণং হি তৎ ॥৩

অন্বয়—যস্মিন্ জাগরণে প্রাপ্তে পুনঃ নিদ্রা ন জায়তে, তৎ হি মুনীন্দ্রানাং প্রাতর্জাগরণম্।

স্বস্বরূপের স্ফুরণরূপ যে জাগরণ লাভ করিলে, স্বস্বরূপের আবরণরূপ নিদ্রা আর উপস্থিত হয় না, তাহাই মুনীন্দ্রগণের পরমমঙ্গল মোক্ষরূপ জাগরণ; কারণ, সেই জাগরণে চিদাদিত্যের উদয়ে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জাগ্রদ্ বৃত্তির উদয় হয়; ইহা জ্ঞানিমাত্রেই জানেন।

৩৫ (২)। শৌচনির্ণয়ঃ।

দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধ্যহঙ্কারচেতসি।
অশুচাবাত্মভাবোসাবশুচিত্বস্য কারণম্ ॥ ১

অন্বয়—অশুচৌ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যহঙ্কারচেতসি অসৌ আত্মভাবঃ অশুচিত্বস্য কারণম্।

শরীর, শব্দজ্ঞানের করণ শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানের করণ ত্বক্, রূপজ্ঞানের করণ চক্ষু, রসজ্ঞানের করণ রসনা, গন্ধজ্ঞানের করণ ঘ্রাণ, বচন ক্রিয়া-সাধন বাক্, গ্রহণক্রিয়াসাধন পাণি, গমনক্রিয়াসাধন পাদ, বিসর্গ (মলত্যাগ) ক্রিয়াসাধন পায়ু, আনন্দ (প্রজোৎপত্তি) ক্রিয়াসাধন উপস্থ, সংশয়রূপান্তঃকরণবৃত্তি মন, শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু গতিভেদে দশনামে পরিচিত—প্রাণ, নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধি; এইগুলির সহিত তাদাত্ম্যভ্রমরূপান্তঃকরণবৃত্তি অহঙ্কার; স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানুভবের করণরূপান্তঃকরণবৃত্তি চিত্ত,—এইগুলি অবিদ্যাজনিত বলিয়া অশুচি। আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, এইগুলিতে আত্মার সত্তা আরোপ করিয়া যে আত্মপ্রতীতি, তাহাই অশুচিত্বের কারণ।

সাক্ষিত্বভাবনাতোয়ৈস্তথা বৈরাগ্যমৃৎস্নয়া।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ২

অন্বয়—অতন্দ্রিতঃ (সন্) সাক্ষিত্বভাবনাতোয়ৈঃ তথা বৈরাগ্য-মৃৎস্নয়া গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ।

(নির্ম্মল জল ও শুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা লৌকিকশুদ্ধি সম্পাদিত হয়)। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি পূর্ব্বোক্ত দেহাদি বস্তুর অব্যবহিত প্রকাশক মাত্র (ভোক্তা নহি), এই চিন্তারূপ সলিলদ্বারা এবং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে অরুচিরূপ শুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা, যাহাতে উক্ত বস্তুসমূহে রুচির সংস্কার পর্য্যন্ত না থাকে, এইরূপে শৌচ সম্পাদন করিতে হইবে।

তদনন্তর মঙ্গলপদার্থের দর্শন স্পর্শনরূপ শৌচ।

এবংবিধেন বিধিনা যৎসর্ব্বং মঙ্গলার্জ্জনম্।
এতদেব মুনীন্দ্রাণাং প্রাতঃশৌচং বিশুদ্ধিকৃৎ ॥৩

অন্বয়—এবংবিধেন বিধিনা সর্ব্বং যৎ প্রতীয়তে, (তৎ) মঙ্গলার্জ্জনম্, এতৎ এব মুনীন্দ্রাণাং বিশুদ্ধিকৃৎ প্রাতঃশৌচম্।

এইরূপ শৌচানুষ্ঠানদ্বারা সকল বস্তুর (ব্যবহারকালের দ্বৈতজাত সমাধিকালে বাধসামানাধিকরণ্যে যেরূপে, অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এই ব্রহ্মরূপে, প্রতীত হয়, সেইরূপে তাহাদের) দর্শন স্পর্শনই, দর্পণ ধেনু, সূর্য্যাদির দর্শনস্পর্শনের ন্যায় মঙ্গলার্জ্জনের কারণ হয়। ইহাই মুনীন্দ্রগণের জ্ঞানসূর্য্যোদয়রূপ প্রাতঃকালে মাঙ্গলিকদর্শনরূপ শুদ্ধিকারক অনুষ্ঠান। অনন্তর

৩১(৩)। মুখপ্রক্ষালনম্।

জ্ঞানযোগপ্রসন্নানাং মুমুক্ষা মুখমুচ্যতে।
শ্রদ্ধাজলেন তচ্ছুদ্ধির্মুখপ্রক্ষালনং হি তৎ ॥ ৪

অন্বয়—জ্ঞানযোগপ্রসন্নানাং (সিদ্ধানাং) মুমুক্ষা মুখম্ উচ্যতে। শ্রদ্ধাজলেন তচ্ছুদ্ধিঃ তৎ হি মুখপ্রক্ষালনম্।

গুরুমুখ হইতে মহাবাক্যশ্রবণদ্বারা জীবব্রহ্মের একতাবিষয়ে যে প্রমা (যথার্থজ্ঞান) জন্মে, তাহাই এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ। জীব ও ব্রহ্মের যোগের কারণ বলিয়া তাহাকেই এস্থলে যোগ বলা হইয়াছে। বৈরাগ্যপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাসপরায়ণ হইয়া, যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম ভূমিকায় উৎপন্ন মোক্ষেচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তিকেই জ্ঞানিগণ মুখ বলেন, কেননা তাহা মোক্ষসুখভোগের সাধন। আপনাকে নিত্যমুক্ত বলিয়া নিশ্চয়রূপ শ্রদ্ধাই, সেই মুখপ্রক্ষালনের জলস্বরূপ। সেই নিশ্চয় দ্বারাই মোক্ষের ইচ্ছার নিবৃত্তিই মুনীন্দ্রগণের মুখ প্রক্ষালন।

৩৫(১)। প্রাতঃস্মরণম্।

গায়ত্রীমন্ত্র যাঁহাকে 'সর্ব্বজগৎকারণ' ইত্যাদিরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই ব্রহ্ম হইতে আত্মা অভিন্ন, মুনীন্দ্র এইরূপ অনুস্মরণ করিয়া থাকেন। এইহেতু গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ লইয়া মুনীন্দ্রের প্রাতঃস্মরণমন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরন্তি মুনয়ো দেবস্য সবিতুর্মহঃ।
বরেণ্যং তদ্ধিয়ঃ সাক্ষি তদেবাস্মীতি সন্ততম্ ॥১

অন্বয়—মুনয়ঃ প্রাতঃ সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং মহঃ ধিয়ঃ সাক্ষি, তৎএব অহম্ অস্মি ইতি স্মরন্তি।

পঞ্চম ভূমিকারূঢ় সিদ্ধগণ স্বাত্মসূর্যোদয়রূপ প্রাতঃকালে, মায়াবিজৃম্ভন-কারী সর্ব্বজগৎকারণ স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মদেবের যে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় তেজ, সমষ্টিবুদ্ধির সাক্ষী—অব্যবহিত প্রকাশক,

তাহাই হইতেছি আমি, অর্থাৎ আমার ব্যষ্টিবুদ্ধির প্রকাশক কূটস্থ চৈতন্য হইতেছে তাহাই, এই প্রকারে স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপাসকের পক্ষে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ শাস্ত্রান্তরে দ্রষ্টব্য। অগ্রে গায়ত্রীজপনির্ণয় প্রকরণে, ২৮৫ পৃষ্ঠাতেও দ্রষ্টব্য।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে অভিন্নভাবে ও অসঙ্গভাবে অবস্থান করিতেছে,—এইরূপে যে কূটস্থচৈতন্য অনুমিত হয়, তাহাই 'আমি' শব্দের লক্ষ্যার্থ। আর চিদাভাস সেই 'আমি' শব্দের বাচ্যার্থ, অর্থাৎ সকল ব্যবহারে 'আমি' বলিতে এই চিদাভাসকেই বুঝায়; মুনীন্দ্র সেই লক্ষ্যার্থে বা কূটস্থচৈতন্যে বাচ্যার্থের বা চিদাভাসের সহিত একতানুসন্ধান করেন। ইহাই এই দ্বিতীয় প্রাতঃস্মরণমন্ত্রের তাৎপর্য্য।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
যদেকং কেবলং জ্ঞানং তদেবাহং অহং হি তৎ॥ ২

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (লক্ষিতং) যৎ একং কেবলং জ্ঞানম্ (অস্তি), তৎ এব অহং, অহং হি তৎ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ একটিতে অপর দুইটির অভাব (ব্যতিরেক), কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়া, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীরূপে, এক অখণ্ডিত জ্ঞানের অনুবৃত্তি থাকে (অন্বয়); (ইহারই সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে আমারই এই অবস্থাত্রয়ের ভোগ হইতেছে।) এই জ্ঞান উক্ত অবস্থাত্রয় গত ত্রিপুটীদ্বারা অস্পৃষ্ট, এই হেতু "এক"; এবং সেইহেতু সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবর্জ্জিত; এই কারণে "কেবল"। তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে (জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে) যে চিদাভাসের অনুভূতি হয়, 'আমি' বলিতে তাহাকেই বুঝায়। উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ উপাধিবর্জ্জিত হইলে, সেই চিদাভাস, পূর্ব্বোক্ত কূটস্থ চৈতন্য

হইতে অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। চিদাভাসরূপী আমিই সেই কূটস্থ চৈতন্য, এবং সেই কূটস্থ চৈতন্যই আমি (অর্থাৎ চিদাভাস), এইরূপ ব্যতিহার ক্রমে ভাবনা করিলে, তদুভয়ের ওতপ্রোতভাব বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় ("দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক" ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে (স্বতঃসিদ্ধ) জ্ঞান, (ব্যবহারিক) জ্ঞানাজ্ঞানাদি সকল প্রপঞ্চের প্রকাশক, তাহাতেই শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মলক্ষণ খাটে। 'আমি' শব্দের বাচ্যার্থ চিদাভাসে, তাহার সহিত অভিন্নতানুসন্ধানও মুনীন্দ্রগণ করিয়া থাকেন। সেই হেতু এই তৃতীয় মন্ত্র।

জ্ঞানাজ্ঞানে তদ্বিষয়ৌ তদহঙ্কার এব চ।
প্রকাশ্যন্তে যেন ভূম্না, তদহং হ্যহমেব তৎ ॥ ৩

অন্বয়—জ্ঞানাজ্ঞানে, তদ্বিষয়ৌ, তদহঙ্কারঃ এব চ যেন ভূম্না প্রকাশ্যন্তে অহং হি তৎ, তৎ অহম্ এব।

ঘটপটাদির প্রতীতিরূপ জ্ঞান, তাহাদের অপ্রতীতিরূপ অজ্ঞান, এবং জ্ঞাত ঘটপটাদি, ও অজ্ঞাত ঘটপটাদিরূপে, যথাক্রমে, সেই জ্ঞানের ও অজ্ঞানের বিষয়, এবং আমি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, এইরূপে যথাক্রমে সেই জ্ঞানের ও অজ্ঞানের অভিমান—যে স্বয়ংপ্রকাশ ব্যাপক চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় (এবং সেই জ্ঞানাজ্ঞানের, জ্ঞাতাজ্ঞাত বিষয়ের, এবং জ্ঞানাভিমান ও অজ্ঞানাভিমানের সন্ধিতেও, যিনি তুল্যরূপে প্রকাশমান) সেই ভূমা নামক সর্ব্বজগৎপ্রকাশক সমষ্টিচৈতন্যই হইতেছে আমি (অর্থাৎ ব্যষ্টি অহঙ্কারাদিসাক্ষিচৈতন্য), কেননা মিথ্যা উপাধির বর্জ্জনে, তদুভয়ই প্রকাশমাত্র; এবং আমিই হইতেছি সেই সমষ্টি চৈতন্য—এইরূপ ব্যতিহারক্রমে মুনীন্দ্রগণ, অনুস্মরণ করিয়া থাকেন।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয়কে এবং তাহাদের অভিমানী যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞকে যে কূটস্থ চৈতন্য প্রকাশ করিয়া থাকে,

তাহার সহিত শরীরত্রয়াবস্থিত চিদাভাসের একতানুসন্ধানও মুনীন্দ্রের কর্ত্তব্য। এই হেতু চতুর্থ মন্ত্র।

বিশ্বশ্চ তৈজসঃ প্রাজ্ঞো নাস্ম্যহং সৎস্বরূপতঃ।
যতস্তে তু প্রকাশ্যন্তে তদহংনাস্মি চেতরৎ ॥ ৪

অন্বয়—অহং বিশ্বঃ, তৈজসঃ, প্রাজ্ঞঃ চ ন অস্মি, সৎস্বরূপতঃ ; তে তু যতঃ প্রকাশ্যন্তে, অহং তৎ (অস্মি) ইতরৎ চ ন অস্মি।

আমি স্থূলদেহের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জাগ্রদভিমানী বিশ্ব নহি ; কিম্বা তেজোময় অন্তঃকরণরূপ লিঙ্গশরীরের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত স্বপ্নাভিমানী তৈজসও নহি ; কিম্বা 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অনুভব বিশিষ্ট কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞও নহি ; কারণ, ইহারা পরস্পর ব্যাবর্ত্তক, একের অনুভূতিকালে অপর দুইটির অভাব হয়। আমি কিন্তু সৎস্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ বা স্বপ্রকাশ। (ইহাদের ন্যায় কোনও কালেই আমার অভাব নাই)। সেই বিশ্বাদি, যে নির্ব্বিকার চৈতন্য হইতে প্রকাশিত হয়, আমি হইতেছি তাহাই, অর্থাৎ সকল দেহাদিজ্ঞান-বিলক্ষণ চৈতন্য, বিশ্ববৈশ্বানরাদি সকলেরই প্রকাশক ব্রহ্ম চৈতন্য ; আমি তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহি, অর্থাৎ চিদাভাস বা বিশ্বাদি বা কূটস্থচৈতন্য বা ব্রহ্মপ্রকাশ্য ঈশ্বরাদিচৈতন্য ইত্যাদি কিছুই নহি। আমি হইতেছি অখণ্ড একরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

জ্ঞান প্রপঞ্চের, অজ্ঞান প্রপঞ্চের এবং তদুভয়ের লয়ের সাক্ষীরূপে, আত্মার সচ্চিদ্রূপতানুসন্ধানও মুনীন্দ্রের কর্ত্তব্য। এই হেতু পঞ্চম স্মরণমন্ত্র।

জ্ঞানাজ্ঞানপ্রপঞ্চেঽস্মিঞ্জ্ঞানাজ্ঞানেন নাশিতে।
যৎসচ্ছিষ্টং পরং ব্রহ্ম হ্যহং তন্নেতরৎ স্মরেৎ ॥ ৫

অন্বয়—অস্মিন্ জ্ঞানাজ্ঞানপ্রপঞ্চে অজ্ঞানজ্ঞানেন নাশিতে (সতি), যৎ শিষ্টং তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম অহং হি, ন ইতরৎ (ইতি) স্মরেৎ।

চৈতন্যস্বরূপ আমার প্রত্যক্ষ (আত্মচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য) এই জ্ঞান বা চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি, এই অজ্ঞান—জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ পদার্থ এবং তদুভয়ের প্রপঞ্চ অর্থাৎ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়, যথাক্রমে তত্তৎবিরোধী অজ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা তিরোহিত হইলে, যে অনির্ব্বচনীয় চিৎস্বরূপবস্তু, নাট্যশালাস্থিত দীপের ন্যায়, অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই আত্মচৈতন্য; কালত্রয়ে তাহার বাধা হয় না। তাহাই হইতেছি 'আমি' অর্থাৎ অহঙ্কারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ এবং ঘটস্থ জলপ্রতিবিম্বিত আকাশ, যেমন উভয়েই এক, অহঙ্কারসাক্ষী চৈতন্য এবং অহঙ্কারপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যও সেইরূপ এক। আমি সেই ব্রহ্মাভিন্ন কূটস্থচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহি, কেননা অহঙ্কারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাকাশ এবং তাহার উপাধি অহঙ্কার, উভয়েই পারমার্থিক সত্য নহে।

এই প্রকারে অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে অথবা ব্যতিহারক্রমে কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসচৈতন্যের একতায় অনুস্মরণ করিতে হয়।

৩৫ (৫)। স্নানকাল নির্ণয়ঃ।

বৌধায়ন স্মৃতিতে আছে—"অরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ" ইহাই প্রাতঃস্নানের বিধিবাক্য।

পূর্ব্বদিক অরুণকিরণব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া স্নান করিতে হয়। এই স্মৃতিবচনে প্রাতঃস্নান বিহিত হইয়াছে। মুনীন্দ্রগণের সেই অরুণোদয় কাল কি প্রকার এবং সেই কালে স্নান করিয়া কি প্রকারে শুদ্ধিলাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন—

নশ্যন্ত্যাং মোহনিদ্রায়ামন্ধকারে গলত্যথ।
আরোহতি বিচারাদ্রিশিখরে জ্ঞানভাস্করে ॥ ১
দিক্ষু কিঞ্চিৎ প্রকাশাসু দিঙ্মোহে গলিতে সতি।
সন্দেহকৌশিকে নষ্টে জাতে প্রাগরুণোদয়ে ॥ ২
জ্ঞানগঙ্গাহ্রদে শুদ্ধে মগ্নো নখশিখাবধি।
যঃ স্নাতি মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বদৈব স নির্ম্মলঃ ॥ ৩

অন্বয়—মোহনিদ্রায়াং নশ্যন্ত্যাং অথ অন্ধকারে গলতি (সতি) জ্ঞানভাস্করে বিচারাদ্রিশিখরে আরোহতি (সতি), দিক্ষু কিঞ্চিৎ প্রকাশাসু সতীষু, দিঙ্মোহে গলিতে (সতি), সন্দেহকৌশিকে নষ্টে (সতি), প্রাগরুণোদয়ে জাতে (সতি), যঃ শুদ্ধে জ্ঞানগঙ্গাহ্রদে নখশিখাবধি মগ্নঃ (সন্), মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বদা স্নাতি, স এব নির্ম্মলঃ ভবতি।

(সংসারের মিথ্যাত্বনিশ্চয় দ্বারা) সংসারমোহ (রাগদ্বেষ) নিবৃত্ত হইলে, তদনন্তর আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানান্ধকার বিরল হইতে থাকিলে, জ্ঞানসূর্য্য বা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, পর্ব্বতবৎ দৃঢ়নিশ্চয়োৎপাদক বিচারের চরম শিখরে প্রকটিত হইতে থাকিলে, ইন্দ্রিয়াহঙ্কারমহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বরূপ দিক্‌সকল অল্পে অল্পে (আত্মা) হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে, এবং সেইহেতু দিঙ্মোহ (তাহাদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসহেতু যোগাদি দ্বারা তাহাদের বিলোপসাধন প্রয়াস) নিবৃত্ত হইলে, এবং অসম্ভাবনারূপ সংশয়পেচক অদৃশ্য হইলে, এবং আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ (সূর্য্যসারথি) অরুণের উদয় ঘটিলে, যিনি পরমপবিত্র ও চরমপবিত্র জ্ঞানগঙ্গার অগাধ সলিলে নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে মগ্ন করিয়া অর্থাৎ একান্ত বিস্মৃত হইয়া, "হংসঃ সোঽহম্" এই অজপা মূল-

মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক স্নান করেন—স্বাত্মসুখে মগ্ন থাকেন, তিনিই নির্ম্মলতারূপ স্নানফল লাভ করেন।

৩৫ (৬)। বস্ত্রধারণম্।

স্নানের পর বস্ত্রধারণ; তাহা মুনীন্দ্রের পক্ষে কি প্রকার, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

অথ ভক্তিপ্রাসাদাখ্যে পরিধায়াংশুকে মুনিঃ।
যত্রোদয়ঃ সৈব পূর্ব্বা কাষ্ঠা তস্যাশ্চ সম্মুখঃ॥ ১

অন্বয়—অথ মুনিঃ ভক্তিপ্রসাদাখ্যে অংশুকে পরিধায়, যত্র (দিশি) উদয়ঃ সা এব পূর্ব্বা কাষ্ঠা, তস্যাঃ চ সন্মুখঃ (ভবেৎ)।

ভক্তি—জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়িণী প্রেমলক্ষণা অন্তঃকরণ বৃত্তি। প্রসাদ—রাগদ্বেষাদিরাহিত্যরূপ নির্ম্মলতা। স্নানের পর মুনীন্দ্র, ভক্তি ও প্রসাদ নামক বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া, যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবেন অর্থাৎ যে বৃত্তিটি ব্রহ্মাকারা হয়, সেই বৃত্তিটিকে অবলম্বন করিয়া (অপর সকলবৃত্তিকে বর্জ্জন করিয়া), অবস্থান করিবেন।

৩৫ (৭)। পবিত্রাদিধারণম্।

স্নানের পর কুশপবিত্র, তিলক প্রভৃতি ধারণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা মুনীন্দ্রের পক্ষে কিরূপ হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

পবিত্রাঃ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থাস্তীক্ষ্ণাগ্রা হরিতাশ্চ যে।
শাতনাঃ কুৎসিতস্যৈতে কুশা ইতি নিরূপিতাঃ॥ ১

অন্বয়—যে তীক্ষ্ণাগ্রাঃ হরিতাঃ চ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থাঃ (তে এব) পবিত্রাঃ (ভবন্তি), (তে) এতে কুৎসিতস্য শাতনাঃ ইতি কুশাঃ নিরূপিতাঃ।

তীক্ষ্ণাগ্র অর্থাৎ অজ্ঞানসংশয়াদিভেদনসমর্থ, হরিদ্বর্ণ অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞাত, শাস্ত্রোপদেশ বাক্যসমূহের নির্ণীত তাৎপর্য্য, যাহা সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্থূল লৌকিক দৃষ্টির অগোচর, তাহাই মুনীন্দ্রের পবিত্র। তাহারা যে কুশ নামে অভিহিত হয়, তাহার কারণ এই যে তাহারা কু অর্থাৎ অশুভ সংসারের 'শ' শাতন বা বিনাশক।

তৎপবিত্রকরো ভূত্বা মুনিঃ সব্যেন বর্ত্মনা।
বেদান্তসূত্রং যৎসূত্রং যস্যাথর্ব্বশিখা শিখা ॥
জিজ্ঞাসাদীর্ঘতিলকো ব্রহ্মকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২ ।

অন্বয়—বেদান্তসূত্রং সব্যেন বর্ত্মনা যৎসূত্রং, অথর্ব্বশিখা যস্য শিখা, সঃ মুনিঃ, তৎপবিত্রকরঃ ভূত্বা, জিজ্ঞাসাদীর্ঘতিলকঃ সন্ ব্রহ্মকর্ম্ম সমারভেৎ।

[শিখাসূত্রধারী; তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে অধিকার লাভ করেন। সূত্র বা যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কুক্ষির উপর লম্বমান হয়, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। এস্থলে "সব্যবর্ত্ম" শব্দদ্বয় শঙ্করপ্রতিপাদিত অদ্বৈততাৎপর্য্য বেদান্তেরই সূচক এবং দক্ষিণবর্ত্মের বা কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাবর্ত্তক]

ব্যাসপ্রণীত শারীরকসূত্র, শঙ্করপ্রতিপাদিত প্রণালীতে যাঁহার যজ্ঞসূত্রস্বরূপ, ওঁকারার্থ প্রতিপাদক অথর্ব্বশিখোপনিষৎ যাঁহার শিখাস্বরূপ, সেই মুনীন্দ্র পূর্ব্ববর্ণিত পবিত্র হস্তে লইয়া, আত্মজ্ঞানেচ্ছারূপ দীর্ঘ তিলক ধারণ করিয়া, গীতোক্ত (৪।২৪), সর্ব্বত্রব্রহ্মদৃষ্টিফলক, ব্রহ্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

৩৫ (৮)। আচমননির্ণয়ঃ।

জড়ং করতলে কৃত্বা সমুদ্রমিব কুম্ভজঃ।
যদাচামতি যোগীন্দ্রস্তদাচমনমুত্তমম্ ॥ ১

অন্বয়—সমুদ্রং করতলে কৃত্বা কুম্ভজঃ ইব, যোগীন্দ্রঃ জড়ং (জলং "ডলয়োরভেদঃ") করতলে কৃত্বা, যৎ আচামতি, তৎ উত্তমম্ আচমনং (ভবতি)।

অগস্ত্য যেমন এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইরূপ যে যোগীন্দ্র (আত্মানাত্মবিবেচনকুশল মুনীন্দ্র); অনাত্মস্বরূপ সমস্ত মায়া প্রপঞ্চকে, আত্মার সঙ্কল্পপ্রসূত জানিয়া একেবারেই পান অর্থাৎ সঙ্কল্পবির্জ্জনদ্বারা প্রবিলাপন করিয়া ফেলেন, তাঁহার সেই আচমনই উৎকৃষ্ট আচমন।

৩৫ (৯)। প্রাতঃসন্ধ্যানির্ণয়ঃ।

অথোপযুক্তঃ ক্রিয়তে প্রাতঃসন্ধ্যাবিনির্ণয়ঃ।
মনোজন্ম জগজ্জন্ম মনোনাশো জগল্লয়ঃ।
তস্যোন্মেষ নিমেষাভ্যামুদয়প্রলয়ৌ যতঃ॥ ১

অন্বয়—অথ (মুনীন্দ্রানাং) উপযুক্তঃ প্রাতঃসন্ধ্যাবিনির্ণয়ঃ ক্রিয়তে; মনোজন্ম জগজ্জন্ম, মনোনাশঃ জগল্লয়ঃ, যতঃ তস্য উন্মেষনিমেষাভ্যাং উদয়প্রলয়ৌ (ভবতঃ)।

অনন্তর মুনীন্দ্রের উপযোগী প্রাতঃসন্ধ্যার বিচার করা যাইতেছে। (কর্ম্মাধিকারিগণের প্রাতঃসন্ধি—রাত্রির অবসান ও দিনের প্রারম্ভ—সর্ব্বজনবিদিত, তাহা মুনীন্দ্রের উপেক্ষনীয়; তাঁহার পক্ষে) সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির আবির্ভাবই জগতের আবির্ভাব (কেননা জগৎ, মনঃকল্পিত বলিয়া মন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।) সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয়ই জগতের লয়, (কেননা সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় মনোলয় ঘটিলে, সকল প্রপঞ্চের লয় হইল, দেখিতে পাওয়া যায়; এবং জাগ্রদবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, মনের উদয় হইলে সকল প্রপঞ্চের উদয় হয়, দেখিতে পাওয়া

যায়।) সেইহেতু সেই মনের উন্মেষ অর্থাৎ সঙ্কল্পরূপে প্রপঞ্চসম্মুখতা, এবং মনের নিমেষ অর্থাৎ সঙ্কল্পত্যাগে প্রপঞ্চবিমুখতাই, যথাক্রমে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

সেই মনোজন্ম ও মনোলয়ের সন্ধিই মুনীন্দ্রের সন্ধ্যাকাল।

সমাধ্যভ্যাসশীলস্য পূর্ব্বসংস্কারকারণাৎ।
যদুত্থানং সমাধানাৎ স সন্ধিঃ সন্ধিরত্র হি॥ ২

অন্বয়—সমাধ্যভ্যাসশীলস্য পূর্ব্বসংস্কারকারণাৎ সমাধানাৎ যৎ উত্থানং সঃ সন্ধিঃ অত্র সন্ধিঃ হি।

সেই মনোজন্ম ও মনোলয়ের সাক্ষী যে চৈতন্য সেই চৈতন্যের আকারে মনের যে পরিণাম, তাহার নাম সমাধি। যিনি সেই একই রূপ পরিণামে, অন্তঃকরণবৃত্তিকে স্থির করিতে নিরত, তাঁহার চিত্তে পূর্ব্বকালীন প্রপঞ্চাকারবৃত্তির সংস্কার থাকাতে, পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধান বা স্থিরীকরণ হইতে যে ব্যুত্থান ঘটে, সেই সমাধানব্যুত্থানের সন্ধিই এই মুনীন্দ্রের সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ('লয়যোগে' ৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৬।)

তত্রাপি প্রাপ্তত্বানাং গুরূণামুপদেশতঃ।
খণ্ডিতং নানুসন্ধানং সা সন্ধ্যোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৩

অন্বয়—তত্র অপি, প্রাপ্তত্বানাং গুরূণাম্ উপদেশতঃ, অনুসন্ধানং ন খণ্ডিতং (যদি, তর্হি) সা বুধৈঃ সন্ধ্যা উচ্যতে।

যে মহানুভব গুরু অনারোপিত আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মহাবাক্যার্থ দ্বারা উপদিষ্ট আপনার ব্রহ্মরূপতাশ্রবণ হেতু, সেই ব্যুত্থানেও যদি আপনার আত্মস্ফুরণের বিচ্ছেদ না ঘটে, তবে, বিবেকিগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন, কারণ সেই স্ফুরণ পূর্ব্বোক্তরূপ সন্ধিতে উদ্ভূত হয়।

৩৫ (১০)। প্রাণায়ামনির্ণয়ঃ।

শরীরাভ্যন্তরো বায়ুঃ প্রাণাপান ইতীরিতঃ।
স এব গতিভেদেন সংজ্ঞাদশকমাগতঃ ॥ ১

অন্বয়—শরীরাভ্যন্তরঃ বায়ুঃ প্রাণাপানঃ ইতি ঈরিতঃ (ভবতি), সঃ এব গতিভেদেন সংজ্ঞাদশকম্ আগতঃ।

শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু (প্রধানতঃ) প্রাণ ও অপান নামে কথিত হইয়া থাকে। ('প্রকর্ষেণ অনিতি' প্রকৃষ্টরূপে দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতকে জীবিত রাখে, এই জন্য উর্দ্ধ বায়ুর নাম প্রাণ। ''অপ অনিতি' বাহিরে নির্গত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতকে সক্ষম রাখে, এইজন্য অধোবায়ুর নাম অপান।) শরীরাভ্যন্তরস্থ সেই একই বায়ু উর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি গতি-ভেদে, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

উর্দ্ধাধোগতিমুখ্যং দ্বিরূপং তস্য গতিদ্বয়ম্।
উর্দ্ধং গচ্ছন্ ভবেৎ প্রাণস্ত্বপানঃ স্যাদধশ্চলন্ ॥ ২

অন্বয়—তস্য উর্দ্ধাধোগতিমুখ্যং গতিদ্বয়ম্ দ্বিরূপং (অস্তি)। উর্দ্ধং গচ্ছন্ সন্ (সঃ) প্রাণঃ ভবেৎ, অধঃ চলন্ অপানঃ স্যাৎ।

সেই শরীরস্থ বায়ুর যে কয়েক প্রকার গতি আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এই দুই প্রকার গতিই প্রধান। উর্দ্ধ দিকে গমন করিলে, তাহা নাম প্রাণ এবং অধোদিকে গমন করিলে, তাহার নাম অপান হয়।

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
অনয়োঃ শৃঙ্খলা দেহে তেন জীবো ন নিশ্চলঃ ॥ ৩

অন্বয়—অপানঃ প্রাণং কর্ষতি, প্রাণঃ চ অপানং কর্ষতি, দেহে অনয়োঃ শৃঙ্খলা (অস্তি), তেন জীবঃ ন নিশ্চলঃ (ভবতি)।

অপান বায়ু, প্রাণবায়ুকে অধোদিকে আকর্ষণ করে, এবং প্রাণবায়ু অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। দেহের মধ্যে এতদুভয়ের শৃঙ্খলসদৃশ বন্ধন বা গ্রন্থি আছে। সেইহেতু জীব অর্থাৎ জীবোপাধি চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না।

এই হেতু প্রাণ ও অপানের অবরোধ না করিলে, মন নিশ্চল হয় না।

এ বিষয়ে মতভেদ আছে ঃ—

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
চিত্তে চলে চলঃ প্রাণো নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেৎ॥ ৪

অন্বয়—(কেষাঞ্চিৎ মতে) বাতে চলে (সতি) চিত্তং চলং ভবেৎ, (বাতে) নিশ্চলে (সতি), (চিত্তং) নিশ্চলং (ভবেৎ) ; (অপরেষাং মতে) চিত্তে চলে (সতি), প্রাণঃ চলঃ ভবেৎ, (চিত্তে) নিশ্চলে (সতি) (প্রাণঃ) নিশ্চলঃ (ভবেৎ)।

কাহার কাহার মতে প্রাণবায়ু চঞ্চল হইলেই মন চঞ্চল হয়, প্রাণবায়ু নিশ্চল হইলেই, মন নিশ্চল হয় ; অপর কাহারও মতে মন চঞ্চল হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, মন নিশ্চল হইলে, প্রাণ নিশ্চল হয়।

কশ্চিৎপ্রাণজয়েনৈব মনোনিশ্চলতাং ভজেৎ।
কশ্চিন্মনোজয়েনৈব প্রাণনিশ্চলতাং ভজেৎ॥ ৫

অন্বয়—কশ্চিৎ প্রাণজয়েন এব মনোনিশ্চলতাং (ভজেৎ), কশ্চিৎ মনোজয়েন এব প্রাণনিশ্চলতাং ভজেৎ।

কেহ (অর্থাৎ হঠযোগী) ভাবেন, কেবল প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই মনকে নিশ্চল করা যায়, অপর কেহ (অর্থাৎ সাংখ্যযোগী ও পাতঞ্জলযোগী) ভাবেন, মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণবায়ুকে স্থির করা যায়।

কশ্চিদ্দ্বয়জয়েনৈব মনোনিশ্চলতাং ভজেৎ।
ইতি যোগগতিজ্ঞানাং ত্রিবিধা যোগিনাং গতিঃ॥ ৬

অন্বয়—কশ্চিৎ দ্বয়জয়েন এব মনোনিশ্চলতাং ভজেৎ, ইতি যোগ-গতিজ্ঞানাং (যোগিনাং) গতিঃ ত্রিবিধা (ভবতি)।

অপর কেহ (অর্থাৎ বেদান্তী) ভাবেন, মন ও প্রাণ উভয়কেই আয়ত্ত করিতে পারিলে, তবে মনকে নিশ্চল করা যায়। এইরূপে জীব ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তির উপায়বিৎ যোগিগণের সাধন তিন প্রকার।

প্রাণদ্বারা মনঃ সাধ্যং মতং হি হঠযোগিনাম্।
মনসৈব মনঃ সাধ্যমিতি বিজ্ঞানযোগিনাম্॥ ৭

অন্বয়—প্রাণদ্বারা মনঃ সাধ্যং ইতি হি হঠযোগিনাং মতম্। মনসা এব মনঃ সাধ্যম্ ইতি বিজ্ঞানযোগিনাং (মতম্)।

প্রাণায়াম দ্বারাই মনকে নিশ্চল করা যায়—ইহা হঠযোগিগণের ধারণা। সাংখ্যপাতঞ্জল প্রভৃতি বিজ্ঞানযোগিগণের নিশ্চয় এই যে, মনের বিচাররূপ একাংশ দ্বারা, সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ অপরাংশের লয় করিতে পারা যায়। (হঠযোগিগণ বলেন, কেবল বিচার দ্বারা মনকে স্থির করা যায় না; আর প্রাণনিরোধদ্বারা যে মনকে স্থির করা যায়, তাহা হঠযোগিগণের অভ্যাসে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুত্তরে জ্ঞানিগণ বলেন, যে সত্য বটে, প্রাণায়াম দ্বারা মন স্থির হয়, কিন্তু সেই স্থিরতা, মনের মূঢ়ভাবে অবস্থান মাত্র; সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় সেইরূপ মনোলয় হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু) বিচার দ্বারা মন্তব্য বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্বনিশ্চয় দৃঢ়তর হইলে, মন শিথিল হইয়া যে ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি হয়।

মনপ্রাণদ্বয়যুজস্তে তু শ্রেষ্ঠতরাঃ স্মৃতাঃ।
চেচ্ছুষ্কহঠিনো মূঢ়াস্তে ভণ্ডা ন তু যোগিনঃ॥ ৮

অন্বয়—মনপ্রাণদ্বয়যুজঃ তে তু (মুনিভিঃ) শ্রেষ্ঠতরাঃ স্মৃতাঃ ; মূঢ়াঃ চেৎ শুষ্কহঠিনঃ (ভবন্তি, তর্হি) তে ভণ্ডা, ন তু যোগিনঃ ভবন্তি।

কিন্তু যাঁহারা মন, প্রাণ উভয়কেই আত্মায় লীন করেন, মুনিগণ তাঁহাদিগকে অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। আর গুরুদীক্ষাবিহীন মূর্খে যদি পরমপুরুষার্থশূন্য হঠযোগাভ্যাসে রত হয়, তবে তাহাদিগকে লোকবঞ্চক বলিয়াই বুঝিতে হইবে ; তাহারা কখনই হঠযোগী নহে।

তে ত্বর্দ্ধযোগিনঃ প্রোক্তাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধ্যর্থযোগিনঃ। ৯

অন্বয়—(যে) তু ক্ষুদ্রসিদ্ধার্থযোগিনঃ তে অর্দ্ধযোগিনঃ প্রোক্তাঃ।

কিন্তু যাহারা গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ করিয়া, পরকায়প্রবেশ, আকাশগমন, প্রভৃতি তুচ্ছ, মোক্ষবিঘ্নকর সিদ্ধিলাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহারা লৌকিকসিদ্ধির সাধনরূপ যোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোগিনামের অধিকারী হইলেও, মোক্ষরূপ মুখ্যফললাভে বঞ্চিত হয় বলিয়া, তাহাদিগকে অর্দ্ধযোগী বলা হইয়া থাকে। অতএব সেই সকল সিদ্ধিকে আদর করিতে নাই। পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।" (৩.৩৭) পাতঞ্জল দর্শনে বর্ণিত প্রতিভাদিজ্ঞানরূপসিদ্ধিসমূহ সমাধিবিষয়ে বিঘ্ন, এবং ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি। যিনি মুক্তিপ্রার্থী, তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

পিঙ্গলেড়া সুষুম্ণা চ মুখ্যাস্তিস্রস্তু নাড়িষু।
ইড়া বামা পিঙ্গলান্যা সুষুম্ণা মধ্যবর্ত্তিনী॥ ১০

অন্বয়—নাড়ীষু তু ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্ণা চ তিস্রঃ মুখ্যাঃ (ভবন্তি)। বামা ইড়া (জ্ঞেয়া), অন্যা (দক্ষিণা) পিঙ্গলা (জ্ঞেয়া), মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্ণা (জ্ঞেয়া)।

দেহের অভ্যন্তরে ৭২ হাজার নাড়ী আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে এই তিনটি অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্ণা সর্ব্বপ্রধান। বামভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম ইড়া, দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম পিঙ্গলা এবং মধ্যবর্ত্তিনী নাড়ীর নাম সুষুম্ণা।

বামদক্ষিণমার্গেণ সদা বহতি মারুতঃ ॥ ১০

অন্বয়—মারুতঃ সদা বামদক্ষিণমার্গেণ বহতি।

শরীরস্থ বায়ু সর্ব্বদা বাম ও দক্ষিণ নাড়ী ছিদ্র দ্বারা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা চলে।

যদা দ্বাবপি রুধ্যেতে প্রাণমার্গৌ সুযোগিনা।
তদান্তৎ সর্পবৎ প্রাণো রন্ধ্রমাবিশতি স্বয়ম্ ॥ ১১

অন্বয়—যদা সুযোগিনা দ্বৌ অপি প্রাণমার্গৌ রুধ্যেতে, তদা প্রাণঃ স্বয়ং সর্পবৎ অন্যৎ রন্ধ্রং আবিশতি।

উত্তম যোগাভ্যাসী সাধক, যখন শরীরস্থ বায়ুর ইড়া ও পিঙ্গলা নামক উভয় পথই নিরোধ করিয়া দেন, তখন, সর্প যেমন সকল পথ রুদ্ধ দেখিলে অবশেষে অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রেও প্রবেশ করিতে থাকে, সেইরূপ প্রাণবায়ু, সুষুম্ণা নামক অন্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রে আপনই প্রবেশ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সেই বায়ুকে সুষুম্ণায় প্রবেশ করাইতে, ইড়াপিঙ্গলানিরোধ ভিন্ন অন্য প্রযত্নের অপেক্ষা নাই।

স্থিতা কুণ্ডলিনী মূলে জীবশক্তিরনুত্তমা।
তামুত্থাপ্য তয়া সার্দ্ধং সুষুম্ণাং প্রাণ আবিশেৎ ॥ ১২

অন্বয়—মূলে অনুত্তমা জীবশক্তিঃ কুণ্ডলিনী স্থিতা; প্রাণঃ তাম্ উত্থাপ্য, তয়া সার্দ্ধং সুষুম্ণাম্ আবিশেৎ।

জীবের জাগ্রদবস্থা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমগ্রসংসারাবস্থা যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কুণ্ডলিনী নামে অতিশ্রেষ্ঠা জীবশক্তি পায়ুর সন্নিকটে অবস্থিত মূলাধার নামক চক্রে অবস্থান করে। প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে, শরীরস্থ বায়ু, সেই কুণ্ডলিনীনাম্নী জীবশক্তিকে উত্থাপিত করিয়া অর্থাৎ জীবের পারমার্থিক শিবস্বরূপের অভিমুখী করিয়া সেই জীবশক্তির সহিত সুষুম্ণা বা ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করে।

সুষুম্ণাবাহিনি প্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে সতি।
তত্র নিশ্চলতাং যাতে মনো নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩

অন্বয়—প্রাণে সুষুম্ণাবাহিনি (সতি) ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে সতি, তত্র নিশ্চলতাং যাতে (সতি) মনঃ নিশ্চলতাং ব্রজেৎ।

প্রাণ বায়ু সুষুম্ণা বা ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, তদ্দ্বারা ভ্রমরগুহায় বা ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছিলে, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে, এবং সেই স্থানে প্রাণ বায়ু স্থির হইলে, জীবোপাধি বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণও স্থির হইয়া যায়।

মনো যদি নিরুধ্যেত কেবলং জ্ঞানযোগিনা।
প্রাণাপানৌ নশ্যতস্তু মনোনাশেন তৎক্ষণাৎ ॥ ১৪

অন্বয়—জ্ঞানযোগিনা যদি কেবলং মনঃ নিরুধ্যেত তর্হি তু মনোনাশেন প্রাণাপানৌ তৎক্ষণাৎ নশ্যতঃ।

জ্ঞানযোগী যদি (প্রাণরূপ উপাধিকে ছাড়িয়া দিয়া) বিচার দ্বারা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক চিত্তের সঙ্কল্পবিকল্পরূপাংশ পরিত্যাগ করাইয়া, কেবল

মনের নিরোধ করেন, তাহা হইলে, সেইরূপ মনোনাশ দ্বারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর লয় হয়।

নিদ্রা, মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে কিন্তু মনোলয় হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণাপানের প্রবাহ চলিতেছে। এই হেতু মনোলয় হইলেই প্রাণাপানের লয় হইবেই, এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

তস্মাৎ সিদ্ধান্ত এবৈকো হঠবিজ্ঞানযোগিনঃ।
শাস্ত্রোক্তমিতিবিজ্ঞায় নির্ণয়ং প্রাণচেতসোঃ।
প্রাণায়ামং মুনিঃ কুর্য্যান্মনোলয়সমন্বিতম্॥ ১৫

অন্বয়—তস্মাৎ হঠবিজ্ঞানযোগিনোঃ সিদ্ধান্তঃ একঃ এব ইতি শাস্ত্রোক্তং প্রাণচেতসোঃ নির্ণয়ং বিজ্ঞায়, মুনিঃ (সন্) মনোলয় সমন্বিতং প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ।

যেহেতু হঠযোগ ও বিজ্ঞানযোগ উভয় উপায়েই মনোলয় সিদ্ধ হইতে পারে, সেইহেতু হঠযোগীর ও বিজ্ঞান যোগীর লক্ষ্য একই; প্রাণ ও মন সম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিয়া, মুনি হইয়া (অর্থাৎ বিচারপরায়ণ হইয়া) সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তির লয়সাধনসহিত, প্রাণাপান বায়ুর নিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, কেবল প্রাণায়াম দ্বারা, প্রাণবায়ু স্থির হইলেও বিচারাভাবে একেবারে মনোনাশ হয় না; মন বীজভাবে থাকিয়া যায়। আবার কেবল বিচার দ্বারা মন নিরুদ্ধ হইলেও, প্রাণায়ামের অভাবে পুনঃপুনঃ প্রাণাপানের উদ্ভব হইতে থাকে, সুতরাং মনেরও উদ্ভব হয়। এইহেতু মনোমল নিবৃত্তির জন্য প্রাণায়ামের প্রয়োজন। মনোমলনিবৃত্তি হইলে যে বিবেক উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই মনোনাশ সংসিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধান্তই মুমুক্ষুদের গ্রহণীয়।

৩৫ (১১)। অর্ঘদাননির্ণয়ঃ।

পূর্ণাঞ্জলিময়াস্ত্র্যর্ঘা ভাবনাগাঙ্গবারিণা।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রদেয়াঃ কর্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১

অন্বয়—(মুনিনা) পূর্ণাঞ্জলিময়াঃ ত্র্যর্ঘাঃ ভাবনাগাঙ্গবারিণা, সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মসাক্ষিণে প্রদেয়াঃ।

সাধারণতঃ লোকে শুচির জন্য কর্ম্মদায়ী সবিতাকে অঞ্জলিপূর্ণজল দ্বারা তিনটি অর্ঘ্যদান করিয়া থাকে। জ্ঞানীর অর্ঘ্যদান কিন্তু এইরূপ— সাংখ্য ও যোগ তাঁহার উভয় কর। তদুভয়ের অবিরোধজ্ঞান তাঁহার অঞ্জলি। "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" সেই অবিরোধ চিন্তনরূপ গঙ্গাজল দ্বারা জ্ঞানী দ্বৈতপ্রতীতিরূপ সকলপাপের প্রশমনের জন্য কর্ম্মসাক্ষী চিদাদিত্যকে যে তিনটি অর্ঘপ্রদান করিয়া থাকেন, তাহা যথাক্রমে এই :—

ইদং দৃশ্যমহং দ্রষ্টা প্রথমার্ঘো মনীষিণাম্।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা দ্বিতীয়োর্ঘস্ততঃ পরঃ ॥ ১

অন্বয়—ইদং দৃশ্যম্, অহং দ্রষ্টা (ইতি) মনীষিণাম্ প্রথমার্ঘঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা ততঃ পরঃ দ্বিতীয়ঃ অর্ঘঃ।

'ইদম্'—এই অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু, 'ত্বম্' পদের লক্ষ্য কূটস্থচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া মায়া পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু 'তৎ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন। সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ আমার পূর্ব্বোক্ত সকল বস্তুই দৃশ্য। আমি তাহাদের দ্রষ্টা বা প্রকাশক; এইরূপ বোধই বিবেকিপুরুষের প্রথম অর্ঘ।

'ব্রহ্ম'—ভূমা বলিতে যে দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য বস্তুকে বুঝায়, তাহাই পরমার্থরূপ, কেননা তাঁহা ত্রিকাল দ্বারা বাধিত হয় না। 'জগৎ'—চলস্বভাব প্রপঞ্চ, মায়া এবং মায়ার কার্য্যসমূহ, পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক বলিয়া, মিথ্যা। এইরূপ বোধ উক্ত প্রথম অর্ঘের পর দ্বিতীয় অর্ঘঃ।

নেদমস্ত্যহমেবাস্মি তৃতীয়োর্ঘঃ পরাৎপরঃ।

এবংবিধার্ঘদানেন চিদাদিত্যঃ প্রসীদতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়—ইদং নাস্তি, অহম্‌ এব অস্মি, (ইতি) পরাৎ পরঃ তৃতীয়ঃ অর্ঘঃ। এবম্বিধার্ঘদানেন চিদাদিত্যঃ প্রসীদতি।

এই দৃশ্য সমূহ বস্তুতঃ নাই, কিন্তু আমি ব্রহ্মাভিন্ন কূটস্থচৈতন্য, একমাত্রই রহিয়াছি। এই প্রকার বোধ—দ্বিতীয়ার্ঘের পর তৃতীয়ার্ঘ। এই প্রকার অর্ঘদান দ্বারা চেতারহিত চিন্মাত্র আত্মা নির্ম্মল লইয়া প্রকাশিত হন।

৩৫ (১২)। গায়ত্রীজপনির্ণয়ঃ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং দেবং জ্যোতির্ম্ময়ং স্মরন্।
উপদেশাৎসদাবৃত্তিরিতি বেদান্ত সূত্রতঃ ॥ ১

তিষ্ঠেজ্জপেচ্চগায়ত্রীমষ্টোত্তরশতত্রয়ম্।
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্গায়ত্রী তেন সা স্মৃতা ॥ ২

অন্বয়—(মুনিঃ) অখণ্ডমণ্ডলাকারং জ্যোতির্ম্ময়ং দেবং স্মরন্ তিষ্ঠেৎ, উপদেশাৎ সদাবৃত্তিঃ ("আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ," ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১) ইতি বেদান্তসূত্রতঃ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্ (যথা স্যাৎ তথা,) গায়ত্রীম্ জপেৎ চ; যস্মাৎ সা গায়ন্তং ত্রায়তে, তেন (সা) গায়ত্রী স্মৃতা।

যেমন গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য সবিতা দেবতা, জ্যোতির্ম্ময় ও (গৌণভাবে) স্বয়ংপ্রকাশ, (দীপাদির সাহায্যব্যতিরেকে আপনাকে প্রকাশ করিতে

সমর্থ) এবং বিম্বরূপে আপনার প্রতি প্রতিবিম্বেই আপনার অখণ্ডমণ্ডলা-কার (পূর্ণ গোলাকৃতি) প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরমাত্মদেব চিন্মাত্রস্বরূপ ও (মুখ্যভাবে) স্বয়ংপ্রকাশ এবং প্রতিজীবেই পূর্ণরূপে অবস্থিত (কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি অর্থাৎ জীবের অপ-রোক্ষ আত্মা পূর্ণ, এবং পরোক্ষ পরমাত্মাও পূর্ণ)। মুনি সেই পরমাত্ম-দেবকে স্মরণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিবেন, তাহাই গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যদেবতা স্মরণ হইল। কিন্তু একবার স্মরণ মাত্রেই (প্রায়শঃ) তাঁহার কৃতার্থতা লাভ হয় না; এবং যেহেতু বেদান্তসূত্র (ব্রহ্ম সূত্র ৪।১।১) বলিতেছেন "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এসকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই অভি-প্রায়েই বার বার শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। সেইহেতু, 'তিনি ১০৮ গায়ত্রীজপ তিন বার করিবেন'—তাহার অর্থ এরূপ নহে যে পূর্ব্বোক্তরূপ স্মরণের সহিত ৩২৪ বার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই, তিনি কৃতকৃত্য হইলেন; কেননা এরূপ জপে গায়ত্রীর সার্থকতা হয় না, যেহেতু (গায়ন্তং ত্রায়তে যা সা গায়ত্রী,) যাহা জপকর্ত্তাকে সংসারচিন্তা অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর চিন্তা হইতে রক্ষা করে, তাহাই গায়ত্রী। মনুষ্য মাত্রেই রাত্রিদিনে শ্বাসে শ্বাসে ২১,৬০০ বার অজপা মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। (১২১পৃষ্ঠায় ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) সেই অজপাজপ যদি পূর্ব্বোক্ত স্মরণসম্বলিত হয়, তাহা হইলেই তাহা জপকর্ত্তাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। এই হেতু অজপা মন্ত্রই মুখ্যতঃ গায়ত্রীমন্ত্র। ইহাই মুনিগণের অভিমতগায়ত্রী।

অজপা, মুনিগণের অভিমত গায়ত্রী হইলেও, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রীর, ত্র্যক্ষরা অজপার সহিত অভেদ প্রতিপাদন, সমীচীন নহে—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না কারণ উভয়ের তাৎপর্য্য একই—

অন্তর্য্যামিস্বরূপেণ সর্ব্বধীবৃত্তিনোদকম্।
সবিতৃমণ্ডলে ধ্যেয়ং গায়ত্র্যর্থপরং মহঃ॥

অন্বয়—অন্তর্য্যামিস্বরূপেণ সর্ব্বধীবৃত্তিনোদকম্ গায়ত্র্যর্থপরং মহঃ সবিতৃমণ্ডলে ধ্যেয়ম্।

যে সর্ব্বপ্রকাশক তেজোরূপ চৈতন্য অন্তর্যামিরূপে* (অপরোক্ষভাবে) জীবে জীবে দ্বৈতসঙ্কল্পকারিণী বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, তাহাই (পরোক্ষ) জগৎকারণভূত, মায়াশবল, বিম্বস্বরূপ ব্রহ্ম,—গায়ত্রীমন্ত্রার্থের তাৎপর্য্যভূত তেজকে এইরূপে ধ্যান করিতে হয়।

অজপা মন্ত্রেও 'আমি' ও 'সেই' এই দুই অর্থের যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপ বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা † জীবব্রহ্মের একতা লক্ষ্য করিতে হয়। সেইহেতু গায়ত্রী ও অজপা উভয়ের তাৎপর্য্য একই।

(শঙ্কা)। ভাল, দ্ব্যক্ষর অজপামন্ত্র থাকিতে দীর্ঘ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষর গায়ত্রীমন্ত্র জপের প্রয়োজন কি? বলিতেছি, (সমাধান)।—

চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরয়া গায়ত্র্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া।
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং লয়কৃদ্ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ॥ ৪

অন্বয়—চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং লয়কৃৎ শুচিঃ ব্রাহ্মণঃ (ভবতি)।

২৪টি অক্ষরদ্বারা গঠিত, ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গস্বরূপ, (অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের তাৎপর্য্যপ্রতিপাদক) গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা, যিনি ৮টি 'প্রকৃতি'

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ (৩।৭।১) দ্রষ্টব্য।

† ভাগত্যাগ লক্ষণা—"দৃগদৃশ্য বিবেকে"র মৎকৃত বঙ্গানুবাদের (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পদার্থের এবং ১৬টি 'বিকার' পদার্থের বিলোপসাধন পূর্ব্বক অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া, আপনাকে সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ হন এবং তদ্দ্বারা নির্ম্মল হন। ইহাই চতুর্ব্বিংশত্যক্ষর প্রয়োগের প্রয়োজন।

"সাংখ্যাঞ্জন শলাকায়" (৮০ পৃষ্ঠায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে) 'প্রকৃতি' ও 'বিকৃতি' পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

—•—

৩৫ (১৩)। উপস্থাননির্ণয়ঃ।

নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাপ্রয়োগে সপবিত্র বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক যে সূর্য্যোপস্থান বা সূর্য্যপূজা করিবার বিধি আছে, মুনীন্দ্র কি প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য মুনীন্দ্রের পক্ষে সেই বাহুদ্বয় কি, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

মুনিঃ প্রসার্য্য সরলৌ প্রলম্বৌ সপবিত্রকৌ।
সাংখ্যযোগৌ নিজৌ বাহূ উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্॥ ১

অন্বয়—মুনিঃ নিজৌ বাহূ সাংখ্যযোগৌ প্রসার্য্য সরলৌ প্রলম্বৌ সপবিত্রকৌ (কৃত্বা) ভাস্করম্ উপতিষ্ঠেত।

মননশীল জ্ঞানী সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র নামক আপনার দুই বাহুকে ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত * প্রণালীতে বেদান্তানুকূল করিয়া, এবং সেই প্রকারে তদুভয়কে সরল, প্রলম্ব অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য-বোধক, ও সপবিত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থরূপ † কুশপবিত্র যুক্ত করিয়া অর্থাৎ অনাত্মত্যাগ ও আত্মগ্রহণোপযোগী করিয়া, জগৎপ্রকাশক

---

* ২৫। 'সাংখ্যাঞ্জনশলাকা', ও ২৬। 'যোগদীক্ষা-চিন্তামণিঃ' নামক প্রবন্ধে প্রদর্শিত।

† "পবিত্রাদিধারণনির্ণয়ঃ" দ্রষ্টব্য, পৃ—২৭৩।

আত্মস্বরূপ ভাস্করের উপস্থান করিবেন, অর্থাৎ তৎসমীপবর্ত্তী বা তদ্ধ্যানপরায়ণ হইবেন; অথবা পারমার্থিক আত্মস্বরূপে, ব্যাবহারিক চিদাভাস বাধিত, এইরূপ জানিয়া ব্যবহার নির্ব্বাহ করিবেন।

মুনীন্দ্রের পক্ষে উপস্থানমন্ত্র নির্ণয় করিতেছেন :—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে ॥ ২

অন্বয়—সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে ত্রিগুণাত্ম-ধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে ত্রয়ীময়ায় নমঃ।

যিনি, মায়া এবং মায়ারচিত যাবতীয় কার্য্যের অধিষ্ঠানরূপে জগৎপ্রসবিতা, দ্বৈতপ্রপঞ্চের একমাত্র প্রকাশক, জগতের উপাদানরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ আপনাতে ধারণ করেন, এবং এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অন্তর্যামী হইয়া আছেন, (অথবা সেই সেই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েন) এবং (সর্ব্বজ্ঞতাহেতু), বেদের যোনি বা উৎপত্তিস্থান, (অথবা বেদত্রয়প্রতিপাদ্য)—তাঁহাকে নমস্কার।

৩৫ (১৪)। সহোমাঙ্গহোমনির্ণয়ঃ।

এবং সমাপ্য বিধিনা প্রাতঃসন্ধ্যাবিধিং মুনিঃ।
হোমস্যাবসরং জ্ঞাত্বা যজ্ঞশালাং ততো বিশেৎ ॥ ১

অন্বয়—মুনিঃ এবংবিধিনা প্রাতঃসন্ধ্যাবিধিং সমাপ্য, হোমস্য অবসরং জ্ঞাত্বা, ততঃ যজ্ঞশালাং বিশেৎ।

(লৌকিকব্যবহারে কর্ম্মকাণ্ডরত গৃহস্থ, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন

করিয়া, সূর্য্যোদয় হইলে, গার্হপত্য হোমের জন্ম যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন।) জ্ঞানী পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া, অহন্তা মমতার উদয় হইলে, নিম্নবর্ণিত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন।

যজ্ঞশালা ভূমিকা স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা।
সব্যার্হান্ সব্যতঃ কুর্য্যাদসব্যার্হানসব্যতঃ।
সঞ্চরেত তথা নৈব প্রায়শ্চিত্তীয়তে যথা ॥ ২

অন্বয়—তৃতীয়া ভূমিকা তনুমানসা যজ্ঞশালা স্যাৎ। সব্যার্হান্ (পদার্থান্) সব্যতঃ (সব্যে) কুর্য্যাৎ, অসব্যার্হান্ (পদার্থান্) অসব্যতঃ (অসব্যে কুর্য্যাৎ) তথা ন এব সঞ্চরেত, যথা প্রায়শ্চিত্তীয়তে।

(লৌকিক ব্যবহারে যজমান যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া, বাম দিকে রাখিবার যোগ্য দ্রব্যগুলিকে বাম দিকে রাখেন, এবং ডান্ দিকে রাখিবার যোগ্য বস্তুগুলিকে ডান্ দিকে রাখেন।)

যে ভূমিকায় সঙ্কল্প, বিকল্প, রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, কাম প্রভৃতি মনোধর্ম্ম সকল ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই তনুমানসা নাম্নী তৃতীয় ভূমিকা জ্ঞানীর যজ্ঞশালা। (তৃতীয়ভূমিকার বিবরণ ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) সেই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া জ্ঞানী সব্যার্হ সামগ্রীগুলিকে অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মস্বরূপপ্রাপ্তির সাধনভূত বিবেকবৈরাগ্যাদিকে, অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের ন্যায় উপাদেয় বুদ্ধিতে অঙ্গীকার করিবেন এবং অসব্যার্হ সামগ্রীগুলিকে, অর্থাৎ দ্বৈতরূপসংসারপ্রাপ্তির কারণ কর্ম্মময় যজ্ঞাদিধর্ম্মসমূহকে, সাধনসহিত, দক্ষিণে ফেলিবেন,—সংসারসাধক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন; এবং যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত,—প্রায়ঃ বহুলভাবে, চিত্তের—দ্বৈতকার্য্যসাধনরত অন্তঃকরণের, ন্যায় আচরণ করিতে হয়,—স্পন্দিত হইতে হয়, সেই ভাবে সঞ্চরণ করিবেন না,—প্রবৃত্ত হইবেন না, কেবলমাত্র অদ্বৈতাত্মপ্রাপ্তিসাধন বিবেকাদিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

যদি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কোনও সময়ে ক্রোধাদিচিত্তধর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিয়া যায়, তবে তন্নিবর্ত্তক চিত্তধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই কথাই বলিতেছেন—

অথ কর্ম্মাতিপাতঃ স্যাদ্দুর্গত্বাদ্ব্রহ্মকর্ম্মণঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধিং জ্ঞাত্বা তচ্চ সদ্যঃ সমাচরেৎ ॥ ৩

অন্বয়—অথ ব্রহ্মকর্ম্মণঃ দুর্গত্বাৎ কর্ম্মাতিপাতঃ স্যাৎ, (তদা) প্রায়শ্চিত্তবিধিং জ্ঞাত্বা সদ্যঃ তৎ চ সমাচরেৎ।

(লৌকিকপক্ষে) বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য বলিয়া, যদি কথনও কর্ম্মবিঘাত ঘটে, তবে তজ্জনিত দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মের বিধান লইয়া, অবিলম্বেই প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়।

(মুমুক্ষু পক্ষে) সেইরূপ, ব্রহ্মকর্ম্ম বা সমাধি, দুঃসাধ্য বলিয়া, চিত্তের প্রবৃত্তির নিরোধ করিলেও, যদি সমাধিতে প্রপঞ্চব্যুত্থানরূপ বিঘ্ন ঘটে, তবে জ্ঞানী, বহুপ্রকার (প্রায়ঃ), চিত্তবিধি (পরে বর্ণিত মনোনাশবিধি) নির্ণয় করিয়া, তন্নিবর্ত্তকচিত্তধর্ম্মবিশেষগ্রহণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

বোধায়নস্মৃতিতে অচিরে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে—

"কর্ম্মাতিপাতে প্রায়শ্চিত্তং তৎকাল" মিতি বচনাৎ প্রায়শ্চিত্তাদি।

'কর্ম্মের বিঘাত হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে'—এই বোধায়ন প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

৫ (১১)। প্রায়শ্চিত্তানি।

ক্ষমরৈব জয়েৎ ক্রোধং সত্যেনৈবানৃতংজয়েৎ।
অশ্রদ্ধাং শ্রদ্ধয়া জিত্বা দানৈঃ কৃপণতাং জয়েৎ ॥ ৫

অন্বয়—ক্ষময়া এব ক্রোধং জয়েৎ, সত্যেন এব অনৃতং জয়েৎ; শ্রদ্ধয়া অশ্রদ্ধাং জিত্বা, দানৈঃ কৃপণতাং জয়েৎ।

ক্ষমা দ্বারাই ক্রোধকে জয় করিতে হয়; সত্যদ্বারাই অসত্যকে জয় করিতে হয়, শ্রদ্ধাদ্বারা অশ্রদ্ধাকে জয় করিতে হয় এবং উদার চিত্তে সৎপাত্রে অর্থাদি-অর্পণ দ্বারা, সমাধিরূপ ব্রহ্মকর্ম্মের নাশদোষ অর্থাৎ প্রপঞ্চব্যুত্থানদোষকে জয় করিতে হয়।

ইতীমে সেতুসামোক্তাশ্চত্বারঃ সেতবো দৃঢ়াঃ।
উপলক্ষণমেবৈতদন্যানপি তথা জয়েৎ ॥ ৬

অন্বয়—ইতি ইমে চত্বারঃ দৃঢ়াঃ সেতবঃ সেতুসামোক্তাঃ; এতৎ উপলক্ষণম্ এব, তথা অন্যান্ অপি জয়েৎ।

এই যে চারিটি দৃঢ় মার্গের কথা বলা হইল, এই গুলি, "সেতূংস্তরেৎ" ইত্যাদি সেতুসামে (মার্গপ্রতিপাদক এক গীতিতে) উক্ত হইয়াছে। (এই হেতু এইগুলি অপ্রামাণিক নহে)। তবে এইগুলি অন্যান্য মার্গের উপলক্ষক মাত্র। এই কারণে, কর্ম্মনাশজনিত অন্যান্য দোষও জয় করিতে হইবে। সেই গুলি এই—

উত্থানেন জয়েন্নিদ্রাং কামং সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ।
সন্তোষেণ জয়েল্লোভং মোহং বোধদৃশা জয়েৎ ॥ ৭

অন্বয়—উত্থানেন নিদ্রাং জয়েৎ, সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ কামং (জয়েৎ), সন্তোষেণ লোভং জয়েৎ, বোধদৃশা মোহং জয়েৎ।

নিদ্রাদ্বারা আক্রান্ত হইলে, স্থানান্তরে গমনাদিদ্বারা, তাহাকে জয় করিবে। (গুণবুদ্ধিতে চিন্তনরূপ) সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, মনের অভিলাষ সমূহকে জয় করিবে। অলংবুদ্ধিদ্বারা (যথেষ্ট হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া) লোভরূপ বৃত্তিকে বিনষ্ট করিবে। আত্মসাক্ষাৎকারসাধনে অমনোযোগ বা স্বাত্মবিস্মৃতিরূপ মোহকে, স্বাত্মস্মৃতিদ্বারা বিনষ্ট করিবে।

মদমৎসরমুখ্যাংশ্চ সর্ব্বভূতাত্মভাবনাৎ।
অন্যানপি জয়েদ্দোষান্নিত্যানিত্যবিচারণাৎ ॥৮

অন্বয়—মদমৎসরমুখ্যান্ (দোষান্) সর্ব্বভূতাত্মভাবনাৎ জয়েৎ, অন্যান্ অপি দোষান্ নিত্যানিত্যবিচারণাৎ জয়েৎ।

সকল গুণে আপনাকে বড় মনে করা, মদ; অপরের উৎকর্ষ সহিতে না পারা, মৎসর। 'আমি, অস্তিভাতিপ্রিয়রূপে সকলভূতেই অবস্থিত' এইরূপ জানিয়া, যাহারা আমাঅপেক্ষা গুণে ন্যূন, 'তাহারাও আমারই মূর্ত্তি, এইরূপ বুঝিয়া মদপরিহার করিতে হয়, এবং যাহারা আমাঅপেক্ষা গুণে অধিক, তাহারাও আমারই মূর্ত্তি, এইরূপ বুঝিয়া মৎসর পরিহার করিতে হয়। এইরূপে ঐ শ্রেণীর অন্যান্য দোষেরও পরিহার হইবে। তদ্ভিন্ন, আত্মসাক্ষাৎকারবিঘ্নরূপ অন্যান্য দোষকে (কামক্রোধাদিকেও) নিত্যানিত্যবিচার দ্বারা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ আত্মস্বরূপই নিত্য, এবং সেইহেতু উপাদেয়, এবং নামরূপাত্মক, জড়রূপ ও দুঃখরূপ অনাত্মস্বরূপ অনিত্য এবং সেইহেতু হেয়, এইরূপ বিচার দ্বারা জয় করিবে।

লয়েসম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥৯

অন্বয়—লয়ে চিত্তং সম্বোধয়েৎ, বিক্ষিপ্তং (চিত্তং) পুনঃ শময়েৎ, সকষায়ং (চিত্তং) বিজানীয়াৎ, সমপ্রাপ্তং (চিত্তং) ন চালয়েৎ।

যোগদ্বারা সমাধিতে নিরুদ্ধ হইতে থাকিলে, চিত্ত যদি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তবে, উত্থাপনপ্রযত্নদ্বারা কিম্বা লয়কারণ নিবারণ করিয়া তাহাকে জাগ্রদভিমুখ করিবে এবং তদনন্তর সমাধিতে নিরুদ্ধ করিবে। নিদ্রার অসমাপ্তি, অজীর্ণ, বহুভোজন এবং পরিশ্রম এই চারিটিই লয়ের কারণ। আর বিষয়ভোগের অভ্যাসবশতঃ যদি কামভোগের জন্য চঞ্চল হইয়া পড়ে, তবে ভোগে সর্ব্বপ্রকার দুঃখানুসন্ধান করিয়া, শাস্ত্রার্থ স্মরণ করিয়া এবং অজর, অমর, অদ্বিতীয় আত্মার অনুসন্ধানদ্বারা যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে অবস্তু বলিয়া জানিয়া চিত্তকে বাসনাশূন্য করিবে।

আর চিত্ত সকষায় হইলে অর্থাৎ, লয়বিক্ষেপশূন্য হইয়াও তীব্র রাগদ্বেষাদির বাসনাবশতঃ দুঃখৈকাগ্র হইয়া সমাধিস্থিতের ন্যায় হইলে, তাহাকে সমাহিতচিত্ত নয় বলিয়া চিনিয়া লইবে এবং কষায়ের প্রতীকার করিবে। কিন্তু এই ত্রিদোষবর্জ্জনের পর, যদি চিত্ত সমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাকার হয়, তবে তাহাকে লয়কষায়গ্রস্ত মনে করিয়া, সেই অবস্থা হইতে তাহাকে বিচলিত করিবে না। তাহাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। (মাণ্ডু-ক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকা ৩।৪৪)

> নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
> বিশেদেকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা সিদ্ধিমেবমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০

অন্বয়—তত্র রসং ন আস্বাদয়েৎ, প্রজ্ঞয়া নিঃসঙ্গঃ ভবেৎ, একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা বিশেৎ; এবং সিদ্ধিম্ অবাপ্নুয়াৎ।

পূর্ব্বোক্তরূপে সমপ্রাপ্ত হইলে, যে পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, তাহাতে সেই আনন্দের আস্বাদন বা অনুভব করিতে নাই, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ" তিনি অর্থাৎ তুমি 'রসস্বরূপ' (সুতরাং রসানুভবে স্বরূপচ্যুতি)।

(শঙ্কা) ভাল, গীতায় (৬.২১) এবং মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।৩৪) সমাধিতে আবির্ভূত ব্রহ্মানন্দকে যথাক্রমে "বুদ্ধিগ্রাহ্য" ও "অন্তঃকরণ গ্রাহ্য" বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ত' উক্ত শ্রুতিস্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হইল। (সমাধান)। বিরোধ হয় নাই, কেননা, যে সুখাস্বাদনের নিষেধ হইতেছে, তাহা সমাধিবিরোধী ব্যুত্থানের কারণভূত বৃত্তি-বিষয়ক সুখাস্বাদ। যেমন গ্রীষ্মের দিনে মধ্যাহ্নকালে, জাহ্নবী প্রভৃতি নদীতে নিমগ্ন হইলে যে শৈত্যসুখের অনুভব হয়, তাহা তৎকালে বর্ণনা করা যায় না, পরে জলমধ্য হইতে মুখ তুলিলে, তাহাকে বর্ণনা করা যায়; অথবা সুষুপ্তিকালে, অবিদ্যার অতিসূক্ষ্মবৃত্তির দ্বারা যে স্বরূপসুখের

অনুভূতি হয়, তাহা তৎকালে সবিকল্পক অন্তঃকরণদ্বারা (অর্থাৎ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ধরা যায় না বটে, কিন্তু জাগরণের পর তাহার পরিস্ফুট স্মৃতি হয়; সেইরূপ সমাধিতে, বৃত্তিরহিত, সংস্কারমাত্র-রূপে অবশিষ্ট, এবং এই কারণে অতি সূক্ষ্ম, চিত্তের দ্বারা যে সুখানুভব হয়, তাহাই উক্ত গীতাবাক্যে এবং শ্রুতিবচনে সূচিত হইয়াছে। আর এস্থলে যে সুখানুভবের নিষেধ হইতেছে তাহা 'আমি এই পরম সমাধিসুখ অনুভব করিলাম' এইরূপ সবিকল্পক সুখানুভব। ইহা সমাধির বিরোধী এবং ব্যুত্থানের অনুকূল। এই হেতু গীতাবচন ও শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ নাই।

এই কথাই পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিতেছেন 'প্রজ্ঞাদ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সবিকল্পক জ্ঞানের সাহায্যে সম্বন্ধরহিত হইবে। অথবা প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ ধৃতিগৃহীতাবুদ্ধি (গীতা ৬।২৫); তাহার সাহায্যে সমাধিসুখের নিরূপণাদিতে আসক্তিরহিত হইবে। কিম্বা 'প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ সমাধিরূপ 'বৃত্তি'; তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করিবে। এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, 'একাগ্র'—'এক' অর্থাৎ স্বগতাদি ভেদশূন্য, 'অগ্র' পর্য্যবসান যাহার, সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার লয়দ্বারা ব্রহ্মাকারমাত্রে পর্য্যবসন্ন, বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা লীন অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে আকারিত হইবে। এই প্রকারেই মুক্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মকর্ম্মের ফলসিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই।

এই রূপে প্রায়শ্চিত্তনিরূপণ করিয়া হোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিরূপণ করিতেছেন—

উদ্ধৃতে গার্হপত্যাগ্নৌ তত্তৎসংস্কারসংস্কৃতে।
সত্যরূপঃ স্বয়ং যজ্বা শ্রদ্ধাপত্নী পতিব্রতা॥ ১১

অন্বয়—গার্হপত্যাগ্নৌ উদ্ধৃতে, তত্তৎসংস্কারসংস্কৃতে সতি, সত্যরূপঃ স্বয়ং যজ্বা (ভবতি), পতিব্রতা শ্রদ্ধা পত্নী (ভবতি)।

(অগ্রে বর্ণিত জীবরূপ) গার্হপত্য নামক অগ্নি, (পরে বর্ণিত প্রকারে বহির্নিষ্কাসিত হইলে, এবং বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ শান্তি প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা শোধিত হইলে, সত্যরূপ অর্থাৎ 'ত্বং'পদের লক্ষ্য শুদ্ধজীব, স্বয়ং আত্মা, হোমকর্ত্তা হ'ন এবং পতিব্রতা শ্রদ্ধা—সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে স্থিতিই যাহার কেবল লক্ষ্য, সেইরূপ গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপা বৃত্তি,—হোম-কর্ত্তার পত্নী হন। গার্হপত্য অগ্নি যাজ্ঞিকদিগের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু মুনির গার্হপত্য অগ্নি কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন ;—

গৃহং দেহঃ পতির্জীবশ্ছাদিতো মোহভস্মনা।
জীবস্তু গার্হপত্যাগ্নে স্তদুদ্ধরণ মুত্তমম্॥ ১২

অন্বয়—দেহঃ গৃহং, জীবঃ পতিঃ, (সঃ) মোহভস্মনা ছাদিতঃ। জীবস্তু গার্হপত্যাগ্নেঃ তৎ উদ্ধরণম্ উত্তমম্।

শরীরই গৃহ, কারণ তাহাই আত্মা বলিয়া 'গৃহীত' হয়। 'জীব'—যে শরীরকে 'জীবিত' রাখে, তাহাই শরীরের 'পতি'। সেই জীবরূপ গার্হপত্য অগ্নি মোহভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হন। জীব শরীরগৃহের পতি বলিয়া এবং অগ্নির ন্যায় তাহার প্রকাশক বলিয়া, জীবকে গার্হপত্যাগ্নি বলা হইতেছে। অথবা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শরীরগৃহের দাহক বলিয়া, এবং সত্ত্বপ্রদান দ্বারা শরীরের পালক হয় বলিয়া, জীব গার্হপত্যাগ্নি। মোহভস্ম বা অজ্ঞানরূপ আবরণ হইতে, সেই জীবের উদ্ধারই শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যুদ্ধরণ ; লৌকিক অগ্ন্যুদ্ধরণ সেইরূপ শ্রেষ্ঠ নহে।

দ্বে আহুতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্রবিধানতঃ।
মমতাং প্রথমং হুত্বাহন্তাং চ জুহুয়াত্ততঃ॥ ১৩

অন্বয়—অগ্নিহোত্রবিধানতঃ এতে দ্বে আহুতী জুহোতি; প্রথমং মমতাং হুত্বা ততঃ অহন্তাং চ জুহুয়াৎ।

লৌকিক গার্হপত্যাগ্নিতে যেমন দুইটি আহুতি প্রক্ষিপ্ত হয়, এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রবিধান ক্রমে, মুনি দুইটি আহুতি প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রথমে মমতাকে আহুতি দিয়া, পরে অহন্তাকে আহুতি দিয়া থাকেন, অর্থাৎ তদ্দ্বারা, বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সকল বস্তুতে, আত্মার সহিত তাদাত্ম্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন।

এইপ্রকার আহুতিদানের ফল বর্ণনা করিতেছেন :—

হুতে চেদাহুতী এতে সর্ব্বমেতদ্ধুতং ভবেৎ।

শ্রদ্ধাপত্নীসমেতানাং মুমুক্ষাগৃহবাসিনাম্॥

অগ্নিহোত্রমিদং নিত্যমকৃত্য প্রত্যবৈতি যৎ। ১৪

অন্বয়—এতে আহুতী হুতে চেৎ, (তর্হি) শ্রদ্ধাপত্নীসমেতানাং মুমুক্ষা-গৃহবাসিনাম্ এতৎ সর্ব্বং হুতং ভবেৎ। ইদং অগ্নিহোত্রং নিত্যং কর্ত্তব্যম্, যৎ (যতঃ) ইদং অকৃত্য প্রত্যবৈতি।

পূর্ব্বোক্ত গার্হপত্যাগ্নিতে যদি উক্ত দুই আহুতি অর্পিত হয়, তাহা হইলে, শ্রদ্ধাপত্নীযুক্ত মুমুক্ষাগৃহবাসিগণের, দৃশ্যমান্ এই সমস্ত জগৎ আহুত হইয়া যায়। এই অগ্নিহোত্র নামক কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য, যেহেতু জ্ঞানিজনপ্রসিদ্ধ এই অগ্নিহোত্র না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

এই অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থা যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা "শ্রদ্ধপত্নী"শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে, কেননা তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদে ৮০তম অনুবাকে আছে—"তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ, শ্রদ্ধাপত্নী, শরীরমিধ্ম, ইত্যাদি—

যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই যোগীর আত্মা যজ্ঞের

যজমান ; শ্রদ্ধা পত্নী ; শরীর সমিধ্ ; বক্ষঃ বেদি ; লোমসমূহ কুশ ; গ্রথিত দর্ভমুষ্টি তাঁহার শিখা, তাঁহার হৃদয় যূপ বা যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের আলান ইত্যাদি। *

৩৫ (১৬) ব্রহ্মযজ্ঞনির্ণয়ঃ।

লৌকিক ব্রহ্মযজ্ঞে হস্তদ্বয়ের সম্পুটীকরণ বিহিত আছে। জ্ঞানীর পক্ষে সেই হস্তদ্বয় কি, এবং সম্পুটীকরণ কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন :—

অহিংসা সত্য মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ো যমনামা তু সৎকরঃ॥ ১

অন্বয়—অহিংসা, সত্যম্, অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ঃ যমনামা (করঃ) তু সৎকরঃ।

হিংসাত্যাগ, সত্যবচন কিম্বা সদ্বস্তুর (পরমাত্মার) অনুসন্ধান, চৌর্য্যত্যাগ, অষ্টাঙ্গমৈথুন ত্যাগ, যোগপ্রতিকূল বিষয়ের অসংগ্রহ,—এই পাঁচটি অঙ্গুলি সমন্বিত, "যম" নামক হস্তই উৎকৃষ্ট হস্ত, কেননা তাহা মোক্ষমার্গের উপযোগী। "তু"—'উক্ত যম নামক কর লৌকিক কর হইতে বিলক্ষণ' ইহাই সূচনা করিতেছে।

শৌচং সন্তোষঃ স্বাধ্যায়স্তপ ঈশ্বরধারণা।
ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ো নিয়মো নাম সৎকরঃ॥ ২

অন্বয়—শৌচং, সন্তোষঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, ঈশ্বরধারণা ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ঃ নিয়মঃ নাম সৎকরঃ।

---

* "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র মৎকৃত বঙ্গানুবাদে ৩৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এইমন্ত্রের নারায়ণকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় হস্ত হইতেছে, এই—স্নানাদিরূপ বাহ্য শৌচ, এবং রাগাদিত্যাগরূপ আন্তর শৌচ, এই উভয় প্রকার শৌচ; যথালব্ধ ভোগে পর্য্যাপ্তবুদ্ধি; আত্মনিরূপক বেদান্তগ্রন্থের বিচারপূর্ব্বক পাঠ; স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মাচরণনিমিত্ত শীতবাতাদিক্লেশসহনরূপ এক প্রকার, এবং স্বরূপপ্রাপ্তির সাধননিমিত্ত ক্লেশসহনরূপ অপর প্রকার, এই দুই প্রকার তপস্যা; এবং সর্ব্বত্র অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে ঈশ্বরপ্রতীতি;—এই পঞ্চাঙ্গুলিসমন্বিত নিয়ম নামক উৎকৃষ্ট করই দ্বিতীয় কর।

সম্পূটীকৃত্য হস্তৌ দ্বৌ মুনির্নিয়মসংযমৌ।
ব্রহ্মস্তুতিময়ং সাক্ষাদ্ব্রহ্মযজ্ঞং সমাচরেৎ ॥ ৩

অন্বয়—মুনিঃ নিয়মসংযমৌ দ্বৌ হস্তৌ সম্পুটীকৃত্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্তুতিময়ং ব্রহ্মযজ্ঞং সমাচরেৎ।

জ্ঞানী পূর্ব্বোক্ত যম ও নিয়ম নামক দুই হস্তকে সম্পুট করিয়া,—দ্বৈতত্যাগে এবং অদ্বৈতগ্রহণে পরস্পরের অনুকূল করিয়া, অখণ্ড একরস বস্তুতে পর্য্যবসিত করিয়া, এবং বাচ্যার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক, যাহাতে সেই বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ ভাবে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের, স্তুতিবহুল ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন অর্থাৎ বেদান্তবিচারপূর্ব্বক মহাবাক্যার্থের আবৃত্তি করিবেন।

তদুক্তং পাতঞ্জলে †—

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে :—

* পূর্ব্বে সাংখ্য ও যোগ নামে দুই হস্ত স্বীকৃত হওয়াতে, এই যম ও নিয়ম নামক দুই হস্তকে যথাক্রমে উক্ত সাংখ্য ও যোগনামক কর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে টীকাকারের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। সেই আগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

† এই শ্লোকটি বস্তুতঃ পতঞ্জলিপ্রণীত নহে। ইহা সমাধিপাদের ২৮ সংখ্যক সূত্রের ব্যাসভাষ্যে ভাষ্যকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে; বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে "বৈয়াসিকী গাথা" বলিয়াছেন। শ্লোকটি কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়।

"স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
যোগস্বাধ্যায়সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ॥ ইতি ॥ ৪

অন্বয়—স্বাধ্যায়াৎ যোগম্ আসীত, যোগাৎ স্বাধ্যায়ম্ আমনেৎ, যোগস্বাধ্যায়সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।

আত্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রই স্বাধ্যায়। তাহার পাঠ নিত্য কর্ত্তব্য। যখন চিত্ত তাহাতে ক্লান্ত হইয়া বিষয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা করিবে, তখন, চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের অভ্যাস করিবে। আবার যখন যোগাভ্যাসেও চিত্ত ক্লান্ত হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বিচার করিবে। (কোন ক্রমেই চিত্তে কামাদিবৃত্তির অবসর দিবে না।) এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে অভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ও বেদান্তশাস্ত্রবিচার পূর্ণতালাভ করিলে, কার্য্যকারণাতীত অখণ্ড একরস আত্মা আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ‡

এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন :—

বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যদ্যৎপুণ্যফলং স্মৃতম্।
সর্ব্বস্মাদপি সম্প্রোক্তং ব্রহ্মযজ্ঞফলং মহৎ ॥ ৫

অন্বয়—বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যৎ যৎ পুণ্যফলম্ স্মৃতং (তস্মাৎ) সর্ব্বস্মাৎ অপি ব্রহ্মযজ্ঞফলং মহৎ সম্প্রোক্তম্।

স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ অন্যপ্রমাণনিরপেক্ষ অপৌরুষের বাক্যসমূহকে বেদ বলে। মুনিপ্রণীত বেদার্থপ্রতিপাদক বেদান্তমীমাংসা প্রভৃতিকে শাস্ত্র বলে। ব্যাসাদিপ্রণীত ভাগবতপ্রভৃতি, যাহাতে ইতিহাস ও যুক্তির সহিত বেদশাস্ত্রার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে পুরাণ বলে। এই

‡ যে প্রসঙ্গক্রমে ভাষ্যকার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গানুসারে স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ কেবল 'প্রণবজপই' পাওয়া যায়।

সকল গ্রন্থ বিচারপূর্ব্বক পাঠ করিলে, যে যে পবিত্রকারক ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া, সেই সেই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই ফলের সমষ্টি হইতে, এই জ্ঞানিজনবিহিত ব্রহ্মযজ্ঞের ফল অধিক বলিয়া কথিত হয়, কেন না, এই ফল আত্মপ্রাপ্তিরূপ।

৩৫ (১৭) তর্পণনির্ণয়ঃ।

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্যো দত্তো যেন জলাঞ্জলিঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি মন্ত্রেণ তর্পণং তৎ সুতর্পণম্॥ ১

অন্বয়—"অহং ব্রহ্ম এব অস্মি" ইতি মন্ত্রেণ যেন (তর্পণেন) দেবর্ষি-পিতৃভূতেভ্যঃ জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ, তৎ তর্পণং সুতর্পণম্।

'আমি হইতেছি ব্রহ্মই' এই মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ব্বক যে তর্পণদ্বারা জ্ঞানী, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণকে, ব্রহ্মাদি ঋষিগণকে, আকাশাদিভূত এবং তন্নির্ম্মিত প্রাণিগণকে, ও প্রেতগণকে, জলাঞ্জলি (অথবা জড়াঞ্জলি) দিয়াছেন, অর্থাৎ আপনার জীবত্বের ন্যায়, তাহাদেরও, (ব্রহ্মে) কল্পিতত্ব নিশ্চয়পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে পর্য্যবসন্ন করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট তর্পণ। তাহাই জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য তর্পণ।

৩৫ (১৮)। দেবপূজাচতুর্দ্দশী।

জ্ঞানিগণের দেবপূজা নির্ণয় করিবার জন্য চতুর্দ্দশটি শ্লোকে, তাঁহাদের পূজ্য দেবতার তত্ত্বনিরূপণ করিয়া, পূজ্যপূজানিরূপণ করিতেছেন—

ধ্যান।

মায়াশক্তিবিলাসতো নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
ক্রীড়াকৌতুকসম্ভ্রমাত্মকমপি প্রত্যক্প্রকাশাত্মকম্।

ধ্যাত্বা কিঞ্চিদচিন্ত্য চিদ্‌ঘনরসং স্বানন্দসত্তাদ্বয়ং
সিদ্ধান্তস্বরসেন পূজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ ॥

অন্বয়—মায়াশক্তিবিলাসতঃ (—বিলাসে) নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে ক্রীড়াকৌতুকসম্ভ্রমাত্মকম্ অপি প্রত্যক্‌প্রকাশাত্মকম্ অচিন্ত্য-চিদ্‌ঘনরসং স্বানন্দসত্তাদ্বয়ং কিঞ্চিৎ ধ্যাত্বা, সিদ্ধান্তস্বরসেন বিশ্বাত্মনঃ পূজনবিধিং বক্ষ্যামি।

আমি অগ্রে ইষ্টদেবতাস্বরূপ ধ্যান করিয়া, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের লক্ষ্য আত্মস্বরূপসুখের বিন্যাসপূর্ব্বক, সর্ব্বাত্মশিবের অর্চ্চনাপদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ এই প্রকার, যে তাহাকে, আছে বা নাই, ইহার কোনওরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, কেননা, যে 'কেবল' নিবিড়চৈতন্য (সেই ইষ্টদেবতার) স্বরূপভূত, তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ তাহা কোন প্রকারেই ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, (যেহেতু তাহা ধ্যানকর্ত্তার স্বরূপভূত বলিয়া সর্ব্বদাই কর্ত্তৃরূপ, কর্ম্মরূপ হইতেই পারে না;) তাহা স্বরূপভূত আনন্দের সত্তারূপে সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত, অর্থাৎ প্রপঞ্চগত স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ তাহাতে আরোপিত করিয়া তাহাকে ইদং বা 'এই' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; যাঁহাকে নিজের নিকট নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অহং বা আমি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়; সুতরাং আমিই সেই ইষ্টদেবতা, এইরূপ চিন্তাব্যতিরেকে যাঁহাকে ধ্যান করিবার উপায়ান্তর নাই। তথাপি যাঁহাকে, আপনার জগজ্জননী মায়াশক্তির ক্রীড়ারূপ এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের উদরমধ্যে ক্রীড়াকৌতুকে আবিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং সেই প্রতীতিবশতঃ সর্ব্বপ্রকাশক হইলেও, যিনি অন্তরে চিৎপ্রকাশস্বরূপ।

এইরূপে দেবতার ধ্যান করিয়া, তাঁহার আবাহন নির্দ্দেশ করিতেছেন—

আবাহন ।

সেব্যঃ শ্রীগুরুবেদবাক্যজনিতশ্চিদ্বোধ আবাহনং
সর্ব্বব্যাপকতাবিনিশ্চয়মতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনম্ ।
ত্বত্তো নান্যদবৈমি কিঞ্চিদিতি তৎপুণ্যাম্বু পাদোদকং
ত্বয্যেবাস্ত্বচলা মমেশমতিরিত্যর্ঘোঽস্তু তে সুন্দরঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ—শ্রীগুরুবেদবাক্যজনিতঃ সেব্যঃ চিদ্বোধঃ আবাহনং (ভবতি) ; সর্ব্বব্যাপকতাবিনিশ্চয়মতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনং (ভবতি), ত্বত্তঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অবৈমি ইতি তৎ পুণ্যাম্বু পাদোদকং (ভবতি), হে ঈশ, মম মতিঃ ত্বয়ি এব অচলা অস্তু ইতি তে সুন্দরঃ অর্ঘঃ অস্তু ।

বৈরাগ্যাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত গুরুদেবের উপদেশস্বরূপ বেদবাক্য শ্রবণে, চিন্মাত্ররূপ আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে সেবনীয় বলিয়া গ্রহণ করাই জ্ঞানিগণের পূজায়, দেবতার আবাহনস্বরূপ। সেই দেবতা, অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তিই সেই আত্মশিবের যোগ্য নির্ম্মল আসন। 'হে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মদেব, তোমাভিন্ন অন্য কিছুই জানি না', এইরূপ জ্ঞান, অন্তঃকরণোপাধির মলনিবর্ত্তক বলিয়া পবিত্র জল, সেই দেবপূজায় পাদ্যস্বরূপ। হে শিব, আমার মননরূপা চিত্তবৃত্তি, তোমার উপাধিবর্জ্জনপূর্ব্বক অখণ্ডৈকরসস্বরূপে অচলা হইয়া থাকুক, এইরূপ প্রার্থনা, তোমার সেই কমনীয় অর্ঘ্য হউক।

মধুপর্ক ।

শীতোষ্ণং কটুতিক্তমম্লমধুরংক্ষারং বিচিত্রং রসৈঃ
যত্তস্যাস্য সমত্বভাবমধুনা পর্কঃ কৃতশ্চেত্তদি ।

মুখ্যোঽয়ং মধুপর্ক উত্তমরসস্তেনামুনা সাদরং
পূজ্যানামপি পূজ্য এষ পরমো দেবঃ সদা পূজ্যতাম্ ॥ ৩

অন্বয়—রসৈঃ শীতোষ্ণং কটুতিক্তম্ অম্লমধুরং ক্ষারং যৎ বিচিত্রম্ (ইতি প্রতীয়তে) তস্য অস্য সমত্বভাবমধুনা পর্কঃ কৃতঃ চেৎ যদি, (ভবেৎ তর্হি), অয়ং উত্তমরসঃ মুখ্যঃ মধুপর্কঃ (ভবতি), তেন অমুনা পূজ্যানাম্ অপি পূজ্যঃ এষঃ পরমঃ দেবঃ সদা পূজ্যতাম্।

স্বথানুভবের বিচিত্রতাবশতঃ, শীতল, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর, ক্ষার যে যে বস্তু, (এবং তদাকারে আকারিত অন্তঃকরণবৃত্তি), বিচিত্র বলিয়া প্রতীত হয়, সেই এই অনেক রসসহিত অন্তঃকরণবৃত্তির, (নামরূপ বর্জ্জিত অস্তিভাতিপ্রিয়রূপে) একরূপতাভাবনাই (পারমার্থিক রসরূপ বলিয়া) উৎকৃষ্ট মধু। তদ্দ্বারা যদি স্বাত্মশিবের পর্ক বা লেপন সম্পাদিত হয়, তবে সেই মধুপর্কই উত্তম—(তমসের বা আবরণের, উৎসারক বা নিবর্ত্তক বলিয়া 'উৎ-তমঃ', উৎকৃষ্ট)। সেই এই মধুপর্কদ্বারা এই (প্রত্যক্‌পরোক্ষরহিত), ব্রহ্মাদিদেবগণেরও বরেণ্য, ব্রহ্মরূপ আত্মদেবের নিরন্তর পূজা হউক।

স্নান ও আচমন।

সর্ব্বাঙ্গীনস্বখাবহং মুহুরহো যজ্জন্মনোমজ্জনং
শুদ্ধে বোধসুধাম্বুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদম্।
আভানং স্ফুরতি দ্বিতীয়মিব যৎতৎসর্ব্বমাচম্যতা
মিত্যুক্তো গুরুভিস্তদেষ বিধৃতশ্চিত্তে স এবাচমঃ ॥ ৪

অন্বয়—জন্মনঃ (নিঃসৃত্য) শুদ্ধে শুচিতরে বোধসুধাম্বুধৌ যৎ মজ্জনং, তৎস্নানং অহো মুহুঃ বিশুদ্ধিপ্রদং সর্ব্বাঙ্গীনসুখাবহং (চ) (ভবতি)। (অন্যৎ স্নানং ন তথা।)

যৎ দ্বিতীয়ম্ ইব আভানং স্ফুরতি, তৎ সর্ব্বম্ আচম্যতাম্, ইতি গুরুভিঃ উক্তঃ, তদেষঃ চিত্তে বিধৃতঃ. সঃ এব আচমঃ (ভবতি)।

শরীরধারণের কারণ অজ্ঞান, এবং তাহার কার্য্য জীবত্ব, হইতে নিঃসৃত হইয়া, কার্য্যকারণাতীত, অন্তঃকরণের পরমশোধক, মায়ামল-বিরহিত ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ অমৃতসাগরে যে অবগাহন, সেই স্নানই, অহো, সর্ব্বক্ষণেই বিশুদ্ধিদায়ক এবং "দ্বৈতজাত"রূপ দেহেও আত্মসুখ প্রতীতিকারক। (জলাদিদ্বারা লৌকিক স্নানে যে শুদ্ধিলাভ হয়, তাহা ক্ষণিক এবং সর্ব্বাঙ্গীনসুখদায়ক নহে।)

"আত্মপ্রকাশ হইতে প্রকাশান্তরসদৃশ যে চিদাভাস, জগৎ-প্রকাশকরূপে ভাসমান হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে তাহাকে পান করিয়া ফেল; 'আত্মসত্তা হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই', এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা একেবারেই তিরোহিত কর"—গুরুদেব এইপ্রকারে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। তাহাই এই আত্মপূজার আচমন।

বস্ত্রালঙ্কারপরিধাপন।

শ্রদ্ধা নির্ম্মমতা বিরাগশুচিতা নিঃসঙ্গতা পূর্ণতা
ভক্তিপ্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দাদয়ো যে গুণাঃ।
বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিদুষা দেয়ানি বিশ্বম্ভরে
সোঽহম্ভাব মনোহরেণ বিধিনা যদ্যত্তথা রোচতে ॥ ৫

অন্বয়—শ্রদ্ধা, নির্ম্মমতা, বিরাগশুচিতা, নিঃসঙ্গতা, পূর্ণতা, ভক্তিপ্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দাদয়ঃ যে গুণাঃ (সন্তি), তে সর্ব্বে বিদুষা, বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিশ্বম্ভরে, যৎ যৎ যথা রোচতে, (তৎ তৎ তথা) সোঽহংভাবমনোহরেণ বিধিনা দেয়ানি।

শ্রদ্ধা (গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসবুদ্ধি), মমতারাহিত্য, বৈরাগ্যদ্বারা নিষ্পাদিত অন্তঃকরণের নির্ম্মলত্ব, অলিপ্ততা, ব্যাপকত্বনিশ্চয়, সাকারধ্যানসেবাদিতে আসক্তি, নিরতিশয়সুখস্বরূপআত্মবিষয়ে নিরতিশয়-স্নেহসুখ, প্রসন্নতা, আত্মসুখানুভব, এইরূপ যোগিজনপ্রসিদ্ধ যে সকল সত্ত্বগুণবৃত্তি আছে, তাহাদিগকেই বস্ত্রালঙ্কার করিয়া এবং সুগন্ধাদি যে যে বস্তু যেখানে যেটি পরান ভাল লাগে, সেইখানে সেইটি, জ্ঞানী, (অখণ্ডৈকরসাত্মানুভবপ্রদায়ক) "সোঽহং" মন্ত্রের সাহায্যে পরাইবেন।

গাত্রানুলেপন ও অক্ষত।

অদ্বৈতপ্রতিপত্তিরাত্মবিষয়া সা সামরস্যাঙ্কিতা
গাত্রালেপনচারুচন্দনমিদং দেবস্য দেয়ং প্রিয়ম্।
শান্তিঃ ক্ষান্তিরলোলতা সরলতা নির্মৎসরত্বাদয়ঃ
শাস্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিতুষাঃ শুদ্ধাস্ত এবাক্ষতাঃ ॥৬

অন্বয়--আত্মবিষয়া অদ্বৈতপ্রতিপত্তিঃ সা যদি সামরস্যাঙ্কিতা (স্যাৎ, তর্হি) ইদং গাত্রালেপনচারুচন্দনম্ দেবস্য প্রিয়ং দেয়ম্।

শান্তিঃ, ক্ষান্তিঃ, অলোলতা, সরলতা, নির্মৎসরত্বাদয়ঃ শাস্ত্রার্থাঃ যদি ন ক্ষতাঃ (স্যুঃ তর্হি) তে এব বিতুষাঃ শুদ্ধাঃ অক্ষতাঃ (জ্ঞেয়াঃ)।

অন্তরাত্মবিষয়ে অখণ্ডৈকরসত্বের অনুভূতি, যদি দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ বর্জ্জনপূর্ব্বক সমরসতাপ্রাপ্ত হয়, তবে এই গাত্রানুলেপনস্বরূপ চারুচন্দনই দেবতার প্রিয়, তাহাই দেবতাকে দিতে হয়।

অন্তঃকরণের নির্বাসনতা, সহনশীলতা, অন্তঃকরণের অচঞ্চলতা, নিষ্কপটতা, ঈর্ষ্যাশূন্যতা (অক্রোধ) প্রভৃতি, যে সদ্গুণগুলিকে অদ্বৈতানুভূতির ফলরূপে উৎপাদন করাই বেদান্তশাস্ত্রের লক্ষ্য, সেই গুণগুলি যদি অক্ষত অর্থাৎ পূর্ণ হয় (কোন অবস্থাতেই অন্তর্হিত না হয়), তবে তাহা-

দিগকেই এই দেবপূজার অক্ষত বলিয়া জানিবে, কেননা তাহারা ভেদ-তুষবর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল হইয়াছে।

পুষ্প ও ধূপ।

সংফুল্লৈর্নিজ ভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ সদ্বাসনাসুন্দরৈঃ,
সংপূজ্যোহি মহেশ্বরঃ সুমনসাং সা ধন্যতা বর্ণিতা।
কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে,
দেবস্যাস্য দশাঙ্গদাহসুরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ॥৭

অন্বয়—সংফুল্লৈঃ সদ্বাসনাসুন্দরৈঃ নিজভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ মহেশ্বরঃ সংপূজ্যঃ, সা হি সুমনসাং ধন্যতা বর্ণিতা। কর্ম্মজ্ঞানময়ঃ ইন্দ্রিয়গণঃ যদ্ (যতঃ) বিরাগানলে ক্ষিপ্তঃ (অতঃ) দশাঙ্গদাহসুরভিঃ ধূপঃ অস্য দেবস্য সদা বল্লভঃ।

লোকে যে সুপ্রস্ফুটিত, সুগন্ধ, সুন্দর কুসুমরাজি লইয়া, তাহাকে নিজ ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শিবের পূজা করিয়া থাকে, জ্ঞানী (তৎ পরিবর্ত্তে) প্রসাদগুণযুক্ত, আত্মস্বরূপের দৃঢ়সংস্কারপ্রণোদিত বলিয়া হৃদয়গ্রাহী, পরমাত্মবিষয়ক পবিত্রকারক চিন্তারাজিদ্বারা পরমব্রহ্মের পূজা করিবেন। শিবচরণে অর্পিত হইলেই যেমন পুষ্পের সার্থকতা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর মন, (যাহা সুসংস্কারসম্পন্ন হইয়া, তাঁহার মুক্তির কারণ হইয়াছে, এবং অচিরে তাঁহার দেহের সহিত বিনষ্ট হইবে; তাহা) পরমাত্মচিন্তাসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াই কৃতকৃত্য হয়। শাস্ত্রে এই-রূপ বর্ণিত আছে।

জ্ঞানীর পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বৈরাগ্যবহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহাই দশাঙ্গধূপ হইবে। তাহার দাহসমুৎপন্ন সৌরভ এই পরমাত্মদেবের নিকট সর্ব্বদা প্রিয়।

দীপ ও নৈবেদ্য।

যস্মিন্নুজ্জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো বাহ্যং ন চাভ্যন্তরম্
সোঽয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্।
যদ্ভক্ষ্যং প্রিয়মস্য যস্য পরমা তৃপ্তির্ভবেদ্ভক্ষণে,
দ্বৈতং তত্তু নিবেদনীয়মমিতং নৈবেদ্যমত্যুত্তমম্ ॥ ৮

অন্বয়—যস্মিন্ উজ্জ্বলিতে, বাহ্যং তমঃ ন তিষ্ঠতি চ আভ্যন্তরং তমঃ (ন তিষ্ঠতি) সঃ অয়ং প্রকাশপরমঃ জ্ঞানময়ঃ দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্।

যৎ ভক্ষ্যং অস্য প্রিয়ং, যস্য ভক্ষণে (অস্য) পরমা তৃপ্তিঃ ভবেৎ, তৎ তু অমিতং দ্বৈতং নিবেদনীয়ম্। তৎ নৈবেদ্যং (মুনয়ঃ) অত্যুত্তমম্ (বদন্তি)।

যে দীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে, জগৎপদার্থপ্রকাশক বাহ্য অন্ধকার (অজ্ঞান) তিরোহিত হয়, এবং প্রত্যগাত্মার আবরক ও অহঙ্কারাদির প্রকাশক, আভ্যন্তর অন্ধকারও বিনষ্ট হয়, এবং (যাহার প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যাদি চরাচরবিশ্ব প্রকাশিত হয়) সেই চরমপ্রকাশ জ্ঞানময় দীপ, জ্ঞানী (দেবতার জন্য) প্রজ্বালিত করিবেন।

যে নৈবেদ্য এই দেবের প্রীতিকর, যাহার ভক্ষণে ইহাঁর নিরঙ্কুশা তৃপ্তি, সেই দ্বৈতজাত—অনন্ত জগৎ, এই দেবতাকে নিবেদন করিতে হইবে। ইহা লৌকিক নৈবেদ্য হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। এই নৈবেদ্যকেই মুনিগণ অত্যুৎকৃষ্ট নৈবেদ্য বলিয়া থাকেন।

আচমন ও তাম্বূল।

পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সদ্যো বিশুদ্ধিপ্রদং
সন্তোষামৃতমেব পূজনবিধৌ পানীয়মানীয়তাম্।

যন্মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং
তাম্বূলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্ ॥৭

অন্বয়—অত্র পূজনবিধৌ বিহিতং সদ্যঃবিশুদ্ধিপ্রদং সন্তোষামৃতম্ এব আচমনীয়ম্ পানীয়ং চ পশ্চাৎ আনীয়তাম্।

মুনিমতে পাতঞ্জলে যৎ মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ং বর্ণিতং তৎ বদনপ্রসাদজনকং তাম্বূলং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্।

(আত্মসুখলাভ হইলে, বিষয়সুখেচ্ছা থাকে না; সাধক সিদ্ধ হইয়া পূর্ণকাম হ'ন, এবং বিষয়ভোগে দুঃখদর্শন তাঁহার স্বভাবগত হইয়া যায়। সেই হেতু বিষয়ভোগে যে পর্য্যাপ্তবুদ্ধি আসিয়া যায়, তাহাই সন্তোষ শব্দের অর্থ।)

পরে, এই আত্মদেবের পূজাবিধির উপযুক্ত, সদ্যঃবিশুদ্ধিকারক, সন্তোষরূপ জলই আচমনীয় ও পানীয় রূপে, আত্মদেবের জন্য আনীত হউক।

মুনিজনসম্মত পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগশাস্ত্রে যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আনন্দভোজন সাধন শুদ্ধচিত্তরূপ মুখের পরিশুদ্ধিকর ও শোভাজনক তাম্বূল। তাহাই আত্মশিবের সম্মুখে স্থাপিত হউক। সেই আনন্দানুভবাকার বৃত্তির নির্ম্মলতা সম্পাদন দ্বারা, যাহাতে আত্মশিবের নিরন্তর স্ফুরণ হয়, তাহাই করিতে হইবে।

ফলার্পণ ও দক্ষিণা।

নিষ্কামোত্তমধর্ম্মসংভ্রমজুষাং জন্মাবলীনাং ফলং
ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্য পদয়োরাবেদনীয়া ময়া।

সর্ব্বস্বং মম তৎকিলেতি স ময়া কল্পস্য পূজাবিধেঃ
পূর্ণত্বায় নিবেদিতো নিজমনশ্চিন্তামণি র্দক্ষিণা ॥ ১০

অন্বয়—নিষ্কামোত্তমধর্ম্মসংভ্রমজুষাং জন্মাবলীনাং ফলং সা ভক্তিঃ পরমেশ্বরস্য পদয়োঃ ময়া আবেদনীয়া। (তদেব ফলার্পণম্)।

মম তৎ সর্ব্বস্বং কিল ইতি সঃ নিজমনশ্চিন্তামণিঃ, ময়া কল্পস্য পূজাবিধেঃ পূর্ণত্বায় নিবেদিতঃ, (সা) দক্ষিণা।

কামনারর্জ্জনপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে যে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অত্যুত্তম ধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রীতিপূর্ব্বক আগ্রহ প্রকটিত হওয়াতে, বিগত বহুজন্ম, যে প্রেমরূপাবৃত্তিরূপ ভক্তিফল প্রসব করিয়াছে, তাহাই আমাকে পরমেশ্বরের চরণযুগলে সমর্পণ করিতে হইবে। (তীব্র বিবিদিষা বা আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছাই সেই ভক্তি। তাহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফল। আত্মসাক্ষাৎকারেই সেই ফলের চরিতার্থতা। ইহাই আত্মদেবপূজার ফলার্পণরূপ অঙ্গ।)

আমার মনই চিন্তামণি, সঙ্কল্পদ্বারা সকল ফল প্রসব করিতে সমর্থ। সেই মনই আমার সর্ব্বস্ব, যেহেতু তাহারই সঙ্কল্পে আমার বিশ্বজগদ্দর্শন ঘটিয়াছে। ইহা ত তোমার অবিদিত নাই (কিল)। আমি যে পূজার অনুষ্ঠানে রত হইয়াছি, তাহার পূর্ণতাসম্পাদনের জন্য সেই চিন্তামণি আমি তোমাকে নিবেদন করিলাম। ইহাতেই আমার এই সর্ব্বস্ব-দক্ষিণাক পূজার দক্ষিণান্ত পরিসমাপ্তি হইল—বিশ্বদর্শননিবৃত্তি হইল।

স্তুতি।

যাবন্ত্যেব ভুবাং রজাংস্যগণিত ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্পৃশাং
তাবন্তো রজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা যস্য ন।

ত্বং তাদৃগ্ গুণবাংস্তথাপি মুনিভির্যন্নির্গুণঃস্তূয়সে
তৎ কিং স্তৌমি মহেশ হে শিব ভবদ্রূপং বিদূরংধিয়াম্ ॥১১

অন্বয়—অগণিতব্রহ্মাণ্ডকোটিস্পৃশাং ভুবাং রজাংসি যাবন্তি এব (সন্তি) তাবদ্ভিঃ রজসাং গণৈঃ যস্য গুণাঃ গণয়িতুং ন শক্যাঃ, হে মহেশ, ত্বং তাদৃক্ গুণবান্, তথাপি মুনিভিঃ যৎ (যতঃ) (ত্বং) নির্গুণঃ ইতি স্তূয়সে, তৎ (তস্মাৎ) হে শিব, অহং ধিয়াং বিদূরং ভবদ্রূপং কিং স্তৌমি?

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্থিত ভূমিতে যত ধূলি আছে, সেই ধূলিসমূহ লইয়াও, যাঁহার (সত্ত্বরজস্তমোবিকাররূপ) গুণগণের সংখ্যা করা যায় না, হে পরমশিব, তুমি সেইরূপ গুণশালী। তথাপি মননশীল বিবেকিগণ যেহেতু তোমাকে গুণদ্বারা অস্পৃষ্ট, এইরূপে অনুভব করিয়া, নির্গুণ বলিয়া স্তব করে, সেই হেতু, হে শিব, তোমার স্বরূপ, যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া বুদ্ধির অগোচর; আমি পরিচ্ছিন্ন জীব কি প্রকারে তোমার সেই রূপের বর্ণনা করিব?

নমস্কার।

শ্বেতং শ্যামমিতি প্রকাশয়তি চেদর্কঃ স কিং শ্যামতাং
শ্বেতত্বং চ দধাতি তদ্বদিতরো মুগ্ধেষু বুদ্ধেষু যঃ।
দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পজালকলনাতীতায় শুদ্ধাত্মনে
জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১২.

অন্বয়—অর্কঃ শ্বেতং শ্যামং ইতি প্রকাশয়তি চেৎ (তর্হি) সঃ শ্যামতাং শ্বেতত্বং দধাতি কিম্? তদ্বৎ মুগ্ধেষু বুদ্ধেষু ইতরঃ যঃ (আত্মা অস্তি), দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পজালকলনাতীতায় শুদ্ধাত্মনে জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশমহসে তস্মৈ দেবায় নমঃ।

আকাশস্থ সূর্য্য সামান্যরূপে, এবং প্রাণিনেত্রস্থ সূর্য্য বিশেষরূপে, রজতাদি দ্রব্যকে শুক্লরূপে, কজ্জলাদি দ্রব্যকে শ্যামরূপে, যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই আকাশস্থিত সূর্য্য কিম্বা নেত্রস্থিত সূর্য্য কি, শুক্লরূপ কিম্বা শ্যামরূপ ধারণ করে? কখনই না। চক্ষুস্থিত সূর্য্য যখন প্রকৃত-পক্ষে শ্বেতরূপ কিম্বা শ্যামরূপ ধারণ করে না, তখন আকাশস্থিত সূর্য্যে যে সেরূপ বিকার ঘটে না, তাহাতে আর কথা কি? সেইরূপ আত্মা জ্ঞানীতে এবং অজ্ঞানীতে সামান্যপ্রকাশকরূপে এবং তদুভয়ের জ্ঞানের ও অজ্ঞানের বিশেষপ্রকাশকরূপে অবস্থিত থাকিয়া, সেই জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হইতে এবং তদুভয়ের জ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই জ্ঞানিতা ও অজ্ঞানিতা, পারমার্থিকভাবে যখন চিদাভাসেও নাই, তখন তদুভয় যে চিদাত্মায় নাই, তাহাতে আর কথা কি? এইরূপে যিনি (জগদ্রূপ) দ্বৈত, এবং (তন্নিষেধক শবলব্রহ্মরূপ) অদ্বৈত, এই প্রকার বিপরীত কল্পনার আবরণের অতীত, এবং সেই হেতু মায়া এবং মায়াকার্য্যদ্বারা অস্পৃষ্ট, এবং যিনি জাগ্রদবস্থার ন্যায় প্রকাশমান অসাধারণ অনুভবের প্রকাশজ্যোতিঃসম্পন্ন, সেই চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মশিবকে নমস্কার।

আরাধ্যাধীনাত্মত্বসম্পাদন্ নমস্কারের তাৎপর্য্য। সেই প্রকার চিদাত্মা হইতে চিদাভাসের পৃথক্ভাবের অবধারণরূপ নমস্কারই আত্মপূজার নমস্কার।

ক্ষমাপন।

সম্প্রাপ্যাপি পদারবিন্দপদবীমদ্বৈতবিদ্যাবতা
মেতাবন্তমনেহসং ন তু বয়ং লীনাঃ সদা ব্রহ্মণি।
মুক্তানামপি মোহতঃ সমরসত্বস্তাবপূর্ণাত্মনা
মস্মাকং হ্যপরাধ এব পরমঃ ক্ষন্তব্য এবং প্রভো॥ ১৩

অন্বয়—অদ্বৈতবিদ্যাবতাং পদারবিন্দপদবীং সম্প্রাপ্য অপি, বয়ম্ এতাবন্তম্ অনেহসং (কালং) ব্রহ্মণি সদা ন তু (নৈব) লীনাঃ (জাতাঃ), মোহতঃ মুক্তাত্মম্ অপি, সমরসত্বস্তাবপূর্ণাত্মনাম্ অস্মাকং হি এবং পরমঃ অপরাধঃ জাতঃ (হে) প্রভো, (ত্বয়া এষঃ) ক্ষন্তব্যঃ এব।

যাঁহারা ভেদরহিত আত্মবস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই গুরুগণের চরণকমল মোক্ষলাভের মার্গস্বরূপ। সেই মার্গ লাভ করিয়াও, (হে প্রভো) আমরা এতদিন অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দে নিরন্তর মগ্ন থাকিতে পারি নাই। আমরা সংসারমোহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া, জগদ্রূপ দ্বৈতের অদর্শন না ঘটিলেও, মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং দ্বৈতরূপ দুঃখ নিবৃত্ত না হইলেও, বৈষয়িক সুখেচ্ছায়, পরমসুখানুভবে বঞ্চিত হই নাই, কেননা, তোমার স্বরূপভূত আনন্দ, যাহা সর্ব্বদাই একরূপ, তদ্দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা বাধিত দ্বৈত, প্রতীয়মান হইলেও, অবাধিত অদ্বৈতসুখানুভব নিবারিত হয় নাই। তথাপি আমরা যে অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতে পারি নাই, এইরূপেই আমাদের পরম অপরাধ হইয়াছে। হে প্রভো, আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

[দ্বৈতপ্রতীতি প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, প্রারব্ধক্ষয়েই জগদ্দ্বৈতের ক্ষয় হয়। সেই হেতু প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দ্বৈতের সহনই কর্ত্তব্য।]

পুষ্পাঞ্জলিঃ।

আত্মৈবায়মনন্তচিদ্ঘনরসো নিত্যং বিমুক্তঃ স্বয়ং
কো বন্ধঃ কিমুবন্ধনং কথমসৌ বদ্ধো বিমুক্তঃ কথম্।
সানন্দাশ্রু সগদ্গদং সপুলকং চিদ্বোধপূজাবিধৌ
দেবস্যাস্তু মদীয়বিস্ময়ময়ঃ সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ॥ ১৪

অন্বয়—অয়ম্ আত্মা এব (যতঃ) অনন্তচিদ্‌ঘনরসঃ, (অতঃ) স্বয়ং নিত্যং বিমুক্তঃ, (অতঃ অস্য) কঃ বন্ধঃ, বন্ধনং কিমু, (অতঃ) অসৌ কথং বদ্ধঃ, (অতঃ) অসৌ বিমুক্তঃ কথম্। এবং মদীয়বিস্ময়ময়ঃ (অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহঃ) চিদ্বোধপূজাবিধৌ সানন্দাশ্রু সগদ্গদং সপুলকং, দেবস্য সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ অস্তু।

এই জীব অর্থাৎ অধিষ্ঠানসহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস, (যাহা সাক্ষিস্বরূপ আমার প্রত্যক্ষ), পরমার্থতঃ আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাই; যেহেতু তাহা, অনন্তচেতনা বলিয়া নিবিড় সুখস্বরূপ, এইহেতু, স্বভাবতঃ সর্ব্বদা বন্ধনরহিত; এই হেতু ইহার 'বন্ধন' আবার কি প্রকার? (ইহা স্বয়ং অনন্ত বলিয়া ইহার বন্ধন হইতেই পারে না)। রজ্জু প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে বাঁধিবার কি আছে? কিছুই নাই। (স্বয়ং ধর্ম্মী আদৌ না থাকাতে, গুণত্রয় ও তৎকার্য্যরূপ বন্ধনসাধক ধর্ম্মও, থাকিতে পারে না)। এই হেতু এই আত্মা কি প্রকারে বদ্ধ হইতে পারে? কোন প্রকারেই বদ্ধ হইতে পারে না। অতএব এইরূপ আত্মা আবার কি প্রকারে 'বন্ধনরহিত' হইতে পারে? (মুক্তি, বন্ধনসাপেক্ষ বলিয়া, আত্মার মোক্ষও বাস্তব নহে।) এইরূপ বিস্ময়াপন্ন আমার অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহ, এই আত্মজ্ঞানরূপ পূজানুষ্ঠানে পূজার পূর্ণতাসম্পাদন জন্য, (সুখানুভবজনিত) আনন্দাশ্রু, গদ্গদ স্বর ও রোমাঞ্চের সহিত, দেবতার পুষ্পাঞ্জলি হউক।

৩৫ (১৯)। দেবপূজোপযুক্ত শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।

পূর্ব্বোক্তরূপ দেবপূজার সমর্থক শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিচার করিতেছেন :—

ত্যক্ত্বা মোহময়ীং পূজাং পূজাং বোধময়ীং কুরু।
চন্দনৈরর্চ্চনীয়োঽয়ং ন তু পঙ্কেন শঙ্করঃ॥ ১

অন্বয়—মোহময়ীং পূজাং ত্যক্ত্বা বোধময়ীং পূজাং কুরু। অয়ং শঙ্করঃ (ত্বয়া) চন্দনৈঃ অর্চ্চনীয়ঃ ন তু পঙ্কেন (অর্চ্চনীয়ঃ)।

হে শিষ্য, তুমি অজ্ঞানকল্পিত পূজা পরিত্যাগ করিয়া, অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি, (গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত) জ্ঞানসাধনবহুল পূজার অনুষ্ঠান কর। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানিজনপূজ্য সমস্ত জগদানন্দকর শঙ্করকে চন্দনদ্বারাই—আনন্দানুভববৃত্তিবিশেষ দ্বারাই—পূজা করিতে হয়; তাঁহাকে পঙ্ক দ্বারা পূজা করিতে নাই। লোকপ্রসিদ্ধ চন্দনাদি দ্রব্যের অর্পণ অজ্ঞানকার্য্য, এবং সেই হেতু দুঃখরূপ বলিয়া পঙ্কানুলেপনসদৃশ; কেননা তদ্দ্বারা শঙ্করে, স্বকীয় জীবস্বরূপভাবেরই লেপন বা আরোপ হয়। [চদি ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় দ্বারা চন্দন শব্দ সিদ্ধ হয়। চদি ধাতুর অর্থ আহ্লাদন বা আনন্দপ্রদান।]

পরিচীয় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব।
দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ॥ ২

অন্বয়—পুরা দেবং পরিচীয় দেবপূজাপরঃ ভব; দেবে পরিচয়ঃ ন অস্তি, বদ কথং পূজা ভবেৎ?

প্রথমে, চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মদেবকে চিনিয়া, তবে সেই দেবপূজায় রত হও। দেবতার সহিত পরিচয়ই নাই, বল, তাহা হইলে কি প্রকারে দেবপূজা হইতে পারে? কেন না—

তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো ন হি।
জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি॥ ৩

অন্বয়—যাবৎ পরিচয়ঃ ন হি (বিদ্যতে), তাবৎ (দেবঃ) পূজাং ন মনুতে, পরিচয়ে জাতে দেবঃ পূজাম্ অপি ন কাঙ্ক্ষতি।

যে পর্য্যন্ত না সাধকের সেই চিন্ময় আত্মদেবের সহিত পরিচয়

হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই দেব পূজা স্বীকার করেন না। আবার পরিচয় হইয়া গেলে, পূজার আকাঙ্ক্ষাও করেন না।

আপনাকে সুখরূপ বলিয়া প্রতীতি হইয়া গেলে, দুঃখরূপ পূজ্য-পূজকভাব,-সাধকের সেই সুখপ্রতীতির অন্তরায় হয়।

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানে যদি পূজা অসম্ভব হইয়া যায়, তবে'ত অজ্ঞানে পূজাই ভাল। (সমাধান)। এই হেতু বলিতেছেন—

পক্ষদ্বয়েঽপি পশ্যামি পূজাং দেবস্য দুর্ঘটাম্।
পূজ্যপূজকতা ন জ্ঞে, মূর্খস্ত্বজ্ঞানসূতকী॥ ৪

অন্বয়—(হে শিষ্য), অহং পক্ষদ্বয়ে অপি, দেবস্য পূজাং দুর্ঘটাম্ পশ্যামি, জ্ঞে পূজ্যপূজকতা ন অস্তি, মূর্খঃ তু অজ্ঞানসূতকী।

হে শিষ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান উভয় পক্ষেই আমি দেখিতেছি, সেই চিন্ময় আত্মদেবের পূজা দুর্ঘট। কেননা, জ্ঞানীতে পূজ্যপূজক ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাবজীবভাব নাই (সুতরাং জ্ঞানীর পূজা সম্ভবে না) পক্ষান্তরে, মূর্খের ত অজ্ঞানজনিত অশৌচ ; (মূর্খের পূজার অধিকারই নাই)।

ন জানে ক্ব পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ।
অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে॥ ৫

অন্বয়—অস্মাকং দেবপূজায়াং ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ ক্ব পলায়ন্তে, ন জানে, দেবঃ এব অবশিষ্যতে।

আমাদের (জ্ঞানিগণের) দেবপূজায় দশেন্দ্রিয়দাহসুরভি ধূপ অথবা লৌকিক ধূপ এবং জ্ঞানময় প্রকাশপরম দীপ অথবা, লৌকিক দীপ এবং শান্তি ক্ষমাদি অক্ষত অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অক্ষত, এবং পূর্ব্বোক্ত নৈবেদ্য ইত্যাদি কোথায় পলায়ন করে, আমি জানি

না। তবে সর্ব্ববৃত্তির তিরোভাবে শূন্যই অবশিষ্ট থাকে, এরূপ নহে, কেননা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তির বিষয়ীভূত সেই চিন্মাত্র দেবতাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।

দেবানুসন্ধানধিয়া বিস্মৃতে পূজনক্রমে।
পূজায়াংজায়তে বিঘ্নঃ পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥ ৬

অন্বয়—দেবানুসন্ধানধিয়া পূজনক্রমে বিস্মৃতে সতি, পূজায়াং বিঘ্নঃ জায়তে হি, তৎ পূর্ণপূজাফলম্।

সেই আত্মদেবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধি, যখন বিজাতীয় প্রত্যয় বিতাড়িত করিয়া, আত্মদেবের সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রক্ষায় ব্যাপৃত হয়, এবং সেই হেতু পূজার পদ্ধতি ভুলিয়া যায়, তখন পূজাকল্পনা ব্যাহত হয়, সত্য বটে; কিন্তু তাহাই পূজার পূর্ণ ফললাভ (কেননা তখনই বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইবার উপক্রম করে)। লৌকিক পূজাতেও সেইরূপ। তখন উভয়বিধ পূজাপ্রয়াসে আর প্রয়োজন নাই।

প্রথম শ্লোকে পূজায় প্রবৃত্তি দিয়া, চতুর্থ শ্লোকে বলিলেন, পূজ্য-পূজকতা ভাব জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত হইয়া যায়। এই বিরোধের পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন—জিজ্ঞাসাকালে বিদ্যমান অজ্ঞানাংশ দ্বারা পূজ্যপূজকতা কল্পিত হয়, এবং পূর্ণজ্ঞান হইলে, তাহা নিবৃত্ত হয়।

আনন্দঘনগোবিন্দ পূজনারম্ভকর্ম্মণি।
বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ ॥

অন্বয়—আনন্দঘনগোবিন্দপূজনারম্ভকর্ম্মণি, বোধে স্ফুরতি (সতি) মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ।

নিরতিশয়সুখস্বরূপ গোবিন্দের (বুদ্ধিসাক্ষী ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মার)

পূজাপ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, যেমনি জ্ঞানের (কেবলাত্মজ্ঞানের) স্ফুরণ হয়, অমনি অজ্ঞানস্বভাব পূজক (জীবভাব). পলায়ন করেন।

৩৫(২০)। পঞ্চমহাযজ্ঞনির্ণয়ঃ।

জ্ঞাননিষ্ঠা ক্ষমা সত্যং বিবেকঃ পরিপূর্ণতা।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ সম্মতা ব্রহ্মবেদিনাম্ ॥ ১

অন্বয়—(১) জ্ঞাননিষ্ঠা, (২) ক্ষমা, (৩) সত্যং, (৪) বিবেকঃ, (৫) পরিপূর্ণতা—এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ ব্রহ্মবেদিনাম্ সম্মতা।

(১) মহাবাক্য শ্রবণে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপে যে সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তাহাতে সহজপ্রীতি, (২) সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সহন, (৩) সত্যপ্রতিজ্ঞা বা সত্যভাষণ, (৪) আত্মানাত্ম পদার্থের বিচার, (৫) সর্ব্বত্র নিজের পরিপূর্ণত্বনিশ্চয় ; এই পাঁচটি মহাযজ্ঞই ব্রহ্মবিদ্‌গণের অভীষ্ট।

৩৫(২১)। উপযজ্ঞনির্ণয়ঃ।

এতস্যাং দিনচর্য্যায়াং প্রাপ্তে পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
মধ্যে মধ্যে চোপযজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যা দীক্ষিতেন হি ॥ ১

অন্বয়—এতস্যাং দিনচর্য্যায়াং পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রাপ্তে মধ্যে মধ্যে চ দীক্ষিতেন উপযজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যাঃ।

বিবেকিজনের অনুষ্ঠেয় এই মুনীন্দ্রদিনচর্য্যায়, প্রতিপর্ব্বে অর্থাৎ বিহিত ব্যবহার ও তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারের সন্ধিতে, এবং তদ্ভিন্ন অন্য সময়েও, মধ্যে মধ্যে কয়েকটি নৈমিত্তিক যজ্ঞ, লব্ধগুরূপদেশ মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

সেই উপযজ্ঞগুলি বর্ণন করিতেছেন—

যৎপুরোডাশতাং যাতি কালখণ্ডং মনঃপশোঃ।
কর্ত্তব্যাস্তাদৃশা যজ্ঞা দেবেন্দ্রপ্রীতিহেতবে ॥ ২

* লৌকিক পঞ্চযজ্ঞ, "৩৫(২৪)। বৈশ্বদেবনির্ণয়ঃ" নামক প্রবন্ধের টীকায় দ্রষ্টব্য।

অন্বয়—মনঃপশোঃ কালখণ্ডং যৎপুরোডাশতাং যাতি তাদৃশাঃ যজ্ঞাঃ দেবেন্দ্রপ্রীতিহেতবে কর্ত্তব্যাঃ।

[জ্ঞানহীনের দৃষ্টিতে কাল অনন্ত; কিন্তু জ্ঞানীর নিকট কাল অন্তঃকরণেই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া সান্ত; সেই হেতু তাহাকে খণ্ড বলা হইয়াছে। চিত্তবিশ্রান্তিলাভের জন্য, জ্ঞানীর মনোনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রপঞ্চবিস্মৃতি তাহার অন্যতম সাধন; দেশ ও কালের বিস্মৃতি সেই সাধনের অন্তর্গত। সেই হেতু, জ্ঞানযজ্ঞে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পিত হয়। (যজমান কর্ত্তৃক যজ্ঞীয়পুরোডাশভক্ষণ যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ)]

সেই অন্তঃকরণপশুর কালরূপ খণ্ড, যে যজ্ঞে (হুতশেষরূপে) যজমানের ভক্ষণীয় পুরোডাশস্বরূপ হয়, সেইরূপ যজ্ঞ, (দেবগণের অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়গণের, অধিপতি (ইন্দ্রের অর্থাৎ) সাধিষ্ঠান চিদাভাসের, নিত্যতৃপ্তির জন্য করা মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

'সেইরূপ' সুপর্ণচয়ননামক অন্য এক যজ্ঞের লক্ষণ ও ফল বর্ণনা করিয়া, তদ্দ্বারা, তদ্রূপ অন্যান্য যজ্ঞকে চিনিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন—

একীকৃত্য সুপর্ণৌ দ্বৌ চীয়তে চেৎ সুপর্ণচিৎ।
জীয়তে তন্মুনীন্দ্রেণ শতস্যাগ্নিচিতাং ফলম্॥ ৩

অন্বয়—দ্বৌ সুপর্ণৌ একীকৃত্য সুপর্ণচিৎ চীয়তে চেৎ, তৎ (তর্হি) মুনীন্দ্রেণ শতস্য অগ্নিচিতাং ফলম্ জীয়তে।

[বেদে, উপাসনার জন্য জীব, পক্ষী ও হংসরূপে কল্পিত হইয়াছে।]

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, যাহা দুইটি পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেই ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিসাধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুইটি পক্ষকে, (ঈশ্বরপক্ষে, জগৎপালনাদিপ্রবৃত্তিসাধন মায়া, এবং স্বরূপস্থিতিসাধন জ্ঞান, এই দুই পক্ষকে) যদি এক করিয়া অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সুপর্ণচয়ন নামক

যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এইপ্রকারে সুপর্ণচয়ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শত অগ্নিচয়নের পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন।

৩৫ (২২)। নিত্যদাননির্ণয়ঃ।

সমাধিতীর্থে মুনিনা গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দত্তমাত্মসমং হেমপাত্রায় পরমাত্মনে ॥ ১

অন্বয়—সমাধিতীর্থে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ গ্রহণে মুনিনা আত্মসমং হেম পরমাত্মনে পাত্রায় দত্তম্।

[কাশীপুষ্করাদি তীর্থে, কুরুক্ষেত্রাদি দেশে, সংক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতি সময়ে, পুত্রজন্ম প্রভৃতি উপলক্ষে, বেদপারগ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পাত্রে, তুলাদান প্রভৃতি দানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা লৌকিক; মুনীন্দ্রের দান অলৌকিক।] তিনি সমাধিতীর্থে, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে,—অর্থাৎ আত্মসুখানুভব ও অনাত্মবাধাবসরে, অথবা অপানবায়ু ও প্রাণবায়ু যে সময়ে বশীকৃত হইয়া নিশ্চল হয়, সেই সময়ে, আত্মসমসুবর্ণ—চিদাত্মসদৃশ, প্রকাশবহুল চিদাভাসের দ্বারা, তুলাদান,—পরমাত্ম-রূপ পাত্রকে প্রদান করেন,—পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন।

সমাধি সর্ব্বপাপবিনাশক বলিয়া তীর্থস্বরূপ। সমাধি শব্দের অর্থ—যাহাতে ব্রহ্ম সম্যগ্‌রূপে আহিত বা চিন্তিত হন—সম্ আঙ্+ধা, ধাতু+কিঃ অথবা যাহাতে সম বা ব্রহ্ম ("নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম") আহিত বা লক্ষিত হন—সম-আঙ্+ধা, ধাতু+কিঃ; অথবা যাহাতে আধি—মানসীব্যথাসমূহ সম বা ব্রহ্মাকার হইয়া যায়—সম+আধিঃ।

চন্দ্র—'চন্দয়তি,' 'আহ্লাদয়তি' এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা সিদ্ধ,—সমাধিপ্রসঙ্গে আত্মসুখানুভবের বোধক। সূর্য্য—আত্মস্বরূপের প্রকাশকরূপে বিবেকার্থক, অর্থাৎ বিবেকের ফলরূপে অনাত্মবস্তুর বাধক। তদুভয়ের

গ্রহণশব্দে অঙ্গীকার বা স্বীকার বুঝিতে হইবে; অথবা তদ্দ্বারা সমাধিকালে প্রাণাপানের নিশ্চলতা বুঝিতে হইবে।

৩৫ (২৩)। মধ্যাহ্নসন্ধ্যানির্ণয়ঃ।

দর্শনস্পর্শনঘ্রাণরসনশ্রবণাদিষু।
যশ্চৈতন্যচমৎকারো মুনের্মাধ্যাহ্নিকং তু তৎ॥

অন্বয়—দর্শনস্পর্শনঘ্রাণরসনশ্রবণাদিষু যঃ চৈতন্যচমৎকারঃ তৎ তু মুনেঃ মাধ্যাহ্নিকম্।

(জ্ঞানভাস্করের প্রকাশতীব্রতাই জ্ঞানীর মধ্যাহ্ন।) দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারে, (এবং বচন, গ্রহণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারেও) সকল ত্রিপুটীর বাধপূর্ব্বক চিদাত্মার যে সামান্যরূপে স্ফুরণ, তাহাই জ্ঞানীর মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম।

৩৬ (২৪)। বৈশ্বদেবনির্ণয়ঃ।

আত্মা বিশ্বস্য দেবোঽয়ং বিশ্বেন হবিষেজ্যতে।
তৎকর্ম্ম বৈশ্বদেবাখ্যং সর্ব্বসূনানিবৃত্তয়ে॥

অন্বয়—অয়ং আত্মা বিশ্বস্য দেবঃ, (সঃ) বিশ্বেন হবিষা ইজ্যতে। তৎ বৈশ্বদেবাখ্যং কর্ম্ম সর্ব্বসূনানিবৃত্তয়ে (ভবতি)।

[মনুসংহিতায় তৃতীয়াধ্যায়ে (৬৮—৭১) আছে—গৃহস্থের পাঁচটি সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান আছে—যথা চুল্লী (উনন), পেষণী (জাঁতা বা শিলনোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদুখল মুষল) এবং উদকুম্ভ বা জলাধার কলস। এই পাঁচটিকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে, প্রাণি-হিংসা হয়। ৬৮। সেই চুল্লী প্রভৃতি বধস্থান হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপ সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে

প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়নঅধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ। হোমের নাম দৈবযজ্ঞ। পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদিপ্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ। অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। ৭০। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ, এই পঞ্চমহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য গার্হস্থ্যে বাস করিলেও, পঞ্চসূনা পাপে লিপ্ত হন না। ৭১।]

প্রত্যক্ষত্বপরোক্ষত্বরহিত স্বয়ংপ্রকাশ এই আত্মা, চিন্মাত্ররূপে সমস্ত জগতের প্রকাশক। সমস্ত জগদ্রূপ হবির্দ্বারা তাঁহার আহুতি হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই বৈশ্বদেব নামক কর্ম্ম। তদ্দ্বারাই সর্ব্বসূনার পরিহার হয়—দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়।

৩৫ (২৫)। বলিদাননির্ণয়ঃ।

নবদ্বারাং পুরীমেতামাশ্রিতেভ্যো দয়ালুনা।
ভূতেভ্যোঽপি বলি র্দেয়ঃ খানপানাদিলক্ষণঃ॥

অন্বয়—এতাং নবদ্বারাং পুরীং আশ্রিতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অপি দয়ালুনা খানপানাদিলক্ষণঃ বলিঃ দেয়ঃ।

মুণ্ডস্থ সপ্তছিদ্র ও পায়ূপস্থ, এই নবদ্বারযুক্ত দেহনগরীকে আশ্রয় করিয়া যে আকাশাদি পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে অন্নপানাদিরূপ বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য; 'তাহারা ভূতমাত্র, আমার (আত্মার) সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই', এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানী তাহাদের উপর সদয় হইবেন। ইহাই জ্ঞানীর ভূতবলি।

৩৬ (২৬)। ভোজনবিধিঃ।

গুরুভিশ্চ সতীর্থৈশ্চ শিষ্যৈশ্চ সহিতস্তথা।
সুরসং চারু ভোক্তব্যং জ্ঞানপীযূষমুত্তমম্॥

অন্বয়—গুরুভিঃ চ সতীর্থৈঃ চ তথা শিষ্যৈঃ চ সহিতঃ (সন্) সুরসম্ উত্তমং জ্ঞানপীযূষম্ চারু (যথা স্যাৎ তথা) ভোক্তব্যম্।

(লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, লোকে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতিকে লইয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করে। সেইরূপ) মহাবাক্যোপদেষ্টা গুরু, গুরুর সতীর্থ (গুরুবন্ধু), নিজের সতীর্থ বা নিজ গুরুবন্ধু, শিষ্য, প্রভৃতিকে লইয়া চরমরসপ্রতিপাদক, অজ্ঞাননিবর্ত্তক, জন্মমরণোচ্ছেদক, জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক জ্ঞানামৃত, প্রীতির সহিত অর্থাৎ সংশয়বিপর্য্যয়রহিত হইয়া ভোজন করিতে হয়। তাহাই জ্ঞানীর ভোজন। (গীতা ১০।৯ দ্রষ্টব্য)।

৬৫ (২৭)। তাম্বূলগ্রহণনির্ণয়ঃ।

সত্যং প্রিয়ঞ্চ পথ্যঞ্চ ব্রহ্মচর্চ্চাত্মকং বচঃ।
তাম্বূলগ্রহণং কার্য্যং বদনং যেন রাজতে॥

অন্বয়—সত্যং প্রিয়ং চ পথ্যং চ ব্রহ্মচর্চ্চাত্মকং বচঃ তাম্বূলগ্রহণং, (তৎ মুনিভিঃ) কার্য্যং, যেন বদনং রাজতে।

"হিতং মনোহারি সুদুর্লভং বচঃ"—প্রিয় ও পথ্য লৌকিক বাক্য অত্যন্ত দুর্লভ। তাহাতে সত্যতা খুঁজিতে গেলে, সেইরূপ বাক্য আরও দুর্লভ হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মচর্চ্চাত্মক সকল বাক্যেই, এই তিন গুণ পাওয়া যায়; কেননা ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া, ব্রহ্মনিরূপক বাক্য সদাই সত্য। ব্রহ্ম সুখরূপ বলিয়া, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য সদাই প্রিয়। ব্রহ্ম পরিণামহীন বলিয়া, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য দুঃখপরিণামহীন। (সত্য ও আপাততঃ প্রিয় বচন পরিণামে দুঃখজনক হইতে পারে।) সেইরূপ বচনের উচ্চারণই তাম্বূলসেবন, কেননা তাম্বূলের ন্যায় তাহা বদনের শোভাসম্পাদক। জ্ঞানী সেইরূপ তাম্বূলগ্রহণের অনুষ্ঠান করিবেন।

৩৫ (২৮)। বামকুক্ষিশয়ননির্ণয়ঃ।

তাম্বূলগ্রহণের পর বামপার্শ্বে শয়নের ব্যবস্থা আছে। শয়নের জন্য নিশ্চিন্ততার আবশ্যকতা আছে; সেই নিশ্চিন্ততা কি প্রকারে আসিবে, তাহাই বলিতেছেন :—

যাবচ্ছরীরপতনং প্রাচীনৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতৌ।
যোগক্ষেমৌ ন চিন্ত্যৌ হি নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ১

অন্বয়—হি (যতঃ কারণাৎ) যোগক্ষেমৌ যাবচ্ছরীরপতনং প্রাচীনৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতৌ, (এবং নিশ্চিত্য তৌ) ন চিন্ত্যৌ, (কিন্তু) আত্মবান্ (সন্) নির্যোগক্ষেমঃ (ভবেৎ)।

যেহেতু যতদিন না শরীরের বিনাশ ঘটে, ততদিন প্রারব্ধ কর্ম্মই, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ, সম্পাদন করিয়া থাকে, এই হেতু তদুভয়ের জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নহে; কিন্তু অন্তরাত্মা, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যোগক্ষেমবিষয়ে চিন্তাবর্জ্জন করিতে হয়।

সমাধিশয়নে শুভ্রে সুখনিদ্রাং বিধায় চ।
ক্ষণং বিশ্রম্য তৎপশ্চাৎ পুরাণশ্রবণং চরেৎ ॥ ২

অন্বয়—শুভ্রে সমাধিশয়নে সুখনিদ্রাং বিধায় ক্ষণং বিশ্রম্য চ তৎপশ্চাৎ পুরাণশ্রবণং চরেৎ।

শুভ্র অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিশয্যায় প্রপঞ্চের অস্ফুরণরূপ নিদ্রা সেবন করিয়া, নিদ্রাভঙ্গে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, অগ্রেবর্ণিতরূপে পুরাণাদির শ্রবণ, মনন করিতে হয়।

পুরাবৃত্তশ্রবণনির্ণয়ঃ।

মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত, পুরাণাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া অগ্রে তাহাদের শ্রবণনির্ণয় করিতেছেন :—

৩৫ (২৯)। ভারতশ্রবণনির্ণয়ঃ।

অষ্টাদশাধ্যায়ময়ী যত্র গীতা নিরূপিতা।
সর্ব্বোপনিষদাং তত্ত্বং তন্মহাভারতং শৃণু॥ ১

অন্বয়—যত্র (যস্মিন্ অর্থে) অষ্টাদশাধ্যায়ময়ী গীতা নিরূপিতা (তৎ) সর্ব্বোপনিষদাং তত্ত্বম্, তৎ মহাভারতং শৃণু।

যে জীবব্রহ্মৈক্যরূপ তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য অষ্টাদশাধ্যায়াত্মিকা গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি কথিত হইয়াছে, তাহাই সমুদয় উপনিষদের তত্ত্ব। ভারতের অর্থাৎ ভরতবংশীয় অর্জ্জুনের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, এবং মহান্—মোক্ষরূপ তত্ত্বের প্রতিপাদক—বলিয়া, তাহাই মহাভারত। সেই মহাভারতই শ্রোতব্য।

(শঙ্কা)। তবে বেদব্যাসের বিশাল ইতিহাস রচনায় প্রয়োজন কি?

(সমাধান)—

ভারতে ব্যাসমুনিনা কথানাং বিস্তরঃ কৃতঃ।
কথামাত্রমিদং বিশ্বমিতি তেন প্রকাশিতম্॥ ২

অন্বয়—ভারতে ব্যাসমুনিনা কথানাং বিস্তরঃ কৃতঃ, ইদং বিশ্বং কথামাত্রং ইতি তেন প্রকাশিতম্।

মহাভারতে ব্যাসমুনি যে ইতিহাসকথার সুবিশাল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত হইয়াছে, যে, এই দৃশ্যমান বিশ্ব কথামাত্র,—"বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং" (ছান্দোগ্য ৬।১।৪) বিকার (জগতের যাবতীয় কার্য্য পদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নাম মাত্র। এই অভিপ্রায় বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষু, ইতিহাসে আদর পরিত্যাগ করিয়া, কেবল গীতাশ্রবণেই আগ্রহ করিবেন।

(শঙ্কা)—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বও কি আদৃত হইবার যোগ্য নহে?

সমাধান—

সমাপ্তে ভারতে গ্রন্থে শান্তিপর্ব্ব নিরূপিতম্।
তদুক্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং শান্তৌ পরিসমাপনম্॥ ৩

অন্বয়—ভারতগ্রন্থে সমাপ্তে, শান্তিপর্ব্ব নিরূপিতম্। তৎ (তেন) সর্ব্বশাস্ত্রাণাং শান্তৌ পরিসমাপনম্ উক্তম্।

মহাভারত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কালে, যে শান্তিপর্ব্ব নিরূপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যে যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের তাৎপর্য্য শান্তি বা বাসনালয়রূপ মোক্ষ।

(শঙ্কা)—ভাল, মহাভারতে যে নানাস্থানে, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ইত্যাদি নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কি তবে শ্রোতব্য নহে?

সমাধান—

নানাখ্যানৈর্মহারম্যা মোক্ষধর্ম্মা নিরূপিতাঃ।
তদুক্তং সর্ব্বধর্ম্মাণাং মোক্ষধর্ম্মা পরা মতাঃ॥ ৪

অন্বয়—(মহাভারতে) মহারম্যা মোক্ষধর্ম্মাঃ নানাখ্যানৈঃ নিরূপিতাঃ, তৎ (তেন) সর্ব্বধর্ম্মাণাং মোক্ষধর্ম্মাঃ পরাঃ মতাঃ (ইতি) উক্তম্।

মহাভারতে নানাবিধ আখ্যানদ্বারা নিষ্কাম ধর্ম্মসমূহ অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বেদব্যাস ইহাই সূচনা করিয়াছেন, যে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের মধ্যে, তিনি মোক্ষধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এইহেতু সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রতিপাদিকা গীতাই সমগ্র মহাভারতের মধ্যে গ্রহণীয়।

৩৫ (৩০)। ভাগবতশ্রবণনির্ণয়ঃ।

দশম স্কন্ধই ভাগবতের সার। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায়ীই দশম স্কন্ধের সার; তাহাতে গোপীগণের সহিত ভগবানের ক্রীড়া বর্ণিত আছে। এইহেতু সেই রাসপঞ্চাধ্যায়ীরই তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—

বৃত্তিগোপীজনৈঃ ক্রীড়ন্ ব্রহ্মচর্য্যং ন মুঞ্চতি।
যত্রান্তরাত্মা গোপালস্তদ্ভাগবতমুত্তমম্॥ ১

অন্বয়—যত্র (ভাগবতে) অন্তরাত্মা গোপালঃ বৃত্তিগোপীজনৈঃ ক্রীড়ন্ ব্রহ্মচর্য্যং ন মুঞ্চতি, তৎ উত্তমং ভাগবতম্।

[রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে গোপাল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সেই গোপাল গোপীগণের সহিত "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" অর্থাৎ অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য হইয়া বিহার করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে। সেইহেতু] সর্ব্বভূতভৌতিকপ্রকাশক, সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপ আত্মা, যিনি সচ্চিৎসুখদানে বুদ্ধিবৃত্তির পালকরূপে গোপাল,—সেই অধিষ্ঠানসহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস বা জীব, যে ভাগবতশ্রবণের ফলে, ব্যবহার কালে, অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াও, ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ "তৎ" পদের লক্ষ্য, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে, আপনার অভেদ বিস্মৃত হন না, তাহাই উত্তম বা উৎকৃষ্ট ভাগবত, অথবা সেই ভাগবতশ্রবণে হৃদয় হইতে তমোগুণ উদ্গত বা নিবৃত্ত হয়, এইহেতু "উত্তম"। (ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য্য।)

[ভাগবতে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণের প্রাণসংহার করিবার উদ্দেশ্যে, পুতনা-নাম্নী রাক্ষসী কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে আসিয়াছিল। কৃষ্ণ স্তন্যপানের ব্যপদেশে, পুতনার রুধির পান করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে পরমপদ পাওয়াইয়া দিলেন।]

বালানাং ভক্ষিকা ভীমা পুতনা দুষ্টবাসনা।
কৃষ্ণেণ রুধিরং পীত্বা প্রাপিতা সাপি তৎপদম্॥ ২

অন্বয়—বালানাং ভক্ষিকা ভীমা দুষ্টবাসনা সা পুতনা অপি, কৃষ্ণেণ রুধিরং পীত্বা তৎপদং প্রাপিতা।

পুতনা—সূক্ষ্মা বিষয়েচ্ছাসংস্কাররূপা বৃত্তি। সেই বৃত্তি বালকদিগকে—অতত্বজ্ঞ অবিবেকিগণকে—গ্রাস করিয়া থাকে, তাহাদের অন্তঃকরণকে মলিন করিয়া থাকে। এই হেতু, সেই বৃত্তি, তাহাদের নিকট ভয়ের কারণ। কৃষ্ণ—সুখরূপ চিদাত্মা, অর্থাৎ তাঁহার সহিত অভেদানুসন্ধান-নিপুণ জীব, সেই পুতনার রুধির পান করিয়া, আবরণ বিনাশ করিয়া, অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহার অসত্যতা নিশ্চয় করিয়া, আত্মপদ পাইয়া—আত্মসত্ত্বা হইতে তাহার ভিন্নসত্ত্বা নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নির্ভয় হ'ন। ইহাই পুতনা বধের তাৎপর্য্য।

অবলানাং স্বনাথানামমৃতত্বায় বিষ্ণুণা।
তাড়িতঃ কালসর্পোপি সর্ব্বমানন্দিতং জগৎ॥ ৩

অন্বয়—স্বনাথানাম্ অবলানাম অমৃতত্বায় বিষ্ণুণা কালসর্পঃ অপি তাড়িতঃ, সর্ব্বং জগৎ আনন্দিতম্।

আত্মরক্ষণে অসমর্থ বৎসগোপালকগণ কৃষ্ণকেই আপনাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিত। তাহাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য কৃষ্ণ কালিয় নামক কালসর্পকে বিনাশ করিলেন। তাহাতে যমুনাজলজীবিপ্রাণিগণ আনন্দিত হইল।

কালসর্প—মৃত্যু। আত্মজ্ঞান জন্মিলে, আত্মা হইতে মৃত্যুর পৃথক্ সত্ত্বা নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। বিষ্ণু বা সামান্যরূপে ব্যাপক প্রত্যগাত্মা, আত্মজ্ঞানদ্বারা উক্তরূপ নিশ্চয় লাভ করিলে, সংসারের

সর্ব্বজীব, মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে, ইহাই কালিয়দমনের তাৎপর্য্য।

ব্রাহ্মণা ইব তা গাবস্তীরস্থা বন্যবৃত্তয়ঃ।
মোহাজগরনির্গীর্ণা গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ॥ ৪

অন্বয়—(তীরস্থাঃ বন্যবৃত্তয়ঃ মোহাজগরনির্গীর্ণাঃ গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ ইব, তীরস্থা বন্যবৃত্তয়ঃ মোহাজগরনির্গীর্ণাঃ গাবঃ গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ।

যেমন, গঙ্গাদিপুণ্যতটবাসী কন্দমূলফলাশন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তপস্বিগণ মোহরূপ মহাসর্পদ্বারা আক্রান্ত হইলে, তাঁহাদের বুদ্ধিসাক্ষী অন্তরাত্মা গোবিন্দ, তাঁহাদিগকে সেই মোহকবল হইতে মুক্ত করিয়া, পুনর্ব্বার ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত করেন, সেইরূপ যমুনাতটস্থ তৃণপর্ণাশন ধেনুগণ, অঘাসুর নামক অজগর দ্বারা গিলিত হইলে, গোপাল তাহাদিগকে অজগরের উদর হইতে নিষ্কাসিত করিয়া, তাহাদের জীবন রক্ষা করিলেন।

অঘাসুরবধবৃত্তান্ত হইতে, অন্তর্য্যামিকর্ত্তৃক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তপস্বিগণের মোহকবল হইতে উদ্ধাররূপ তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই, ভাগবতশ্রবণ সার্থক হইল।

স মূর্ত্তিমানহঙ্কারঃ কংসো নাম মহাবলঃ।
স্বয়মুৎপত্য কৃষ্ণেণ ধৃত্বাসৌ বিনিপাতিতঃ॥ ৫

অন্বয়—(ভাগবতে বর্ণিতঃ) যঃ কংসঃ নাম মহাবলঃ, সঃ মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারঃ (জ্ঞেয়ঃ)। স্বয়ং কৃষ্ণেণ উৎপত্য ধৃত্বা অসৌ বিনিপাতিতঃ।

ভাগবতে যে মহাবল কংসের বর্ণনা আছে, সেই কংসকে মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার বলিয়া বুঝিতে হইবে। (সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা) কৃষ্ণ, অহঙ্কার হইতে উড়িয়া গিয়া, তাহাকে ধরিয়া অর্থাৎ আত্মাতে তাহা কল্পিত নিশ্চয়

করিয়া, তাহার বিনাশ করিলেন,—তাহা আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন নিশ্চয় করিলেন। (এইরূপে অন্যান্য লীলার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে)।

৩৫(৩১)। রামায়ণশ্রবণনির্ণয়ঃ।

আত্মা অসঙ্গ; আত্মাকে দেহাদির প্রকাশক বলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, চিদাভাস অনাত্ম বস্তু বলিয়া জড়; তদ্দ্বারা দেহাদি জগতের প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। তবে কি প্রকারে দেহাদি জগৎ প্রকাশিত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

আভাসরেণুভিস্তদ্বজ্জড়ং দেহাদি চেততি।
অহল্যাপি শিলা যদ্বদ্রামস্য পদপাংসুভিঃ ॥ ১

অন্বয়—যদ্বৎ রামস্য পদপাংসুভিঃ শিলা অপি অহল্যা (চেতিতা), তদ্বৎ (রামস্য) আভাসরেণুভিঃ জড়ং দেহাদি চেততি।

যেমন রামচন্দ্রের চরণরেণু, (গৌতমশাপে) পাষাণত্বপ্রাপ্তা গৌতমপত্নী অহল্যাকে চেতন করিয়াছিল, সেইরূপ, (যাঁহাতে যোগিগণ রমণ করিয়া থাকেন, অথবা যিনি যোগিহৃদয়ে রমণ করেন, সেই সুখস্বরূপ রাম বা) পরমাত্মা, জড়স্বরূপ চিদাভাস দ্বারা মন ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত জড়কে নিজনিজ বিষয়ের প্রকাশনে সমর্থ করিয়া থাকেন। (ইহাই অহল্যো-দ্ধরণের তাৎপর্য্য)। (বাল্মীকিরামায়ণের আদিকাণ্ডে ৪৮ সর্গে, বর্ণিত)।

বানরো যৎপ্রসাদেন সন্তীর্ণঃ ক্ষারসাগরম্।
নরঃ কিং তৎপ্রসাদেন ন তরেদ্ভবসাগরম্ ॥ ২

অন্বয়—বানরঃ যৎপ্রসাদেন ক্ষারসাগরং সন্তীর্ণঃ, নরঃ তৎপ্রসাদেন কিং ভবসাগরং ন তরেৎ?

যে রামচন্দ্রের দয়াবশতঃ, হনুমান্ ক্ষারজলপূর্ণ সাগর অতিক্রম করিলেন, সেই রামরূপ পরমাত্মার প্রসাদে ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ

দ্বৈতবাধক জ্ঞান দ্বারা, প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতানিশ্চয় করিয়া) নর (ন রাতি বিষয়ান্ আদত্তে) বা বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন জীব, সংসারসমুদ্র কি উত্তীর্ণ হইতে পারে না? উত্তর—অবশ্যই পারে। (এইরূপ সম্ভাবনা-বৃত্তির উৎপাদনই হনুমৎকৃত সমুদ্রোল্লঙ্ঘনের তাৎপর্য্য)।

প্রাহ রামস্তরন্ সিন্ধুং শিলারূপেণ সেতুনা।
সংসারসিন্ধুতরণং নির্ব্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩

অন্বয়—শিলারূপেণ সেতুনা সিন্ধুং তরন্ রামঃ প্রাহ নির্ব্বিকল্প সমাধিনা সংসারসিন্ধুতরণং (ভবতি)।

পাষাণমূর্ত্তি সেতুর সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, রাম ইহাই সূচনা করিলেন, যে পাষাণমূর্ত্তি নির্ব্বিকল্পসমাধির দ্বারা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হয়।

শান্তিসীতা সমানীতা নিহতো মোহরাবণঃ।
আত্মারামেণ রামেণ তদ্রামায়ণমুত্তমম্ ॥ ৪

অন্বয়—(যত্র) আত্মারামেণ রামেণ শান্তিসীতা সমানীতা, মোহরাবণঃ নিহতঃ, (ইতি অভিহিতঃ), তৎ উত্তমম্ রামায়ণম্।

যে রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে—অসঙ্গসচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে যিনি নিরন্তর রমণ করেন, এইরূপ ব্রহ্মবিৎ, (দশেন্দ্রিয়দশমুখ) মোহরূপ রাবণবধপূর্ব্বক, শান্তিরূপা (ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপা) সীতার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট রামায়ণ (লৌকিকার্থমাত্রপ্রকাশক রামায়ণ সেইরূপ উৎকৃষ্ট নহে)।

রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ রমতে যোগিনাং হৃদি।
তারকং ব্রহ্ম রামাখ্যং রমতাং হৃদয়ে মম ॥ ৫

অন্বয়—যোগিণঃ যস্মিন্ রমন্তে, (তদেব) যোগিনাং হৃদি রমতে। (তৎ) রামাখ্যং তারকং ব্রহ্ম মম হৃদয়ে রমতাম্।

জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়া, যাঁহারা যোগাভ্যাসে আসক্ত, তাঁহারা যে ব্রহ্মে রত, তিনিই সমাধিমান্ যোগিগণের হৃদয়ে সমাধিসময়ে ক্রীড়া করেন। রামনামক প্রণববাচ্য সেই ব্রহ্ম, আমার অন্তঃকরণে ক্রীড়া করুন, (ইহাই আমার প্রার্থনা)।

৩৫ (৩২)। অষ্টাদশবিদ্যাস্থাননির্ণয়ঃ।

তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ ১

অন্বয়—পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ বেদাঃ বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ স্থানানি।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ, গৌতম প্রণীত যোড়শপদার্থনির্ণায়ক ন্যায়শাস্ত্র, কর্ম্মকাণ্ডার্থ নির্ণায়ক জৈমিন্যাদি রচিত মীমাংসা গ্রন্থসমূহ, মনু প্রভৃতি বিরচিত ধর্ম্মনির্ণায়ক স্মৃতিবাক্য সমূহ, এবং ছয়টি বেদাঙ্গ যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এইগুলির সহিত, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ—সর্ব্বশুদ্ধ এই চৌদ্দটিকে জ্ঞানের অথবা ধর্ম্মের স্থান বা আধার বলা হয়।

আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বং চার্থশাস্ত্রকম্ ইতি॥ ২

তাহার সহিত, আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ বা অস্ত্রশস্ত্র

প্রয়োগশাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব বা সঙ্গীতশাস্ত্র, ও অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি—দ্রব্যাদির প্রাপ্তিসাধক শাস্ত্র—সর্ব্বশুদ্ধ এই আঠারটি বিদ্যাস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে—

(ক) পুরাণনির্ণয়ঃ।

নঘনা প্রীতিরুৎপন্না পুরাণপুরুষে যদি।
তদাষ্টাদশ ভেদেন পুরাণশ্রবণেন কিম্॥ ১

অন্বয়—যদি পুরাণপুরুষে ঘনা প্রীতিঃ ন উৎপন্না, তদা অষ্টাদশভেদেন পুরাণশ্রবণেন কিং (ফলম্)?

যদি জরাদি বিকারবিহীন, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান, পরিপূর্ণ, ব্রহ্মস্বরূপ অন্তরাত্মায় নিবিড় প্রেম উৎপন্ন না হইল, তবে আঠারখানি পুরাণ শুনিয়া কি হইবে?

স্বস্বরূপানুসন্ধানতৎপরতারূপ প্রেম, পুরাণশ্রবণের মুখ্য ফল। তদভাবে ঈশ্বরে প্রীতি। তাহাও না হইলে, পুরাণশ্রবণ নিষ্ফল।

পুরাণোঽপি ন জীর্ণো যঃ স পুরাণস্তু ন শ্রুতঃ।
কায়ঃ পুরাণতাং প্রাপ্তঃ পুরাণশ্রবণেন কিম্॥ ২

অন্বয়—যঃ পুরাণঃ অপি ন জীর্ণঃ, সঃ তু পুরাণঃ ন শ্রুতঃ, (পুরাণ শ্রবণং কুর্ব্বতঃ তব) কায়ঃ পুরাণতাং প্রাপ্তঃ। (তর্হি) পুরাণশ্রবণেন কিম্?

সর্ব্বজগতের কারণরূপে যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান বলিয়া পুরাণ সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছেন, কিন্তু জরাদি বিকার দ্বারা বিকৃত হন নাই, পুরাণশ্রবণের ফলে, সেই পুরাণপুরুষকে বৃত্তির গোচরীভূত করা হইল না, এদিকে পুরাণশ্রবণ করিতে করিতে শরীর জরাগ্রস্ত হইল, তবে সেইরূপ আঠারখানি পুরাণ শুনিয়া কি লাভ হইল? কিছুই না।

(খ) ন্যায়শাস্ত্রনির্ণয়ঃ।

যদাত্মতত্ত্বে বিমলে বিশ্রান্তিরচলা ভবেৎ।
স এব ন্যায় ইত্যুক্তঃ শেষং ত্বন্যায়লক্ষণম্ ॥ ১

অন্বয়—যৎ (যেন) বিমলে আত্মতত্ত্বে অচলা বিশ্রান্তিঃ ভবেৎ, সঃ এব ন্যায়ঃ ইত্যুক্তঃ, শেষং তু অন্যায়লক্ষণম্।

যদ্দ্বারা মায়াবিদ্যাদিমলরহিত আত্মস্বরূপে স্থিরবিশ্রান্তিরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিবেকিগণ "ন্যায়" বলিয়া থাকেন। অন্য যাহা কিছু 'ন্যায়' নামে পরিচিত, তাহা সেই বিশ্রান্তির বিঘাতক বলিয়া, "অন্যায়" বা অপরাধশব্দবাচ্য, সুতরাং মুমুক্ষুর নিকট অগ্রাহ্য।

অচিন্তনং পদার্থানাং ন্যায়ং ন্যায়বিদো বিদুঃ।
অন্যায়মার্গরসিকঃ স কথং ন্যায়শাস্ত্রবিৎ ॥ ২

অন্বয়—ন্যায়বিদঃ পদার্থানাং অচিন্তনং ন্যায়ং বিদুঃ। সঃ অন্যায়মার্গ-রসিকঃ কথং ন্যায়শাস্ত্রবিৎ ভবতি?

যাঁহারা বেদান্তের অনুকূল ন্যায়বিৎ, তাঁহারা ষোড়শ পদার্থের অস্মরণ-কেই অর্থাৎ অতিরোহিত আত্মস্ফুরণকেই, ন্যায় বলিয়া বুঝেন। ষোড়শ পদার্থবিবেচক ন্যায়শাস্ত্রাভ্যাসী, অন্যায়মার্গরসিক, অনাত্মপদার্থের নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়া, আত্মবিশ্রান্তি হারাইয়া, অপরাধের পথেই আনন্দ খুঁজিয়া থাকেন। তিনি কি প্রকারে ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা হইতে পারেন?

স্বয়ং যত্তার্কিকঃ প্রাহ তর্কোঽনিষ্টপ্রসঞ্জনম্।
তত্তার্কিকস্য তর্কেণ কথমিষ্টং প্রসজ্যতে ॥ ৩

অন্বয়—যৎ (যতঃ) তার্কিকঃ (গৌতমঃ) স্বয়ং প্রাহ অনিষ্টপ্রসঞ্জনং তর্কঃ "অনিষ্টপ্রসঞ্জনলক্ষণবান্ তর্কঃ"—তৎ (ততঃ) তার্কিকস্য তর্কেণ, ইষ্টং কথং প্রসজ্যতে?

যেহেতু তর্কশাস্ত্রপ্রণেতা গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন—অনিষ্টের আপাদনের (উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে ব্যভিচারাশঙ্কাকরণের) নাম তর্ক। (শ্রুতির সহিত বিরোধ সকল আস্তিকের নিকট অনিষ্ট বা অনঙ্গীকৃত); তাহা হইলে, তার্কিকের—ইদানীন্তন তর্কাভ্যাসীর—তর্কের দ্বারা—শ্রুতিবিরুদ্ধানুমান দ্বারা—কি প্রকারে মুমুক্ষুর ইষ্টলাভের—মোক্ষ নামক সুখলাভের—সম্ভাবনা হইতে পারে? কোন প্রকারেই হইতে পারে না। এই হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুত্যর্থের অনুকূল তর্কেই শ্রদ্ধাস্থাপন কর্ত্তব্য।

ন তর্কিতং পরং ব্রহ্ম মেধয়া তীক্ষ্ণতর্কয়া।
তদা কুতার্কিকস্যাস্য তর্ককর্কশতা বৃথা ॥ ৪

অন্বয়—তীক্ষ্ণতর্কয়া মেধয়া পরং ব্রহ্ম ন তর্কিতং (যদা), তদা অস্য কুতার্কিকস্য তর্ককর্কশতা বৃথা।

যদি অজ্ঞানচ্ছেদনসমর্থ তীক্ষ্ণ অনুমান দ্বারা, পরমব্রহ্মকে—কার্য্য-কারণাতীত দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূন্য আত্মবস্তুকে—তর্কের বিষয়ীভূত করা না গেল, তবে সেই ষোড়শপদার্থবিবেচক লোকপ্রসিদ্ধ তার্কিকের অর্থাৎ কুতার্কিকের, অনুমানকঠোরতাকে নিষ্ফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

ষোড়শাপি পদার্থাস্তে ত্বয়া তার্কিক তর্কিতাঃ।
তর্কো নাবস্থিতস্তর্হি তর্কাতীতে মনঃ কুরু ॥ ৫

অন্বয়—হে তার্কিক, ত্বয়া ষোড়শ পদার্থাঃ তর্কিতাঃ অপি, তর্কঃ ন অবস্থিতঃ (যদি), তর্হি তর্কাতীতে মনঃ কুরু।

হে তার্কিক, তুমি তর্কশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ষোড়শ পদার্থকে তর্কের বিষয়ীভূত করিলেও, তর্ক "অপ্রতিষ্ঠ"ই রহিয়া গেল। (কেননা এক বুদ্ধি-

মানের তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ কাটিয়া দেয়।) তাহা হইলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া তর্কের অগোচর আত্মবিষয়ে চিত্তসমাধান কর—তর্কাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিষয়মনন দ্বারা মনকে আত্মাতেই লীন কর।

বৈশেষিকাদিনির্ণয়ঃ।

অথ তর্কপ্রসঙ্গেন নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
বৈশেষিকস্য সাংখ্যস্য তথা পাতঞ্জলস্য চ ॥ ৬

অন্বয়—অথ তর্কপ্রসঙ্গেন অধুনা বৈশেষিকস্য সাংখ্যস্য তথা পাতঞ্জলস্য চ নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে।

অনন্তর ন্যায়শাস্ত্রের নির্ণয়প্রসঙ্গে এক্ষণে বৈশেষিকদর্শনের, সাংখ্যদর্শনের এবং পাতঞ্জলদর্শনের বিচার করা যাইতেছে, কারণ তর্কশাস্ত্রের সহিত ঐ সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ রহিয়াছে।

(গ) তত্র প্রথমং বৈশেষিক-নির্ণয়ঃ।

তন্মধ্যে প্রথমে বৈশেষিক দর্শনের নির্ণয় করা হইতেছে—

সবিশেষাঃ পদার্থা যে তত্র বৈশেষিকঃ কৃতী।
নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম তত্র বৈশেষিকস্য কিম্ ॥ ১

অন্বয়—যে সবিশেষাঃ পদার্থাঃ তত্র বৈশেষিকঃ কৃতী (ভবতি), (কিন্তু) পরং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং, তত্র বৈশেষিকস্য কিম্?

'পদ' শব্দে নামকে বুঝায়। 'অর্থ' শব্দে সেই নাম দ্বারা বাচ্য রূপকে বুঝায়। তাহা হইলে 'পদার্থ' শব্দ দ্বারা কেবল নাম-রূপকেই বুঝিতে হয়। সেই নাম-রূপেই 'বিশেষ' বৈলক্ষণ্য বা ভেদ বর্ত্তমান। বৈশেষিক শাস্ত্রবিৎ কণাদ প্রভৃতি সেই সবিশেষ পদার্থে অর্থাৎ নাম-রূপেই কৃতকৃত্য হইতে পারেন। কিন্তু মুমুক্ষুদিগের বাঞ্ছিত পরব্রহ্ম—কার্য্যকারণত্ব ধর্ম্মরহিত, দেশ কালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য, আত্মবস্তু—সর্ব্বপ্রকার ভেদ-বর্জ্জিত। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত বৈশেষিক শাস্ত্রবিদের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

ভাল, বৈশেষিক দর্শনে ত' তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞানে মুমুক্ষুর প্রয়োজন নাই, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

মুক্তং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যৈস্তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে।
সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যকৃতং তত্ত্বজ্ঞানং ন মুক্তয়ে॥ ২

অন্বয়—সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যৈঃ মুক্তং তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে (ভবতি)। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যকৃতং তত্ত্বজ্ঞানং মুক্তয়ে ন (ভবতি)।

যে "অনারোপিত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যবর্জ্জিত—অর্থাৎ অদ্বিতীয় বলিয়া, যাহাতে সমানধর্ম্মকতার বা বিপরীতধর্ম্মকতার জ্ঞান আদৌ নাই, সেই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। যে তত্ত্বজ্ঞানে সেইরূপ সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যজ্ঞান আছে, তাহা, অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট ষট্‌পদার্থের জ্ঞান, মুক্তির কারণ নহে। এই হেতু বৈশেষিকমত মুমুক্ষুজন-সমাদরণীয় নহে। *

---

* এ স্থলে, বৈশেষিক দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের চতুর্থসূত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। সূত্রটি এই—"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্"।

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপে তত্ত্বজ্ঞান, নিবৃত্তিধর্ম্মসম্ভূত; নিঃশ্রেয়স সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজ্য (সেই তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য)।

অথবা—

ধর্ম্মবিশেষবলে মহর্ষি কণাদ কর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্র (এই বৈশেষিক দর্শন) আত্মসাক্ষাৎ-কারের উপায়, এই শাস্ত্রই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য প্রতিপাদক। এই শাস্ত্রেরই ফল নিঃশ্রেয়স।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্মগত একতাই সাধর্ম্ম্য এবং ধর্ম্মগতভেদই বৈধর্ম্ম্য।

অনাদর করিবার অপর কারণ এই—

শ্রুতিঃ সর্ব্বপদার্থানাং বিস্মৃত্যা মুক্তিমাহ যৎ।
তর্হি সর্ব্বপদার্থানাং চিন্তনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ২

অন্বয়—যৎ (যতঃ) শ্রুতিঃ সর্ব্বপদার্থানাং বিস্মৃত্যা মুক্তিম্ আহ, তর্হি সর্ব্বপদার্থানাং চিন্তনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ অস্তি ?

যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—সকল প্রকার দ্বৈতজাত বস্তুর, অর্থাৎ নাম-রূপের বিস্মৃতিই মুক্তি; সেই হেতু, বৈশেষিকনিরূপিত দ্বৈতবস্তু-সমূহের বিচারে মুমুক্ষুদিগের কি ফললাভ হইবে ? কিছুই না।

কথং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্।
ন চ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমদ্বয়ে পরমাত্মনি ॥ ৩

অন্বয়—সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে কথং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং (ভবতঃ) ? সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যম্ অদ্বয়ে পরমাত্মনি ন চ অস্তি।

ধর্ম্মগত একতা বা ধর্ম্মগত ভেদ কি প্রকারে মোক্ষসাধন পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইতে পারে ? কোনও প্রকারেই পারে না, কেননা অদ্বয় অর্থাৎ ভেদরহিত কার্য্যকারণাতীত আত্মবস্তুতে সমানধর্ম্মবত্তা বা বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা আদৌ নাই।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মে সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য কিছুই নাই বলিয়া, তাহাতে বৈশেষিক শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানের অবসর নাই।

পদার্থানাং বিবেকেন পরমাত্মা প্রকাশতে।
ইতি চেদ্বদসি প্রাজ্ঞ, তর্হীদং মম সম্মতম্ ॥ ৫

অন্বয়—হে প্রাজ্ঞ, পদার্থানাং বিবেকেন পরমাত্মা প্রকাশতে ইতি চেৎ বদসি, তর্হি ইদং মম সম্মতম্।

হে বৈশেষিকসিদ্ধান্তবিৎ, বৈশেষিকপ্রতিপাদিত ষট্ পদার্থ, (বেদান্তসিদ্ধান্তে) নামরূপাত্মক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই ষট্

পদার্থকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিলেই, কার্য্যকারণতাবিহীন পরমাত্মা, স্পষ্টরূপে প্রতীত হন—ইহাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা ত আমার ন্যায় মুমুক্ষুর সম্মত। কিন্তু তাহা ত' বৈশেষিক সিদ্ধান্ত নহে, তাহা বেদান্তসিদ্ধান্ত।

(শঙ্কা) বৈশেষিক ও তার্কিক উভয়েই নানাত্মবাদী। তাঁহারা বলেন, ব্যবহারদশায় বদ্ধমুক্তের ব্যবস্থার নিমিত্ত, অনেক জীব মানিতে হয়। আর বৈদান্তিক একাত্মবাদী। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

(সমাধান) সেই ব্যবহারিক নানাত্মতা বৈদান্তিকের অনঙ্গীকৃত নহে, তবে তিনি তাহাকে মায়িক বলিয়া স্বীকার করেন, এবং বলেন একাত্মতাই পারমার্থিক!

সেই পারমার্থিক একাত্মতা বৈশেষিক ও তার্কিক সিদ্ধান্তের বহির্ভূত নহে। এই কথাই বলিতেছেন —

বদ্ধমুক্তব্যবস্থায়াং নানাত্মানো ন বস্তুতঃ।
নানাত্মানো ব্যবস্থান ইত্যাহ মুনিগৌতমঃ॥ ৬

অন্বয়—বদ্ধমুক্তব্যবস্থায়াং নানাত্মানঃ (সন্তি), ন বস্তুতঃ সন্তি। নানাত্মানঃ ব্যবস্থানে ইতি মুনিগৌতমঃ আহ।

বদ্ধমুক্তের মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত, অনেক আত্মা বা জীব স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্মা অনেক নহে। (তার্কিক ও বৈশেষিকের মতে আত্মার এই নানাত্ব যে পারমার্থিক নহে, তাহা এই প্রকারে বুঝা যায়) কারণ গৌতমমুনি স্বীকার করিয়াছেন যে (বন্ধ ও মুক্তি ব্যবহারিক) বদ্ধমুক্তের ব্যবস্থা বা মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্তই আত্মার ব্যবহারিক নানাত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর—

কল্পনাগৌরবং দোষঃ কল্পনালাঘবং গুণঃ।
ইতিযত্তার্কিকৈরুক্তং তদেব মম রোচতে ॥

অন্বয়—কল্পনাগৌরবং দোষঃ কল্পনালাঘবং গুণঃ ইতি যৎ তার্কিকৈঃ উক্তং তৎ মম রোচতে এব।

নৈয়ায়িকগণ বলেন বটে, কল্পনার আধিক্য দোষ, এবং কল্পনার লাঘব গুণ; কিন্তু তাহা তাঁহারা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না; কারণ অসংখ্য আত্মা স্বীকার করিলে কল্পনার গৌরব অপরিহার্য্য, এবং একটি মাত্র আত্মা ও মায়াতত্ত্ব স্বীকার করিয়া, মায়াবশতঃই আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিলে, কল্পনার লাঘবই হয়। নৈয়ায়িকগণ আপনাদের স্বীকারোক্তি যদি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করেন, তবে তাহাতে আমাদের অসম্মতি নাই, এবং তাহাই আমাদের অভিপ্রেত। অতএব বৈশেষিক ও তার্কিক মতে আদর পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তমতেই আস্থা কর্ত্তব্য।

(ঘ)। সাংখ্যনির্ণয়ঃ।

অসংখ্যাঃ সাংখ্য তত্ত্বানাং সংখ্যাঃ সংখ্যাতবানসি।
কিং সাংখ্যসংখ্যয়া ব্রহ্ম সংখ্যাতীতং বিচিন্তয় ॥ ১

অন্বয়—হে সাংখ্য, (ত্বং) তত্ত্বানাং অসংখ্যাঃ সংখ্যাঃ সংখ্যাতবান্ অসি (তর্হি) সাংখ্যসংখ্যয়া কিম্? সংখ্যাতীতং ব্রহ্ম বিচিন্তয়।

যে শাস্ত্রে তত্ত্বসমূহ সম্যক্ প্রকারে খ্যাত,—গণিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য। যিনি সেই শাস্ত্র অবগত আছেন তিনি "সাংখ্যঃ"।

হে সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ, (হে পুরুষবহুত্ববাদিন্) তুমি প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি অসংখ্য তত্ত্বসমূহের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বা ষড়্বিংশতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ। আমাদের ন্যায় মুমুক্ষুর তাহাতে কি লাভ? অতএব

সাংখ্যতত্ত্ববিদের নিষ্ফল পরিশ্রমের প্রতি আদর পরিত্যাগ করিয়া, সাংখ্যোক্ত সংখ্যাকরণের অগোচর, দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত সেই আত্মবস্তুরই চিন্তা কর।

(শঙ্কা) ভাল সাংখ্যশাস্ত্র ত' মোক্ষের সাধন তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ করেন। তবে সাংখ্যশাস্ত্র কেন আদরণীয় নহে ? (সমাধান)—

তত্ত্বজ্ঞানং ত্বয়া প্রোক্তং তত্ত্বজ্ঞানং মতং মম।
তত্ত্বাতীতস্য বিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে ॥ ২

অন্বয়—ত্বয়া তত্ত্বজ্ঞানং প্রোক্তং, তত্ত্বজ্ঞানং মম মতম্। হি (যতঃ) তত্ত্বাতীতস্য যৎ বিজ্ঞানং তৎ তত্ত্বজ্ঞানং মুক্তয়ে (ভবতি)।

হে সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ, সত্য বটে তুমি তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছ। আমি মুমুক্ষু ; তত্ত্বজ্ঞান আমারও অভিপ্রেত বটে। কিন্তু তুমি যে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন কর, তাহা মোক্ষের সাধন নহে, কেননা তোমার প্রতিপাদিত প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি, তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ; অনারোপিতস্বরূপ জীবব্রহ্মের একতার জ্ঞানই, মুক্তির কারণ হয়। তুমি যে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন কর, তাহা মুক্তির কারণ নহে।

(শঙ্কা)।—ভাল, সাংখ্যপ্রতিপাদিত পুরুষের বিচার জন্য, উক্ত প্রকার তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন আছে ত'

(সমাধান)—

পুরুষস্য পরীক্ষার্থং ময়া সংখ্যা নিরূপিতা।
সাংখ্য এবং যদি প্রাহ তর্হীদং মম সম্মতম্ ॥

অন্বয়—সাংখ্যঃ যদি এবং প্রাহ 'পুরুষস্য পরীক্ষার্থং ময়া সংখ্যা নিরূপিতা', তর্হি ইদং মম সম্মতম্।

কপিল কিম্বা সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ যদি বলেন, "প্রকৃতিবিকৃতিবিলক্ষণ অসঙ্গ আত্মার বা পুরুষের জ্ঞান হইবে, এই অভিপ্রায়ে, আমি পঞ্চবিংশতি

বা ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছি" তাহা হইলে বলি—তাহা ত 'ত্বং'পদার্থের শোধনে উপযোগী ; তাহাতে আমার আপত্তি নাই, বরং তুমি তদ্দ্বারা সাংখ্যসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তে প্রবেশ করিলে।

পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।
পুরুষং পশ্য রে সাংখ্য সংখ্যয়া কিং প্রয়োজনম্॥ ৪

অন্বয়—পুরুষাৎ পরং কিঞ্চিৎ ন (অস্তি)। সা কাষ্ঠা, সা পরাগতিঃ। রে সাংখ্য, পুরুষং পশ্য, সংখ্যয়া কিং প্রয়োজনম্ ?

শ্রুতি (কঠ ৩।১১) বলেন—অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। সেই পুরুষই সকল সুখের চরমসীমা ; তৎ স্বরূপে অবস্থানই উৎকৃষ্ট স্থিতি। অতএব রে সংখ্যাভিনিবেশিন্ সাংখ্য, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ আত্মাকেই দর্শন কর। সেই আত্মদর্শন পরিত্যাগ করিয়া কেবল তত্ত্বের সংখ্যানির্ণয়ে বিব্রত হইও না ; তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

(৬)। পাতঞ্জল নির্ণয়ঃ।

যোগসিদ্ধিপ্রসক্তোঽয়ং পাতঞ্জলপরিশ্রমঃ।
কলাকৌশলমেবেদং ন স্বরূপস্থিতির্হি সা॥ ১

অন্বয়—অয়ং (যোগঃ) পাতঞ্জলপরিশ্রমঃ, (যতঃ) যোগসিদ্ধিপ্রসক্তঃ, ইদং কলাকৌশলম্ এব, সা ন স্বরূপস্থিতিঃ হি।

এই যোগদর্শন পতঞ্জলির পরিশ্রমমাত্র, কেননা ইহা আকাশ-গমনাদি সিদ্ধিলাভে অত্যাসক্ত। (তৎপ্রতিপাদিত সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না) ; ইহা যোগসিদ্ধিলাভে চাতুর্য্যমাত্র। সেই চতুরতাদ্বারা আত্মস্বরূপে অবস্থান ঘটে না। এ কথা বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ।

রে যোগসিদ্ধ জীবানাং কায়ব্যূহো ন দুর্লভঃ।
বিদেহমুক্ততা সিদ্ধিঃ কায়ব্যূহো ন সিদ্ধয়ে॥

অন্বয়—রে যোগসিদ্ধ, জীবানাং কায়ব্যূহঃ ন দুর্লভঃ। বিদেহমুক্ততা সিদ্ধিঃ (ভবতি); কায়ব্যূহঃ সিদ্ধয়ে ন (ভবতি)।

হে যোগসিদ্ধ্যাসক্ত, যাহারা জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে, কায়ব্যূহ বা দেহসমূহ, দুর্লভ নহে। (যদি বল, একই কালে, একই জীবের বহুদেহে অবস্থিত, কায়ব্যূহ; যোগাভ্যাস বিনা সেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না; তবে বলি, স্বপ্নপ্রপঞ্চে, মনোরথপ্রপঞ্চে, এইরূপ কায়ব্যূহ দেখা যায়; আর জাগ্রৎপ্রপঞ্চও বিচারদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন। আর তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ পরমার্থতঃ অভিন্ন বলিয়া, জাগ্রৎপ্রপঞ্চ উভয়ের পক্ষেই তুল্যরূপে স্বপ্ন। জাগ্রদ্দৃষ্ট সমস্ত শরীর, যেরূপ হিরণ্যগর্ভের কায়, সেইরূপ তৈজস নামক ব্যষ্টিজীবেরও কায়। এইরূপে কায়ব্যূহ, সকলজীবের পক্ষে সুলভ।) দেহরহিত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি হইলেই, তাহার নাম সিদ্ধি। এককালে অনেক শরীর ধারণ করিয়া, অনেক ভোগের ভোগী হওয়াকে সিদ্ধি বলে না।

হে যোগসিদ্ধ জানাসি পরকায়প্রবেশনম্।
পরং তু নৈব জানাসি পরকায়প্রবেশনম্॥ ৩

অন্বয়—হে যোগসিদ্ধ (ত্বং) পরকায়প্রবেশনম্ জানাসি, পরন্তু পরকায়প্রবেশনং ন এব জানাসি।

হে যোগাভ্যাসিন্ সিদ্ধম্মন্য, তুমি যোগবলে অন্য জীবের দেহে প্রবেশ করিতে শিখিয়াছ, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞানঘন শরীরে প্রবেশ করিতে শিখ নাই, অথবা মোক্ষেচ্ছায় (পরং পরমাত্মানং কায়তি বক্তি ভাগত্যাগ-লক্ষণয়া উপদিশতি এই অর্থে পরকায়—'মহাবাক্য') মহাবাক্যের অর্থে অবগাহন করিতে শিখ নাই।

ভূতাদয়োঽপি জানন্তি পরকায়প্রবেশনম্।
সা সিদ্ধির্নৈব বন্ধঃ সা যদ্ধি কায়প্রবেশনম্॥ ৪

অন্বয়—ভূতাদয়ঃ অপি পরকায়প্রবেশনম্ জানন্তি; যৎ কায়-প্রবেশনম্, সা সিদ্ধিঃ ন এব হি, (যতঃ) সা বন্ধঃ।

পিশাচ প্রভৃতিও অন্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিতে জানে। সেই পরকায়প্রবেশরূপ সিদ্ধি মুমুক্ষুদৃষ্টিতে সিদ্ধিই নহে, যেহেতু তাহা অন্য শরীরে প্রবেশরূপ বন্ধনমাত্র।

অবশ্যং মরণং তর্হি কীদৃশী চিরজীবিতা।
জন্মমৃত্যুজরাধ্বংসি ত্বং বিজ্ঞানামৃতং পিব॥ ৫

অন্বয়—(হে যোগসিদ্ধ লব্ধদীর্ঘজীবন,) (যদি) মরণং অবশ্যং ভবতি তর্হি চিরজীবিতা কীদৃশী? ত্বং জন্মমৃত্যুজরাধ্বংসি বিজ্ঞানামৃতং পিব।

হে সিদ্ধ, তুমি যোগধারণায় অবস্থিত হইয়া, সুদীর্ঘ জীবনলাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু যদি মরণ একদিন না একদিন অবশ্যম্ভাবী, তবে সেই দীর্ঘ-জীবিতা কি প্রকার? (তাহাকে বরং দীর্ঘমরণ বলিলে বুঝা যায়, কেননা মরণভয়ে যোগধারণায় অবস্থিত হইয়া থাকিলে, তৎকালে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাসাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, এবং মোক্ষের জন্য শ্রবণমননাদিরও অনুষ্ঠান হয় না।) জীবব্রহ্মৈক্য সাক্ষাৎকাররূপ যে বিজ্ঞান, তাহা জন্মমরণনিবর্ত্তক বলিয়া অমৃতস্বরূপ। (সেই জন্মমরণ দুইপ্রকার, দেহলাভ ও দেহত্যাগরূপ লৌকিক জন্মমরণ এক প্রকার, এবং সৎ অদ্বৈত ও অনৃত দ্বৈত, এতদুভয়ের, একের উপর অন্যের আরোপ, এবং একের ধর্ম্মের উপর অন্যের ধর্ম্মের আরোপ অপর প্রকার জন্ম, এবং (সৎ অদ্বৈত ও অনৃত দ্বৈত এতদুভয়ের পৃথক্‌্‌ত্বাবলোকন অপর প্রকার মরণ।) মুমুক্ষুবাঞ্ছিত সেই অমৃতপান

কর। তাহা কেবল জ্ঞানদ্বারাই সাধ্য। যোগধারণাদ্বারা চিরজীবিতায় আদর পরিত্যাগ করিয়া, বেদান্তের শ্রবণাদিতে আদরই বিধেয়।

পরচিত্তস্থিতং বস্তু ত্বয়া জ্ঞাতং ততশ্চ কিম্।
স্বচিত্তসংস্থিতং বস্তু পরং ব্রহ্ম বিলোকয় ॥ ৬

অন্বয়—(হে যোগসিদ্ধ) ত্বয়া পরচিত্তস্থিতং বস্তু জ্ঞাতং, ততঃ চ (অপি) কিং (ফলম্)? (ত্বং) স্বচিত্তসংস্থিতং বস্তু পরং ব্রহ্ম বিলোকয়।

হে যোগসিদ্ধ, তুমি অন্যজীব, মনে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা বুঝিতে শিখিয়াছ। তাহাতে তোমার কি ফলোদয় হইল? (কিছুই না, কেননা মন পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া, কল্পিত। সেই কল্পিত মনে অবস্থিত যাহা কিছু, সকলই কল্পিত। অতএব সেই কল্পিত বস্তুর জ্ঞানে, কৃতার্থতালাভ হইল মনে করিতেই নাই। তজ্জন্য যোগাভ্যাসের বিশাল পরিশ্রমস্বীকার-মূর্খতা।) বরং কল্পিত স্বচিত্তের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান কার্য্যকারণতারহিত, দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূন্য অকল্পিত আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ কর। (তদ্দ্বারাই কৃতকৃত্য হইবে। এইহেতু বেদান্তশ্রবণাদিতেই আদর কর্ত্তব্য।)

নিকটস্থস্যাত্মনশ্চেন্ন স্যাচ্ছ্রবণদর্শনম্।
কা সিদ্ধিঃ সা তু যা সিদ্ধি দূরশ্রবণদর্শনম্ ॥ ৭

অন্বয়—নিকটস্থস্য আত্মনঃ চেৎ শ্রবণদর্শনং ন স্যাৎ, (তর্হি) যা তু (যোগশাস্ত্রে) দূরশ্রবণদর্শনং (ইতি সিদ্ধিঃ অস্তি), সা কা সিদ্ধিঃ?

অন্য কোনও বস্তুদ্বারা আদৌ ব্যবহিত নহে, এইহেতু, আত্মা অতি-সমীপবর্ত্তী। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যদি সেই আত্মার দর্শনলাভ বা সাক্ষাৎকার না হইল, তবে বহুদূরস্থিত পুরুষাদির উচ্চারিত শব্দাদির শ্রবণ, এবং বহুদূরস্থিত পদার্থের অবলোকন—যাহা যোগশাস্ত্রে সিদ্ধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কিপ্রকার সিদ্ধি? তাহাদিগকে সিদ্ধি

বলিয়া গণনা করা উচিত নহে। কারণ সেই শ্রবণদর্শন অনাত্মবিষয়ক বলিয়া মিথ্যা ; কেবল সেইরূপ সিদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস পণ্ডশ্রমমাত্র।

ভবন্তি বায়সাদীনামপি খেচরতাদয়ঃ।
সিদ্ধিভির্নৈব সিধ্যেত সিদ্ধিভিঃ কিংপ্রয়োজনম্॥ ৮

অন্বয়—বায়সাদীনাম্ অপি খেচরতাদয়ঃ (সিদ্ধয়ঃ) ভবন্তি। (যদি) সিদ্ধিভিঃ ন সিধ্যেত এব, (তর্হি) সিদ্ধিভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ?

কাকের আকাশগমনসিদ্ধি ও ভূতের অন্তর্ধানসিদ্ধি, এইরূপ অন্যান্য জীবের অন্যান্য সিদ্ধি, দেখিতে পাওয়া যায়। (সেই সকল সিদ্ধি অবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল বলিয়া তুচ্ছ।) সেই সকল সিদ্ধি মুমুক্ষুর নিকট আদরণীয় নহে)। পাতঞ্জলদর্শনোক্ত আকাশগমনাদি সিদ্ধি দ্বারা মুক্তিরূপ সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা নাই ; তবে মুমুক্ষুর সেই সকল সিদ্ধি লইয়া কি হইবে ? ("জীবন্মুক্তিবিবেকের" বঙ্গানুবাদের ২৪১—২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ন সিদ্ধির্যোগসিদ্ধির্হি বলবীর্য্যাদিসিদ্ধিকৃৎ।
"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্ত" ইতি বেদান্তভাষিতম্॥ ৯

অন্বয়—যোগসিদ্ধিঃ ন হি সিদ্ধিঃ, (সা) বলবীর্য্যাদিসিদ্ধিকৃৎ। (এতৎ যোগপ্রত্যাখ্যানং ন স্বকপোলকল্পিতম্, যতঃ) "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" ইতি বেদান্তভাষিতম্ (অস্তি)। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩)

যোগধারণা দ্বারা যে সিদ্ধি জন্মে, তাহা সিদ্ধিই নহে, (কেননা বেদান্তে মুক্তিকেই সিদ্ধি বলে।) যোগধারণা দ্বারা যে সিদ্ধি জন্মে ; তদ্দ্বারা শরীরদৃঢ়তা, ঊর্দ্ধরেতস্তা, আকাশগমনাদি শক্তি হয়। সেই সকল সিদ্ধিতে মুমুক্ষুর প্রয়োজন নাই।

এইরূপে যে যোগের প্রত্যাখ্যান করা হইল, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে। বাদরায়ণ ব্যাস সূত্র করিয়াছেন—

"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"। (২অ, ১পা, ৩সূ)—ইহা দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখানের জন্য যে সকল যুক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির বলেই, যোগস্মৃতির প্রত্যাখ্যান হয়।

এইরূপ উপনিষদর্থসংগ্রাহক বাক্য বা শারীরকসূত্রই যোগ প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ।

সিদ্ধিরাত্মপরিজ্ঞানমন্তরায়াস্তু সিদ্ধয়ঃ।
ইতিচেদ্যোগবিৎ প্রাহ মতমস্মাকমেব তৎ॥ ১০

অন্বয়—আত্মপরিজ্ঞানং সিদ্ধিঃ, সিদ্ধয়ঃ তু অন্তরায়াঃ, ইতি যোগবিৎ প্রাহ চেৎ, তৎ অস্মাকম্ এব মতম্।

আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানাই সিদ্ধি; আকাশগমনাদি সিদ্ধিসমূহ আত্মজ্ঞানের বিঘ্নস্বরূপ—ইহাই যদি যোগতত্ত্বজ্ঞের অভিপ্রায় হয়, তবে তাহা'ত আমাদেরই অভিপ্রায় অর্থাৎ বেদান্তসম্মত।

(চ)। মীমাংসা-নির্ণয়ঃ।

কষ্টং কর্ম্মেত্যয়ং ন্যায়ো মতো মীমাংসকস্য চেৎ।
আত্মনঃ ক্লেশভাগিত্বং তেনৈবাঙ্গীকৃতং তদা॥ ১

অন্বয়—কষ্টং কর্ম্ম ইতি অয়ং ন্যায়ঃ মীমাংসকস্য মতঃ চেৎ, তদা আত্মনঃ ক্লেশভাগিত্বং তেন এব অঙ্গীকৃতং (ভবেৎ)।

'ক্রিয়া দুঃখরূপ'—এই সিদ্ধান্তই যদি মীমাংসকস্য জৈমিনির অভিপ্রেত হইল, তাহা হইলে, আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা হইলে, আত্মাকে দুঃখভাগী হইতেই হয়, এইরূপ স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(সকল শাস্ত্রে সুখই জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে এবং সকল লোকেই সুখকে পরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। এইরূপ অবস্থায়, মীমাংসক কর্ম্মকে দুঃখরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াও,

পরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া গ্রহণ করাতে, এবং অপর লোকে তাঁহার উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করাতে, উভয়েরই অবিমৃশ্যকারিতা প্রতিপন্ন হয়।)

মীমাংসকঃ সত্যমাহ কষ্টং কর্ম্মেতি কর্ম্মবিৎ।
তর্হি তস্যাপি জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মানিষ্টনিবৃত্তয়ে॥ ২

অন্বয়—কষ্টং কর্ম্ম ইতি মীমাংসকঃ সত্যম্ আহ, যতঃ (সঃ) কর্ম্মবিৎ। তর্হি, তস্য অপি, অনিষ্টনিবৃত্তয়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্।

মীমাংসক জৈমিনি সত্যই বলিয়াছেন, কর্ম্ম কেবলই দুঃখ; যেহেতু তিনি কর্ম্মতত্ত্ববিৎ। [কর্ম্মারম্ভকালে, কর্ম্ম যে দুঃখরূপ, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। কর্ম্মফল জন্মমরণহেতু। সেই ফলের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, প্রাপ্তি হইলে, রক্ষণপ্রয়াস; সেই ফল আবার নশ্বর। অপরের ভোগাধিক্য দেখিলে ঈর্ষাবশতঃ মনস্তাপ! এইহেতু কর্ম্মানুষ্ঠান মুমুক্ষুর নিকট আদরণীয় নহে।] তাহা হইলে কর্ম্মের দুঃখরূপতাই যখন সিদ্ধ হইল, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির জন্য মীমাংসকেরও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মণা সম্ভবেজ্জন্ম জন্মনা কর্ম্মসম্ভবঃ।
তর্হি কর্ম্মজড়স্যাস্য জন্মমুক্তিঃ কথং ভবেৎ॥ ৩

অন্বয়—কর্ম্মণা জন্ম সম্ভবেৎ, জন্মনা কর্ম্মসম্ভবঃ, তর্হি অস্য কর্ম্মজড়স্য জন্মমুক্তিঃ কথং ভবেৎ?

বিহিত, নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা, জন্মমরণ ঘটে। আবার জন্ম-ধারণ করিলেই, বিহিতনিষিদ্ধরূপ কর্ম্মের উৎপত্তি হইবেই। তাহা হইলে, কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টতা না বুঝিয়া কর্ম্মাসক্ত মীমাংসকের জন্মমরণ হইতে অব্যাহতিলাভ কিপ্রকারে হইবে? (কোন প্রকারেই হইতে পারে না।)

মুক্তিপ্রাধান্যমেবাস্তি বোধপ্রাধান্যবাদিনাম্।
জন্মপ্রাধান্যমেবাস্তি কর্ম্মপ্রাধান্যবাদিনাম্॥ ৪

অন্বয়—বোধপ্রাধান্যবাদিনাম্ মুক্তিপ্রাধান্যম্ এব অস্তি। কর্ম্মপ্রাধান্যবাদিনাম্ জন্মপ্রাধান্যম্ এব অস্তি।

যাঁহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট মুক্তিই চরম লক্ষ্য, কিন্তু যাঁহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট (ইহজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলের ভোগের জন্য) জন্মান্তরপরিগ্রহ মুখ্য বা অব্যাহত।

মীমাংসকগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন, এবং বলেন—

"যে কানবধিরামূকা অন্ধপঙ্গ্বাদয়শ্চ যে।
তেষাং নিষ্কামকর্ম্মাণি জ্ঞানং বাপি বিধীয়তে॥"

যাহারা কাণা, কালা, বোবা, অন্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি, তাহাদের জন্য নিষ্কামকর্ম্ম অথবা জ্ঞানচর্চ্চা (বেদে) বিহিত হইয়াছে; অর্থাৎ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ অশুচি বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারবর্জ্জিত; সেইহেতু তাহারা নিষ্কামকর্ম্মে অথবা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু তাঁহারা (মীমাংসকগণ) ভাবেন না, যে তাঁহারা ফলকামনাবশতঃ স্বয়ংই অশুচি। এই কথাই বলিতেছেন—

যঃ স্বয়ং কর্ম্মজাড্যেন যজ্ঞেষ্বনধিকারতঃ।
নিষ্কামমশুচিপ্রায়ং জগাদ স কথং শুচিঃ॥ ৫

অন্বয়—যঃ স্বয়ং কর্ম্মজাড্যেন, যজ্ঞেষু অনধিকারতঃ, নিষ্কামং (কর্ম্মানুষ্ঠাতারম্) অশুচিপ্রায়ং জগাদ, সঃ কথং শুচিঃ স্যাৎ?

বিকলাঙ্গতাহেতু, সোমচয়নাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারবিহীন পুরুষের জন্য নিষ্কামকর্ম্মের ব্যবস্থা। মীমাংসক সেইরূপ "নিষ্কাম"কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষকে অত্যন্ত অশুচি বলিয়া থাকেন। কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজের মোহ বা অত্যাসক্তিবশতঃই, মীমাংসক তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন।

কিন্তু, সেই কর্ম্মাসক্ত কামনাকলুষিত মীমাংসক, নিজে কিপ্রকারে শুচি বা শুদ্ধান্তঃকরণ হইবেন? নিষ্কাম, কর্ম্মই অন্তঃকরণশোধক; তাহাতে অনাদরবশতঃ, তাঁহার শুচি বা শুদ্ধান্তঃকরণ হইবার সম্ভাবনাই নাই।

মীমাংসক যদি বলেন, কর্ম্ম অন্তঃকরণের শোধক বলিয়া, যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানে সকলের রুচি হয়, এইহেতু আমার আগ্রহ; তাহা হইলে বলি, আমাদেরও সেই মত; তাহা হইলে, "কর্ম্ম দুঃখরূপ" এই সিদ্ধান্ত কেবল কাম্যকর্ম্মেই খাটে।

শুদ্ধিকৃৎ কামনির্ম্মুক্তং কর্ম্ম মীমাংসিতং বদেৎ।
তৎ কাম্যকর্ম্মমীমাংসা কেবলং কষ্টরূপিণী ॥ ৬

অন্বয়—কামনির্ম্মুক্তং কর্ম্ম শুদ্ধিকৃৎ (ভবতি), অতঃ তৎ এব অস্মাভিঃ মীমাংসিতম্ (ইতি চেৎ) বদেৎ, তৎ (তর্হি) কেবলং কাম্যকর্ম্মমীমাংসা কষ্টরূপিণী (সিদ্ধা)।

'কামনাবর্জ্জিত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মই অন্তঃকরণের শোধক হয়, এইহেতু আমরা তাহারই বিচার করিয়াছি'—এইরূপ কথা যদি মীমাংসক বলেন, তবে সকামকর্ম্মই, অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপক জ্যোতিষ্টোম, পুত্রপ্রাপক পুত্রেষ্টি, প্রভৃতি কর্ম্মই, দুঃখরূপ বলিয়া সিদ্ধ হয়। এইহেতু সেই কাম্যকর্ম্মসমূহে আদর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয়।

কর্ম্মভিঃ চেতসঃ শুদ্ধিঃ শুদ্ধ্যা বিজ্ঞানমাপ্যতে।
ইতি চেৎ কর্ম্মঠঃ প্রাহ তর্হীদং মম সম্মতম্ ॥ ৭

অন্বয়—কর্ম্মভিঃ চেতসঃ শুদ্ধিঃ (জায়তে), (তয়া) শুদ্ধ্যা বিজ্ঞানম্ আপ্যতে, ইতি কর্ম্মঠঃ চেৎ প্রাহ, তর্হি ইদং মম সম্মতম্।

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা (রাগাদিমলনিবৃত্তি

হইলে) অন্তঃকরণের বিচারযোগ্যতারূপ নির্ম্মলতা উৎপন্ন হয়। সেই নির্ম্মলতা জন্মিলে, জীবব্রহ্মৈক্য সাক্ষাৎকাররূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়, ইহাই যদি মীমাংসকের মত হয়, তবে তাহা আমার (বৈদান্তিকের) সম্মত; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন :—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন, দানেন, তপসা, নাশকেন" (বৃহদা, উ ৪।৪।২২) ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতিরূপ তপস্যাদ্বারা, সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

(ছ)। ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ণয়ঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারেণ মোক্ষধর্ম্মো মহাফলঃ।
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ১

অন্বয়—ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারেণ, মোক্ষধর্ম্মঃ মহাফলঃ (অস্তি), ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, (ইহ) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে।

মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিলেও দেখা যায়, মোক্ষধর্ম্মের অর্থাৎ মোক্ষের সাধনভূত নিষ্কামধর্ম্মের, ফল অতি শ্রেষ্ঠ ; সেই শ্রেষ্ঠতার এক কারণ এই যে, (কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে যেমন কখন কখন বিঘ্ন শৈথিল্যাদি বশতঃ প্রারম্ভের বিনাশ ঘটে) মোক্ষসাধনভূত নিষ্কামকর্ম্মে, সেইরূপ প্রারম্ভবিনাশ নাই। অপর কারণ এই, যে ইহাতে, প্রত্যবায় বা অকরণে দোষ, নাই। এই জন্য ইহা মুমুক্ষুর নিকট আদরণীয়। (গীতা ২।৪০ দ্রষ্টব্য)।

তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—

ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্।
অয়মেব পরোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥ ২

অন্বয়—ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্ (মধ্যে) পরঃ ধর্ম্মঃ অয়ম্ এব, যৎ যোগেন আত্মদর্শনম্।

যাগক্রিয়া, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, সর্ব্বভূতে দয়ালুতা, সৎপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দ্রব্যাদির সমর্পণ, ব্রতপূর্ব্বক বেদাদিপাঠ, ইত্যাদি কর্ম্মের মধ্যে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—যে জীবাত্মার ও পরমাত্মার একতাজ্ঞানরূপ যোগ দ্বারা, অন্তরাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকার করা; অর্থাৎ অন্তঃকরণের মলনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানোৎপাদক নিষ্কাম ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

(জ)। শ্রৌতস্মার্ত্তনির্ণয়ঃ।

শ্রবণং শ্রৌতমিত্যুক্তং স্মরণং স্মার্ত্তমুচ্যতে।
শ্রবণং মননং চেতি শ্রৌতস্মার্ত্তবিনির্ণয়ঃ ॥ ১

অন্বয়—শ্রবণং (মুনিভিঃ) শ্রৌতং (কর্ম্ম) ইত্যুক্তং, স্মরণং (তৈঃ) স্মার্ত্তং (কর্ম্ম ইতি) উচ্যতে, ইতি (হেতোঃ) শ্রবণং মননং চ শ্রৌতস্মার্ত্ত-বিনির্ণয়ঃ (জ্ঞেয়ঃ)।

উপনিষদ্বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যভূত ব্রহ্মচিন্তনপূর্ব্বক বেদান্তশ্রবণকেই মুনিগণ শ্রৌত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। শ্রুত্যুক্ত অর্থের অনুচিন্তনকেই তাঁহারা স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। এই হেতু সমস্ত বেদান্ত বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে, অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণ নামক শ্রবণ এবং যুক্তিদ্বারা, শ্রুত্যুক্ত অর্থের সম্ভাবিতত্বানুসন্ধান নামক মনন, এই দুইটিই যথাক্রমে শ্রৌতস্মার্ত্ত নামক কর্ম্মদ্বয়ের সিদ্ধান্ত।

শারীরক সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে যে শ্রুতিসমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারেই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করা কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত প্রণালীতেই মনন করা কর্ত্তব্য।

প্রকারান্তরে শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন—

শ্রুতং শ্রীগুরুবক্তেভ্যঃ স্মৃতমেব ন বিস্মৃতম্।
শ্রৌতস্মার্ত্তমিদং যেষাং শ্রৌতস্মার্ত্তবিদোহি তে ॥২

অন্বয়—গুরুবক্তেভ্যঃ শ্রুতং (তৎ এব শ্রৌতং কর্ম্ম জ্ঞেয়ম্)। (তৎ) স্মৃতম্ এব ন বিস্মৃতম্ (তৎ এব স্মার্ত্তং কর্ম্ম, জ্ঞেয়ম্)। ইদং শ্রৌতস্মার্ত্তং (কর্ম্ম) যেষাং (অস্তি) তে হি শ্রৌতস্মার্ত্তবিদঃ।

বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন, মহাবাক্যোপদেষ্টা গুরুর শ্রীমুখ হইতে যে শ্রবণ করা হয়, তাহাই শ্রৌত কর্ম্ম, বুঝিতে হইবে। সেই শ্রুত অর্থের নিরন্তর অনুসন্ধান এবং তাহাকে বিস্মৃত হইতে না দেওয়াই, স্মার্ত্ত কর্ম্ম। যে বিচারশীল পুরুষের এইরূপ শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তিনিই শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মবেত্তা, অন্যে নহে।

অঙ্গানি।

অনন্তর বেদাঙ্গসমূহের বিচার হইতেছে। সেই জন্য সেই অঙ্গসমূহের সংগ্রহ করিতেছেন—

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ এব চ।
জ্যোতিষং চ ষড়ঙ্গানি তেষামেব বিনির্ণয়ঃ ॥

অন্বয়—শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দঃ এব চ, জ্যোতিষং চ ষড়ঙ্গানি, তেষাং এব বিনির্ণয়ঃ (ক্রিয়তে)।

[শিক্ষা—The Science of proper articulation and pronunciation. বর্ণসমূহের উচ্চারণ স্থান, প্রযত্ন প্রভৃতির নির্ণায়ক শাস্ত্র। কল্পঃ—Ritual or Ceremonial. ব্যাকরণম্—Grammar. নিরুক্তম্—Etymological explanation of difficult vedic words. ছন্দঃ—The Science of Prosody. জ্যোতিষম্—Astronomy.]

শিক্ষা—যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত, কল্প—কাত্যায়নাদি প্রণীত, ব্যাকরণম্—পাণিন্যাদিনির্ম্মিত, নিরুক্ত—যাস্কাদিমুনি বিরচিত, ছন্দঃ—পিঙ্গলাচার্য্য নির্ম্মিত। জ্যোতিষ—সূর্য্যাদি বিরচিত।

এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের অঙ্গ। তাহাদের বিচার করা হইতেছে—

(ঝ)। শিক্ষানির্ণয়ঃ।

শুদ্ধোবিদেহভাবেন শিক্ষিতঃ শিক্ষয়া যয়া।
সা শিক্ষা যদি ন প্রাপ্তা, শিক্ষয়া শিক্ষিতং কিমু॥

অন্বয়—যয়া শিক্ষয়া শিক্ষিতঃ (সন্) (প্রাণী) বিদেহভাবেন শুদ্ধঃ ভবতি, সা শিক্ষা যদি ন প্রাপ্তা, তর্হি, শিক্ষয়া শিক্ষিতং তৎ কিমু? (অতি তুচ্ছমিত্তি ভাবঃ)।

বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যোপদেশরূপ যে শিক্ষাদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, জীব দেহকে অত্যন্ত অসত্য জানিয়া, দেহাদির অভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ হন, যদি সেই শিক্ষারই লাভ না হইল, তাহা হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য বিরচিত শিক্ষাশাস্ত্রদ্বারা বর্ণস্বরস্থানাদি জানিলেও, তদ্দ্বারা কি লাভ হইবে? তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া নিষ্ফল।

(ঞ)। কল্পসূত্রনির্ণয়ঃ।

কল্পানাং প্রথমঃ কল্পঃ নির্ব্বিকল্পমিদং ন চেৎ।
বিকল্পসঙ্কল্পময়ৈঃ কল্পসূত্রৈঃ কিমর্জ্জিতম্॥ ১

অন্বয়—কল্পানাং প্রথমঃ কল্পঃ (সঃ 'কল্পনাধারভূতঃ আত্মা) নির্ব্বিকল্পং (ব্রহ্ম), (তৎ) ইদম্ (ইতি বাধসামানাধিকরণ্যেন সাক্ষাৎকৃতং) ন চেৎ, (তর্হি) সকল্পবিকল্পময়ৈঃ কল্পসূত্রৈঃ কিম্ অর্জ্জিতম্?

যদ্দ্বারা কর্ম্ম ও উপাসনাসকল কল্পিত অর্থাৎ নিরূপিত হয়, সেই

কল্পসূত্রসমূহের এবং সর্ব্বকল্পনার আধাররূপে কল্পিত বলিয়া প্রথম, অর্থাৎ কারণভূত, আত্মাকে, যদি এই জগৎ প্রপঞ্চে (বাধসামানাধিকরণ্য হেতু) নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মরূপে ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"রূপে) সাক্ষাৎকার করা না হইল, তবে সঙ্কল্পবিকল্পপ্রচুর কল্পসূত্রসমূহ তোমার কি করিবে? কিছুই নহে, কেননা কল্পসূত্র যাহা কিছু প্রতিপাদন করিল, সমস্তই অবস্তু।

সত্য বটে, কল্পবিচার, শাস্ত্রে বিহিত আছে, কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে ব্রহ্মভাব কল্পের বিচারই বিহিত, তদভাবে কল্পবিচার নিরর্থক।

কল্পকো যেন কল্পেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
স কল্পো নৈব কৢপ্তশ্চেৎ কল্পসূত্রং নিরর্থকম্॥ ২

অন্বয়—যেন কল্পেন কল্পকঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে, সঃ কল্পঃ ন এব কৢপ্তঃশ্চেৎ, (তর্হি) কল্পসূত্রং নিরর্থকম্।

যে কল্প বা কল্পনা দ্বারা, কল্পনাকুশল সাধক, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যে, 'অহং' ও 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ, শুদ্ধ জীব ও শুদ্ধ ব্রহ্মের, প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্বরূপ বিরুদ্ধাংশ, ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া, তদুভয়ের লক্ষ্য, চিন্মাত্রের সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মভাব ধারণা করিতে সমর্থ হন, সেই সাক্ষাৎকাররূপ কল্প যদি না পাওয়া গেল, তবে কল্পসূত্র নামক বাক্যরাশিকে নিরর্থক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

উক্তরূপ অপৃথক্ ভাবনাকে "কল্প বা কল্পনা" বলা হইল, কেননা পৃথক্ই যখন কল্পিত, তখন অপৃথক্ও কল্পিত।

ইহার দ্বারা কল্পসূত্রপ্রতিপাদিত বিষয়ে মুমুক্ষুর প্রয়োজনাভাব সূচিত হইল।

(ট)। ব্যাকরণনির্ণয়ঃ।

পদব্যুৎপত্তিরন্বেষ্যা মহাবাক্যার্থবুদ্ধয়ে।
স এব যদি ন জ্ঞাতস্তর্হি ব্যাকরণেন কিম্॥ ১

অন্বয়—মহাবাক্যার্থবুদ্ধয়ে পদব্যুৎপত্তিঃ অন্বেষ্যা, সঃ (মহাবাক্যার্থঃ) এব যদি ন জ্ঞাতঃ, তর্হি ব্যাকরণেন কিং (কৃতম্) ?

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ বুঝিবার জন্য, 'তৎ', 'ত্বম্', 'অসি' প্রভৃতি পদের ব্যুৎপত্তি অন্বেষণ করিতে হইবে ; সেই জন্যই ব্যাকরণাধ্যয়নের প্রয়োজন। সেই মহাবাক্যের অর্থই যদি উপলব্ধি করা না হইল, তবে ব্যাকরণ পড়িয়া কি হইল ? কিছুই না। মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধির অভাবে ব্যাকরণাধ্যয়নপ্রয়াস ব্যর্থ।

যেনেদং ব্যাকৃতং বিশ্বং তদেব ব্যাকৃতং ন চেৎ।
বৃহন্নো বেত্তি যর্হি তর্হি ব্যাকরণেন কিম্ ॥ ২

অন্বয়—যেন ইদং বিশ্বং ব্যাকৃতং, তৎ এব ন ব্যাকৃতং চেৎ,—যৎ (যদা) বৃহৎ ন বেত্তি, তর্হি (তদা) ব্যাকরণেন, তৎ হি কিং (কৃতম্) ?

যে ব্রহ্ম কর্তৃক, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশ্ব, ব্যাকৃত বা বিবিধাকারে বিরচিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই যদি বিশ্বের বিপরীতাকারে —অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে,—সাক্ষাৎভাবে না বিদিত হওয়া গেল,—যখন সেই বৃহৎ বস্তুকেই—ব্রহ্মকেই না জানা গেল, তখন ব্যাকরণ শাস্ত্র যাহা সম্পাদন করিল, তাহা বস্তুতঃ কি ? কিছুই নহে। অতএব মহাবাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যুৎপত্তিলাভ পর্য্যন্তই ব্যাকরণাভ্যাস কর্ত্তব্য। তদনন্তর বেদান্তশ্রবণাদিতেই ব্যাপৃত হওয়া মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

তবে ব্যাকরণের অসংখ্যশব্দসাধকতার তাৎপর্য্য কি ?

যতস্তু পরিনিষ্পন্নৈঃ শব্দৈঃ শাস্ত্রান্মুহুর্মুহুঃ।
হেয়াদেয়ৌ ন বিজ্ঞাতৌ তর্হি ব্যাকরণেন কিম্ ॥৩

অন্বয়—যতঃ তু শাস্ত্রাৎ পরিনিষ্পন্নৈঃ শব্দৈঃ মুহুর্মুহুঃ হেয়োপাদেয়ৌ ন বিজ্ঞাতৌ, তর্হি ব্যাকরণেন কিম্ ?

যদি ব্যাকরণশাস্ত্র হইতে প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা পরিনিষ্পন্ন শব্দ বা নামসমূহের সাহায্যে, অনাত্মবস্তু বলিয়া পরিত্যাজ্য মায়া এবং মায়িক প্রপঞ্চকে, এবং কূটস্থ অসঙ্গ, ইত্যাদি শব্দের অর্থভূত, উপাদেয় আত্মবস্তুকেই, বারবার না চিনা গেল, তাহা হইলে, ব্যাকরণশাস্ত্রাভ্যাস করিয়া কি ফললাভ হইবে? *

মুমুক্ষুর পক্ষে, মহাবাক্যের অন্তর্গত পদসাধনেই ব্যাকরণের উপযোগিতা; ব্যাকরণাধ্যয়নে মুমুক্ষুর অভিনিবেশ করিতে নাই।

(ঠ)। নিরুক্তনির্ণয়ঃ।

নিরুক্তং চিদবস্থানং নিরুক্তং বোধনং চিতঃ।
তন্নিরুক্তং ন চেদ্বেদ নিরুক্তস্য কিমুক্তিভিঃ ॥১

অন্বয়—চিদবস্থানং নিরুক্তং, চিতঃ বোধনং নিরুক্তং; তৎ নিরুক্তং ন চেৎ বেদ (তর্হি) নিরুক্তস্য উক্তিভি কিম্?

চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার অবস্থিতি 'নিরুক্ত'—বচনের অগোচর; চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার উপদেশও 'নিরুক্ত'—বাক্যের অবিষয়, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"; (তৈত্তিরীয়, উ ২।৪।১); "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" (কেন, উ, ৪) ইত্যাদি। নিরুক্ত সাহায্যে আত্মার উক্তপ্রকার স্থিতি ও উক্তরূপ আত্মবিষয়ক উপদেশই যদি না হৃদয়ঙ্গম করা গেল, তবে যাস্কঋষি প্রণীত নিরুক্ত-নামক গ্রন্থের উক্তিসমূহে মুমুক্ষুর কি ফললাভ হইবে? কিছুই নহে। অতএব অন্যবিষয়ক নিরুক্তিতে আদর পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আত্ম-বিষয়ক নিরুক্ত বাক্যই মুমুক্ষুর শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

(ড)। ছন্দোনির্ণয়ঃ।

তচ্ছন্দো যদি ন জ্ঞাতং স্বচ্ছন্দো যেন খেলতি।
যন্নস্তজভমোপেতৈশ্ছন্দোভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১

অন্বয়—যেন স্বচ্ছন্দঃ (সন্) খেলতি, তৎ ছন্দঃ যদি ন জ্ঞাতং (তর্হি) য-র-স্-ত-জ-ভ্-ন-মোপেতৈঃ ছন্দোভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ?

(জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের নিকট সুবিদিত) যে "ছন্দঃ" (স্বাভাবিক ব্যবহাররূপ সহজাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা "স্বচ্ছন্দ" ভাবে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই "ছন্দঃই" যদি জানা না গেল, তবে 'য', 'র', 'স,' 'ত,' 'জ,' 'ভ,' 'ন' ও 'ম' নামক গণনির্ম্মিত ছন্দঃ লইয়া কি হইবে।

[এই সকল গণের প্রত্যেকটিই তিন তিন বর্ণ নির্ম্মিত। য, র ও ত গণের যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য বর্ণ, লঘু, ভ, জ ও স গণের যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য বর্ণ গুরু এবং য গণের তিন বর্ণ ই গুরু, ও ন গণের তিন বর্ণ ই লঘু।]

ছন্দঃ শাস্ত্র মুমুক্ষু জনের নিকট আদরণীয় নহে।

(চ)। জ্যোতিষনির্ণয়ঃ।

জ্যোতিষা যেন সূর্য্যাদি জ্যোতির্ভাতি ন বেত্তি তৎ।
যদি যেন তদা তেন জ্যোতিগ্রন্থেন কিং কৃতম্॥

অন্বয়—যেন জ্যোতিষা সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ ভাতি, যদি তৎ ন বেত্তি, তদা (তর্হি), তেন জ্যোতির্গ্রন্থেন কিং কৃতম্ ?

জ্ঞানিজনপ্রত্যক্ষ যে স্বয়ংপ্রকাশ চিদ্রূপ জ্যোতিঃদ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ও বাগ্রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিত ও জাগ্রতকালীন ব্যবহার প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই আত্মরূপ জ্যোতিঃ যদি জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা না জানা গেল, তবে, সূর্য্যাদি লৌকিক জ্যোতিষ্ক পদার্থের গত্যাদিনিরূপণপ্রধান জ্যোতিষ শাস্ত্র কি করিতে পারিল ? কিছুই নহে। কারণ সূর্য্যাদি সকল জ্যোতিঃই আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ্য). যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ", "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ

("জ্যোতির্ব্রাহ্মণ") দ্রষ্টব্য। সেই ব্রাহ্মণে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বাক্ এই সকল জ্যোতির মধ্যে, একের অভাবে অপরদ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ প্রদর্শন করিয়া, সকল জ্যোতিরই আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ণ)। ঋগ্বেদনির্ণয়ঃ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ ব্যতীত, ধনুর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদেরও নির্ণয় করা হইয়াছে।

যঃ পরানন্দদঃ স্বাত্মা তং ত্বা বয়ং যজামহে।
ইত্যাহুতো ন বিশ্বাত্মা ঋচা হৌত্রেণ কিং তদা ॥ ১

অন্বয়—যঃ পরানন্দদঃ স্বাত্মা, তং ত্বা বয়ং যজামহে, ইতি বিশ্বাত্মা ন আহুতঃ (যদি), তদা ঋচা হৌত্রেণ কিং (ফলম্) ?

যে স্বরূপভূত আত্মা, চরম আনন্দের প্রদাতা, সেই তোমাকে ('এই' বলিতে ও 'আমার' বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তৎসমুদয়ের আহুতি দিয়া) আমরা আরাধনা করিতেছি,—এইরূপে যদি বিশ্বাত্মার প্রীতিসম্পাদন করা না হইল, তবে ঋঙ্মন্ত্রের সাহায্যে হৌত্রকর্ম্মের ফল কি ? [সমুদয় ঋগ্বেদমন্ত্রের মধ্যে, আত্মজ্ঞানরূপ ফলই মুমুক্ষুর উপাদেয়; সেইহেতু ক্ষয়িষ্ণু ফলপ্রদ কর্ম্মপ্রতিপাদক মন্ত্রসমূহ তাঁহার নিকট হেয়, ইহাই ভাবার্থ।]

(ত)। যজুর্ব্বেদনির্ণয়ঃ।

লোহিতা ধবলা কৃষ্ণা প্রজাহেতুরজা যদি।
নোপালব্ধা ব্রহ্মসত্রে যজুষাধ্বর্য্যবেণ কিম্ ॥ ১

অন্বয়—যদি ধবলা লোহিতা কৃষ্ণা প্রজাহেতুঃ অজা ব্রহ্মসত্রে ন উপালব্ধা, (তর্হি) যজুষা অধ্বর্য্যবেণ কিং (ফলম্) ?

[কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই মন্ত্রটি পঠিত হইয়া থাকে :—

অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ (চতুর্থোঽধ্যায়, ৫)

এই মন্ত্রের ভাষ্যের অনুবাদ—এক্ষণে, ছান্দোগ্যউপনিষদে, যে তেজ, অপ্ ও অন্নরূপা 'প্রকৃতির' কথা শুনা যায়, সেই প্রকৃতিকে অজাং ছাগী রূপে কল্পনা করিয়া দেখাইতেছেন। 'অজাং' (ছাগী বা জন্মরহিতা) প্রকৃতি, 'একাং'—বিশ্ব ব্যাপিয়া অখণ্ডাত্মকরূপে অবস্থিতা, 'লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং'—তেজঃ, জল ও অন্নরূপা, (তেজ সৃজন করিয়া তদবস্থা প্রাপ্তা বলিয়া লোহিতা, অপ্ বা জল সৃজন করিয়া তদবস্থাপ্রাপ্তা বলিয়া শুক্লা, এবং অন্ন বা পৃথিবী সৃজন করিয়া তদবস্থাপ্রাপ্তা বলিয়া কৃষ্ণা, এবং "বহ্বীঃ সরূপাঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্"—অনেক, লোহিত, কৃষ্ণ, শুক্ল বলিয়া, আপনারই সমানরূপ, 'প্রজা'—কারণরূপে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান, পরে প্রবিভক্তরূপে ব্যক্ত, সন্ততির উৎপাদনকারিণী, এইরূপ প্রকৃতিকে, অথবা ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া যে "দেবাত্মশক্তি"কে (শ্বে, উ, ১।৩) অখণ্ডচিদেকরসস্বভাব পরমাত্মার, স্বরূপভূত শক্তিনাম্নী মায়াকে দেখিয়াছিলেন, সেই মায়াকে ; "অজঃ হি একঃ" বিজ্ঞানাত্মা, অনাদিকামকর্ম্মদ্বারা বিনাশিত কোনও ক্ষেত্রজ্ঞ, সেই মায়াকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া, "জুষমানঃ" তন্নিমিত্ত ভোগসকল সেবন করিয়া, "অনুশেতে" সেই প্রকৃতিকে ভজনা করে, "অন্যঃ এনাং জহাতি"—আচার্য্যোপদেশের আলোকে যাহার অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে, এইরূপ অন্য (ক্ষেত্রজ্ঞ) সেই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে)।

'লোহিতা'—রক্তবর্ণা, বা রজোগুণবতী, 'ধবলা'—শুক্লা বা সত্ত্বগুণবতী, 'কৃষ্ণা'—শ্যামা বা তমোগুণবতী। 'প্রজাহেতুঃ'—মহৎ প্রভৃতি প্রকৃতি—বিকৃতিরূপ কার্য্যোৎপাদিনী জগজ্জনয়িত্রী। অজা—প্রকৃতি, মায়ারূপা বলিয়া অনুৎপন্না।

সর্ব্বযজ্ঞফলরূপ ব্রহ্মরূপ যজ্ঞে সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ছাগীকে, লৌকিক যজ্ঞে ছাগবলির ন্যায়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, যদি বলিদান দেওয়া না হইল, তবে যজুর্মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্য্যুনির্ব্বাহিত কর্ম্মের প্রয়োজন কি?

(থ)। সামবেদনির্ণয়ঃ।

ছান্দোগ্যেনোপনিষদা প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
সাম্না গীতং ন চেদ্ব্রহ্ম সামৌদ্গাত্রেণ কিং তদা॥ ১

অন্বয়—ছান্দোগ্যেন (ছান্দোগ্যাভিধয়া) উপনিষদা, প্রেমগদ্গদয়া গিরা, সাম্না ব্রহ্ম ন চেৎ গীতং, তদা সামৌদ্গাত্রেণ কিম্?

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য নামক উপনিষদের বিচার করিয়া, (অনুভূতিব্যঞ্জক) নিরতিশয় প্রীতিসহকারে, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠোচ্চারিত গীতিদ্বারা, যদি ব্রহ্ম গীত না হইলেন, তবে সামবেদোক্ত ঔদ্গাত্রনামক কর্ম্মের কি ফল হইল? কিছুই না। অতএব, অনাত্মবিষয়ক সামবেদাংশ পরিত্যাগ করিয়া, সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য ও কেনোপনিষৎই মুমুক্ষুর আশ্রয়ণীয়।

(দ)। অথর্ব্ববেদনির্ণয়ঃ।

আথর্ব্বণী ব্রহ্মবিদ্যা পিপ্পলাদমুখাচ্চ্যুতা।
চমৎকৃতা ন হৃদয়ে কিং ফলং তর্হ্যথর্ব্বভিঃ॥ ১

অন্বয়—(যদি) পিপ্পলাদমুখাৎ চ্যুতা আর্থর্ব্বণী ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ে ন চমৎকৃতা, তর্হি অথর্ব্বভিঃ কিং ফলম্ ?

[প্রশ্নোপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। পিপ্পলাদ ঋষি ছয়জন জিজ্ঞাসুর প্রতি ছয় প্রকারে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাই উক্ত উপনিষদে বর্ণিত আছে। উক্ত উপনিষদের বক্তা ঋষির নাম পিপ্পলাদ, অর্থাৎ যিনি অশ্বত্থ অথবা তৎসদৃশ ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এই নামদ্বারা তাঁহার বৈরগ্যাতিশয্যই সূচিত হইতেছে। তিনি পক্ষীর ন্যায় সংসারবৃক্ষের উৎকৃষ্ট সুপক ফলটি চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, ভাগবতবক্তা শুকের সহিত সাদৃশ্যও সূচিত হইয়াছে।]

যদি পিপ্পলাদমুখবিনির্গত, অথর্ব্ববেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা, হৃদয়ে, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া না আবির্ভূত হইল, তবে, অন্যান্য অভিচারাদি আর্থর্ব্বণ প্রয়োগে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? কিছুই নহে।

মুমুক্ষুর পক্ষে বেদ চতুষ্টয়োক্ত উপনিষদংশই গ্রহণীয়, অবশিষ্ট পরিত্যাজ্য ইহাই ভাবার্থ।

(ধ)।. আয়ুর্ব্বেদনির্ণয়ঃ।

আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের অন্তর্গত উপবেদ ; সুশ্রুতের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্বদের উপবেদ।

জ্ঞানামৃতং ন চেৎপীতমমৃতত্বং ন সাধিতম্।
মৃত্যুরেব পুনঃ প্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদো নিরর্থকঃ ॥ ১

অন্বয়—জ্ঞানামৃতং ন পীতং চেৎ, অমৃতত্বং ন সাধিতম্ ; (তর্হি) মৃত্যুঃ এব পুনঃ প্রাপ্তঃ, (অ।) আয়ুর্ব্বেদঃ নিরর্থকঃ।

গুরুমুখ হইতে মহাবাক্যশ্রবণজনিত, সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞান

অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অনুভূতি, জরামরণাদির নিবর্ত্তক বলিয়া, অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতের পানই যদি না ঘটিল, এবং তদ্দ্বারা যদি অমৃতত্ব বা ব্রহ্মভাব না সম্পাদিত হইল, এবং আবার যদি মরিতেই হইল, তবে আয়ুর্ব্বেদ নামক চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যর্থ—মুমুক্ষুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

(ন)। ধনুর্ব্বেদনির্ণয়ঃ।

ধনুর্ব্বেদ বা যুদ্ধবিদ্যা যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত উপবেদ।

প্রণবেনৈব ধনুষা প্রবোধেন শরেণ চ।
লক্ষ্যং ব্রহ্ম ন চেৎ বিদ্ধং ধনুর্ব্বেদো নিরর্থকঃ॥

অন্বয়—প্রণবেন এব ধনুষা, প্রবোধেন শরেণ চ লক্ষ্যং ব্রহ্ম চেৎ ন বিদ্ধং, (তর্হি) ধনুর্ব্বেদঃ নিরর্থকঃ।

ওঁকাররূপ ধনুর দ্বারা, এবং "এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই 'ওঁম্'—এই অক্ষরাত্মক ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক" এই মাণ্ডুক্যোপনিষদুক্ত জ্ঞানরূপ শরদ্বারা, যদি সেই দেশ, কাল, বস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য আত্মবস্তুরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা না হইল,—বুদ্ধিতে না সমারোপিত হইল, তবে সেই ধনুর্ব্বেদ ব্যর্থ।

সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপ্রয়োগাকর্ষণজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র মুমুক্ষুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

মুণ্ডকোপনিষদের ২।২।৪ মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকে লক্ষ্য করিয়া, উক্ত শ্লোক রচিত হইয়াছে। মন্ত্রটি এই—

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।"

ধনুঃ যেমন লক্ষ্যে শরের প্রবেশক, সেইরূপ ওঁকার সম্যগভ্যস্ত হইলে ব্রহ্মে প্রবেশক হয়। জীব হইতেছে সেই শর। ব্রহ্ম সেই জীবরূপ শরের লক্ষ্য। বেদবিদ্গণ এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

(প)। গান্ধর্ব্ববেদনির্ণয়ঃ।

গান্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীতবিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত উপবেদ।

আত্মা কলেন গীতেন গান্ধর্ব্বেণ স্বরেণ হি।
ন চেদ্‌গন্ধর্ব্ববদ্‌গীতো গান্ধর্ব্বেণ কৃতং কিমু॥

অন্বয়—গান্ধর্ব্বেণ স্বরেণ কলেন গীতেন হি আত্মা গন্ধর্ব্ববৎ ন গীতঃ চেৎ, (তর্হি) গান্ধর্ব্বেণ কিমু কৃতম্?

গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনিসুলভ গান্ধার গ্রামে (এবং মনুষ্যাদি-লভ্য নিষাদাদি স্বরে), ললিতপদাবলীযুক্ত সঙ্গীতসংযোগে, সচ্চিদানন্দলক্ষণ ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মবিষয়ে যদি গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় গান করা না হইল, তবে গান্ধর্ব্ববেদাভ্যাস করিয়া কি হইল? কিছুই নহে।

(ফ)। অর্থশাস্ত্রনির্ণয়ঃ।

অর্থশাস্ত্র—অর্থনীতি, Political Economy ও Politics; গ্রন্থকার ইহাকে অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত উপবেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যাই অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত উপবেদ বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে।

অনর্থাঃ সর্ব্ব এবার্থাঃ সদর্থঃ পরমার্থদৃক্।
পরমার্থো ন লব্ধ শ্চেদর্থশাস্ত্রং নিরর্থকম্॥ ১

অন্বয়—সর্ব্বে অর্থাঃ অনর্থাঃ এব। পরমার্থদৃক্ সদর্থঃ। (সঃ) পরমার্থঃ ন লব্ধঃ চেৎ, (তর্হি) অর্থশাস্ত্রং নিরর্থকম্।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক অর্থত্রয়কে, দুঃখাস্পদ বলিয়া, অনর্থ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কার্য্যকারণরহিত আত্মবিষয়ক জ্ঞানই সুখরূপ বলিয়া পরমার্থ। অর্থ শাস্ত্রের আলোচনায়, যদি সেই পরমার্থের লাভই না ঘটিল, তবে সেই অর্থশাস্ত্রকে নিরর্থক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

৩৫(৩৩)। সায়ংসন্ধ্যানির্ণয়ঃ।

ইত্থং জ্ঞানবিনোদেন বেদশাস্ত্রকুতূহলৈঃ।
দিবসং সকলং যাতং সায়ংসন্ধ্যা সমাগতা॥ ১

অন্বয়—ইত্থং বেদশাস্ত্রকুতূহলৈঃ জ্ঞানবিনোদেন সকলং দিবসং যাতং (ততঃ) সায়ংসন্ধ্যা সমাগতা।

এইরূপে, বেদাদিশাস্ত্রকৌতুকে, জ্ঞানচর্চ্চায় চিত্তবিনোদন করিয়া, দিন কাটিয়া গেলে, সায়ংসন্ধ্যা করিবার সময় উপস্থিত হইল।

এবমেব কিয়ৎকালং ব্যবহারাবলোকিনঃ।
পুনঃ সমাধৌ সন্ধানং সায়ংসন্ধ্যা হি সা স্মৃতা॥ ২

অন্বয়—এবম্ এব কিয়ৎকালং ব্যবহারাবলোকিনঃ (মুনেঃ) পুনঃ সমাধৌ (যৎ) সন্ধানং, সা হি সায়ংসন্ধ্যা স্মৃতা (মুনিভিঃ)।

বর্ণিত প্রকারেই কিয়ৎক্ষণ ব্যবহার অবলোকন করিয়া, মুনি আবার যে সমাধিবিষয়ক অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, (মুনিগণের মতে) তাহাই তাঁহার সায়ংসন্ধ্যা, কেননা পূর্ব্বোক্ত ব্যবহাররূপ দিনের এবং সমাধিরূপ রাত্রির সন্ধিতে, সেই অনুসন্ধান আরম্ভ হয়।

৩৫(৩৪)। নিশাব্যবহারনির্ণয়ঃ।

যাতেঽথ ব্যবহারনাম্নি দিবসে ভুক্তে চ সন্ধ্যামুখে
জাতায়াং নিশি নিশ্চলেন মনসা দত্ত্বা কপাটার্গলাঃ।
পীত্বা সম্প্রতি শুদ্ধবোধমধুরং ক্ষীরং যথেষ্টং যুবা
পর্য্যঙ্কে সুসমাধিনামনি মুহুঃ কাঞ্চিদ্ভুনক্তি প্রিয়াম্॥

অন্বয়—ব্যবহারনাম্নি দিবসে যাতে (সতি), অথ সন্ধ্যামুখে ভুক্তে (সতি) চ, নিশি জাতায়াং (সত্যাং), নিশ্চলেন মনসা কপাটার্গলাঃ দত্ত্বা,

সম্প্রতি শুদ্ধবোধমধুরং ক্ষীরং যথেষ্টং পীত্বা, যুবা সুসমাধিনামনি পর্য্যঙ্কে কাঞ্চিৎ প্রিয়াং মুহুঃ ভুনক্তি।

পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানিব্যবহার নামক দিন, (উদাসীনভাবে) যাপন করিয়া, বর্ণিতরূপে, সায়ংসন্ধ্যায় সমাধিসংস্কারাধানের আনন্দ উপভোগ করিয়া, (এইরূপে সায়ংভোজন সমাপ্ত করিয়া), ব্যবহারযোগ্য পদার্থের অস্ফুরণরূপ রাত্রি (বা সমাধি) উপস্থিত হইলে, স্থিরচিত্তে, ইন্দ্রিয়কপাটের প্রত্যাহাররূপ অর্গলপ্রদান করিয়া, (শয়নকালিক বৈদ্যকানুমোদিত পৌষ্টিক) মধুর দুগ্ধ আতৃপ্তি পান করিয়া অর্থাৎ শুদ্ধাত্মস্বরূপ সুখ যথেষ্ট উপভোগপূর্ব্বক, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তিটিকেও আত্মাতে বিলীন করিয়া, সেই যুবা—আত্মার স্থৈর্য্যোৎসাহশক্তিমান্ মুনি—নির্ব্বিকল্প সমাধি নামক পর্য্যঙ্কে, এক অনির্ব্বচনীয় সুখরূপা নারীকে, অবিচ্ছেদে উপভোগ করেন। সেই নারী বা আত্মার সচ্চিদানন্দরূপা শক্তি অনির্ব্বচনীয়া, কেননা, শক্তিমান্ আত্মা হইতে, সেইশক্তি একই কালে অভিন্না ও ভিন্না।

তন্বঙ্গীং তরুণীং বিলাসরসিকাং চিত্তে চমৎকারিণীম্
জাতে প্রেমণি নিত্যমেব সুখদামানন্দলীলাময়ীম্।
খেলন্তীমুরসি প্রিয়াং নিজকলামালিঙ্গ্যতৎসঙ্গমা
দ্ভোগীন্দ্রত্বমুপাগতঃ সুখনিধি যোগীন্দ্রচূড়ামণিঃ ॥ ২

অন্বয়—তন্বঙ্গীং তরুণীং বিলাসরসিকাং চিত্তে চমৎকারিণীং; প্রেমনি জাতে, নিত্যম্ এব সুখদাম্, আনন্দলীলাময়ীম্, উরসি খেলন্তীম্, নিজকলাম্ প্রিয়াং আলিঙ্গ্য, তৎসঙ্গমাৎ ভোগীন্দ্রত্বম্ উপাগতঃ অপি স যোগীন্দ্রচূড়ামণিঃ ভবতি, (যতঃ) সঃ সুখনিধিঃ।

আত্মার সেই সচ্চিদানন্দরূপা মায়াশক্তি, তন্বঙ্গী যুবতী সদৃশা, কেননা তাঁহার আকার বুদ্ধ্যাদির অগোচর এবং তিনি আত্মপুরুষেচ্ছানুরূপ জগদুৎপাদনে এবং আত্মসুখানুভবে সমর্থা। তিনি 'বিলাসরসিকা'

কেননা, প্রপঞ্চ রচনা করিতে, আবার প্রপঞ্চ লয় করিয়া আত্মরূপ ধরিতে, বড়ই প্রীতিমতী। তিনি 'চিত্তে চমৎকারিণী' কেননা, তিনি পুরুষের উপাধিস্বরূপ বুদ্ধিতে চিদাভাসরূপ ধরিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কিন্তু আত্ম-চৈতন্যরূপা। (সেই মায়াশক্তিকে জ্ঞানহীন জীব সর্ব্বদুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে বটে, কিন্তু) যখন তাঁহাতে আত্মপুরুষের জন্য অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তখন তিনি সর্ব্বদাই আনন্দদায়িনী। তখন তাঁহাকে কেবল সুখরূপলীলাপ্রসক্তা বলিয়া অনুভব করা যায়। তাঁহাকে পুরুষের বক্ষে ক্রীড়ারতারূপে দেখা যায়, কেননা, তিনি আত্মপুরুষের একাংশে সেই জগন্নির্ম্মাণক্রীড়া করিয়া থাকেন ("একাংশেন স্থিতং জগৎ")। সেই মুনীন্দ্র আপনারই অংশরূপা, প্রিয়া, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়াশক্তিকে, আলিঙ্গন করিয়া তদ্দ্বারা, (লৌকিকদৃষ্টিতে) সমালিঙ্গিত থাকিয়া চরমবিলাসীর রূপ ধারণ করিলেও, তিনি যোগীন্দ্রচূড়ামণি অর্থাৎ যাঁহারা জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই-হেতু যাঁহাদিগের নিকট জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত,—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত,— তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি ব্রহ্মা হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই আধারভূত শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। তিনি একাধারেই যোগীন্দ্র ও ভোগীন্দ্র, তাহার কারণ এই যে তিনি 'সুখনিধি', অর্থাৎ বৈষয়িক মানুষানন্দাদির বিম্বভূত আনন্দস্বরূপ, (তৈত্তিরীয় উঃ, ২।৮), ইহাই সর্ব্বোত্তম আনন্দ। অবিদ্যাবশতঃ বিভিন্নাকারে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। (বৃহদা উ ৪।৩।৩২)।

মুনীন্দ্রদিনচর্য্যাবিচারফলনিরূপণম্।

মুনীন্দ্রদিনচর্য্যেয়ং চিন্তনীয়া দিনে দিনে।
ন চিরাচ্চিন্তনেনাস্যা নরো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ॥ ১

অন্বয়—হে শিষ্য, ইয়ং মুনীন্দ্রদিনচর্য্যা দিনে দিনে চিন্তনীয়া। অস্যাঃ চিন্তনেন নরঃ ন চিরাৎ নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ।

হে শিষ্য, এই মুনীন্দ্রদিনচর্য্যানামক প্রবন্ধের বিচার প্রতিদিনই করিবে। কারণ, যিনি নর (ন রাতি আদত্তে বিষয়ান্) অর্থাৎ বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষ, তিনি ইহার বিচার দ্বারা, অচিরে সর্ব্ব-সঙ্কল্প বর্জ্জনপূর্ব্বক, আত্মাতে স্থিরতা লাভ করিতে পারিবেন।

সাধ্যসাধনসম্বন্ধফলসংস্কারযুক্তিভিঃ।
জ্ঞাতায়াং সম্যগেতস্যাং জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ২

অন্বয়—এতস্যাং সাধ্যসাধনসম্বন্ধফলসংস্কারযুক্তিভিঃ সম্যক্ জ্ঞাতায়াং জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে।

অথণ্ডৈকরস ব্রহ্মত্বই এই প্রকরণের সাধ্যবস্তু। 'প্রাতঃশৌচাদি' নাম দ্বারা সূচিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই ইহার সাধন। তদুভয়ের সাধ্যসাধনরূপতা অথবা লক্ষ্যলক্ষকরূপতা সম্বন্ধই এস্থলে 'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ। উক্তরূপ ব্যবহারহেতু, সমাধি হইতে উত্থানসময়েও ব্রহ্মাত্মতার অবিস্মৃতিই, এই সাধনের ফল। এই প্রকরণ নিরূপিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুসন্ধানের ফলে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞানের, বাসনা বা সংস্কারই 'সংস্কার' শব্দের অর্থ। ব্রহ্মরূপ আত্মার চিত্তের স্থিরীকরণের নাম যুক্তি। এইগুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, যদি উক্ত 'মুনীন্দ্রদিনচর্য্যা' নামক প্রকরণের বিচার করা যায়, তবে বিচারণীয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ আর কিছুরই বিচার করিতে হয় না। ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য সকল বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ এই প্রকরণের বিচারফল সর্ব্বশাস্ত্রবিচারফলসদৃশ।

মুনীন্দ্রদিনচর্য্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরপি দুর্ব্বচা।
মম বাচালতাং তত্র ক্ষমতাং পার্ব্বতীপতিঃ॥ ৩

অন্বয়—ইয়ং মুনীন্দ্রদিনচর্য্যা মুনীন্দ্রৈঃ অপি দুর্ব্বচা (ভবতি), তত্র মম বাচালতাং পার্ব্বতীপতিঃ ক্ষমতাম্।

পঞ্চম্যাদি সপ্তমভূমিকাস্থিত মুনীন্দ্রগণের আহ্নিককৃত্য নিরূপণ করিতে, অতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণও সমর্থ হন না। তদ্বিষয়ে আমার (এই উদ্যম), বাচালতামাত্র। পার্ব্বতীপতি তাহা ক্ষমা করুন।

৩৬। নিরঞ্জনপঞ্চাশৎকম্।

আত্মার অলিপ্ততা বা সর্ব্বধর্ম্মপরিশূন্যতা যাহাতে মুমুক্ষুজনের অনুভব-গোচর হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই প্রকরণ রচিত হইয়াছে। 'অঞ্জন' শব্দের অর্থ উপাধি বা মায়া, কারণ তাহাই সকল সম্বন্ধের কারণ, সুতরাং 'নিরঞ্জন' শব্দের অর্থ নিরুপাধিক।

যত্র প্রমাণং বেদান্তা অনুভূতিস্তথা সতাম্।
দেবো নিরঞ্জনঃ সোঽয়ং বোধসারে নিরূপ্যতে॥ ১

অন্বয়—যত্র (দেবে) বেদান্তাঃ, তথা সতাম্ অনুভূতিঃ প্রমাণং, সঃ অয়ং নিরঞ্জনঃ দেবঃ বোধসারে নিরূপ্যতে।

যে চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বে উপনিষদাদির বাক্যসমূহ এবং জীবন্মুক্তগণের অনুভূতিই প্রমাণ, সেই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মাকে বিবিধ উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া, এই প্রকরণে প্রদর্শন করা হইতেছে। কারণ, তদ্দ্বারা আত্মা মুমুক্ষুজনের অনুভবগোচর হইতে পারিবে।

---

* মূলের পাঠ "ক্ষম্যতাম্"।

অহমজ্ঞো ন জানামি মামহং কোঽহমিত্যুত।
অজ্ঞানপ্রভবো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ২

অন্বয়—অহং কঃ ইত্যুত মাং ন জানামি, (অতঃ) অহং অজ্ঞঃ (ইত্যনুভবরূপঃ) ভাবঃ অজ্ঞানপ্রভবঃ (অস্তি), আত্মা নিরঞ্জনঃ (অতএব) শুদ্ধঃ (এবং সর্ব্বদা চিন্তনীয়ম্)।

আমি অর্থাৎ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চিদাভাস, কে? অর্থাৎ আমি চিদ্রূপ বা অচিদ্রূপ, সসঙ্গ বা নিঃসঙ্গ, জীব অথবা ব্রহ্ম—এইরূপে আপনাকে জানিনা; অতএব 'আমি অ-জ্ঞানী', এই প্রকার অনুভবরূপ পদার্থ অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন। আত্মা অজ্ঞানের এবং তজ্জনিত অহঙ্কারের প্রকাশক বলিয়া, তদুভয় হইতে ভিন্ন, এবং আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া, অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ উপাধি, আত্মায় অসম্ভব। এইহেতু আত্মা নিরঞ্জন বা নিরুপাধিক এবং সেইহেতু, শুদ্ধ অবিদ্যামলরহিত; সুতরাং অবিদ্যার সাক্ষিত্বও আত্মায় নাই। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

যদিয়ং ব্রহ্মবিষয়া জীবস্য ধ্যেয়তামতিঃ।
স হি ভ্রান্তিময়ো ভাবঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৩

অন্বয়—জীবস্য যৎ ইয়ং ব্রহ্মবিষয়া ধ্যেয়তামতিঃ, সঃ ভাবঃ হি ভ্রান্তিময়ঃ, আত্মা নিরঞ্জনঃ (অতঃ) শুদ্ধঃ (অস্তি)।

ব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় হন—জীবের এইরূপ নিশ্চয়রূপা বৃত্তি, কেবল ভ্রান্তিময় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেননা, সেই বৃত্তি সাক্ষিপ্রকাশ্য, সাক্ষী বা ব্রহ্ম, সেই বৃত্তির প্রকাশ্য নহেন; ব্রহ্মকে সেই বৃত্তির বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা, সুতরাং ভ্রম। জীবাত্মা, যাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—উক্ত ভ্রান্তিরূপ উপাধিনির্ম্মুক্ত, অতএব শুদ্ধ, অর্থাৎ ভ্রান্তিসাক্ষিতারূপ মলও তাহাতে নাই।

ত্রিভির্গুণৈর্নিবদ্ধোঽহং সংসারে সংসরাম্যহম্।
ইত্যাদ্যাঃ প্রাকৃতা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪

অন্বয়—অহং ত্রিভিঃ গুণৈঃ নিবদ্ধঃ, অহং সংসারে সংসরামি, ইত্যাদ্যাঃ ভাবাঃ প্রাকৃতাঃ

আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জীবাত্মা হইয়াও, অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে 'আমি' নামক বৃত্তিরূপে, অন্তঃকরণের বিষয় হইয়া প্রতীয়মান হইতেছি। সেই আমি, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছি, (সেইহেতু, কখন আপনাকে জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, বিরক্ত মুমুক্ষু ইত্যাদি, কখন কামী, কর্ত্তা, লোভী ইত্যাদি, কখনও বা ক্রোধী স্তব্ধ, ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি)। এইহেতু, অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, জন্ম মরণাদি অনুভব করিতেছি। এই সকল ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্য। আত্মা একেবারে গুণ ও গুণনির্ম্মিত উপাধিরহিত। সেইহেতু, শুদ্ধ অর্থাৎ তৎসাক্ষিতারূপ মলরহিত।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্।
অন্তঃকরণজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৫

অন্বয়—মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চিত্তং চ ইতি যৎ চতুষ্টয়ম্ (অস্তি, তে) অন্তঃকরণজাঃ ভাবাঃ * *।

সঙ্কল্পবিকল্পরূপা অন্তঃকরণবৃত্তি, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, তদুভয়ের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যপ্রতীতিরূপা অন্তঃকরণবৃত্তি, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তি—এইরূপ যে ভাবচতুষ্টয় রহিয়াছে, তাহারা, পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণভাগের কার্য্যরূপ অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন। আত্মা উক্ত উপাধিচতুষ্টয়রহিত, অতএব তৎসাক্ষিত্বরূপ মলরহিত।

যচ্চ সঙ্কল্প্যতে পূর্ব্বং সঙ্কল্প্য চ বিকল্প্যতে।
এতে মনোভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৬

অন্বয়—যৎ চ পূর্ব্বং সঙ্কল্প্যতে, সঙ্কল্প্য চ বিকল্প্যতে, এতে ভাবাঃ মনোভবাঃ, * * *।

এই যে প্রথমে একটি সঙ্কল্প উঠিল—'ইহা এই' বলিয়া গৃহীত হইল,—পরে, আবার তাহাই বিপরীতরূপে গৃহীত হইল, এই সঙ্কল্পবিকল্পরূপ বিকারসমূহ, মননামক অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই সকল উপাধি বিবর্জ্জিত, এইহেতু তৎসাক্ষিত্বরূপ মলরহিত।

ইদমিত্থমিদং নেত্থমিতি নিশ্চীয়তে তু যৎ।
স হি বুদ্ধিময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৭

অন্বয়—ইদং ইত্থম্ ইদং ন ইত্থম্ ইতি তু যৎ নিশ্চীয়তে, সঃ ভাবঃ হি বুদ্ধিময়ঃ * *।

এই যে সম্মুখবর্ত্তী ঘট, ইহা ঘটই বটে; এই যে সম্মুখবর্ত্তী সর্প, ইহা সর্প নহে, রজ্জু; এইরূপ যে নিশ্চয় হয়, তাহা বুদ্ধিজনিত বিকার। আত্মা, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ উপাধিবর্জ্জিত; এইহেতু তৎসাক্ষিত্বরূপ-মলরহিত।

জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববধ্যঘাতকতাদয়ঃ।
অহঙ্কারভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৮

অন্বয়—জ্ঞত্ব-কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বধ্য-ঘাতকাদয়ঃ ভাবাঃ অহঙ্কার ভবাঃ * * *।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বের অভিমান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বের অভিমান, এই দুই অভিমান বিজ্ঞানময়কোশের সহিত তাদাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়। 'আমি ভোক্তা' এইরূপে অভিমান আনন্দময়

কোশের সহিত তাদাত্ম্যজনিত। 'আমি বধ্য' এইরূপে অভিমান, স্থূল শরীরের সহিত তাদাত্ম্য হইতে উৎপন্ন। এই সকল অভিমান, এবং 'আমি ঘাতক' এইরূপ, ও অন্যান্য অভিমানরূপ বিকার, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা, অহঙ্কার ও তদ্বৃত্তিরূপ উপাধিরহিত, সেইহেতু, উক্ত উপাধির সাক্ষীও নহেন, সুতরাং আত্মা শুদ্ধ।

স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতস্য প্রত্যভিজ্ঞা চ তাদৃশী।
এতে চিত্তভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৯

অন্বয়—পূর্ব্বানুভূতস্য স্মৃতিঃ, তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞাচ, এতে ভাবাঃ চিত্তভবাঃ * *।

যে পদার্থ পূর্ব্বে অনুভবগোচর হইয়াছে, তাহার স্মৃতি বা উদ্ভূত সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান, এবং সেইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি বা 'সেই হস্তী এই' এইরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামগ্রী সহিত সংস্কারজন্য জ্ঞান, (ও অনুভব নামক বৃত্তি) এই সকল বিকার, চিত্ত নামক অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে উৎপন্ন। আত্মা, চিত্ত ও তদ্বৃত্তিরূপ উপাধিদ্বারা অস্পৃষ্ট; অতএব তৎসমুদয়ের সাক্ষিত্বরূপ মলও আত্মাতে নাই।

যে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
অবস্থাভেদজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১০

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাঃ (সন্তি), (তে) অবস্থাভেদজাঃ ভাবাঃ (জ্ঞেয়াঃ),

ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থোপলব্ধিরূপ জাগ্রদবস্থায়, নিদ্রায় ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিতপ্রত্যয়নামক স্বপ্নে, ও ইন্দ্রিয়গণ স্বকারণাজ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হইলে, স্বকারণাজ্ঞানমাত্ররূপ সুষুপ্তাবস্থায়, যথাক্রমে জাগ্রদভিমানী বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজস, ও সুষুপ্ত্যভিমানী

প্রাজ্ঞ, এই বিকারগুলি, জাগ্রদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে উৎপন্ন। আত্মা ঐ সকল উপাধির অতীত, সেই হেতু তৎসাক্ষিস্বরূপমলদ্বারা অস্পৃষ্ট।

নিদ্রালস্যং প্রমাদশ্চ পরিমোহো বিষাদকঃ।
এতে তমোভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১১

অন্বয়—নিদ্রা, আলস্যং প্রমাদঃ পরিমোহঃ বিষাদকঃ চ এতে ভাবা তমোভবাঃ * *।

সুষুপ্তি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অনুৎসাহপূর্ব্বক উপেক্ষা, কর্ত্তব্যের অস্ফুরণ ও অকর্ত্তব্যের স্ফুরণ, হিতাহিতের অস্ফুরণ, বিপরীতাচরণজনিত অনুতাপ এই সকল বিকার তমোগুণ হইতেই উৎপন্ন হয়। আত্মা ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

শমো বিবেকঃ সৌম্যত্বং প্রকাশশ্চ প্রসন্নতা।
এতে সত্ত্বময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১২

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

শ্রবণমননাদিভিন্ন অন্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতিরূপ শান্তি, বিচার, বিক্ষেপরাহিত্য, পদার্থসমূহের যথাযথ স্ফুরণ, ক্ষোভশূন্যতাহেতু আত্মসুখের স্ফুরণ, এইগুলি সত্ত্বগুণেরই বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।)

লোভশ্চঞ্চলতাক্ষাণামারম্ভঃ কর্ম্মণামপি।
এতে রজোভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১৩

অন্বয়—লোভঃ অক্ষানাম্ চঞ্চলতা, কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অপি, এতে ভাবাঃ রজোভবাঃ * * *।

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের জন্য অতিচেষ্টা, ইন্দ্রিয়গণের অস্থৈর্য্য, বিবিধকর্ম্মে উৎসাহ, প্রভৃতি বিকারসমূহ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ শুভাশুভম্।
কর্তৃত্বভাবিতা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৪

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

প্রবর্ত্তক শাস্ত্রবাক্যরূপ বিধি, নিবর্ত্তকশাস্ত্রবাক্যরূপ নিষেধ, স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্য, স্ববর্ণাশ্রমে যাহা বিহিত হয় নাই—এইরূপ কর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম, প্রভৃতি বিকারসমূহ আত্মায় অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্ব দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

কৃতিঃ কার্য্যঞ্চ করণং তত্র চেষ্টাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
কর্ত্তৃত্বস্যানুগা ভাবাঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫

অন্বয়—সরল।

ছেদনাদিরূপ ক্রিয়া, সেই ছেদনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যাপ্ত তৃণাদিরূপ কর্ম্ম; সেই ছেদনাদি ক্রিয়াসাধন হস্তরূপ করণ, এবং সেই সকল লইয়া বিবিধপ্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার, ইত্যাদি প্রকার বিকারসকল আত্মায় অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্বকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চভূতোদ্ভবা ভাবাঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৬

অন্বয়—সরল।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী এই পঞ্চভূতেরই বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

আকাশমনিলস্তেজস্তোয়মুর্ব্বী চ পঞ্চমী।
পঞ্চভূতময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৭

অন্বয়—সরল।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী এইগুলি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতেরই বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

শ্রোত্রং ত্বঙ্ নয়নং জিহ্বা গন্ধগ্রাহশ্চ পঞ্চমঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ময়া ভাবাঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১৭

অন্বয়—সরল।

কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ বিকার; (শ্রোত্র আকাশের কার্য্য ও শব্দজ্ঞানের করণ; ত্বক্ বায়ুর কার্য্য এবং স্পর্শজ্ঞানের করণ; নেত্র তেজের কার্য্য এবং রূপজ্ঞানের করণ; জিহ্বা জলের কার্য্য এবং রসজ্ঞানের করণ; ও গন্ধগ্রাহ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথ্বীর কার্য্য এবং গন্ধজ্ঞানের করণ)। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

বাক্পাণিপাদৌ পায়ুশ্চ তথোপস্থশ্চ পঞ্চমঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ১৯

অন্বয়—সরল।

শব্দোচ্চারণক্রিয়ার করণ বাগিন্দ্রিয়, আদানত্যাগক্রিয়ার করণ হস্ত, গমনাগমন ক্রিয়ার করণ চরণ, মলত্যাগ ক্রিয়ার করণ পায়ু, মৈথুন ক্রিয়ার করণ জননেন্দ্রিয়, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

ধ্বনিবর্ণবিভেদা য আহতানাহতাদয়ঃ।
শব্দভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ২০

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধপ্রকার ধ্বনি বা অব্যক্তনাদ, এবং বর্ণ বা ব্যক্তনাদ (অসংযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণ), ভেরী প্রভৃতি যন্ত্রে আঘাত দ্বারা উৎপন্ন শব্দ, স্বতঃ উৎপন্ন শব্দ অর্থাৎ কর্ণকুহর রুদ্ধ করিলে শরীরাভ্যন্তরে যে পঞ্চভূতোদ্ভব শব্দ শুনা যায়, সেই অনাহত শব্দ, (মেঘাদিতে উৎপন্নশব্দ) ইত্যাদি শব্দ, আকাশগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ শব্দেরই ভেদ, বিকার মাত্র। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ।
স্বরভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২১

অন্বয়—সরল।

নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও ('পঞ্চম' নামক সপ্তম) এইগুলি স্বরের অর্থাৎ অব্যক্ত নাদের ভেদবিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

শীতোষ্ণমৃদুকাঠিন্য তীক্ষ্ণরূক্ষাদিভেদতঃ।
স্পর্শভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২২

অন্বয়—স্পষ্ট।

শীত, উষ্ণ, মৃদু, কঠিন, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ ইত্যাদি বিকারসমূহ (প্রথমাস্থানে 'তস্') বায়ুর গুণ স্পর্শেরই বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

রক্তং পীতং সিতং কৃষ্ণং হরিতং চিত্রমিত্যপি।
রূপভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৩

অন্বয়—সরল।

রক্ত, পীত, শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিত, ও মিশ্রবর্ণ এইগুলি, তেজের গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, রূপেরই বিবিধ বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

কটুঃ কষায়ো মধুরো লবণোঽম্লশ্চ তিক্তকঃ।
রসভেদময়া ভাবা আত্মাশুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৪

অন্বয়—সরল।

কটু, কষায়, মধুর, লবণ, অম্ল, তিক্ত এইগুলি জলের গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, রসেরই বিবিধ বিকার। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

চিত্রাঃ পরিমলামোদসৌরভাসৌরভাদয়ঃ।
গন্ধভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৫

অন্বয়—পরিমলামোদসৌরভাসৌরভাদয়ঃ চিত্রাঃ ভাবাঃ গন্ধভেদময়াঃ। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)। অথবা 'চিত্রাপরিমলেতি' পাঠে—চিত্রগন্ধঃ ব্যঞ্জনাদীনাং, অপরিমলঃ সামান্যসুগন্ধঃ, এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিমল বা জনমনোহর গন্ধ, আমোদ বা দূরগামী গন্ধ, সৌরভ বা সুগন্ধ, অসৌরভ বা দুর্গন্ধ ইত্যাদি বিচিত্ররূপ বিকার সমূহ, পৃথিবীর গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ গন্ধেরই বিকার। সেই গন্ধ পঞ্চীকৃত হওয়াতেই বিবিধরূপ ধারণ করিয়াছে। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

জরায়ুজাণ্ডজস্বেদসম্ভবোদ্ভিজ্জকাদয়ঃ।
প্রাণিভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬

অন্বয়—সরল। পাঠান্তরে—('যোনিভেদভবাঃ ভাবাঃ')।—

গোমনুষ্যাদির ন্যায় জরায়ুজাতপ্রাণী, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় অণ্ডজ প্রাণী, যূকমৎকুণাদির ন্যায় স্বেদজাত (উষ্ণার্দ্র বস্তুজাত) প্রাণী, ও উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি বিকারসমূহ, প্রাণীরই বিকার। (অথবা উৎপত্তিকারণের ভেদ-বিকার)। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

সসুরাসুরগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোনরাদয়ঃ।
জীবজাতিময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৭

অন্বয়—স্পষ্ট।

দেবতা, অসুর, দেবগায়ক বা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস, মনুষ্য প্রভৃতি, বিকারকল্পিত দেহজাতি হইতে সমুৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

শৈববৈষ্ণবসাবিত্রশাক্তগাণপতাদয়ঃ।
ইষ্টদৈবতজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৭

অন্বয়—স্পষ্ট।

শিবোপাসক, বিষ্ণুপাসক, সূর্য্যোপাসক, শক্ত্যুপাসক, গণেশোপাসক

ইত্যাদি ভাব, উপাসকদিগের নিজ নিজ প্রিয় দেবতা হইতেই উৎপন্ন। আত্মা সেই সেই ইষ্টদেবতা ও তত্তদুপাসকরূপ উপাধিরহিত ; অতএব তত্তৎসাক্ষিত্বমলরহিত।

বাসিষ্ঠগার্গ্যশাণ্ডিল্যভার্গবাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥
গোত্রপ্রবরজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥২৯

অন্বয়—স্পষ্ট।

বাসিষ্ঠ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, ভার্গব, আঙ্গিরস, প্রভৃতি ভাব, গোত্র ও প্রবর হইতে উৎপন্ন। আত্মা সেই সেই উপাধিবর্জ্জিত। আত্মাতে সেই উপাধিসাক্ষিত্বও নাই।

পৌরাণিকশ্ছান্দসিকজ্যোতির্বিদ্ভিষগাদয়ঃ।
বিদ্যাবৃত্তিভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৩০

অন্বয়—স্পষ্ট।

পুরাণবিদ্যোপজীবী, বেদবিদ্যোপজীবী, জ্যোতিঃশাস্ত্রোপজীবী, বৈদ্যবিদ্যোপজীবী, এই সকল ভাব বিদ্যা ও জীবিকা হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

প্রাচ্যোদীচ্য প্রতীচ্যাদ্যা দাক্ষিণাত্যাদয়ঃ পরে।
যাগভেদোদ্ভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৩১

অন্বয়—স্পষ্ট।

যজ্ঞে, পূর্ব্বদিকের দ্বারাধিকারী বা প্রাচ্য, উত্তরদিকের দ্বারাধিকারী বা ঔদীচ্য, পশ্চিমদিকের দ্বারাধিকারী বা প্রতীচ্য, প্রভৃতি, এবং দক্ষিণদিকের দ্বারাধিকারী দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অপর সকল ভাব, যজ্ঞের এবং যজ্ঞনিমিত্ত দ্বারের ভেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

চিত্রকৃল্লেখকস্তক্ষা বাচকঃ পাঠকঃ পরে।
ক্রিয়াভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩২

অন্বয়—স্পষ্ট।

চিত্রকর, লেখক, সূত্রধর, বাচক, পাঠক প্রভৃতি বৃত্তিধারীর ভাব, বিবিধ প্রকার ক্রিয়ার ভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

হেমগৌরবিশালাক্ষসিংহসংহননাদয়ঃ।
কায়সৌন্দর্য্যজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৩

অন্বয়—স্পষ্ট।

সুবর্ণকান্তি, দীর্ঘনেত্র, সিংহের ন্যায় উচ্চস্কন্ধ ও উচ্চবক্ষস্ক কিম্বা বলিষ্ঠ, প্রভৃতি ভাব দেহসৌন্দয্য হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

মূকান্ধ পঙ্গুবধির কাণ কঞ্জাক্ষকাদয়ঃ।
কায়বৈরূপ্যজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৪

অন্বয়—স্পষ্ট।

বাক্‌শক্তিহীন, উভয় চক্ষুহীন, পাদরহিত, শ্রোত্রহীন, একনেত্রহীন, বিড়ালাক্ষ, (কেকর বা তির্য্যক্‌নেত্র, কুব্জ) প্রভৃতির ভাব শরীর বিরূপতার ভেদমাত্র। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

পাতালং বসুধা স্বর্গো মহস্তপোজনাদয়ঃ।
লোক ভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—স্পষ্ট।

পাতাল, নরলোক, দেবলোক, মহর্লোক, তপোলোক, জনলোক, (গোলোক প্রভৃতি), লোকভেদ, বিকারমাত্র। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহার্ক্ষহরিণপ্লবগাদয়ঃ।
পশুভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৩৬

অন্বয়—স্পষ্ট।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ভল্লুক, হরিণ, বানর প্রভৃতি, পশুত্বের ভেদ, বিকারমাত্র। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাদয়ঃ পরে।
ধাতুভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥৩৭

অন্বয়—স্পষ্ট।

চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, চর্ব্বি, হাড়, মজ্জা, শুক্র, ইত্যাদি, ও সেইরূপ অপরাপর ভাব, ধাতুভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

প্রাণাপানসমানাশ্চোদানব্যানৌ চ পঞ্চ তে।
প্রাণভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৩৮

অন্বয়—স্পষ্ট।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি ভাব প্রাণভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
উপপ্রাণময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥৩৯

অন্বয়—স্পষ্ট।

নাগ নামক নেত্রোন্মীলনকর বায়ু, কূর্ম্ম নামক নিমীলনকর বায়ু, কৃকর নামক ক্ষুৎকর বায়ু, দেবদত্ত নামক জৃম্ভনকরবায়ু, ধনঞ্জয় নামক পোষণকর বায়ু (যাহা মৃত শরীরেও বিদ্যমান থাকে)—এই ভাবগুলি উপপ্রাণভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

জ্বরাপস্মারকুষ্ঠানি বাতপিত্তকফাদয়ঃ।
ধাতুবৈষম্যজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪০

অন্বয়—স্পষ্ট।

জ্বর, মূর্চ্ছারোগ (মৃগী), কুষ্ঠ, বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি ভাব ধাতু-বৈষম্য হইতে উৎপন্ন হয়। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

পিঙ্গলেড়া সুষুম্না চ গান্ধারী হস্তিকাদয়ঃ ॥
নাড়ীভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪১

অন্বয়—স্পষ্ট।

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিকা প্রভৃতি ভাব নাড়ীভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

উৎক্রান্তিগত্যাগতয়ো যা স্বর্গনরকপ্রদাঃ।
লিঙ্গভেদোদ্ভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪২

অন্বয়—যাঃ স্বর্গনরকপ্রদাঃ উৎক্রান্তিগত্যাগতয়ঃ, তে লিঙ্গভেদোদ্ভবাঃ ভাবাঃ ; (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

উদানবায়ুকে আশ্রয় করিয়া শরীরপরিত্যাগের উপক্রম, লোকান্তরাভিমুখে গমন, নরকে বা ইহলোকে আগমন, ইত্যাদি যে সকল স্বর্গসুখপ্রদ বা নরকদুঃখপ্রদ ভাব আছে, তাহারা লিঙ্গশরীরের বিবিধ অবস্থা হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের উদ্রেকবশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য অন্য অবস্থা গ্রহণজনিত। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র ইত্যেবমাদয়ঃ।
বর্ণভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪৩

অন্বয়—স্পষ্ট।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি ভাব বর্ণের অর্থাৎ গুণকৃত স্বভাবের ভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুরিতিক্রমাৎ।
আশ্রমপ্রভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৪

অন্বয়—স্পষ্ট।

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু—এই ক্রমানুবর্ত্তী ভাব সকল, আশ্রম-ভেদ হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

কাপালিকাঃ ক্ষপণকাঃ স্বেচ্ছাচারা দিগম্বরাঃ।
পাখণ্ডপ্রভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৫

অন্বয়—স্পষ্ট।

মুণ্ডমালা ও এক কর্ণে অস্থিকুণ্ডল, ইত্যাদি বেষধারী কাপালিক, পরমারণক্রিয়ারত ক্ষপণক, সন্ন্যাসধর্ম্মরহিত অথচ সন্ন্যাসবেষধারী স্বেচ্ছাচারগণ, মাধ্যমিক নামক নাস্তিক দিগম্বর, এই সকল ভাব পাখণ্ড বা বেদবাহ্য নাস্তিক ভাব হইতে উৎপন্ন। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

মমতা সম্মতা মূঢ়ৈর্ন মতা সমতাস্থিতৈঃ।
সোপ্যহন্তাভবো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—মমতা মূঢ়ৈঃ (মূঢ়ানাং) সম্মতা, সমতাস্থিতৈঃ (-স্থিতিনাং) ন মতা, সঃ (মমত্বেষ্টীকরণানিষ্টীকরণরূপঃ) অপি ভাবঃ অহন্তাভবঃ; (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

মমতা মূর্খদিগের অভীষ্ট, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনীয় নহে। সেই মমতার অঙ্গীকার ও পরিত্যাগ-রূপ ভাব, অহন্তা অর্থাৎ অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন। অন্তরাত্মা মমতা-মমত্বসাক্ষী উক্ত উপাধিদ্বয়বিবর্জ্জিত; সেই হেতু শুদ্ধ; এবং শুদ্ধ বলিয়া, সেই সাক্ষিত্বরূপ মলদ্বারা অস্পৃষ্ট।

অহন্তাममতে ধীমন্নুভে মাতৃসুতে অপি।
তে পরস্পরকুট্টিন্যৌ তদেকামপি মা স্পৃশ ॥ ৪৭

অন্বয়—হে ধীমন্ উভে অহন্তামমতে মাতৃসুতে অপি, পরস্পরকুট্টিন্যৌ (দূতিকে স্তঃ), তৎ (তস্মাৎ) একাম্ অপি মা স্পৃশ।

হে বিবেকী শিষ্য, সেই অহন্তা ও মমতা উভয়েই পরস্পর মাতা ও সুতাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেও, উভয়েই উভয়ের কুট্টিনী বা দূতিকার কার্য্য করে, অর্থাৎ কখন অহন্তা হইতে মমতার উৎপত্তি, কখন বা মমতা হইতে অহন্তার উৎপত্তি এবং এক অপরের প্রেরিকা হয়। সেইহেতু তদুভয়ের কাহাকেও স্পর্শ (গ্রহণ) করিওনা, উভয়ই অশুচিস্বভাব, একের প্রশ্রয়ে অপরের বৃদ্ধি।

সর্ব্বে ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে যস্মিন্ ভাবে সমুদ্গতে।
সোঽপি বোধময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৪৮

অন্বয়—যস্মিন্ ভাবে সমুদ্গতে (সতি), সর্ব্বে ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে, সঃ অপি বোধময়ঃ ভাবঃ; আত্মা শুদ্ধঃ নিরঞ্জনঃ (ভবতি)।

বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ যে 'বিবৃদ্ধসত্ব' নামক বিকার সমুৎপন্ন হইলে, অপর সমস্ত বিকার বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ববিকারক্ষয়কারী বিকারও জ্ঞানময়। সেই বিবৃদ্ধসত্বের ও তাহার কার্য্যের, অর্থাৎ বোধের, সাক্ষী, হইলেও, অন্তরাত্মা সেই উপাধিদ্বয়বর্জ্জিত, এবং সেইহেতু তদুভয়ের সাক্ষিত্বমল রহিত।

যত্র বোধময়ো ভাবো নাস্তি ভাবে সমুদ্গতে।
স হি শূন্যময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৪৯

অন্বয়—যত্র ভাবে সমুদ্গতে (সতি), বোধময়ঃ ভাবঃ নাস্তি, সঃ হি শূন্যময়ঃ ভাবঃ। (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ)।

যে বিকার উৎপন্ন হইলে, সেই জ্ঞানরূপ বিকারও থাকে না (এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত জগৎও তিরোহিত হইয়া যায়), সেই বোধের ও বোধ্য জগতের অভাবরূপ বিকারকে, শূন্যময় বলিয়া বুঝিবে। সেই শূন্যসাক্ষী কূটস্থ চিন্মাত্রস্বরূপ অন্তরাত্মা, শূন্যত্বোপাধিরহিত, অতএব শুদ্ধ,—শূন্যসাক্ষিত্বমলরহিত।

(শঙ্কা)। ভাল, দেহাদি সমস্ত জগৎপদার্থ, তাহার অভাবরূপ শূন্য, এবং তদুভয়ের যে জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, সকলই যদি অনাত্মবস্তু বলিয়া নিষিদ্ধ হইল, তবে তদ্রহিত, এবং তৎ সমুদয় হইতে ভিন্ন, আত্মা, কি প্রকার? (সমাধান)—

শূন্যাশূন্যে সমে যস্মিন্ ভাবে চ সমতাং গতে।
স ভাব স্ত্বমসি প্রাজ্ঞ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ॥ ৫০

অন্বয়—যস্মিন্ সমে ভাবে, শূন্যাশূন্যে চ সমতাং গতে (ভবতঃ), সঃ ভাবঃ প্রাজ্ঞঃ। নিরঞ্জনঃ শুদ্ধঃ আত্মা যঃ, সঃ ত্বম্ অসি।

বিদ্বজ্জনপ্রত্যক্ষ, একরস, পারমার্থিক স্বরূপ, যে আত্মায়, জগতের অভাবরূপ শূন্য, এবং জগদ্ভাবরূপ অশূন্য, উভয়ই একরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেই শূন্যাশূন্য উভয়ের সাম্যের প্রকাশক ভাব বা আত্মা, প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ (প্রকৃষ্ট জ্ঞ—প্রজ্ঞ+স্বার্থে অণ্)। আত্মা, স্বয়ং সদ্রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপক, শূন্যাশূন্য ও তৎসাম্যরূপ উপাধিবিবর্জ্জিত, এবং এইহেতু শুদ্ধ—তৎ সাক্ষিত্বমলরহিত; তাহাই হইতেছ তুমি; কেননা পূর্ব্বোক্ত সকল উপাধিই তোমাদ্বারা প্রকাশ্য, বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ "নাসদাসীয় সূক্তে" ("দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে"র মৎকৃত বঙ্গানুবাদের ১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য), পরমাত্মার শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়েই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তদুভয়ের সাম্য (যাহা তদুভয়ের অপেক্ষা রাখে, তাহাও)

নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তৎসমুদয়ের প্রকাশক আত্মস্বরূপকেই পারমার্থিক বা চরমসত্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়।

নিরঞ্জনস্য দেবস্য পঞ্চশৎকবিচারতঃ।
নিরঞ্জনস্য দেবস্য নিরঞ্জনপদং ব্রজেৎ ॥ ৫১

অন্বয়—স্পষ্ট।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মবিষয়ক এই পঞ্চাশটি শ্লোকের বিচার করিলে, সেই চিন্মাত্রস্বরূপ নিরুপাধিক আত্মার স্বরূপ লাভ হয়। ইহাই এই প্রকরণবিচারের ফল।

৩৭। যমুনাষ্টকম্।

উজ্জ্বলা মধুরা শীতা পবিত্রা যমুনেব চিৎ।
বিবিচ্য দৃষ্টা হি ময়া শ্যামিকা যাত্র স ভ্রমঃ ॥ ১

অন্বয়—চিৎ যমুনা ইব উজ্জ্বলা, মধুরা, শীতা, পবিত্রা ; হি (যতঃ) সা তথা এব বিবিচ্য দৃষ্টা। অত্র যা শ্যামিকা, সঃ ভ্রমঃ।

যমুনা যেমন নির্ম্মলসলিলা, পবিত্রকারিকা, মিষ্টজলা ও শীতলা, চৈতন্যও সেইরূপ নির্ম্মলা—মায়াবিদ্যাদিমলরহিতা, পবিত্রকারিকা—রাগদ্বেষাদিমলশোধিকা, মধুরা—সুখরূপা, এবং শীতলা—তাপত্রয়-নিবর্ত্তিকা। আমি সর্ব্বোপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া, চৈতন্যকে সেইরূপেই অনুভব করিয়াছি। আর যমুনার যে নীলতা দৃষ্ট হয়, তাহা চৈতন্যে অজ্ঞানানুভবের ন্যায় ভ্রম মাত্র।

যত্ত্বং বদসি চিদ্দেবী নীরূপা তূজ্জ্বলা কথম্।
তয়া প্রক্ষালিতং পশ্যং নির্ম্মলং হৃদয়ং মম ॥ ২

অন্বয়—(হে শিষ্য), যৎ (যতঃ) ত্বং 'চিদ্দেবী নীরূপা, তু কথং

উজ্জ্বলা (স্যাৎ' ইতি) বদসি, (তর্হি, ত্বং) তয়া প্রক্ষালিতং মম নির্ম্মলং হৃদয়ং পশ্য।

হে শিষ্য, তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ, 'দেবী বা স্বয়ংপ্রকাশমানা চিৎ (চৈতন্য), সর্ব্বপ্রকারে রূপবিহীনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তিনি আবার উজ্জ্বল কি প্রকারে হইতে পারেন?'—তবে বলি, তুমি দেখ সেই চৈতন্য আমার হৃদয়কে প্রক্ষালিত করিয়া নির্ম্মল করিয়াছেন। মলিন জল অন্যের মলনিবর্ত্তিকা হয় না; সেইরূপ, চৈতন্যে মল থাকিলে, তদ্দ্বারা আমার অন্তঃকরণ কখনই নির্ম্মল হইত না।

যত্ত্বং বদসি চিদ্দেবী নীরসা মধুরা কথম্।
আস্বাদয়ন্তি তাং নিত্যং রসিকাঃ শঙ্করাদয়ঃ॥ ৩

অন্বয়—যৎ (যতঃ) 'ত্বং চিদ্দেবী নীরসা, তু কথং মধুরা (স্যাৎ', ইতি) বদসি, (তর্হি ত্বং পশ্য) শঙ্করাদয়ঃ রসিকাঃ তাং নিত্যং আস্বাদয়ন্তি।

আর যেহেতু আশঙ্কা করিতেছ, সেই চিদ্দেবী নীরসা—মধুরত্বাদি বৈষয়িকসুখবিবর্জ্জিতা, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি আবার কি প্রকারে মধুর হইতে পারেন? তবে বলি—রসজ্ঞ শঙ্কর, বিষ্ণু প্রভৃতি সেই চৈতন্যকে নিরন্তর আস্বাদন করিতেছেন। চৈতন্য মধুর না হইলে, রসিক শঙ্করাদির প্রীতির বিষয় হইত না।

যত্ত্বং বদসি চিদ্দেবী নিঃস্পর্শা শীতলা কথম্।
পশ্য তস্যাঃ প্রসাদেন গতং তাপত্রয়ং মম॥ ৪

অন্বয়—যৎ (যতঃ) ত্বং 'চিদ্দেবী নিঃস্পর্শা, কথং শীতলা স্যাৎ' (ইতি) বদসি, (তর্হি ত্বং) পশ্য, তস্যাঃ প্রসাদেন মম তাপত্রয়ং গতম্।

আর তুমি যে বলিতেছ, চিদ্দেবী স্পর্শগুণরহিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে শীতলা হইতে পারেন? তবে দেখ, সেই

চৈতন্যের আবির্ভাবরূপ অনুগ্রহে, আমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যত্ত্বং বদসি চিদ্দেবী নির্গুণা পাবনী কথম্।
তৎপবিত্রীকৃতান্ পশ্য কচদত্তশুকাদিকান্॥ ৫

অন্বয়—যৎ (যতঃ) ত্বং 'চিদ্দেবী নির্গুণা, কথং পাবনী স্যাৎ' (ইতি) বদসি, তৎ (তর্হি) ত্বং কচদত্তশুকাদিকান্ পবিত্রীকৃতান্ পশ্য।

আর তুমি যে বলিতেছ চিদ্দেবী গুণরহিতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে পবিত্রকারিণী হইতে পারেন ? তবে দেখ, বৃহস্পতির পুত্র কচ, অত্রির পুত্র দত্ত, ব্যাসের পুত্র শুক, এইরূপ আরও অনেকে সেই চৈতন্যের আবির্ভাবে পবিত্রীকৃত—মায়াবিদ্যারাগাদিমলনাশে শুদ্ধীভূত—হইয়া গিয়াছেন।

অথ শিষ্যঃ পৃচ্ছতি,—

অনন্তর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

গুরো লাক্ষণিকৈরেব কিং লক্ষয়সি লক্ষণৈঃ।
লক্ষণৈর্লক্ষয় স্বামিংস্তল্লক্ষ্যং লক্ষ্যতে যথা॥ ৬

অন্বয়—হে গুরো কিং লাক্ষণিকৈঃ এব লক্ষণৈঃ (তৎ) লক্ষয়সি ? হে স্বামিন্ তৎ লক্ষ্যং লক্ষণৈঃ লক্ষয় যথা (ময়া) লক্ষ্যতে।

হে হিতোপদেশক গুরো, 'লক্ষণা' করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, কেবল এইরূপ চিহ্নদ্বারাই কেন সেই আত্মস্বরূপ বুঝাইতেছেন ? হে স্বামিন্, সেই লক্ষ্য আত্মস্বরূপ, (সাক্ষাৎ) লক্ষণ দ্বারা বুঝান, যাহাতে (তাহা) বুঝিতে পারি। ["লক্ষণা'—"দৃগ্দৃশ্য বিবেকে"র মৎকৃত অনুবাদে ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

অত্রোত্তরম্—

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য গুরু বলিতেছেন—

লক্ষ্যে লক্ষণবল্লক্ষ্যমিহ লক্ষ্যে ন লক্ষণম্।
বিলক্ষণমিদং লক্ষ্যং লক্ষণৈবাত্র লক্ষণম্॥ ৭

অন্বয়—লক্ষ্যে লক্ষণবৎ (যথা লক্ষণানি সন্তি, তথা) ইহলক্ষ্যে লক্ষণং ন লক্ষ্যম্। ইদং লক্ষ্যং বিলক্ষণম্ অত্র লক্ষণা এব লক্ষণম্।

সাধারণতঃ লক্ষণবোধ্য বস্তুতে যেমন লক্ষণ পাওয়া যায়, সেইরূপ এই আত্মস্বরূপ লক্ষ্যে, কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ, লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ আত্মস্বরূপ, অন্য লক্ষ্যবস্তুর মত নহে; ইহা একেবারেই লক্ষণবিহীন, (যেহেতু ইহা নির্গুণ, অরূপ, স্বপ্রকাশ ইত্যাদি)। এই হেতু এস্থলে কেবল ভাগত্যাগলক্ষণাই সেই লক্ষ্য বস্তুকে—আত্মস্বরূপকে, বুঝিবার উপায়। (অন্য লক্ষ্যবস্তু পরপ্রকাশ্য বলিয়া, লক্ষণ দ্বারা বোধ্য।) (ভাগত্যাগলক্ষণা—পূর্ব্বোক্ত "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকে"র অনুবাদে ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

পয়স্যমলগম্ভীরে শ্যামিকা ভ্রান্তিরূপিণী।
ব্রহ্মণ্যমলগম্ভীরেঽপ্যবিদ্যা ভ্রান্তিরূপিণী॥ ৮

অন্বয়—অমলগম্ভীরে পয়সি শ্যামিকা ভ্রান্তিরূপিণী, অমলগম্ভীরে ব্রহ্মণি অপি অবিদ্যা ভ্রান্তিরূপিণী।

নির্ম্মল অগাধ জলে যে কালিমা দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; (অগাধতাই সেই কালিমা প্রতীতির হেতু, এবং নির্ম্মলতাই সেই কালিমার মিথ্যাত্বের প্রমাণ); সেইরূপ অমলগম্ভীর অর্থাৎ অবিদ্যাদিমলরহিত এবং অনন্ত বা দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্মে যে অজ্ঞান প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এস্থলেও

চেত্যরহিত চিন্মাত্রে অনন্ততাই অবিদ্যাপ্রতীতির হেতু, এবং নির্ম্মল স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রত্বই অবিদ্যার মিথ্যাত্বের প্রমাণ।

৩৮। শিলাধেনুষট্‌কম্‌।

অনন্তকোটিচন্দ্রাণাং চন্দ্রিকাভিঃ কৃতা কিমু।
আহ্লাদরূপিণী দৃষ্টা ময়া ধেনুঃ শিলাময়ী ॥ ১

অন্বয়—ময়া আহ্লাদরূপিণী শিলাময়ী ধেনুঃ দৃষ্টা ; সা কিমু, অনন্ত-কোটিচন্দ্রাণাং চন্দ্রিকাভিঃ কৃতা ?

[ব্রহ্ম, চেত্যরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া, জড় ও স্বচ্ছ স্ফটিকশিলা-নির্ম্মিত ধেনুর সহিত উপমিত হইয়াছেন। ধিধাতুনিষ্পন্ন ধেনুশব্দে 'সকল জগদানন্দকরী' অর্থ পাওয়া যায়। "এষ হ্যেবানন্দয়তি" (তৈ, উ, ২।৭।১) এই শ্রুতিবচনে সেই আনন্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।]

আমি যে আনন্দরূপিণী শিলাময়ী ধেনুটি দেখিয়াছি, সেটি কি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্নাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ?

ন ধাবতি ন হন্ত্যেব ন খাদতি পিবত্যপি।
স্বভাবনির্ম্মলা সেয়ং হৃষ্টিপুষ্টিমতী স্থিতা ॥ ২

অন্বয়—ন ধাবতি, ন এব হন্তি, ন খাদতি, অপি ন পিবতি, সা ইয়ং স্বভাবনির্ম্মলা, হৃষ্টিপুষ্টিমতী স্থিতা।

সেই শিলাময়ী ধেনু গমন করেন না, কেননা শ্রুতি বলেন, তিনি "অপাণিপাদ"—তিনি হস্তপাদরহিত, এবং তাঁহার গন্তব্য দেশও নাই। তিনি হনন (হত্যা) করেন না, কেননা তাঁহার হত্যার যোগ্য অন্য কেহই নাই, এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বও নাই। তিনি ভোজন করেন না, কেননা তিনি নিত্যতৃপ্তা এবং তাঁহার ভোজ্য দ্বৈতপ্রপঞ্চ আদৌ নাই। তিনি

পান করেন না, আনন্দরূপিণী বলিয়া নিত্যতৃপ্তা। সেই শিলাধেনু স্বভাবতঃ শুদ্ধা, সেইহেতু সর্ব্বদাই হৃষ্টপুষ্টিমতী হইয়া রহিয়াছেন।

বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন, বশিষ্ঠের কামধেনুর প্রতি রোমকূপ হইতে সৈন্য নিঃসৃত হইয়া বিশ্বামিত্রের দর্পচূর্ণ করিয়াছিল। আমাদের এই কামধেনুর প্রতাপ, তদপেক্ষা অনেক অধিক।

রোমরেখাসু বিভ্রান্তাস্তস্যা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
অপর্য্যন্তা স্থিতা ধেনুঃ সা কাশ্মীরশিলামযী ॥ ৩

অন্বয়—তস্যাঃ রোমরেখাসু ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ বিভ্রান্তাঃ (স্থিতাঃ)। সা কাশ্মীরশিলামযী ধেনুঃ অপর্য্যন্তা স্থিতা।

সেই শিলাধেনুর রোমকূপ সমূহে অর্থাৎ মায়াশবল ব্রহ্মসমূহে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ভ্রমণ করিতেছে অথবা ভ্রমকল্পিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কাশ্মীরশিলামযী—স্ফটিকনির্ম্মিতা—ধেনু পরিচ্ছেদরহিতা অর্থাৎ অনন্তা হইয়া রহিয়াছেন।

'সেই ধেনুটি যে স্ফটিকময়; তাহা কি প্রকারে বুঝিলেন?'—তদুত্তরে বলিতেছেন—

আয়ান্তি যান্তি ধাবন্তি নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ।
প্রতিবিম্বা জীবরূপাস্তস্যা সা তু যথা স্থিতা ॥ ৪

অন্বয়—তস্যাঃ (ধেনোঃ) জীবরূপাঃ প্রতিবিম্বাঃ, আয়ান্তি, যান্তি, ধাবন্তি, নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ, সা তু যথা (পূর্ব্বং তথাএব) স্থিতা।

সেই শিলাময়ী ধেনুর (অর্থাৎ সেই স্ফাটিকাধিষ্ঠানে আবির্ভূত) জীবাকৃতি প্রতিবিম্ব সমূহ, আসিতেছে, যাইতেছে, দৌড়িতেছে, হর্ষে নটের ন্যায় নৃত্য করিতেছে, এবং বৈষয়িক সুখলাভ হইলে, আপনাকে সুখী মনে করিয়া আবার হাস্যও করিতেছে। সেই জীবাকৃতি প্রতিবিম্বসমূহ

আবির্ভূত হইলেও অথবা তিরোহিত হইলেও, সেই শিলাধেনু পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিকারই রহিয়াছেন।

সেই পাষাণময়ী ধেনু স্থূলদৃষ্টিতে নীরস বলিয়া প্রতীত হন, কিন্তু তিনি রসরূপা।

নীরসাপি সুধামিষ্টা নির্গুণাপি প্রিয়া সতাম্‌।
নিরূপাপ্যতিকান্তা সা ময়া দৃষ্টা ন তু শ্রুতা॥ ৫

অন্বয়—সা ধেনুঃ নীরসা অপি সুধামিষ্টা, নির্গুণা অপি সতাং প্রিয়া, নীরূপা অপি অতিকান্তা, সা ময়া দৃষ্টা, ন তু শ্রুতা।

সেই ধেনু, যদ্যপি বৈষয়িকসুখবর্জ্জিত অথবা ষড়্‌বিধরসবর্জ্জিত, তথাপি স্বয়ং সুখরূপ বলিয়া অমৃতমধুর। শ্রুতি বলিতেছেন "রসো বৈ সঃ।" (তৈত্তিরীয়, উ, ২।৭।১) সেই ধেনু যদ্যপি, সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণবর্জ্জিত, অথবা সুশীলত্বাদিগুণবর্জ্জিত, তথাপি যাঁহারা তাঁহার স্বরূপনিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি পরম প্রেমের আস্পদ। কেননা শ্রুতি বলিতেছেন, "অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ।" (তৈত্তিরীয়, উ ২।৬।১) সর্ব্বদ্বৈতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বজগৎকর্ত্তা, ও সর্ব্বপ্রপঞ্চলয়ের আধারভূত, ব্রহ্ম আছেন, এইরূপে যদি কেহ জানেন, তবে ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহার সেই জ্ঞান হেতু, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে পরমার্থসদাত্মভাবাপন্ন (পরমপ্রেমাস্পদ আত্মরূপে অবস্থিত) বলিয়া মনে করেন। ইনি যদ্যপি নিরাকারা, তথাপি ইনি সুখরূপা বলিয়া অতি কমনীয়া। এই ধেনুর কথা কেবল শুনিয়াই, আমি তোমাকে উপদেশ করিতেছি না, আমি সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই, তোমাকে বলিতেছি।

বৎস তোমার কৌতূহল হইতেছে—কি প্রকারে তোমার সেই ধেনুর দুগ্ধপান ঘটিবে? শুন—

স্রবন্তীমমৃতং নিত্যং জিহ্বয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া।
বৎসঃ শিলাময়ো ভূত্বা পিব ধেনুং শিলাময়ীম্॥ ৬

অন্বয়—(হে শিষ্য ত্বং) শিলাময়ঃ বৎসঃ ভূত্বা, ব্রহ্মবিদ্যয়া জিহ্বয়া, নিত্যম্ অমৃতং স্রবন্তীং শিলাময়ীং ধেনুং পিব।

হে বৎস, তুমি শিলাসদৃশ কূটস্থ চিদ্রূপ; সেইহেতু শিলাময়ী ধেনুর বৎস হইবার যোগ্য। অতএব সেইরূপ বৎস হইয়া (অথবা শিলার ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে সমাধিনিমগ্ন হইয়া) 'আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি' এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ জিহ্বাদ্বারা,—স্বরূপসুখানুভবের কারণরূপ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা—সেই নিরন্তর অমৃতনিঃস্যন্দিনী (শিলাসমনিঃস্পন্দরূপা) ব্রহ্মধেনুর স্তন্যপান কর।

৩৭। নিদ্রাপঞ্চকম্।

সর্ব্বপ্রপঞ্চলয়ের আধার বলিয়া, ব্রহ্মই এস্থলে নিদ্রারূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ন সন্তি যস্যাং নিদ্রায়াং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ।
অবস্থাত্রয়রূপিণ্যঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জনাৎ॥ ১

অন্বয়—যস্যাং নিদ্রায়াং, সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জনাৎ অবস্থাত্রয়রূপিণ্যঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ন সন্তি;

যে নিদ্রায়, সুখদুঃখ, মানাবমান, প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বের একান্ত অভাব দেখিয়া, বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধিরূপ জাগ্রদবস্থা নাই, জাগ্রৎসংস্কারবাসনাবাসিত বুদ্ধিতে জাগ্রৎসংস্কারজনিত প্রত্যয়রূপ স্বপ্নও নাই, কিম্বা, কেবল অজ্ঞানবিষয়িণী ও অজ্ঞানাবৃত সুখবিষয়িণী, সুষুপ্তিও নাই;

গুণাতীততয়া তত্র তমোলেশো ন বিদ্যতে।
স্বয়ংপ্রকাশরূপত্বাদপ্রকাশোঽপি নাস্তি হি॥ ২

অন্বয়—তত্র (নিদ্রায়াং) গুণাতীততয়া তমোলেশঃ ন বিদ্যতে, স্বয়ংপ্রকাশরূপত্বাৎ অপ্রকাশঃ অপি নাস্তি হি ;

সেই নিদ্রা, গুণত্রয়ের অতীত বলিয়া, তাহাতে তমোগুণের লেশমাত্রও নাই, এবং তাহা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া—জ্ঞেয় না হইয়াও অপরোক্ষস্বভাব বলিয়া, তাহাতে অপ্রকাশও নাই, (কিম্বা দৃশ্যত্বও নাই) ; (সাধারণ নিদ্রায় তমোগুণেরই প্রাধান্য, এবং তাহা যে জ্ঞেয়, অর্থাৎ পরপ্রকাশ্য, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।)

যৎপ্রাপ্তয়ে মহাপুণ্যাস্তপস্যন্তি তপস্বিনঃ।
বিচারয়ন্তি বিদ্বাংসো বেদান্তবচনানি চ ॥ ৩

অন্বয়—যৎপ্রাপ্তয়ে মহাপুণ্যাঃ তপস্বিনঃ তপস্যন্তি, বিদ্বাংসঃ বেদান্তবচনানি বিচারয়ন্তি চ ;

যাঁহারা অন্তঃকরণশোধক অনেক পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইরূপ তপস্বিগণ, যে নিদ্রা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, তপঃ আদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং বিচারশীল লোকে, জীবব্রহ্মৈক্য তাৎপর্য্যাবধারণ করিবার নিমিত্ত, উপনিষদ্বচন বিচার করিয়া থাকেন ;

(ইহা দ্বারা বুঝাযায় যে, সে নিদ্রা সুলভও নহে, কিম্বা নিষ্ফলও নহে।)

সুখভোগঃ ফলং নাত্র সৈবানন্দস্বরূপিণী।
পুরুষার্থস্বরূপত্বান্ন কালক্ষেপরূপিণী ॥ ৪

অন্বয়—অত্র সুখভোগঃ ন ফলং, (যতঃ) সা এব আনন্দস্বরূপিণী ; (সা) ন কালক্ষেপরূপিণী, পুরুষার্থস্বরূপত্বাৎ।

এ নিদ্রার প্রার্থনা, সুখের অনুভবের নিমিত্ত নহে, কেননা আনন্দই এ নিদ্রার নিজরূপ ; অর্থাৎ লৌকিক নিদ্রায় যেমন অজ্ঞানাবৃত সুখের অনুভব হইয়া থাকে এবং তাহাতে অনুভবিতা, অনুভব ও অনুভাব্যরূপ

ত্রিপুটী বিদ্যমান থাকে, এবং সেইহেতু, তাহা খণ্ডিত, এবং বৃত্তির বিষয়, এবং সেই কারণে অপারমার্থিক, এই নিদ্রা সুখরূপ বলিয়া, এবং ত্রিপুটীরহিত বলিয়া, পারমার্থিক।

আর লৌকিক নিদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে যেমন বলে, "অর্দ্ধেক জনম মোর কাটানু নিদ্রায়", "আধ-জনম হম নিদে গোঁয়ায়িনু", এ নিদ্রায় সেইরূপ আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ, এই নিদ্রা পরমপুরুষার্থ-রূপ অর্থাৎ মোক্ষস্বরূপ বলিয়া, ইহা বৃথা কালক্ষেপ নহে।

সুলভা শুদ্ধবোধানাং দুর্ল্লভা বিষয়াত্মনাম্।
সহজা মাধবাদীনাং সা নিদ্রা তু মহাফলম্॥ ৫

অন্বয়—(সা নিদ্রা) শুদ্ধবোধানাং সুলভা, বিষয়াত্মনাং দুর্ল্লভা, মাধবাদীনাং সহজা, সা নিদ্রা তু মহাফলম্।

ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা, বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, যাঁহাদের শুদ্ধাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যের উপলব্ধি, হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই নিদ্রা অনায়াসলভ্য; ভোগ্যবুদ্ধিবশতঃ জগৎপদার্থে যাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট এই নিদ্রা দুর্ল্লভ। আর বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পক্ষে এই নিদ্রা স্বাভাবিক; কেননা তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া, এই নিদ্রাই তাঁহাদের প্রকৃতি; এইহেতু শাস্ত্রে এই নিদ্রা, যোগনিদ্রানামে পরিচিত। এই নিদ্রা লৌকিক নিদ্রা হইতে বিলক্ষণ। এই নিদ্রা সকল কর্ম্মের, সকল উপাসানার, এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ বলিয়া মহাফলস্বরূপা।

৪০। অনুভবনবকম্।

স্বানন্দবোধগুরুভির্গুরুভি র্নিরুক্তম্
স্বানন্দবোধঘনমেব মম স্বরূপম্।
স্বানন্দবোধঘনয়া কলয়া কয়াচিৎ
স্বানন্দবোধঘনমেব ময়ানুভূতম্॥ ১

অন্বয়—স্বানন্দবোধগুরুভিঃ গুরুভিঃ মম স্বরূপং স্বানন্দবোধঘনং (স্বঃ আত্মস্বরূপঃ যঃ আনন্দঃ তদভিন্ন যঃ বোধঃ চেত্যরহিতঃ চিন্মাত্রঃ, তেন ঘনং নিবিড়ং নিশ্ছিদ্রম্) এব নিরুক্তং (মহাবাক্যদ্বারা ভাগ-ত্যাগলক্ষণয়া উপদিষ্টম্)। স্বানন্দবোধঘনয়া কয়াচিৎ কলয়া (সত্ত্বেন অসত্ত্বেন বা কেন অপি নির্দ্দেষ্টুম্ অশক্যয়া, অন্তঃকরণবৃত্ত্যা) ময়া (মম স্বরূপং) স্বানন্দবোধঘনম্ এব অনুভূতম্।

আত্মানন্দানুভববশতঃ গম্ভীরস্বভাব গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন, যে আত্মানন্দস্বরূপ নিবিড় চিন্মাত্রই আমার নিজরূপ। সেই আত্মানন্দ-বোধক অখণ্ডৈকরস এক অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা আমি অনুভব করিলাম, আত্মস্বরূপ সেইরূপই বটে।

শ্রদ্ধাভক্তিভৃতাং বিশেষবিদুষাং শিক্ষাবতাং যোগিনাম্
মিথ্যাবস্তুনি বস্তুতাং বিজহতাং ত্যাগে গতে গাঢ়তাম্।
সত্যে সত্যতয়া স্ফুরত্যবিরতং চিত্তে চমৎকারিণি
স্বৈরং স্ফূর্জ্জতি নির্ব্বিকল্পপরমানন্দস্বরূপো হরিঃ॥ ২

অন্বয়—শ্রদ্ধাভক্তিভৃতাং বিশেষবিদুষাং শিক্ষাবতাং, মিথ্যাবস্তুনি বস্তুতাং বিজহতাং যোগিনাং ত্যাগে গাঢ়তাং গতে (সতি তেষাং) চমৎ-

কারিণি চিত্তে সত্যো সত্যতয়া অবিরতং স্ফুরতি •(সতি), নির্ব্বিকল্প পরমানন্দস্বরূপঃ হরিঃ স্বৈরং স্ফূর্জ্জতি।

যাঁহারা গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে পরানুরক্তি লইয়া (১), এবং কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তরটি শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া (২), এবং (আত্মাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক) গুরুচরণ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া (৩), যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হ'ন (৪), এবং মিথ্যাভূত দ্বৈতপদার্থে সত্যতাবুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে পরিত্যাগ করেন (৫), যখন তাঁহাদের, সেই ত্যাগ বা জগতে অসত্যতাবুদ্ধি, দৃঢ় হয়, তখন তাঁহাদের বিস্ময়াক্রান্ত চিত্তে, আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু-রূপে (এবং জগৎ একান্ত অসদ্রূপে) নিরন্তর প্রকটিত হইতে থাকে, এবং সর্ব্বপ্রকার বিপরীতকল্পিতরূপপরিশূন্য নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ হরি— সর্ব্বদ্বৈতহরণশীল• আত্মস্বরূপ অদ্বৈতানন্দ, আপনাআপনিই ফুটিয়া উঠেন।

ভাবার্থ এই—শ্রদ্ধাভক্তিলাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত উপায়পঞ্চকদ্বারা অন্তঃকরণ শোধিত হইলে, স্বপ্রকাশ, নিত্যসিদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার যেন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীতি হয়; বস্তুতঃ তাহা উৎপন্ন হয় না, কেননা, স্বরূপসিদ্ধি সাধননিরপেক্ষ।

তৃষ্ণাংসংহর সংহরেন্দ্রিয়চয়ং সংহৃত্য সর্ব্বাঃ ক্রিয়া
শ্চেতঃ সংহর সংহরান্যধিষণাং খাদপ্যণুস্ত্বংভব।
•অন্তঃ সংপ্রবিশ্যাত্মধামনি মনাগাসাদিতে তৎপদে
সর্ব্বাজ্ঞানকপাটভঞ্জনপটুর্ভাবঃ স্থিরঃ স্থাস্যতি ॥৩

অন্বয়—(হে শিষ্য) ত্বং তৃষ্ণাং সংহর, ইন্দ্রিয়চয়ং সংহর, (ততঃ) সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ সংহৃত্য চেতঃ সংহর, অন্যধিষণাং সংহর, (ততঃ) ত্বং খাৎ অপি

অণুঃ ভব, ততঃ আত্মধামনি অন্তঃ সংপ্রবিশ, (ততঃ) তৎপদে মনাক্ আসাদিতে (সতি) সর্ব্বাজ্ঞানকপাটভঞ্জনপটুঃ ভাবঃ স্থিরঃ স্থাস্যতি।

হে শিষ্য, তুমি (১) তৃষ্ণা ত্যাগ কর,—প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত সকল প্রকার পদার্থেই অতৃপ্তিরূপ বৃত্তির নিরোধ কর; (২) শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার কর; (৩) তদনন্তর, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া, চিত্তের সমাধান কর; (৪) তদনন্তর সকল প্রকার দ্বৈতে সত্যতারূপা বুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া ফেল—আত্মাতেই লীন কর; আত্মসত্যতা বলেই, দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয়কর। (৫) তদনন্তর যাবতীয় মন্তব্য বিষয়ের লয় হইলে, (ধর্ম্মদ্বয়-বিশিষ্ট, অতএব স্থূল) আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হও—একরূপমাত্র হও; * (৬) তদনন্তর আত্মস্বরূপে প্রবেশ কর,—আত্মার সহিত অহঙ্কারের অভেদ নিশ্চয় কর; তদনন্তর সেই আত্মস্বরূপ ঈষন্মাত্র প্রাপ্ত হইলে, কপাট-পট্টের ন্যায় আত্মদর্শনবিরোধক, অজ্ঞানবিনাশে অত্যন্ত সমর্থ ভাব অর্থাৎ স্বরূপস্ফূর্ত্তি, নিশ্চল হইয়া থাকিয়া যাইবে।

ভাল, কোন্ উপায়ে আপনি সেই সমাধি সম্পাদন করিলেন? তবে শুন—

কিংমাং পৃচ্ছসি সাদরেণ মনসা সাধো সমাধিক্রমং
নূনং নির্গতমেব মোহতিমিরং জাতঃ প্রকাশো মহান্।
আত্মস্নেহঘনাং দশামুপগতে বোধপ্রদীপে ময়ি,
দ্রাগুড্ডীয় পতন্তু বৃত্তিনিবহা নষ্টুং পতঙ্গা ইব॥ ৪

---

* আকাশ কেবল শব্দগুণক হইলেও, অবকাশধর্ম্মক বা ব্যাপকত্তাবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 'একরূপমাত্র' অর্থাৎ 'সত্তামাত্রস্বরূপ।'

অন্বয়—হে সাধো, (ত্বং) সাদরেণ মনসা, সমাধিক্রমং মাং কিং পৃচ্ছসি? মোহতিমিরং নূনং নির্গতম্ এব, মহান্ প্রকাশঃ জাতঃ, ময়ি বোধপ্রদীপে আত্মস্নেহঘনাং দশাম্ উপগতে, বৃত্তিনিবহাঃ পতঙ্গাঃ ইব দ্রাক্ উড্ডীয়, নষ্টুং পতন্তি।

হে সমাধিসাধনেচ্ছো, তুমি চিত্তে সমাধিসাধনপ্রীতি লইয়া, কেন আমাকে, সমাধিসাধনের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিতেছ? [সমাধিসাধনে সিদ্ধিলাভ, সাধকের ইচ্ছাসাপেক্ষ; আমার কিন্তু তাহা আয়াসলব্ধ নহে, সহজসিদ্ধ। সেইহেতু সমাধিসাধনে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব তোমার জিজ্ঞাসা বৃথা। (শঙ্কা) সহজসিদ্ধ সমাধিলাভ অসম্ভব মনে হয়; কি প্রকারে তাহা ঘটে? (সমাধান) শুন] জীব ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, তদ্বিষয়ে যখন আমার অজ্ঞানান্ধকার নিঃসন্দেহরূপে বিদূরিত হইয়া গেল, এবং নিরাবরণ জ্ঞান দেখা দিল, তখন আমাতে (সাধিষ্ঠান বুদ্ধিস্থ চিদাভাসে), জ্ঞানপ্রদীপবর্ত্তিকা নিরতিশয় আত্মপ্রীতিতৈলে নিষিক্ত হইল, (চিত্তবৃত্তি স্বস্বরূপোপলব্ধিপরায়ণতারূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইল); তখন (আয়াসনাশ্য অপরাপর) বৃত্তিসমূহ অচিরে পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইবার জন্য, তাহাতে উড়িয়া পড়িল; (সুতরাং ব্রহ্মাকারা বৃত্তি আপনিই স্থিরা ও সুপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল; আমাকে আর সাধনার বলে সমাধিলাভ করিতে হইল না।)

কেন যে আমার অষ্টাঙ্গসাধনের প্রয়োজন হয় নাই, তাহা বলিতেছি—

গাঢ়ং বাস্তু বিলীনমস্তু ন ঘৃতং সাধো ঘৃতত্বাদ্গতং
চৈতন্যস্য চমৎকৃতিঃ কিল তথা চিত্তং তদেবাদ্বয়ম্॥
তস্মাচ্চিত্তলয়স্য সাধনমসৌ তত্ত্বে তু সাক্ষাৎকৃতে
প্রত্যাহারপরিশ্রমোঽপি স ময়া সন্ত্যক্ত এবাধুনা॥ ৫

অন্বয়—(হে) সাধো, ঘৃতং গাঢ়ম্ অস্তু বা বিলীনম্ অস্তু, (তৎ ঘৃতং) ঘৃতত্বাৎ ন গতং (যথা), তথা চৈতন্যস্য চমৎকৃতিঃ চিত্তং, তৎ অদ্বয়ং (চৈতন্যম্) এব ; তস্মাৎ তত্ত্বে সাক্ষাৎকৃতে তু চিত্তলয়স্য সাধনম্ সঃ অসৌ প্রত্যাহারপরিশ্রমঃ অপি, অধুনা ময়া সন্ত্যক্তঃ এব।

হে সমাধিসাধনতৎপর সাধো, ঘৃত শৈত্যযোগে ঘনীভূতই হউক বা উষ্ণতাযোগে তরলই হউক, তাহার ঘৃতত্ব ত' তিরোহিত হয় না, (তাহা ঘৃতভাব ছাড়িয়া, অন্যভাব গ্রহণ করে না, কেননা উভয় স্থলেই ঘৃতের গুণ অনুভূত হয়); তাহা যেমন, সেইরূপ, চৈতন্যের চমৎকার অর্থাৎ ঘনীভাবরূপ চিত্ত, সেই ভেদরহিত ব্রহ্মচৈতন্যই। সেইহেতু, চিত্তের পারমার্থিকরূপ (যাহা যোগীর অগোচর, তাহা) অপরোক্ষ ভাবে অনুভূত হইলে, (যোগমতে) সদ্রূপ চিত্তের লয়ের জন্য যোগদর্শন-নিরূপিত অষ্টাঙ্গসাধন, যাহা সেই প্রত্যাহারপরিশ্রম—(ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে টানাটানি) ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, (কেননা, তাহা সাধনকালে, রক্ষণকালে এবং ফলকালে, সর্ব্বদাই দুঃখরূপ), তাহা—আমি নিষ্প্রয়োজন বোধে, এখন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি।

যদি বল, সাধনাভাবে সেই সমাধিলাভ কি প্রকারে হয়? তবে বলি, সেই সমাধি, নিদ্রাদির ন্যায় একটি অবস্থা বিশেষ; তাহা নিদ্রাদির ন্যায় আপনিই আসিয়া থাকে।

জাতে বিদ্বদনুগ্রহেণ সহজানন্দাগমে সাধকৈ
রৌদাস্যেন যথা যথা পরিহৃতঃ কষ্টঃ স যোগোদ্যমঃ।
আশ্চর্য্যং ন মনীষিতাপি নিবিড়া নিদ্রা যথেয়ং বলা
দায়াত্যেব তথা তথা মুনিমতো গাঢ়ঃ সমাধিক্রমঃ॥ ৬

অন্বয়—বিদ্বদনুগ্রহেণ সহজানন্দাগমে জাতে (সতি) সাধকৈঃ সঃ যোগোদ্যমঃ কষ্টঃ ইতি ঔদাস্যেন যথা যথা পরিহৃতঃ, ন মনীষিতা অপি

নিবিড়া নিদ্রা বলাৎ আয়াতি যথা, তথা তথা, মুনিমতঃ গাঢ়ঃ সমাধিক্রমঃ (স্বয়ম্ আয়াতি) এব, (এতৎ) আশ্চর্য্যম্ (অবলোকয়)।

যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানিগণের কৃপায়, স্বাভাবিক আনন্দলাভ ঘটিলে, সাধকগণ, যাঁহারা যোগশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়াবলম্বনে, সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন সেই সাধনপ্রয়াস বৃথাক্লেশকর বুঝিয়া, তাহাতে উদাসীন হইয়া পড়েন; এবং ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে থাকেন। যেমন নিবিড় নিদ্রা অপ্রার্থিত হইলেও, বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে, সেইরূপ, তখন, সেই কপিল পতঞ্জলি প্রভৃতির আদরের বস্তু—'নিরোধ' নামক দৃঢ়সমাধি, যাহা বেদান্তিসম্মত স্বাত্মরূপসমাধির প্রাপক বা উপায় ভূত, তাহা—আপনিই ক্রমে ক্রমে (কিন্তু বলপূর্ব্বক) আসিতে থাকে। এই বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনিয়া রাখ।

(এখন সেই সহজ সমাধির উপায়, ফল সহিত বর্ণনা করিতেছেন :—)

ধ্যানামৃতার্ণব নিমগ্নসমস্তমূর্ত্ত্যা
তন্ব্যা ধিয়া নিগমিতে নিগমান্ততত্ত্বে।
আলোকিতেঽথ তটস্থধিয়াখিলেষু
ভাবেষু বোধঘনতা সহজাভ্যুপৈতি ॥ ৭

অন্বয়—ধ্যানামৃতার্ণবনিমগ্নসমস্তমূর্ত্ত্যা, (অতএব) তন্ব্যা ধিয়া নিগমান্ততত্ত্বে নিগমিতে সতি, অথ তটস্থধিয়া অখিলেষু ভাবেষু আলোকিতেষু সহজা বোধঘনতা অভ্যুপৈতি।

যে বুদ্ধিতে ধ্যান সমারূঢ় হইলে, যাবতীয় মূর্ত্তি বা জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়, সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে, বেদান্ত-প্রতিপাদিত অনারোপিত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে এবং তদনন্তর (ব্যুত্থানকালে), সেই বুদ্ধি তটস্থ বা নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন

করিয়া যাবতীয় জগৎপদার্থ দর্শন করিতে থাকিলে, স্বাভাবিক বোধঘনতা,—আত্মার প্রপঞ্চরহিত চিদ্ঘনস্বরূপতা—আপনাকে জ্ঞানঘন বলিয়া উপলব্ধি—উপস্থিত হয়।

এষা মধুমতী বিদ্যা সর্ব্বত্র মধুদর্শনাৎ।
স্বশরীরার্কবৃক্ষেঽপি দৃষ্টং যৎ পুষ্কলং মধু॥ ৮

অন্বয়—সর্ব্বত্র মধুদর্শনাৎ (হেতোঃ) এষা মধুমতী বিদ্যা; যৎপুষ্কলং মধু (ময়া) স্বশরীরার্কবৃক্ষে অপি, দৃষ্টম্।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৩।৬) মধুমতী বিদ্যা-প্রতিপাদক মন্ত্রটি এই:—"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ" ইহার অর্থ—শরীরস্থ প্রাণাপানাদি, এবং বিরাট্ শরীরস্থ আবহ, প্রবহাদি বায়ু, (ব্রহ্ম-) সুখাবহ হইয়া প্রবাহিত হউক; নদীসমূহ মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধিতৃণলতা সমূহ আমাদের নিকট মধুর রসযুক্ত হউক; রাত্রি ও দিন মধুময় হউক; পার্থিব ধূলী প্রীতিময় হউক; আমাদের পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক প্রিয় হউক; বনস্পতি,—ওষধীস্বামী চন্দ্রও আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক; সূর্য্যও মধুপূর্ণ হউক; গো—ধেনু, বাক্, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যজ্ঞ, রশ্মি ইত্যাদি—আমাদের সম্বন্ধে প্রীতিকর হউক অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মসুখ প্রকটনপূর্ব্বক প্রকাশিত হউক।

এই সহজ সমাধিতে সর্ব্বত্র উক্তরূপ মধুদর্শন বা ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, ইহাকেই সেই মধুবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, ইহার বলে আমি আকন্দগাছেও প্রভূত মধু দেখিয়াছি অর্থাৎ দুঃখদ, মরণপ্রদ, তাপহেতু, বিশীর্ণস্বভাব এই শরীরেও চরমতৃপ্তিকর ব্রহ্মসুখ, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

বিষ্ণোর্মে দর্শনং ভূয়াদেবমাসীন্মনোরথঃ।
ইদানীং কৃপয়া বিষ্ণোঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥ ৯

অন্বয়—পূর্ব্বং 'মে বিষ্ণোঃ দর্শনং ভূয়াৎ' এবং মে মনোরথঃ আসীৎ; ইদানীং, বিষ্ণোঃ কৃপয়া সর্ব্বং জগৎ বিষ্ণুময়ং (জাতম্‌)।

পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় আমার এইরূপ অভিলাষ হইয়াছিল, যেন আমার বিষ্ণুর দর্শনলাভ হয়। (তখন বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান ছিল বলিয়া, বিষয়ভোগের জন্য, কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল; ক্রমে অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে, নিষ্কামভাবে সেই সেই কর্ম্ম উপাসনাদির অনুষ্ঠান করায়, বুঝিলাম, যে বিষ্ণু ব্যাপক; তিনি সর্ব্বহিতোপদেষ্টা গুরুর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'ন,) এক্ষণে সেই গুরুমূর্ত্তি বিষ্ণুর কৃপায় (জ্ঞানলাভ করিয়া) বুঝিলাম যে সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুময়,—গুরুময় বা আত্মময়।

৪১। বিদ্বৎপ্রভাবনবকম্‌।

এই নয়টি শ্লোকে জ্ঞানিগণের প্রতাপ বর্ণনা করিতেছেন :—

অভাবো যত্র ভাবানাং স ভাবো যত্র বর্ণিতঃ।
স্বভাবসুখদং তাত প্রভাবনবকং শৃণু॥ ১

অন্বয়—(হে তাত,) যত্র (ভাবে) ভাবানাং অভাবঃ (অস্তি), সঃ ভাবঃ যত্র বর্ণিতঃ, (তৎ) স্বভাবসুখদং প্রভাবনবকং (প্রকরণং) শৃণু।

হে শিষ্য, যে বস্তুতে কার্য্যকারণরূপ জগৎপদার্থের অত্যন্তাভাব, সেই

সচ্চিদানন্দরূপ পদার্থ—আত্মা, যে প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপ-সুখের, সুখপ্রদবর্ণনাঘটিত জ্ঞানিপ্রভাববিষয়ক নবশ্লোকাত্মক প্রকরণ শ্রবণ কর।

অয়ং বিহায় কামাদীন্ ক্ষুদ্রান্ দূরগতো মুনিঃ।
পশ্যত্যপি কদাচিত্তান্ন চৈনং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ২

অন্বয়—অয়ং মুনিঃ ক্ষুদ্রান্ কামাদীন্ বিহায় দূরগতঃ (সন্) তান্ পশ্যতি, অপি চ তে এনং কদাচিৎ ন প্রাপ্নুবন্তি'।

যে জ্ঞানীর প্রতাপ বর্ণনা করিতেছি, তিনি মায়িকপদার্থ বিষয়ক তুচ্ছ কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে থাকেন বটে অর্থাৎ প্রারব্ধভোগকালে বিষয়সমূহ, ও তদ্বিষয়ক কামাদি দেখিতে থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনই আপনার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেন না। (কেন না, তিনি জানেন কামাদি, বিকার-মাত্র; সেই হেতু অসত্য; আর তিনি নিজে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ; উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব; সুতরাং কামাদি বিকারসম্বন্ধ বিবেকিপুরুষে পারমার্থিক হইতে পারে না।) প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও কামাদির সহিত সম্বন্ধবর্জ্জন জ্ঞানিপ্রতাপের পরিচয়।

ন যান্তি নূনং তজ্জ্ঞস্য সম্মুখে দ্বৈতদৃষ্টয়ঃ।
দুষ্টা দুষ্টতয়া জ্ঞাতা দর্শয়ন্তি মুখং কথম্ ॥ ৩

অন্বয়—তজ্জ্ঞস্য সম্মুখে দ্বৈতদৃষ্টয়ঃ নূনং ন যান্তি; দুষ্টাঃ দুষ্টতয়া জ্ঞাতাঃ কথং মুখং দর্শয়ন্তি?

যিনি সেই আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে, দ্বৈতদৃষ্টি আসিতেই পারে না, অর্থাৎ চিত্তে আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানরূপ বৃত্তি থাকিতে, জগদ্বিষয়ক বৃত্তি উঠিতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ করিও না। কেননা

দুষ্টকে দুষ্ট বলিয়া জানিতে পারিলে, সে, কি প্রকারে নিজমুখ দেখাইতে পারে? বিষয়সমূহ অসত্য এবং পরিণামে দুঃখপ্রদ বলিয়া বিদিত হইলে, চিত্তে আর স্থান পায় না। দ্বৈতদৃষ্টির নির্ম্মূলীকরণ জ্ঞানিপ্রভাবসাধ্য।

মায়া মায়েতি বিজ্ঞাতা সর্ব্বাকারবিকারিণী।
গতা কুত্রাপ্যনাবৃত্ত্যৈ সংস্থিতো নির্ম্মলো মুনিঃ॥ ৪

অন্বয়—সর্ব্বাকারবিকারিণী মায়া, 'মায়া' ইতি বিজ্ঞাতা কুত্র অপি অনাবৃত্ত্যৈ গতা, (অতঃ) মুনিঃ নির্ম্মলঃ সংস্থিতঃ।

মুনি, মায়াকে—জগদুৎপাদনশক্তিরূপা প্রকৃতিকে, (যাঁহাকে সত্য বা অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না) সকলপ্রকার পরিণামগ্রহণ-সমর্থা বলিয়া জানিয়াছেন,—সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন; সেইহেতু, মায়া দুষ্টা বলিয়া বিদিতা রমণীর ন্যায় কোথায় পলাইয়া গিয়াছে; আর ফিরিবে না। (মায়ার লয়স্থানও মায়ার ন্যায় অনির্ব্বচনীয়; সেই হেতু "কোথায়" বলা হইল।) এই হেতু মুনি, মায়া ও অবিদ্যামল দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মায়ানিবৃত্তি জ্ঞানির প্রতাপের নিদর্শন।

নির্জ্জিতা বিষয়া নূনং চপেটাভিশ্চ তাড়িতাঃ।
নোপসর্পন্তি তে তস্মাদস্মানেষ হনিষ্যতি॥ ৫

অন্বয়—বিষয়া নূনং (তেন জ্ঞানিনা) নির্জ্জিতাঃ, চপেটাভিঃ তাড়িতাঃ চ; তস্মাৎ তে, 'এষঃ অস্মান্ হনিষ্যতি' ইতি ন উপসর্পন্তি।

শব্দাদি বিষয়সমূহ—স্ত্রীপুত্রধনগৃহাদি—জ্ঞানীর নিকট পরাভূত হইয়া গিয়াছে, দোষদৃষ্টিরূপ চপেটাঘাত খাইয়াছে! এইহেতু, 'এই মুনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে' এই ভয়ে তাহারা আর নিকটে যায় না—চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। বিষয়াসক্তির বিলোপসাধন—ইহা জ্ঞানীরই প্রতাপ।

তৃষ্ণাং বিহায় তুচ্ছেভ্যো মুনির্নিঃশল্যতাং গতঃ।
স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা দিনানুদিনমেধতে ॥ ৬

অন্বয়—(মুনিঃ) তুচ্ছেভ্যঃ তৃষ্ণাং বিহায়, নিঃশল্যতাং গতঃ (সন্) স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা (সন্) দিনানুদিনম্ এধতে।

মুনি তুচ্ছ বিষয়সমূহে লোভবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, শরীরপ্রবিষ্ট শল্য নিষ্কাসিত হইলে, লোকে যেরূপ শান্তি অনুভব করে, সেইরূপ শান্তি অনুভব করিয়াছেন,—বিষয়বাসনার অবশিষ্ট লেশও বিদূরিত করিয়া, নির্ব্বাসন হইয়াছেন এবং স্বরূপভূত আনন্দরসের আস্বাদন করিয়া—অখণ্ডাকারাকারিতা প্রমারূপা বৃত্তি লাভ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে উত্তরোত্তর, নিজানুভবে দৃঢ়তা লাভ করিতেছেন। স্বানুভবে স্থৈর্য্যসম্পাদন—ইহা জ্ঞানীরই প্রভাব।

পূর্ব্বাং মাং বল্লভাং ত্যক্ত্বা রমতে বিদ্যয়াধুনা।
ইত্যবিদ্যা লজ্জিতেব নায়াতি মম সম্মুখম্ ॥ ৭

অন্বয়—'পূর্ব্বাং বল্লভাং মাং ত্যক্ত্বা অধুনা বিদ্যয়া (সহ এব) রমতে,' ইতি হেতোঃ অবিদ্যা লজ্জিতা ইব মম সম্মুখং ন আয়াতি।

পূর্ব্বে আমি যাঁহার প্রীতিভাজন ছিলাম, সেই মুনি, এক্ষণে আমাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যানাম্নী নারীকে লইয়া সুখে আছেন—এই ভাবিয়া, অবিদ্যা লজ্জিতা হইয়াই যেন, আমার (জ্ঞানীর) সম্মুখে আসে না—ব্রহ্মাকারা বৃত্তির গোচরীভূত হয় না। দুঃস্ত্যজা অবিদ্যার নিঃশেষরূপে বিলোপ সাধন—ইহাও জ্ঞানীর প্রভাব।

ব্রহ্ম বক্তুং ন জানাতি যথাত্যন্তজড়োজনঃ
তথৈবাত্যন্তবোধাত্মা ব্রহ্মবক্তুং ন বুধ্যতে ॥ ৮

অন্বয়—যথা অত্যন্তজড়ঃ জনঃ ব্রহ্ম বক্তুং ন জানাতি, তথা এব অত্যন্তবোধাত্মা ব্রহ্মবক্তুং ন বুধ্যতে।

যেমন অত্যন্ত মূর্খ, দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বস্তু বচন দ্বারা প্রতিপাদন করিতে জানে না, (কেননা যাহাকে মন দ্বারা জানা যায়, তাহাকেই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়;) যিনি আবার অত্যন্ত বোধাত্মা, আত্মাকারে পরিণতান্তঃকরণবৃত্তি বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, আত্মসাক্ষাৎকারিবান্, তিনিও, সেই আত্মবস্তু বচনদ্বারা নিরূপণ করিতে জানেন না; তাঁহাকে মৌনাবলম্বন দ্বারাই ব্রহ্মোপদেষ্টা হইতে হয়; [যথা—নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষদে —৭—"কিং সদিত্যাদি" অর্থ—প্রজাপতি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইত্যাদি ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] মৌনাবলম্বন করিয়াও ব্রহ্মনিরূপণসামর্থ্য—ইহা জ্ঞানীর অসাধারণ প্রভাব।

নূনমালস্যদোষো হি শক্রস্যাপি শ্রিয়ং হরেৎ।
যথা যথালসো জ্ঞানী বর্দ্ধতেসৌ তথা তথা ॥ ৯

অন্বয়—আলস্যদোষঃ হি নূনং শক্রস্য অপি শ্রিয়ং হরেৎ, অসৌ জ্ঞানী যথা যথা অলসঃ তথা তথা বর্দ্ধতে।

কর্ত্তব্যোপেক্ষারূপ যে দোষ সর্ব্বজনবিদিত, তাহা ত্রৈলোক্যরাজ্য-প্রাপ্ত ইন্দ্রেরও সম্পদ হরণ করিয়া থাকে; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, জ্ঞানী—আত্মসাক্ষাৎকারবান্, যে পরিমাণে কর্ত্তব্যোপেক্ষায় অগ্রসর হন, তিনি সেই পরিমাণে, স্বরূপস্থিতিতে দৃঢ়তালাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর এমনি প্রতাপ যে অজ্ঞানীর কার্য্যনাশক আলস্য, তাঁহার কার্য্যসাধক হইয়া যায়।

৪২। নির্ব্বাণদশকম্।

এই প্রকরণে দশটি শ্লোকে, অসাধ্যবর্ণন, নিরুপাধিক কেবলাত্মস্বরূপের বর্ণনার উত্তম করা হইয়াছে।

ন শক্যং বক্তুমেবেদং তথাপি কৃপয়া তব।
কয়াচিৎ কলয়া বৎস নির্ব্বাণদশকং ব্রুবে॥ ১

অন্বয়—ইদং বক্তুং ন শক্যম্ এব, তথাপি (হে) বৎস, তব কৃপয়া, কয়াচিৎ কলয়া নির্ব্বাণদশকং ব্রুবে।

এই নির্ব্বাণাত্মার অর্থাৎ নিরুপাধিক অখণ্ড চিন্মাত্রের স্বরূপ, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; তথাপি হে বৎস, তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, এক আত্মসাক্ষাৎকারবৃত্তির সাহায্যে, (যাহাকে সৎ, অসৎ অথবা সদসৎ ইহার কোনরূপেই নির্দ্দেশ করা যায় না) সেই নির্ব্বাণাত্ম-স্বরূপ দশটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছি।

মোহনিদ্রা ন তত্রাস্তি তেনায়ং জাগরো মহান্।
ভাবাদয়ো ন ভাসন্তে তেনায়ং নৈব জাগরঃ॥ ২

অন্বয়—তত্র মোহনিদ্রা ন অস্তি, তেন অয়ং মহান্ জাগরঃ; (তত্র) ভাবাদয়ঃ ন ভাসন্তে, তেন অয়ং জাগরঃ ন এব।

সেই নির্ব্বাণাত্মায় মোহনিদ্রা—স্বরূপ স্ফুরণের ব্যাঘাতক অজ্ঞান—নাই; সেইহেতু এই আত্মপ্রকাশ, এক অখণ্ডিত অলৌকিক জাগ্রদবস্থা; (লৌকিক জাগ্রদবস্থা নিদ্রাদি দ্বারা খণ্ডিত হয়।) সেই জাগ্রদবস্থায়, (লৌকিক জাগ্রতের ন্যায়) ঘটাদি পদার্থের সত্তা বা অসত্তা কিছুই প্রতীত হয় না; সেই হেতু, এই আত্মপ্রকাশ, জাগ্রদবস্থারূপও নহে।

অপূর্ব্বং ভাসতে বস্তু তেন স্বপ্নোয়মুত্তমঃ।
দৃশ্যং ন ভাসতে তত্র তেন স্বপ্নো ন চৈব সঃ ॥৩

অন্বয়—(তত্র) অপূর্ব্বং বস্তু ভাসতে, তেন অয়ম্ উত্তমঃ স্বপ্নঃ। তত্র দৃশ্যং ন ভাসতে তেন সঃ স্বপ্নঃ ন এব চ।

সেই নির্ব্বাণাত্মস্বরূপে, (সত্য বা অসত্য উভয়রূপে অনির্দ্দেশ্য,) চমৎকারকারি পদার্থ বা আত্মবস্তু প্রতীত হয়; সেই হেতু এই আত্মপ্রকাশ শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। আবার সেই আত্মপ্রকাশে, লৌকিক স্বপ্নের ন্যায়, ঘটাদি দৃশ্য পদার্থও প্রতীত হয় না, সেইহেতু তাহা স্বপ্নও নহে।

অভাবাৎ সা পদার্থানাং সুষুপ্তিঃ সুখরূপিণী।
ন জাড্যং ন তমস্তত্র সুষুপ্তিরপি নৈব সা ॥ ৪

অন্বয়—পদার্থানাং অভাবাৎ সা সুখরূপিণী সুষুপ্তিঃ; তত্র জাড্যং ন (অস্তি), তমঃ ন (অস্তি), অতঃ সা সুষুপ্তিঃ অপি ন এব।

সেই নির্ব্বাণাত্মপ্রকাশে নামরূপাত্মক ঘট পটাদি পদার্থ নাই, সেই হেতু তাহা সুখরূপিণী সুষুপ্তি; তাহাতে কিন্তু (লৌকিক সুষুপ্তির) জড়তা বা অজ্ঞান নাই, তাহাতে আবরণস্বরূপ তমোগুণ নাই। এই হেতু সেই আত্মস্থিতি, সুষুপ্তিও নহে।

অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তং তুরীয়মিতি কীর্ত্তিতম্।
নৈবৈকদ্বিত্রিবিজ্ঞানং তুরীয়ং কিমপেক্ষয়া ॥ ৫

অন্বয়—তৎ আত্মস্বরূপং অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তম্ ইতি তুরীয়ং কীর্ত্তিতম্। (যত্র) একদ্বিত্রিবিজ্ঞানং ন এব (অস্তি), তৎ কিমপেক্ষায়া তুরীয়ং (ভবেৎ)?

সেই আত্মস্বরূপ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত বলিয়া তুরীয় বা চতুর্থ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু যে আত্মস্বরূপে একত্ব,

দ্বিত্ব ও ত্রিত্বের অনুভব হয় না, তাহাকে কাহার সহিত গণনা করিয়া তুরীয় বা চতুর্থ বলা যাইতে পারে? সংখ্যাপূরণ অন্যসাপেক্ষ বলিয়া অদ্বৈতবস্তুতে অপ্রয়োজ্য।

জীবস্যৈতন্নিজং রূপং তেন জীবোয়মুচ্যতে।
জীবচেষ্টা ন তত্রাস্তি তেন নির্জীবতা স্ফুটা॥ ৬

অন্বয়—এতৎ জীবস্য নিজং রূপং, তেন অয়ং জীবঃ উচ্যতে। তত্র জীব-চেষ্টা ন অস্তি তেন নির্জীবতা স্ফুটা।

এই অবস্থাচতুষ্টয়প্রকাশক চৈতন্য, প্রাণাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের স্বকীয় বা পারমার্থিক রূপ। সেই হেতু, এই আত্মপ্রকাশকেই জীব বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ চেষ্টা নাই, সেইহেতু, তাহা যে জীবভাবরহিত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ব্রহ্ম চেন্নাপি তদ্ভবেৎ।
যো বেদ স তু ন ব্রূতে যো ন বেদ গিরাস্য কিম্॥

অন্বয়—তৎ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ব্রহ্ম (ভবতি ইতি) চেৎ (ব্রূষে,) তর্হি তৎ অপি ন ভবেৎ যতঃ যঃ বেদ, সঃ তু ন ব্রূতে, যঃ ন বেদ অস্য গিরা কিম্?

যদি বল, সেই আত্মপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ থাটে বলিয়া, তাহাই ব্রহ্ম; তবে বলি, তাহাও হইতে পারে না; কেননা, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপ বলিয়া, ব্রহ্ম, বাক্যের অবিষয় বলিয়া; এবং ব্রহ্মে ত্রিপুটী বাধিত বলিয়া, তিনি ব্রহ্মাদি শব্দে তাহা প্রতিপাদন করেন না। আবার যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তাঁহার বাক্য দ্বারা কি হইতে পারে? ব্রহ্মপ্রকাশ হইতে পারে না।

তস্মাচ্ছ্রুতিঃ প্রাহ সত্যমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
যথানুভূতং মুনিভিস্তথৈবেদং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অন্বয়—তস্মাৎ শ্রুতিঃ (তৎ ব্রহ্ম) অবাঙ্‌মনসগোচরম্ (ইতি যৎ) প্রাহ (তৎ) সত্যম্। মুনিভিঃ (তৎ) যথা অনুভূতং, ইদং তথা এব অত্র সংশয়ঃ ন (বিদ্যতে)।

সেইহেতু শ্রুতি যে বলিয়াছেন, যে সেই ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অবিষয়, তাহা সত্য; আর মুনিগণ সেই ব্রহ্মকে যেরূপ জানিয়াছেন, ব্রহ্ম সেইরূপই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, আমি সেইরূপই অনুভব করিয়াছি।

এতদন্তঃ সমাম্নায় এতদন্তা তপস্বিতা।
উপদেশোপ্যেতদন্ত এতদন্তা বিবেকিতা ॥ ৯

অন্বয়—সমাম্নায়ঃ এতদন্তঃ, তপস্বিতা এতদন্তা, উপদেশঃ অপি এতদন্তঃ বিবেকিতা এতদন্তা।

ইহাতেই বেদান্তগ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্যের অবসান; এই আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেই, তপোনিষ্ঠার—বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনোদ্দেশ্যে, শীতোষ্ণাদিক্লেশ-সহনের—সমাপ্তি; ইহাতেই, গুরুকৃত তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোপদেশের, অথবা উপাসনাদির উপদেশের সার্থকতালাভ; ইহাই বিচারশীল পুরুষের আত্মানাত্মবিবেচনের পরিসমাপ্তি।

শ্রোতব্যং শ্রুতিবাক্যেন সর্ব্বং ব্রহ্ম ত্বয়া শ্রুতম্।
ভবিতব্যং যদি ব্রহ্ম তর্হি ব্রহ্মৈব ভূয়তাম্ ॥ ১০

অন্বয়—(হে শিষ্য) ত্বয়া শ্রুতিবাক্যেন শ্রোতব্যং সর্ব্বং ব্রহ্ম শ্রুতম্। (অতঃ) যদি ব্রহ্ম ভবিতব্যং, তর্হি ব্রহ্ম এব ভূয়তাম্।

হে শিষ্য, যে দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য আত্মবস্তু, শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে শ্রোতব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তুমি তাহা শুনিয়াছ; অনন্তর যদি তোমাকে সেই বস্তু হইতে হয়, তবে তদ্রূপই হইয়া যাও।

৪৩। বোধদীপপঞ্চকম্।

নাধারপাত্রমাদত্তে ন চ তৈলমপেক্ষতে।
ন বর্ত্তিকামাশ্রয়তে ন ধত্তে কজ্জলং মনাক্ ॥ ১

অন্বয়—(অয়ং বোধদীপঃ) ন আধারপাত্রম্ আদত্তে, ন চ তৈলম্ অপেক্ষতে, ন বর্ত্তিকাম্ আশ্রয়তে, মনাক্ কজ্জলং ন ধত্তে।

লৌকিক দীপ যেমন, মৃণ্ময় অথবা ধাতুময় পাত্র, তৈল ও বর্ত্তিকার অপেক্ষা রাখে এবং শিখাগ্রে কজ্জল ধারণ করে, এই বোধদীপ সেইরূপ আধার পাত্র, তৈল ও বর্ত্তিকার অপেক্ষা রাখে না, এবং ঈষৎ পরিমাণেও কজ্জল ধারণ করে না।

(শঙ্কা)। ভাল, যে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ অন্তঃকরণ, শ্রুতিতে আত্মার আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই ত আধারপাত্রস্থানীয় হইতে পারে? এবং তাহা হইলে, বিষয়ানুরাগ, তৈলস্থানীয় এবং অহঙ্কার বর্ত্তিস্থানীয় হইবে।

(সমাধান)। না, এইরূপ বলিতে পার না, কেননা বোধদীপ অনারোপিত বলিয়া সত্যস্বরূপ, এবং অন্তঃকরণ আরোপিত বলিয়া মিথ্যা। তদুভয়ের আধারাধেয় ভাব পারমার্থিক নহে। আর আধারাভাবে, দীপজীবনভূত তৈল, কোথায় থাকিবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কেননা, বোধদীপ স্বতঃ স্বয়ংপ্রকাশ এবং নিত্যপূর্ণস্বরূপ; এবং অনুরাগের বিষয় ও অনুরাগ, উভয়ই মিথ্যা। সেইহেতু উক্তরূপ তৈলের অপেক্ষা

নাই। আর অহঙ্কার, কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, এবং বোধদীপ সেই অহঙ্কার-কল্পনার আধার, এবং স্বয়ং অকল্পিত বলিয়া, তদুভয়ের আশ্রয়াশ্রয়িত্ব পারমার্থিক নহে। তৈলবর্ত্তি না থাকিলে যেমন কজ্জলের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ বিষয়ানুরাগ এবং অহঙ্কার নাই বলিয়া, কজ্জল—কুৎসিত জল বা জড়—অবিদ্যা ও তৎকার্য্য,—পারমার্থিকরূপে ঈষৎ পরিমাণেও নাই।

ন তাপকর্ত্তা কস্যাপি বায়ুনা ন চ কম্পতে।
ন বিনাশমবাপ্নোতি তমঃ সর্ব্বং নিহন্তি চ॥ ২

অন্বয়—কস্য অপি তাপকর্ত্তা ন (ভবতি), বায়ুনা চ ন কম্পতে, ন বিনাশম্ অবাপ্নোতি, সর্ব্বং তমঃ চ নিহন্তি।

লৌকিক দীপের ন্যায় বোধদীপ কাহারও তাপের—দুঃখের কারণ হয় না; কারণ, ইহা সুখরূপ বলিয়া ত্রিতাপরহিত এবং তাপত্রয়-নিবর্ত্তক। ইহা লৌকিক দীপের ন্যায় বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হয় না, কেননা ইহা সদাই স্থির। লৌকিক দীপের ন্যায় ইহা নির্ব্বাপিত হয় না, কেননা, ইহা নিত্যস্বরূপ, এবং নাশসাক্ষী। (নাশসাক্ষীরও নাশ মানিতে হইলে, নাশ সাক্ষিশূন্য হইয়া, অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।) লৌকিক দীপ কেবলমাত্র গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তী অথবা একদেশবর্ত্তী তমঃ অপনোদন করিয়া থাকে; এই বোধদীপ কিন্তু ভিতরে প্রত্যক্ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান, এবং বাহিরে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞানরূপ ঘটাদিপদার্থজ্ঞান উভয়ই বিনাশ করিয়া থাকে।

একরূপাঃ প্রকাশন্তে সর্ব্বেভাবা যদর্চ্চিষা।
যদগ্রে ন প্রকাশেত চ্ছায়া মায়াস্বরূপিণী॥ ৩

অন্বয়—যদর্চ্চিষা সর্ব্বে ভাবাঃ একরূপাঃ প্রকাশন্তে, যদগ্রে মায়াস্বরূপিণী ছায়া ন প্রকাশতে।

লৌকিক দীপের আলোকে সমস্ত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন নিজ নিজ আকারে প্রকাশিত হয়; এই বোধদীপের আলোকে সমস্ত পদার্থ একরূপেই প্রকাশিত হয়। লৌকিক দীপের অগ্রে যেমন দীপচ্ছায়া পতিত হয়; এই বোধদীপের অগ্রে, জগদুৎপত্তি দেখিয়া, যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই মায়ারূপিণী ছায়া, দৃষ্ট হয় না।

যশ্চক্ষুষামবিষয়ো রূপাকারবিবর্জ্জিতঃ।
মনসোপ্যপ্রকাশ্যশ্চ রূপাকারপ্রকাশকঃ ॥২

অন্বয়—যঃ (বোধদীপঃ) রূপাকারবিবর্জ্জিতঃ, অতঃ চক্ষুষাম্ অবিষয়ঃ, মনসঃ অপি অপ্রকাশ্যঃ (কিন্তু) রূপাকারপ্রকাশকঃ।

লৌকিক দীপের ন্যায়, এই বোধদীপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, যেহেতু ইহার রূপও নাই, আকারও নাই। সেইহেতু, ইহা অন্তঃকরণ দ্বারাও প্রকাশ্য হয় না। (ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এই যে) ইহার দ্বারা রূপ ও আকৃতি প্রকাশিত হয়।

কদাচিৎ ক্বচিদেবাসৌ তাত কেনাপি হেতুনা।
প্রবর্ত্ততে বোধদীপঃ সতাং হৃদয়মন্দিরে ॥

অন্বয়—হে তাত, কদাচিৎ, কেন অপি হেতুনা, সতাং ক্বচিৎ এব হৃদয়মন্দিরে অসৌ বোধদীপঃ প্রবর্ত্ততে।

এই বোধদীপ কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য এবং ইহার সত্তা লইয়াই কালের সত্তা। ইহা সর্ব্বাধার বলিয়া আধারনিরপেক্ষ; সর্ব্বহেতু বলিয়া স্বয়ং নির্হেতুক। শুদ্ধচিত্ত সাধুগণের মধ্যে যে কাহার কাহারও বৈরাগ্যপূত বুদ্ধিতে, এই বোধদীপ প্রজ্বলিত হইয়া—বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া—সকল অন্ধকার বিদূরিত করে, তাহার কাল, পাত্র ও হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না।

৪৪। উপদেশষোড়শী।

যুক্ত্যৈব বৃত্তিভিঃ পূর্ণং রিক্তীকুরু মনোঘটম্।
ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত, ব্রহ্মণা পূরণে শ্রমঃ ॥১

অন্বয়—বৃত্তিভিঃ পূর্ণং মনোঘটং যুক্ত্যা এব রিক্তীকুরু। (হে) তাত, ব্রহ্মণঃ পূরণে কশ্চিৎ শ্রমঃ ন ভবিতা।

হে বৎস, ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ঘটকে আকাশ দ্বারা পূর্ণ করিতে যেমন কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই, সেইরূপ। তাহাতে কেবল ঘটস্থিত জল তণ্ডুলাদির নিষ্কাসনের অপেক্ষা। জগদ্বিষয়কচিন্তনরূপ বৃত্তিদ্বারা পূর্ণ মনোঘটকে, সেই বৃত্তিশূন্য করিতে পারিলেই, আপনিই ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। মনকে জাগত বৃত্তিশূন্য করিতে এইরূপ যুক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে—ঘটে ও ঘটাকার বৃত্তিতে, যথাক্রমে যে, বৃত্তির ও ঘটের ভাল মন্দ রূপে স্ফুরণ, তাহার সহিত মনের অনয়সম্বন্ধ; এবং সেই মনে তৎকালে পট এবং পটবৃত্তির ব্যতিরেক; সেইরূপ আবার, পটে ও পটাকার বৃত্তিতে, যথাক্রমে যে বৃত্তির ও পটের ভালমন্দ রূপে স্ফুরণ, তাহার সহিত মনের অন্বয় সম্বন্ধ, এবং সেই মনে তৎকালে ঘট ও ঘটবৃত্তির ব্যতিরেক। এইরূপে ব্যবহারকালে, মন অরিক্ত থাকিলেও, বুদ্ধিদ্বারা তাহার রিক্ততার অনুভব হয়।

জগদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিবার জন্য বলিতেছেন—

ত্যজ চিন্তাং মহাবুদ্ধে ভজ নিশ্চিন্ততাসুখম্।
ত্বয়ার্জ্জিতামিমাং চিন্তাং বদ কোঽন্যঃ পরিত্যজেৎ ॥২

অন্বয়—(হে) মহাবুদ্ধে, চিন্তাং ত্যজ, নিশ্চিন্ততাসুখং ভজ, ত্বয়া অর্জ্জিতাং ইমাং চিন্তাম্ অন্যঃ কঃ পরিত্যজেৎ (ইতি) বদ।

হে বিশালবুদ্ধে, তুমি বিচারপূর্ব্বক অনাত্মবস্তুর মিথ্যাত্বাবধারণ করিয়াছ ; তুমি জগদ্বিষয়ক চিন্তন পরিত্যাগ কর। তুমি নিশ্চিন্ততা—ত্রিপুটী রহিত ব্রহ্মসুখ বা বিষ্ণানন্দ—উপভোগ কর ; (তাহাই মনের জীবনোপায় হইবে।) হে বৎস, তুমি স্বয়ং যে জগদ্বিষয়ক চিন্তনবৃত্তি অর্জ্জন করিতেছ, বল অন্য কে তাহার বর্জ্জন করিবে ?

চিন্তনীয়ং ত্বয়া বস্তু চিন্তারোগস্য ভেষজম্ ।
অথ বা তাত চিন্তাখ্যং রোগমেব পরিত্যজ ॥ ৩

অন্বয়—(হে বৎস) ত্বয়া চিন্তারোগস্য ভেষজং বস্তু চিন্তনীয়ম্। অথবা (হে) তাত চিন্তাখ্যং রোগম্ এব পরিত্যজ।

বৎস, তুমি চিন্তা রোগের ঔষধ, সেই পারমার্থিক বস্তুর—ব্রহ্মের—চিন্তা কর। (তাহাই চিন্তারোগনিবৃত্তির উপায়।) যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তবে চিন্তানামক ব্যাধিকেই পরিত্যাগ কর—সর্ব্বদা অসত্য বলিয়াই নিশ্চয় কর।

চিন্তারোগ পরিত্যাগে তোমার স্বাধীনতা নাই, এরূপ মনে করিও না, কেননা—

বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্যতি সত্বরম্ ।
ঈদৃশেনাপি রোগেণ দুর্ধিয়ো মরণং গতাঃ ॥ ৪

অন্বয়—চিন্তা বর্দ্ধিতা (সতী) বর্দ্ধতে, ত্যক্তা (সতী) সত্বরং নশ্যতি, ঈদৃশেন অপি রোগেণ দুর্ধিয়ঃ মরণং গতাঃ।

চিন্তা বা জগদ্বিষয়ক স্মৃতিরূপা বৃত্তিকে বর্দ্ধিত করিলেই, বৃদ্ধি পায়। তাহাকে পরিত্যাগ করিলেই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। (চিন্তা, চেত্যবস্তু বলিয়া জড়রূপ, তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় চেতনাধীন। (ইহা সর্ব্বজন-বিদিত)। এই রোগের নিবৃত্তি, ইচ্ছাধীন হইলেও এই রোগেই

মন্দবুদ্ধি (বিষয়বিদূষিতমতি) লোকে মরিয়া থাকে,—অসদাকার দেহাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখভোগ করিয়া থাকে। প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পথ দেখিয়াও, ধনপুত্রবস্ত্রাদি লোভে, লোকে যেমন সে গৃহেই পুড়িয়া মরে, সেইরূপ।

কর্কশা কলহা কৃত্যা বন্ধ্যা নিত্যমমঙ্গলা।
ত্যজ্যতাং কামনাচণ্ডী ভুজ্যতাং মুক্তিসুন্দরী ॥ ৫

অন্বয়—কর্কশা, কলহা, কৃত্যা, বন্ধ্যা, নিত্যম্ অমঙ্গলা, কামনাচণ্ডী ত্যজ্যতাম্, মুক্তিসুন্দরী ভুজ্যতাম্।

কামনা বা ইচ্ছানাম্নী নারী কোপনস্বভাবা, অকোমলস্পর্শা, কলহরূপা, মারিকা, সুখরূপপুত্রজননে অসমর্থা, সর্ব্বদাই অশুভরূপা। এরূপ নারীকে পরিত্যাগ কর। তদ্বিপরীতগুণাস্পদা মুক্তিরূপা সুন্দরী নারীকে গ্রহণ কর।

জনৈঃ পণ্ডিত ইত্যুক্তঃ প্রাপ্নোষি পরমং সুখম্।
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভব পণ্ডিত এব তৎ ॥ ৬

অন্বয়—জনৈঃ পণ্ডিতঃ ইতি উক্তঃ (সন্) পরমং সুখং প্রাপ্নোষি, তৎ (তস্মাৎ) মনসা, কর্ম্মণা, বাচা, পণ্ডিতঃ এব ভব।

হে বৎস, তুমি বিদ্বান্ না হইলেও, মূর্খ লোকে যদি তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে, তুমি অন্তরে সুখানুভব করিয়া থাক। অতএব তুমি 'পণ্ডিত হইব' এইরূপ সঙ্কল্পদ্বারা, 'সমদর্শন'রূপ কর্ম্মদ্বারা, এবং সমদৃষ্টিপ্রতিপাদক বচনদ্বারা, সেই পণ্ডিতই হও।

ভ্রান্তজ্ঞানে যখন তোমার সুখপ্রতীতি হয়, তখন, তত্ত্বনিশ্চয়দ্বারা পারমার্থিক পাণ্ডিত্য সম্পাদিত হইলে, আপনাতে পারমার্থিক সুখাভির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিত্যমেব স্ফুরদ্রূপো নমু ত্বং চিৎস্বরূপতঃ।
স্ফূর্ত্তিমূর্ত্তেস্তবৈবেয়ং কাচিৎস্ফূর্ত্তিরিদং জগৎ ॥ ৭

অন্বয়—(হে শিষ্য) ত্বং নমু নিত্যং এব স্ফুরদ্রূপঃ; চিৎস্বরূপতঃ। ইদং জগৎ, স্ফূর্ত্তিমূর্ত্তেঃ তব ইয়ং কাচিৎ স্ফূর্ত্তিঃ (ভবতি)।

হে শিষ্য, তোমার স্বরূপ সর্ব্বদাই স্বয়ংপ্রকাশমান, নিশ্চিত জানিও; কারণ তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ। এই দৃশ্যমান জগৎ, স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ তোমারই এক অনির্ব্বচনীয় প্রকাশবিশেষ; (তাহা না হইলে, তোমার নিকট এই জগতের স্ফুরণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।)

ভাস্বতো মম ভামাত্রমিতি জ্ঞাতে ভ্রমে গতে।
ক্ব দ্বিতীয়ঃ ক সংসারঃ ক্ব মায়া তৎকৃতং কিমু ॥ ৮

অন্বয়—ভাস্বতঃ মম ভামাত্রং (ইদং জগৎ) ইতি জ্ঞাতে, ভ্রমে গতে (সতি) দ্বিতীয়ঃ ক, সংসারঃ ক্ব, মায়া ক্ব, তৎকৃতং বন্ধনং কিমু (ভবতি ?)

এই জগৎ, প্রকাশস্বরূপ আমারই প্রকাশমাত্র—এইরূপ বুঝিলে, চিজ্জড়রূপ দেহাদিতে 'ইহাই আমি" এই প্রতীতিরূপ ভ্রম অপগত হইলে, জগৎকারণ অজ্ঞানরূপ দ্বিতীয় বস্তু, কোথায়? (কোথাও নাই, কারণ তাহা নিরাধার ও অসৎ।) সংসারই বা কোথায়? সৎ বা অসদ্রূপে অনির্ব্বচনীয় জগজ্জননশক্তিরূপা, মায়াই বা কোথায়? (কোথাও নাই, কারণ, অসৎকার্য্যের কারণভূত শক্তিও অসৎ); তাহা হইলে সেই মায়া-কৃত আবরণবিক্ষেপাদিরূপ বন্ধন কি সম্ভব হইতে পারে? (কখনই না।)

(শঙ্কা)। ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও, জড়ের সাহচর্য্যব্যতীত অনুভূত হন না। তাহা হইলে, আত্মাকে চিন্মাত্রস্বরূপ জানিলেই, কি প্রকারে জড়ের পরিহার হইবে?

(সমাধান)। আপনাকে চিন্মাত্র স্বরূপ জানিয়া, জড়ে অনাদর করিলেই, জড়ের পরিহার হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—

জ্ঞত্বং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে জড়চৈতন্যদৃষ্টয়ঃ।
স্ফুরণানি স্বকীয়ানি মণির্ভূত্বা বিলোকয়॥ ৯

অন্বয়—জ্ঞত্বং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে, জড়চৈতন্যদৃষ্টয়ঃ (সন্তি, তাসু) স্বকীয়ানি স্ফুরণানি (ত্বং) মণিঃ ভূত্বা বিলোকয়।

আত্মাকে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তিমান্, কর্ত্তা বা কর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তিমান্, ও ভোক্তা বা ভোগক্রিয়ার ফলবান্, বলিয়া যে সকল অনুভূতি হয়, সেই-গুলি জড়রূপ উপাধি ও চিদাভাসরূপ চৈতন্য এতদুভয় সম্মিলিত। সেই সকল অনুভূতির মধ্যে, চিদ্রূপ আত্মার ধর্ম্মভূত স্ফুরণ বা জ্ঞানমাত্রকেই, তুমি, দীপাদিপ্রকাশনিরপেক্ষ মাণিক্যাদি হইয়া—অর্থাৎ চেত্যরহিত চিন্মাত্ররূপে, অবলোকন কর। তাহা হইলেই তোমার চিন্মাত্রত্বের অনুভব ও জড়ের পরিহার হইবে।

পরস্পরমবিজ্ঞাতা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ।
ত্বয়া তিস্রঃ স্ত্রিয়ো ভুক্তাস্তুরীয়াং সুন্দরীং ভজ॥ ১০

অন্বয়—ত্বয়া পরস্পরম্ অবিজ্ঞাতাঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ (এতাঃ) তিস্রঃ স্ত্রিয়ঃ ভুক্তাঃ; (অতঃ ইদানীং) তুরীয়াং সুন্দরীং ভজ।

তুমি পরস্পর অপরিচিতা, (অর্থাৎ পরস্পর ব্যাবৃত্তা, একাবস্থার অনুভূতিকালে, অপরাবস্থাদ্বয়ের অনুভববর্জ্জিতা) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নাম্নী তিনটি স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তুরীয়া নাম্নী সুন্দরীকে উপভোগ কর।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি পুনস্তানি ত্বমীক্ষসে।
তুরীয়ং তব ধামৈব ন তৎকিমিতি পশ্যসি॥ ১১

অন্বয়—ত্বম্ তানি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি পুনঃ ঈক্ষসে। তুরীয়ং তব ধাম এব, তৎ ন পশ্যসি ইতি কিম্।

তুমি সেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রতিদিনই বারবার দেখিতেছ, কিন্তু তুরীয় যে তোমার নিজ নিবাসস্থান বা স্বরূপাবস্থা; সেই অবস্থার স্বয়ংপ্রকাশ সুখ, তুমি কেন অনুভব করিতেছ না?

মা ধাব সুখহেতোস্ত্বং ধাবতাং ন সুখং সখে।
সুখরূপে নিজেরূপে সুখং তিষ্ঠ সুখী ভব॥ ১২

অন্বয়—(হে) সখে ত্বং সুখহেতোঃ মা ধাব, ধাবতাং ন সুখম্ (অস্তি)। (ত্বং) সুখরূপে নিজরূপে সুখং তিষ্ঠ, সুখী ভব।

হে মিত্র, তুমি সুখের অন্বেষণে দৌড়িও না; (সে সুখ আভাসমাত্র এবং দৌড়ানকার্য্য কোন কালেই সুখকর নহে।) তুমি সুখস্বরূপ নিজা-বস্থায়—স্বরূপসুখাবস্থায়—অবস্থান করিয়া সুখী হও, (আশীর্ব্বাদ করি)।

অত্র শ্লোকাঃ।

এ বিষয়ে কয়েকটি শৃঙ্গার শ্লোক আছে, শুন—

বরযোগ্যাসি কল্যাণি ন স্থাস্যসি বরং বিনা।
বরণীয়ো বরস্তাদৃগ যো ভবেদজরামরঃ॥ ১৩

অন্বয়—(হে) কল্যাণি, ত্বং বরযোগ্যা অসি, বরং বিনা ন স্থাস্যসি, (ত্বয়া) তাদৃক্ বরঃ বরণীয়, যঃ অজরামরঃ ভবেৎ।

হে শোভনে, তুমি প্রাপ্তযৌবনা হইয়াছ; এখন পতি বিনা থাকিতে পারিবে না। দেখিও, এরূপ বরে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই বর যেন অজর, অমর হয়। (তাহা হইলে তোমাকে পরপুরুষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।) ভাবার্থ এই—জ্ঞানেপ্সুগণ, অধিকারিদেহ প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মস্বরূপ আত্মলাভ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু উপাস্য ব্রহ্মভাবে পরোক্ষতা ও কৃত্রিমতা দোষ; সেই হেতু তাহা বর্জ্জনীয়; জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইবে; তাহা অবিনাশী ও

অকৃত্রিম। বিদ্যারণ্য স্বামী (পঞ্চদশীতে) বলিয়াছেন—"ধ্যানোপাদনকং যত্তদ্ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে". যে ব্রহ্মভাবের উপাদান ধ্যান, ধ্যানাভাবে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

ন শৃণোষি বরং যাবত্তাবত্তে কম্পতে মনঃ।
পশ্চান্মহোৎসবৈর্ভদ্রে স্বামিনং ত্বং বরিষ্যসি॥ ১৪

অন্বয়—(হে) ভদ্রে, ত্বং যাবৎ বরং ন শৃণোষি, তাবৎ তে মনঃ কম্পতে, পশ্চাৎ মহোৎসবৈঃ স্বামিনং বরিষ্যসি।

হে কল্যাণি, তুমি যে পর্য্যন্ত না পতিসম্ভোগসুখজ্ঞার মুখে, পতির সহিত সম্ভোগবার্ত্তা শুনিতেছ, সেই পর্য্যন্ত তোমার মনে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ চাঞ্চল্য থাকিবে ; পরে, মহাসমারোহে তুমি পতিকে বরণ করিবে। অতএব পতিগুণশ্রবণ ও সম্ভোগবার্ত্তাশ্রবণই, ভোগেচ্ছার উৎপাদন দ্বারা, তোমার পতির সহিত মিলনের উপায়। ভাবার্থ এই—মন ব্রহ্মভাবগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেও, যে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হয়, তাহার কারণ দৃঢ়নিশ্চয়াভাব। সেই হেতু, ব্রহ্মজ্ঞগুরুমুখ হইতে মহাবাক্য দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যশ্রবণ হইলে, অসম্ভাবনাদি দোষ নিবৃত্ত হইবে, এবং পরমহর্ষে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

(শঙ্কা)—সেইরূপ শ্রবণ না ঘটিলে, অথচ সেই পরমসুখলাভে, উৎকণ্ঠা হইলে, কি করা যাইবে ? (সমাধান)—

পরেণ পুরুষেণাদ্য রমস্ব বচনান্মম।
সখি পশ্চাৎস্বতশ্চিত্তং কুরু যত্রাধিকং সুখম্॥ ১৫

অন্বয়—(হে) সখি, ত্বম্ অদ্য মম বচনাৎ পরেণ পুরুষেণ রমস্ব, পশ্চাৎ যত্র অধিকং সুখং (তত্র) স্বতঃ চিত্তং কুরু।

হে প্রিয়, যতদিন না সেইরূপ শ্রবণ ঘটিতেছে, ততদিন তুমি আমার

কথার উপর নির্ভর করিয়া সেই পরপুরুষের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হও ; পরে, স্বজনের সহিত ক্রীড়ায় অধিক সুখ, অথবা পরপুরুষের সহিত ক্রীড়ায় অধিক সুখ, তাহা নিজেই বুঝিয়া, তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণ কর। ভাবার্থ এই—যখন ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছে এবং যতদিন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত দৃঢ়শ্রবণ না ঘটিতেছে, ততদিন, গুরুবচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ চিন্তনরূপ উপাসনা করিয়া দেখ ; পরে, অভেদচিন্তনে অধিক সুখ অথবা ভেদচিন্তনে অধিক সুখ, তাহা নিজে অনুভব করিয়া, তাহাতেই প্রবৃত্ত হও। কারণ বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন (ধ্যানদীপ, ১৫৫)।

অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানান্নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ॥

যাহার পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অধিকার হয় নাই, তাহার 'আমিই পরব্রহ্ম'—এই প্রকার চিন্তাকরা কর্ত্তব্য ; যেহেতু, অত্যন্ত অসৎ পদার্থ—দেবভাবাদি—যখন ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তদ্দ্বারা নিত্য-সিদ্ধ পরব্রহ্মপ্রাপ্তি কেন না হইবে ?

যাতং দিনং ন পুনরেতি নবং বয়স্তে
লজ্জাং বিহায় ভজ তং রমণীয়রূপম্।
বালে পরঃ পুরুষ এষ যদা সমেতঃ
স্বর্গেণ কিং কিমু তদা নৃসুখেন বা তে॥ ১৬

অন্বয়—(হে) বালে, যাতং দিনং ন পুনঃ এতি, তে নবং বয়ঃ (অস্তি), (অতঃ) ত্বং লজ্জাং বিহায় রমণীয়রূপং তং ভজ ; এষঃ পরঃ পুরুষঃ যদা (ত্বয়া সহ) সমেতঃ, তদা তে নৃসুখেন কিং (ভবতি) ? বা স্বর্গেণ (তে) কিমু (ভবতি) ?

হে প্রাপ্তযৌবনে, যে দিন (ক্ষণ) যাইতেছে, তাহা আর ফিরিবে না; তুমি তারুণ্যাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছ, এই হেতু তোমার লজ্জা অধিক। অতএব সেই (যোগ্য) পুরুষভোগপ্রতিবন্ধিকা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরম সুন্দর পুরুষকে গ্রহণকর।' (হে কর্ত্তব্যবিমূঢ়ে), যখন এই পরপুরুষ তোমার আপনিই যুটিয়াছে, তখন ধরণীপতির ভোগ্য পার্থিবসুখ লইয়া তোমার কি হইবে, স্বর্গসুখেই বা তোমার কি প্রয়োজন? তাৎপর্য্য এই—

মুক্তিসুখানুভব বিনা বৃথাই আয়ুক্ষয় করিও না। তোমার জ্ঞান অপরিপক্ব, (অর্থাৎ জাতিকুলধর্ম্মবাসনাবশতঃ সংশয়দূষিত)। অতএব লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যকারণাতীত সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত 'আমিই তাহা' এইরূপে অভেদ চিন্তন কর। হে অনাস্বাদিত-ব্রহ্মানন্দ সাধক, যখন গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবশতঃ এই কার্য্যকারণাতীত পুরুষ তোমার সুলভ হইয়াছে, অর্থাৎ ধ্যেয়রূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন সেই ধ্যান দ্বারা অভেদানুভব সুখ, মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভের আনন্দ পর্য্যন্ত সকল আনন্দকেই, অতিক্রম করিবে।

ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতিঃ।

অর্চ্চালক্ষাধিকা প্রোক্তা চর্চ্চৈব পরমাত্মনঃ।
অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচর্চ্চা নিরূপ্যতে ॥ ১

অন্বয়—পরমাত্মনঃ চর্চ্চা এব অর্চ্চালক্ষাধিকা প্রোক্তা (বেদেষু)। অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচর্চ্চা নিরূপ্যতে।

বেদে কথিত হইয়াছে ("ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি" অথর্ব্বশিখা উ, ৩—ক্ষণকালব্যাপিনী ব্রহ্মচর্চ্চা শত যজ্ঞের অপেক্ষা অধিক) যে

কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মবিষয়ক আলোচনা লক্ষ অর্চ্চনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইহেতু, জিজ্ঞাসুগণ যাহাতে অল্পয়াসে বুঝিতে পারে, সেই জন্য এই প্রকরণে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা বর্ণিত হইতেছে। (শঙ্কা)—

আধারঃ সর্ব্বভূতানাং তস্যাধারো ন কশ্চন।
নিরাধারস্বরূপং চেন্নাস্তি ব্রহ্ম তদা ক্বচিৎ ॥ ২ ।

অন্বয়—(ব্রহ্ম সর্ব্বভূতানাং আধারঃ, তস্য কশ্চন আধারঃ ন (বিদ্যতে)। (ব্রহ্ম) নিরাধারস্বরূপং চেৎ, তদা ব্রহ্ম ক্বচিৎ নাস্তি।

ব্রহ্ম আকাশাদি সর্ব্বভূতের, এবং সর্ব্বভূতনির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডাদি কীটপর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমসমূহের আধার বা অধিষ্ঠান; আর ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই বলিয়া, এবং ব্রহ্মের অনন্ততাহেতু, ধ্যানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না বলিয়া, ব্রহ্মের কোনও আধার নাই। তাহা হইলে ব্রহ্ম যখন আধারশূন্য বস্তু হইলেন, তখন, ব্রহ্ম বস্তু কোথাও নাই—অর্থাৎ ব্রহ্ম শূন্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। (সমাধান—)

অধিষ্ঠানং বিনা কার্য্যং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপং হি কথং ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ ॥ ৩ ।

অন্বয়—অধিষ্ঠানং বিনা কদাচন কার্য্যং ন তিষ্ঠতি, (তর্হি তৎ ব্রহ্ম) হি সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপং; (তৎ ব্রহ্ম) কুত্রচিৎ ন (অস্তি ইতি) কথম্?

আবার যদি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তুর স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, ঘটাদিরূপ লোকপ্রসিদ্ধ কার্য্য, এবং রজ্জুসর্পাদিরূপ কল্পিত কার্য্যও (যাহা মৃত্তিকাদি, এবং রজ্জু প্রভৃতি আধার ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের) অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া উচিত, কিন্তু সেই কার্য্যগুলি সৎ বলিয়াই প্রতীত হয়; সেই হেতু, সর্ব্বাধারভূত ব্রহ্মবস্তু কোথাও নাই, একথা কিরূপে বলা চলে?

(শঙ্কা)। ভাল, যখন সেই জগদাধার ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং নিরাধার, এবং জগৎ সেইরূপ নিরাধার নহে, তখন (ভিন্নস্বভাবতাহেতু) ব্রহ্ম, জগৎ হইতে পৃথক, একথা বলিতেই হইবে।

(সমাধান।)—

সর্ব্বস্মাত্তৎ পৃথগ্ ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে।
যদাত্মকমিদং সর্ব্বং সর্ব্বস্মাত্তৎ পৃথক্কথম্ ॥ ৪

অন্বয়—তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাৎ পৃথক্ ইতি তু বক্তুং ন শক্যতে। ইদং সর্ব্বং যদাত্মকং, তৎ কথং সর্ব্বস্মাৎ পৃথক্ ?

[ব্রহ্ম স্বয়ং নিরাধার হইয়াও সর্ব্বাধার, জগৎ কিন্তু আধার ভিন্ন হইতে পারে না। এই হেতু উভয়ের বৈলক্ষণ্য।]

আবার, সেই সর্ব্বাধার কিন্তু স্বয়ং নিরাধার ব্রহ্ম, (উক্ত বৈলক্ষণ্য হেতু) সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক্, একথাও বলা চলে না; কেন না— এই সমস্ত জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক, সেই ব্রহ্ম, এই সমস্ত জগৎ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইবেন ?

তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ বুঝিবার নিমিত্ত, ভেদের প্রতি-যোগী প্রপঞ্চের পৃথক্ সত্তা আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে প্রপঞ্চের ব্রহ্মাতি-রিক্ত সত্তার অভাব। সেই হেতু ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

(শঙ্কা।) ভাল, তাহা হইলে, সর্ব্ববস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া, ব্রহ্ম সর্ব্বরূপ হইলেন। (সমাধান)—

সর্ব্বস্মাদপৃথগ্ ব্রহ্ম বক্তুমিত্যপি নার্হসি।
সর্ব্বস্মাৎ পৃথগেবেদমনুভূতং মহর্ষিভিঃ ॥ ৫

অন্বয়—ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাৎ অপৃথক্ ইতি অপি বক্তুং ন অর্হসি; (যতঃ) মহর্ষিভিঃ ইদং (ব্রহ্ম) সর্ব্বস্মাৎ পৃথক্ এব ইতি অনুভূতম্।

যদি বল, ব্রহ্মবস্তু সমস্ত জগৎ হইতে অপৃথক্ অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বরূপ, তবে বলি, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, অতিশ্রেষ্ঠ (সত্যবাদী) ঋষিগণ, (স্বভাবতঃই অসত্য বলিয়া পরিলক্ষিত, এই) সমস্ত জগৎ হইতে, এই ব্রহ্মকে পৃথক্ বলিয়াই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ সত্য বলিয়াই, অনুভব করিয়াছেন, এই হেতু ব্রহ্মকে সর্ব্বরূপ বলিতে পার না।

(শঙ্কা।) ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ হইলেন। (সমাধান)—

আত্মরূপমিদং বাচ্যমিতি তর্কস্ত্বয়া কৃতঃ।
অনাত্মরূপং কিং ন্বস্তি স্বাত্মরূপং যতস্ত্বিদম্॥ ৬

অন্বয়—ইদং (ব্রহ্ম) আত্মরূপং বাচ্যম্ ইতি তর্কঃ ত্বয়া কৃতঃ, (যদি, তর্হি) অনাত্মরূপং কিং নু অস্তি, যতঃ ইদং স্বাত্মরূপং (স্যাৎ) ?

হে শিষ্য, যদি তুমি এইরূপ তর্কই কর, যে তাহা হইলে ব্রহ্মকে আত্মরূপই বলিতে হয়, তবে বলি, অনাত্মরূপ কোন্ বস্তু আছে, যাহার অপেক্ষায়, এই ব্রহ্ম স্বাত্মরূপ হইবেন ? ভাবার্থ এই—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকলই অনাত্ম বলিয়া অসত্য, সুতরাং তন্নিষেধক 'আত্ম' শব্দ ও সেই শব্দের অর্থ, সেইরূপই অসত্য। সেই হেতু ব্রহ্মকে আত্মরূপ বলা ঠিক হইতে পারে না।

(শঙ্কা।) ভাল—"জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ", "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষহেতু বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ত' জ্ঞানের বিষয় হইলেন ? (সমাধান)—

জ্ঞানস্য ব্রহ্ম বিষয় ইতি বক্তুং ন শক্যতে।
জ্ঞানস্বরূপং তদ্ব্রহ্ম জ্ঞানস্য বিষয়ঃ কথম্॥ ৭

অন্বয়—ব্রহ্ম জ্ঞানস্য বিষয়ঃ ইতি বক্তুং ন শক্যতে; তৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপং, কথং জ্ঞানস্য বিষয়ঃ (ভবেৎ) ?

ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (চৈতন্যাত্মক) আত্মবস্তু, চৈতন্যাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তির গোচর—এ কথাও বলিতে পার না, কেননা, ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ; তিনি কিপ্রকারে উক্ত চৈতন্যাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চেতনের বিষয় বা জ্ঞেয় হইবেন? (সাধারণতঃ ও দেখা যায়, জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম কিন্তু চিন্মাত্র ও স্বয়ংপ্রকাশ; সেইহেতু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না।)

আবার যদি বল ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাহাও বলিতে পার না।

জ্ঞানস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি মন্যসে।
জ্ঞেয়মেব ন যত্রাস্তি জ্ঞানত্বং তস্য কীদৃশম্॥ ৮

অন্বয়—যদি, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপম্ এব অস্তু ইতি মন্যসে, (তর্হি) যত্র জ্ঞেয়ম্ এব ন অস্তি, তস্য জ্ঞানত্বং কীদৃশং (ভবতি)?

যদি মনে কর, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হইলেন, তাহাতে দোষ কি? তবে বলি, যেব্রহ্মে জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় জগৎই নাই, তাঁহার জ্ঞানরূপতা কিপ্রকার? সকলেই জানে, জ্ঞান জ্ঞেয়সাপেক্ষ। তাহা হইলে জ্ঞেয়াভাবে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা চলে না।

ব্রহ্ম জ্ঞাতাও হইতে পারেন না, কেন না—

জ্ঞাতৃস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি কল্প্যতে।
স্বয়ং প্রকাশরূপে হি জ্ঞানস্যাশ্রয়তা কথম্॥ ৯

অন্বয়—ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপম্ অস্তু ইতি যদি কল্প্যতে, (তর্হি) স্বয়ং প্রকাশরূপে ব্রহ্মণি জ্ঞানস্য আশ্রয়তা কথং (সম্ভাব্যা)?

তাহা হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপ হউন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বলিত অধিষ্ঠান-সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস হউন—যদি এইরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে, বলি,

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞানিজনপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও অপরোক্ষ; তিনি কি প্রকারে জ্ঞান ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারেন? তাৎপর্য্য এই—জ্ঞান চৈতন্যাভাসযুক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাহার আশ্রয় অবশ্যই জ্ঞানের বিষয়; ব্রহ্মকে সেই আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয়।

(শঙ্কা)। ভাল, শ্রুতি বলিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; তাহা হইলে, ব্রহ্মকে আবার সেই 'সর্ব্বরূপ' বলিয়াই মানিতে হয়। (সমাধান)—

'সর্ব্বরূপমিদং ব্রহ্ম বক্তুং কঃ শক্নুয়াদিতি।
সদৈকরূপমেবেদং যতঃ শাশ্বত মুচ্যতে॥ ১০

অন্বয়—ইদং ব্রহ্ম সর্ব্বরূপম্ ইতি বক্তুং কঃ শক্নুয়াৎ। ইদং সদা একরূপং, যতঃ শাশ্বতম্ উচ্যতে।

এই ব্রহ্ম সর্ব্বরূপ অর্থাৎ জগদ্রূপ একথা কে বলিতে পারে? কেহই পারে না, কেননা এই ব্রহ্ম সর্ব্বদাই একরূপ, অর্থাৎ স্বগতস্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত সচ্চিদানন্দঘন। উক্ত শ্রুতিবাক্য, 'সর্ব্বম্' ও 'ইদং' পদের বাচ্যার্থাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবিরুদ্ধ ব্রহ্ম পদার্থের সহিত সামান্যাধিকরণ্য দ্বারা, একতা বুঝাইতেছে মাত্র। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই একরূপ তাহার কারণ এই যে, ইঁহাকে বেদে শাশত বা নিত্য বলা হইয়াছে। যাহা নিত্য তাহা কখনও অনেক হইতে পারে না।

(শঙ্কা)। তাহা হইলে একরূপতাই ব্রহ্মের লক্ষণ হউক। (সমাধান)—

একরূপমিদং ব্রহ্ম ন বক্তুমিতি শক্যতে।
নির্গুণং তৎ পরং ব্রহ্ম স্যাদেকত্বং যতো গুণঃ॥ ১১

অন্বয়—ইদং ব্রহ্ম একরূপম্ ইতি বক্তুং ন শক্যতে; (যতঃ) তৎ পরং ব্রহ্ম নির্গুণং; যতঃ একত্বং গুণঃ স্যাৎ।

এই ব্রহ্মকে 'একরূপ' বলিলেও দোষ হয়; যেহেতু সেই কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্ম নির্গুণ; আর 'একত্ব' নিজে একটি গুণ। (তার্কিকগণের মতে 'সংখ্যা' গুণের অন্তর্ভূত।)

(শঙ্কা)। তাহা হইলে নির্গুণতাই ব্রহ্মের লক্ষণ হউক। (সমাধান)—

নির্গুণং তৎপরং ব্রহ্ম নূনমেতদসাম্প্রতম্।
অনন্তেনৈব গীয়ন্তে হ্যনন্তা এব তদ্গুণাঃ ॥ ১২

অন্বয়—তৎ পরং ব্রহ্ম নির্গুণং এতৎ নূনম্ অসাম্প্রতম্। হি (যতঃ) অনন্তেন এব তদ্গুণাঃ অনন্তাঃ এব গীয়ন্তে।

'সেই পরব্রহ্ম নির্গুণ' একথাও ঠিক নহে; ইহা নিশ্চিত, যেহেতু স্বয়ং শেষনাগ, (অথবা বেদ বা জীবগত অহঙ্কার) তাঁহার গুণকে অনন্ত বা সংখ্যাপরিচ্ছেদহীন বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন।

[শেষনাগ অনন্ত নামে পরিচিত; আর শ্রুতিবচন রহিয়াছে "অনন্তা বৈ বেদাঃ"। আর জ্ঞান বিনা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অহঙ্কারও 'অনন্ত'।]

(শঙ্কা)। ভাল, যখন কোন লক্ষণই তাহাতে খাটে না, তখন তাহা বস্তুই নহে, একান্ত অসৎ, (সমাধান)।—ইহা বলা চলে না।

ব্রহ্ম নাস্তীতি কো ব্রূয়াদ্ভাতীদং যস্য সত্বতঃ।
তর্হ্যস্তি ব্রহ্মেত্যপি নো নাতঃ সত্বা পৃথগ যতঃ ॥ ১৩

অন্বয়—ব্রহ্ম নাস্তি ইতি কঃ ব্রূয়াৎ, যস্য সত্বতঃ ইদং (জগৎ) ভাতি; তর্হি ব্রহ্ম অস্তি ইতি অপি নো (ভবতি) যতঃ অতঃ (অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ) সত্তা পৃথক্ ন অস্তি।

সেই ব্রহ্মবস্তু নাই—একথাই বা কে বলিবে? [যে বলিবে, সে নিজে সৎ বা অসৎ? সে যদি সৎ বা সত্ত্বাবান্ হইয়া বলে, 'ব্রহ্ম নাই',

তাহা হইলে, সেই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বক্তাও অসৎ হইয়া দাঁড়ায়। আর যদি সেই বক্তা স্বয়ংই অসৎ, তাহা হইলে সে আর বলিবে কি প্রকারে? এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—] যে ব্রহ্মের সত্যতা হেতু, বক্তা-বচন-বাচ্যাদি ত্রিপুটীরূপে এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সেই ব্রহ্ম অসত্য হইলে, স্বয়ং বক্তাই অসত্য হইয়া পড়েন। (শঙ্কা)। ভাল, যেমন 'ঘটঃ অস্তি', এই বাক্যে ঘট, সত্তার আশ্রয়রূপে বর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ, 'ব্রহ্ম অস্তি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকেও সত্তার আশ্রয় বলা যাইতে পারে। (সমাধান)। না তাহা পারে না, কেননা সেই সত্তা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং ব্রহ্মকে কি প্রকারে সত্তার আশ্রয় বলা যাইবে?

(শঙ্কা)। তবে, ব্রহ্মের স্বরূপাভাববশতঃ শূন্যতাপর্য্যবসান হউক। (সমাধান)—

অস্বরূপমিদং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি কথং বদেৎ।
স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষমনুভূয়তে ॥ ১৪

অন্বয়—ইদং ব্রহ্ম অস্বরূপম্ ইতি, বিদ্বান্ (চেৎ, তর্হি) কথং বদেৎ? যতঃ (তেন) ইদং ব্রহ্ম স্বস্বরূপম্ ইতি প্রত্যক্ষম্ অনুভূয়তে।

'এই ব্রহ্ম অস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাকৃতিবিবর্জ্জিত' একথা লোকে জ্ঞানী হইলে, কি প্রকারে বলিতে পারেন? (অজ্ঞানী যদি এরূপ কথা বলে, তবে তাহার কথা প্রলাপসদৃশ)। জ্ঞানী যে ঐরূপ কথা বলিতে পারেন না, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানী এই ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ "ত্বং" পদের লক্ষ্য প্রত্যগাত্মা বলিয়া অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন।

(শঙ্কা)। তাহা হইলে ব্রহ্ম 'স্বস্বরূপ'-রূপেই বচনবিষয় হউন। (সমাধান)—

স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম চেদিত্যপ্যযথাতথম্।
তত্র কো নু স্বশব্দার্থো যৎস্বরূপমিদং ভবেৎ ॥ ১৫

অন্বয়—ইদং ব্রহ্ম স্বস্বরূপম্ ইতি চেৎ (বদেৎ), (এতৎ) অপি অযথাতথম্, (যতঃ) তত্র যৎস্বরূপং ইদং ভবেৎ, (সঃ) স্বশব্দার্থঃ কঃ নু (ভবেৎ)?

যদি বল 'এই ব্রহ্ম স্বস্বরূপ রূপেই বচনবিষয়', তাহা হইলে তাহাও সত্য নহে, কেননা উক্তবাক্যে 'স্ব' শব্দের অর্থভূত বস্তুটি কোথায়, যে এই ব্রহ্ম তৎস্বরূপ হইবেন? সেই বস্তুটি ব্রহ্ম, বা তদ্ভিন্ন অন্য কিছু? যদি বল তাহা ব্রহ্মই, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ হইবে। আর যদি বল, সেই বস্তুটি ব্রহ্ম ভিন্ন, তবে তাহা অসত্য। কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই। এইরূপে স্বশব্দের অর্থ না থাকাতে, ব্রহ্ম ঐরূপে বচন-বিষয় হইতে পারেন না;

যদি বল, এইরূপে 'স্ব' শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে—

পরব্যাবর্ত্তকং স্বত্বমিতি চেত্তর্হি তদ্বদ।
যত্র স্বপরভাবো ন ব্রহ্ম কিং তত্র নাস্তি হি ॥ ১৬

অন্বয়—সত্বং পরব্যাবর্ত্তকম্ ইতি চেৎ (বদসি), তর্হি বদ যত্র স্বপর ভাবঃ ন (অস্তি), তত্র ব্রহ্ম কিং নাস্তি হি?

যদি বল 'স্ব' শব্দের অর্থ 'অন্যের নিষেধক', তাহা হইলে বল দেখি মূর্চ্ছা, নিদ্রা, সমাধি প্রভৃতি সময়ে, যখন, 'স্ব' শব্দ, 'অন্য'বস্তুর নিষেধ করেনা, এবং 'অন্য'শব্দ 'স্ব'-বস্তুর নিষেধ করে না, সেই 'স্ব'-'অন্য' শব্দের সন্ধিকালে, কি সেই ব্রহ্মরূপ দেশকালাদিকৃত পরিচ্ছেদশূন্য বস্তু নাই? কিন্তু থাকেনই, ইহা বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ। মূর্চ্ছা, নিদ্রা, সমাধি প্রভৃতি কালে, যখন 'স্ব' ও 'অন্যে'র, সন্ধির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়, তখন, তৎকালে

ব্রহ্মাস্তিত্ব অবশ্যই মানিতে হইবে। তখন 'স্ব' শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় একথা যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

(শঙ্কা)। ভাল, তাহা হইলে, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেছেন আমি', এইরূপ অর্থের শ্রুতি বাক্যে, (নৃসিংহ, উত্তর তাপ; ৯) 'অহম্' শব্দ ও 'ব্রহ্ম' শব্দের সামানাধিকরণ্য দেখা যাইতেছে বলিয়া, 'অহম্' পদার্থ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হউক। (সমাধান) না—

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি চ শ্রুতেঃ।
কথং ভবেদহং ব্রহ্মাহন্তা যত্র ন বিদ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়—অহং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ, অহম্ এব পরং ব্রহ্ম (ইতি চেৎ, ন ; কুতঃ ? যতঃ) অহং কথং ব্রহ্ম ভবেৎ, যত্র অহন্তা ন বিদ্যতে।

যদি বল, 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, অহং পদার্থই পরব্রহ্ম, তবে বলি, তাহা হইতে পারে না, কেননা, 'অহং' পদার্থ দৃশ্য (অনুভবগম্য), তাহা কি প্রকারে দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্ম বস্তু হইতে পারে ? কোন প্রকারেই পারে না ; অপরিচ্ছিন্ন, অদৃশ্য, সদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু এবং পরিচ্ছিন্ন, দৃশ্য ও অসদ্রূপ অহংবস্তু, পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মে, অহং শব্দের অর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার সত্তা থাকিতে পারে না বলিয়া, 'অহং' শব্দের অর্থ কথনই 'ব্রহ্ম' পারে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যে অহং শব্দের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লক্ষ্যাংশেরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই হেতু 'অহং' শব্দের অর্থ বাধিত বা নিরাকৃত হওয়াতে, ঐস্থলে, যে সামানাধিকরণ্য প্রতীত হইতেছে, তাহা বাধসামানাধিকরণ্য, মুখ্যার্থসামানাধিকরণ্য নহে।

(শঙ্কা)। ভাল, 'তুমিই ব্রহ্ম', এই অর্থে ত' অনেক শ্রুতি বচন শুনা যায়। তাহা হইলে 'ত্বং' পদের অর্থই ব্রহ্ম ; অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বসন্নিকৃষ্ট, স্বভিন্ন, স্বপ্রত্যক্ষ বস্তু হউন। (সমাধান)। না—

ত্বমেব তৎ পরং ব্রহ্ম 'ত্বং ব্রহ্মে'ত্তিশ্রুতি র্জগৌ।
ত্বমেব তৎ কথং ব্রহ্ম ত্বত্তা যত্র ন বর্ত্ততে॥ ১৮

অন্বয়—'ত্বং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিঃ জগৌ, তৎ ('তস্মাৎ) 'ত্বং' এব পরং ব্রহ্ম, (ইতি শঙ্কা চেৎ তর্হি) তৎ ব্রহ্ম ত্বম্ এব কথং ভবেৎ, যত্র (ব্রহ্মণি) ত্বত্তা ন বর্ত্ততে?

যদি এইরূপ শঙ্কা হয়, যে শ্রুতি 'ত্বং' শব্দার্থের ও ব্রহ্ম শব্দার্থের, সামানাধিকরণ্যদ্বারা একতার উপদেশ করিয়াছেন—অর্থাৎ স্বপ্রত্যক্ষ, স্ব সন্নিহিত ও স্বভিন্ন বস্তু হইতেছেন, সেই দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূন্য সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম; সেই হেতু উক্তরূপ তুমি বা 'ত্বং' পদার্থই, উক্তরূপ কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্ম; তবে বলি, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কেন না, যে ব্রহ্মে 'ত্বং' পদার্থের ভাব অর্থাৎ, স্বসন্নিকৃষ্টতা, স্বভিন্নতা, ও স্বপ্রত্যক্ষতা নাই, সেই ব্রহ্ম কিরূপে সেই 'ত্বং' পদার্থ হইবেন? তাহা হইলে, ঐ সকল শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই যে 'ত্বং' পদের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কূটস্থ চিদাত্মরূপ যে লক্ষ্যাংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম।

(শঙ্কা)। তাহা হইলে, 'তাহাই ব্রহ্ম' এই অর্থে যে সকল শ্রুতি বচন পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে 'তৎ' পদের অর্থ অর্থাৎ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট বস্তু, ব্রহ্ম। (সমাধান) না—

'তদ্ব্রহ্মে'তি শ্রুতে র্বক্তুং তদ্ব্রহ্মেতি ন শক্যতে।
অত্যন্তাব্যবধানে হি পরোক্ষমিব তৎ কথম্॥ ১৯

অন্বয়। 'তৎ ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ, তৎ ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে, হি (যতঃ) অত্যন্তাব্যবধানে (ব্রহ্মনি) পরোক্ষম্ ইব 'তৎ' (ইতি) কথম্?

'তাহাই ব্রহ্ম' এইরূপ শ্রুতি বাক্যে পরোক্ষত্বাবচ্ছিন্ন 'তৎ' পদের অর্থের

এবং দেশাদি দ্বারা অপরিছিন্ন ব্রহ্ম পদের অর্থের যে সামানাধিকরণ্য (একতা) প্রতীত হইতেছে, তাহা দেখিয়া বলিতে পার না, যে উক্ত দুই-পদের অর্থের সামানাধিকরণ্যই অভিপ্রেত ; কেন না, ব্রহ্ম পদের অর্থে আদৌ ব্যবধান নাই ; তাহা কি প্রকারে পরোক্ষের ন্যায়, 'তৎ' পদের অর্থ হইতে পারে ? কোন প্রকারেই পারে না, কারণ তদুভয় পরস্পরবিরুদ্ধ। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্য সমূহে, 'তৎ' পদের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া বাধসামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে ; তদুভয়ের মুখ্যসামান্যাধিকরণ্য হইতে পারে না। ("দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে"র মৎকৃত অনুবাদে 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

তবে ব্রহ্ম কিরূপ বস্তু ? (উত্তর)—

নষ্টায়াং মোহনিদ্রায়াং গলিতে মানসে মুনেঃ।
যচ্ছিষ্টং তৎ পরং ব্রহ্ম, মনোবাচামগোচরম্ ॥ ২০

অন্বয়—মোহনিদ্রায়াং নষ্টায়াং, মুনেঃ মানসে গলিতে সতি, যৎ শিষ্টং তৎ মনোবাচাম্ অগোচরং পরং ব্রহ্ম।

অজ্ঞান, স্বরূপবিস্মৃতি ঘটাইয়া, প্রপঞ্চস্বপ্নের বীজস্বরূপ হয় বলিয়া, নিদ্রারূপ। সেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, মননশীল বিবেকিপুরুষের মনও বিনষ্ট হইয়া যায় ; তখন বিদ্বজ্জন-প্রত্যক্ষ যে বস্তুটি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়,—অজ্ঞানের ও মনের অভাবের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাই সেই কার্য্যকারণাতীত, দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মবস্তু। তাহা অরূপ, এবং সর্ব্বপ্রকাশক মন ও বাক্যের অগোচর, কেননা, স্বয়ংপ্রকাশ, সদ্রূপ ও নির্গুণ ;—তাহা আছে, এইমাত্র রূপে নিশ্চয় করিতে হইবে।

এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি—

চর্চ্চিতুং যোগ্যয়া ভূয়স্ত্বনয়া চর্চ্চয়া বুধাঃ।
চর্চ্চয়ন্তু পরং ব্রহ্ম তুষ্যন্তু চ রমন্তু চ ॥ ২১

অন্বয়—বুধাঃ, চর্চ্চিতুং যোগ্যয়া অনয়া তু চর্চ্চয়া, পরং ব্রহ্ম ভূয়ঃ চর্চ্চয়ন্তু, (তেন) চ তুষ্যন্তু, রমন্তু চ।

সকল প্রকার লৌকিক ও বৈদিক বচনবিলাস পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পরালাপনযোগ্য কেবল এই ব্রহ্মচর্চ্চা লইয়াই বিবেকিগণ সেই কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্মের বারম্বার চর্চ্চা করুন, তদ্দ্বারাই পরিতোষ লাভ করুন, এবং এই ক্রীড়া লইয়াই দিন যাপন করুন।

(শঙ্কা)। ভাল, ব্রহ্মকে যে মোহ ও মনের লয়ের সাক্ষী বলিলেন, মুমুক্ষু সেই লক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ আমিই সেই মন ও মোহের লয়সাক্ষী ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিলে, তাঁহাতে ত অহঙ্কার রহিয়াই গেল।

(সমাধান)। জ্ঞানোৎপত্তির পর, প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অহঙ্কার থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে অনাদর করিয়া ক্রমে ক্রমে, স্বরূপপ্রেমপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই অহঙ্কার থাকিলেও, তাহার সহিত সমাধির বিরোধ ঘটে না। ইহাই পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বুঝাইতেছেন।

৪৬। স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী।

শ্রোতব্যা শ্রীমতা সাধো নূনমেকাগ্রচেতসা।
পরমার্থস্য সর্ব্বস্বং স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী ॥ ১।

অন্বয়—(হে) সাধো, শ্রীমতা ত্বয়া একাগ্রচেতসা পরমার্থস্য সর্ব্বস্বং স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী নূনং শ্রোতব্যা।

হে সাধক (পূর্ব্বোক্তব্রহ্মে চিত্তস্থৈর্য্যসম্পাদনশীল), তুমি শ্রীমান্ —বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পত্তিলাভ করিয়া অধিকারী হইয়াছ। একাগ্রচিত্তে এই স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বস্ব।

নিজং পতিং পরিত্যজ্য গৃহস্থৈব প্রপঞ্চতী।
পত্যা পরেণ রমতে, চতুরাখ্যাভিচারিণী ॥ ২

অন্বয়—নিজং পতিং পরিত্যজ্য, গৃহস্থা এব প্রপঞ্চতী, চতুরাখ্যা (কাচিৎ) অভিচারিণী, পরেণ পত্যা রমতে।

চতুরা নামে এক বিচারিণী নারী, আপনার পতিগৃহে থাকিয়াই বঞ্চনাপূর্ব্বক, পতিকে ছাড়িয়া উপপতির সহিত ক্রীড়া করে। [তাৎপর্য্য এই—জীবন্মুক্তের চতুরা বুদ্ধি, শরীর-গৃহে ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে অবস্থান করিয়াও, অহঙ্কার-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, কার্য্যকারণাতীত পর পুরুষ—পরম ব্রহ্মের সহিত, একীভূতা হইয়া, সংসারলীলা নির্ব্বাহ করে।]

সেইরূপ—

অহঙ্কারং পৃথক্ কৃত্য তুর্য্যাবুদ্ধির্দিনে দিনে।
পত্যা পরেণ রমতে, পুংশ্চলী পরসঙ্গিনী ॥ ৩।

অন্বয়—পুংশ্চলী পরসঙ্গিনী তুর্য্যাবুদ্ধিঃ অহঙ্কারং পৃথক্‌কৃত্য, দিনে দিনে পরেণ পত্যা রমতে।

পুরুষমণ্ডলবিহারিণী, অন্যপুরুষাসক্তা, জাতিকুলাভিমানশূন্যা নারী, যেমন প্রতিদিন (অল্পে অল্পে) পিতৃমাতৃকুলের এবং জাতির অভিমান, আপনার অন্তঃকরণ হইতে বিতাড়িত করিয়া, অন্যপতি বা, জারের সহিত ক্রীড়ারতা হয়, সেইরূপ, জীবন্মুক্তের—(জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে অভিমানশূন্যা) তুর্য্যানাম্নী বুদ্ধি, পূর্ব্বকালীন দেহাভিমানী জীবকে ছাড়িয়া, কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মায় আসক্ত হইয়া, দেহবর্ণাশ্রমকুলজাতির অভিমান, স্বভাবতঃ আত্মা হইতে পৃথক্, এইরূপ অনুভব করিয়া, প্রতিক্ষণই পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া, চরমানন্দ অনুভব করে।

পশ্চাত্তু স্ত্রীজিতঃ সোঽপি প্রতিকর্ত্তুমনীশ্বরঃ।
অস্যাঃ সম্ভোগবেলায়াং গৃহং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি॥ ৪

অন্বয়—পশ্চাৎ তু সঃ অপি স্ত্রীজিতঃ (সন্), প্রতিকর্ত্তুম্ অনীশ্বরঃ (সন্), অস্যাঃ সম্ভোগবেলায়াং গৃহং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি।

এ দিকে, পরিশেষে যেমন সেই কুলটার স্বামী, সেই নারীর নিকট হার মানিয়া এবং প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার সম্ভোগকালে ভিটাছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ, সেই অহঙ্কারও পরিশেষে, বুদ্ধি-কর্ত্তৃক তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া, এবং বুদ্ধিকে আত্মানুসন্ধান হইতে নিবারিত করিতে না পারিয়া, সমাধিসুখানুভবকালে, বিলীন হইয়া যায়।

ঈদৃশে ব্যবহারে তু দাম্পত্যং বদ কীদৃশম্।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব স্বেচ্ছাচারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৫

অন্বয়—ঈদৃশে ব্যবহারে (সতি) দাম্পত্যং কীদৃশং (স্যাৎ), তৎ বদ, তু (পুনঃ) কতিপয়ৈঃ এব দিনৈঃ স্বেচ্ছাচারঃ প্রবর্ত্ততে।

একঘরে থাকিয়া, এইরূপ ব্যবহার চলিতে থাকিলে, তাহাদের দাম্পত্যসুখ কিরূপ হয়, বল দেখি। কয়েকদিনের মধ্যেই, উভয়ের যথেচ্ছা-চার আরম্ভ হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একাধারে থাকিলেও, আবার সংসারোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অহঙ্কারকে অনা-দর করিয়া, বুদ্ধি এইরূপে আত্মরমণে প্রবৃত্ত হইতে থাকিলে, অল্পদিনেই অহঙ্কার বিধিনিষেধের অতীত হইয়া যায় এবং বুদ্ধিও অহঙ্কারের বাধা না মনিয়া, নিরন্তর আত্মচিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে এই প্রকরণের তাৎপর্য্য, স্পষ্ট করিয়া গদ্যে বলিতেছেন—

স্বানুভবানাং সত্যাপি বাধিতাহঙ্কারে সমাধিভঙ্গো নাস্তীত্যর্থঃ।

যাঁহাদের আত্মানুভূতি একবার হইয়াছে, অথবা যাঁহারা, আত্মা হইতে অহঙ্কারের পৃথক্ সত্তা নাই, এইরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা অহঙ্কারকে "বাধিত" জানিয়াছেন—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ব্যবহারকালে, তাঁহাদের সেই অহঙ্কার থাকিলেও, আত্মায় অত্যাসক্তি বশতঃ, স্বাত্মসাক্ষাৎকারবৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটে না ; যেমন, পরপুরুষাসক্তা রমণীর পরপুরুষসঙ্গসুখাকার বৃত্তির বিচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ। বাসিষ্ঠ রামায়ণেও উক্ত হইয়াছে (উপশম প্রকরণ ৭৪। ৮৩)

"পরব্যসননী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥

পরপুরুষানুরক্তা নারী, গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃতা হইলেও হৃদয়াভ্যন্তরে সেই (পূর্ব্বাস্বাদিত) পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দই আস্বাদন করিতে থাকে।

৪৭। অহঙ্কারস্থাবাধকত্বপ্রদর্শনত্রয়ী।

অহঙ্কার কেন বাধক হয় না, তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—

ভিত্তিচিত্রকৃতং সর্পং দৃষ্ট্বা বালঃ পলায়তে।
কেনচিৎ বালকেনোক্তং চিত্রসর্পোঽহয়মিত্যুত ॥ ১

অন্বয়—বালঃ ভিত্তিচিত্রকৃতং সর্পং দৃষ্ট্বা পলায়তে ; কেনচিৎ (অন্যেন) বালকেন 'অয়ং চিত্রসর্পঃ' ইত্যুত উক্তম্।

দেওয়ালে অঙ্কিত সর্প দেখিয়া একটি বালক ভয়ে পলাইতেছে। অপর এক বালক তাহাকে বলিল, 'ওরে, ওটা দেওয়ালে আঁকা সাপ (ওটা কামড়াইতে পারে না)'।

তত: প্রভৃত্যসৌ বিদ্বাংস্তেনৈব সহ খেলতি।
তথাত্মস্থমহঙ্কারং শ্রুত্বা মূঢ়ঃ পলায়তে॥ ২

অন্বয়—অসৌ বালঃ ততঃ প্রভৃতি বিদ্বান্ (সন্), তেন এব সহ খেলতি। তথা আত্মস্থম্ অহঙ্কারং শ্রুত্বা মূঢ়ঃ পলায়তে।

তখন হইতে, সেই সর্পকে মিথ্যা বলিয়া জানিবার পর, সেই বালক ঐ সর্পের সহিত খেলা করে। সেইরূপ, জ্ঞানহীন্ ব্যক্তি, আত্মায় অহ-ঙ্কার রহিয়াছে, শুনিয়াই পলায়ন করে—অর্থাৎ সমাধির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত এবং তাহাতেই লীন হয়।

তত্র সদ্গুরুণা প্রোক্তং চিদেবাস্তীহ নেতরৎ।
ততঃ প্রভৃত্যসৌ বিদ্বাংস্তেনৈব সহ খেলতি॥ ৩

অন্বয়—তত্র সদ্গুরুণা, ইহ চিৎ এব অস্তি, ন ইতরৎ, ইতি প্রোক্তম্। ততঃ প্রভৃতি অসৌ বিদ্বান্, তেন সহ খেলতি।

শিষ্য এইরূপ অহঙ্কার দেখিয়া ভয় পাইলে, সদ্গুরু (জগন্মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় উৎপাদন করিয়া, আত্মসত্যতা বোধক উপদেষ্টা) উপদেশ করিলেন—এই যে অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগৎ, প্রতীত হইতেছে, ইহাতে প্রত্যগাত্মচৈতন্য ভিন্ন, অহঙ্কারাদি অন্য কিছুই নাই। শিষ্য উক্তরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া, তখন হইতে সেই অহঙ্কারাদি জগৎ লইয়া ক্রীড়া করেন,—তাহাকে 'বাধিত' জানিয়া, ব্যবহার নিষ্পাদন করেন।

এইরূপে বাধিত—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—অহঙ্কার জ্ঞানীর বাধক হয় না।

৪৮। প্রশ্নোত্তরমুক্তাফলদ্বয়ম্।

তত্র বিষয়বাসনোবাচ—

আত্মচিন্তনে স্বনাশ সম্ভাবনা দেখিয়া রূপরসাদিভোগবাসনা, জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

অহিক্রীড়া ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যং নাত্মচিন্তনম্।
অহো জীব মহামূঢ় মরণং তে ভবিষ্যতি ॥ ১

অন্বয়—অহো মহামূঢ় জীব, (ত্বয়া) অহিক্রীড়া ন কর্ত্তব্যা, আত্ম-চিন্তনং ন কর্ত্তব্যং, তে মরণং ভবিষ্যতি।

রে দুর্ব্বুদ্ধি জীব, সর্প লইয়া খেলা করিতে নাই; আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে নাই। সেইরূপ করিলে, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

স জীব উবাচ—

সেই জীব উত্তর করিলেন:—

আহিনানেন যে দষ্টা অমরত্বং গতা হি তে।
অস্যামৃতময়ী দংষ্ট্রা তৎক্রীড়াম্যমুনাহিনা ॥ ২

অন্বয়—যে অনেন অহিনা দষ্টাঃ, তে অমরত্বং গতাঃ হি। অস্য দংষ্ট্রা অমৃতময়ী, তৎ অমুনা অহিনা (সহ) ক্রীড়ামি।

এই আত্মস্বরূপ সর্পে যাহাদিগকে দংশন করিয়াছে, তাহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছে—ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে ও জ্ঞানিজনে, একথা সুবিদিত। সেইহেতু, আমি এই আত্মসর্প লইয়া ক্রীড়া করিব। এই সর্পের দন্ত, (আঘাত করিলে), অমর করিয়া দেয়।

৪৯। প্রশ্নোত্তরচমৎকারত্রয়ী ॥

অহঙ্কার থাকিলেই ব্যবহারের উৎপত্তি, এবং ব্যবহার আরম্ভ হইলেই কামক্রোধাদির উৎপত্তি—এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। এই কথাই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বুঝাইতেছেন। মোহাদি, কামাদিকে প্রশ্ন করিতেছেন—

যথা পূর্ব্বং ন খেলন্তি যথাপূর্ব্বং হসন্তি ন।
কৈশ্চিৎ কামাদয়ঃ পৃষ্টা ভবন্তঃ কিং হতপ্রভাঃ ॥ ১

অন্বয়। কামাদয়ঃ কৈশ্চিৎ (মোহাদিভিঃ) পৃষ্টাঃ—ভবন্তঃ যথাপূর্ব্বং ন খেলন্তি, যথাপূর্ব্বং ন হসন্তি, (ভবন্তঃ) কিং হতপ্রভাঃ (ভবন্তি)।

হে কামাদি, আপনারা পূর্ব্বে যেমন খেলিতেন, যেমন হাসিতেন, সেইরূপ খেলেন না, সেইরূপ হাসেন না; আপনারা কেন হতপ্রভ হইয়া গেলেন ?

কামাদয় ঊচুঃ।

কামাদি উত্তর করিলেন—

অস্মান্ পুষ্ণাতি যা নিত্যং সাস্মাকং জননী মৃতা।
সুখলুব্ধেন পিত্রা নঃ কাচিদন্যা কৃতা বধূঃ ॥

অন্বয়—যা অস্মান্ নিত্যং পুষ্ণাতি, অস্মাকং সা জননী মৃতা, নঃ সুখলুব্ধেন পিত্রা অন্যা কাচিৎ বধূঃ কৃতা।

হে মোহাদি, যে অবিদ্যাজননী আমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আর আমাদের অহঙ্কারপিতা, (বিদ্যাসুখলাভে আসক্ত হইয়া), বিদ্যানাম্নী এক নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

অস্মান্দ্বিষন্তি সা নিত্যং ন পুষ্ণাতি কদাচন।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব গৃহত্যাগো ভবিষ্যতি ॥ ৩

অন্বয়—সা অস্মান্ নিত্যং দ্বিষন্তি, কদাচন ন পুষ্ণাতি; (অতঃ) কতিপয়ৈঃ এব দিনৈঃ গৃহত্যাগঃ ভবিষ্যতি।

সেই বিদ্যানাম্নী বিমাতা, আমাদিগকে (কামক্রোধাদিকে) দুষ্ট বলিয়া বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সপত্নী অবিদ্যার পুত্র বলিয়া, আমাদিগকে কখন পালন করেন না। এইহেতু মনে হইতেছে আমাদিগকে অচিরেই গৃহত্যাগ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই—বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অহঙ্কার থাকিলেও, আর কামাদির পোষক হয় না। প্রত্যুত সেই অহঙ্কার ব্রহ্মবিদ্যাসুখাসক্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে কামাদি বিকারের বিলয়ই ঘটিয়া থাকে।

৫০। স্তনপান লীলাষ্টকম্।

অহঙ্কার থাকিতেও, "আমার" (অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চিদাভাসের) বিদ্যায় রুচি উৎপাদনের জন্য এই প্রকরণ বিরচিত।

শ্রীগুরুরুবাচ—

উপমাতা চ মাতা চ বাল মাতৃদ্বয়ং হি তে।
উপমাতুঃ স্তনরসঃ কট্বম্লমধুতিক্তকঃ॥ ১
জরামরণসংসর্গী চিত্রদ্বৈতরসাত্মকঃ।

অন্বয়—শ্রীগুরুঃ উবাচ—হে বাল, তে হি মাতৃদ্বয়ম্ অস্তি, উপমাতা (ধাত্রী) চ মাতা চ; উপমাতুঃ স্তনরসঃ কট্বম্লমধুতিক্তকঃ, জরামরণসংসর্গী, চিত্রদ্বৈতরসাত্মকঃ।

হিতোপদেষ্টা গুরু উপদেশ করিলেন, হে বালক, তোমার দুইটি মাতা, একটি উপমাতা বা ধাত্রী, অবিদ্যা; অপর জননী, বিদ্যা। উপমাতার স্তনদুগ্ধ বা বিষয়রস, কটু, অম্ল, মধু, তিক্ত-এইরূপ বিচিত্রাস্বাদ এবং দ্বৈতরসাত্মক বা ভেদজনিতসুখরূপ; তাহা জরা বা বলহীনতা ও মরণ বা সাধনশূন্যজীবন প্রদান করে।

নিজমাতা তব তু যা তন্মাহাত্ম্যং বদাম্যহম্॥ ২
সৈব মাতা পিতা সৈব জগতামীশ্বরী চ সা।
সা গতিঃ সা পরং তত্ত্বং তৎপরং নাস্তি কিঞ্চন॥ ৩

অন্বয়—যা তু 'তব' নিজমাতা, অহম্ তন্মাহাত্ম্যং বদামি; সা এব মাতা, সা এব পিতা, সা চ জগতাম্ ঈশ্বরী; সা গতিঃ, সা পরং তত্ত্বং তৎপরং কিঞ্চন নাস্তি।

কিন্তু যিনি তোমার জননী, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি। তিনিই (সেই বিদ্যাই) তোমার—জননী সাক্ষাৎব্রহ্মপ্রাপিকা; (অন্য

মাতা ধাত্রী বা বিষয়সুখ দাত্রী মাত্র)। তিনিই তোমার পিতা বা পালক সংসার হইতে রক্ষাকর্ত্তা। তিনিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, বিদ্যারূপে ঈশ্বরোপাধি বলিয়া, ঈশ্বররূপে পূজনীয়া। তিনিই তোমার ন্যায় মুমুক্ষুর গতি বা শরণ। তিনিই কার্য্যকারণাতীত অনারোপিত বস্তু; তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। (অতএব তুমি ধাত্রী অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, জননী বিদ্যাকেই আশ্রয় কর।)

উপমাতা কুজাতিস্তে, মাতা তব সুজাতিকা।
তাং কুজাতিং পরিত্যজ্য সুজাতিং মাতরং শ্রয়॥ ৪

অন্বয়—তে (তব) উপমাতা কুজাতিঃ, তব মাতা সুজাতিকা। কুজাতিং তাং পরিত্যজ্য সুজাতিং মাতরং শ্রয়।

তোমার ধাত্রী নীচজাতিসম্ভবা; তোমার জননী শ্রেষ্ঠ জাতিতে জন্মলাভ করিয়াছেন। অতএব সেই ধাত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, জননীরই আশ্রয় গ্রহণ কর, (নতুবা কুজাতিসম্পর্কে বুদ্ধিমালিন্য ও নরকপাত অনিবার্য্য।) ভাবার্থ এই—ধাত্রী জন্ম-মরণ-দুঃখপ্রদায়িকা বলিয়া নীচজাত্যুৎপন্না, জননী বিদ্যা—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রমারূপা বৃত্তি, ব্রহ্মপ্রাপিকা বলিয়া সুজাত্যুৎপন্না। তুমি মুমুক্ষু; বিদ্যার আশ্রয়গ্রহণই তোমার কর্ত্তব্য।

নিজমাতুস্তনরসস্ত্বদ্বৈতামৃতবর্ষণঃ।
জন্মরোগজরাধ্বংসী সকৃৎ পীতোঽপি মৃত্যুজিৎ॥ ৫

অন্বয়—নিজ মাতুঃ স্তনরসঃ তু অদ্বৈতামৃতবর্ষণঃ; জন্মরোগজরাধ্বংসী, সকৃৎপীতঃ অপি মৃত্যুজিৎ (ভবতি)।

আত্মসাক্ষাৎকারকারণভূতা বিদ্যারূপিণী নিজমাতার উপনিষদ্বাক্যরূপ স্তনদুগ্ধ, ধাত্রীস্তনদুগ্ধের মত নহে; তাহা, ভেদরহিত পরমানন্দের অমৃ-

ভাবক, সদদ্বৈত ও অনৃতদ্বৈতের ঐক্যপ্রতীতিরূপ জন্মের, দ্বৈতপ্রতীতি জনিত সুখদুঃখভোগরূপ রোগের, এবং পরিণামদুঃখভোগরূপ জরার, বিনাশক; তাহা একবার মাত্র পান করিলে—হৃদয়ে ধারণা করিলে— মোহমৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়।

ন জ্ঞাতং মূঢ়ভাবেন পূর্ব্বমন্তরমেতয়োঃ।
ইদানীমন্তরং জ্ঞাত্বা নিজমাতুস্তনং পিব ॥ ৬

অন্বয়—(ত্বয়া) মূঢ়ভাবেন পূর্ব্বং এতয়োঃ অন্তরং ন জ্ঞাতম্। ইদানীং (এতয়োঃ) অন্তরং জ্ঞাত্বা, নিজমাতুঃ স্তনং পিব।

হে শিষ্য, তুমি মূঢ়তাবশতঃ ইতঃপূর্ব্বে, এই উভয় স্তনদুগ্ধের প্রভেদ বুঝিতে পার নাই। এক্ষণে আমার উপদেশ লাভে, তদুভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিয়া, বিদ্যারূপিণী নিজমাতার ব্রহ্মোপদেশক বচনরূপ দুগ্ধ পান কর—বুদ্ধিতে ধারণা কর।

ত্বয়া স্তনে পরিত্যক্তে সা বিদীর্য্য ম্রিয়েত চেৎ।
নশ্যেৎ কুজাতিসংসর্গো হিতমেব তদা ভবেৎ ॥ ৭

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

তুমি সেই ধাত্রীর স্তন্যপান পরিত্যাগ করিলে, সে যদি ক্ষোভে বিদীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে, তোমার নীচজাতীয়ার সংসর্গ পরিত্যাগ হইবে, তোমার কল্যাণ হইবে। ভাবার্থ এই যে—মুমুক্ষুজন অবিদ্যা-মূলক কর্ম্মাদিপ্রতিপাদক বচনসমূহে কর্ণপাত না করিলে, তাহার ফল-বাসনার সহিত, অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হয়, এবং পরে কল্যাণ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

মায়াব্রহ্মময়স্তাত কিমর্থং বর্ণসঙ্করঃ।
মায়ামেব পরিত্যজ্য শুদ্ধব্রহ্মময়ো ভব ॥ ৮

অন্বয়,—(হে) তাত, মায়াব্রহ্মময়ঃ বর্ণসঙ্করঃ কিমর্থং (কর্ত্তব্যঃ) ? (তর্হি) মায়াং পরিত্যজ্য এব শুদ্ধব্রহ্মময়ঃ ভব।

নীচজাতীয়া রমণীসংসর্গে ব্রাহ্মণদ্বারা উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর, বাঞ্ছনীয় নহে। হে পুত্র, তুমি কেন মায়া ও ব্রহ্মের বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইতে দিবে ? তুমি নীচজাতীয়া মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া অবস্থান কর—অর্থাৎ মায়াবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিলে, আর সংসার-সঙ্কর উৎপন্ন হইবে না।

৫১। আশ্চর্য্যচতুষ্টয়ী।

মায়ায় এবং মায়ার কার্য্যে অরুচি উৎপাদন করিয়া, শুদ্ধব্রহ্মে রুচি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্মের বিস্ময়কর স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।

অন্ধঃ পশ্যতি সর্ব্বং চ পঙ্গুর্যাতি পুরাৎপুরম্।
জড়ঃ কার্য্যাণি কুরুতে নীরসো রসমশ্নুতে ॥ ১

অন্বয়—অন্ধঃ সর্ব্বং পশ্যতি, পঙ্গুঃ পুরাৎ পুরম্ যাতি চ, জড়ঃ কার্য্যাণি কুরুতে, নীরসঃ রসম্ অশ্নুতে।

"পশ্যত্যচক্ষুঃ" চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন (শ্বেতা, উ ৩।১৯) এবং "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্", নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয় (শ্বেতা, উ ৬।১৯)—এইরূপ শ্রুতিবচনে ব্রহ্ম, চক্ষুহীন, নিরবয়ব, ইত্যাদি রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছেন, এবং "নান্যোঽতোস্তি দ্রষ্টা", ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই (বৃহদা,উ, ৩।৭।২৩) এইরূপ শ্রুতিবচনে, ব্রহ্মচৈতন্য বিনা জগদবলোকন সিদ্ধ হয় না, প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম খঞ্জ হইয়াও এক নগর হইতে নগরান্তরে যান, যেহেতু "অপাণিপাদো জবনঃ"(শ্বেতা, উ ৩।১৯) এই শ্রুতিবচনে, তিনি 'হস্তপদ বিহীন হইয়াও বেগবান্' এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন, অন্য কিছু গতিমান্ নাই। জড়রূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ জীব, কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মের ফলভোগও করিয়া থাকেন। রসনাহীন ব্রহ্ম রসানুভব করিয়া থাকেন, অথবা বিষয়সুখবর্জ্জিত হইয়াও, রসয়িতারূপে রসানুভব করেন।

নিশ্চেতা নিশ্চিনোত্যন্তং বিরক্তো ভোগমঞ্চতি।
সর্ব্বস্পর্শবিহীনোপি ব্রহ্মসংস্পর্শমশ্নুতে ॥ ২

অন্বয়—নিশ্চেতা অত্যন্তং নিশ্চিনোতি, বিরক্তঃ ভোগম্ অঞ্চতি, সর্ব্বস্পর্শবিহীনঃ অপি ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অশ্নুতে।

ব্রহ্ম "অমনস্ক" বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন; কিন্তু জীবাত্মা হইতে অভিন্ন হইয়া, ('অত্যন্ত' অর্থাৎ) অতিক্রান্তবিনাশ ব্রহ্মকে নিশ্চয় বা নিদিধ্যাসন করিতেছেন, কেননা, চৈতন্যবর্জ্জিত কেবল মনের, বস্তু-নিশ্চয়সামর্থ্য নাই। রূপরসাদি বিষয় মিথ্যা, এবং ব্রহ্ম স্বয়ং পরিপূর্ণ; এই হেতু ব্রহ্ম রাগরহিত; তথাপি জীবরূপে সুখদুঃখাদি অনুভব করিতেছেন। ত্বগিন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়বর্জ্জিত হইয়াও ব্রহ্ম, জীবরূপে ব্রহ্মসংস্পর্শ (ব্রহ্মের সহিত ঐক্য) অনুভব করিতেছেন।

সর্ব্বাহারী নিরাহারমুদরে ধারয়ত্যয়ম্।
মুগ্ধো ভুনক্তি পাণ্ডিত্যং সিদ্ধান্তং বক্তি মৌনবান্ ॥ ৩

অন্বয়—সর্ব্বাহারী অয়ম্ (ব্রহ্ম) নিরাহারম্ (যথা স্যাৎ তথা) উদরে ধারয়তি, মুগ্ধঃ (সন্) পাণ্ডিত্যং ভুনক্তি, মৌনবান্ (সন্) সিদ্ধান্তং বক্তি।

সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের লয়াধার অথবা কালরূপে জগদ্ভক্ষক হইয়া, ব্রহ্ম তদ্দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিয়া, তৎসমুদয়কে ধারণ করিতেছেন, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥" (কঠ, উ ১।২।২৫)

'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই, যাঁহার অন্ন অর্থাৎ অন্নের ন্যায় সংহার্য্য বস্তু, এবং সর্ব্ব প্রাণিসংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (ব্যঞ্জনস্থানীয়), তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে ?'

জ্ঞেয়বস্তুমাত্রই মিথ্যা, সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার নাই বলিয়া তিনি' মুগ্ধ' । তথাপি তিনি সর্ব্বজ্ঞানপরিপাকফল—সমদর্শন পোষণ করিতেছেন । তিনি মৌনী হইয়াও সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তের প্রকটনকারী । কেননা (নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতি সপ্তম কণ্ডিকায় বলিতেছেন—"কিংসদিতীদমি"তি, এই গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ।

নির্বৈরো জয়মাপ্নোতি নিষ্কামঃ পূর্ণকামতাম্ ।
সুপ্তো জাগর্ত্তি বিজ্ঞানী মৃতোপ্যমৃতমশ্নুতে ॥ ৪

অন্বয়—(সঃ) নির্বৈরঃ (সন্) জয়ম্ আপ্নোতি, নিষ্কামঃ (সন্) পূর্ণকামতাম্ আপ্নোতি; বিজ্ঞানী সঃ সুপ্তঃ সন্ জাগর্ত্তি, মৃতঃ অপি অমৃতম্ অশ্নুতে ।

তিনি দ্বেষ্যাপ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও, সকল উদ্যোগের ফল—মোক্ষ, ভোগ করিতেছেন । তাঁহাতে কোন কামনা দৃষ্ট না হইলেও, তিনি সর্ব্বকাম-প্রাপ্ত. কেননা শ্রুতি বলিতেছেন, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈত্তিরীয়উ, ২।১।১) 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া নিখিলভোগসমূহ যুগপৎ ভোগ করিতে থাকেন' । তিনি সুপ্ত হইয়াও জাগ্রৎ, কেননা আত্মানুভব প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চে সুপ্ত, কিন্তু স্বরূপে জাগ্রৎ । তিনি মৃত হইয়াও অমৃতত্ব ভোগ করেন,

কেননা, জীবত্ববর্জ্জিত হইয়াও, পুণ্যকর্ম্মলভ্য অমরতার চরম অমরত্ব ভোগ করিতেছেন।

৫২। তুরীয়তুলসীপত্রপূজা।

তুরীয়তুলসীপত্রৈর্বিষ্ণুপূজা নিরূপ্যতে।
প্রেমপ্রধানভাবেন শৃঙ্গাররসরূপিণী ॥ ১

অন্বয়—তুরীয়তুলসীপত্রৈঃ প্রেমপ্রধানভাবেন (ময়া) শৃঙ্গাররসরূপিণী বিষ্ণুপূজা নিরূপ্যতে।

আত্মসাক্ষাৎকারবতী বুদ্ধি, জাগ্রদাদির অপেক্ষায় চতুর্থী বা তুরীয়া। সেই বুদ্ধিই বিষ্ণুর অর্থাৎ জগদ্ব্যাপক পরমাত্মার প্রিয় বলিয়া তুলসীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পত্র, অর্থাৎ ভাবগর্ভবৃত্তির দ্বারা, বিষ্ণুর পূজা অর্থাৎ পরমাত্মার ধ্যান করিতে হয়। নায়কের প্রতি শৃঙ্গাররসবতী নায়িকার অনুরাগ লইয়া, পরমাত্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ধ্যান সফলতা লাভ করে। আমি তদ্রূপ অনুরাগপ্রণোদিত হইয়া সেই পরমাত্মধ্যান বর্ণনা করিতেছি।

তত্র গোপীবাক্যম্।

শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে গোপীকা রাধা, সখীগণের প্রতি যে বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই সেই অনুরাগ পরিস্ফুট হইবে। শ্রীরাধাকে বুদ্ধি, ও সখীগণকে শান্তি, দান্তি প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, নিম্নবর্ণিত বচনে, পরমাত্মধ্যানের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হইবে।

দৃষ্ট্যা ময়া মধুরয়া কলিতোঽধুনায়ং
যঃ কামিনীজনমনোহরণো মুকুন্দঃ।

তং চিন্তয়ামি হৃদয়ে ন সুখং গৃহেস্মিং
স্তস্মিন্বনে ভবতু তেন সহৈব বাসঃ ॥ ২

অন্বয়—যঃ অয়ং কামিনীজনমনোহরণঃ মুকুন্দঃ, (সঃ) ময়া অধুনা, মধুরয়া দৃষ্ট্যা কলিতঃ। তং হৃদয়ে চিন্তয়ামি; অস্মিন্ গৃহে ন সুখং (অস্তি); তস্মিন্ বনে তেন সহ এব বাসঃ ভবতু।

এই যে শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাগণের মন হরণ করিয়া লইয়া যান, তাঁহাকে আমি আজ সূক্ষ্ম প্রেমগর্ব্বিত দৃষ্টি দ্বারা বশীকৃত করিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি মনে মনে স্মরণ করিতেছি। এইহেতু, এই গৃহে আর সুখ পাইতেছি না। এখন এই বাসনা প্রবল হইয়াছে, যেন বৃন্দাবনে তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে পাই। তাৎপর্য্য এই—তুর্য্যানাম্নী বুদ্ধি বলিতেছেন, যে মুক্তিদাতা পরমাত্মা, আত্মপ্রকাশ দ্বারা, আত্মসুখ-লিপ্সু মুমুক্ষুজনের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমি এই ব্যবহারকালেও, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রমারূপ বৃত্তিদ্বারা, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। সর্ব্বদ্বৈতাপবাদের অবধিভূত অন্তঃকরণবৃত্তিতে তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি; এখন প্রার্থনা, তাঁহারই সম্ভজনে—জীবব্রহ্মৈক্য-চিন্তনে, আমার (চিদাভাসবিশিষ্ট তুর্য্যবুদ্ধির,) সেই পরমাত্মার সহিত অভেদে স্থিতি অচলা হউক। প্রথম তুলসীপত্র।

গোপালিকাস্মি চতুরা ন চ মে মনীষা
দেহশ্রিতা বিবিধগোরসবাসনা মে।
কিম্বা বিধেয়মিতি চিন্তয়তী স্থিতাহং
তাবদ্বলান্মিলিত এব ময়া মুকুন্দঃ ॥ ৩

অন্বয়—(অহং) গোপালিকা অস্মি, মে মনীষা ন চতুরা (বিদ্যতে) চ; বিবিধগোরসবাসনা মে দেহশ্রিতা (বিদ্যতে), (ময়া) কিংবা বিধেয়ম্

ইতি চিন্তয়ন্তী (যাবৎ) অহং স্থিতা, তাবৎ মুকুন্দঃ বলাৎ এব ময়া মিলিতঃ।

আমি গোয়ালিনী, আমার বুদ্ধি চতুর নহে। তাহার উপর, আমার সর্ব্বাঙ্গে দধিদুগ্ধতক্রনবনীতাদির দুর্গন্ধ; (এই, সকলদোষই, কৃষ্ণচিত্ত-বিনোদনের প্রতিকূল।) 'এখন করি কি?' যখন এইরূপ ভাবিতেছি তখন কৃষ্ণই বলপূর্ব্বক আসিয়া, আমার সহিত মিলিত হইলেন। ভাবার্থ—তুর্য্যা বুদ্ধি স্বাত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত অনুস্মরণ করিয়া, শান্তি প্রভৃতি সখীদিগকে বলিতেছেন,—আমি তখন ইন্দ্রিয়পালিকা বা প্রপঞ্চনিশ্চয়াত্মিকা ছিলাম; আত্মানাত্মবিবেচন-কুশলা হই নাই; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ইচ্ছা ও সংস্কার লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল। সকলই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতিকূল। এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করি, যখন এইরূপ ভাবিতেছি, তখন পরমাত্মা, পূর্ব্বসুকৃতি বলে, হঠাৎ সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেন। দ্বিতীয় তুলসীপত্র।

একাকিনী বত গতাস্মি বনে নিশীথে
কুঞ্জে নিলীয় রমণস্য রসো গৃহীতঃ।
চিত্রং ভজামি কলয়ামি ন তত্র হেতুং
সর্ব্বাঃ প্রসন্নবদনা যদিমা বয়স্যাঃ ॥ ৪।

অন্বয়। (হে সখ্যঃ) অহং একাকিনী নিশীথে বনে গতা অস্মি বত, (ময়া) কুঞ্জে নিলীয় রমণস্য রসঃ গৃহীতঃ। যৎ (যস্মাৎ) ইমাঃ সর্ব্বাঃ বয়স্যাঃ প্রসন্নবদনাঃ (সন্তি), তত্র হেতুং ন কলয়ামি, (কেবলং) চিত্রং ভজামি।

শ্রীরাধা হর্ষসহকারে বলিতেছেন—'দেখ সখীগণ, আমি ত একেলা গভীররাত্রে বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, এবং লোকদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া,

সেই রতিসুখদাতা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগসুখ ভোগ করিয়াছিলাম। হে বয়স্যাগণ (তোমরা ত তাহা দেখ নাই এবং জানও না), তথাপি কিহেতু তোমাদের মুখ আনন্দবিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি ত তাহা বুঝিলাম না; সেই হেতু আমি আশ্চর্য্য অনুভব করিতেছি। তাৎপর্য্য এই—তুরীয়া বুদ্ধি বলিতেছেন, আমি সবিকল্পসমাধিবৃত্তিরূপে শান্ত্যাদিবৃত্তি সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসুখানুভবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মসুখে সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের অদর্শনহেতু, তাহা নিশীথ সদৃশ হইয়াছিল; দেহকুঞ্জে কোনও বৃত্তি ছিল বলিয়া, কাহারও প্রতীতি-গোচর হয় নাই। আমি এইরূপে জগদানন্দয়িতা ব্রহ্মানন্দকে অনুভব করিয়াছিলাম। সেই অনুভবকালে, শান্তি, দান্তি প্রভৃতি বৃত্তি না থাকিলেও, তাহারা পরে কি প্রকারে এইরূপ প্রসন্নতা বা পরিপুষ্টিলাভ করিল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পরিতেছি না। তৃতীয় তুলসীপত্র।

কিং বর্ণয়ামি পুরতঃ কিল কস্য বর্ণ্যং
কিং বর্ণিতেন সখি বর্ণয়িতুং ন শক্যম্।
অঙ্গানি মে বিগলিতানি সহৈব নীব্যা
দষ্টেঽধরে রতিরসে রতিনায়কেন ॥ ৫।

অন্বয়। (হে) সখি (তৎ কৃষ্ণসম্ভোগসুখং) কস্য পুরতঃ কিল বর্ণ্যং, বর্ণিতেন কিং, (তৎ) বর্ণয়িতুং ন শক্যং, কিং বর্ণয়ামি? (অতঃ লক্ষণেন এব তৎ কথঞ্চিৎ বোদ্ধব্যম্), রতিনায়কেন মে অধরে দষ্টে (সতি), রতিরসে (আবির্ভূতে সতি) মে নীব্যা সহএব অঙ্গানি বিগলিতানি।

হে সখি, সেই কৃষ্ণসম্ভোগসুখ আমি কা'র সমক্ষে বর্ণনা করিব? (যে অনুভব করে নাই, সে কি প্রকারে বুঝিবে? সেই বর্ণনপ্রয়াস ছলনামাত্র।) সেই বর্ণনপ্রয়াসে কি ফলোদয় হইবে? তাহা কোন

প্রকারেই বর্ণনা করা যায় না। আমি কি প্রকারে বর্ণনা করিব? সেই সম্ভোগে, যে যে লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিল তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সেই রতিনায়ক আমার অধরে দংশন করিলে এবং তদ্দ্বারা রতিসুখের আবির্ভাব হইলে, আমার নীবির (বস্ত্রবন্ধন বা কসির,) সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম-সুখানুভব বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝান যায় না। তাহা 'স্বসম্বেদ্য'। অন্তঃকরণের বৃত্তিব্যাপ্য সেই ব্রহ্মসুখানুভবের বাহ্য চিহ্ন এই যে; চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার তিরোহিত হয়; দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায়। (অধরদংশন ব্রহ্মানন্দের বৃত্তিব্যাপ্যতার লক্ষক।)

নন্বেতদেব সুকৃতং ফলিতং মদীয়ং
যৎ কামিনীষু রসলম্পট এষ কৃষ্ণঃ।
লক্ষ্মীপতেরিতরথা ন ভবেদকস্মা
দস্মাসু গোপবনিতাসু কথাপ্রসঙ্গঃ॥ ৬।

অন্বয়। এতৎ মদীয়ং সুকৃতম্ এব ফলিতং ননু (বিতর্কে—'ইতি বিতর্কয়ামি'); যৎ (যস্মাৎ) এষঃ কৃষ্ণঃ কামিনীসু রসলম্পটঃ; ইতরথা লক্ষ্মীপতেঃ অকস্মাৎ গোপবনিতাসু অস্মাষু কথাপ্রসঙ্গঃ ন ভবেৎ।

এই কৃষ্ণ যে আমাদের ন্যায় সাধারণ গোপনারীতে ভোগাসক্ত হইয়াছেন, ইহাতে মনে হয়, ইহা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যেরই ফল। তাহা না হইলে, যাঁহার ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী বাঁধা রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমাদের ন্যায় গোপনারীর অকস্মাৎ এই সম্বন্ধ, কথাপ্রসঙ্গেও ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

তাৎপর্য্য এই—বুদ্ধির যে ব্রহ্মৈক্যাকারবৃত্তিজনিত সুখানুভব হয়, তাহা অনন্তজন্মার্জ্জিত সুকৃতিরই ফল; সেই সুখ নিষ্কাম সাধকেরই প্রাপ্য। প্রারব্ধশেষ পর্য্যন্ত নিষ্কামতালাভ দুর্ঘট। প্রারব্ধ ভোগের

মধ্যেই মোক্ষলক্ষ্মীদানসমর্থ, আপ্তকাম পরমাত্মগুরুর অকস্মাৎ অনুগ্রহে, যে, কেহ সেই সুখলাভে অধিকারী হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সেই সাধকের পূর্ব্বসুকৃতিই প্রযোজিকা (বা কারণ)।

তুরীয়তুলসীপত্রৈর্ব্বনমালী সুপূজিতঃ।
অস্মিন্বনে মহামিষ্টং যৎফলং তৎপ্রযচ্ছতি॥ ৭

অন্বয়। তুরীয়তুলসীপত্রৈঃ বনমালী সুপূজিতঃ (চেৎ, তর্হি) অস্মিন্ বনে যৎ মহামিষ্টং ফলং, তৎ প্রযচ্ছতি।

তুরীয়তুলসীপত্রদ্বারা, যদি বনমালী শ্রীকৃষ্ণের উত্তমরূপে পূজা করা যায়, তবে এই বনে যে ফলটি মহামিষ্ট, তাহাই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবার্থ. এই—অধিকারি-শরীর লাভ করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকারবতী বুদ্ধির বৃত্তির দ্বারা, একাংশে জগন্মালাধারী পরমাত্মার নিরন্তর অনুসন্ধান করিতে রত থাকিলে, কাণ্ডত্রয়বিশিষ্টবেদপ্রতিপাদিত কর্ম্মের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তিরূপ ফল, উপাসনার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল এবং জ্ঞানের মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফল, এই তিন ফলের মধ্যে তিনি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শেষোক্ত ফলটি প্রদান করেন।

৫৩। হেতুমালাহীরাবলী।

শ্রুতিপ্রামাণ্যসিদ্ধেঽর্থে হেতুভিঃ কিং তথাপি হি।
অপূর্ব্ব রচনাত্মত্বাদলঙ্কারো মহান্ যতঃ॥ ১

অন্বয়। শ্রুতিপ্রামাণ্যসিদ্ধে অর্থে হেতুভিঃ কিং (প্রয়োজনম্ অস্তি) তথাপি হি অপূর্ব্বরচনাত্মত্বাৎ (প্রকরণস্য সাফল্যম্ অস্তি), যতঃ (ইদং) মহান্ অলঙ্কারঃ ভবেৎ [অতঃ "হেতুমালা নিরূপ্যতে" ইতি চতুর্থচরণস্য পাঠান্তরম্]

স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। সেই শ্রুতি-বাক্যে, 'জ্ঞানীর আর জন্ম হয় না ইত্যাদি' যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা সকল আস্তিকের নিকট নিশ্চয়াস্পদ, তদ্বিষয়ে কারণপ্রশ্ন ও তাহার নিরূপণ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি, এই প্রকরণপ্রতিপাদিত বিষয়টী পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিরূপণ করেন নাই বলিয়া, এস্থলে তাহার নিরূপণ নিষ্ফল হইবে না। সেই নিরূপণের কারণান্তর এই যে, অধিকারিগণ ইহাকে কণ্ঠে ধারণ করিলে, ইহা তাঁহাদের অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।

জন্ম নামাসতঃ সত্ত্বা জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
সদ্রূপতামেব গতস্তেন জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২

অন্বয়। অসতঃ সত্ত্বা জন্ম নাম (ইতিপ্রসিদ্ধম্), জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সদ্রূপতাম্ এব গতঃ, তেন (তস্য) জন্ম ন বিদ্যতে।

অসৎ বস্তুর সত্তাপ্রাপ্তির নাম জন্ম; যেমন অহঙ্কার প্রভৃতি অসৎ বস্তুতে স্বাত্মসত্তার আরোপ করিয়া, তাহাকে সত্তাপ্রদান করিলে, তাহা জন্মিল, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিচারশীল পুরুষ বা জ্ঞানী, অদ্বৈতাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সদ্বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই হেতু তাঁহার আর জন্ম নাই।

প্রাপ্তবানমৃতং ব্রহ্ম জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
অমৃতং যেন সম্প্রাপ্তং স মৃতত্বং কথং ব্রজেৎ ॥ ৩

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অমৃতং ব্রহ্ম প্রাপ্তবান্। যেন অমৃতং সম্প্রাপ্তং, সঃ কথং মৃতত্বং ব্রজেৎ ?

যে জ্ঞানী, মরণরহিত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি মরণরহিত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি অমৃত লাভ করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে মৃতত্ব—মরণভাব প্রাপ্ত হইবেন ?

মৃতিঃ শরীরসংত্যাগো, জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
শরীরং ত্যক্তবান্ পূর্ব্বং মৃতস্য মরণং কিমু॥ ৪

অন্বয়। মৃতিঃ শরীরসংত্যাগঃ; জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ শরীরং পূর্ব্বং ত্যক্তবান্, মৃতস্য মরণং কিমু (কিমিব)?

শরীরের সম্যক্ ত্যাগের বা 'একান্ত বিস্মৃতি'র নাম মৃত্যু। তাহা হইলে, যে জ্ঞানী দেহাদির অতীত আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি ত' পূর্ব্বেই শরীরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃতের আবার মরণ কি প্রকার? অতএব জ্ঞানীর মরণ নাই।

অহন্তয়া সহৈবায়ং জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
কর্তৃত্বমত্যজত্তস্মাৎ কর্ম্মভি র্ন স লিপ্যতে॥ ৫

অন্বয়। অয়ং জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অহন্তয়া সহ এব কর্তৃত্বম্ অত্যজৎ; তস্মাৎ সঃ কর্ম্মভিঃ ন লিপ্যতে।

যে জ্ঞানীর কথা আমরা বলিতেছি, তিনি; অহঙ্কারাতীতাত্মসাক্ষাৎ-কার করিয়াছেন; তিনি অহঙ্কারের সহিত কর্তৃত্ব অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত বিজ্ঞানময় কোশের সহিত তাদাত্ম্য, পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই হেতু তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তদ্দ্বারা লিপ্ত হন না।

স্বয়মেব পবিত্রাত্মা জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
ন চ পুণ্যৈঃ পবিত্রোঽসৌ তেন পুণ্যৈর্ন লিপ্যতে॥ ৬

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ স্বয়মেব পবিত্রাত্মা (অস্তি), অসৌ পুণ্যৈঃ ন চ পবিত্রঃ ভবেৎ; তেন পুণ্যৈঃ ন লিপ্যতে।

যে জ্ঞানী আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজেই (স্বভাবতঃ) পবিত্র, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, তিনি পবিত্র হন না। এই হেতু তাঁহাতে পুণ্যকর্ম্মজনিত পবিত্রতার লেপ ঘটে না।

অত্যন্তশুদ্ধরূপোঽসৌ জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
তৎ করোতি পবিত্রং যত্তেন পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৭

অন্বয়। অসৌ জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অত্যন্তশুদ্ধরূপঃ, যৎ পবিত্রং তৎ করোতি, তেন পাপৈঃ ন লিপ্যতে।

লব্ধাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানী সাতিশয় নির্ম্মলাত্মা হইয়াছেন; যাহা শাস্ত্রবিহিত শুদ্ধকর্ম্ম, তাহাই করিয়া থাকেন। সেই শুদ্ধকর্ম্মাচরণহেতু, তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না, (অথবা, পাপকর্ম্মের অনাচরণহেতু, তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না।)

সহজানন্দরূপত্বাজ্জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
যেন হৃষ্যতি তন্নাস্তি, তস্মাদেষ ন হৃষ্যতি ॥ ৮

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সহজানন্দরূপত্বাৎ, যেন হৃষ্যতি তৎ নাস্তি; তস্মাৎ এষঃ ন হৃষ্যতি।

আনন্দাত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী, স্বাভাবিক নিরতিশয় সুখরূপ হইয়া গিয়াছেন বলিয়া, এমন কোনও বস্তু দেখিতে পান না, যদ্দ্বারা তিনি হৃষ্ট হইবেন; কেননা, তাঁহার দৃষ্টিতে দ্বৈতজাত বাধিত, অর্থাৎ জ্ঞানী নিজেই সুখরূপ বলিয়া, এবং সুখের কারণ বিষয়; তাঁহার দৃষ্টিতে নাই বলিয়া, তিনি হর্ষলাভ করেন না।

নাপকর্ত্তুং ক্ষমঃ কশ্চিজ্জাতসাক্ষাৎকৃতের্ভবেৎ।
অপকর্ত্তুরভাবেন স তু ন দ্বেষ্টি কঞ্চন ॥ ৯

অন্বয়। কশ্চিৎ জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ অপকর্ত্তুং ন ক্ষমঃ ভবেৎ। অপকর্ত্তুঃ অভাবেন স তু কঞ্চন ন দ্বেষ্টি।

লব্ধাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর, কেহ অপকার করিতে সমর্থ হয় না; কেননা জ্ঞানী নির্ব্বিকারাত্মস্বরূপ, এবং অপকারকর্ত্তারও পৃথক্ সত্তা

নাই; সেইহেতু অপকারকারী না থাকায়, জ্ঞানী কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না।

অপ্রাপ্যমবশিষ্টং কিং জাতসাক্ষাৎকৃতের্মুনেঃ।
হানির্নাস্তি ততো হেতোর্ন শোচতি কদাচন ॥ ১০

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনেঃ অপ্রাপ্যম্ অবশিষ্টং কিং বস্তু আস্তি? (অতঃ) হানিঃ নাস্তি, ততঃ হেতোঃ কদাচন ন শোচতি।

ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর অপ্রাপ্য বা অবশিষ্ট কি বস্তু আছে? কিছুই নাই; কেন না সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তিহেতু, তাঁহার সর্ব্বপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। এই হেতু তাঁহার 'হানি' নাই। সেইহেতু কোনও কালে তাঁহার শোকও নাই।

কেনাপ্যেষ প্রকারেণ জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং প্রাপ্য ন কাঙ্ক্ষতি কিমপ্যুত ॥ ১১

অন্বয়। এষঃ জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম প্রাপ্য কেন অপি প্রকারেণ, উত কিম্ অপি ন কাঙ্ক্ষতি।

এই স্বাত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী সমস্ত দ্বৈতজাতের তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া, কোনও কারণে, কোনও বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন না।

ন হ্যন্যো বলবান্ কশ্চিজ্জাতসাক্ষাৎকৃতের্ভবেৎ।
যস্মাদ্বিভেতি তন্নাস্তি তস্মাদেব বিভেতি ন ॥ ১২

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ অন্যঃ কশ্চিৎ ন হি বলবান্ ভবেৎ। যস্মাৎ (জনঃ) বিভেতি, তৎ নাস্তি, তস্মাৎ এষঃ ন বিভেতি।

ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানী ভিন্ন, অন্য কেহই বলবান্ হইতে পারে না; একথা সর্ব্ববিবেকিজনপ্রসিদ্ধ। ব্যাঘ্রাদি যে সকল জীব বা বস্তু হইতে লোকে সাধারণতঃ ভয় পায়, তাহা সেই জ্ঞানীর নিকট বস্তুতঃ নাই।

কেননা, তাঁহার নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন "দ্বিতীয়"বস্তু মাত্রেই বাধিত,—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত। এইহেতু, জ্ঞানী ভয় পান না।

যদস্য কার্য্যং পরমং জাতসাক্ষাৎকৃতের্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বমেব সংসিদ্ধং ন তস্মাৎ স বিষীদতি ॥ ১৩

অন্বয়। অস্য জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ যৎ পরমং কার্য্যং ভবেৎ, তৎ সর্ব্বমেব সংসিদ্ধং, তস্মাৎ সঃ ন বিষীদতি।

এই উৎপন্নাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর যে পরম কর্ত্তব্য ছিল, তাহা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট নাই। কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে পার্থ, জ্ঞানলাভেই সর্ব্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—"সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। সেই হেতু জ্ঞানী বিষাদ প্রাপ্ত হন না।

মান্যস্তু পদ্মজাদীনাং জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
মানিতো যদি লোকেন স তু মানং ন বিন্দতি ॥ ১৪

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ তু পদ্মজাদীনাং মান্যঃ, (সঃ) যদি লোকেন মানিতঃ স্যাৎ, (তর্হি) সঃ তু মানং ন বিন্দতি।

লব্ধাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানী আত্মস্বরূপ বলিয়া, ব্রহ্মাদিরও মাননীয়। সাধারণ লোকে যদি সেই জ্ঞানীকে সম্মান করে, তাহা হইলে, সেই সম্মান, জ্ঞানীর নিকট, সূর্য্যপূজায় দীপদানের ন্যায় গ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ সবিশেষ তৃপ্তির কারণ হয় না।

মান্য এব সুরেন্দ্রাণাং জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
ন মানিতো যদি জনৈরপমানং ন বিন্দতি ॥১৫

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সুরেন্দ্রাণাং এব মান্যঃ, সঃ যদি জনৈঃ মানিতঃ ন (ভবেৎ, তর্হি সঃ) অপমানং ন বিন্দতি।

লব্ধাত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানী, দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহা-

দিগেরও মাননীয়। সাধারণ লোকে যদি তাঁহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে, তিনি সেই অনাদর অনুভব করেন না।

উপকারাপকারৌ হি জাতসাক্ষাৎকৃতের্মুনেঃ।
শক্যৌ ন কেনচিৎ কর্ত্তুং তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ॥১৬

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনেঃ উপকারাপকারৌ কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যৌ হি, অতঃ জ্ঞানী মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ।

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত আত্মার, যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীর, উপকার বা অপকার করিতে, কেহই সমর্থ নহে। এই হেতু জ্ঞানী, হিতকারী অহিতকারী বা শত্রুমিত্রে, তুল্যরূপ। (গীতা, ১৪।২৫)

গুণদোষদশাতীতং জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
প্রাপ্তবান্ পরমং ধাম তুল্যনিন্দাস্তুতির্হি সঃ॥১৭

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ গুণদোষদশাতীতং পরমং ধাম প্রাপ্তবান্, হি (অতঃ) সঃ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (ভবতি)।

যিনি গুণদোষরহিত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী, দৈবী ও আসুরী, উভয় অবস্থারই অতীত, এবং কার্য্যকারণের অতীত স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। সেইহেতু, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার নিকট উভয়ই নিরর্থক বলিয়া, বিকার উৎপাদনে সমর্থ হয় না। (গীতা, ১২।১৯।)

গেহাদিমমতা নাস্তি জাতসাক্ষাৎকৃতের্মুনেঃ।
তেনানিকেত ইত্যুক্তো যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ॥১৮

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনেঃ গেহাদিমমতা নাস্তি, (অতঃ সঃ) মুনিঃ যত্রসায়ংগৃহঃ ভবতি, তেন (হেতুনা) সঃ অনিকেতঃ ইতি উক্তঃ।

আত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী গৃহপুত্রদারাদিতে মমতাশূন্য। এই হেতু, যে স্থলেই তাঁহার সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই স্থলেই তাঁহার গৃহ। এই কারণেই জ্ঞানীকে 'অনিকেত' বলা হয়। (গীতা ১২।১৯)।

অপ্রাপ্তং প্রাপ্তবান্ বোধং জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
স তু ন ক্ষীয়তে, তেন নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥১৯

অন্বয়। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অপ্রাপ্তং বোধং প্রাপ্তবান্। সঃ তু বোধঃ ন ক্ষীয়তে, তেন আত্মবান্ নির্যোগক্ষেমঃ।

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ; প্রাপ্তবস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম। যে জ্ঞানী যোগক্ষেমরহিত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি অলব্ধ জ্ঞান, লাভ করিয়াছেন; আর সেই জ্ঞানের কোন কালেই ক্ষয় নাই। এই হেতু আত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানীকে "নির্যোগক্ষেম" (গীতা, ২।৪৫) বলা হইয়া থাকে।

সমো যদ্যপি সর্ব্বত্র জাতসাক্ষাৎকৃতির্মুনিঃ।
তথাপি তৎস্তাবকস্য মম স্তুতিফলং মহৎ ॥২০

অন্বয়। যদ্যপি জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সর্ব্বত্র সমঃ, তথাপি তৎস্তাবকস্য মম স্তুতিফলং মহৎ।

যদ্যপি, সেই জ্ঞানীর নিকট, স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই তুল্যরূপ, তথাপি আমি এই যে তাঁহার স্তুতি করিলাম, তাহার ফল অতি পুণ্যময়, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—"উপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্"। * তাঁহার সুহৃদ্গণ তাঁহার পুণ্য তাঁহার কৃত অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের ফল, এবং তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাপকর্ম অর্থাৎ তাঁহার কৃত পাপকর্মের ফল, লইয়া থাকেন।

* এই শ্রুতিবচন সম্বন্ধে "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র টীকাকার অচ্যুতরায় বলেন, "ইতি শাট্যায়নিপঠিতা"। ইহা শাট্যায়নীয়োপনিষদে নাই, সেই নামের শাখায় থাকিতে পারে। তিনি এই বচনের মাধবাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—"সকল প্রাণীই জ্ঞানীর পুত্রস্থানীয়, তাহারা তাঁহার বিত্তস্থানীয় কর্ম্ম যথাযোগ্য গ্রহণ করে।" কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে অনুরূপ উক্তি আছে।

হেতুমালাময়ী ধার্য্যা কণ্ঠে হীরাবলী বুধৈঃ।
অপূর্ব্বরচনাত্মত্বাদলঙ্কারো মহান্যতঃ ॥২১

অন্বয়। বুধৈঃ হেতুমালাময়ী হীরাবলী কণ্ঠে ধার্য্যা। যতঃ (যস্মাৎ) অপূর্ব্বরচনাত্মত্বাৎ (অয়ং) মহান্ অলঙ্কারঃ ভবেৎ।

বিচারশীল পুরুষগণ, এই হেতুনিচয়দ্বারা গ্রথিত হীরকমালা কণ্ঠে ধারণ করিবেন। যেহেতু, এই প্রকরণে যে প্রকারে হেতুগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব; সেইকারণে, এই প্রকরণটি বিচারশীল পুরুষগণের অতি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।

৫৪। কৈবল্যকুঞ্চিকা।

মোক্ষদ্বারের চাবি।

কৈবল্যকুঞ্চিকাং তাত ত্বং সম্যগবধারয়।
উদ্ঘাটয় কপাটঞ্চ বোধরত্নং করে কুরু ॥১

অন্বয়। (হে) তাত ত্বং কৈবল্যকুঞ্চিকাং সম্যক্ অবধারয়, কপাটং উদ্ঘাটয়, বোধরত্নং চ করে কুরু।

হে বৎস, তুমি মোক্ষদ্বারের এই চাবি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর, তদ্দ্বারা কপাট উদ্ঘাটন করিয়া বোধরত্ন করে ধারণ কর, অর্থাৎ অহঙ্কারকে তিরোহিত করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ কর।

দৃষ্ট্যা শ্রুত্যানুভূত্যা বা যো যো ভাবঃ পরিস্ফুরেৎ।
তং ভাবমবিলম্বেন পঞ্চধা শকলীকুরু ॥২

অন্বয়। নিষ্প্রয়োজন।

(স্বপ্নে ও জাগ্রতে) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, শুনিয়া, অথবা স্মরণ করিয়া, ঘটপটাদি যে যে বস্তু অনুভূত হয়, সেই সকল বস্তুকেই তৎক্ষণাৎ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিবে।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং মায়ারূপং ততো দ্বয়ম্॥

অন্বয়। নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচ ভাগের উল্লেখ করিতেছেন, অস্তি—আছে বা বিদ্যমান, (২) ভাতি—প্রকাশ হইতেছে (৩) প্রিয়ং—সুখরূপ (৪) রূপং—আকৃতি, (৫) নাম—বাচক শব্দ। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী ব্রহ্মের রূপ; তৎপরবর্ত্তী দুইটী মায়ার রূপ।

নামরূপে তু নৈব স্তস্তত্র হেতুং বদাম্যহম্।
নাম তু ব্যবহারার্থং কল্পিতং ন তু বাস্তবম্॥৪

অন্বয়। সরল।

নাম ও রূপ এই দুইটী বস্তুতঃ নাই, তাহার কারণ বলিতেছি। নাম, ব্যবহারনির্ব্বাহের জন্য কল্পিত বা আরোপিত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তব নহে। (কল্পিত বস্তু অসত্য, যেমন রসজ্জুর্প).

ঘটো ন ঘো নাপি চ টস্তাবুভৌ যৎ খমাশ্রিতৌ
ঘঃ কণ্ঠ্যষ্টশ্চ মূর্দ্ধন্য স্তাবুভাবপি নৈকদা॥৫

অন্বয়। ঘটঃ ন ঘঃ, ন অপি চ টঃ, যৎ (যস্মাৎ তৌ) খম্ আশ্রিতৌ (স্তঃ)। ঘঃ কণ্ঠ্যঃ, টঃ চ মূর্দ্ধন্যঃ, তৌ উভৌ অপি একদা ন (বিদ্যেতে)।

নাম কল্পিত বলিয়াই অসত্য; তাহাই বুঝাইতেছেন। ঘট নামক মৃত্তিকার বিকারটি, 'ঘ'ও নহে, 'ট'ও নহে। (সেই মৃদ্বিকারে 'ঘ', ও 'ট' এই দুই বর্ণের কোনটিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হেতু 'ঘট' এই নামটি কল্পিত। অপর হেতু এই—) যেহেতু সেই দুইটি বর্ণ আকাশকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তদুভয় বাগ্রূপ; বাক্, আকাশের

কার্য্য, আকাশ 'শূন্য'রূপ, সুতরাং বর্ণদুইটিও 'শূন্য'রূপ বা রূপশূন্য। তাহার উপর আবার, 'ঘ' কণ্ঠ্য বর্ণ, এবং 'ট' মূর্দ্ধন্য বর্ণ, অতএব (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, উচ্চারিত হয় বলিয়া,) তদুভয় একই সময়ে বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং শব্দঘটিত নামও অসত্য।

এবং নামানি সর্ব্বাণি রূপমঙ্গ বিচারয়।
ঘটস্তু পৃথিবীরূপং সা জড়া জলরূপিণী ॥ ৬

অন্বয়—হে অঙ্গ সর্ব্বাণি নামানি এবম্। রূপং বিচারয়। ঘটঃ তু পৃথিবীরূপং, সা (পৃথিবী) জড়া, জলরূপিনী।

হে বৎস, সকল নামই এইরূপ কল্পিত (এবং অসত্য)। এক্ষণে রূপের বিচার কর। ঘটের যে স্থূল বর্ত্তুলোদরাকারা আকৃতি, তাহা পৃথিবীরই আকৃতি, কেননা, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। সেই পৃথিবী আবার জড় (অপ্রকাশরূপ, সেইহেতু মিথ্যা, ইহাদ্বারাই রূপও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,) এবং জলই পৃথিবীর রূপ, কেননা পৃথিবী জলেরই কার্য্য, শ্রুতি বলিতেছেন "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"। (জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্না।)

তেজসো জলমুৎপন্নং তদ্বায়োঃ স চ খোদ্ভবঃ।
খাদি সর্ব্বমহঙ্কারাৎ স চ প্রকৃতিসম্ভবঃ ॥ ৭

অন্বয়—তেজসঃ জলম্ উৎপন্নং, তৎ (তেজঃ) বায়োঃ (উৎপন্নং), সঃ চ (বায়ুঃ) খোদ্ভবঃ। খাদি সর্ব্বম্ অহঙ্কারাৎ (উৎপন্নং)। সঃ চ অহঙ্কারঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।

অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি; বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি; আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; এবং আকাশাদি সকলই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বিষয়, দেবতা ও প্রাণী,—ত্রিগুণাত্মক সকলই, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। অহঙ্কার আবার সর্ব্বজগৎকারণভূত প্রকৃতিনাম্নী পরমাত্মশক্তি হইতে উৎপন্ন।

গুণাত্মা প্রকৃতির্মায়া মায়া ময্যেব নাস্তি সা।
নামরূপে ততো ন স্তোঽথাস্তীত্যাদি বিচারয় ॥ ৮

অন্বয়—প্রকৃতিঃ গুণাত্মা (সতী) মায়া (ভবতি) ; সা মায়া ময়ি নাস্তি এব ; ততঃ নামরূপে ন স্তঃ ; অথ অস্তীত্যাদি বিচারয়।

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণরূপা, (সেই গুণত্রয় পরস্পর ব্যাবর্ত্তক বলিয়া মিথ্যা) ; এইহেতু প্রকৃতি স্বরূপতঃ অসদ্রূপ বলিয়া, মিথ্যা, ভ্রমরূপা বা মায়া। তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে নাই। এইরূপে নামরূপ অসত্য বলিয়া অবধারিত হইল। এক্ষণে অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিনের বিচার কর।

অস্তি সত্তা ভাতি চিচ্চ প্রিয়মানন্দলক্ষণম্।
সচ্চিদানন্দরূপং তৎ কৈবল্যমবশিষ্যতে ॥ ৯

অন্বয়—অস্তি সত্তা, ভাতি চিৎ চ, প্রিয়ম্ আনন্দলক্ষণম্ (ইতি অংশত্রয়ম্) সচ্চিদানন্দরূপং, তৎ কৈবল্যম্ অবশিষ্যতে।

অস্তি (বা ব্রহ্মের) সত্তা, ভাতি (বা ব্রহ্মের) চৈতন্য, এবং প্রিয় (বা ব্রহ্মের) আনন্দরূপতা, এই অভিন্ন অংশত্রয় যাহার রূপ, সেই সচ্চিদানন্দ, কৈবল্য বা অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই, নামরূপ মিথ্যা বলিয়া বাধিত হইলে, অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

সমাধিস্তত্র কর্ত্তব্যো হ্যয়মর্থানুবেধিতঃ।
অথশব্দানুবিদ্ধং তু সমাধিং কথয়ামি তে ॥ ১০

অন্বয়—তত্র সমাধিঃ কর্ত্তব্যঃ, অয়ং হি অর্থানুবেধিতঃ (সমাধিঃ) ; অথ তু শব্দানুবিদ্ধং সমাধিং তে কথয়ামি।

সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমাধি করিতে হইবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণের সচ্চিদানন্দমাত্রাকার পরিণাম করিতে হইবে। অর্থ বা রূপ (আকার) দ্বারা অনুবিদ্ধ বলিয়া, ইহাকে অর্থানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অনন্তর সেই অর্থানুবিদ্ধ সমাধি হইতে বিলক্ষণ, শব্দানুবিদ্ধ সমাধি তোমাকে বলিতেছি।

নিত্য এবাস্মি শুদ্ধোঽস্মি চিদ্রূপোঽস্মি নিরন্তরঃ।
সহজানন্দরূপোঽস্মি ন মে মায়া ন মে মলঃ ॥১১

অন্বয়—(অহং) নিত্যঃ এব অস্মি, শুদ্ধঃ অস্মি, চিদ্রূপঃ অস্মি, নিরন্তরঃ (অস্মি), সহজানন্দরূপঃ অস্মি, মে মায়া ন (বিদ্যতে), মে মলঃ ন (বিদ্যতে)।

'আমি' শব্দ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করি, সেই চিদ্রূপ কূটস্থ অবিনাশী, [কেন না শ্রুতি বলিতেছেন "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা"। (বৃহদা, উ ৪।৫।১৪)] ইত্যাদি; আর যুক্তি এই যে, আত্মার নাশ মানিতে হইলে সেই নাশের সাক্ষী এক নিত্য চৈতন্য মানিতে হইবে; তাহা না মানিলে নাশই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই নিত্যচৈতন্যই আত্মা।] আমি হইতেছি শুদ্ধ, অতএব চৈতন্যস্বরূপ, [কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ, উ ৫।১৩; শ্বেতাশ্ব, উ ৬।১৩), আর যুক্তি এই যে, অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ জড়; আত্মচৈতন্যের প্রকাশ ব্যতীত, তাহার প্রকাশ অসম্ভব।] আমি হইতেছি সর্ব্ব-ভেদ-পরিশূন্য অখণ্ডৈকরস। [কেননা ভেদক উপাধি অহঙ্কারাদি-জগৎ, ত্রিকালেই অসত্য] আমি হইতেছি স্বাভাবিক নিরুপাধিক আনন্দস্বরূপ; ব্রহ্মস্বরূপ আমার, মায়া বা জগজ্জননসামর্থ্য বস্তুতঃ নাই, [কেননা আমা হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই।] আমাতে রাগাদিরূপ মল নাই, কেননা তাহারা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, অবিবেকিগণই আত্মায় তাহাদের আরোপ করিয়া থাকে।

অস্মিন্নসতি সত্তাহি চিদ্রূপেণ ময়ার্পিতা।
উপসংহৃত্য সত্তাং তাং স্বসত্তায়ামহং স্থিতঃ ॥ ১২

অন্বয়—অসতি অস্মিন্ সত্তা হি চিদ্রূপেণ ময়া অর্পিতা। তাং সত্তাম্ উপসংহৃত্য অহং স্বসত্তায়াম্ স্থিতঃ।

এই সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, অসৎ জগতে যে সদ্রূপতা প্রতীত হইতেছে, তাহা, চৈতন্যস্বরূপ আমিই তাহাতে আরোপ করিয়াছি, (কেননা আরোপ চেতনাধীন, সকলেই জানে।) অতএব, নামরূপাত্মক জগতে অধ্যস্ত সেই সত্তা, জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি আত্মসত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছি।

বিকৃত্যা বিকৃতো নাহং প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ন চ।
তথাপি জাতং ময়ি চেত্তর্হি জাতমজাতবৎ ॥ ১৩

অন্বয়—অহং বিকৃত্যা ন বিকৃতঃ, ন চ প্রকৃত্যা প্রকৃতিঃ, তথাপি ময়ি চেৎ জাতং. তর্হি (যৎ) জাতং, (তৎ) অজাতবৎ।

আমি কার্য্যরূপ বিকার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হই না। আমি জগৎকারণ অব্যাকৃত দ্বারা জগৎকারণতা (অব্যাকৃতরূপতা), প্রাপ্ত হই না। তথাপি বিকাররহিত আমাতে যদি লোকদৃষ্টিতে, বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা মৃগতৃষ্ণিকার জলাদির ন্যায় মিথ্যা। [কারণ, যাহা আদিতে ও অন্তে অসৎ, তাহা মধ্যেও অসৎ।]

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নিতি যাবদ্বদাম্যহম্।
উপসংহৃতমেবেদং দৃশ্যতে নৈব তিষ্ঠতি ॥ ১৪

অন্বয়—হে বিশ্বাত্মন্ (ত্বং বিশ্বম্) উপসংহর ইতি যাবৎ অহম্ বদামি, (তাবৎ) ইদম্ উপসংহৃতম্ এব দৃশ্যতে, ন এব তিষ্ঠতি।

'বিশ্বের সত্তাপ্রদ হে আত্মন্, তুমি এই বিশ্বকে আপনাতে লীন কর'— যেমনি আমি এই কথা বলি, অমনি ইহা লীন হইয়া যায়, দেখি; আর

থাকে না, প্রতীত হয় না। জগতের উৎপত্তি ও সংহারে এইরূপ স্বাধীনতা আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যপদতাৎপর্য্যচিন্তয়া।
শব্দানুবিদ্ধনামা হি সমাধির্জায়তে মুনেঃ॥ ১৫

অন্বয়—ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যপদতাৎপর্য্যচিন্তয়া হি মুনেঃ শব্দানুবিদ্ধ-নামা সমাধিঃ জায়তে।

পূর্ব্বোক্তরূপ উপনিষদ্বাক্যসমূহে, যে 'সর্ব্বজ্ঞ' 'সর্ব্বান্তর্য্যামি' ইত্যাদি পদ রহিয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্যভূত অখণ্ডৈকরস আত্মার ধ্যান করিলে শব্দার্থমননশীল জ্ঞানীর শব্দানুবিদ্ধনামক সমাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তির ধ্যেয়াকাররূপ পরিণাম হয়।

অর্থানুবেধিতস্তূক্তস্ততঃ শব্দানুবেধিতঃ।
তাবুভৌ সম্যগভ্যস্য বিশেন্নিরনুবেধিতম্॥ ১৬

অন্বয়—(প্রথমং) তু অর্থানুবেধিতঃ (সমাধিঃ) উক্তঃ, ততঃ শব্দানু-বেধিতঃ সমাধিঃ উক্তঃ। তৌ উভৌ সম্যক্ অভ্যস্য নিরনুবেধিতম্ বিশেৎ।

প্রথমে অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে দশম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত, অর্থানুবেধিত সমাধি কথিত হইয়াছে; তদনন্তর দশম শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত, শব্দানুবেধিত সমাধি বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার সমাধি, সম্যগ্রূপে অভ্যাস করিয়া, পরে, নিরনুবিদ্ধ নামক সমাধিতে প্রবেশ করিতে হয়।

শর্করাদ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবো লিখ্যতে যথা।
সমাধিদ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবার্থোঽপি লিখ্যতাম্॥ ১৭

অন্বয়—যথা শর্করাদ্বিতয়ং ধৃত্বা, প্রণবঃ লিখ্যতে, তথা সমাধি-দ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবার্থঃ অপি লিখ্যতাম্।

যেমন দুইটি প্রস্তরবর্ত্তুল লইয়া (ফলকের বা কাগজের উপর রাখিয়া) অনভ্যস্ত বালকটিকে "ওঁ"কার লিখিতে শিখান হয়, সেইরূপ অর্থানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ এই দুইটি সমাধিকে ধরিয়া ওঁকারের লক্ষ্যার্থ নিরনুবিদ্ধ সমাধি অভ্যাস কর অর্থাৎ স্বাত্মসাক্ষাৎকার বৃত্তিতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অনুভব কর।

পটোঃ প্রণবলেখেষু তে হি নাবশ্যকে যথা।
সমাধিদ্বিতয়ং তদ্বৎ প্রণবার্থপটোরপি ॥ ১৮

অন্বয়—যথা প্রণবলেখেষু, পটোঃ (বটুকস্য) তে হি ন আবশ্যকে (ভবতঃ), তদ্বৎ প্রণবার্থপটোঃ (সাধকস্য) অপি সমাধিদ্বিতয়ং (ন আবশ্যকং ভবতি)।

যেমন বালক ওঁকার লিখিতে কুশলতা লাভ করিলে, সেই প্রস্তর বর্ত্তুল দুইটির আর আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ, সাধক প্রণবার্থকুশল হইলে অর্থাৎ অখণ্ডৈকরসরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে, উক্ত সমাধি দুইটির আবশ্যকতা হয় না।

নির্ব্বিকল্পসমাধানে নিষ্ঠা সা বোধযোগিনঃ।
কপাটোদ্ঘাটনে হেতুরিয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা॥ ১৯

অন্বয়—ইয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা কপাটোদ্ঘাটনে হেতুঃ। সা (কৈবল্য-কুঞ্চিকা) বোধযোগিনঃ নির্ব্বিকল্পসমাধানে নিষ্ঠা (ফলতঃ ভবতি)।

[কং পাটয়তি ব্রহ্ম আবৃণোতি, বা সুখম্ উৎপাদয়তি ইতি কপাটম্ অজ্ঞানম্।]

এই কৈবল্যকুঞ্চিকা প্রকরণের ফল দুইটি। একটী অনিষ্টনিবৃত্তি-রূপ, অপরটি ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ। অজ্ঞানের বিনাশ ইহার প্রথমোক্ত ফল;

এবং যে সাধক, জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানকেই স্বাত্মপ্রাপ্তিসাধন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে, নির্ব্বিকল্পসমাধিতে স্থিতিই, ইহার শেষোক্ত ফল।

রহস্যং হি রহস্যানাং নিধীনাং পরমো নিধিঃ।
যুক্তীনাং পরমা যুক্তিরিয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা॥ ২০

অন্বয়—ইয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা রহস্যানাং হি রহস্যং, নিধীনাং পরমঃ নিধিঃ, যুক্তীনাং পরমা যুক্তিঃ।

এই কৈবল্যকুঞ্চিকা, গোপনীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে অতি গোপনীয়; কেননা, ইহা ধনাধারসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনাধার—সেহেতু সদাই আত্মধনে পূর্ণ। আর, যত প্রকার যোগ আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগ।

বসিষ্ঠব্যাসপদ্ধত্যা শঙ্করাচার্য্যমার্গতঃ।
সা পুনঃ শঙ্করাচার্য্যৈঃ করুণারসনির্ভরৈঃ॥ ২১
অর্পিতানন্দবোধেভ্যস্তৎক্রমেণ বুধৈর্ধৃতা।
অবধার্য্যা বিশেষেণ সেয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা॥ ২২

অন্বয়—সা ইয়ং কৈবল্যকুঞ্চিকা বসিষ্টব্যাসপদ্ধত্যা শঙ্করাচার্য্য-মার্গতঃ (আগতা)। সা পুনঃ করুণারসনির্ভরৈঃ শঙ্করাচার্য্যৈঃ, আনন্দ বোধেভ্যঃ অর্পিতা, তৎক্রমেন বুধৈঃ ধৃতা, (হে শিষ্য অধুনা ত্বয়া) বিশেষেণ অবধার্য্যা।

এই কৈবল্যকুঞ্চিকা, ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ এবং পরাশরের পুত্র ব্যাসকে ধরিয়া, পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যকে অবলম্বন করিয়া, আসিয়াছে। সেই পরমকল্যাণকর্ম্মা শঙ্করাচার্য্য, কৃপাপরবশ হইয়া ("প্রমাণমালা" রচয়িতা) আনন্দবোধ নামক শিষ্যকে ইহা অর্পণ করেন। আনন্দ-

বোধের নিকট হইতে অপরাপর মুনিগণ ইহাকে লাভ করেন। (এই রূপে সম্প্রদায়লব্ধ) এই বিদ্যা, হে শিষ্য, তুমি পরমাদরে ধারণ কর।

৫৫। বুদ্ধিপ্রশংসা।

ব্যবহারস্য সর্ব্বস্য বুদ্ধির্মূলং যথা ভবেৎ;
তদ্বত্তু পরমার্থস্য নিদানং বুদ্ধিরেব হি॥ ১

অন্বয়—যথা বুদ্ধিঃ সর্ব্বস্য ব্যবহারস্য মূলং ভবেৎ, তদ্বৎ পরমার্থস্য তু (অপি) বুদ্ধিঃ এব নিদানং হি।

যেমন লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় প্রকার ব্যবহারেরই মূলকারণ বুদ্ধি, সেইরূপ পরমার্থের, অর্থাৎ মোক্ষেরও মূলকারণ, সেই বুদ্ধিই; বিচারশীলগণ ইহা সবিশেষ জানেন।

শঙ্কা। ভাল, আত্মা ত বোধস্বরূপ; আত্মা বুদ্ধির অপেক্ষা রাখেন না; তবে বুদ্ধির মাহাত্ম্য কিসে?

সমাধান। বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধ হইলেই, আত্মা বুদ্ধ হন; বুদ্ধি সাহায্য না করিলে, আত্মা অবুদ্ধই থাকিয়া যান। এই হেতু বুদ্ধির মাহাত্ম্য।

যদ্বুদ্ধমপ্যবুদ্ধং তদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধং নচেত্তদা।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধং তু যদ্বুদ্ধং তন্নাবুদ্ধং কদাপি চ॥ ২

অন্বয়—যৎ (আত্মচৈতন্যং) বুদ্ধম্ (বোধরূপম্) অপি, বুদ্ধ্যা বুদ্ধং ন চেৎ, তদা তৎ অবুদ্ধম্ (ভবতি)। যৎ তু বুদ্ধ্যা বুদ্ধং, তৎ বুদ্ধং (সৎ), কদাপি চ ন অবুদ্ধং (ভবতি)।

যে আত্মচৈতন্য, স্বভাবতঃ বোধস্বরূপ হইলেও, যদি অজ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্তিকা 'অহংব্রহ্মাস্মি' এই প্রমাবৃত্তিদ্বারা, অনাবৃতস্বরূপে সাক্ষাৎ

প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে সেই আত্মচৈতন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায় [এবং সেইরূপে সংসারদর্শন ঘটায়]; এই কারণেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা।

(শঙ্কা) আচ্ছা, বুদ্ধিবৃত্তি ত ক্ষণিক, সেই হেতু সেই বুদ্ধিবৃত্তিজনিত, আত্মপ্রকাশও ক্ষণিক; সেই আত্মপ্রকাশ তিরোহিত হইলে, আবার ত সংসার দর্শন ?

(সমাধান)—না, যে আত্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা একবার অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হইল, তাহা, পরে বুদ্ধিবৃত্তি থাকুক বা না থাকুক, আর কোনও কালে অপ্রকাশিত থাকিবে না। (এই কারণেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা।)

বুদ্ধ্যা ন বুদ্ধো যো বোধো দ্বৈতবোধবুধৈরপি।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধমিমং বিদ্ধি বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বুধৈঃ॥ ৩

অন্বয়—দ্বৈতবোধবুধৈঃ বুদ্ধ্যা যঃ বোধঃ ন বুদ্ধঃ, অপি বুধৈঃ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বুদ্ধম্ ইমং বিদ্ধি।

(কর্ম্মোপাসনাপরায়ণ) সংসারবিজ্ঞানপণ্ডিতগণ, (কর্ম্মোপাসনা-নির্ণায়ক) বুদ্ধির সাহায্যে যে চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারিলেন না, পক্ষান্তরে, জ্ঞানিগণ বোধস্বরূপ সেই আত্মাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তির প্রকাশকরূপে বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিলেন, জানিও, (বুদ্ধির এমন মাহাত্ম্য)।

অনাত্মবিষয়ে যাঁহাদের বুদ্ধি খেলে, তাঁহাদের সেই বুদ্ধি তাঁহাদের নিকট যে বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারিল না, আত্ম-জ্ঞানিগণের বুদ্ধি, তাঁহাদের নিকট সেই বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিয়া দিল। এইহেতু বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা।

বুদ্ধমপি যদবুদ্ধং যচ্চ বুদ্ধমবুদ্ধবৎ।
বুদ্ধাবুদ্ধসমং বুদ্ধ্যা বুদ্ধাবুদ্ধবিলক্ষণম্॥ ৪

অন্বয়—যৎ (আত্মস্বরূপং) ন বুদ্ধম্ অপি বুদ্ধং, যৎ চ (আত্মস্বরূপং) অবুদ্ধবৎ বুদ্ধং, (বস্তুতঃ তু) বুদ্ধাবুদ্ধসমং, (অতএব) বুদ্ধাবুদ্ধবিলক্ষণম্ তৎ বুদ্ধ্যা (বুদ্ধম্)।

জ্ঞানিজনপ্রত্যক্ষ যে আত্মস্বরূপ, (চেত্যরহিত চিন্মাত্র বলিয়া) জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইয়াও, 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানরূপ, এবং যাহা (যে আত্মস্বরূপ, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া, এবং স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া,) অবিজ্ঞাত বস্তুসদৃশ হইয়াও, প্রকাশমান, বস্তুতঃ কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় প্রকার বস্তুসম্বন্ধে তুল্যরূপে প্রকাশমান (অথবা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই তুল্যরূপে বিরাজমান), অতএব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়প্রকার বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বভাব, তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়, এই হেতু বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। (কেন, উ, ১১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

৫৬। রঙ্গলীলাত্রয়ী।

জগৎপ্রতীতি জীবন্মুক্তকে স্বরূপচ্যুত করে না—ইহাই এই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য। 'রঙ্গলীলা' শব্দের অর্থ, অনায়াসে, অর্থাৎ অবিকৃত থাকিয়া, রঙ মাখা।

রঞ্জিতং রঞ্জনৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রং জাতং হৃদম্বরম্।
রঙ্গে নিরঞ্জনে ক্ষিপ্তং রঙ্গং প্রাপ্তং নিরঞ্জনম্॥ ১

অন্বয়—চিত্রৈঃ রঞ্জনৈঃ রঞ্জিতং হৃদম্বরম্ চিত্রং জাতম্। (তৎ) নিরঞ্জনে রঙ্গে ক্ষিপ্তং (সৎ) নিরঞ্জনং রঙ্গং প্রাপ্তম্।

হৃদয়রূপ আকাশ (অন্তঃকরণ), বিচিত্র জগৎপদার্থে রঞ্জিত বা পূর্ণ হইয়া, (পূর্ব্বে) বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহা (এখন) নিরুপাধিক পরমাত্মরূপ রঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নিরুপাধিক পরমাত্মরূপ

ধারণ করিয়াছে। (পক্ষান্তরে, 'অম্বর' শব্দে 'বস্ত্র' বুঝিলে, যে হৃদয়রূপ বস্ত্র, কালো (অঞ্জন), লাল, প্রভৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিচিত্র রূপ ধারণ করিত, তাহা এখন কালোরঙ বর্জ্জিত পীতাদি কোনও একরঙে রঞ্জিত হইয়াছে।)

রঙ্গং নিরঞ্জনং প্রাপ্তমিদানীং তু হৃদম্বরম্।
রঞ্জিতং রঞ্জনৈশ্চিত্রৈরপি রঙ্গং বিভর্ত্তি ন ॥ ২

অন্বয়—ইদানীং তু হৃদম্বরম্ নিরঞ্জনং রঙ্গং প্রাপ্তং (সৎ), চিত্রৈঃ রঞ্জনৈঃ রঞ্জিতম্ অপি রঙ্গং ন বিভর্ত্তি (ধারয়তি)।

এক্ষণে হৃদয়াকাশ (অন্তঃকরণ), নিরুপাধিকপ্রকাশরূপ আত্মাকে পাইয়া, বিচিত্র জগৎপদার্থের সম্পর্কে আসিয়াও, তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ হইতেছে না। ভাবার্থ এই—জীবন্মুক্তের চিত্ত ব্যবহারদশায় বিচিত্র জগৎপদার্থের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহাদের সহিত বাস্তব সম্বন্ধ ধারণ করে না।

'অম্বর' শব্দের অর্থ 'বস্ত্র' বুঝিলে, অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—যেমন কোন বস্ত্র গৈরিকাদি কোন রঙে রঞ্জিত হইলে, তাহার পর তাহাকে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করিলেও, পূর্ব্বের ন্যায় রঙ ধরে না, সেইরূপ।

রঙ্গলীলা দ্বয়ীমেতাং তাত চিত্তেঽবধারয়।
রঙ্গং পরীক্ষয় ধিয়া সাঞ্জনং চ নিরঞ্জনম্ ॥ ৩

অন্বয়—হে তাত, এতাং রঙ্গলীলাদ্বয়ীং চিত্তে অবধারয়। ধিয়া সাঞ্জনং নিরঞ্জনং চ রঙ্গং পরীক্ষয়।

হে শিষ্য, রঙ্গলীলা সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক মনে মনে বিচার কর, এবং বুদ্ধির সাহায্যে অঞ্জনসহিত এবং অঞ্জনবর্জ্জিত, এই উভয় প্রকার রঙ্গ

পরীক্ষা কর—সোপাধিক এবং নিরুপাধিক এই উভয় রূপে, প্রকাশমান আত্মাকে অবলোকন কর।

৫৭। চন্দ্রিকাচন্দ্রচমৎকারচতুষ্টয়ী।

জগৎপ্রকাশক চৈতন্য এবং আত্মচৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে ভেদ প্রতীত হইলেও, তদুভয় একান্ত অভিন্ন—ইহা প্রতিপাদন করাই, এই শ্লোকচতুষ্টয়ের অভিপ্রায়। জ্যোৎস্না ও চন্দ্রের যেমন বিয়োগাভাব, আত্মচৈতন্য ও জগৎপ্রকাশক চৈতন্যেরও তদ্রূপ।

অচন্দ্রে চন্দ্রিকা নাস্তি ন চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাং বিনা।
চন্দ্রিকাচন্দ্রসংযোগঃ কথং বা বিনিবার্য্যতাম্॥ ১

অন্বয়—অচন্দ্রে (চন্দ্রস্য অভাবে সতি), চন্দ্রিকা নাস্তি, চ (তথা) চন্দ্রিকাং বিনা চন্দ্রঃ ন (অস্তি)। চন্দ্রিকাচন্দ্রসংযোগঃ কথং বা বিনিবার্য্যতাম্?

চন্দ্র না থাকিলে, জ্যোৎস্না থাকে না; আবার জ্যোৎস্নাবর্জ্জিত চন্দ্রও হয় না। জ্যোৎস্না ও চন্দ্রের ঐক্য কি প্রকারে বিনিবারিত হইতে পারে? ভাবার্থ এই—যদি আত্মচৈতন্য না থাকে, তবে ঘটাদি জগৎপদার্থে, জগদানন্দয়িত্রী ও জগৎপ্রকাশিকা চেতনাও থাকে না; তাহা হইলে, জগৎপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই হেতু আত্মচৈতন্য মানিতেই হইবে। আবার জগৎপ্রকাশক চেতনাকে ছাড়িয়া, আনন্দস্বরূপ আত্মাও নাই, কেননা উভয়ের একই সত্তা। যদি বল জগৎপ্রকাশক চৈতন্য, আত্মচৈতন্য হইতে একটি পৃথক বস্তু, তবে বলি, চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার ন্যায় তদুভয় একই বস্তু; কেননা, চন্দ্র ও

জ্যোৎস্নার একতা যেমন অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ আত্মচৈতন্য ও জগচ্চৈতন্যের একতাও অস্বীকার করা যায় না।

(শঙ্কা)। ভাল, জ্যোৎস্না যেমন, কখন আছে কখন নাই, জগৎ-প্রকাশক চৈতন্যও ত' সেইরূপ। তাহা এবং আত্মচৈতন্য একই হইলে, কেন ঐরূপ হয়?

(সমাধান)।

বিস্মৃত্যা চন্দ্রিকা নাপ্তা স্মৃত্যাপ্তেব তু চন্দ্রিকা।
চন্দ্রিকাচন্দ্রতাদাত্ম্যং কেনাহো বিনিবারিতম্॥ ২

অন্বয়—চন্দ্রিকা বিস্মৃত্যা ন আপ্তা, স্মৃত্যা তু চন্দ্রিকা আপ্তা ইব (প্রতীয়তে)। অহো চন্দ্রিকাচন্দ্রতাদাত্ম্যং কেন (পুরুষেণ, নিমিত্তেন বা) বিনিবারিতম্?

বিস্মৃতি দ্বারাই জ্যোৎস্নার পরিহার সম্ভাবিত হয়। (চন্দ্রের সহিত নিত্য বর্ত্তমান) জ্যোৎস্নাকে স্মরণ করিলেই যেন তাহাকে পাওয়া যায়। জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্রের যে একাত্মভাব, অহো, কে তাহা নিবারিত করিতে পারিয়াছে? ভাবার্থ এই—চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার সংযোগ ও বিয়োগ যেমন ভ্রম, আত্মচৈতন্য ও জগৎপ্রকাশ চৈতন্যের সংযোগ বিয়োগও সেইরূপ ভ্রম। জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হইলে, জগৎপ্রকাশক চৈতন্যকে আর আত্মচৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিয়া, উপলব্ধি হয় না।

জীবন্মুক্তের নিকট জগৎপ্রকাশঃ আত্মপ্রকাশ মাত্র; ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত দৃষ্টান্তে চন্দ্র ও জ্যোৎস্নাকে পৃথক্ ধরিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইল।

ত্বয়ানুভূতমেবাস্তি চন্দ্রিকাচন্দ্রকৌতুকম্।
দৃষ্টান্তদর্শনায়াঙ্গ পুনস্তৎ প্রকটীকৃতম্॥ ৩

অন্বয়—ত্বয়া চন্দ্রিকাচন্দ্রকৌতুকম্ অনুভূতম্ এব অস্তি, হে অঙ্গ, পুনঃ (তব) দৃষ্টান্ত (প্র)দর্শনায় তৎ প্রকটীকৃতম্।

চন্দ্র ও জ্যোৎস্না অভিন্ন হইলেও, তদুভয়কে যে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এ রহস্য তুমি জানই। এস্থলে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিত্তচৈতন্য এতদুভয়ের অভিন্নতা বুঝাইবার জন্য, উক্ত রহস্যকে দৃষ্টান্তরূপে আবার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইল।

এক্ষণে দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

তাবতী চন্দ্রিকা প্রোক্তা যাবানেব হি চন্দ্রমাঃ।
অনাদ্যন্তস্তু চন্দ্রোঽয়মনাদ্যন্তাস্য চন্দ্রিকা ॥ ৪

অন্বয়—চন্দ্রমাঃ হি যাবান্ এব (অস্তি), তাবতী চন্দ্রিকা প্রোক্তা। অয়ং চন্দ্রঃ তু অনাদ্যন্তঃ, অস্য চন্দ্রিকা অনাদ্যন্তা।

চন্দ্রের পরিমাণ যত, জ্যোৎস্নার পরিমাণও তত, এইরূপ সূচিত হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু, এই জ্ঞানিজনপ্রসিদ্ধ সকলজগদানন্দকর পরমাত্মা, অনাদি ও অনন্ত,—কারণশূন্য ও অবিনাশী; আর তাঁহার জগৎপ্রকাশিকা চেতনাও তদ্রূপ।

৫৮। অদ্ভুতশিরশ্ছেদপঞ্চকম্।

মনই সংসারের শিরঃ বা মস্তক, তাহার ছেদ অর্থাৎ বিনাশ।

তত্ত্ববিচারবৈরাগ্যাদ্বরিষ্ঠা বিশ্ববিস্মৃতিঃ।
ছেদ্যস্য শিরসশ্ছেদঃ প্রত্যঙ্গছেদনাদ্বরঃ ॥ ১

অন্বয়—তত্ত্ববিচারবৈরাগ্যাৎ বিশ্ববিস্মৃতিঃ বরিষ্ঠা, ছেদ্যস্য প্রত্যঙ্গ-ছেদনাৎ শিরসঃ ছেদঃ বরঃ।

(সংসারের স্ত্রীপুত্রাদি) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বস্তুকে লইয়া বিচার করিয়া, সেই সেই বস্তু সম্বন্ধে বৈরাগ্যোৎপাদন করিবার প্রয়াস অপেক্ষা, একেবারে সমগ্র বিশ্বকে বিস্মৃত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহাকে ছেদন করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে, তাহার এক একটি অঙ্গ ছেদন করা অপেক্ষা, অগ্রেই শিরশ্ছেদ উৎকৃষ্ট উপায়। মনোনাশ ব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব; সেইহেতু বিশ্ববিস্মৃতি বা মনোনাশরূপ সাধন মুমুক্ষুর দৃষ্টিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রত্যঙ্গচ্ছেদনেঽপ্যস্য ছেদ্যমেব শিরো যদি।
প্রথমং তচ্ছিরশ্ছিন্ধি বৃথা কিং চেষ্টয়ান্যয়া॥ ২

অন্বয়—প্রত্যঙ্গচ্ছেদনে অপি যদি অস্য শিরঃ ছেদ্যম্ এব, তর্হি প্রথমং তচ্ছিরঃ ছিন্ধি, বৃথা অন্যয়া চেষ্টয়া কিম্?

যে সকল অঙ্গের ছেদন করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদি মস্তককেও পরিগণিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে মস্তককেই ছেদন কর; বৃথা অন্য চেষ্টায় অর্থাৎ অন্য অঙ্গের ছেদনের বৃথা প্রয়াসের, প্রয়োজন কি? ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রত্যেকটির প্রত্যাহার অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মনোনাশই কর্ত্তব্য।

দয়াশীলা হি মুনয়ো মুনেঃ সাপি দয়ালুতা।
যচ্ছিনত্তি মনঃশীর্ষং বিনাঙ্গচ্ছেদবেদনাম্॥ ৩

অন্বয়—মুনয়ঃ দয়াশীলা হি, সা অপি (এব) মুনেঃ দয়ালুতা, যৎ অঙ্গচ্ছেদবেদনাম্ বিনা মনঃশীর্ষং ছিনত্তি।

মুনিগণ দয়াশীলই হইয়া থাকেন। (তুমি মননশীল বলিয়া মুনি; সেই হেতু তুমি দয়ালুই হইতেছ।) তুমি যদি প্রতি অঙ্গের ছেদনের বেদনা না দিয়া, মনোরূপ মস্তকের ছেদন কর, তাহা হইলে, তাহা তোমার

মুনিজনোচিত দয়াশীলতারই কার্য্য হইবে। তাৎপর্য্য এই—দৃশ্য, দ্রষ্টা, দর্শন ইত্যাদি প্রকার অসংখ্যত্রিপুটীরূপ অবয়বের প্রত্যেকটির ছেদন-জনিত দুঃখও অসংখ্য। আর একেবারে মনোরূপ মস্তকের ছেদন করা হইলে, সেইরূপ দুঃখ অসম্ভব। সেইহেতু, যে বিচারশীল ব্যক্তি, মনোরূপ মস্তকের ছেদন করেন, তিনি অবশ্যই দয়ালু।

সদ্যো মম শিরশ্ছিন্ধি মামিত্যাহ মনো মম।
ময়া সোঢ়ুং ন শক্যন্তে প্রত্যঙ্গচ্ছেদদুর্দ্দশাঃ ॥ ৪

অন্বয়—সদ্যঃ মম শিরঃ ছিন্ধি, ময়া প্রত্যঙ্গচ্ছেদদুর্দ্দশাঃ সোঢ়ুং ন শক্যন্তে ইতি মম মনঃ মাম্ আহ।

আমার মন আমাকে বলিল, সদ্যঃই আমার শিরশ্ছেদ করুন, প্রতি অঙ্গের ছেদনজনিত ক্লেশ আমি সহন করিতে পারি না। অভিপ্রায় এই যে, মনের নিকটেও মনোরূপ মস্তকের ছেদনও প্রিয়কার্য্য।

অসংখ্যা শ্চিত্তজা ভাবা শক্যাশ্ছেত্তুং ক্রমাৎ কথম্।
চিত্তমেতৎ সমাচ্ছিন্নমত এব ময়া মুনে ॥ ৫

অন্বয়—(হে) মুনে, (হে শিষ্য) ময়া অসংখ্যাঃ চিত্তজাঃ ভাবাঃ ক্রমাৎ ছেত্তুং কথং শক্যাঃ, অতঃ এব (ময়া) এতৎ চিত্তম্ সমাচ্ছিন্নম্।

হে মননশীল সাধক শিষ্য, (তুমি আমার অভিপ্রায় অবশ্যই বুঝিবে।) চিত্ত হইতে অসংখ্য পদার্থ (ত্রিপুটী) উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের এক একটি করিয়া কি প্রকারে ছেদন করিব? এই হেতু হে বুদ্ধিমন্, আমি চিত্তকেই ছেদন করিয়া ফেলিলাম। এই হেতু তুমিও তাহাই করিবে।

৫৯। জাতসাক্ষাৎকারং শিষ্যংপ্রতি শ্রীগুরোঃ প্রশ্নামৃতম্।

শিষ্য ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুদেবের পরমানন্দদায়ক প্রশ্ন।

গুরুকৃত এই নয়টি প্রশ্নকে 'অমৃত' বলিবার কারণ এই যে, ইহার প্রত্যেক প্রশ্নশ্রবণেই জাতিসাক্ষাৎকার শিষ্যে অমৃতপানের ন্যায় সুখাবির্ভাব হয়।

নিত্যানুভূতমপি যন্নানুভূতত্বমাগতম্।
অনুভূতিরসস্পর্শৈরনুভূতং পরং পদম্॥ ১

অন্বয়—যৎ (পরমং পদং) নিত্যানুভূতম্ অপি ন অনুভূতত্বম্ আগতম্, (তৎ) পরমং পদং (ত্বয়া) অনুভূতিরসস্পর্শৈঃ অনুভূতং কিম্?

ব্রহ্মাত্মতারূপ যে পরমপদ তোমাতে নিত্যানুভবরূপে (অবিলুপ্ত চৈতন্যরূপে) বিদ্যমান থাকিয়াও, কখনও (রূপরসাদির ন্যায় ত্রিপুটীর আকারে), তোমার অনুভবের বিষয়ীভূত হয় নাই, (ত্রিপুটীবিলোপদ্বারা) সেই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দের বার বার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তুমি সেই পরমপদ অনুভব করিয়াছ কি?

প্রত্যক্‌লক্ষণৈরেব পরাগ্‌বৃত্তিবিলক্ষণৈঃ।
সাক্ষাৎকৃতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ। ২

অন্বয়—পরাগ্‌বৃত্তিবিলক্ষণৈঃ প্রত্যক্‌লক্ষণৈঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ (ত্বয়া) শিবঃ সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকৃতঃ (কিম্)?

যে সকল বহির্মুখ বৃত্তিদ্বারা ঘটাদি পদার্থের অনুভব হয়, সেই সকল বৃত্তি হইতে, সম্পূর্ণবিলক্ষণ বৃত্তিদ্বারা, শ্রুতিবোধিত সৎ, চিৎ, আনন্দ,

ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণসমূহ, অন্তরাত্মায় অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া, তুমি সেই অন্তরাত্মাকে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ কি ?

প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার সেই পরমপদের অনুভব হইয়াছে কি না ?' দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি প্রত্যগাত্মায় শ্রুতিবোধিত ব্রহ্মলক্ষণ সমূহ অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়াছ কি না ?'

যশোদাগীতমধুরৈর্মৃদু বেদান্তভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ॥ ৩

অন্বয়—যশোদাগীতমধুরৈঃ মৃদুবেদান্তভাষিতৈঃ লালিতঃ নিদ্রাং প্রাপিতঃ (সন্) মুকুন্দঃ ইব মোদসে কিম্ ?

শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাকর্ষণের জন্য, যশোদা তাঁহাকে যে সকল গীত শুনাইতেন, সেই সকল গীতের ন্যায় সুমধুর বেদান্তবচনসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, (বিশ্বদর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তুমি (সর্ব্ববিস্মরণরূপ) নিদ্রালাভ করিয়া, এক্ষণে মুকুন্দের ন্যায় (স্বস্বরূপবিস্মৃত না হইয়া) আনন্দানুভব করিতেছ কি ?

তাৎপর্য্য এই—বেদান্তশ্রবণে ব্রহ্মসুখের আবির্ভাব হেতু, নিদ্রার ন্যায় তোমার বিশ্ববিস্মৃতি আসিয়াছে কি না ?

নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্।
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দইব খেলসি ॥ ৪

অন্বয়—নবনীতরসগ্রাসৈঃ বালমুকুন্দইব, স্বসম্বিদাম্ চমৎকারৈঃ অন্তঃ আপ্যায়িতঃ সন্ খেলসি (কিম্) ?

তুমি কি স্বরূপসুখের বিস্ময়কর অনুভূতি লাভ করিয়া, অন্তরে আপ্যায়িত হইয়া, নবনীতগ্রাসলাভে বালমুকুন্দের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া

বেড়াইতেছ? তাৎপর্য্য এই—স্বরূপসুখের অনুভব করিয়া তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি না?

স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃশ্যমেকাকিতাং গতঃ।
কিং নৃত্যসি নিজানন্দে মহাদেব ইবাত্মনি॥ ৫

অন্বয়—দৃশ্যং স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা একাকিতাং গতঃ (সন্), আত্মনি নিজানন্দে (প্রতিষ্ঠিতঃ সন্), মহাদেবঃ ইব নৃত্যসি কিম্?

আপনাতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর বিলোপ সাধন পূর্ব্বক, একাকী হইয়া স্বরূপভূত আত্মানন্দে (প্রতিষ্ঠিত হইয়া), মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেছ? তাৎপর্য্য—তুমি আত্মানন্দে অবস্থিত হইতে পারিয়াছ কি না?

সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশ ইব নৃত্যসি॥ ৬

অন্বয়—সমাধ্যাখ্যে সায়ংকালে, স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ উমাং পশ্যন্ মহেশঃ ইব, (স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং) নিজশক্তিং পশ্যন্ নৃত্যসি কিম্?

সায়ংকালে মহেশ যেরূপ প্রীতিমতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া নৃত্য করেন, তুমিও কি সেইরূপ সবিকল্পসমাধিরূপ সায়ংকালে (যাহাতে সমস্ত জগতের তিরোভাব ঘটিলে, সত্তাস্ফূর্ত্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকে), অবিচ্ছেদ্যা সকলসংসারকলনসমর্থা আত্মশক্তি মায়াকে অবলোকন করিয়া, আনন্দে নৃত্য করিয়া থাক? তাৎপর্য্য—সবিকল্পসমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছ কি না?

দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয়পদং প্রাপ্তঃ কিং হৃষ্যসি হরো যথা॥ ৭

অন্বয়—গরলং দৃশ্যং নিপীয় তৎ আত্মনি পাচয়িত্বা মৃত্যুঞ্জয়পদং প্রাপ্তঃ (সন্) যথা হরঃ নৃত্যসি কিম্ ?

তুমি কি দ্বৈতরূপ গরল পান করিয়া, আত্মায় তাহার পরিপাক পূর্ব্বক, অর্থাৎ অধ্যস্ত অনিত্য দ্বৈত, আত্মরূপ নিত্য অধিষ্ঠান হইতে, ভিন্ন নহে, ইহা অনুভব করিয়া মৃত্যুঞ্জয়পদপ্রাপ্ত হইয়া, হরের ন্যায় আনন্দানুভব করিতেছ ? তাৎপর্য্য—এক্ষণে দৃশ্যবিলয় তোমাতে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে কি না ?

যথা সম্মুখতাং নীত্বা মুকুরে মুখমীক্ষিতম্।
অখণ্ডবৃত্তৌ চ তথা স্বরূপং কিং বিলোকিতম্ ॥ ৮

অন্বয়—মুখং, মুকুরে সম্মুখতাং নীত্বা, যথা (জনৈঃ) ঈক্ষিতং ভবতি, তথা চ স্বরূপং অখণ্ডবৃত্তৌ (সম্মুখতাং নীত্বা) ত্বয়া বিলোকিতং কিম্ ?

লোকে যেমন, আপনার নিকট অদৃশ্য, নিজমুখকে দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী করিয়া, তাহাকে দর্শন করে, সেইরূপ (দ্রষ্টা বলিয়া নিত্য অদৃশ্য) আত্মস্বরূপকে তুমি কি ধ্যানাভ্যাস দ্বারা অখণ্ডাকারাকারিত অন্তঃকরণবৃত্তিতে দর্শন করিয়াছ ? তাৎপর্য্য—এক্ষণে অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহে, আত্মাকে অপরোক্ষভাবে দেখিতে পাইতেছ কি না ?

বহিরন্তর্হরিং পশ্যন্ মায়াং পশ্যন্ জগন্ময়ীম্।
বিস্ময়ং পরমং যাসি মার্কণ্ডেয় ইবাত্মনি ॥ ৯

অন্বয়—ত্বং মার্কণ্ডেয়ঃ ইব বহিঃ অন্তঃ হরিং পশ্যন্ মায়াং চ জগন্ময়ীং পশ্যন্, আত্মনি (অন্তঃকরণে) পরমং বিস্ময়ং যাসি ?

[বিষ্ণুভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের মায়াদর্শন বর্ণিত আছে।

মার্কণ্ডেয়ের তপশ্চর্য্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া, মদন, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, ও বসন্ত প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহার তপোভঙ্গে অকৃতকার্য্য হইলে, নরনারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের স্তব করিয়া, তাঁহার মায়া দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্ ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার প্রার্থনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, একদা প্রলয়সমুদ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিলে, মার্কণ্ডেয় ভীত হইয়া বটপত্রপুটে এক মায়াশিশু দর্শন করিয়া, তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন এবং তাহা হইতে মায়াদর্শন করিয়া নির্গত হইলেন। (সবিস্তর ভাগবতে দ্রষ্টব্য)।]

মার্কণ্ডেয় যেমন প্রলয়সমুদ্রে, (নিজ শরীরের) বহির্দ্দেশে বটপত্রস্থিত বালমুকুন্দরূপ দর্শন করিয়া, এবং পরে, সেই মুকুন্দদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় (সমস্ত জগৎ, নিজের আশ্রম, এবং সেই আশ্রমে উপস্থিত, পূর্ব্বদৃষ্ট) নরনারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ছিলেন, এবং (সেই বালমুকুন্দ শরীরের) বাহিরে ও ভিতরে যেমন একইরূপ জগন্ময়ী মায়া (অর্থাৎ স্বকীয় আশ্রমাদিসমন্বিত জগৎ) দেখিয়া, পরম বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও কি সেইরূপ সর্ব্বত্র ভিতরে ও বাহিরে আত্মাকে এবং জগদ্রূপমায়াকে দেখিয়া, অন্তঃকরণে পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? অভিপ্রায় এই—এক্ষণে, মায়ার অন্তরে ও বাহিরে আপনাকে, এবং জগদ্রূপা মায়াকে দেখিয়া, তুমি কি পরমবিস্ময়াপন্ন হইয়াছ?

শিষ্য প্রতিবচনম্।

শ্রীগুরো সানুভাবানাং করুণাপূর্ণচেতসাম্।
শ্রীমতাং কৃপয়া নূনমস্মাকং কিমু দুর্লভম॥

শিষ্য উত্তর করিলেন—হে শ্রীগুরো, আপনাদিগের ন্যায় প্রতাপশালী, করুণাপূর্ণহৃদয়, মোক্ষলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র মহাজনগণের কৃপা হইলে, কোন্ বস্তু আমাদিগের নিকট দুর্লভ থাকিতে পারে?

৬০। চর্য্যাচতুষ্টয়ী।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩।১) আছে যে, মাতৃবধ, পিতৃবধ, চৌর্য্য, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, ব্রহ্মবিদের দোষস্পর্শ ঘটে না। শিষ্যে জ্ঞানিত্বের অভিমান আসিয়া, পাছে নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনে, সেইজন্য বুঝাইতেছেন, জ্ঞানিগণ বিধিনিষেধের বহির্ভূত অর্থাৎ পাপ পুণ্যের অতীত, হইলেও, দুষ্কর্ম্মে রত হন না।

জাত্যা যদ্যপি গৌরমেব বদনং রূপস্য নাস্তি ক্ষতি
স্তৎ কিং কজ্জলকালিমা মুখতলে সংলেপনীয়ো বুধৈঃ।
অস্তু ব্রহ্মবিদঃ কৃতৈরপি ন তৈর্দুষ্কর্ম্মভিশ্চেৎ ক্ষতিঃ
কিং কামাদিকদর্থিতা বরমহো নিঃসঙ্গসৌখ্যং বরম্॥ ১

অন্বয়—যদ্যপি বদনং জাত্যা গৌরম্ এব, রূপস্য ক্ষতিঃ নাস্তি, তৎ (তস্মাৎ) বুধৈঃ মুখতলে, কজ্জলকালিমা সংলেপনীয়ঃ কিম্? (তদ্বৎ) ব্রহ্মবিদঃ কৃতৈঃ অপি তৈঃ দুষ্কর্ম্মভিঃ ক্ষতিঃ ন চেৎ, (তর্হি) অস্তু (দোষাভাবঃ), তথাপি কামাদিকদর্থিতা বরং কিম্, অহো, নিঃসঙ্গসৌখ্যং বরম্ (তৎ বদ)।

কাহারও মুখমণ্ডল যদি জন্মকাল হইতেই গৌরবর্ণের হয়, তবে তাহাতে (কালি মাখাইয়া দিলেও) সেই স্বাভাবিক বর্ণের কোনও ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়াই, সেই মুখের উপরিভাগে কাজলের

কালো রং (তেলকালি) লেপন করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ? (সেইরূপ) যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষতি বা পাপসঞ্চয় হয় না বটে, কিন্তু (বল দেখি) কামক্রোধাদি ঘটিত ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া (এবং তদ্দ্বারা সংসারে কদাচার প্রবর্ত্তন করা ভাল), অথবা নিঃসঙ্গতাসুখভোগ করা (এবং তদ্দ্বারা লোকের তাহাতে রুচি উৎপাদন করা) ভাল ?

[জ্ঞানীকে নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করা, উদাহৃত কৌষীতকি শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রবলপ্রারব্ধ বশে, জ্ঞানীকর্ত্তৃক কোনও নিষিদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার জ্ঞানফল ব্যাহত হয় না, পরন্তু তদ্দ্বারা জ্ঞানের মাহাত্ম্যই অভিব্যক্ত হয়; কেননা, তিনি আপনাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাতে কর্ম্মলেপ ঘটে না; অধিকন্তু জ্ঞানলাভ হওয়াতে, তিনি স্বরূপ-স্থিতি হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া, জ্ঞানের মাহাত্ম্যই উদ্ঘোষিত হয়। যেমন, সুন্দর মুখমণ্ডলে কজ্জলকালিমা যথেচ্ছক্রমে লেপন করিলে, তাহা অসৌন্দর্য্যেরই কারণ হয়, কিন্তু সেই কালিমা যদি উভয় নয়নপ্রান্তে কজ্জলরেখার আকার ধারণ করে, তবে তাহা সৌন্দর্য্যেরই কারণ হয়, সেইরূপ।]

বিদ্যৈবাধিগতা সদামৃতময়ী বিদ্যাবতা তৎসুখং
স্থেয়ং বর্ত্মনি সঙ্গদোষরহিতে, সঙ্গঃ পুনঃ কীদৃশঃ।
কিং ভূষাস্য বরা স্থিতিঃ স্তুতিময়ী সা রাজসিংহাসনে
দ্বারি দ্বারি কপর্দ্দিকার্থমটনং কিংবাস্য রাজ্ঞো বরম্॥ ২

অন্বয়--বিদ্যাবতা অমৃতময়ী বিদ্যা অধিগতা এব, তৎ (তস্মাৎ) সঙ্গদোষরহিতে বর্ত্মনি সদা সুখং স্থেয়ম্; পুনঃ সঙ্গঃ কীদৃশঃ (ভবেৎ) ?

অস্ত রাজ্ঞঃ রাজসিংহাসনে সা স্তুতিময়ী স্থিতিঃ কিং বরা ভূষা, কিংবা অস্ত কপর্দ্দিকার্থম্ দ্বারি দ্বারি অটনং বরম্ ?

যেহেতু জ্ঞানী, ব্রহ্মরূপা বিদ্যা, নিঃসন্দেহ লাভ করিয়াছেন, সেইহেতু কামাদি দুঃখসম্বন্ধবর্জ্জিত আচরণে, তাঁহার, সর্ব্বদাই সুখে অবস্থান করাই উচিত; জ্ঞানলাভের পর পাপকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার কিপ্রকারে হইতে পারে? [(শঙ্কা)—ভাল, জ্ঞানলাভের ফলে, যখন তাঁহার বিদেহমুক্তি নিশ্চিত, তখন নিঃসঙ্গতা সুখে, তাঁহার প্রয়োজন কি? (উত্তর) জীবদ্দশাতে যদি মুক্তিসুখের অনুভব না ঘটিল, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্তিও সিদ্ধ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। আর, সঙ্গসুখাপেক্ষা নিঃসঙ্গতাসুখেরই আধিক্য; কেন না ভাবিয়া দেখ] যিনি স্বারাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, লোকপূজ্য হইয়া, সাধুজনসংস্তুত হইয়া, সেই সিংহাসনেই অবস্থান করা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ হয়, কিম্বা কপর্দ্দকলাভকামনায়, লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা ভাল দেখায়? অভিপ্রায় এই—লোকবিগর্হিত আচরণে, মনোনাশজনিত জীবন্মুক্তি সুখানুভব ঘটে না; মনোনাশ না হইলে, লোকনিন্দাজনিত দুঃখানুভব অবশ্যম্ভাবী। আবার বিদেহ-মুক্তির অভাবে অগ্রে নরকদুঃখ বিদ্যমান।" সুতরাং নিন্দ্যাচরণে তাঁহার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

শিষ্টাচারপথং বিনা যদি ভবেদাত্মপ্রবোধো মহাং
স্তাজ্যস্তর্হি তু সর্ব্বদৈব বিদুষা বর্ণাশ্রমাণাং ক্রমঃ।
বর্ত্ম জ্ঞস্য বিলক্ষণং যদি কৃতাৎ কিঞ্চাকৃতাৎ কর্ম্মণঃ
সংগৃহ্নাতু জনাংস্তদা মুনিজনস্তেনাপি নাস্য ক্ষতিঃ ॥৩

অন্বয়—শিষ্টাচারপথং বিনা যদি মহান্ আত্মপ্রবোধঃ ভবেৎ, তর্হি তু

বিদুষা বর্ণাশ্রমাণাং ক্রমঃ সর্ব্বদা ত্যাজ্যঃ এব—যদি (বদসি), জ্ঞস্য বন্ধ কৃতাৎ কিং চ অকৃতাৎ কর্ম্মণঃ বিলক্ষণম্ (ইতি), তদা মুনিজনঃ জনান্ সংগৃহ্লাতু, তেন অস্য ক্ষতিঃ নাস্তি।

(স্বর্গ ও অপবর্গের উপায়ভূত) শিষ্টাচার-পালন না করিয়াই, (অর্থাৎ মহদাচরিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াই, গর্হিত আচরণ দ্বারা) যদি দৃঢ় জ্ঞান জন্মে, তবে জ্ঞানীর সকল সময়েই (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই) বর্ণাশ্রমের আচার পরিত্যাগ করা উচিত, (কেননা যদি নিষিদ্ধাচরণ দ্বারা জ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সকলেরই মুক্তি সম্ভব ; তাহা হইলে, সদাচারও বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর যাঁহারা সদাচার পালন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিষিদ্ধাচারে প্রবৃত্তি দেখা যায় না, বরং নিষিদ্ধাচারে নরকপ্রাপ্তি দেখা যায় এবং শুনা যায় ; এই হেতু নিষিদ্ধাচার বর্জ্জনীয়।) (শঙ্কা) ভাল, যদি বল, শ্রুতি বলিতেছেন—"নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ" (বৃহদা, উ ৪।৪।২২) নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠান ও বিহিতকর্ম্ম বর্জ্জন আত্মদর্শী সাধুকে পীড়া দেয় না ; তাহা হইলে, জ্ঞানীর পক্ষে সৎকর্ম্মাচরণ নিষ্ফল ; তবে তাহাতে এত আগ্রহ কেন ? অর্থাৎ জ্ঞানীর কর্ম্মাচরণমার্গ বিহিতানুষ্ঠান ও অবিহিতবর্জ্জন দ্বারা [অথবা স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভ দ্বারা (কঠ, উ, ২।১৪)] নিয়মিত নহে, তাহা স্বতন্ত্র ; তবে বলি (সমাধান)—জ্ঞানিগণ (স্বয়ং বিহিতানুষ্ঠান ও অবিহিত-বর্জ্জন দ্বারা) কর্ম্মাধিকারী জীবকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করুন, তাহাতে ত' তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। কেন না শ্রীভগবান্ গীতায় (৩।২০) বলিয়াছেন—"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" লোক-সংগ্রহের জন্য সৎকর্ম্মাচরণে জ্ঞানীর বন্ধন হয় না।

দত্তোসাবৃষভো জড়শ্চভরতো মক্ষিশ্চ সম্বর্ত্তকঃ
কর্ম্মভ্রষ্টপথং গতাঃ কথমমী চেৎ পূর্ব্বপক্ষস্তব।

সাধো জাগরিতান্ প্রতীদমুদিতং পশ্যন্তি শৃণ্বন্তি যে
নিদ্রান্ধা ন বিলোকয়ন্তি ন পুনঃ শৃণ্বন্তি বাচ্যা ন তে ॥ ২

অন্বয়—অসৌ দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) ঋষভঃ (তন্নামা রাজা) জড়ঃ ভরতঃ, মঙ্কিঃ (তন্নামা মুনিঃ), সম্বর্ত্তকঃ চ অমী কর্ম্মভ্রষ্টপথং গতাঃ কথম্—ইতি তব পূর্ব্বপক্ষঃ চেৎ, (তর্হি, হে) সাধো, যে পশ্যন্তি, শৃণ্বন্তি, তান্ প্রতি ইদম্ উদিতম্; (যে) পুনঃ ন বিলোকয়ন্তি, ন শৃণ্বন্তি, তে নিদ্রান্ধাঃ ন বাচ্যাঃ।

[অত্রিমুনি নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিলে, তিনি দত্ত নামে অত্রিপুত্ররূপে আবির্ভূত হন। দত্ত বা দত্তাত্রেয়ের উপাখ্যান মার্কণ্ডেয় পুরাণে ষোড়শাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ইনি নারীর সহিত মদ্যপান করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু, নাভির ঔরসে মেরুবতীর গর্ভে উৎপন্ন হইলে, পিতা তাঁহার ঋষভনাম রাখিয়া ছিলেন। ঋষভের উপাখ্যান, বিষ্ণু ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে, ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইনি অবধূতের বেশে উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জড়ভরতের উপাখ্যান সেই স্থলে, ৭ম হইতে ১৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ইনিও মৌনাবলম্বন করিয়া অবধূতাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঙ্কিমুনির উপাখ্যান, মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৭৭ অধ্যায়ে, এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণে, নির্ব্বাণপ্রকরণে উত্তর ভাগে, ২৩শ, ২৪শ, ২৫শ এবং ২৬শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। সম্বর্ত্তক, অঙ্গিরার পুত্র এবং বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "বৃহস্পতি বিদ্বেষ বশতঃ সম্বর্ত্তকে বারম্বার নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, সংবর্ত্ত বিষয়স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বর বেশে অরণ্যে গমন করিলেন"। সম্বর্ত্তের বৃত্তান্ত, মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে, ৫ম হইতে ৮ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

ভাল, তবে কেন পুরাণপ্রসিদ্ধ দত্তাত্রেয়, ঋষভ, জড়ভরত, মঙ্কিমুনি ও

সম্বর্ত্তক—ইঁহারা বিহিতকর্ম্মপথপরিত্যাগীর ন্যায়, আচরণ করিয়াছিলেন? —ইহাই যদি তোমার পূর্ব্বপক্ষ বা প্রশ্ন হয়, তবে বলি, হে সাধো, যাঁহারা চক্ষু দ্বারা জগৎপদার্থ দর্শন করেন, বা কর্ণ দ্বারা জগৎপদার্থের নাম শুনেন, এইরূপ জাগরিতের প্রতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, যে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু দত্তাত্রেয় প্রভৃতি আত্মসাক্ষাৎকারের পর, জগৎপদার্থ চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন নাই, অথবা কর্ণ দ্বারা তাহাদের নাম শুনেন নাই; তাহারা প্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপ নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সকল পুরুষের কথা, আমাদিগের আলোচনার বহির্ভূত। কেননা, তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া এবং বিধি নিষেধের অতীত হইয়া, সৎকর্ম্মবিহীন হইলেও, তাঁহারা কদাপি নিন্দার্হ হইতে পারেন না।

৬১। জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকম্।

জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকং শৃণু সাম্প্রতম্।
একেনাপ্যঙ্গলগ্নেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ১

অন্বয়—হে শিষ্য, সাম্প্রতং জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকং শৃণু, অঙ্গলগ্নেন একেন অপি (তরঙ্গেন), সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ ভবেৎ।

হে শিষ্য, জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গনামক প্রকরণের উনাশীটি শ্লোক শ্রবণ কর। তাহার যদি একটিও তোমার বুদ্ধিতে (যাহা সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গ, তাহাতে) লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সকল সন্দেহরূপ পাপ বিনষ্ট হইবে।

বাঙ্ময়ং খংহি সর্ব্বত্র বাচো মূকস্য দুর্লভা।
চিন্ময়ং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যাহীনস্য দুর্লভম্ ॥ ২

অন্বয়—বাঙ্ময়ং খং সর্ব্বত্র হি (ভবতি), (তথাপি) বাচঃ মূকস্য দুর্লভা (ভবতি)। (তদ্বৎ) চিন্ময়ং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র (ভবতি, তথাপি, তৎ) বিদ্যাহীনস্য (জ্ঞানরহিতস্য) দুর্লভং (ভবতি)।

শব্দগুণক আকাশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তথাপি মূক (বোবা), বাগিন্দ্রিয়রহিত হওয়াতে, ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ, তাহার পক্ষে দুর্লভ অর্থাৎ মূক তৎসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, কষ্টে তাহা লাভ করিতে পারে। সেইরূপ, চিন্ময় ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; তথাপি তিনি জ্ঞানহীনের পক্ষে দুর্লভ, অর্থাৎ শ্রবণাদিসাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলে, কালে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীমথপ্রতীচীং বা যত্র কচন গচ্ছতু।
তমসা দৃশ্যতে নৈষা ব্রহ্মচিদ্ভাস্করো যথা ॥ ৩

অন্বয়—(কশ্চিৎ পুরুষঃ রাত্র্যন্ধকারেণ, নেত্রপটলরূপেন বা আবৃতনেত্রঃ) প্রাচীং অথবা প্রতীচীং, অথবা যত্রকচন, (সূর্য্যদর্শনায়) গচ্ছতু ; যথা (তেন) ভাস্করঃ ন এব দৃশ্যতে, (তথা) তমসা (আবৃতঃ পুরুষঃ) যত্র কচন গচ্ছতু) তেন এষা ব্রহ্মচিৎ (স্বয়ংপ্রকাশরূপা অপি) ন দৃশ্যতে।

রাত্রির অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইলে, কিম্বা নেত্রে ছানি পড়িলে, কেহ পূর্ব্বদিকেই যাউক, অথবা পশ্চিমদিকেই যাউক, অথবা যে কোন দিকেই যাউক না কেন, তাহার যেমন সূর্য্যদর্শন ঘটে না, সেইরূপ কেহ অজ্ঞানাবৃত থাকিলে, (উপাসনা দ্বারা ইন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে কোনও লোকে, কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোকে, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা নরকাদি স্থাবর পর্য্যন্ত যে কোনও লোকে) যেখানেই যাউক না কেন,

তাহার ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। ভাবার্থ এই—ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশরূপ হইলেও, অজ্ঞানাবৃত জীবের প্রত্যক্ষগোচর হন না। কিন্তু অজ্ঞানাবরণ-শূন্য জীবেরই প্রত্যক্ষগোচর হন।

আকাশমণ্ডলে শূন্যে যথা নক্ষত্রমণ্ডলম্
চিদ্ব্রহ্মমণ্ডলে শূন্যে তথা সংসারমণ্ডলম্॥ ৪

অন্বয়—যথা শূন্যে আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলং (ভবতি), তথা শূন্যে চিদ্ব্রহ্মমণ্ডলে সংসারমণ্ডলং (ভবতি)।

যেমন, বিধারক স্তম্ভাদিশূন্য আকাশমণ্ডলে, নক্ষত্রমণ্ডল রহিয়াছে, সেইরূপ চিন্মাত্রব্রহ্মস্বরূপে সংসারমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে। ভাবার্থ এই—নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আকাশের বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও, যেমন নক্ষত্রমণ্ডল আকাশসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সংসারমণ্ডলের সহিত ব্রহ্মের বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও, যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাতীতিক সম্বন্ধমাত্র।

জাগ্রৎস্বরূপ এবায়ং পশ্যন্ স্বপ্নময়ং জগৎ।
সুষুপ্ত ইব চিদ্রূপে মুনেস্তুর্য্যস্থতাদ্ভুতা॥ ৫

অন্বয়—চিদ্রূপে জাগ্রৎস্বরূপঃ এব অয়ং জগৎ স্বপ্নময়ং পশ্যন্ (তত্র) সুষুপ্তঃ ইব (তিষ্ঠতি, অতঃ) মুনেঃ তুর্য্যস্থতা অদ্ভুতা। যদ্বা, জাগ্রৎস্বরূপঃ এব অয়ং, জগৎ স্বপ্নময়ং পশ্যন্ চিদ্রূপে সুষুপ্তঃ ইব (প্রপঞ্চজনিতক্লেশ পরিহারপূর্ব্বকং সুখশয়িতঃ ইব) তিষ্ঠতি, অতঃ মুনেঃ তুর্য্যস্থতা অদ্ভুতা।

আপনার চিন্ময়স্বরূপে সর্ব্বদা জাগ্রৎস্বভাব হইয়া, এই জগৎকে স্বপ্নময় দেখিয়া, জগতের প্রতি সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন, এইহেতু মুনির তুর্য্যস্থিতি (জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সম্মেলনরূপে) বিচিত্র। অথবা, অঙ্গচেষ্টাদির দ্বারা বাহ্যতঃ জাগ্রতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও,

তিনি এই জগৎকে স্বপ্নময় দেখেন, এবং স্বকীয় চৈতন্যস্বরূপে, সুষুপ্তের ন্যায়, প্রপঞ্চজনিত ক্লেশ পরিহার পূর্ব্বক, সুখে অবস্থান করেন। এই তুর্য্যস্থিতিতে অবস্থাত্রয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ থাকাতে, তাহা বিচিত্র।

যদি জিজ্ঞাসা কর, সেই অবস্থা আমার কেন হয় না? তবে বলি—

মুমুক্ষা দম্ভমাত্রং তে ন তে তীব্রা মুমুক্ষুতা।
তীব্রা যদি মুমুক্ষা স্যান্ন বিলম্বো ভবেদিয়ান্॥ ৬

অন্বয়—হে শিষ্য, তে মুমুক্ষা দম্ভমাত্রং, তে মুমুক্ষুতা ন তীব্রা (ভবতি), যদি তে মুমুক্ষা তীব্রা স্যাৎ, (তর্হি) ইয়ান্ বিলম্বঃ ন ভবেৎ।

হে শিষ্য, তোমার মোক্ষের ইচ্ছা কপটতা মাত্র; (অথবা তাহা দৃঢ় নহে)। যদি তীব্র মোক্ষেচ্ছা থাকিত, (অথবা তাহা দৃঢ় হইত,) তবে তুর্য্যস্থিতিলাভে এত বিলম্ব হইত না।

অভূৎকুহুময়ং বিশ্বং পক্ষঃ স মলিনো গতঃ।
ইদানীং নির্ম্মলঃ পক্ষো জাতং রাকাময়ং জগৎ॥ ৭

অন্বয়—(যদা) বিশ্বং কুহুময়ং অভূৎ, সঃ মলিনঃ পক্ষঃ গতঃ, ইদানীং নির্ম্মলঃ পক্ষঃ (প্রবৃত্তঃ), জগৎ রাকাময়ং জাতম্।

যে পক্ষে জগৎ ক্রমে ক্রমে অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই পক্ষ কাটিয়া গিয়াছে। এখন শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইয়া-গিয়াছে; ক্রমে ক্রমে জগৎ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইবেই। ভাবার্থ এই—হে শিষ্য, তুমি যখন প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, নিবৃত্তি-মার্গে রত হইয়াছ, তখন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা যেমন পৌর্ণমাসীতে পূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ, তোমারও ক্রমে তুর্য্যাবস্থায় অবস্থান হইবেই।

ন তিষ্ঠতি মনো যত্র গোঃ শৃঙ্গে সর্ষপো যথা।
শৈল ইব সমাধিস্থাস্তত্রৈব স্থিতিমাগতাঃ॥ ৮

অন্বয়—গোঃ শৃঙ্গে সর্ষপঃ যথা ন তিষ্ঠতি, (তথা) যত্র (ব্রহ্মাভিন্নাত্ম-স্বরূপে) মনঃ ন তিষ্ঠতি, তত্র এব সমাধিস্থাঃ মুনয়ঃ, শৈলাঃ ইব স্থিতিম্ আগতাঃ।

গোশৃঙ্গে সর্ষপের ন্যায়, যে পরমাত্মস্বরূপে, মন ক্ষণমাত্রও টিকিতে চায় না, সেই পরমাত্মস্বরূপে সমাধিস্থ মুনিগণ, পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিয়াছেন ; অতএব তোমার পক্ষে তুর্য্যস্থিতি অসম্ভব নহে।

যদি বল সেই তুর্য্যস্থিতি কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? তবে বলি—

জল প্রবাহ ইব য়ানবচ্ছিন্না স্বভাবতঃ।
চতুর্দ্দশধিয়াং দূরে সা মুনের্মননস্থিতিঃ॥ ৯

অন্বয়—জলপ্রবাহঃ ইব যা স্বভাবতঃ অনবচ্ছিন্না, মুনেঃ সা মনন-স্থিতিঃ চতুর্দ্দশধিয়াং দূরে (ভবতি)।

মুনির মননের স্থিরতা, যাহা জলপ্রবাহের ন্যায় স্বভাবতঃ বিচ্ছেদ রহিত, তাহা অবিবেকীয় চতুর্দ্দশ বুদ্ধির বহুদূরে, অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা, সেই জ্ঞানের অগোচর। যদি বল, তাহা কি প্রকারে চিনিতে পারা যায়,

তাহার লক্ষণ বলিতেছি—

পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ স পুনঃ পরমাত্মতাম্।
যয়া প্রাপ্নোতি বিশ্বাত্মা সা মুনের্মননস্থিতিঃ॥ ১০

অন্বয়—সঃ বিশ্বাত্মা পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ সন্ যয়া পুনঃ পরমাত্মতাং প্রাপ্নোতি, সা মুনেঃ মননস্থিতিঃ।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ কার্য্যকারণস্পৃষ্ট হইয়া, পরমাত্ম-পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে উপায়ে আবার সেই পরমাত্মস্বরূপতা

প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ কার্য্যকারণদ্বারা অস্পৃষ্ট হন, তাহাই মুনির মনন-রূপাবস্থা।

প্রতিবিম্বং ন গৃহ্ণাতি নির্ম্মলো নিকটস্থিতঃ।
প্রপঞ্চবঞ্চনে যুক্তিঃ সা মুনেরেব নামুনেঃ ॥ ১১

অন্বয়—সঃ নির্ম্মলঃ নিকটস্থিতঃ অপি, প্রতিবিম্বং ন গৃহ্ণাতি। সা প্রপঞ্চবঞ্চনে যুক্তিঃ মুনেঃ এব (ভবতি), অমুনেঃ ন (ভবতি)।

তিনি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ বটে, কিন্তু নিকটে থাকিয়াও পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তিনি রাগাদিমলশূন্য হওয়াতে জগদ্গত পদার্থের নিকট থাকিয়াও, তাহাদিগকে চিত্তে প্রবেশ করিতে দেন না। সংসারপ্রপঞ্চকে বঞ্চনা করিবার এইরূপ কৌশল, মুনিরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন মননই সেই কৌশল। যিনি মননরহিত, তিনি সংসারপ্রপঞ্চবঞ্চন করিতে অসমর্থ।

সেইরূপ মুনির এইরূপ প্রতাপ যে—

অপসর্পন্ত্বিতি প্রোক্তাঃ ক্ষণাদপসরন্ত্যমী।
যদাজ্ঞয়া মনোভাবাঃ স বশী কস্য নাদ্ভুতঃ ॥ ১২

অন্বয়—অপসর্পন্তু ইতি প্রোক্তাঃ (সন্তঃ), অমী মনোভাবাঃ যদাজ্ঞয়া ক্ষণাৎ অপসরন্তি, সঃ বশী কস্য ন অদ্ভুতঃ? অথবা, স কস্য ন বশী, অতঃ অদ্ভুতঃ।

'তোরা সরিয়া যা' এইরূপ বলিলে, এই প্রত্যক্ষ কামক্রোধাদি মনোবিকারসকল, যাঁহার আজ্ঞায় সরিয়া যায়, সেই প্রতাপশালী মুনিকে দেখিয়া কে না বিস্ময়াবিষ্ট হয়? (অথবা, তিনি কোন বিকারেরই অধীন নহেন, এইহেতু তিনি অদ্ভুত)।

যদি জিজ্ঞাসা কর, জ্ঞানীই কেন মনোবৃত্তির অধীন হন না, অজ্ঞানীই কেন মনোবৃত্তির অধীন হয়? তবে তাহার হেতু বলিতেছি :—

জারণাৎ কালকূটস্য শম্ভোরাশীবিষা বশাঃ।
মারণান্মনসস্তদ্বন্মুনে রিন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৩

অন্বয়—কালকূটস্য জারণাৎ আশীবিষাঃ শম্ভোঃ বশাঃ, তদ্বৎ মনসঃ মারণাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ মুনেঃ বশাঃ (জাতাঃ)।

সমুদ্রমন্থন কালে, কালকূট নামক বিষ, জগতের প্রলয় ঘটাইতে উদ্যত হইলে, শম্ভু সেই বিষ পান করিয়া জীর্ণ করেন। সেই কারণে সর্পগণ শিবের বশীভূত হইয়াছে। সেইরূপ, মুনি মনোনাশ সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ, তাঁহার বশে আসিয়াছে। ভাবার্থ এই—মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক; ইহা ঘট, ইহা পট, এইরূপে বস্তুর গ্রহণের নাম সঙ্কল্প; এবং ইহা ঘট, ইহা পট, এইরূপে সমরস চৈতন্যে, বিবিধ প্রকার কল্পনা করার নাম বিকল্প। মনকে, এই দুই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, রূপরসাদি বিষয় সমূহ, মুনির ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। মন, সঙ্কল্পবিকল্পনিরত হইলে, জগৎপদার্থে, 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বন্ধনের কারণ হয়। বিচার দ্বারা সেই বুদ্ধির নিরাস, সর্ব্বত্র সুসাধ্য নহে। মনোনাশদ্বারাই, সেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিনাশ করা যায়। সেই হেতু বলিতেছেন—

অহন্তামমতাত্যাগঃ কর্ত্তুং যদি ন শক্যতে।
অহন্তামমতাভাবঃ সর্ব্বত্রৈব বিধীয়তাম্ ॥ ১৪

অন্বয়—যদি (ত্বয়া) অহন্তামমতাত্যাগঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে, তর্হি, সর্ব্বত্র এব অহন্তামমতাভাবঃ বিধীয়তাম্।

যদি, তুমি বিচার দ্বারা, দেহাদিতে 'আমি'-বুদ্ধি এবং পুত্রাদিতে

'আমার'-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পার, তবে মনোনাশ দ্বারা (দেহাদি পুত্রাদি বিস্মৃত হইয়া) সর্ব্বত্রই 'আমি'-'আমার'-বুদ্ধির তিরোভাব সাধন কর। (অথবা সকল পদার্থেই আত্মস্ফুরণ লক্ষ্য করিতে শিখ)।

বর্ণাশ্রমবয়োবেষাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ।
বিনা বিচারবৈরাগ্যৈঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

অন্বয়—বর্ণাশ্রমবয়োবেষাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ (পুরুষঃ), বিচারবৈরাগ্যৈঃ বিনা, পশুঃ এব ন সংশয়ঃ।

বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি, আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যাদি; বয়ঃ—যৌবনাদি; বেষ—ত্রিপুণ্ড্রাদি; অধ্যয়ন—বেদাদিপাঠ; আচার—বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান। এই সকল বিদ্যমান থাকাতে, যাঁহাকে রমণীয় দেখায়, তাঁহার যদি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার না থাকে, এবং ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে অরুচি না জন্মে, তবে তিনি পশুই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে চিত্তে যস্য নিরন্তরে।
স পণ্ডিতঃ কিমেতস্য সাধনান্তরচিন্তনৈঃ ॥ ১৬

অন্বয়—যস্য চিত্তে, তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে নিরন্তরে (ভবতঃ), সঃ পুরুষঃ পণ্ডিতঃ (জ্ঞেয়ঃ), এতস্য সাধনান্তরচিন্তনৈঃ কিম্?

যাঁহার চিত্তে তীক্ষ্ণ (অজ্ঞানভেদন সমর্থ) বিচার ও বৈরাগ্য সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাঁহার অন্য সাধনের সঙ্কল্পে কি ফল? তাহা নিষ্প্রয়োজন। এই দুইটিই মোক্ষের মুখ্য সাধন।

যদি বল, জ্ঞানকেই শাস্ত্রে মুখ্য সাধন বলা হইয়া থাকে, তবে বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন;- সংসারবৃক্ষ, বৈরাগ্য, দ্বারা শুষ্ক হইলে পর, জ্ঞানদ্বারা সমূলে দগ্ধ হয়; নতুবা কেবল জ্ঞানদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিতে হইলে, আর্দ্রকাষ্ঠদহনের ন্যায়, তাহাতে প্রভূত আয়াসের প্রয়োজন হয়।

বর্দ্ধতে মূলসেকেন মূলশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বহ্নিজ্বালয়েতি তরুস্থিতিঃ ॥ ১৭

অন্বয়—(বৃক্ষঃ) মূলসেকেন বর্দ্ধতে, মূলশোষেণ শুষ্যতি, (ততঃ) বহ্নিজ্বালয়া ভস্মসাৎ ক্রিয়তে ইতি (এবম্প্রকারা) তরুস্থিতিঃ (লোক-প্রসিদ্ধ বৃক্ষস্য গতিঃ)।

তরুমূলে জলসেচন করিলে, বৃদ্ধি পায়; মূলে যদি জলাভাব হয়, তবে শুষ্ক হইয়া যায়। তদনন্তর অগ্নিশিখার সংযোগ ঘটিলে, তাহা ভস্মসাৎ হয়। লোকপ্রসিদ্ধ বৃক্ষের এইরূপ অবস্থা।

বর্দ্ধতে মনসঃ সেকৈ মনঃশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মাসাৎ ক্রিয়তে বোধজ্বালয়েতি ভবস্থিতিঃ ॥ ১৮

অন্বয়—তথা (সংসারমূলস্য) মনসঃ (বিষয়জলেন) সেকৈঃ, (সংসারবৃক্ষঃ) বর্দ্ধতে, মনঃশোষেণ শুষ্যতি, (ততঃ) বোধজ্বালয়া ভস্মসাৎ ক্রিয়তে, ইতি (এবংরূপা) ভবস্থিতিঃ।

সেইরূপ, (সংসারবৃক্ষের মূলস্বরূপ) মনকে রূপরসাদি বিষয়দ্বারা সেচন করিলে, (সংসারবৃক্ষ) বৃদ্ধিপায়; মনে বিষয়জলের অভাব হইলে, (সংসার বৃক্ষ) শুষ্ক হইতে থাকে, তদনন্তর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়, সংসার বৃক্ষের এইরূপ ব্যবস্থা। (সংসারের ভস্মসাৎ হওয়ার অর্থ, বিচার দ্বারা তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া। এইহেতু মুমুক্ষুর পক্ষে, জ্ঞানের ন্যায় বৈরাগ্যেও আদর করা কর্ত্তব্য।)

(শঙ্কা) ভাল, এই রূপেই যেন সংসারবৃক্ষ ভস্মসাৎ হইল, কিন্তু যতদিন অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকিবে, ততদিন তাহাতে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়িয়া দ্বৈতপ্রতীতিকে ত' বজায় রাখিবে। তাহা হইলে অদ্বৈতাত্মস্বরূপসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হইবে না। (সমাধান) না, এরূপ বলিতে পার না, কেননা—

পরপারস্থিতং হংসং দ্বিধেব প্রতিবিম্বিতম্।
তথাত্মানং বিজানাতি তটস্থঃ সত্যদর্শনঃ ॥ ১৯

অন্বয়—(যথা নদী তড়াগাদেঃ) তটস্থ সত্যদর্শনঃ (পুরুষঃ), পরপারস্থিতং দ্বিধা ইব প্রতিবিম্বিতম্ হংসং (একং এব বেত্তি) তথা (তটস্থঃ সত্যদর্শনঃ পুরুষঃ) আত্মানং বিজানাতি।

যেমন নদীতড়াগাদির তীরে অবস্থিত, বিচারশীল পুরুষ, পরপারস্থিত হংস, জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া, দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহাকে একটি বলিয়া জানেন, সেইরূপ, অবিদ্যানদাতীরে অবস্থিত জ্ঞানী, অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মা, অনেকরূপে প্রতীত হইলেও, তাহাকে পরমার্থতঃ এক বলিয়া জানেন। এইরূপে অন্তঃকরণ-উপাধি থাকিলেও আত্মার একত্বানুভব সম্ভবপর হয়।

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীতেও যদি অন্তঃকরণ-উপাধি থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িতেই থাকিবে। তাহা হইলে, তাহা জ্ঞানীকেও সংসারী করিয়া, বন্ধনের কারণ হইবে। (সমাধান)—

চিত্রমল্পেন কালেন বোধভর্জ্জিতচেতসঃ।
ভর্জ্জিতস্যেব বীজস্য কার্য্যসাধকতা গতা ॥ ২০

অন্বয়—ভর্জ্জিতস্য বীজস্য ইব বোধভর্জ্জিতচেতসঃ অল্পেন কালেন কার্য্যসাধক গতা ইতি চিত্রম্।

জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইলে, অন্তঃকরণের সংসারকল্পনারূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার শক্তি, দগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদন শক্তির ন্যায়, অতি অল্পকালেই বিনষ্ট হয়, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। ভাবার্থ এই—সংসারসঙ্কলনে মনের যত সময় লাগে, মনের সেই সংসারসঙ্কলনশক্তির বিনাশ করিতে, জ্ঞানের তত সময় লাগে না। যেমন ধান্যাদির অঙ্কুরোৎপাদনে যে

পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন আছে, অগ্নির দ্বারা সেই অঙ্কুরোৎপাদন-শক্তির বিনাশে, সেই পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন নাই ; ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ধান্যাদিবীজের সহিত, সংসারবীজ মনের তুলনায়, আরও এক সার্থকতা আছে। তাহা এই—ধান্যাদি বীজ ভর্জ্জিত হইলে, তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবারণাদি কিছু কার্য্য সংসাধিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্য চলেনা। (সেইরূপ মনও জ্ঞানদ্বারা ভর্জ্জিত হইলে, তদ্দ্বারা প্রারব্ধভোগ সাধিত হয় কিন্তু তদ্দ্বারা সংসারবন্ধনরূপ কার্য্য সাধিত হয় না। (বাসিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্য, প্র, ৩।১৩ দ্রষ্টব্য)।

(শঙ্কা)। ভাল, তাহা হইলেও ত' অন্তঃকরণ প্রভৃতির একেবারে বিনাশ সাধন করিয়া, কেবল ব্রহ্মসুখানুভবই করা উচিত ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণকে বাহিরে যাইতে দিয়া, জগদ্বিষয়ের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে দিতেই নাই। (সমাধান)—

পঙ্গবস্তু কৃতা এব দৃগাদ্যা ন চলন্তি যৎ।
অন্ধানপি করিষ্যামি ন পশ্যন্তি যথা জগৎ ॥ ২১

অন্বয়—দৃগাদ্যাঃ তু (ময়া) পঙ্গবঃ কৃতাঃ এব, যৎ (যস্মাৎ) তে ন চলন্তি। তানং অন্ধান্ অপি করিষ্যামি যথা জগৎ ন পশ্যন্তি।

(তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন করিয়া আমি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছি, যেহেতু তাহারা আর নিজ নিজ বিষয়াভিমুখে দৌড়ে না ; (ইহার পর জীবন্মুক্তিসম্পাদন করিয়া) তাহাদিগকে আবার অন্ধ করিয়া দিব, যাহাতে আর জগৎ দেখিতে না পায়।

আচ্ছা ব্রহ্মকে, জানা যা'ক বা না যা'ক, ব্রহ্মই যখন অধিষ্ঠানরূপে জীবের জীবনস্বরূপ, তখন আবার ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন কি ?

জানাতু বা না জানাতু ব্রহ্ম জীবস্য জীবনম্।
জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ॥ ২২

অন্বয়—(অয়ং জীবঃ ব্রহ্ম) জানাতু বা ন জানাতু, ব্রহ্ম জীবস্য জীবনং (ভবতি), জানাতি চেৎ পরঃ লাভঃ (ভবতি), ন জানাতি (চেৎ) মহৎ ভয়ং (ভবতি)।

(ব্রহ্ম, বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের অধিষ্ঠান হইলেই, জীব নির্ম্মিত হয়।) জীব ব্রহ্মকে জানুক, চাই নাই জানুক, ব্রহ্ম যখন অধিষ্ঠানরূপে জীবের অস্তিত্বের কারণ,—তখন ব্রহ্মকে জানিলে জীবের পরম লাভ অর্থাৎ মুক্তি; না জানিলে, মৃত্যুরূপ ভীতি; ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ ফল।

(শঙ্কা)। তাহা হইলে কল্পতরু বা কামধেনুর উপাসনা করা ত ভাল, কেননা তাহাদের সাক্ষাৎকারলাভ হইলে, সকলাভীষ্টই, সিদ্ধ হয়। (সমাধান):—

ব্রহ্মধেনোঃ স্বভাবোঽয়ং দেবধেনোর্বিলক্ষণঃ।
ভোক্তৈব তদ্দুগ্ধপানাৎ সদ্যস্তদ্রূপতাং ব্রজেৎ॥ ২৩

অন্বয়—দেবধেনোঃ (স্বভাবাৎ) বিলক্ষণঃ ব্রহ্মধেনোঃ অয়ং স্বভাবঃ (যৎ) তদ্দুগ্ধপানাৎ ভোক্তা এব সদ্যঃ তদ্রূপতাং ব্রজেৎ।

কামধেনুর স্বভাব হইতে ব্রহ্মধেনুর স্বভাবের এই প্রভেদ, যে ব্রহ্মধেনুর দুগ্ধ পান করিলে (ব্রহ্মানন্দানুভব করিলে), ভোক্তা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মধেনুর রূপ প্রাপ্ত হয়।

যদি যোগে কৃতাবুদ্ধিঃ সপ্তমীং গচ্ছ ভূমিকাম্।
মগ্নশ্চেদগচ্ছ পাতালমিতি নীতি বিদাং বচঃ॥ ২৪

অন্বয়—(হে শিষ্য) যদি (ত্বয়া) যোগে, বুদ্ধিঃ কৃতা, তর্হি সপ্তমীং ভূমিকাং গচ্ছ। (যতঃ) "মগ্নঃ চেৎ পাতালং গচ্ছ" ইতি নীতিবিদাং বচঃ।

হে শিষ্য, যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর, মনোনাশনামক যোগসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছ, তবে সপ্তমভূমিকায় আরোহণ কর, কেননা নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যদি ডুবিতেই হইল, তবে পাতাল পর্য্যন্ত দেখ।

চিত্তবৃত্তিকে কেবলচিন্মাত্রাকার করিতে পারিলেই, মোক্ষ। কিন্তু তাহাতে অসমর্থের উপায় কি ?

মধ্যাহ্নভাস্করং দ্রষ্টুং সাক্ষাদ্যদি তু ন ক্ষমঃ।
পটব্যবহিতং পশ্যেজ্জলে বা প্রতিবিম্বিতম্ ॥ ২৫

অন্বয়—তু (পক্ষান্তরে অসমর্থপক্ষে) যদি (কশ্চিৎ) মধ্যাহ্নভাস্করং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুং ন ক্ষমঃ (স্যাৎ, তর্হি তং) পটব্যবহিতং বা জলে প্রতিবিম্বিতং পশ্যেৎ।

মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকে যদি কেহ সাক্ষাৎ চক্ষুদ্বারা দেখিতে সমর্থ না হয়, তবে সূক্ষ্মবস্ত্রের ভিতর দিয়া, কিম্বা জলে সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করিয়া, দেখিতে পারে।

তথা চিন্মাত্রচণ্ডাংশুং নির্ব্বিকল্পং ন চেৎক্ষমঃ।
সর্ব্বব্যাপিতয়া পশ্যেদন্তর্যামিতয়াঽথবা ॥ ২৬

অন্বয়—তথা নির্ব্বিকল্পং চিন্মাত্রচণ্ডাংশুং দ্রষ্টুং ন ক্ষমঃ চেৎ, (তর্হি) তং সর্ব্বব্যাপিতয়া অথবা অন্তর্যামিতয়া পশ্যেৎ।

সেইরূপ, যদি কেহ নির্ব্বিকল্পচৈতন্যস্বরূপ সূর্য্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপিরূপে অথবা অন্তর্যামিরূপে দেখিতে পারে।

লক্ষং শরাঃ প্রযোক্তব্যাঃ সূক্ষ্মে লক্ষ্যেঽপি ধন্বিনা।
কদাচিদ্দৈবসংযোগাদেকোঽপি তু লগিষ্যতি ॥ ২৭

অন্বয়—সূক্ষ্মে অপি লক্ষ্যে, ধন্বিনা লক্ষং শরাঃ প্রযোক্তব্যাঃ; দৈবসংযোগাৎ কদাচিৎ একঃ অপি তু লগিষ্যতি।

লক্ষ্যবস্তু দৃষ্টির অগোচর হইলেও, ধনুর্ধর তাহাতে লক্ষ লক্ষ শর প্রয়োগ করিবেন। দৈববশে (অর্থাৎ যখন লক্ষ্য ও বানের সংযোজক কর্ম্ম পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হইবে, তখন) অন্ততঃ একটিও শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে। সেইরূপ—

সদৈব চেতসো বৃত্তির্ধ্যানাভ্যাসে বিধীয়তাম্।
কদাচিৎ কৃপয়া শম্ভোরখণ্ডাকারতা ভবেৎ ॥ ২৮

অন্বয়—(তদ্বৎ মুমুক্ষুণা পুরুষেণ) সদা এব ধ্যানাভ্যাসে চেতসঃ বৃত্তিঃ বিধীয়তাম্। কদাচিৎ শম্ভোঃ কৃপয়া অখণ্ডাকারতা ভবেৎ।

(সেইরূপ) মুমুক্ষু ব্যক্তি অন্তঃকরণের বৃত্তিকে সর্ব্বদাই ধ্যানাভ্যাসে নিয়োজিত করিবেন। মায়াধীশ শম্ভুর (পরমানন্দদাতার) কৃপায়, অন্তরায় তিরোহিত হইয়া, বিবেক উৎপন্ন হইলে, চিত্তবৃত্তি ভেদ রহিত-ব্রহ্মাকারা হইবে, অর্থাৎ ধ্যানে ত্রিপুটীর (ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতার) বিলোপ হইবে।

ভাল, মুমুক্ষু, ব্রহ্মের ধ্যান করুক বা নাই করুক, তাহাতে যখন ব্রহ্মস্বরূপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, এবং ব্রহ্মধ্যান করুক বা নাই করুক, মুমুক্ষুজীব যখন পরমার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন ব্রহ্মাকারাবৃত্তির উৎপাদনে, এত পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

(সমাধান)। সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্যতিরেকে মুক্তি নাই, সেইহেতু

তাহার উৎপাদনে প্রযত্ন আবশ্যক। তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য বলিতেছেন—

ব্রহ্মণোপি ব্রাহ্মণঃ শ্রেয়ানিত্যাহ দ্বাভ্যাম্ঃ—

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলিতেছেন ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠঃ—

"লীলাসিন্ধোঃ কিয়দিব হরেঃ ষোড়শস্ত্রীসহস্রম্
নিঃসংখ্যাতা বিবিধরুচিনা যেন ভুক্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ।
তাদৃঙ্নীতঃ স পুনরনয়া ভাময়া বশ্যভাবং
সম্যগ্ ভুক্তো যদুপতিরতঃ সত্যভামৈব ধন্যা ॥ ২৯

অন্বয়—লীলাসিন্ধোঃ হরেঃ ষোড়শস্ত্রীসহস্রং কিয়ৎ ইব; বিবিধরুচিনা যেন (হরিণা) নিঃসংখ্যাতাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ভুক্তাঃ। তাদৃক্ সঃ যদুপতিঃ অনয়া সত্যভাময়া বশ্যভাবং নীতঃ, পুনঃ সম্যক্ ভুক্তঃ, অতঃ সত্যভামা এব ধন্যা।

(হে শিষ্য ভাগবতাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ?) লীলার সাগর হরির পক্ষে ষোল হাজার স্ত্রী আর কতগুলি? তাঁহার প্রীতির অনেক রূপ। তিনি সেই স্ত্রী, এতগুলি ভোগ করিয়াছেন, যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। (কেননা রাসলীলাদিতে ও অন্য সময়ে তিনি বিবাহিত, অবিবাহিত অসংখ্য গোপকন্যা সম্ভোগ করিয়াছিলেন)। হেনগুণের সেই শ্রীকৃষ্ণকে, এই সত্যভামা যে কেবলমাত্র বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহাই নহে, তাঁহাকে আতৃপ্তি ভোগ করিয়াছিলেন। এই হেতু সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও ধন্য। (এই হেতু ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম হইতেও বড়)।

সেই কথাই (রূপক ছাড়িয়া) স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন:—

বর্ত্ততে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র, ব্রাহ্মণো লভ্যতে ক্বচিৎ।
সমার্ঘাদ্‌ব্রহ্মণস্তস্মান্মহার্ঘো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৩০

অন্বয়—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বর্ত্ততে, ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ লভ্যতে। তস্মাৎ সমার্ঘাৎ ব্রহ্মণঃ, ব্রাহ্মণঃ মহার্ঘঃ ভবেৎ।

বিশ্বের সমস্ত পদার্থেই জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম বর্ত্তমান, কিন্তু ব্রহ্মবেত্তা অত্যন্ত বিরল ; কোনও দেশে, কোনও কালে, পাওয়া যায়। সেইহেতু, সর্ব্বত্র তুল্যরূপে বিদ্যমান ব্রহ্মাপেক্ষা, ব্রহ্মবেত্তার মূল্য অনেক অধিক।

সেই হেতু যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মাকারবৃত্তিসম্পাদনের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কেবল শ্রবণাদিপ্রযত্নের দ্বারাই লাভ করা যায় না, লোকৈষণাদির ত্যাগ ব্যতিরেকে, তাহা দুর্লভ।

পরসঙ্গসুখাসক্তং যোগিনাং যোষিতামিব।
বিহায় লোকসিদ্ধান্তং রমতে স্বমতে মনঃ ॥ ৩১

অন্বয়—যোষিতাং পরসঙ্গসুখাসক্তং মনঃ ইব, যোগিনাং (পরসঙ্গসুখাসক্তং মনঃ) লোকসিদ্ধান্তং বিহায় স্বমতে রমতে।

ব্যভিচারিণী নারীর মন পরপুরুষের সংসর্গলাভে আসক্ত হইলে, সে যেমন লোকনিন্দাদির ভয় উপেক্ষা করিয়া অভীষ্টসাধনে রত হয়, সেইরূপ যোগীদিগের মন, পরমাত্মসঙ্গলাভে আসক্ত হইলে, জনসাধারণের বাঞ্ছিত পুত্র, বিত্ত, যশঃ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, এবং বর্ণাশ্রমাদির আচার উপেক্ষা, করিয়া, আপনার অভীষ্ট ব্রহ্মসুখান্বেষণে রত হয়।

ভাল, সকল প্রকার লৌকিক ধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেই, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইবেই, তাহার নিশ্চয়তা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

তোয়রন্ধ্রনিরোধেন ভাতি পূর্ণং সরোবরম্।
বৃত্তিরন্ধ্রনিরোধেন পূর্ণো বোধঃ কিমদ্ভুতম্॥ ৩২

অন্বয়—তোয়রন্ধ্রনিরোধেন সরোবরং পূর্ণং ভাতি; বৃত্তিরন্ধ্রনিরোধেন বোধঃ পূর্ণঃ ভাতি, অত্র অদ্ভুতং কিম্?

কর্কটমূষিকাদিকৃত ছিদ্র (অথবা মনুষ্যকৃত প্রণালী প্রভৃতি) বন্ধ করিয়া সরোবরের জলনির্গমন নিরোধ করিলে, সরোবর পূর্ণ হইয়া সুন্দর দেখায়। সেইরূপ, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, অন্তঃকরণের (তদবচ্ছিন্ন জ্ঞানের) বহির্নির্গমন বন্ধ করিলে, জ্ঞান নিজের পূর্ণতায় শোভা পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে?

বিষয়ভোগবাসনাই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উৎপাদনে প্রধান অন্তরায়; যে হেতু—

নির্মূলা নিষ্কলা শুষ্কা কদর্য্যা ভোগবাসনা।
তয়া তিরোহিতঃ স্বামী তৃণেনেব মহাগিরিঃ॥ ৩৩

অন্বয়—ভোগবাসনা নির্মূলা, নিষ্কলা, শুষ্কা, কদর্য্যা (অস্তি)। তৃণেন মহাগিরিঃ ইব, তয়া স্বামী তিরোহিতঃ।

বিষয়ভোগাভিলাষ মূলহীন (যেহেতু বিচার দ্বারা বাহিরে রূপরসাদির অস্তিত্বই পাওয়া যায় না), তাহা 'নিষ্কল' বাস্তবসত্ত্বারহিত; 'নীরস' বা সুখহীন; এবং 'কদর্য্য' চিত্তপ্রসন্নতার বিলোপকারী। তুচ্ছতৃণ, যেমন (আপনার উৎপাদক) বিশাল পর্ব্বতকেও আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইরূপ বিষয়ভোগাভিলাষ, সর্ব্বসত্ত্বাপ্রদ পরমাত্মাকেও আবৃত রাখে।

ন দেশকালৌ ন বয়ো ন যুক্তির্ন বিদগ্ধতা
যদৈব বাসনাত্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি॥ ৩৪

অন্বয়—ন দেশকালৌ, ন বয়ঃ, ন যুক্তিঃ ন বিদগ্ধতা (মুক্তিং সাধয়তি); যদা এব বাসনাত্যাগঃ (ভবতি), তদা এব হি তব মুক্তিঃ (ভবতি)।

(যদি বাসনাত্যাগ না হইয়া থাকে, তবে) বিজনাদি স্থান, ধ্যান-যোগ্য প্রত্যুষাদি সময়, বার্দ্ধক্যাদি বয়স, যোগাভ্যাস, অথবা পাণ্ডিত্য—(কিছুই) মুক্তির সাধক হয় না। এগুলি থাকুক বা না থাকুক, যে সময়ে বাসনার অর্থাৎ ভোগেচ্ছাসংস্কারের ত্যাগ হইবে, সেই সময়েই তোমার মুক্তি।

আচ্ছা, এইরূপ অভ্যাস করিলে জ্ঞান যে হইবেই, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা কি?

উপায়ৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নির্ম্মলং বীজমর্পিতম্।
কিং চিত্রং ধান্যসম্পত্তৌ স দেবো যদি বর্ষতি ॥ ৩৫

অন্বয়—উপায়ৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নির্ম্মলং বীজম্ অর্পিতম্; যদি স দেবঃ বর্ষতি, (তর্হি) ধান্যসম্পত্তৌ কিং চিত্রম্?

কর্ষণ, বিজাতীয় তৃণগুল্মাদির উৎপাটন, প্রভৃতি দ্বারা ক্ষেত্র পরিশোধিত হইলে, এবং তাহাতে অকীটদষ্ট পরিপুষ্ট, বীজের বপন হইলে, দেবতা যদি বারিবর্ষণ করেন, তাহা হইলে শস্যসম্পত্তিলাভে আর সন্দেহ কি?

সেইরূপ বৈরাগ্যাদির দ্বারা চিত্তপরিশোধিত হইলে, এবং তাহাতে সৎশাস্ত্রের বিচার ও ধারণা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ স্থিরীকৃত হইলে, সদ্গুরু যদি মহাবাক্যার্থ উপদেশ করেন, তাহা হইলে, যে কৃতকৃত্যতা হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মহাবাক্য বিচার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, সেই জ্ঞান কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—

কৃত বাক্যবিচারস্য পরমার্থমভীপ্সতঃ।
জ্ঞানং গরিষ্ঠ মজ্ঞানমজ্ঞানং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৩৬

অন্বয়—কৃতবাক্যবিচারস্য পরমার্থম্ অভীপ্সতঃ (বিদুষঃ), (লোকপ্রসিদ্ধং) জ্ঞানং গরিষ্ঠম্ অজ্ঞানম্, অজ্ঞানম্ উত্তমং জ্ঞানম্।

যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ, মহাবাক্যের বিচার করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই বাসনা রাখেন, তাঁহার নিকট লোকপ্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যাদি বা জগৎপদার্থবিজ্ঞানাদিরূপ জ্ঞান, বিশাল অজ্ঞানস্বরূপ, এবং যাহা লোকপ্রসিদ্ধ অজ্ঞান, সংসারব্যবহারবিস্মৃতি, বা তাহাতে অজ্ঞতা, তাহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান।

এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে, কেবল বেদান্তব্যাখ্যা করিয়া বা বিচারে প্রতিপক্ষপরাজয় করিয়া, মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই।

ব্যাখ্যাসি বেদান্তগিরো জয়সি দ্বৈতবাদিনঃ।
নান্তর্বিশসি তন্মন্যে তত্রাস্তি মরণং তব ॥ ৩৭

অন্বয়—বেদান্তগিরঃ ব্যাখ্যাসি দ্বৈতবাদিনঃ জয়সি, ন অন্তঃ বিশসি, তৎ মন্যে তত্র তব মরণং (অস্তি)।

তুমি বেদান্তশাস্ত্র, উপনিষৎ, সূত্রভাষ্যাদির ব্যাখ্যা কর এবং (জগৎ, ব্রহ্ম ও জীবের) ভেদবাদী আচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত কর, কিন্তু স্বয়ং আত্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরাত্মায় লীন হও না; সেইহেতু, আমি বুঝি তাহাতেই তোমার মরণ; (কারণ তদ্দ্বারা কেবল দেহাত্মভাবেরই পরিপুষ্টি সাধিত হয়, অথবা পরাজিত পক্ষের হস্তে মারণাদি প্রয়োগে তোমার মৃত্যুর (সম্ভাবনা)।

সেইহেতু, উত্তরোত্তর, যাহাতে আত্মায় অধিকতর স্থৈর্য্যলাভ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেইহেতু বলিতেছেন—

মিত্রেণ কুশলে পৃষ্টে পূর্ব্বাবস্থামনুস্মরন্।
ইদানীং কুশলং জাতমিতি হৃষ্যতি যোগবিৎ॥ ৩৮

অন্বয়—মিত্রেণ কুশলে পৃষ্টে, যোগবিৎ পূর্ব্বাবস্থাম্ অনুস্মরন্ ইদানীং কুশলং জাতম্ ইতি হৃষ্যতি।

যে সাধক জীবব্রহ্মের ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাকে কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী যদি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কুশল ত?" তাহা হইলে, তিনি আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া উত্তর দেন,—"এখন কিছু কুশল হইয়াছে" এবং প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি হর্ষ প্রকাশ করেন।

মোক্ষসাধক জ্ঞান অতীব প্রযত্নসাধ্য, আর পারলৌকিক সুখ, স্বল্প-প্রযত্নসাধ্য কর্ম্মদ্বারাই লাভ করা যায়; তবে জ্ঞানলাভের জন্য এত প্রয়াসের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—

কর্ম্মঠঃ কাঞ্চনালিপ্তশূন্যতাম্রঘটোপমঃ।
বিদ্বাংস্তু রত্নসম্পূর্ণহেমকুম্ভ ইবোত্তমঃ॥ ৩৯

অন্বয়—কর্ম্মঠঃ কাঞ্চনালিপ্তশূন্যতাম্রঘটোপমঃ (ভবতি), বিদ্বান্ তু, রত্নসম্পূর্ণহেমকুম্ভঃ ইব উত্তমঃ (ভবতি)।

যিনি কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত, তিনি যেমন, বাহিরে সোনার গিল্টি করা, ভিতরে শূন্য, তামার ঘড়া। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি যেমন রত্নপরিপূর্ণ সোনার ঘড়া।

কর্ম্মকাণ্ডী বাহিরে শুচি, ভিতরে অজ্ঞানাবৃত। জ্ঞানী, অন্তরে ব্রহ্মসুখ পরিপূর্ণ, এবং বাহিরে মুমুক্ষুগণে জ্ঞানদানেরত।

ভাল, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ত দেহধারী জীব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও, সুষুপ্তি উভয়েরই তুল্যরূপ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায় লক্ষ্য করিতে হইবে?

ভূরুহত্বাবিশেষেঽপি দ্বয়োরন্তরমীদৃশম্।
ইক্ষুকাণ্ডসমো বিদ্বান্ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ পশুঃ ॥ ৪০

অন্বয়—ভূরুহত্বাবিশেষে অপি দ্বয়োঃ অন্তরম্ ঈদৃশম্, বিদ্বান্ ইক্ষু-কাণ্ডসমঃ, পশুঃ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই তুল্যরূপে পার্থিব জীব বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, ইক্ষুকাণ্ড ও দণ্ডকাষ্ঠের সদৃশ। (দণ্ডকাষ্ঠ—যে কাষ্ঠ দ্বারা লাঠী নির্ম্মিত হয়।) কারণ, উভয়েই তুল্যরূপে পৃথিবীজাত তরু হইলেও, এক মিষ্টরসদানে তৃপ্তির কারণ, অপর, তাড়নে দুঃখের কারণ। জ্ঞানী মুমুক্ষুদিগকে মুক্তিসুখদানে রত; অজ্ঞানী সংসারে শোকমোহাদির বিস্তারের কারণ।

ব্রহ্মাকারা অপরিচ্ছিন্না বৃত্তিতে ব্রহ্মাবির্ভাবের কথা বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; মুমুক্ষুর, সেইরূপ বৃত্তি পাইবার জন্য যত্ন আবশ্যক। পতিসৌভাগ্যাভিলাষিণী এক নারীর উক্তির ছলে, রূপকদ্বারা কথাটির অবতারণা করিতেছেন—

বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্মম।
যেন দৃষ্টিবিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্ ॥ ৪১

অন্বয়—মম পতিঃ বিশালদৃষ্টৌ, ন তু অন্যত্র, রমতে। (হে গুরো), যেন (মে) দৃষ্টিঃ বিশালা স্যাৎ, সঃ মন্ত্রঃ মম দীয়তাম্।

আমার স্বামী দীর্ঘনেত্রা নারীর প্রতি আসক্ত হন, অন্যত্র তাঁহার প্রীতি নাই। (হে সিদ্ধ গুরো) যাহাতে আমার নেত্র বিশাল হয়, সেই মন্ত্র বা ঔষধ আমাকে দিন।

ব্রহ্মাকারা অপরিচ্ছিন্না বৃত্তিতে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়; হে গুরো

যাহাতে, আমার সেই বৃত্তিটি জন্মে; সেইরূপ যোগ বা জ্ঞান উপদেশ করুন।

গুরুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা নিত্যই করিতে হইবে। গুরু পাইয়াও যদি, সেইরূপ প্রার্থনা না করা হয়, তবে সাধারণবুদ্ধিতে গুরুসেবা করিলে যৎসামান্য পারলৌকিক ফললাভ হয়। তাহাই রূপকদ্বারা নারীর উক্তির ছলে বলিতেছেন—

পূজ্যোঽয়মিতি বিজ্ঞায় পূজিতঃ স্থাপিতো গৃহে।
ন ভুক্তো মূঢ়য়া স্বামী কশ্চিৎ পুরুষ ইত্যয়ম্॥ ৪২

অন্বয়—অয়ং পূজ্যঃ ইতি বিজ্ঞায় গৃহে পূজিতঃ স্থাপিতঃ অপি, অয়ং 'কশ্চিৎ পুরুষ' ইতি (মত্বা), মূঢ়য়া ময়া, স্বামী (স্বপতিঃ) ন ভুক্তঃ।

[কথিত আছে, ভক্তপ্রবর তুলসীদাস, বৃদ্ধাবস্থায় ভিক্ষা করিতে করিতে, না জানিয়া, আপনার শ্বশুরালয়ে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে, বহুকাল পরে তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী তাঁহাকে সাধারণ অতিথিরূপে সেবা করিয়াছিলেন, পরিশেষে, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বপতিকে চিনিতে না পারিলে, যেরূপ অবস্থা হইত, সেইরূপ অবস্থায় এক নারী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—]

অতিথি বলিয়া ইনি অবশ্যই পূজ্য, এই বুদ্ধিতে আপনার স্বামীকে না চিনিয়া, সাধারণ অতিথিরূপে পূজা করিলাম, গৃহে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম কিন্তু পরপুরুষভ্রমে তাঁহাকে ভোগ করা হইল না; আমি এতই বুদ্ধিহীনা। [এইরূপ গুরুসেবার পারলৌকিক ফল থাকিলেও, জ্ঞানপরিপ্রশ্ন না হইলে, মুমুক্ষুবাঞ্ছিত মোক্ষফলে বঞ্চিত হইতে হয়।]

সমাধিসাধনেই যদি মোক্ষ হয়, তবে জ্ঞানের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে রূপকদ্বারা বলিতেছেন—

ভোগযোগ্যেন বেষেণ ব্যতীত্য শয়নে নিশাম্।
প্রিয়স্য ভোগমপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দতি কামিনী ॥ ৪৩

অন্বয়—কামিনী ভোগযোগ্যেন বেষেণ শয়নে নিশাম্ অতীত্য প্রিয়স্য ভোগম্ অপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দতি।

কোনও নারী পতিসম্ভোগের উপযোগী অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিল। সেই প্রিয়পুরুষের ভোগ না পাইয়া, প্রাতঃকালে রোদন করিতেছে।

কেবল-যোগী (জীবন্মুক্তিবিবেক বঙ্গানুবাদে ৩৬০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সন্ন্যাসাদির বেষ এবং বৈরাগ্যাদি অলঙ্কার ধারণ করিয়া, সমাধিতে সময় কাটাইল, বুত্থানে প্রপঞ্চস্ফুরণে (রূপকের, 'প্রাতঃকালে') বিলাপ করিল, 'হায়, অপরোক্ষভাবে জীবব্রহ্মৈক্যের অনুভূতি হইল না, (কেননা তাহা মহাবাক্যজনিত জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না)। *

ভাল গীতায় ষষ্ঠাধ্যায়ে—"যত্রোপরমতেচিত্তম্" (৬।২০) ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাধিসুখকেই, 'আত্যন্তিক' সুখ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে জ্ঞানজনিত ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—

চিত্রপত্রে কৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।
দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্নায়াতি সুন্দরী ॥ ৪৪

---

* "তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদার্থকে নিরোধসমাধির দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার সাক্ষাৎকারলাভ করিলেও, তাহাই যে ব্রহ্ম, ইহা উপলব্ধি করাইবার জন্য, অন্য এক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা মহাবাক্য হইতে জন্মে, এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে।" (জীবন্মুক্তিবিবেক, বঙ্গানুবাদ ২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অন্বয়—চিত্রপত্রে রূপসম্পদা বিচিত্রা কৃতা নারী, অহো, তাবৎ এব দৃশ্যতে, যাবৎ সুন্দরী ন আয়াতি।

চিত্রপটে অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী করিয়া অঙ্কিতা চিত্তচমৎকারিণী নারীর দিকে (কামী পুরুষ), ততদিনই চাহিয়া থাকে, যতদিন না সেইরূপ সুন্দরী নারী (স্বশরীরে) উপস্থিত হয়। আত্মসমাধিসুখ কৃত্রিম বলিয়া ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকার সমাধি অপেক্ষা ন্যূন।

এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন, নিজের ন্যায় সকল মুমুক্ষুরই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য :—

চিন্তামণিং করাদ্ভ্রষ্টং মা শুচঃ প্রাহ মে গুরুঃ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পুনরেব মিলিষ্যতি ॥ ৪৫

অন্বয়—মে গুরুঃ প্রাহ, করাৎ ভ্রষ্টং চিন্তামণিং মা শুচঃ, কতিপয়ৈঃ এব দিনৈঃ পুনঃ এব মিলিষ্যতি।

আমার গুরু বলিলেন, (দুর্দ্দৈব বশতঃ) চিন্তামণি তোমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য শোক করিও না ; কয়েকদিন মধ্যেই আবার তুমি তাহাকে পাইবে। কোনও প্রকার বিষয়াসক্তি অথবা মন্দপ্রারব্ধবশতঃ, জ্ঞান, তোমার অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অল্প উদ্যমেই আবার তাহার আবির্ভাব হইবে। এইরূপ গুরুবচনে বিশ্বাস রাখিলেই, সর্ব্ববিঘ্ন দূরীভূত হইয়া পরমফলপ্রাপ্তি ঘটে।

যদি বল, 'সংশয়গ্রস্ত মনে বিশ্বাস কি প্রকারে আসিবে ?' তদুত্তরে গুরু বলিতেছেন,—বিবেকরূপ মনই, নিজের সংশয় নিবারণ করিয়া থাকে।

করোমি সংশয়ং যাবন্মুকুন্দমুখদর্শনে।
আশ্বাসয়তি মাং তাবৎ পরমা দেবতা মনঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—যাবৎ মুকুন্দমুখদর্শনে (অহং) সংশয়ং করোমি তাবৎ পরম-দেবতা মনঃ মাং আশ্বাসয়তি।

মুকুন্দমুখের দর্শনলাভে যখনই আমার সংশয় উপস্থিত হয়, তখনই, আমার পরমদেবতা (বিবেকসংস্কারযুক্ত, সাত্ত্বিক) মন আমাকে আশ্বাস দিয়া থাকে। (গোষ্ঠ হইতে বালকৃষ্ণের প্রত্যাগমনবিলম্বে, যশোমতীর উক্তি।)

মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইবে কিনা, সংশয় উঠিলে, বিচারশীল সাত্ত্বিক (প্রকাশবহুল) 'মনই' সংশয় অপনোদন করে। অতএব বিবেকদ্বারা মনের সংস্কার কর্ত্তব্য।

পরমাত্মার কন্দর্পকোটিলাবণ্যের কথা পুরাণাদিতে শুনা যায়। সাকার পদার্থেই সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে। আত্মায় তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? উত্তর—

কন্দর্পকোটিলাবণ্যং সত্যমুক্তং জনার্দ্দনে।
কন্দর্পপ্রমুখাঃ সর্ব্বে তৎপ্রকাশে পলায়িতাঃ ॥৪৭

অন্বয়—জনার্দ্দনে কন্দর্পকোটিলাবণ্যং সত্যম্ উক্তম্, (যতঃ) তৎ-প্রকাশে কন্দর্পপ্রমুখাঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ।

পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে, জনার্দ্দনের (পরমাত্মার) লাবণ্য, কোটিকন্দর্পের তুল্য। তাহা সত্য, কেননা, অন্তঃকরণে তাঁহার আবির্ভাবে কন্দর্প বা কাম এবং ক্রোধ প্রভৃতি সকলেই পলাইয়া যায়।

মানাদি রজোগুণবিকার পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, অবিদ্যারূপ আবরণ দূরীভূত হয় না; এবং তাহা না হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারলাভও হয় না—এই কথাই শ্রীরাধার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন। ভাগবতে রাসলীলায় (১০।২৯।৪৮) আছে—

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশব।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥"

কেশব যখন দেখিলেন, গোপীগণ তাঁহার নিকট সেইরূপ সম্মান পাইয়া, তাঁহাকেই অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছে এবং অতীব গর্ব্বিত হইয়াছে, তখন তাহাদের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, এবং তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্য, তাহাদের বুদ্ধির নির্ম্মলতা-সম্পাদন জন্য, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

পরে (১০।৩২।১,২,) শ্রীশুক উবাচ—

"ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥"

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! গোপীগণ এইরূপে গান করিতে করিতে এবং অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে, কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। [তখন জগন্মোহনকামেরও মোহক, পীতাম্বর, মাল্যধারী, শৌরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার বদনকমলে ঈষদ্ধাস্য লক্ষিত হইল।]

এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অশ্রু মুক্তং বিয়োগিন্যা রাধয়া মেলনাশয়া।
তত্রৈব মায়য়া গুপ্তঃ প্রাপ্তঃ প্রকটতাং হরিঃ ॥ ৪৮

—বিয়োগিন্যা রাধয়া মেলনাশয়া অশ্রু মুক্তম্। মায়য়া গুপ্তঃ হরিঃ তত্র এব প্রকটতাং প্রাপ্তঃ ॥

বিরহিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় অশ্রু মোচন করিলেন, তৎসঙ্গে (গর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ,

যিনি আপনার অন্তর্দ্ধানশক্তি প্রয়োগে অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই আবির্ভূত হইলেন।

মানগর্ব্বাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক গুরুতে গুরুত্ববুদ্ধি না করিলে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্ম, উপাসনাযুক্তকর্ম্ম, প্রভৃতি সকল প্রকারের সাধনের অপেক্ষা জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসুখাকারা বৃত্তিরূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। ইহাই বুঝাইতেছেন—

সৌরভ্যায় ভ্রমন্ত্যেকে মধু কাঙ্ক্ষন্তি চাপরে।
ন ভ্রমন্তি ন কাঙ্ক্ষন্তি মধুমত্তা মধুব্রতাঃ॥ ৪৯

অন্বয়—একে মধুব্রতা সৌরভ্যায় ভ্রমন্তি, অপরে চ (মধুব্রতাঃ) মধু কাঙ্ক্ষন্তি, মধুমত্তাঃ মধুব্রতাঃ ন ভ্রমন্তি, ন কাঙ্ক্ষন্তি।

একদল মৌমাছি (আপনার মধুসংগ্রহসামর্থ্য ভুলিয়া গিয়া) পুষ্পের সুগন্ধের লোভে ঘুরিয়া বেড়ায়; অপর একদল (গন্ধে তৃপ্ত নাই, বুঝিয়া) মধু খুঁজে। কিন্তু, যে সকল মৌমাছি মধুপানে মত্ত হইয়াছে, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় না, বা কোন ইচ্ছাও রাখে না।

কেহ কেহ ভূমসুখের প্রতিবিম্বস্বরূপ স্বর্গাদিবিষয়সুখের আশায় কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে, কেহ কেহ ব্রহ্ম সুখানুভবের জন্য সমাধি পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা মহাবাক্যের বিচার দ্বারা ব্রহ্ম-সুখানুভবে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বা উপাসনাদির অনুষ্ঠান, কিছুই করেন না।

এক্ষণে হঠযোগোক্ত বা পাতঞ্জলযোগোক্ত সমাধি অপেক্ষা, মহাবাক্য-বিচার দ্বারা নিত্যসুখানুভব শ্রেষ্ঠ, ইহাই বুঝাইতেছেন।

ধনং প্রাপ্নোতি কষ্টেন প্রদোষে কাষ্ঠভারিকঃ।
সুখাসনস্থে বিপুলং ধনং রত্নপরীক্ষকঃ॥ ৫০

অন্বয়—কাষ্ঠভারিকঃ প্রদোষে কষ্টেন ধনং প্রাপ্নোতি; রত্নপরীক্ষকঃ সুখাসনস্থঃ (সন্) বিপুলং ধনং প্রাপ্নোতি।

শ্রমিক, কাষ্ঠের বোঝা বহিয়া, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তে কিছু উপার্জ্জন করে, কিন্তু জহুরী, সুখে আপনার গদিতে বসিয়া, বিপুল ধন উপার্জ্জন করে।

সমাধিসিদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গসাধনের পরিশ্রম, সমাধিসুখের তৎকাল মাত্র স্থিতি, এবং সমাধির অবসানে পুনর্ব্বার সংসারদুঃখপ্রতীতি,—এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, বেদান্তোক্ত রীতি অনুসারে ব্রহ্মসুখানুভবই শ্রেষ্ঠ; কেননা, তদ্দ্বারা, সর্ব্বজগতের তিরোভাব ঘটে বলিয়া, সমাধিতে অথবা ব্যুত্থানকালে, ব্রহ্মসুখ তুল্যভাবে বিদ্যমান; তাহাতে দেশকালাদির পরিচ্ছেদ নাই, তৃপ্তির অনিত্যতা নাই, সাধনের পরিশ্রম নাই।

ভাল, আসনমুদ্রাদিও ত ব্রহ্মসুখ প্রাপ্তির সাধন। সেই সকল সাধনে পরিশ্রম আছে। সেই পরিশ্রমের ভয়ে, কেবল বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, আসনাদি সাধন বিনা ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইবে? উত্তর—

নর্ত্তকী স্বাঙ্গভঙ্গেন ধনং প্রাপ্নোতি না ন বা।
কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং বশীকুরুতে পতিম্ ॥ ৫১

অন্বয়—নর্ত্তকী স্বাঙ্গভঙ্গেন ধনং প্রাপ্নোতি বা ন বা (প্রাপ্নোতি); কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং পতিম্ বশীকুরুতে।

নর্ত্তকী বারাঙ্গনা অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া কখনও ধন পায়, কখনও বা পায় না; কিন্তু কুলকামিনী অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা আপনার পতিকে বশীভূত করে। (পতি তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া, আপনিই তাহাকে ধনালঙ্কারাদি দিয়া থাকে।)

কেবল আসনমুদ্রাদির পরিশ্রম, ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির কারণ নহে; কিন্তু

আদরপূর্ব্বক কেবল মহাবাক্যবিচার দ্বারা, তাহা পাওয়া যায়। (নিন্দিত সিদ্ধিপ্রভৃতিতে আসক্ত হয় বলিয়া, কেবলযোগীদিগের সিদ্ধিফলক আসনাদির সহিত, নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গীর তুলনা করা হইয়াছে।)

আমি ত' শ্রবণাদি করিয়াছি; এখন ব্রহ্মসুখানুভবে আমার মুক্তি হইবে কিনা, আর তৎসাধক জ্ঞান হইবে কি না, আমাকে বলুন। উত্তর—

তববুদ্ধিপ্রকাশোঽয়ং নিকটাং মুক্তিমাহ মাম্।
নূনং নির্ব্বাণসময়ে দীপো দেদীপ্যতে ভৃশম্॥ ৫২

অন্বয়—তব অয়ং, বুদ্ধিপ্রকাশঃ মাম্ নিকটাং মুক্তিম্ আহ; নূনং নির্ব্বাণসময়ে দীপঃ ভৃশং দেদীপ্যতে।

তোমার অন্তঃকরণে এই জ্ঞানের উন্মেষ, অদূরবর্ত্তিনী মুক্তির সূচনা করিতেছে। (মুক্তি বা চিত্তদীপের নির্ব্বাণ আসন্নপ্রায়।) নিশ্চয়ই, দীপ নিভিবার কালে অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়। (সেইহেতু তোমার অন্তঃকরণের এই প্রকাশবহুলতা মুক্তির সূচক)।

বেদান্তপাঠ, শিষ্যাদির প্রতি (সেবামূল্যলাভে) বেদান্তার্থব্যাখ্যান, বেদান্তশ্রবণের ফলে তাঁহাদির দ্বারা অন্তঃকরণের সূক্ষ্মতাসম্পাদন এবং আত্মানুভব, এই চারিটির মধ্যে উত্তরোত্তরটি পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাই বুঝাইতে বলিতেছেন—

একে খনন্তি বসুধাং তথা বিক্রয়িনঃ পরে।
ঘর্ষয়ন্ত্যপরে রত্নং ভোগং গৃহ্লাতি ভাগ্যবান্॥ ৫৩

অন্বয়—(হীরকাদিরত্নপ্রাপ্তয়ে) একে বসুধাং খনন্তি, তথা পরে বিক্রয়িণঃ (ভবন্তি), অপরে রত্নং ঘর্ষয়ন্তি, ভাগ্যবান্ ভোগং গৃহ্লাতি।

হীরকাদি রত্নপ্রাপ্তির জন্য, (১) কেহ পৃথিবী খনন করে, (২) অপর কেহ হীরকাদি বিক্রয় করে, (৩) কেহ বা শানে হীরকাদির সংস্কার করে, (৪) কিন্তু ভাগ্যবান্‌ই তাহা ভোগ করে।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, ইহার প্রত্যেকটির দ্বারা, যে যে সুখলাভ হয় তন্মধ্যে, জ্ঞানজনিত সুখই শ্রেষ্ঠ—

একে তক্রেণ তুষ্যন্তি দধিদুগ্ধেন চাপরে।
তত্ত্বজ্ঞা নৈব তুষ্যন্তি নবনীতঘৃতং বিনা॥ ৫৪

অন্বয়—একে তক্রেণ তুষ্যন্তি অপরে চ দধিদুগ্ধেন, তত্ত্বজ্ঞাঃ নবনীতঘৃতং বিনা ন এব তুষ্যন্তি।

কেহ ঘোল পান করিয়াই তৃপ্ত হয়; কেহ দুগ্ধ বা দধি পানে তৃপ্ত হয়; কিন্তু যে নবনীত বা ঘৃতের সন্ধান পায়, সে নবনীত ও ঘৃত বিনা অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

বিষয়সুখ ভিন্ন অন্য সুখ নাই—ইহাই যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা তৎসাধক কর্ম্মকাণ্ডে রত হয়; যাহারা সাযুজ্যাদির সুখাসক্ত, তাহারা উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মসুখের সন্ধান জানে, তাহারা জ্ঞানলাভ ভিন্ন অন্য কিছুতেই আসক্ত হয় না।

গুরু, আপনায় দৃষ্টান্ত দিয়া, জ্ঞানমার্গে শিষ্যের রুচি উৎপাদনের জন্য বলিতেছেন—

যত্র ক্বাপি স্বপামীতি জাতা নিদ্রালুতা মম।
বিস্তীর্ণং শয়নং প্রাপ্তং কোমলং ব্রহ্ম নির্ম্মলম্॥ ৫৫

অন্বয়—যত্র ক্ব অপি স্বপামি ইতি মম নিদ্রালুতা জাতা; (ময়া) বিস্তীর্ণং কোমলং নির্ম্মলং ব্রহ্ম শয়নং প্রাপ্তম্।

আমার এরূপ ঘুম ধরিয়াছে, যে, যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়ি, কারণ আমি বিস্তীর্ণ, সুখস্পর্শ, নির্ম্মল, ব্রহ্মরূপ শয্যা পাইয়াছি। ভাবার্থ এই—জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মসুখে আমার এরূপ স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমি কর্ম্ম, উপাসনা যাহাতেই রত হই, বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি যে অবস্থাতেই থাকি, সর্ব্বাবস্থায় আমি প্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপ নিদ্রা অনুভব করি। কারণ অবিদ্যাবিরহিত সুখরূপ ব্রহ্ম, অপরিছিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

আচ্ছা, দৃশ্যবস্তু যখন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তখন প্রপঞ্চের অস্ফুরণ বা বিস্মৃতি, কি প্রকারে হয়? উত্তর—

দৃশ্যং বোধেন নির্ঘৃষ্টং তচ্চিদাকারতাংগতম্।
যত্র যত্রৈব পশ্যামি স্বং রূপং তত্র দৃশ্যতে॥ ৫৬

অন্বয়—তৎ দৃশ্যং বোধেন নির্ঘৃষ্টং (সৎ) চিদাকারতাং গতম্। যত্র যত্র এব পশ্যামি তত্র (তত্র এব) স্বং রূপং দৃশ্যতে।

(অবিদ্যানির্ম্মিত কারাগারের চারি দেওয়ালে যে জাগতপদার্থের দৃশ্য দেখিতাম), সেই দৃশ্য, বোধ (রূপ প্রস্তর) দ্বারা, আমি এরূপে ঘসিয়া-দিয়াছি, যে তাহা (দর্পণবৎ চিক্কণ হইয়া), চৈতন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। এখন আমি যেখানে যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, সেখানে সেখানেই নিজের চৈতন্যময় রূপকেই দেখিতে পাই।

সর্ব্বত্রই কেবলমাত্র আত্মস্বরূপেরই স্ফুরণ হওয়াতে, জগৎপদার্থের স্ফুরণ, অস্ফুরণরূপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই নিদ্রালুতার ব্যাঘাত হয় না।

আচ্ছা, আপনাতে ত' পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইলে, আপনার নিকট জগৎ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে?

উত্তর—আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গিলিয়া ফেলিয়াছি, তুমি একটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা কি বলিতেছ ?

যদেকোপি জনো গীর্ণঃ স্তুবন্ত্যজগরং জনাঃ।
মাং ন স্তুবন্তি কিং যেন গীর্ণা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ৫৭

অন্বয়—যৎ (যেন অজগরেণ) একঃ অপি জনঃ গীর্ণঃ, তং অজগরং জনাঃ স্তুবন্তি ; যেন (ময়া) ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ গীর্ণাঃ, তং মাং কিং ন স্তুবন্তি ?

যে অজগর সর্প একটি মাত্র মনুষ্য গিলিয়া ফেলে, লোকে তাহার স্তব করিতে থাকে, দেবতাবুদ্ধিতে পূজা করে। আমি কোটি ব্রহ্মাণ্ড গিলিয়া ফেলিয়াছি, (যেহেতু আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি), লোকে আমার স্তব করে না কেন ?

আপনাকে আমাদেরই ন্যায় দেহত্রয়পরিচ্ছিন্ন জীবের মত দেখাইতেছে। আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন, 'আমি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম' ? উত্তর—

ময্যসূয়া ন কর্ত্তব্যা বহু জল্পামি যদ্যপি।
ব্রহ্মাস্মীতি বদাম্যেব শ্রুতির্মাং নাভ্যসূয়তি ॥ ৫৮

অন্বয়—যদ্যপি (অহং) বহু জল্পামি, (তথাপি) শ্রুতিঃ মাং ন অভ্যসূয়তি, (ততঃ) ব্রহ্মাস্মি ইতি বদামি এব, (অতঃ) ময়ি অসূয়া ন কর্ত্তব্যা।

যদিও, আমি জনসাধারণের বিচারে, 'আমি ব্রহ্ম' এত বড় কথা বলিতেছি, তথাপি শ্রুতি আমার ঈর্ষ্যা করেন না, (কারণ আমার কথাটী অপ্রামাণিক নহে)। সেই হেতু আমি, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বলি বটে। এই কারণে (আমি, ব্রহ্মরূপে, তোমার, আমার, সকলেরই আত্মা বলিয়া, এবং কেহ আপনাকে আপনি ঈর্ষ্যা করে না বলিয়া) তোমারও আমার প্রতি

ঈর্ষ্যা করা উচিত নহে। শ্রুতির প্রমাণ ও আমার নিজের অনুভব, আমার কথার সমর্থন করে।

সিংহাসনং সমাধির্মে বেদান্তাঃ মম বন্দিনঃ।
মারিতো মোহনামারি র্মম রাজ্যমকণ্টকম্॥ ৫৯

অন্বয়—সমাধিঃ মে সিংহাসনম্; বেদান্তাঃ মম বন্দিনঃ; মোহনামা অরিঃ ময়া মারিতঃ; ইদানীং মে রাজ্যং অকণ্টকং (ভবতি)।

সর্ব্বদা আত্মস্ফূরণরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিই আমার সিংহাসন; 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য আমার স্তুতি গায়ক; আমি মোহনামক শত্রুকে বধ করিয়াছি; এক্ষণে আমার আত্মরাজ্য নিঃশত্রু হইয়াছে।

আপনারই এই স্বারাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছে, কেন অন্যের হয় নাই? উত্তর—

দৃষ্টং চিদম্বরং নাম ময়া বিস্তীর্ণমম্বরম্।
ইদং জড়াম্বরং শূন্যমত্যল্পং যদপেক্ষয়া॥ ৬০

অন্বয়—ময়া চিদম্বরং নাম বিস্তীর্ণম্ অম্বরং দৃষ্টং, যদপেক্ষয়া, ইদং শূন্যং জড়াম্বরং অত্যল্পং (ভবতি)।

দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিন্মাত্রস্বরূপ যে আকাশ জ্ঞানিগণের মধ্যে 'চিদম্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি সেই আকাশ দেখিয়াছি; যাঁহার তুলনায়, এই পঞ্চভূত মধ্যে পরিগণিত, অসদ্রূপ, জড় আকাশ, অতি অল্প। (ইহার দ্বারা চিদম্বরের পরিমাণ অনুমেয়।)

আপনারই এই চিদাকাশদর্শন ঘটিল, অন্যের ঘটেনা কেন? উত্তর—তাহার প্রতি প্রেম থাকা চাই।

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য ধনং প্রিয়ম্।
তৃষিতস্য জলং ত্বিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥ ৬১

অন্বয়—ক্ষুধার্ত্তস্য অন্নম্ ইষ্টম্; কৃপণস্য ধনং প্রিয়ম্; তৃষিতস্য জলম্ ইষ্টম্; মম তু চৈতন্যং বল্লভম্।

ক্ষুধার্ত্তের নিকট অন্ন অতি প্রিয় বস্তু; কৃপণের নিকট ধন সেইরূপ; তৃষার্ত্তের নিকট জল সেইরূপ; কিন্তু আমার নিকট চৈতন্যই পরম প্রিয় বস্তু। (চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মায় আমার প্রেম আছে বলিয়া, আমার চিদম্বরদর্শন ঘটিয়াছে।)

ভাল, আপনাতে এত অহঙ্কার থাকিতেও, আপনার চিদাকাশদর্শন ঘটিল; অন্যের অহঙ্কার থাকিলে, সেইরূপ চিদাকাশ দর্শন ঘটেনা কেন? উত্তর—

রসায়নপ্রসঙ্গেন গতং তাম্রমতাম্রতাম্।
তথাস্মাকমহঙ্কারো নিরহঙ্কারতাং গতঃ॥ ৬২

অন্বয়—রসায়নপ্রসঙ্গেন তাম্রম্ অতাম্রতাম্ গতম্; তথা অস্মাকম্ অহঙ্কারঃ নিরহঙ্কারতাং গতঃ।

পারদাদি হইতে উৎপন্ন ঔষধবিশেষের সংযোগে, তামা সোনায় পরিণত হয়। সেইরূপ আমার (তত্ত্বজ্ঞের) অহঙ্কার (দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতিতে, আমি-বুদ্ধি) ব্রহ্মাহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। (তাহা শুদ্ধাহঙ্কার বলিয়া অহঙ্কার মধ্যে পরিগণিতই হয় না)।

ভাল, আপনি বলিতেছেন—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'; অতএব আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব, আপনাতে অহঙ্কার নাই? উত্তর—অজ্ঞানাবস্থায় অহঙ্কারই বাধক হইয়া রিপুর ন্যায় আচরণ করে। এক্ষণে বিচার দ্বারা

তাহা দূরীকৃত হওয়াতে, তাহার বাধকতা নাই, পরন্তু জ্ঞানাবস্থার এ অহঙ্কার, ব্রহ্মাকারে পরিণত হওয়াতে, সুখকর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

পূর্ব্বমাসীদহঙ্কারো মম দুঃখস্য কারণম্।
রিপুরদ্য মৃতো দৃষ্টঃ পরমানন্দকারণম॥ ৬৩

অন্বয়—পূর্ব্বম্ অহঙ্কারঃ মম দুঃখস্য কারণম্ আসীৎ। (অতঃ রিপুঃ আসীৎ)। অদ্য সঃ রিপুঃ হতঃ দৃষ্টঃ, অতঃ সঃ পরমানন্দকারণং (ভবতি)।

অজ্ঞানাবস্থায়, অহঙ্কার আমার দুঃখের কারণ ছিল, সুতরাং শত্রু ছিল; এক্ষণে সেই শত্রুকে মৃত দেখিতেছি। সুতরাং সে এখন নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছে। (বিচার দ্বারা সেই অহঙ্কার বাধিত অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে, লোকদৃষ্টিতে তাহা থাকিলেও, চিদাকাশদর্শনের ব্যাঘাত ঘটায় না।)

আচ্ছা, পরমানন্দপ্রাপ্তিতে মহত্ত্বটা কি আছে? উত্তর—

ভোগেপ্সূনাং সভামধ্যে ভোক্তা কান্তো যথা যুবা।
মুমুক্ষূণাং তথা মধ্যে রাজতে পরমার্থবিৎ॥ ৬৪

অন্বয়—ভোগেপ্সূনাং সভামধ্যে ভোক্তা কান্তঃ যুবা যথা (শোভতে) মুমুক্ষূণাং মধ্যে পরমার্থবিৎ তথা রাজতে।

ভোগলোলুপ মনুষ্যগণের সভায়, বহুস্ত্রীভোগী সুন্দর যুবা পুরুষ যেমন শোভা পায়, মোক্ষেচ্ছুদিগের সভামধ্যে তত্ত্বজ্ঞ (যিনি জীবব্রহ্মের ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন), সেইরূপ শোভা পান। (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা প্রতীত না হইলেও, মুমুক্ষুর দৃষ্টিতে তাহা প্রতীত হয়।)

সাধারণ লোকের ন্যায় জ্ঞানীও যখন ব্যবহারে লিপ্ত হন, তখন কি প্রকারে তাঁহার আত্মসুখের প্রতীতি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিতে পারে? উত্তর—

গৃহকার্য্যপ্রসক্তাপি ভুক্তভোগেব কামিনী।
মনসৈব মনো নূনমানন্দয়তি যোগবিৎ ॥ ৬৫

অন্বয়—গৃহকার্য্যপ্রসক্তা অপি ভুক্তভোগা কামিনী ইব যোগবিৎ নূনম্ মনসা এব মনঃ আনন্দয়তি।

যে নারী পরপুরুষসঙ্গের আস্বাদন পাইয়াছে, সে গৃহকার্য্যে অত্যন্ত নিরতা দৃষ্ট হইলেও, যেমন সেই ভোগসুখ স্মরণ করিয়া গৃহকার্য্যজনিত খেদ দ্বারা আপনার মনকে অস্পৃষ্ট রাখে, সেইরূপ যিনি জীবব্রহ্মৈক্য অনুভব করিয়াছেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে বিষয়ভোগনিরত হইলেও ব্রহ্মসুখানুভব স্মরণ করিয়া, শরীরব্যবহার ও গৃহব্যবহারজনিত খেদ দ্বারা আপনার মনকে অস্পৃষ্ট রাখেন।

জ্ঞানী লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারলিপ্ত হইলেও, ব্রহ্মসুখের স্ফুরণকে সর্ব্বদা অখণ্ডিত রাখিতে পারেন।

আচ্ছা, জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ যদি সর্ব্বদাই লোকপ্রতীতির অগোচর থাকে, তবে কি প্রকারে বুঝা যাইবে, সেইরূপ একটা বস্তু আছে? উত্তর—সেই ব্রহ্মানন্দ একেবারে লোক প্রতীতির অগোচর নহে। কখন কখন গ্রাম্যলোকেও তাহার আভাস পায়।

মুনিমানন্দিতং দৃষ্ট্বা গ্রামীণো বক্তি তং মুহুঃ।
ত্বয়া যস্তুনিধিঃ প্রাপ্তস্তং প্রদর্শয় মামপি ॥ ৬৬

অন্বয়—গ্রামীণঃ মুনিম্ আনন্দিতং দৃষ্ট্বা তং মুহুঃ বক্তি, ত্বয়া যঃ তু নিধিঃ প্রাপ্তঃ তং মাম্ অপি প্রদর্শয়।

গ্রামবাসী (স্থূলবুদ্ধি) লোকে মুনিকে আনন্দিত দেখিয়া, তাঁহাকে বারবার বলে—আপনি কি অলৌকিক নিধি পাইয়াছেন, যাহা পাইয়া

আপনি (সকল ভোগবর্জ্জিত হইয়াও) পরমানন্দে রহিয়াছেন, তাহা আমাকেও দেখান। (আমি সংসারের দুঃখে, অভাবে, জর্জ্জর।)

সেই আনন্দের অস্পষ্ট আভাস না পাইলে, তাহাদের এরূপ প্রার্থনা নিরর্থক হইত?

মুনি তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া বুঝাইতেছেন—গুরুকৃপা বিনা সেই নিধি (ব্রহ্মানন্দ) পাওয়া যায় না।

বঞ্চকৈর্বিষয়ৈস্তাত বদ কে কে ন বঞ্চিতাঃ।
গুরুভিঃ পুরুষব্যাঘ্রৈর্নূনমেতেঽপি বঞ্চিতাঃ॥ ৬৭

অন্বয়—হে তাত, বঞ্চকৈঃ বিষয়ৈঃ কে কে ন বঞ্চিতাঃ (তৎ) বদ, নূনং এতে অপি পুরুষব্যাঘ্রৈঃ গুরুভিঃ বঞ্চিতাঃ।

হে পুত্র, রূপরসাদি বিষয়, তদাসক্ত পুরুষের বিচারবুদ্ধির বিলোপ করিয়া, তাহাকে প্রতারণা করিয়া থাকে; তাহাদের হাতে, কে কে না প্রতারিত হইয়াছে? (ব্রহ্মাদি সকল জীবই।) কিন্তু বিচারশীল বৈরাগ্যবীর গুরুগণ (হিতোপদেষ্টৃগণ) তাহাদিগকেও প্রতারণা করিয়াছেন। (তাঁহারাই শরণাগতের সর্ব্বদুঃখনিবারণে সমর্থ।)

ভাল, গুরুদেব, আমি প্রপঞ্চবর্জ্জনপূর্ব্বক মুমুক্ষু হইয়া, গুরুদেবের শরণাগত হইলে, আমার আত্মীয়স্বজন যখন উপদ্রব আরম্ভ করিবে, তখন তাহার উপায় কি? উত্তর—

শীর্ষে ঘটসহস্রাম্ভঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ।
মৌনমেবাবলম্বেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবিৎ॥ ৬৮

অন্বয়—জড়াঃ জনাঃ শীর্ষে ঘটসহস্রাম্ভঃ পাতয়ন্তু, আত্মবিৎ শিবলিঙ্গম্ ইব মৌনম্ এব অবলম্বেত।

যেমন মূঢ় লোকে শিবলিঙ্গের মস্তকে সহস্র সহস্র কলস জল ঢালিলে, তিনি তাহা নিবারণ করেন না, বা তাহাতে অসহিষ্ণু হন না, সেইরূপ আত্মীয়স্বজন তদ্রূপ উপদ্রব করিলে, আত্মজ্ঞানী আপনাকে দেহত্রয়ের অতীত জানিয়া মনোলয়রূপ ব্রহ্মভাবই অবলম্বন করিবেন; তাহাদের উপদ্রব প্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন না।

আচ্ছা, গুরু ত' অনেক প্রকারের আছেন; তন্মধ্যে কি প্রকার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? উত্তর—

সবিচারাস্তু গুরবো বিরক্তা গুরুসত্তমাঃ।
বিচারেপি বিরক্তা যে গুরূণাং গুরবো হি তে॥ ৬৯

অন্বয়—(লোকপ্রসিদ্ধগুরুষু মধ্যে) সবিচারাঃ তু গুরবঃ; (সবিচারাঃ তথা) বিরক্তাঃ, গুরুসত্তমাঃ; যে বিচারে অপি বিরক্তাঃ, তে হি গুরূণাং গুরবঃ।

যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ গুরু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আত্মা-নাত্ম বিচারপরায়ণ, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট গুরু। যাঁহারা সেইরূপ বিচার-পরায়ণ ও বৈরাগ্যবান্, তাঁহারা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার যাঁহারা বিচার-বৈরাগ্যের ফল ব্রহ্মানন্দ পাইয়া, বিচারে, এমন কি, প্রয়োজন না থাকাতে বৈরাগ্যাভ্যাসেও, উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুদিগেরও গুরু —অতিশয় পূজ্য। সেইহেতু মুমুক্ষুগণ অতি আদরের সহিত তাঁহাদের সেবা করিবেন।

আচ্ছা, রূপরসাদি বিষয়সমূহ ত' দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রহ্মসুখ অদৃশ্য। তাহা হইলে ব্রহ্মসুখের বাসনায় বিষয়সুখ ত্যাগ ত' অতি দুষ্কর। উত্তর—

দুস্ত্যজান্বিষয়ান্ মূঢ়া জিজ্ঞাসুরপি মুঞ্চতি।
বিদাং তদ্রাগদোষস্য ত্যাগে কিমিব দুষ্করম্॥ ৭০

অন্বয়—মূঢ়ঃ, অপি জিজ্ঞাসুঃ, দুস্ত্যজান্ বিষয়ান্ মুঞ্চতি, তৎ (তস্মাৎ) বিদাং রাগদোষস্য ত্যাগে দুষ্করং কিম্ ইব ?

রূপরসাদি বিষয়ের ভোগ, যাহা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন, তাহা মূর্খলোকেও (দ্বেষাদি বশতঃ) পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু, যে জ্ঞানী নহে, সেও, জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, ধনাদি বস্তু পরিত্যাগ করে। সেইহেতু যিনি জ্ঞানী তাঁহার পক্ষে বিষয়াসক্তি দোষপরিত্যাগে দুষ্কর কি আছে ? জ্ঞানীর পক্ষে তাহা আদৌ দুষ্কর নহে।

জ্ঞানীকেও ত' বাধ্য হইয়া সাংসারিক বার্ত্তায় নিযুক্ত হইতে হয়। তাহাতে ত' ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানের ব্যাঘাত হইতে পারে ? উত্তর—

জায়েত জাতবোধানামপি সাংসারিকী কথা।
জাগরে সমনুপ্রাপ্তে যথা স্বপ্নকথা নৃণাম্ ॥ ৭১

অন্বয়—জাগরে সমনুপ্রাপ্তে নৃণাম্ স্বপ্নকথা (যথা ভবতি), জাতবোধানাম্ অপি সাংসারিকী কথা তথা জায়েত।

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে, স্বপ্নের কথা যেরূপ লোকের জাগ্রৎকালীন অনুভবের ব্যাঘাত ঘটায় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞদিগেরও সাংসারিক কথা আত্মানুসন্ধানের ব্যাঘাত ঘটায় না। তাঁহারা সাংসারিক কথাকে স্বপ্নকথার ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বুঝেন বলিয়া, তাহা তাঁহাদের বিক্ষেপের কারণ হয় না।

তুরীয়াবস্থায় দৃশ্যপ্রপঞ্চের অনুভব আদৌ থাকে না। সুষুপ্তি-অবস্থাতেও ত' সেইরূপ। তবে তদুভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হয় কেন ? উত্তর—

মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে ॥ ৭২

অন্বয়—মোহেন দৃশ্যে বিস্মৃতে (সতি) সুষুপ্তিঃ অনুভূয়তে, বোধেন দৃশ্যে বিস্মৃতে (সতি) তুরীয়ম্ অবশিষ্যতে।

জীব যখন স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভুলিয়া যায়, তখন তাহার সেই অবস্থাকে সুষুপ্ত বলে; আর যখন, আপনার সহিত ব্রহ্মের একতা এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চের অসত্যতা জানিয়া, দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হয়, তখন তুরীয় অর্থাৎ (আপনা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। অতএব মোহ ও বোধই, তদুভয়ের পরস্পর ভেদের কারণ।

এক্ষণে, জগৎ ও সূর্য্যের প্রকাশ্যপ্রকাশক সম্বন্ধ ধরিয়া, জগৎ ও আত্মার সম্বন্ধ বুঝাইতেছেন—

দৃশ্যং চেৎস্যাদ্রবির্ন স্যাত্তম একং তদা কিল।
রবিশ্চেৎস্যাজ্জগচ্চ স্যাদ্ব্যবহারস্তদা কিল॥ ৭৩

অন্বয়—চেৎ দৃশ্যং স্যাৎ রবিঃ ন স্যাৎ, তদা একং তমঃ কিল (অনুভূয়তে); (যদা) চ চেৎ রবিঃ স্যাৎ, জগৎ চ স্যাৎ, তদা ব্যবহারঃ কিল (অনুভূয়তে)।

যখন এই দৃশ্যমান জগৎ থাকে, কিন্তু সূর্য্য থাকে না, তখন কেবল অন্ধকারই দেখা যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন সূর্য্যও থাকে এবং জগৎও থাকে, তখন যাবতীয় সংসারব্যবহার চলে।

রবিরস্তি জগন্ন স্যাজ্জ্যোতিরেকং তদা কিল।
ইতি লোকস্থিতিঃ পুত্র পরমার্থগতিং শৃণু॥ ৭৪

অন্বয়—(চেৎ) রবিঃ অস্তি, জগৎ ন স্যাৎ, তদা একং জ্যোতিঃ কিল (নিশ্চয়েন) (অনুভূয়তে)। ইতি লোকস্থিতিঃ, হে পুত্র, পরমার্থগতিং শৃণু।

আবার যদি সূর্য্য থাকে (কিন্তু) জগৎ না থাকে, তখন কেবলমাত্র তেজোরূপ সূর্য্যই অনুভূত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা হইল, দৃশ্যপ্রপঞ্চের ব্যবস্থা। হে পুত্র, পরমার্থিক ব্যবস্থাও সেইরূপ, অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য ও তাহার সাক্ষ্য জগতের সম্বন্ধ, সূর্য্যজগতের তুলনায় বুঝা যাইবে। এখন তাহাই বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর।

নিত্যো হি রবিরস্মাকং তস্য নাশো ন বিদ্যতে।
তমোভূতেঽপি সকলে তমঃসাক্ষী সদব্যয়ঃ॥ ৭৫

অন্বয়—অস্মাকং রবিঃ হি নিত্যঃ, তস্য নাশঃ ন বিদ্যতে, সকলে তমোভূতে অপি, তমঃসাক্ষী সদব্যয়ঃ।

আমাদের (জ্ঞানীদিগের) সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যাদি সমস্ত জগতের প্রকাশক, তিনকালেই একরূপ, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। কোন কালেই তাঁহার অভাব নাই। সমস্ত জগৎ তমোরূপ প্রকৃতিতে লীন হইলেও, সেই প্রকৃতির সাক্ষীরূপে যিনি থাকেন, তিনি সদ্রূপ ও অপরিণামী, অর্থাৎ অপরিণামী বলিয়া সদ্রূপ এবং সদ্রূপ বলিয়া অপরিণামী। ভাবার্থঃ—চিৎসূর্য্যের নাশ নাই বলিয়া চিৎসূর্য্য নিত্য। (লৌকিক সূর্য্য অনিত্য)।

উক্ত দৃষ্টান্তপ্রয়োগে পরমার্থগতি এই প্রকারে বুঝিতে হইবে—

রবিরস্তি জগন্নাস্তি সমাধানবতো মুনেঃ।
অনেন হেতুনা সাধো জ্যোতিরেকং তদা কিল॥ ৭৬

অন্বয়—সমাধানবতঃ মুনেঃ রবিঃ অস্তি জগৎ নাস্তি; হে সাধো, অনেন হেতুনা তদা একং জ্যোতিঃ কিল (অস্তি)।

সমাধিপ্রবিষ্ট জ্ঞানীর চিৎসূর্য্য, সমাধির সাক্ষিরূপে প্রকাশমান

থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ থাকে না। হে সাধো, এই কারণে সেই সমাধির অবস্থায় কেবলমাত্র অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যই থাকিয়া যায়।

রবিরস্তি জগচ্চাস্তি ব্যবহারাবলোকিনঃ ।
রবির্নাস্তি জগন্নাস্তি তম একং তদা কিল ॥ ৭৭

অন্বয়—ব্যবহারাবলোকিনঃ রবিঃ অস্তি, জগৎ চ অস্তি ; (যদা তু) রবিঃ নাস্তি, জগৎ নাস্তি, তদা একং তমঃ কিল (অস্তি)।

(জ্ঞানী হউন বা অজ্ঞানী হউন) জাগ্রদবস্থায় থাকিলে, তাঁহার নিকট চিৎসূর্য্য (জাগ্রদবস্থার সাক্ষীরূপে) প্রকাশমান থাকেন এবং বিশ্বপ্রপঞ্চও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু (সুষুপ্তিকালে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের নিকট) চিৎসূর্য্য নাই এবং বিশ্বপ্রপঞ্চও নাই (বিশ্বপ্রপঞ্চ অজ্ঞানে লীন থাকে বলিয়া, নাই)। তখন কেবলমাত্র অজ্ঞানই থাকিয়া যায়।

সমাধিতে যদি আত্মার প্রকাশ থাকে, তবে তাহা জাগ্রদবস্থার আত্ম-প্রকাশের ন্যায় প্রতীত হয় না কেন ?

প্রকাশ্যাপগমেঽপুত্র প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ।
প্রকাশ্যত্ববিনাশেঽপি প্রকাশত্বমখণ্ডিতম্ ॥ ৭৮

অন্বয়—হে পুত্র, প্রকাশ্যাপগমে প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ? প্রকাশ্যত্ববিনাশে অপি প্রকাশত্বম্ অখণ্ডিতম্ ভবতি।

হে পুত্র, যখন প্রকাশ করিবার যোগ্য (জগৎপ্রপঞ্চাদি) কিছুই না রহিল, তখন চেতনারূপ চিৎসূর্য্য কাহাকে প্রকাশ করিবে ?' (শঙ্কা—আচ্ছা, সমাধিতে আত্মপ্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও, যে তাহা জাগ্রদবস্থায়

আত্মপ্রকাশের ন্যায় প্রতীত হয় না, উহাই কি তাহার কারণ? অথবা আত্মপ্রকাশ আদৌ থাকে না? যখন উভয়ই সম্ভবপর, তখন কিসের দ্বারা ইহার নির্ণয় হইবে? উত্তর—সেই অবস্থায় আত্মপ্রকাশ না থাকিলে, তখন যে জগৎপ্রপঞ্চের বিলোপ ঘটে, তাহা কি প্রকারে জানা যায়? অর্থাৎ সেই বিলোপের প্রকাশক কে হইবে? এই হেতু স্বীকার করিতে হয়, প্রকাশ করিবার যোগ্য বস্তু না থাকিলেও, আত্মপ্রকাশ থাকে। এই কথাই বলিতেছেন :—চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য জগদ্ভাব বিনষ্ট হইলেও, শুদ্ধ চৈতন্য অবিনাশী থাকিয়া যায়। ইহা স্বীকার না করিলে জগৎপ্রপঞ্চের বিনাশ বোধগম্য না হওয়াই, অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা ত' প্রত্যহই হয়।

এক্ষণে জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত সূর্য্য এবং আত্মসূর্য্যের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

আয়াতু যাতু বা ভানোঃ প্রাকাশ্যং নিজহেতুভিঃ।
ন মম স্বপ্রকাশস্য কিঞ্চিদায়াতি গচ্ছতি ॥৭৯

অন্বয়—ভানোঃ প্রাকাশ্যং নিজহেতুভিঃ আয়াতু বা যাতু, স্বপ্রকাশস্য মম কিঞ্চিৎ ন আয়াতি, গচ্ছতি।

সূর্য্যের প্রকাশরূপতা, জগৎপ্রকাশন শক্তি এবং প্রকাশ করিবার যোগ্য বস্তু—জগৎ, এইগুলি সূর্য্যের নিজের কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতি কারণবশতঃ, অর্জ্জিত বা বিনষ্ট হইতে পারে, যেহেতু তাহারা কর্ম্মনিষ্পাদ্য—অনিত্য; কিন্তু স্বপ্রকাশ আমার—আত্মসূর্য্যের, প্রকাশরূপতা, জগৎ-প্রকাশকতা এবং প্রকাশ্য বস্তু—জগৎ, এইগুলির অর্জ্জন বা বিনাশ কিছুই নাই, কেননা আত্মসূর্য্যের প্রকাশ নিত্য এবং প্রকাশনশক্তির ও জগতের

সত্ত্বা, আত্মসত্ত্বা হইতে পৃথক্ নহে; সেইহেতু তাহারা আত্মসূর্য্যের, উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না॥ ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

৬২। মনোমহিমা।

বন্ধন ও মোক্ষ মনেই প্রতীত হয়। এতদুভয় মনেই অবস্থিত, ইহা বিচারদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিলে, নিত্যমুক্ত আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হয়।

কিং বদ্ধমসি মুক্তং বা মনঃ পৃচ্ছ মহামুনে।
যদি বদ্ধমিতি ব্রূয়াত্তর্হি বদ্ধোঽস্যসংশয়ঃ॥ ১

অন্বয়—(হে) মহামুনে, (ত্বং) মনঃ পৃচ্ছ, (হে মনঃ ত্বং) কিং বদ্ধম্ অসি বা মুক্তম্ (অসি ইতি); যদি (তৎ) ব্রূয়াৎ (অহং) বদ্ধম্ ইতি, তর্হি (ত্বং) বদ্ধঃ (অসি) (অত্র) অসংশয়ঃ।

হে মহাবিবেকিন্, তুমি (আপনার) মনকে জিজ্ঞাসা কর, 'হে মন-তুমি কি বদ্ধ, না মুক্ত?' যদি সেই মন বলে, 'আমি বদ্ধ,' তবে তুমি বদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিঞ্চিন্মুক্তমিতি ব্রূয়াৎ কিঞ্চিন্মুক্তোঽসি মোহতঃ।
যদি মুক্তমিতি ব্রূয়াত্তর্হি মুক্তোঽসি মোহতঃ॥ ২

অন্বয়—(যদি তৎ) ব্রূয়াৎ অহং কিঞ্চিৎ মুক্তং (অস্মি) ইতি, (তর্হি) ত্বং মোহতঃ কিঞ্চিৎ মুক্তঃ অসি। যদি (অহং) মুক্তম্ ইতি ব্রূয়াৎ, তর্হি মোহতঃ মুক্তঃ অসি।

যদি সেই মন বলে 'আমি কিঞ্চিৎ মুক্ত' অর্থাৎ বাহ্যবৈরাগ্য প্রভৃতি কারণবশতঃ কোনও সংসারধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়াছি, তবে তুমি

অজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত হইয়াছ। আর যদি বলে, 'আমি মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছি', তবে তুমি অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছ।

বদ্ধেন মনসা বদ্ধো মুক্তো মুক্তেন চেতসা।
ন বদ্ধো ন চ মুক্তোঽয়মিতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৩

অন্বয়—(অয়ং) বদ্ধেন মনসা বদ্ধঃ (ভবতি), মুক্তেন চেতসা মুক্তঃ (ইতি অনুভূয়তে, বস্তুতঃ তু), অয়ং ন বদ্ধঃ, ন চ মুক্তঃ, ইতি বেদান্তনির্ণয়ঃ।

এই (প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান) আত্মা, বিষয়াসক্ত মনদ্বারাই বদ্ধ হন, এবং বিষয়বিরক্ত মনদ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ কিন্তু আত্মা বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন। ইহাই উপনিষৎসমূহের সিদ্ধান্ত (যথা ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে ১০ম মন্ত্র)। তাহার যুক্তি এই, আত্মসত্তা ও মনের সত্তা এক প্রকার নহে ; সেই হেতু মন ও মনঃকৃত বন্ধমোক্ষ, আত্মায় নাই।

স্ফুরন্তি মহিমানো যে যত্র যত্র জগত্ত্রয়ে।
তে সর্ব্বে মনসো ধর্ম্মা মনো হি মহিমাশ্রয়ম্ ॥ ৪

অন্বয়—জগত্ত্রয়ে যত্র যত্র যে মহিমানঃ স্ফুরন্তি, তে সর্ব্বে মনসঃ ধর্ম্মাঃ (ভবন্তি), হি (যতঃ) মনঃ মহিমাশ্রয়ম্ (অস্তি)।

ত্রৈলোক্যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি যে যে স্থলে, মহিমাদির কথা, পুরাণাদি হইতে প্রকাশ পায়, সে সকলই মনের ধর্ম্ম—মনের গুণ, বলিয়া জানিবে। কারণ, সে সকলই মনঃকল্পিত মাত্র ; যেহেতু মনই মহিমার আশ্রয়। কারণ, সকল মহত্ত্বই মনঃকল্পিত।

অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা।
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং মনসো গুণাঃ ॥ ৫

অন্বয়—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা তথা প্রাপ্তিঃ, প্রাকাম্যম্ ঈশিত্বং চ মনসঃ গুণাঃ এব।

অণিমাদি আটটি সিদ্ধি মনেরই ধর্ম্ম।

মনো ধনুর্ম্মনো মৌর্ব্বী মন এব ধনুর্দ্ধরঃ।
মনো লক্ষ্যং মনো বেধো মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে॥ ৬

অন্বয়—মনঃ ধনুঃ, মনঃ মৌর্ব্বী, মনঃ ধনুর্দ্ধরঃ এব, মনঃ লক্ষ্যং, মনঃ বেধঃ, মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে (ভবতি)।

মুণ্ডক উপনিষৎ (২।২।৪) বলিতেছেন :—"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"

প্রণব ধনু, আত্মা শর, এবং ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য। প্রণবের অভ্যাস দ্বারা সংস্কৃত আত্মা, আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করেন।

এই রূপকের গূঢ় তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন, মনই সেই ধনু, মনই ধনুর ছিলা, মনই ধনুর্দ্ধর, মনই লক্ষ্য, মনই বেধন-ক্রিয়া, মনই বিদ্ধ হইলে বিদেহমুক্তির কারণ হয়; কেননা মুক্তি মনোলয়সাপেক্ষ বলিয়া সকল শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু শ্রুত্যুক্ত প্রণব ধনু, আত্মা শর ও ব্রহ্ম লক্ষ্য, সকলই মনঃকল্পিত বলিয়া, মন ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে। মনই বন্ধমোক্ষের কারণ।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
ইতোঽধিকং তু কিং বাচ্যমদ্বয়ে তু স্থিতং ন তৎ॥ ৭

অন্বয়—মনঃ এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্। ইতঃ তু অধিকং কিং বাচ্যং? তৎ মনঃ তু অদ্বয়ে ন স্থিতম্।

মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু। এই কারণে, মন হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কাহাকে বলা যাইবে; কিন্তু সেই মনের, পরমাত্মায় স্থিতি নাই, অর্থাৎ মনের পারমার্থিক সত্তা নাই, কেননা পরমাত্মা অদ্বয় এবং তাঁহা হইতে মনের পৃথক্ সত্তা নাই।

৬৩। চিচ্চণ্ডীপশুঘাতনম্।

চণ্ডীদেবীর অগ্রে যেমন ছাগাদি পশু বধ করিবার প্রথা আছে, সেইরূপ, চিদ্দেবীর সমক্ষে মনঃপশুকে বধ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

চিন্তাহঙ্কৃতিবুদ্ধিমানসময়ৈর্যুক্তং চতুর্ভিঃ পদৈ
শ্ছিত্বান্তঃকরণং পশুং পরশুনা বোধেন তীক্ষ্ণেন যঃ।
চিচ্চণ্ডীচরণাম্বুজার্চ্চনমনুপ্রাপ্তঃ প্রসাদং পরং
কিঞ্চিত্রং চরণে লুঠন্তি রভসাত্তস্যাখিলাঃ সিদ্ধয়ঃ॥

অন্বয়—চিন্তাহঙ্কৃতিবুদ্ধিমানসময়ৈঃ চতুর্ভিঃ পদৈঃ যুক্তং অন্তকরণং পশুং তীক্ষ্ণেন বোধেন পরশুনা ছিত্বা চিচ্চণ্ডীচরণাম্বুজার্চ্চনং (কৃত্বা) যঃ পরং প্রসাদম্ অনুপ্রাপ্তঃ, তস্য চরণে অখিলাঃ সিদ্ধয়ঃ রভসা লুঠন্তি (ইতি অত্র) কিং চিত্রম্?

"লোহিতকৃষ্ণশুক্লা অজা" প্রকৃতির প্রসূতি বলিয়া অন্তঃকরণও 'অজ' অর্থাৎ অজ্ঞ বা জড় বলিয়া পশুসদৃশ। সেই অন্তঃকরণ পশুর চারিটি পদ; যথা, (১) চিত্ত—অনুসন্ধান, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি ও অনুভববৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণভাগ; (২) অহঙ্কৃতি—অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণভাগ; (৩) বুদ্ধি—নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণভাগ; (৪) মানস—সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি বিশিষ্ট অন্তঃকরণভাগ। সেই পশুকে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছেদনসমর্থ

দৃঢ় জ্ঞানকুঠার দ্বারা বধ করিয়া, যে জ্ঞানী, চিচ্চণ্ডীর অর্থাৎ চেত্যরহিত চিন্মাত্র স্বরূপ আত্মার, চরণকমলদ্বয়ে—আরোপাধিষ্ঠান ও অপবাদাধিষ্ঠানরূপ কল্পিত অংশে, পূজা করিয়া, (জগতের অপবাদ পূর্ব্বক, কেবল আত্মস্বরূপানুসন্ধান করিবার ফলে) নিরাবরণানন্দরূপ পরমপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, অণিমাদি সকল সিদ্ধি, বেগে (সাধকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও) আসিয়া যে তাঁহার চরণে লুঠিতে থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

৬৪। জীবন্মুক্ত্যষ্টাদশী।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর, অন্তঃকরণ থাকিলেও প্রারব্ধভোগের অবসানে * বিদেহমুক্তিলাভ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দুঃসম্পাদ্য মনোনাশ দ্বারা কেবল দেহনাশ পর্য্যন্ত স্থায়ী, জীবন্মুক্তির জন্য সাধনপ্রয়াসের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কার সমাধান করিয়া জীবন্মুক্তির মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

যিনি মনের কবল হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

সঙ্কল্পবদ্ধং সঙ্কল্পাদ্বিমোচ্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মনাত্মনি সন্তুষ্টঃ স্বাত্মারামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১

* এস্থলে বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় প্রকার দেহের অভাবকে অর্থাৎ ভানাভাবকে 'বিদেহমুক্তি' শব্দদ্বারা বুঝান হইতেছে, কিন্তু বিদ্যারণ্যস্বামী কেবল ভাবীদেহের অভাবকেই বিদেহমুক্তি বলিতে চাহেন, কারণ বর্ত্তমানদেহ প্রারব্ধকর্ম্মরচিত, তাহা প্রারব্ধক্ষয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তিবিবেকের মৎকৃত বঙ্গানুবাদে ১০৫ পৃষ্ঠায় সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

অন্বয়—যঃ সঙ্কল্পবদ্ধং আত্মানং সঙ্কল্পাৎ আত্মনা বিমোচ্য, (তেন এব) আত্মনা আত্মনি সন্তুষ্টঃ (তিষ্ঠতি), আত্মারামঃ সঃ স্বয়ং হরিঃ ভবতি (ইতি জ্ঞাতব্যঃ)।

যে সাধকশ্রেষ্ঠ, সঙ্কল্পাত্মক মন দ্বারা আবদ্ধ আত্মাকে, সেই সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে বিমুক্ত করিয়া, সেই মনের সাক্ষিচৈতন্যরূপে, আত্মতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন, সেই আত্মারাম সাধককে, স্বয়ং হরি বা পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধমূর্খতা।
অতিচিত্রা গতিঃ পুত্র জীবন্মুক্তস্য যা স্থিতিঃ॥ ২

অন্বয়—কৈবল্যং স্বরূপম্ এব, সংসারঃ শুদ্ধমূর্খতা; (অতঃ হে) পুত্র জীবন্মুক্তস্য যা স্থিতিঃ (সা) অতি চিত্রা গতিঃ।

কৈবল্য বা বিদেহতাই আত্মার স্বরূপ; সংসার বা ভোগের জন্য শরীরপরিগ্রহ, মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (তদুভয় পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া তদুভয়ের একত্রাবস্থান অসম্ভব হইলেও, জীবন্মুক্তিতে তাহা সম্ভব। এই হেতু) হে বৎস, জীবন্মুক্তের স্থিতি অতি বিচিত্র অবস্থা।

জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্ম লীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন নতু সংসারকাম্যয়া॥ ৩

অন্বয়—নিত্যমুক্তেন আত্মনা লীলয়া জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্ত্যৈ, জন্ম স্বীকৃতং, ন তু সংসারকাম্যয়া।

আত্মা নিত্যমুক্ত; (সুতরাং তাঁহার বিদেহমুক্তিরও ইচ্ছা নাই।) দেহপরিগ্রহ তাঁহার ক্রীড়াস্বরূপ, (সুতরাং জন্মগ্রহণে তাঁহার কোনও ক্লেশের সম্ভাবনা নাই।) তিনি যে দেহ পরিগ্রহ করেন, তাহা কেবল

জীবন্মুক্তিসুখানুভবের জন্য, কখনই সংসার ভোগের জন্য নহে ; কেননা সংসারভোগ দুঃখরূপ ; তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে.।

যদি বল, আত্মার সংসারভোগ ত' দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা অবিদ্যানিবন্ধন ; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণে নহে। তবে নিত্যমুক্ত আত্মার অবিদ্যাগ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি ? উত্তর—

যদি ন স্যাদবিদ্যাখ্যমিদং কপটনাটকম্।
কথং লভেত বিশ্বাত্মা জীবন্মুক্তিমহোৎসবম্॥ ৪

অন্বয়—যদি অবিদ্যাখ্যং কপটনাটকং ন স্যাৎ, (তর্হি) বিশ্বাত্মা কথং জীবন্মুক্তিমহোৎসবং লভেত ?

'যদি অবিদ্যা নামক এই অভিনয়ছল, ধারণ না করা হয়, তবে এই জীবাত্মা, যিনি পরমার্থতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহ নহেন তিনি, কি প্রকারে এই জীবন্মুক্তির মহান্ হর্ষ, উপভোগ করিতে পারেন ? (অবিদ্যাজনিত দুঃখপ্রতীতি অগ্রে না হইলে, জীবন্মুক্তিসুখের উপভোগ সম্ভবপর হয় না)।

জীবন্মুক্তিভিন্ন অন্য কোনও অবস্থায়, দ্বৈতাদ্বৈতসুখানুভব সম্ভবপর নহে।

অদ্বৈতং ন সদেহেঽস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন।
জীবন্মুক্তস্য নান্যস্য দ্বৈতাদ্বৈত মহোৎসবম্॥ ৫

অন্বয়—সদেহে অদ্বৈতং ন অস্তি, বিদেহে দ্বৈতং ন অস্তি, দ্বৈতাদ্বৈত-মহোৎসবম্ জীবন্মুক্তস্য (এব ভবতি), ন অন্যস্য।

দেহ থাকিতে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মসুখানুভবের সম্ভাবনা নাই, আবার বিদেহ হইলে, দেহাদিপ্রপঞ্চজনিত অনুভবও হয় না। এইরূপ

বিরোধ হেতু, যিনি জীবিত থাকিতেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁহারই সাংসারিক সবিষয় সুখ এবং কেবল আত্মসুখ, এতদুভয়ের প্রাপ্তিজনিত মহান্ ইষ্টলাভ হয়; নিত্যমুক্তের বা বদ্ধের তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সদেহে ন বিদেহত্বং বিদেহে ন সদেহতা।
সদেহত্বং বিদেহত্বং জীবন্মুক্তে প্রবর্ত্ততে ॥ ৬

অন্বয়—সদেহে বিদেহত্বং ন (অস্তি), বিদেহে সদেহতা ন অস্তি, জীবন্মুক্তে সদেহত্বং বিদেহত্বম্ (উভয়ম্ অপি) প্রবর্ত্ততে।

যাঁহার দেহপ্রতীতি আছে, তাঁহার দেহরহিত আত্মত্বপ্রতীতি নাই; আবার দেহরহিত আত্মার শরীরের প্রতীতিও নাই। যিনি জীবিত থাকিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্তে সদেহতা ও বিদেহতা উভয়ই বিদ্যমান। (তিনিই সমাধিসুখ ও সংসারসুখ উভয়ই অনুভব করেন।)

ভাল, সদেহে বিদেহভাব কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? উত্তর—

সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাত্তদা বদ।
জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৭

অন্বয়—যদি সদেহস্য বিদেহত্বং ন স্যাৎ, তদা বদ সদেহস্য জনকস্য বিদেহতা কথং প্রোক্তা?

যিনি লোকদৃষ্টিতে সদেহ বলিয়া বিদিত, ঐরূপ লোকের যদি বিদেহতা সম্ভবপর না হয়, তবে বল মিথিলাধিপতি নিমিনামক জনকের অথবা তদ্বংশীয় অন্য জনকের বিদেহতা, কেন শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, (যথা বৃহদা, উ, ৩।১।১)। এইহেতু দেহ থাকিতেও বিদেহতা সম্ভবপর।

বিদেহস্য সদেহত্বং যদি ন স্যাত্তদা বদ।
জনকস্য বিদেহস্য কথং প্রোক্তা সদেহতা ॥ ৮

অন্বয়—যদি বিদেহস্য সদেহত্বং ন স্যাৎ, তদা বদ বিদেহস্য জনকস্য কথং সদেহতা প্রোক্তা।

বিদেহের সদেহতা যদি সম্ভবপর না হয়, তবে বল, বিদেহ জনক কি প্রকারে সদেহ বলিয়া বর্ণিত হইলেন।

বিমুক্তি র্নিশ্চিতা শাস্ত্রে জীবন্মুক্তিঃ সুনিশ্চিতা।
জীবন্মুক্তত্বমপ্রাপ্য ন বিদেহবিমুক্ততা॥ ৯

অন্বয়—শাস্ত্রে বিমুক্তিঃ (যথা) নিশ্চিতা, (তথা এব) জীবন্মুক্তিঃ সুনিশ্চিতা। জীবন্মুক্তত্বম্ অপ্রাপ্য, বিদেহবিমুক্ততা (কস্যচিৎ ন সিধ্যতি)।

বেদান্ত শাস্ত্রে বিদেহমুক্তি যেরূপ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে জীবন্মুক্তিও সেইরূপ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (এইহেতু উভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, তাহা হইলে বিদেহমুক্তিই ত' বাঞ্ছনীয়; মনোনাশসম্পাদন দ্বারা বহ্বায়াসসাধ্য জীবন্মুক্তি অল্পদিনের জন্য লইয়া কি হইবে? তবে বলি) জীবন্মুক্তিলাভ না করিলে (অর্থাৎ প্রাণোপাধিবিশিষ্ট থাকিয়া সাধক মোক্ষলাভ না করিলে) কাহারও বিদেহমুক্তি সিদ্ধ হয় না। (এইহেতু যিনি বিদেহ-মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনিও জীবন্মুক্তিলাভ করিলে পর, তবে বিদেহমুক্ত হইবেন)।

জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতো মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ।
জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাৎ সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা॥ ১০

অন্বয়—জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং (ভবেৎ), মৃতঃ মুক্তিভাক্ ন ভবেৎ,

(পাঠান্তরে—মৃতঃ "জ্ঞানবান্" ন ভবেৎ)। জীবতঃ জ্ঞানলাভঃ স্যাৎ, সা অক্ষতা জীবন্মুক্তিঃ।

জ্ঞান বিনা কৈবল্য অর্থাৎ বিদেহমুক্তি হয় না, একথা শ্রুতি বলিয়াছেন, সেইহেতু সত্য। সেই জ্ঞানলাভ না হইলে, কেবল মরণদ্বারা, (বিদেহ হইলেও), কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

[পাঠান্তরের অর্থ—ভাল, মরণকালে মোক্ষসাধনভূত জ্ঞান যে নাই, তাহা কিপ্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, মরণকালে যে জ্ঞান নাই, তাহা তৎকালীন মূর্চ্ছা দেখিয়া, ও পূর্ব্বকালীন অভ্যাসের অভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। অথবা 'আমি মরিলাম' এইরূপ বুদ্ধি অজ্ঞানেরই কার্য্য, কেননা জ্ঞান মরণনিবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেইহেতু যে মনে করে, 'আমি মরিলাম', তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই; অতএব জ্ঞানাভাবহেতু, মোক্ষসিদ্ধিও হয় নাই]। প্রাণধারী জীবেরই শ্রবণাদি জ্ঞানসাধনের অভ্যাস সম্ভবপর বলিয়া, প্রাণ থাকিতেই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে এবং সেই জ্ঞানপ্রাপ্তিই জীবন্মুক্তি; সেই জীবন্মুক্তির আর বিনাশ নাই। এইহেতু জীবন্মুক্তির পরেই বিদেহমুক্তি ঘটে। তদ্ভিন্ন বিদেহমুক্তির সম্ভাবনা নাই। সিদ্ধান্তে, বিদেহমুক্তি জীবন্মুক্তিরই পরিণাম, অতএব তদুভয়ের ভেদ নাই, ইহাই সূচিত হইল।

জীবন্মুক্তিসুখং স্বল্পকালং কিং তেন চেচ্ছৃণু।
ব্রহ্মলোকে বিরাজন্তে কথং তে সনকাদয়ঃ॥ ১১

অন্বয়—জীবন্মুক্তিসুখং স্বল্পকালং, তেন কিং ফলম্ (ইতি বদসি) চেৎ, (তর্হি) শৃণু, (হে শিষ্য) তে সনকাদয়ঃ ব্রহ্মলোকে কথং বিরাজন্তে?

যদি আশঙ্কা কর, জীবন্মুক্তিসুখ স্বল্পকালস্থায়ী অর্থাৎ দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্তই থাকে, তাহা হইলে, সেই সুখ লইয়া প্রয়োজন নাই; তবে

শুন, তাহা হইলে পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ সনকাদি (দ্বিপরার্দ্ধাবসানকাল পরিচ্ছেদ্য) সত্যলোকে কি প্রকারে বিরাজ করেন? জীবন্মুক্তি স্বল্পকালস্থায়ী হইলে, সনকাদির ব্রহ্মলোকে দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থিতি হইত না।

তস্মাদীশ্বরলীলেয়ং কাচিদীশ্বররূপিনী।
জীবন্মুক্তি র্মহামুক্তেঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিনী ॥ ১২

অন্বয়—তস্মাৎ ইয়ং জীবন্মুক্তিঃ কাচিৎ ঈশ্বরলীলা (অস্তি), (অতঃ) ঈশ্বররূপিণী (অস্তি)। সা মহামুক্তেঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিনী।

সেইহেতু এই জীবন্মুক্তি পরমাত্মার এক ক্রীড়া; এবং ক্রীড়া বলিয়া ইহা পরমাত্মারই স্বরূপ। এই জীবমুক্তি বিদেহমুক্তির প্রবর্ত্তনকারিণী বা সাক্ষাৎ কারণভূতা।

যস্যাং খেলন্তি মুনয়ো নারদাদ্যা নিরন্তরম্।
জ্ঞানিভির্যানুভূতৈব সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা ॥ ১৩

অন্বয়—যস্যাং নারদাদ্যাঃ মুনয়ঃ নিরন্তরং খেলন্তি, যা (ইদানিন্তনৈঃ) জ্ঞানিভিঃ অনুভূতা এব, সা জীবন্মুক্তিঃ অক্ষতা (অস্তি)।

নারদ, সনক প্রভৃতি মুনিগণ যে জীবন্মুক্তির আনন্দ নিরন্তর অনুভব করেন, তাহা আধুনিক জ্ঞানিগণও সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং বিদেহমুক্তির ইচ্ছায় সেই জীবন্মুক্তিকে কেহই অনাদর করেন না।

কোনও কোনও জীবন্মুক্তকে ব্যবহাররত দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া, তাঁহারা মুমুক্ষুগণের নিকট উপেক্ষণীয় নহেন, বরং তাঁহাদিগের পক্ষে সবিশেষ উপকারী।

চিত্তবিক্ষেপকর্ত্তারং বিহারং তু বিহায় যে।
স্থিতা নির্ব্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ॥

অন্বয়—যে তু চিত্তবিক্ষেপকর্ত্তারং বিহারং বিহায় নির্ব্বাণনিষ্ঠায়াং স্থিতাঃ এব, তে সনকাদয়ঃ (সন্তি)।

(এই জীবন্মুক্তগণের মধ্যে এক শ্রেণীর জীবন্মুক্ত আছেন,) যাঁহারা চিত্তচাঞ্চল্যোৎপাদক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, অখণ্ডৈকব্রহ্মসাকারবৃত্তিতে সহজ প্রীতি বশতঃ তাহাতেই স্থিতি লাভ করিয়াছেন। সনক, সনন্দ প্রভৃতি সেই শ্রেণীর জীবন্মুক্ত।

অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।
যে স্থিতা নিজনিষ্ঠায়াং ত এব জনকাদয়ঃ॥ ১৫

অন্বয়—যে অন্তর্বোধময়াঃ (সন্তঃ) লোকে ব্যবহারপরা ইব (ভাসন্তে, তথাপি) নিজনিষ্ঠায়াং স্থিতাঃ এব, তে জনকাদয়ঃ (সন্তি)।

(অপর শ্রেণীর জীবন্মুক্তগণ) যাহারা অন্তরে জীবব্রহ্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া, লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারাসক্ত বলিয়া প্রতীত হন, তথাপি আত্ম-বিষয়ে সহজপ্রীতি বশতঃ সর্ব্বদাই আত্মনিষ্ঠ থাকেন; জনক, যদু (ভাগবতপ্রসিদ্ধ) প্রভৃতি সেই শ্রেণীর জীবন্মুক্ত।

গৃহং বাস্তু বনংবাস্তু যেষাং নিষ্ঠা ন বর্ত্ততে।
সনকাদিষু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদিষু॥ ১৬

অন্বয়—যেষাং গৃহং বা অস্তু বনং বা অস্তু (পুরস্তু) নিষ্ঠা ন বর্ত্ততে, তে এতে সনকাদিষু ন এব, ন চ জনকাদিষু (সন্তি)।

যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি, গার্হস্থ্যনিবন্ধন ব্যবহারপরায়ণ রহিয়াছেন অথবা গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনাশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের আত্মায় সহজ-

প্রীতি নাই, সেই জ্ঞানহীন গৃহিগণ অথবা ত্যাগিগণ, সনকাদিমধ্যে অথবা জনকাদিমধ্যে, কোন শ্রেণীতেই পরিগণনীয় নহেন। অতএব আত্মনিষ্ঠাই মুক্তির কারণ।

অন্তসারা হি গুরবঃ স্বল্পবাচামৃতপ্রদা।
মন্দ্রং মন্দ্রং হি গর্জ্জন্তি প্রাবৃষেণ্যাঃ পয়োধরাঃ ॥ ১৭

অন্বয়—গুরবঃ হি অন্তসারাঃ, যতঃ স্বল্পবাচা অমৃতপ্রদাঃ (ভবন্তি)। হি (যতঃ) প্রাবৃষেণ্যাঃ (বর্ষাভবাঃ) পয়োধরাঃ মন্দ্রং মন্দ্রং হি গর্জ্জন্তি।

[জীবন্মুক্তের সেবা মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য জীবন্মুক্তগণ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুরু, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—] জীবন্মুক্তগণই পরমহিতোপদেষ্টা গুরু; তাঁহারা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ অনুভূত ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করেন। তাঁহারা যে অতি স্বল্পবচনে ব্রহ্মসুখ প্রদান করেন, তাহাই তাঁহাদের পরিচয়। দেখ বর্ষাকালীন পয়োদরাজি স্বল্পগম্ভীর গর্জ্জন সহকারে প্রভূত বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত গুরুগণও স্বল্পবচনে পরমপুরুষার্থ প্রদান করেন।

সদৈবাধ্যয়নীয়েয়ং ভাবনীয়া সদৈব হি।
জীবন্মুক্তিপদপ্রাপ্ত্যৈ জীবন্মুক্তিচতুর্দ্দশী ॥ ১৮

অন্বয়—ইয়ং জীবন্মুক্তিচতুর্দ্দশী (মুক্ষুক্ষুভিঃ) জীবন্মুক্তিপদপ্রাপ্ত্যৈ সদা এব অধ্যয়নীয়া. সদা এব হি ভাবনীয়া।

[এই প্রকরণ অষ্টাদশশ্লোকে গ্রথিত হইলেও, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত এই শ্লোকচতুষ্টয় প্রক্ষিপ্ত; কিন্তু অসঙ্গত নহে। এই জন্য পরিত্যক্ত হইল না। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশশ্লোকেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন] জীবন্মুক্তি পদলাভ করিতে হইলে, এই জীবন্মুক্তিচতুর্দ্দশী নামক প্রকরণ মুমুক্ষুগণে নিরন্তর পাঠ করিবেন, ও নিরন্তর বিচার করিবেন।

৬৫। জ্ঞানিগজগর্জ্জনম্।

[বা জীবন্মুক্তগণের স্বল্পাক্ষর গম্ভীর বাণী, বা "ব্রহ্মোদগার" (পূর্ব্ব প্রকরণে ১৭শ শ্লোকে বর্ণিত)।]

আয়ান্তি তত্র বিলসন্তি বসন্তি চ দ্রা-
গুড্ডীয় যান্তি চ কুলানি বিহঙ্গমানাম্।
ভাবাস্তথা ময়ি সমা বিষমা বিচিত্রা
দেবালয়াগ্রমিব কেবলমস্মি নিত্যঃ॥ ১

অন্বয়— তত্র (দেবালয়াগ্রে যথা) বিহঙ্গমানাং কুলানি আয়ান্তি, বিলসন্তি, দ্রাক্ বসন্তি, উড্ডীয় যান্তি চ, তথা সমাঃ, বিষমাঃ, বিচিত্রাঃ ভাবাঃ ময়ি (আয়ান্তি, বিলসন্তি, বসন্তি, উড্ডীয় যান্তি চ), (অতঃ অহং) দেবালয়াগ্রম্ ইব কেবলং নিত্যঃ অস্মি।

আত্মাই সংসারের যাবতীয় সমবিষম (অনুকূল ও প্রতিকূল) পদার্থের আশ্রয়; তাহা হইলেও আত্মা সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন না। বিহঙ্গকুল যেমন দেবালয়ের চূড়ায় আসিয়া বসে, খেলা করে, কিছুকাল নিবাস করে, আবার উড়িয়া যায়, সেইরূপ শান্তি, দান্তি প্রভৃতি সুখকর চিত্তবৃত্তি এবং আসক্তি প্রভৃতি দুঃখকর চিত্তবৃত্তি এবং স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ক সুখদুঃখকর বৃত্তি সকল, ব্রহ্মরূপ আমাতে উৎপন্ন হয়, কিছুক্ষণের জন্য বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়া অবস্থান করে এবং পরিশেষে বিযুক্ত হইয়া যায়। দেবালয়ের চূড়া যেমন পক্ষিগণের কোনও ক্রিয়ার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হয় না, আমিও সেইরূপ চিরদিনই সমভাবে অবিকৃতই রহিয়াছি।

উন্মজ্জ্য মজ্জতি জগন্ময়ি দৈবযোগা
দুচ্চাবচা ন গণিতা অপি তে তরঙ্গাঃ।
নিষ্ঠাঙ্গতঃ স্বমহিমন্যচলপ্রতিষ্ঠে
তিষ্ঠামি সাগর ইব স্বরসাদপারঃ॥ ২

অন্বয়—(যথা সাগরে পবনযোগাৎ) উচ্চাবচাঃ অপি নগণিতাঃ তে (ইতি প্রসিদ্ধৌ) তরঙ্গাঃ উন্মজ্জ্য মজ্জন্তি, (তথা) ময়ি দৈবযোগাৎ জগৎ (জগন্তি) উন্মজ্জ্য মজ্জতি (মজ্জন্তি)। অচলপ্রতিষ্ঠে স্বমহিমনি নিষ্ঠাং গতঃ স্বরসাৎ অপারঃ সাগরঃ ইব, (অহং) তিষ্ঠামি।

যেমন সাগরে, পবনতাড়িত হইয়া দীর্ঘ, খর্ব্ব প্রভৃতি আকারের অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, সকলেই দেখে, সেইরূপ, ব্রহ্মাণ্ড সকল, প্রারব্ধবশে আমাতে প্রকটিত হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। সাগর যেমন, অচলপ্রতিষ্ঠ নিজ সাগরমহিমায় স্বাভাবিক স্থিতিলাভ করিয়া, অপরিসীম জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, আমিও আপনার অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মমহিমায় স্বাভাবিক স্থৈর্য্যলাভ করিয়া, অপরিসীম সুখানুভব করিতে করিতে অবস্থান করিতেছি।

ভাবার্থ এই—সাগরবক্ষে অসংখ্য তরঙ্গের উৎপত্তিবিলয় ঘটিলেও, সাগর যেমন, অবিকৃত, অচলস্থির ও অপার হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছে, আমিও সেইরূপ, আপনাতে অনন্ত জগতের উৎপত্তিবিলয় দ্বারা অবিকৃত থাকিয়া, আপনার পারমার্থিক স্থৈর্য্য, স্বাত্মানুভব ও অনন্তত্ব হইতে অবিচ্যুত থাকিয়া, অবস্থান করিতেছি।

জন্মাদয়ো বনচরাঃ প্রবহন্তু কামং
ঘর্ষন্তু কুম্ভমভিতো ময়ি বৃত্তিনাগাঃ।
অস্মিন্ যুগে পরযুগে চ যুগান্তরে বা
তিষ্ঠামি নিশ্চলতয়া গিরিরাজতুল্যঃ॥ ৩

অন্বয়—(গিরিরাজে ইব) ময়ি জন্মাদয়ঃ বনচরাঃ কামং প্রবহন্তু,

বৃত্তিনাগাঃ অভিতঃ কুন্তং ঘর্ষন্তু, (অহম্) গিরিরাজতুল্যঃ অস্মিন্ যুগে পরযুগে চ বা যুগান্তরে নিশ্চলতয়া তিষ্ঠামি।

হিমাচলগাত্রে (সিংহহরিণাদি) বনচর সকল যথেচ্ছ ভ্রমণ করুক, হস্তিগণ যথা তথা (সর্ব্বত্র) মস্তক ঘর্ষণ করুক, হিমাচল যেমন চিরদিনই নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ জন্মাদি ষড়্‌বিকার আমার উপর দিয়া যথেচ্ছ বহিয়া যাউক, কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তিসকল নিজ নিজ বিষয়ের সহিত তীব্রভাবে সংযোজিত করুক, আমি যেমন বিগত যুগে, তেমনি বর্ত্তমান যুগে, তেমনি ভবিষ্যৎ যুগে, হিমাচলের ন্যায় নিশ্চলভাবে, অবস্থান করিয়াছি, করিতেছি এবং করিব।

যাস্ক ঋষি জন্মাদিষড়্‌বিকার এইরূপে গণনা করেন—জায়তে (জন্মে), অস্তি (থাকে), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপায়), বিপরিণমতে (বিপরীত দিকে, বিনাশের দিকে পরিণত হয়), অপক্ষীয়তে (অপক্ষয় প্রাপ্ত হয়), বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)।

নীচৈর্নিপাতিতবিমোহমহীধরস্য
বিন্ধ্যস্য মূর্দ্ধনি পদং বিনিধায় সম্যক্।
ইষ্টাং দিশং প্রতিগতঃ পুনরাগতো ন
স্বচ্ছন্দমেব বিহরামি তদস্ম্যগস্ত্যঃ॥ ৪

অন্বয়—(অগস্ত্যঃ) নীচৈঃ নিপাতিতবিমোহমহীধরস্য বিন্ধ্যস্য মূর্দ্ধনি পদং সম্যক্ বিনিধায়, ইষ্টাং দিশং প্রতিগতঃ, ন পুনঃ আগতঃ (সচ্ছন্দম্ এব বিহরতি, অহম্ অপি তদ্বৎ) সচ্ছন্দম্ এব বিহরামি; তৎ (তস্মাৎ) অহং অগস্ত্যঃ অস্মি।

অগস্ত্য ঋষি যেরূপ গর্ব্বান্ধ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে (কৌশলে) নম্রীকৃত-মস্তক করিয়া, সেই মস্তকে দৃঢ়ভাবে পদস্থাপন করিয়া নিজাভিলষিত

দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না, এবং স্বেচ্ছাক্রমে তথায় বিহার করিতেছেন, সেইরূপ, আমিও সংসারপ্রপঞ্চপ্রদর্শক মূলাবিদ্যার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া, নিত্যসুখরূপ অভীষ্ট দিকে চলিয়া আসিয়াছি, কার্য্যকারণানুসন্ধানরূপ সংসারনির্ব্বাহক অজ্ঞানে আর ফিরিব না। এখন আত্মসুখানুভব করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছি; সেইহেতু আমি অগস্ত্য হইয়াছি। ভাবার্থ এই—সংসারমোহের মাথায় পা দিয়া, সংসার হইতে অগস্ত্যযাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি।

কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, বিন্ধ্যপর্ব্বত গর্ব্বান্ধ হইয়া, মাথা তুলিয়া, সূর্য্যের পথরোধ করিলে, দেবতাগণ, বিন্ধ্যগুরু অগস্ত্যের দ্বারা কৌশলে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন।

দৃষ্টো ময়াদ্য বিগলদ্বদনপ্রসাদঃ
কশ্চিত্তৃতীয়পদতঃ পতিতঃ পৃথিব্যাম্।
তন্মে মতিঃ সমুদিয়ায় পরাবরজ্ঞা
স্বর্গস্তু হন্ত নরকাদপি দুর্ব্বিপাকঃ॥ ৫

অন্বয়—অদ্য কশ্চিৎ বিগলদ্বদনপ্রসাদঃ (সন্) তৃতীয়পদতঃ পৃথিব্যাং পতিতঃ ময়া দৃষ্টঃ, তৎ (তস্মাৎ) মে পরাবরজ্ঞা মতিঃ সমুদিয়ায়, হন্ত, স্বর্গঃ তু নরকাৎ অপি দুর্ব্বিপাকঃ (ভবতি)।

অদ্য আমি দেখিলাম এক স্বর্গবাসী বিমলিনমুখকান্তি হইয়া স্বর্গপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া আমার ঊর্দ্ধলোক ও অধোলোকের তুলনামূলক জ্ঞান জন্মিল,—আমি নিঃসন্দেহরূপে জানিলাম, হায়, স্বর্গ, নরকাপেক্ষাও দুষ্কৃতিপরিপাকের ফল, (যেহেতু সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু স্বর্গবাসীর প্রাপঞ্চিক জ্ঞান অধিক বটে, কিন্তু সেই, সত্ত্বগুণের তারতম্যহেতু, অপরাপর স্বর্গবাসীর উৎকর্ষ দেখিয়া

ঈর্ষাজনিত দুঃখও বিদ্যমান ; তাহার উপর আবার অন্য স্বর্গবাসীর পতন দেখিয়া, নিজেরও পতন অনুমান করিয়া, পতনের ভয়ে ভীত হইতে হয় ; এবং উৎকৃষ্টপদপ্রাপ্তির পর নিকৃষ্টপদপ্রাপ্তিজনিত দুঃখানুভবও অনিবার্য্য। অপর দিকে, নরকে মূঢ়তাজনিত সুখও আছে, আবার দুঃখানুভব করিয়া অনুতাপ উৎপন্ন হইলে, পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে।)

আরুহ্য তুঙ্গ পদবীং পতিতাদনার্য্যা
ন্নারূঢ় এব হি বরং প্রকৃতৌ স্থিতো যঃ।
অঙ্গানি হন্ত কিল তস্য ন চূর্ণিতানি
খেদো ন চেতসি ন বা পরিহাসপীড়া ॥ ৬

অন্বয়—তুঙ্গপদবীং আরুহ্য পতিতাৎ অনার্য্যাৎ ন আরূঢ়ঃ এব হি বরং, হি (যস্মাৎ) যঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ, হন্ত, তস্য অঙ্গানি ন চূর্ণিতানি কিল, চেতসি ন খেদঃ, ন বা পরিহাসপীড়া (ভবতি)।

হে শিষ্য, উচ্চপদে আরোহণ করিয়া যে সেই পদ রক্ষা করিবার বুদ্ধি ধরে না, সে অনার্য্য (গ্রামিক)। তাহা অপেক্ষা যে উচ্চপদে আদৌ আরোহণ করে নাই, সে বরং ভালই আছে, কারণ সে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণভূত মর্ত্ত্যলোক, অথবা অধোলোক ধরিয়া রহিয়াছে, (তথা হইতে সে স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হারায় নাই)। ভাবিয়া দেখ, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হয় নাই, মনে (পতনের) খেদ নাই, এবং লোকের পরিহাসের যন্ত্রণাও নাই। এই সকল কারণে ভোগনির্ব্বাহক বৈদিককর্ম্মকাণ্ডে আমি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছি।

নাড়ীং প্রবিশ্য যদি জীবতি ভীতভীতঃ
প্রান্তে চ খাদতি মৃতিশ্চিরজীবনং কিম্।

দেহস্বভাবরহিতঃ পরমাত্মভাবে
তিষ্ঠন্ মৃতিং জয়তি চেচ্চিরজীবনং তৎ ॥ ৭ ।

অন্বয়— (যদি কশ্চিৎ) নাড়ীং প্রবিশ্য ভীতভীতঃ জীবতি, প্রান্তে চ মৃতিঃ (তং) খাদতি, (তর্হি) চিরজীবনং কিম্? (যঃ অন্যঃ) দেহস্বভাবরহিতঃ (সন্) পরমাত্মভাবে তিষ্ঠন্ মৃতিং জয়তি চেৎ, তৎ চিরজীবনম্।

যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষাসাধনে প্রবৃত্ত হয় না, সে ভীত বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বুদ্ধি হারাইয়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়, সে তাহার অপেক্ষাও ভীত, এইহেতু 'ভীতভীত'।
যদি কোনও হঠযোগী, মৃত্যুভয়ে সুষুম্ণা নাড়ীদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া ব্যাঘ্রাদির ন্যায় তাহাকে ভক্ষণ করে, অর্থাৎ অনন্তকালের তুলনায় অতি স্বল্পকালমাত্র মৃত্যু পরিহার করিয়া, পরিশেষে আয়ুর অবসানে অথবা সমাধিশেষে মৃত্যুমুখেই পতিত হয়, তবে সেই প্রকার দীর্ঘ জীবন কি প্রকার ? (তাহা দীর্ঘমৃত্যুভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কারণ সেইরূপ জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, কিছুই সাধিত হয় না; তাহা অজ্ঞানিত্বেরই লক্ষণ, এবং সেরূপ জীবন জ্ঞানসাধনের অনুপযোগী, সুতরাং সেইরূপ জীবন মরণান্তরোগিজীবনেরই তুল্য)। দেহে আত্মবুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া, পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহারই প্রকৃত চিরজীবন বা অমরত্ব।

আলোকিতানি চ মতানি মুনীশ্বরাণাম্
আলোকিতাশ্চ বহবো বহুসিদ্ধমার্গাঃ।
অদ্যাপি তং মলিনভাবমপাস্য দূরম্
সিদ্ধিস্তু কিং ন যদি সিধ্যতি নিত্যসিদ্ধঃ ॥ ৮

অন্বয়—মুনীশ্বরাণাম্ মতানি (ময়া) আলোকিতানি, বহবঃ বহুসিদ্ধ-মার্গাঃ চ (ময়া) আলোকিতাঃ। অন্ত অপি তং মলিনভাবং দূরম্ অপাস্য যদি নিত্যসিদ্ধঃ ন সিধ্যতি, তর্হি সা সিদ্ধিঃ তু কিম্?

আমি মুনিশ্রেষ্ঠগণের প্রণীত শাস্ত্র অবলোকন করিয়াছি; কপিলাদি অনেকানেক সিদ্ধগণের প্রদর্শিত মোক্ষমার্গও অবলোকন করিয়াছি; কিন্তু সেই কেবলযোগী (চিত্তনিরোধাভ্যাসী), যদি (অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম সমানীত) মলিন জীবভাব এখনও পর্য্যন্ত বর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ হইয়া না মুক্ত হইয়া থাকে, তবে (তাহার) সেই সিদ্ধি কি প্রকার? অর্থাৎ যোগদ্বারা তাৎকালিক মুক্তির প্রতীতি হইলেও, সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত অজ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়া, বেদান্তলব্ধ, জীবব্রহ্মের একতাজ্ঞান বিনা (যদ্দ্বারা সংসারপ্রপঞ্চ একান্ত অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়), নিত্যমুক্তির সম্ভবনা নাই—ইহা আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিচার দ্বারা বুঝিয়াছি।

অঙ্গং প্রসার্য্য পতিতঃ খলু চিৎস্বরূপে
নিদ্রালুতাং গত ইতি প্রবিনষ্টচেষ্টঃ।
বিন্ধ্যস্য যোজনশতায়তিকা শিলেব
নৈব হ্রসামি ন চ বৃদ্ধিমুপৈমি পূর্ণঃ॥ ৯

অন্বয়—(অহং) চিৎস্বরূপে অঙ্গং প্রসার্য্য পতিতঃ সন্ নিদ্রালুতাং গতঃ ইতি প্রবিনষ্টচেষ্টঃ (ভবামি) খলু; (অহং) বিন্ধ্যস্য যোজনশতায়-তিকা শিলা ইব ন এব হ্রসামি ন চ বৃদ্ধিং উপৈমি, (অতঃ) (অহং) পূর্ণঃ (ভবামি)।

আমি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মশয্যায়, আমার জীবস্বরূপভূত চিদাভাসরূপ দেহকে বিস্তৃত করিয়া, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াছি বলিয়া, নিদ্রালুর

অবস্থা পাইয়াছি, (আর প্রপঞ্চের অনুভূতি হইতেছে না); সেইহেতু আমার অন্তঃকরণের ও বহিরিন্দ্রিয়গণের ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়াছে। (এই তিন কারণে আমি) শতযোজনব্যাপী বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিলার স্থায়, ক্ষয়-রূপ পরিণাম বা বৃদ্ধিরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছি না ; এইহেতু আমি ব্রহ্ম-রূপে পূর্ণতার অনুভব করিতেছি। (এই ফল আমি অনুভব করিতেছি)।

পরিলসতি পিতা মে সর্ব্বলোকস্থ রাজা
ধৃতিমতিরলহেতু র্যৌবনং মে নবীনম্।
ইয়মপি চ সুবুদ্ধিঃ কাচিদূঢ়া বরাঙ্গী
সুখমধিকমতঃ কিং মৎপরো নাস্তি ধন্যঃ ॥ ১০

অন্বয়—মে পিতা সর্ব্বলোকস্য রাজা পরিলসতি, মে ধৃতিমতিবল-হেতুঃ যৌবনং নবীনং (ভবতি)। অপি চ ইয়ং কাচিৎ সুবুদ্ধিঃ বরাঙ্গী (ময়া) ঊঢ়া, অতঃ অধিকং সুখং কিম্ অস্তি ? (ন কিম্ অপি)। ততঃ মৎপরঃ ধন্যঃ ন অস্তি।

আমার পিতা সর্ব্বলোকের রাজা সাক্ষাৎ প্রকাশিত হইতেছেন ; (রূপকের অর্থ—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দদানে আমার পালকস্বরূপ ; তিনি সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রকাশকরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান)। আমার ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বলের কারণভূত যৌবনের এই প্রারম্ভমাত্র ; (রূপকের অর্থ—আমার আত্মানাত্মবিবেচন সবিশেষ প্রবল থাকাতে, তাহার বলে আমার আত্মধারণা বা ইন্দ্রিয়াদির ক্ষোভেও অক্ষোভতারূপ ধৈর্য্য, শাস্ত্রার্থের মনন, এবং আত্মপ্রাপ্তিসাধনে উৎসাহ, প্রভৃত রহিয়াছে)। আর সুবুদ্ধি নামে এই এক সুন্দরীকে আমি বিবাহ করিয়াছি (রূপকের অর্থ—জীব

ব্রহ্মৈক্যবিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি—যাহা আমি সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং যাহা ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয়, তাহা আমার আয়ত্ত হইয়াছে)। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ আছে? (কিছুই নাই)। এইহেতু আমা অপেক্ষা অধিকতর সুকৃতী পুরুষ আর নাই।

সমরসপদচিন্তানন্তসন্তোষবন্তঃ
ক্ষণসুখকণতৃষ্ণা তন্তুমন্তু বিমুচ্য।
নিজসুখনিধিবিদ্যারাজসিংহাসনস্থা
বয়মিহ কলয়ামঃ কালমালম্ব্য দেহম্॥ ১১

অন্বয়—সমরসপদচিন্তানন্তসন্তোষবন্তঃ বয়ং অন্তঃ ক্ষণসুখকণতৃষ্ণা-তন্তুং বিমুচ্য, নিজসুখনিধিবিদ্যারাজসিংহাসনস্থাঃ (সন্তঃ), দেহম্ আলম্ব্য ইহ কালং কলয়ামঃ।

যে সুখরূপ পরমাত্মা সর্ব্বদাই একরূপ, তাঁহার স্বরূপচিন্তনে নিরঙ্কুশা তৃপ্তি লাভ করিয়া আমরা অন্তঃকরণে ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক সুখকণার আশা [যাহা চটকাদিকে তন্তুর ন্যায়, দুর্ব্বলমানবকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে তাহা,] একেবারে ছিন্ন করিয়া, স্বসুখপূর্ণ ব্রহ্মের জ্ঞানে সিংহাসন-সমারূঢ় রাজার ন্যায়, আরূঢ় হইয়া, (নিজের মহত্ত্ব অনুভবপূর্ব্বক) এই সংসারে দেহমাত্র আশ্রয় করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছি। [সেই দেহাবলম্বন দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মোৎপাদনের নিমিত্ত নহে, তাহা কেবল প্রারব্ধভোগের নিমিত্ত। অতএব আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি বলিয়া ব্যবহারসাধক দেহধারণে কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, দেহকে ধরিয়া রহিয়াছি]।

কতিকতি নহি জীবা দেবরাজাদয়োঽমী
পদপতনহতাশাঃ সংসৃতৌ সংসরন্তি।

গুরুপদমবলম্ব্য ব্রহ্মবিদ্যাতরিস্থা
অধিগতপরপারাস্তে বয়ং ধন্যধন্যাঃ ॥ ১২

অন্বয়—দেবরাজাদয়ঃ অমী জীবাঃ পদপতনহতাশাঃ (সন্তঃ) কতি কতি ন হি সংসৃতৌ সংসরন্তি। (যে) গুরুপদম্ অবলম্ব্য ব্রহ্মবিদ্যা-তরিস্থাঃ তে বয়ম্ অধিগতপরপারাঃ (সন্তঃ) ধন্যধন্যাঃ (ভবামঃ)।

ইন্দ্রাদি ঐ সকল কতই না জীব, (পুণ্যক্ষয়ে) নিজ নিজ পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া অতৃপ্ত ভোগপিপাসা লইয়া (জন্মমরণাদিরূপ) সংসারে প্রবেশ করে। (ইন্দ্রাদিপদ অনিত্য, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ)। (পক্ষান্তরে) আমরা, (কর্ণধার) গুরুর চরণযুগল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে, সংসারসমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। সেইহেতু, আমরা ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও ধন্য। (শরীরধারণ উভয়েরই তুল্যরূপ হইলেও, ইন্দ্রাদিকে পদচ্যুত হইয়া জন্মমরণ ভোগ করিতে হয়; আমাদের সেরূপ করিতে হয় না।)

ব্যোম ব্যোমচরৈর্ন লিপ্তমপি যত্তৎ সর্ব্বদা নীরসম্
ক্ষীরাব্ধিঃ সরসোঽপি বৃদ্ধিমধিকাং লব্ধ্বা পুনর্মুঞ্চতি।
হেমাদ্রির্জনকো মুদামপিমুদাং নৈবাশ্রয়ো নীরসো
ন ক্ষীণো ন চ নৈব মোদরহিতোঽহং তত্তুলা নাস্তি মে ॥ ১৩

অন্বয়—যৎ ব্যোম ব্যোমচরৈঃ ন লিপ্তম্, অপি (পক্ষান্তরে), তৎ সর্ব্বদা নীরসম্। (যঃ) ক্ষীরাব্ধিঃ সরসঃ, (অপি), (সঃ) অধিকাং বৃদ্ধিং লব্ধ্বা পুনঃ মুঞ্চতি। (যঃ) হেমাদ্রিঃ মুদাং জনকঃ, অপি (সঃ) মুদাং ন এব আশ্রয়ঃ। অহং (তু) ন নীরসঃ, ন ক্ষীণঃ, ন এব মোদ-রহিতঃ; তৎ (তস্মাৎ) মে তুলা নাস্তি।

যে আকাশ, (মেঘ, সূর্য্য, ধূলি, পক্ষী প্রভৃতি) ব্যোমচরদিগের দ্বারা কলুষিত হয় না, তাহা কিন্তু সর্ব্বদাই নীরস; (রস বা আনন্দ তাহার স্বরূপভূত নহে)। দুগ্ধসমুদ্র (স্বরূপতঃ) সরস হইলেও, (প্রলয়কালে অথবা প্রত্যহ চন্দ্রোদয়ে) বৃদ্ধিলাভ করিয়া, আবার তাহা হারাইয়া থাকে। (তাহা বৃদ্ধিপরিণামগ্রস্ত)। সুবর্ণময় সুমেরুপর্ব্বত (সেই দোষগ্রস্ত না হইয়াও) আনন্দোৎপাদক বটে, কিন্তু তাহা আনন্দের আশ্রয় বা আধার নহে, (যেহেতু তাহা জড়)। আমি কিন্তু, নীরসও নহি, ক্ষয়বিকারীও নহি, এবং আনন্দশূন্যও নহি। (তোমরা যে আকাশ, সমুদ্র ও সুমেরুর সহিত, আত্মার তুলনা কর, তাহা তোমাদের অবিবেচকতার নিদর্শন, বস্তুতঃ) আমার (আত্মার) তুলনা নাই।

সায়ং প্রাতরনেকরঙ্গমপি তন্নানেক রঙ্গাশ্রয়ম্
যান্ত্যায়ান্তি পয়াংসি তত্র ন পয়োরেখাপি দৃষ্টা ক্বচিৎ।
সজ্ঞানেন ময়া বিগাহ্য তদহো দৃষ্টং নভো নির্ম্মলম্
নীলং নীলমিতি প্রথৈব নভসো মিথ্যা নভোনীলিমা॥ ১৪

অন্বয়—তৎ (নভঃ) সায়ং, প্রাতঃ, অনেকরঙ্গম্ অপি, ন অনেকরঙ্গাশ্রয়ম্ (ভবতি)। তত্র পয়াংসি আয়ান্তি যান্তি, (কিন্তু তত্র) ক্বচিৎ পয়োরেখা অপি ন দৃষ্টা। অহো, সজ্ঞানেন ময়া তৎ নভঃ বিগাহ্য নির্ম্মলং দৃষ্টম্। (অতঃ) নীলং নীলং ইতি নভসঃ প্রথা এব; নভোনীলিমা মিথ্যা (অতঃ আকাশেন আত্মনঃ ঔপম্যম্)।

(সর্ব্বজনপরিচিত) আকাশ, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে নানাবর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হইলেও, সেই সকল বিচিত্র বর্ণ আকাশে আদৌ নাই। সেই আকাশে (মেঘদ্বারা) জল আসে, যায় বটে,

কিন্তু আকাশের কোন স্থলেও, জলের রেখামাত্রও দৃষ্ট হয় না। আকাশ নীল কটাহাকৃতি প্রতীয়মান হইলেও, আমি সজ্ঞানে আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, আকাশ নির্ম্মল, (তাহাতে নীলিমা আদৌ নাই)। আকাশকে লোকে যে 'নীল' 'নীল' বলে, তাহা কেবল প্রবাদমাত্র। আকাশের নীলিমা মিথ্যা। আকাশে রক্তশ্বেতশ্যামবর্ণের ন্যায়, আত্মায় রজঃ, সত্ত্ব, তমোগুণের প্রতীতি হইলেও, বিবেকীর নিকট আত্মা নিগুর্ণ। আকাশে জলের গতায়াতের ন্যায়, আত্মায় বৈষয়িক সুখের উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট হইলেও, আত্মা বৈষয়িক সুখসম্পর্কশূন্য। আকাশের নীল কটাহাকৃতির ন্যায়, আত্মার আকার ও অজ্ঞান, প্রতীত হইলেও, বিবেকীর দৃষ্টিতে আত্মা তদুভয়পরিশূন্য।

> রূপ্যে রূপ্যমতিঃ কৃতা কৃতধিয়া রঙ্গে পুনর্দুর্ধিয়া
> সত্যং দ্বাবপি সংস্থিতৌ নিজধিয়া স্বে নিশ্চয়ে নিশ্চলে।
> একস্যৈব দরিদ্রতা ব্যপগতা তস্থৌ দ্বিতীয়স্তথা
> সঞ্জাতে ক্রয়বিক্রয়ব্যয়বিধৌ ব্যক্তো বিশেষস্তয়োঃ ॥ ১৫

অন্বয়—কৃতধিয়া (বিশেষজ্ঞেন) রূপ্যে রূপ্যমতিঃ কৃতা, পুনঃ দুর্ধিয়া রঙ্গে (রূপ্যমতিঃ কৃতা)। দ্বৌ অপি স্বে নিশ্চলে নিশ্চয়ে নিজধিয়া সংস্থিতৌ, (এতৎ সত্যম্), (তথাপি) (উভয়বুদ্ধিগৃহীতয়োঃ দ্রব্যয়োঃ) ক্রয়বিক্রয়-ব্যয়বিধৌ সঞ্জাতে সতি, তয়োঃ বিশেষঃ ব্যক্তঃ, (যতঃ) একস্য দরিদ্রতা ব্যপগতা এব, দ্বিতীয়ঃ তথা তস্থৌ।

রজত দেখিয়া বিশেষজ্ঞপুরুষ, তাহাকে রজত বলিয়া চিনিতে পারিল এবং গ্রহণ করিল ; অপর পক্ষে, একজন অজ্ঞ, রঙ্গ (রাং) দেখিয়া, তাহাকে রজত বলিয়া গ্রহণ করিল। উভয়েই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে

আপন আপন নিশ্চয়কে অভ্রান্ত জানিয়া, ধরিয়া রহিল বটে, তথাপি উভয় দ্রব্যই যখন ক্রয়বিক্রয়ব্যাপারে সমানীত হইল, তখন তাহাদের পার্থক্য ধরা পড়িল; কারণ, তদ্দ্বারা একের দারিদ্র্য ঘুচিল, কিন্তু অপর ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্রই রহিয়া গেল। অভিপ্রায় এই যে—জ্ঞানী আত্মায় আত্মবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজনিত দুঃখ, উত্তীর্ণ হইলেন, এবং গুরুসেবাদি মূল্যগ্রহণে শিষ্যকে, আপনার অনুভব প্রদান করিয়া, তাহারও দুঃখ ঘুচাইলেন এবং নিজজ্ঞানব্যয়ে গ্রন্থরচনা করিয়া, গ্রন্থব্যাখ্যা করিয়া অথবা অপরের সহিত জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া, পরোপকারসাধন বা নিজ-জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন, কিন্তু অবিবেকী পুরুষ অনাত্মায় আত্ম-বুদ্ধি করিয়া, উক্তরূপ কার্য্যের দ্বারা নিজের অথবা অপরের দুঃখ ঘুচাইতে পারিলেন না। ইহাই যথাক্রমে আত্মজ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল।

নিম্না নূনমুদন্বতঃ স্থিতিরিয়ং কল্লোলিনী চেৎকৃতা
বিক্ষিপ্তেন কুতশ্চিদাগতবতা বিন্ধ্যাটবীবায়ুনা।
তৎকিং নায়মপাং নিধিঃ কিমথবা স্থানাদসৌ চালিতঃ
কিন্তু প্রত্যুত তাদৃশোঽপি মহিমা বিখ্যাপিতো বারিধেঃ॥ ১৬

অন্বয়—উদন্বতঃ ইয়ং স্থিতিঃ নূনং নিম্না; সা (স্থিতিঃ) কুতশ্চিৎ আগত-বতা বিন্ধ্যাটবীবায়ুনা চেৎ কল্লোলিনী কৃতা, তৎ (তস্মাৎ) অয়ং কিং অপাং নিধিঃ ন (অস্তি) অথবা কিম্ অসৌ স্থানাৎ চালিতঃ, কিন্তু তাদৃশঃ অপি বারিধেঃ মহিমা বিখ্যাপিতঃ।

সমুদ্রের এই যে অবস্থিতি দেখা যায়, তাহা অতীব গম্ভীর; তাহাকে যদি বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্যোৎপন্ন এক ঝঞ্ঝাবায়ু কোন দিক হইতে আসিয়া উত্তাল তরঙ্গান্বিত করিয়া তুলে, তাহা হইলে সেই সমুদ্রের সমুদ্রত্ব

কি বিলুপ্ত হয়, না সেই সমুদ্র স্বস্থানভ্রষ্ট হয়? প্রত্যুত সেই বায়ুদ্বারা সমুদ্রের তাদৃশ মহত্ত্বই (জগতের নিকট) প্রখ্যাপিত হয়।

সেইরূপ, আনন্দপূর্ণ আত্মার প্রতিষ্ঠা সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর। (কোনও সময়ে,) মোহজনিত দ্বৈতপ্রতীতি বা ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, কোনও প্রকার বিক্ষেপ আসিয়া, যদি সেই আত্মাকে ব্যাকুলের ন্যায় করিয়া তুলে, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা আত্মার বা আত্মার স্বাভাবিক আনন্দরূপতার, বিলোপ ঘটে না, প্রত্যুত, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয়, যে সংসার-ব্যাপারজনিত অশেষ বিক্ষেপ বিদ্যমান থাকিলেও, আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠতা অব্যাহত থাকে।

আত্মা বিকারশীল পদার্থ হইলে, ভয়ের কথা ছিল; কিন্তু আত্মা সর্ব্বাবস্থাতেই নির্ব্বিকার থাকেন—

মাধুর্য্যঞ্চ পয়স্ত্বমাশ্রিতবতা তুচ্ছে দধিত্বাম্লতে
রূপে সম্প্রতি বিভ্রতা তু পয়সা সর্ব্বং যশো হারিতম্।
গ্রৈবেয়ত্বমথাঙ্গদত্বমথ চ ক্ষুদ্রত্বমক্ষুদ্রতাং
পর্য্যায়ৈর্ভজতঃ স্বভাবমজহতো হেম্নস্তু নাস্তি ক্ষতিঃ॥ ১৭

অন্বয়—মাধুর্য্যং পয়স্ত্বং চ আশ্রিতবতা পয়সা, সম্প্রতি তু তুচ্ছে দধিত্বাম্লতে বিভ্রতা, সর্ব্বং যশঃ হারিতম্। তু (পক্ষান্তরে) গ্রৈবেয়ত্বম্ অথ অঙ্গদত্বম্ অথ ক্ষুদ্রত্বম্ অক্ষুদ্রতাং চ পর্য্যায়ৈঃ ভজতঃ, স্বভাবম্ অজহতঃ হেম্নঃ ক্ষতিঃ নাস্তি।

যে দুগ্ধ স্বাভাবিক মিষ্টতা গুণ ও দুগ্ধনাম ধারণ করিয়া (সর্ব্বজন-প্রিয়) ছিল, তাহাই এখন, (সাত্ত্বিকজনের) অনাদৃত দধিরূপ এবং অম্লতাগুণ ধারণ করিয়া, আপনার, (শিশু, বৃদ্ধ, অরোগী, রোগী প্রভৃতি) 'সর্ব্বোপকারক' বলিয়া খ্যাতি, হারাইয়া রসিয়া আছে।

পক্ষান্তরে দেখ, সোনা পর্য্যায়ক্রমে, কখন কণ্ঠাভরণের, কখন বাহু-ভূষণের, কখন ক্ষুদ্রালঙ্কারের, কখন বা বৃহদলঙ্কারের, রূপ ধারণ করিয়া, সর্ব্বাবস্থাতেই আপনার কান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখে; কোন অবস্থাতেই সুবর্ণের স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না।

ভাল, দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ন্যায়, ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতি যাঁহারা অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগকেও লোকে ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। উত্তর—

নহি নহি চতুরাস্তে যৈর্ন বুদ্ধং বিশুদ্ধং
নহি নহি কৃতিনস্তে যে ন পারং প্রযাতাঃ।
নহি নহি তু কুলীনা যৈর্ন তত্ত্বং বিবিক্তম্
নহি নহি মুনয়স্তে যৈ ধৃতা লোভবার্ত্তা ॥ ১৮

অন্বয়—যৈঃ বিশুদ্ধং ন বুদ্ধং তে নহি নহি চতুরাঃ; যে পারং ন প্রযাতাঃ তে নহি নহি কৃতিনঃ। যৈঃ তত্ত্বং ন বিবিক্তং (তে) তু নহি নহি কুলীনাঃ, যৈঃ লোভবার্ত্তা ধৃতা তে নহি নহি মুনয়ঃ।

যাহারা (যে পরিণামবাদিগণ), ব্রহ্মকে পরিণামবিকারবিহীন, চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া না জানিয়াছে, তাহারা কখনই বুদ্ধিমান্ নহে; যাহারা, সংসারসমুদ্রের পারস্বরূপ (অন্তস্বরূপ) ব্রহ্মকে না পাইয়াছে, তাহারা কখনই কৃতকৃত্য হয় নাই, (তাহাদের বেদান্তশ্রবণরূপ কর্ত্তব্য এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে)। যাহারা অনারোপিত আত্মবস্তুকে, আরোপিত অনাত্মরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া না জানিয়াছে, তাহারা কখনই কুলীন (ব্রহ্মে রত) নহে। (তাহাদের সম্প্রদায়, লোক-প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, সেই প্রতিষ্ঠা কেবল অজ্ঞজনানুমোদিত)। তাহারা কখনই মুনি (মননশীল) নহে, কারণ, তাহারা বিষয়ভোগেচ্ছা বশতঃ

দ্বৈতত্যাগভয়ে, পরিণামবাদ অঙ্গীকার করে। (যাঁহারা মুনি, তাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়সুখেচ্ছাবর্জ্জিত হইয়াছেন; তাঁহারা ব্রহ্মসুখে পরিপূর্ণ বলিয়া, তাঁহাদের দ্বৈতে অরুচিই স্বাভাবিক)।

আচ্ছা, আপনি যে কোন পক্ষই গ্রহণ করুন, অহঙ্কার না থাকিলে, পক্ষগ্রহণ সম্ভবপর হয় না, আর পরমব্রহ্মে অহঙ্কার আদৌ থাকিতে পারে না, সুতরাং সেই অহঙ্কারের গতি কি হইবে? উত্তর—

হেঽহংকৃতে তব ন কৃত্যমিহাস্তি কিঞ্চি
ল্লীনা ভব স্বমহিমন্যচলপ্রতিষ্ঠে।
চেতস্ত্বমেহি পরমং স্বসুখাব্ধিমন্তঃ
সোঢ়ুং ন শক্নুম ইমাস্তব দুষ্টবৃত্তীঃ॥ ১৯

অন্বয়—হে অহঙ্কৃতে, ইহ তব কিঞ্চিৎ কৃত্যম্ ন অস্তি, ত্বম্ অচলপ্রতিষ্ঠে স্বমহিমনি লীনা ভব। (হে) চেতঃ, ত্বং অন্তঃ পরমং স্বসুখাব্ধিং এহি, (বয়ং) তব ইমাঃ দুষ্টবৃত্তীঃ সোঢ়ুং ন শক্নুমঃ।

(সেই হেতু আমি প্রার্থনা করিতেছি—) হে অহঙ্কার, আমার যে মোক্ষসাধক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে তোমার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই; তুমি আমার অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মরূপতায় বিলীন হইয়া যাও, ব্রহ্মাকারতা প্রাপ্ত হও।

['ঐ গাছের গুঁড়িটা পুরুষ' এই বাক্যে উভয়ের একতা বুঝিতে হইলে, যেমন বুদ্ধিতে গুঁড়িটার তিরোভাব ঘটাইয়া, পুরুষের সহিত একতা বুঝিতে হয়, সেইরূপ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বাক্য 'আমি'-পদের (অহঙ্কারের), তিরোভাব ঘটাইলে; তবে ব্রহ্মের সহিত একতা হয়, সুতরাং অহঙ্কারের লয়প্রার্থনা নিরর্থক; মোক্ষসাধক জ্ঞানই ত তাঁহার

লয় করিবে; বরং, মনই মনুষ্যের বন্ধমোক্ষের কারণ, তাহার লয়ের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। এই হেতু তাহাই করিতেছেন :—]

হে মন, তোমার অন্তরে যে আত্মানন্দসমুদ্র বিদ্যমান, তুমি তাহাতে মগ্ন হও, যেহেতু তোমার বিষয়বিদূষিত কামক্রোধাদিবৃত্তি আমি আর সহন করিতে পারিতেছি না। (মন বিষয়বিদূষিত হওয়াতে, অহঙ্কার বন্ধনের কারণ হইয়াছে; মন নির্ম্মল হইলে, অহঙ্কার মুক্তির কারণ হইবে।)

ভাল, মনে বিষয়ের উৎপত্তি স্বাভাবিক, এবং মনের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মাতেও বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিবেই; তাহার প্রতিকার কি?

উত্তর—আত্মার সহিত মনোবিকারের সম্বন্ধ বাস্তব নহে; তথাপি মনঃকল্পিত সেই সম্বন্ধ যদি প্রতীত হয়, তবে তাহার নিবারণের উপায় বলি।

আয়ান্তি নৈব সুত তত্র মনোবিকারা
আয়ান্তি চেদিহ বিচারয় জোষমাস্যম্।
ত্বঞ্চাপি মন্দমিহ সঞ্চর মুঞ্চ মোহং
সোঽহম্পদে সুখনিধৌ যদি তে মনীষা ॥ ২০

অন্বয়—হে সুত, তত্র মনোবিকারাঃ ন এব আয়ান্তি; চেৎ (যদি) আয়ান্তি, তর্হি (ত্বয়া) জোষম্ আস্যম্; (ত্বম্) ইহ বিচারয়, অপি চ, (ত্বম্) ইহ (মনসি) মন্দং সঞ্চর, মোহং মুঞ্চ, সুখনিধৌ সোঽহম্পদে যদি তে মনীষা অস্তি (তর্হি, মদুপদিষ্টং কুরু, অন্যথা মা কুরু)।

হে পুত্র, কামাদি অন্তঃকরণবিকার সেই আত্মায় পৌঁছিতে পারে না; (আত্মা নির্ব্বিকার বলিয়া, তাহাতে বিকারের সম্ভাবনা আদৌ নাই)। যদি আত্মাতে সেইরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তবে তূষ্ণীম্ভাবে

(যথাসম্ভব নির্ব্বিকার হইয়া) অবস্থান করাই কর্ত্তব্য। (যদি আত্মাতে বিকার অনুভূত হয়, তবে প্রারব্ধভোগমাত্রেই সেই বিকারের নিবৃত্তি হইবে, ইহা জানিয়া তাবৎকাল চুপ করিয়া থাক। বিচারের দৃঢ়তা না থাকিলেই এইরূপ অবস্থা ঘটে। সম্যগ্ বিচার উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, যে ঐ সকল বিকার মনেই অবস্থিত, আত্মাতে নহে; সেই হেতু) বিচার করিতে থাক; অপিচ তুমিও কিয়ৎপরিমাণে এই বিকারপ্রাপ্ত মনের সহিত অবস্থান কর, অর্থাৎ মনের প্রতি সাবধান থাক, যেন প্রারব্ধমাত্র ভোগ করাইয়াই সেই মনোবিকার নিবৃত্ত হয়, নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি না ঘটায়। [ভাল, মন আত্মা হইতে পৃথক্, ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তাহা যে বার বার ভুলিয়া যাই এবং বার বার আমিই (আত্মাই) মন সাজিয়া বসি, তাহার উপায়?] হে পুত্র, তুমি মোহ পরিত্যাগ কর, (তাহা হইলে, ঐরূপ ঘটিবে না)। সেই চিন্মাত্রস্বরূপাবস্থা আনন্দ-সমুদ্রের তুল্য। যদি সেই অবস্থাপ্রাপ্তিতেই তোমার রুচি জন্মিয়া থাকে, (তবে যাহা উপদেশ করিলাম, তাহাই কর, নতুবা তাহা করিও না)। [মোহত্যাগাদি উপায় ব্যতীত, অপরোক্ষভাবে জীবব্রহ্মের একতানুভব ঘটে না।]

ইন্দ্রিয়রূপ তস্করদিগের হাত হইতে আত্মধন রক্ষা করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বদা জাগিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

তীব্রং তমঃ সময় এষ নিশীথনামা,
দেশোপি চৌরবহুলঃ শিথিলা চ ভিত্তিঃ।
ইত্থং স্থিতে নিজধনং প্রতি সাবধানো
জাগর্ত্তি চেদ্‌গৃহপতির্বিফলা হি চৌরাঃ॥ ২১

অন্বয়—হে শিষ্য, তমঃ তীব্রম্ (অস্তি), এষঃ সময়ঃ নিশীথনামা (অস্তি)। দেশঃ অপি চৌরবহুলঃ, ভিত্তিঃ চ শিথিলা। ইত্থং স্থিতে, গৃহপতিঃ নিজ-ধনং প্রতি সাবধানঃ সন্ জাগর্ত্তি চেৎ, চৌরাঃ বিফলাঃ হি (ভবন্তি)।

অন্ধকার অতি নিবিড়; সময়ও অর্দ্ধরাত্র; স্থানও চৌর-সমাকীর্ণ; ঘরের দেওয়ালও দৃঢ় নহে। এইরূপ অবস্থায়, গৃহস্বামী যদি নিজধনের প্রতি সাবধান হইয়া জাগিয়া থাকেন, তবেই চোরগণ বিফলপ্রয়াস হইয়া ফিরিবে। (নতুবা সর্ব্বনাশ করিবে।)

একে অজ্ঞান-অতি নিবিড়, তাহার উপর, সাধক লোকব্যবহার-পরিবেষ্টিত; (লোকব্যবহার জ্ঞানিগণের রাত্রি)। ব্যবহারিক জ্ঞানে আসক্ত ইন্দ্রিয়গণ, সাধককে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত করে বলিয়া চৌরসদৃশ। জ্ঞানসংরক্ষণের সাধন যমনিয়মাদিরও দৃঢ়তা নাই। এইরূপ অবস্থায়, জীব যদি অনলস হইয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ প্রমাদ ঘটাইতে পারে না।

মনোনিগ্রহ না থাকিলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল।

ভূপালকৈ র্নিশিতশস্ত্রধরৈরুদারৈ
র্দুষ্টং মৃগং শময়িতুং মৃগয়া বিধেয়া।
দুষ্টো মৃগো ন নিহতো নিহতাস্তদন্যে
ব্যর্থস্য তৎক্ষিতিপতের্বদ কঃ প্রভাবঃ॥ ২২

অন্বয়—নিশিতশস্ত্রধরৈঃ উদারৈঃ ভূপালকৈঃ দুষ্টং মৃগং শময়িতুং মৃগয়া বিধেয়া; দুষ্টঃ মৃগঃ ন নিহতঃ; তদন্যে নিহতাঃ, ব্যর্থস্য তৎক্ষিতিপতেঃ কঃ প্রভাবঃ বদ।

যে সকল নরপতি স্বধর্ম্মপালক, তাঁহারা শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিনাশের জন্য মৃগয়া করিয়া থাকেন। যে

স্থলে সেইরূপ হিংস্র জন্তু বিনষ্ট হইল না, কেবল শশকাদি নিরীহ জন্তুগণ বিনষ্ট হইল, সেই স্থলে, সেই 'রাজা' নাম-মাত্রধারী নরপতির প্রতাপ কি প্রকার বল দেখি।

তাহা হইলে মনোনাশের উপায় কি?

ইষ্টে নষ্টে নশ্বরে ত্যক্তভোগঃ
সঞ্জাতালংপ্রত্যয়ো বীতরাগঃ।
তাং তাং কক্ষাং স্বৈরমভ্যেতি সূক্ষ্মাং
যাংযামন্যে সাধকাঃ সাধয়ন্তি॥ ২৩

অন্বয়—নশ্বরে ইষ্টে নষ্টে (সতি) যঃ (তত্র) সঞ্জাতালম্প্রত্যয়ঃ বীতরাগঃ (সন্) ত্যক্তভোগঃ (ভবতি), (সঃ) তাং তাং সূক্ষ্মাং কক্ষাং স্বৈরং অভ্যেতি, অন্যে সাধকাঃ যাং যাং সাধয়ন্তি।

নশ্বর প্রিয়বস্তু বিনষ্ট হইলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে, যাঁহার তৃপ্তিবুদ্ধি আসিয়া যায়, ও আসক্তির নিবৃত্তি হয়, এবং সেই নিবৃত্তির ফলে ভোগেরও ত্যাগ হইয়া যায়, তিনি অনায়াসেই, যে সকল মোক্ষভূমিকায় আরোহণ করেন, তাহা বাক্য-মনের অগোচর। (মন্দবৈরাগ্য) অন্য সাধককে সেই সকল ভূমিকায় আরোহণ করিতে হইলে, প্রভূত সাধনা করিতে হয়। (তীব্র বৈরাগ্যই মনোনাশের মুখ্য উপায়)।

তীব্র বৈরাগ্য না থাকিলেও, যাহারা বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের গতি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

হৃদি যদি সবিচারাস্তর্হি সম্যক্প্রচারা
গতিমনুগতিভাজঃ কেবলং দুঃখভাজঃ।
পরিকলয় যদন্ধৈর্নীয়মানা ইবান্ধা
যুগপদপি সমেতা অন্ধকূপে পতন্তি॥ ২৪

অন্বয়—(হে শিষ্য, তে) যদি হৃদি সবিচারাঃ (ভবন্তি) তর্হি (তে) সম্যক্‌প্রচারাঃ (ভবন্তি); গতিম্ অনু গতিভাজঃ কেবলং দুঃখভাজঃ (ভবন্তি,) অন্ধৈঃ নীয়মানাঃ অন্ধাঃ ইব, (তে) যুগপৎ অপি সমেতাঃ অন্ধকূপে পতন্তি (ইতি) যৎ, (তৎ) পরিকলয়।

তাহারা যদি অন্তরে বিচারশীল হয়, তবে তাহাদের প্রচার বা গতি উত্তম হয়, (তাহারা ক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে)। যাহারা অপরের আচার দেখিয়া, তাহার অনুকরণ করে মাত্র, তাহারা কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। একদল অন্ধ অপর একদল অন্ধের পরিচালক হইলে, যেমন সকলে মিলিয়া অন্ধকার কূপে পতিত হয়, সেইরূপ, বিচারবিহীন বেদান্তপাঠিগণ, কেবল মোহগর্ত্তেই পদার্পণ করিয়া থাকে, জানিও।

বিচারবিহীন বেদান্তপাঠীকে কোন বিবেকী পুরুষও উপদেশদ্বারা সুপথে আনিতে পারে না, কেননা তাহারা "অব্যবসায়ী" বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্তা" হয়। সেই কারণে তাহারা লৌকিক শাস্ত্রের ও সাংসারিক লোকের উপদেশে আস্থা স্থাপন করে, এবং পরমশ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হয়। সেইরূপ উপদেশে কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

একঃ প্রাহ পঠেতি মাং তদিতরঃ প্রাহাট দূরাটবী
মন্যঃ প্রাহ সমেধয়াগ্নিমপরঃ প্রাহার্কমালোকয়।
স্বিষ্টেপ্সুং প্রতি মাং বচো গুরুজনৈরুক্তং ত্বমেবাসি তৎ
স্বিষ্টাপ্তে মম ঘূর্ণিতেঽপি নয়নে অন্ধা ন পশ্যন্তমী॥ ২৫

অন্বয়—একঃ মাং প্রাহ পঠ ইতি; তদিতরঃ প্রাহ দূরাটবীম্ অট, অন্যঃ প্রাহ অগ্নিং সমেধয়, অপরঃ প্রাহ অর্কম্ আলোকয়; স্বিষ্টেপ্সুং মাং

প্রতি 'ত্বম্ এব তৎ অসি' (ইতি) বচঃ গুরুজনৈঃ উক্তম্। স্বিষ্টাপ্তেঃ মম নয়নে, (দর্শনশক্তৌ) ঘূর্ণিতে (সর্ব্ববাহ্যদৃশ্যদর্শনে অনুপযুক্তে জাতে) অপি অমী অন্ধাঃ (তৎ নয়নঘূর্ণনম্) ন পশ্যন্তি।

(ধর্ম্মশাস্ত্রে রুচিমান্) এক উপদেষ্টা বলিলেন (বেদই যখন ধর্ম্মের মূল, তখন, বেদ এবং অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠ কর। তীর্থসেবাদিতে আসক্ত এক উপদেষ্টা কহিলেন, ধর্ম্মারণ্য—নৈমিষ, কুরুক্ষেত্রাদি ঘুরিয়া আইস; অগ্নির উপাসক এক উপদেষ্টা কহিলেন, (কোন শ্রৌত বা স্মার্ত্ত) অগ্নির সেবা কর। এক সূর্য্যোপাসক উপদেষ্টা কহিলেন, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাক, (চক্ষুর সূর্য্যবিষয়িণী ধারণা সম্পাদন কর)। মোক্ষসুখরূপ পরমশ্রেয়ো লাভে আমার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া, আমাকে গুরুজনগণ বা পরমারাধ্য গুরু উপদেশ করিয়াছেন,—'তুমি যাহা চাহিতেছ, তুমি নিজেই হইতেছ তাহাই।' (তাঁহাদের উপদেশ প্রভাবে) সেই পরম শ্রেয়োলাভ করিয়া, আমার দৃষ্টি, (জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া) অন্তর্মুখ হইলেও, ঐ অন্ধ (উপদেষ্টৃগণ), তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। (এখনও আশা করিতেছে, আমি তাহাদের উপদেশ পালন করিব।)

তাহা হইলে ত', তর্ককরিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরম কল্যাণ লাভের উপদেশ করা, আপনার কর্ত্তব্য। উত্তর—তাহারা শ্রদ্ধাহীন ও দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য।

যেষাং বজ্রদৃঢ়ং কপোলমথবা জিহ্বা বিতস্ত্যায়তা
খ্যাত্যর্থং কলহায় পুস্তকপিশাচানাং কথা তিষ্ঠতু।
মাং পৃচ্ছাচ্ছমতে কথং বিলসতিধ্যানং কথংধারণা
কো ভাবঃ স্বরণেন কেন বিধিনা চেতঃ পরে লীয়তে ॥২৬

অন্বয়—যেষাং কপোলং বজ্রদৃঢ়ং, জিহ্বা বিতস্ত্যায়তা, তেষাং খ্যাত্যর্থং কলহায় পুস্তকপিশাচানাং কথা তিষ্ঠতু; হে অচ্ছমতে, কথং ধ্যানং বিলসতি, কথং ধারণা (সাধ্যা,) স্বরসেন কঃ ভাবঃ (প্রাপ্যতে) কেন বিধিনা চেতঃ পরে (আত্মনি) লীয়তে ইতি মাং পৃচ্ছ।

সেই 'তর্কবাগীশদিগের' গাল বজ্রের ন্যায় কঠিন (অল্পাঘাতে তাহাদের হৃদয়ে সংস্কার উৎপাদন করা যায় না।) তাহাদের জিহ্বা একবিঘৎপরিমাণ লম্বা, (তর্কে বাক্প্রয়োগে তাহারা ক্লান্ত হয় না, অথবা তাহারা ভোগলোলুপ)। প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে, কলহ করিবার জন্য, গ্রন্থসকল তাহারা, পিশাচের আমমাংস ভক্ষণের ন্যায়, কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে (স্বাদগ্রহণ করিবার অপেক্ষা রাখে না)। তাহাদের কথা থাক্। হে নির্ম্মলবুদ্ধে আমাকে বরং জিজ্ঞাসা কর—'ব্রহ্মচিন্তা কি প্রকারে স্থৈর্য্যলাভ করে'; 'কি প্রকারে ব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়;' 'আত্মানন্দ কিরূপ আকার ধারণ করে,' 'কিপ্রকার অনুক্রমে, মন, কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।'

তর্ককরা ত দূরের কথা, আমার পক্ষে বাক্সংযমই অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

> জিহ্বে দেবি গৃহাণ মৌনমধুনা ভূয়স্ত্বয়া জল্পিতম্
> প্রত্যগ্বস্তুনি নিষ্ঠিতা যদি মতিস্তৎ কিং প্রলাপাস্তব।
> স্বচ্ছন্দোপরমামৃতাব্ধিলহরী লাবণ্যলগ্নে হৃদি,
> প্রায়ঃ কর্কশতাং গতাসি কুটিলে, তস্মান্নমে রোচসে। ২৭

অন্বয়—হে দেবি জিহ্ব, অধুনা মৌনং গৃহাণ, ত্বয়া ভূয়ঃ জল্পিতম্। মতিঃ যদি প্রত্যগ্বস্তুনি নিষ্ঠিতা, তৎ (তস্মাৎ) তব প্রলাপাঃ কিম্ (কিম্প্রয়োজনাঃ)? হৃদি স্বচ্ছন্দোপরমামৃতাব্ধিলহরীলাবণ্যলগ্নে (সতি), হে কুটিলে, (ত্বং) প্রায়ঃ কর্কশতাং গতা অসি; তস্মাৎ মে ন রোচসে।

হে বাগ্রূপে দেবি রসনে, তুমি এখন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর, তুমি (এতদিন ধরিয়া) বিস্তর বকিয়াছ। বুদ্ধি, যখন নির্ব্বিকার সাক্ষি-চৈতন্যে সহজপ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছে, তখন তোমার বৃথাভাষণে আর প্রয়োজন কি? অন্তঃকরণ স্বাভাবিকচিত্তলয়রূপ সুখসাগরের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপ তরঙ্গের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়াতে, হে কুটিলে (দুঃখদায়িকে) তোমাকে সাতিশয় কর্কশ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইহেতু তোমাকে আর ভাল লাগিতেছে না। (তুমি চুপ কর)।

ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ অনুভব হইলে, সমস্ত কর্ম্মে, উপাসনায়, ও তাঁহাদের ফলে, অনাদর আসিয়া পড়ে; কেননা সেই সেই ফল সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়:—

সম্পূর্ণংজগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্ব্বৈব স্থিতিরস্য মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥ ২৮

অন্বয়—পরে ব্রহ্মণি দৃষ্টে সতি, সম্পূর্ণং জগৎ এব নন্দনবনং (ভবতি), সর্ব্বে (দ্রুমাঃ) অপি কল্পদ্রুমাঃ, সমস্তবারিনিচয়াঃ গাঙ্গং বারি, সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ পুণ্যাঃ, প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ বাচঃ শ্রুতিগিরঃ, মেদিনী বারাণসী, (ভবন্তি); অস্য সর্ব্বা এব স্থিতিঃ মুক্তিপদবী (ভবতি)।

যিনি আত্মায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমস্ত বিশ্বই নন্দনবন। (স্বর্গস্থিত নন্দনবনপ্রাপ্তির জন্য, জ্ঞানীর কর্ম্মোপাসনাদির অপেক্ষা নাই), যেহেতু, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ (সকল দেহেই তিনি চরমানন্দদাতা চৈতন্যের স্ফুরণ দেখিতে পান, তাহাই সকল তৃষ্ণানিবর্ত্তক কল্পবৃক্ষ; যযাতি বলিয়াছিলেন, স্বর্গভোগসুখ তৃষ্ণাক্ষয়সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে)। সকল জলরাশিই গঙ্গাজল; (কারণ

সেই 'সূরি' সর্ব্বত্রই 'বিষ্ণুর পরমপদ' দর্শন করেন যাহা হইতে জ্ঞান-গঙ্গা বিনিঃসৃতা)। তাঁহার সমস্তকর্ম্মই পুণ্যকর্ম্ম (মহানারায়ণোপনিষদের ৮০ তম অনুবাকে, যোগীর ব্যবহার সমূহ এবং তাঁহার জীবন-ধারণকালসমূহ জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের অঙ্গীভূত ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। *) তাঁহার বচন, সংস্কৃতভাষাতেই হউক, অথবা লৌকিক ভাষাতেই হউক, বেদবাণী, (অর্থাৎ তাঁহার সকল বচনই জ্ঞানের সাধক)। সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার কাশী (কেননা কথিত আছে—"যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা। যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥" যেখানেই, বা যেপ্রকারেই জ্ঞানীর দেহত্যাগ হউক না, ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান)। † তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে অথবা সমাধিতে থাকুন না কেন, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার স্থিতি মোক্ষরূপা স্থিতি।

পূর্ব্বে 'লয়যোগের' দ্বিতীয় শ্লোকে (১৩৫ পৃষ্ঠায়) উক্ত হইয়াছে যে লয়যোগ অসংখ্য প্রকার। সেই লয়যোগের অভ্যাসে প্রভূত পরিশ্রমের প্রয়োজন। জীব স্বল্পায়ু। কিন্তু এইরূপ বিচার করিলে সেই পরিশ্রমের লাঘব হইবে।

ওতং প্রোতমিদং বিচিত্রমখিলং যস্মিঞ্জগদ্বর্ত্ততে
যত্রোদেতি বিলীয়তে পুনরিদং তোয়ে তরঙ্গাদিবৎ।
তচ্চেতো ময়ি লীয়তে প্রতিদিনং ময্যেব তজ্জায়তে
মহ্যং তর্হি বদন্তু হে লয়বিদঃ সোঽহং তু লীয়ে ক্ব নু॥ ২৯

অন্বয়—বিচিত্রম্ অখিলম্ ইদং জগৎ যস্মিন্ (মনসি) ওতং প্রোতং

---

* 'জীবন্মুক্তিবিবেকে'র মৎকৃত বঙ্গানুবাদে ৩৩৭—৩৪২ পৃষ্ঠায়, তাহার ব্যাখ্যা আছে।

† 'জীবন্মুক্তিবিবেকে'র মৎকৃত বঙ্গানুবাদে ১১০ পৃষ্ঠায় সবিশেষ ব্যাখ্যা আছে।

বর্ত্ততে, যত্র (যস্মিন্ চেতসি উদিতে সতি) ইদং (জগৎ) উদেতি, পুনঃ (যত্র বিলীনে সতি ইদং) তোয়ে তরঙ্গাদিবৎ বিলীয়তে, তৎ চেতঃ প্রতিদিনং ময়ি লীয়তে, ময়ি এব তৎ জায়তে, তর্হি, হে লয়বিদঃ, সঃ অহং তু ক স্ম লীয়ে (ইতি) বদন্তু।

এই বিচিত্ররূপ সমগ্র সংসার, যে মনে, কাপড়ে "টানা" "পড়েন" সূতার মত বিদ্যমান, (বস্ত্রের উপাদান তুলার মত, যে মন, সঙ্কল্পবিকল্প রূপে সংসারের উপাদান); যে মন জাগ্রতাদিকালে উদিত থাকিলে, এই সংসার তাহাতে উদিত থাকে ; সুষুপ্তিকালে, যে মন বিলীন হইলে, এই সংসার, জলে তরঙ্গফেনাদির ন্যায়, বিলীন হইয়া যায় ; সেই মন প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে, প্রতিপলে, (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) এই আত্মায় লীন হইতেছে, এবং সেইরূপ আবার, এই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; সেই হেতু হে লয়বিদ্‌গণ, আপনারা বলুন দেখি, সেই মনের লয়াদির আধারস্বরূপ এই আত্মা, আবার কোন্ আধারে লীন হইবে ? [মনই সঙ্কল্পবিকল্প-রূপে সমগ্র সংসার, আত্মাই সেই মনের আধার এবং সঙ্কল্পবিকল্পের আলম্বনভূত বস্তুসমূহ মিথ্যা, ইহা জানিয়া সঙ্কল্পাদি বর্জ্জন করিলে, আত্মলাভ হয়, এবং লয়যোগের প্রভূত পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।]

কিন্তু প্রপঞ্চপ্রতীতির ত নিবৃত্তি নাই, দেখা যায় ; তাহা হইলে, সর্ব্বদা স্বাত্মস্ফূর্ত্তিরূপ সমাধি কি প্রকারে হইতে পারে ? এবং তাহা না হইলে 'জীবন্মুক্তি' ত' অসম্ভব। তদুত্তরে, রূপকে বলিতেছেন :—

বালা শ্বশ্রূজননিয়মিতা দেহলীদত্তদৃষ্টি
দীর্ঘং চক্ষুঃ কিরতি বদনে যৌবনালঙ্কৃতস্য।

যুক্তস্যৈবং ন চলতি ততো ভ্রূতটে দত্তদৃষ্টে
শ্চেতোবৃত্তিঃ স্ফুরতি পুরুষে মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসে॥ ৩০

অন্বয়—শ্বশ্রূজননিয়মিতা বালা দেহলীদত্তদৃষ্টিঃ (সতী) যৌবনালঙ্কৃতস্য পুরুষস্য বদনে দীর্ঘং চক্ষুঃ কিরতি। ততঃ ভ্রূতটে দত্তদৃষ্টেঃ (অতএব) এবং যুক্তস্য (পুরুষস্য) (সম্বন্ধিনী) চেতোবৃত্তিঃ ন চলতি (কিন্তু) মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসে তস্মিন্ পুরুষে স্ফুরতি। *

শাশুড়ী, ননদ, শ্বশুর প্রভৃতির দৃষ্টিপথে, গৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়াও, (চঞ্চলচিত্তা) যুবতী, দ্বারের চৌকাটে দৃষ্টি করিবার ছলে (তথায় দীপাদি সংস্কার প্রভৃতি কোন গৃহকর্ম্মের ছলে) দূরবর্ত্তী রূপযৌবনসম্পন্ন পুরুষের মুখে দৃষ্টিপাত করে। যাহার মুখমণ্ডলে যুবতীর দৃষ্টি পড়িল, সে সেই দৃষ্টির প্রভাবে স্থিরীকৃত হইলে, যুবতীর চিত্তবৃত্তি তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ, সাধকের চিত্তবৃত্তিও প্রতীতপ্রপঞ্চকে বঞ্চনা করিয়া, মোক্ষসৌন্দর্য্যের আশ্রয় পরমপুরুষে পরমাত্মায় আবদ্ধ হইয়া যায়।

সেই পরমাত্মা, বুদ্ধির দ্বারা অপ্রমেয় ও বাক্যের অগোচর।

পর্য্যন্তরহিতস্য যস্য মহতী গম্ভীরতা তাদৃশী
মগ্না যত্র বিভান্তি নো অগণিতা ব্রহ্মাণ্ডমৃৎপিণ্ডিকাঃ।
যাদৃক্তস্য চিদর্ণবস্য স্বরসো যাদৃক্ স্বরূপং মহ
তৎকস্মৈ কথয়ামি কস্য বিষয়ঃ কো বাস্য বক্তা ভবেৎ॥ ৩১

অন্বয়—যস্য পর্য্যন্তরহিতস্য চিদর্ণবস্য মহতী তাদৃশী গম্ভীরতা (অস্তি),

---

*এই শ্লোকটি বাসিষ্ঠ রামায়ণের—
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥
এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

যত্র অগণিতাঃ ব্রহ্মাণ্ডমৃৎপিণ্ডিকাঃ মগ্নাঃ (সত্যঃ) ন বিভান্তি, তস্য (চিদর্ণবস্য) যাদৃক্ সুরসঃ, যাদৃক্ মহৎ স্বরূপম্, তৎ কস্মৈ কথয়ামি, (সঃ সুরসঃ) কস্য (বচনস্য, শ্রোতুঃ বা) বিষয়ঃ, কঃ বা অস্য বক্তা ভবেৎ?

সেই (বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ) চৈতন্যসমুদ্র এতই অগাধ, যে তাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড মগ্ন থাকিয়া, প্রতীতই হয় না। সেই চৈতন্যসমুদ্রের আনন্দসলিল যে প্রকার সুখদ, তাহার রূপ যে প্রকার বৃহৎ, তাহা আমি কাহাকেই বা বলি, সেই সুরসের কথা কেই বা বুঝিবে, আর কেই বা তাহার বক্তা হইবে?

ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা সেই স্বরূপের স্ফুরণজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটেই বলা যাইতে পারে।

আখ্যাস্যামি রমাবরস্য পুরতো গৌরীবরস্যাথবা,
শব্দব্রহ্মময়ীবরস্য পুরতস্ত্বমস্য কস্যাপি ন।
প্রহ্লাদপ্রবণং প্রকাশপরমং সম্বেদিতং সংবিদা,
শান্তে চেতসি যৎ কুতূহলময়ে নির্জিহ্মমুজ্জৃম্ভিতম্॥৩২

অন্বয়—কুতূহলময়ে শান্তে চেতসি যৎ সংবিদা সংবেদিতম্ (অতএব) নির্জিহ্মম্ উজ্জৃম্ভিতম্, (অতএব) প্রকাশপরমং প্রহ্লাদপ্রবণং তৎ, রমাবরস্য অথবা গৌরীবরস্য পুরতঃ, অথবা শব্দব্রহ্মময়ীবরস্য পুরতঃ আখ্যাস্যামি, অন্যস্য কস্য অপি (পুরতঃ) ন (আখ্যাস্যামি)।

ব্রহ্মানুভবসুখ কি প্রকার, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমার মন যখন সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া রহিল, তখন, জ্ঞান তাহাতে যাহা (অঙ্কিত করিয়া) জানাইয়া দিল, সর্ব্বমায়াবরণবিনির্ম্মুক্ত সুস্পষ্ট, প্রকাশবহুল, (সরিৎপতি সমুদ্রের ন্যায়) সকল

বিষয়ানন্দনদীর আশ্রয়, সেই বস্তুর কথা আমি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর নিকট, কিম্বা গৌরীপতি শম্ভুর নিকট, কিম্বা গায়ত্রীপতি ব্রহ্মার নিকট, বলিব; (সেই অনুভবিগণের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা বুঝিবেন এবং আমারও তদ্বর্ণনে আনন্দানুভব হইবে), অন্য কোনও অনুভবহীনের নিকট আমি বলিব না, (কেননা, তাহার ফলে অসহনজনিত উপহাস বা ঈর্ষ্যাদিই অনিবার্য্য)।

সম্পূর্ণরূপে মায়াবরণবিনির্ম্মুক্ত আত্মস্বরূপের জ্ঞান না হইলে, অন্য সাধন দ্বারা যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা প্রতিকূলবৃত্তির দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, স্থির থাকে না। এই কথাই বলিতেছেন :—

> তৃষ্ণাভির্গলিতং ক্ষমাভিরুদিতং প্রজ্ঞাভিরুন্মীলিতম্
> মোহৈরস্তমিতং ভ্রমৈঃ প্রচলিতং দ্বন্দ্বৈশ্চ দূরং গতম্।
> বোধৈরুল্লসিতং সুখৈর্বিলসিতং সন্মীলিতং সংশয়ৈঃ
> স্বং ধাম স্ফুরিতং যদৈব মুনিনা নির্মায়মালোকিতম্॥ ৫৩

অন্বয়—স্বং ধাম ক্ষমাভিঃ উদিতং সৎ, তৃষ্ণাভিঃ গলিতম্ (ইব) জায়তে, (কদাপি) প্রজ্ঞাভিঃ উন্মীলিতং (সৎ), মোহৈঃ অস্তমিতং, ভ্রমৈঃ প্রচলিতং, দ্বন্দ্বৈঃ চ দূরং গতম্ (ইব প্রতীয়তে); (কদাপি) বোধৈঃ উল্লসিতং, সুখৈঃ বিলসিতং (সৎ), সংশয়ৈঃ সন্মীলিতম্ ইব জায়তে, (কিন্তু), যদা এব মুনিনা (তৎ স্বং ধাম) নির্মায়ম্ আলোকিতং (তদা এব) স্ফুরিতম্।

তুল্যভাবে সুখদুঃখসহনরূপ বৃত্তির সাধনায়, কখন বোধ হইল, এই আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ যেন প্রকটিত হইল; পরেই আবার বিষয়ভোগ-

বাসনারূপ বৃত্তির বেগে নিভিয়া গেল; কখন বা বিবেকরূপ বৃত্তির সাহায্যে অজ্ঞানতিমির তিরোহিত করিয়া, প্রকাশমান হইল, পরেই, আবার বিষয়াসক্তিরূপ অজ্ঞানবৃত্তির দ্বারা বিলুপ্ত হইল, বা ভ্রান্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা বিক্ষিপ্তের ন্যায় প্রতীত হইল, কিম্বা সুখদুঃখাকার বৃত্তির দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল; পরে আবার জ্ঞানরূপ বৃত্তির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আনন্দাকার বৃত্তির দ্বারা শোভায়মান হইল, পরেই আবার সন্দেহরূপ বৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। (অন্তঃকরণের অনুকূল প্রতিকূল বিকারে আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছিল;) পরে যখন মননশীল সাধক, মায়ার অপবাদ করিয়া, শুদ্ধরূপ আত্মস্বরূপ দর্শন করিলেন, তখনই যথার্থ আত্ম-প্রকাশ ঘটিল। ভাবার্থ এই,—মায়ার নিষেধ করিয়া যখন 'কেবল'—আত্মপ্রকাশ ঘটে, বেদান্তমহাবাক্য হইতে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অপরোক্ষভাবে জন্মে, তখন মায়ার লয় হওয়াতে, প্রারব্ধসমানীত অনুকূল প্রতিকূল বৃত্তির দ্বারা আত্মপ্রকাশ আর আচ্ছাদিত হয় না।

জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ, ছায়ার সহিত যুদ্ধের ন্যায় নিরর্থক জানিতে পারিয়া, সিদ্ধ বিস্ময়াপন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে পরমব্রহ্মে লীন হইয়া যান।

পূর্ব্বংনাম কিমন্তরং সমভবদ্যন্নেদমালোকিতম্
কিংবা কারণমস্তি জাতমধুনা যেনেদমালোক্যতে।
ইত্থং বিস্ময়বন্মনো হি বিদুষাং বিজ্ঞাননিদ্রাঘনে
তত্রানন্দবনে মুনীন্দ্রসদনে লীনং পরব্রহ্মণি ॥ ৩৪

অন্বয়—যৎ (যতঃ কারণাৎ) ইদং ন আলোকিতম্, পূর্ব্বং নাম (ইতি প্রসিদ্ধৌ) (তাদৃশং) অন্তরং (অন্তরায়ঃ) কিং সমভবৎ? (ন, কিমপি)।

অধুনা, যেন (কারণেন) ইদম্ আলোক্যতে, (তাদৃশম্) কারণম্ কিং বা জাতম্ (অস্তি) ? (ন কিমপি)। বিস্ময়বৎ হি (সৎ), বিদুষাং মনঃ বিজ্ঞান-নিদ্রাঘনে আনন্দঘনে, (অতঃ এব) মুনীন্দ্রসদনে তত্র পরব্রহ্মণি লীনং (ভবতি)।

এই আত্মজ্যোতিঃর' দর্শনলাভ যে ঘটে নাই, পূর্ব্বে এতদিন ধরিয়া, কি অন্তরায় ছিল ? (উত্তর—কিছুই নহে, কারণ যে, অজ্ঞান, আত্ম-জ্যোতিঃর আবরক ছিল, আত্মা হইতে ত' তাহার ভিন্ন সত্তা নাই ; আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল, বলিতে হইবে। এদিকে আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ ; সূর্য্যে অন্ধকারের ন্যায়, স্বপ্রকাশ আত্মায়, অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। তাহা হইলে, কারণ ত' কিছুই পাওয়া গেল না।) এখন যে কারণে (প্রত্যক্ষপরোক্ষাদিরহিত) এই আত্মজ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ কারণ কি বা উৎপন্ন হইয়াছে ? (উত্তর—কিছুই নহে ; যদি বল, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া আত্মদর্শন ঘটাইল, তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই জ্ঞানের আধার কি ? যদি বল অজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানেরও আধার আত্মা; তবে বলি, 'স্বপ্রকাশ' আত্মার প্রকাশে, জ্ঞানের আবশ্যকতা কি ? কিছুই নাই। এদিকেও কোন কারণ পাওয়া গেল না।) এই প্রকার বিস্ময়াপন্ন হইয়াই, জ্ঞানীদিগের মন প্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপ নিবিড় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, মুনীন্দ্রগণলভ্য আনন্দঘন পঞ্চম্যাদি ভূমিকায় সমারূঢ় হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

'বিজ্ঞাননিদ্রাঘনে'—বিগত হইয়াছে জ্ঞান—জগদ্বিষয়ক বোধ, যাহা হইতে, এইরূপ যে নিদ্রা—সংসারপ্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপ সামান্য চৈতন্য, তদ্দ্বারা নিবিড়—বিচ্ছেদরহিত, এইরূপ যে পরব্রহ্ম। 'আনন্দঘনে'—জগদ্গত সর্ব্বসুখের অরণ্যস্বরূপ, যে পরব্রহ্ম, তাহাতে। 'মুনীন্দ্রসদনে'—প্রথম হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত যে কোন ভূমিকায় সমারূঢ়কে 'সাধক'

ও চতুর্থভূমিকাসমারূঢ় সিদ্ধকে 'মুনি' বলা হয়। তদূর্দ্ধ ভূমিকায় সমারূঢ় সিদ্ধ, 'মুনীন্দ্র'। তাঁহার সদন বা মন্দির স্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তাহাতে।

জ্ঞানী, আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনার কৃতকৃত্যতা বর্ণনা করিতেছেন :—

শুদ্ধে বোধে স্ফুরতি পরিতঃ ক্ষালিতা বাসনাঙ্কাঃ
ক্ষীণং চিত্তং বিরতি রুদিতা কর্ম্মপাশা বিশীর্ণাঃ।
ভগ্নো ভেদঃ সুখমধিগতং কল্পনা দূরমুক্তা
দৃষ্টে তত্ত্বে করবদরবন্নাস্তি কর্ত্তব্যশেষঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—শুদ্ধে বোধে পরিতঃ স্ফুরতি (সতি), তত্ত্বে করবদরবৎ দৃষ্টে সতি, (মম) কর্ত্তব্যশেষঃ নাস্তি; (যতঃ) বাসনাঙ্কাঃ ক্ষালিতাঃ, চিত্তং ক্ষীণং, বিরতিঃ উদিতা, কর্ম্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ, ভেদঃ ভগ্নঃ, সুখম্ অধিগতম্, কল্পনা দূরমুক্তা।

জ্ঞেয়রূপ বিষয় এবং তদুপাদান অজ্ঞান নিরস্ত হইয়া যাওয়াতে, বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্ব্বত্র স্ফুরণ হইতেছে। (সেইরূপ স্ফুরণ বশতঃ আপনাকে, আরোপিত জীব, ঈশ্বর ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে অনুভব করিতেছি, এবং অনারোপিতস্বরূপ আত্মায়) করস্থিত বদরীফলের ন্যায় সাক্ষাদ্ভাবে, অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ অনুভূত হওয়াতে, আমার কিছুই কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই (আমি 'প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য' * হইয়াছি)। যেহেতু, বিষয়সমূহের মিথ্যাত্বনিশ্চয় হওয়াতে, আমার চিত্ত হইতে বাসনার চিহ্ন সকল বিধৌত হইয়া গিয়াছে, আমার বাসনাক্ষয়-সাধনের প্রয়োজন নাই। † চিত্ত নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, (প্রতীত হইলেও

---

*জীবন্মুক্তি বিবেকের মৎকৃত অনুবাদের ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† জীবন্মুক্তি বিবেকের মৎকৃত অনুবাদের ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে), মনোনাশের জন্য যোগাদিসাধনের প্রয়োজন নাই; সকল বিষয়ে বিরসতা উৎপন্ন হওয়াতে, বৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই; কর্ম্মপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে সন্ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই; ভেদ বিলুপ্ত হওয়াতে, দ্বৈতনিরাসেরও প্রয়োজন নাই; সকল সুখ, ব্রহ্মসুখের অন্তর্ভূত বলিয়া, এবং সেই সুখ পাইয়াছি, বলিয়া, সুখসাধনের প্রয়োজন নাই; কল্পনাকে—আত্মায় অনাত্মারোপবুদ্ধিকে—দূরে ফেলিয়া দিয়াছি বলিয়া, কল্পনাত্যাগের প্রয়োজন নাই।

৬৬। নরহরিষট্‌কম্‌।

নাম্নৈব নো নরহরের্হি বিদীর্য্যতেঽসৌ
দুষ্টো হিরণ্যকশিপুর্নিতরাং বলিষ্ঠঃ।
তস্মাত্ত্বয়া নৃহরিরূপধরেণ চিত্ত
মোহো হিরণ্যকশিপুস্তু বিদারণীয়ঃ॥ ১

অন্বয়—নিতরাং বলিষ্ঠঃ দুষ্টঃ অসৌ হিরণ্যকশিপুঃ নরহরেঃ নাম্না এব নো হি বিদীর্য্যতে। তস্মাৎ (হে) চিত্ত, নৃহরিরূপধরেণ ত্বয়া তু মোহঃ হিরণ্যকশিপুঃ বিদারণীয়ঃ।

গ্রন্থকার নরহরি আপনার চিত্তকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আত্মনামগর্ব্ব পরিহারের উপদেশ দিতেছেন—হে চিত্ত (তুমি 'নরহরি' নাম পাইয়াছ; অতএব মনে করিও না, তদ্দ্বারাই তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ।) মহা বলবান্ অধর্ম্মনিরত সেই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ মোহ-হিরণ্যকশিপু কেবল

তোমার 'নরহরি'-নামধারণহেতু, কথনই বিদীর্ণ হইবে না। সেইহেতু, ভগবান্‌ বিষ্ণু যেমন নরসিংহমূর্ত্তি ধরিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ, বিচার ও অসঙ্গতার বিপুলবিক্রমে সংসারমোহকে বিনষ্ট করিয়া ফেল।

"বীতরাগানন্দা"দি নাম ধারণ করিলেই, সংসারসঙ্কলন নিবৃত্ত হয় না।

> ইন্দ্রস্য রাজ্যমপি সম্প্রতিলভ্য লুব্ধ
> স্তৃষ্ণাময়ো নিজরিপু র্ন জগাম তৃপ্তিম্‌।
> অস্যাধুনা প্রলয় এব হিতং মমেতি
> প্রজ্ঞাত্মনা নৃহরিণা প্রলয়ং প্রণীতঃ ॥ ২

অন্বয়—লুব্ধঃ তৃষ্ণাময়ঃ নিজরিপুঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) ইন্দ্রস্য রাজ্যং প্রতিলভ্য অপি তৃপ্তিং ন জগাম ; অধুনা অস্য প্রলয়ঃ এব মম হিতম্‌ ইতি প্রজ্ঞাত্মনা নৃহরিণা (সঃ) প্রলয়ং প্রণীতঃ।

'আমারই আশ্রিত মোহরূপী এই হিরণ্যকশিপু শত্রু সাতিশয় লুব্ধ, যেহেতু সে অতৃপ্ত ভোগবাসনা দ্বারা নির্ম্মিত ; সে ইন্দ্রের ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ করিয়াও, তৃপ্তিলাভ করিল না—ক্ষান্ত হইল না। এক্ষণে তাহাকে সমূলে বিনষ্ট না করিলে, আমার (বিশ্বের) কল্যাণ নাই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্‌ নরসিংহ সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, তাহাকে সমূলে বিনাশ করিলেন।

আত্মা, মোহ ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই সত্তাপ্রদ। স্বরূপসুখলাভের ইচ্ছা হইলে, আত্মায় অনন্ততৃষ্ণাজনক মোহাবরণ থাকিতে, সেই সুখপ্রাপ্তির আশা নাই।

বক্ষো হিরণ্যকশিপোঃ কিল বজ্রসারং
শস্ত্রাণি তত্র সকলান্যপি কুণ্ঠিতানি।
তাদৃক্‌পুনস্তব নখৈর্নৃহরে বিদীর্ণ
মত্যদ্ভুতো ভবত এষ নখপ্রভাবঃ॥ ৩

অন্বয়—হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃ বজ্রসারং কিল; (যতঃ) সকলানি অপি শস্ত্রাণি তত্র কুণ্ঠিতানি। তাদৃক্ (বক্ষঃ) পুনঃ তব নখৈঃ বিদীর্ণম্। (হে) নৃহরে, ভবতঃ এষঃ নখপ্রভাবঃ অত্যদ্ভুতঃ।

হিরণ্যকশিপুর বক্ষ নিঃসন্দেহ বজ্রসদৃশ দৃঢ়। কেননা সকল অস্ত্রই তাহাকে বিদীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া যায়। সেই সুদৃঢ় বক্ষ আবার তোমার নখরাঘাতে বিদীর্ণ হইল। হে নরহরি, তোমার এই নখরশক্তি অত্যদ্ভুত।

অশেষ শাস্ত্রবাক্য যে মোহকে বিদীর্ণ করিতে অক্ষম, হে নৃসিংহ, তোমার মহাবাক্যরূপ হস্তচতুষ্টয়ের অক্ষরার্থরূপ নখররাজি তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়। মহাবাক্যার্থ এতই অদ্ভুত।

অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়ং হৃদয়াগ্রসংস্থং
তেজোময়োঽরিমনয়ন্নৃহরিস্তমন্তম্।
কষ্টং সমস্তমপি নষ্টদশাং প্রযাতং
প্রহ্লাদ এব পরমং মহিমানমাপ॥ ৪

অন্বয়—তেজোময়ঃ নৃহরিঃ অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়ং তম্ অরিং হৃদয়াগ্রসংস্থং (কৃত্বা) অন্তম্ অনয়ৎ। সমস্তং কষ্টম্ অপি নষ্টদশাং প্রযাতম্। প্রহ্লাদঃ এব পরমং মহিমানম্ আপ।

যে আত্মাকে অধিষ্ঠানরূপে পাইয়া, অহঙ্কারাদি সমস্ত জগৎ, প্রকাশমান হয়, সেই অধিষ্ঠানকে বিস্মৃত হইয়া, মোহরূপী হিরণ্যকশিপু অধ্যস্ত জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহারই আধিপত্যলাভে অতিগর্ব্বিতহৃদয় হইয়াছিল। (ইহাই 'অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়:' বিশেষণের অর্থ)। সেই (স্বরূপাবরক মোহরূপী) হিরণ্যকশিপু শত্রুকে, (ক্রোড়ে পাতিয়া) স্বহৃদয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, ক্রোধদীপ্ত নরসিংহমূর্ত্তিধারী শ্রীবিষ্ণু, তাহাকে বিনাশ করিলেন। তাহার বিনাশে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইল, এবং প্রহ্লাদই সকল সুরাসুরপূজ্যতা লাভ করিলেন।

নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মদেব স্বরূপাবরক মোহের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকটন করিয়া, তাহার বিনাশসাধন করিলে, সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং জীবাত্মা আপনার আনন্দরূপতা উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইহেতু গ্রন্থকার আপনাকে বলিতেছেন—হে নরহরি, 'তুমি এইরূপে মোহের বিনাশ করিয়া, পরমানন্দস্বরূপ জীবাত্মাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।'

নান্তস্তু নাপি চ বহির্ন দিবা ন রাত্রৌ
নাদ্রেণ শুষ্কবপুষা চ ন মার্য্যতে যঃ।
নায়ং নরেণ ন মৃগেণ নিপাতনীয়
স্তাদৃগ্রিপুং নরহরির্হতবান্বিচিত্রম্‌॥ ৫

অন্বয়—যঃ অয়ং ন তু অন্তঃ, ন অপি চ বহিঃ, ন দিবা, ন রাত্রৌ, ন আদ্রেণ, ন চ শুষ্কবপুষা (অস্ত্রেণ,) মার্য্যতে, ন নরেণ ন মৃগেণ নিপাতনীয়ঃ, নরহরিঃ তাদৃগ্রিপুং হতবান্‌, ইতি বিচিত্রম্‌।

[গ্রন্থকার মনকে বলিতেছেন, 'তুমি প্রকৃত নরহরি হইয়াই মোহরূপী হিরণ্যকশিপুকে বধ কর; তাহাতে এইরূপ ভাবিও না যে পুরাণবর্ণিত

হিরণ্যকশিপু, যেমন ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোনও মনুষ্য বা পশু, অন্তর্দেশে বা বহির্দেশে, দিবসে বা রাত্রিতে, আর্দ্র অথবা শুষ্ক অস্ত্রদ্বারা, বধ করিতে পারিবে না, এই মোহ-হিরণ্যকশিপুতে সেই সকল লক্ষণ কোথায়, যে তাহাকে বধ করিয়া আমি প্রকৃত নরসিংহ হইব?] এই যে হিরণ্যকশিপু, গৃহাভ্যন্তরে অথবা বাহিরে, রাত্রিতে অথবা দিবাভাগে, আর্দ্র অথবা শুষ্ক অস্ত্র দ্বারা অবধ্য ছিল, এবং মনুষ্যদ্বারা কিম্বা পশুদ্বারা অবিনাশ্য ছিল, নরসিংহ সেইরূপ শত্রুকে বধ করিয়া অলৌকিক লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, (মোহবধে সেই বিচিত্রতার অবসর কোথায়?) (উত্তর—প্রশ্নমধ্যেই উত্তর সূচিত আছে; সংসার-মোহও হিরণ্যকশিপুর ন্যায় লব্ধবর দৈত্য। কেননা, তাহাকে কেবল জপধ্যানাদি দ্বারা অন্তর্দেশে বিনাশ করা অসাধ্য; আবার স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বহির্দেশেও বধ করা দুর্ঘট; কেবল লোকব্যবহারপালনরূপ দিবসে অথবা বাহ্যবৃত্তির উপসংহার পূর্ব্বক সমাধির অনুষ্ঠানরূপ নিশায়ও, তাহাকে বধ করা যায় না; তাহাতেও বীজরূপে থাকিয়া যায়। কেবল প্রেমার্দ্র উপাসনা দ্বারা, অথবা শুষ্কজ্ঞান দ্বারা মোহের অবসান অসাধ্য, কেননা প্রেমার্দ্র উপাসনা মোহেরই কার্য্যবিশেষ, তাহাতে মোহনিবর্ত্তক জ্ঞানাভাব; আবার শুষ্কজ্ঞানেও বিষয়ভোগপ্রবণতার আশঙ্কা। ('ন' রাতি বিষয়ানাদত্তে ইতি নরঃ') নরের বা কেবল বৈরাগ্যবানের দ্বারা অথবা বিষয়াসক্ত পশুদ্বারা, মোহবিনাশ অসম্ভব, কেননা প্রারব্ধভোগ অবশিষ্ট থাকিলে কেবল বৈরাগ্যেও বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী; বিষয়-ভোগাসক্তিতে ত' বিক্ষেপাভাবের সম্ভাবনাই নাই। এই হেতু নরসিংহ-অর্থাৎ যিনি লোকদৃষ্টিতে ব্যবহাররত 'নর' ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্ব্বদ্বৈতবিনাশশীল 'সিংহ', যিনি লোকব্যবহার ও সমাধি উভয়েই ব্যাপৃত,

ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েই আসক্ত, জীবভাব ও ব্রহ্মভাব এই উভয় ভাবাপন্ন, এইরূপ জীবন্মুক্ত নরসিংহই, সেই সংসারমোহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতে পারেন। মন, তুমি সেই নরসিংহ হইয়া জগতে বিচিত্র লীলা প্রকটন কর এবং জীবাত্মা-প্রহ্লাদকেও পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত কর।

সর্ব্বত্রৈব সদা স্থিতো নরহরির্যৎ স্থাবরে জঙ্গমে,
দৈবাদ্ব্যক্তিমুপাগতঃ পুনরসৌ পাষাণপিণ্ডেঽপি যৎ।
নাস্তিত্বং গমিতো হিরণ্যকশিপুস্তাদৃকপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ
তৎ সর্ব্বং কিল কৌতুকং নিজজনপ্রহ্লাদহেতোঃ কৃতম্‌॥ ৬

অন্বয়—স্থাবরে জঙ্গমে সর্ব্বত্র এব সদা স্থিতঃ নরহরিঃ (ইতি) যৎ, পুনঃ অসৌ দৈবাৎ পাষাণপিণ্ডে অপি ব্যক্তিম্‌ উপাগতঃ (ইতি যৎ) তেন তাদৃক্‌ প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ হিরণ্যকশিপুঃ নাস্তিত্বং গমিতঃ (ইতি) যৎ তৎ সর্ব্বং কৌতুকং কিল, নিজজনপ্রহ্লাদহেতোঃ কৃতম্‌।

[এই শ্লোকে গ্রন্থকার মনকে বলিতেছেন—'মন, যদি বল, নরহরি-লীলার প্রয়োজন কি? নরহরির স্বরূপ যে বিষ্ণু, তিনি ত' সর্ব্বত্রই বিরাজমান, হিরণ্যকশিপুতেও বিদ্যমান্‌। তাঁহার আবার পাষাণস্তম্ভে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু বধ করা কেন? অর্থাৎ ব্রহ্ম ত' সর্ব্বাধিষ্ঠান; মোহেরও অধিষ্ঠান, এইমাত্র জানিলেই, আয়াস স্বীকার করিয়া মোহ বিনাশের প্রয়োজন হয় না।' তদুত্তরে বলিতেছেন, হিরণ্যকশিপু বধ না করিলে প্রহ্লাদের স্বরূপপ্রতিষ্ঠালাভ হয় না; মোহ বিনাশ না করিলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপ জীবের বিদ্যানন্দলাভ ঘটে না। জীবের সচ্চিদ্রূপতা-সিদ্ধি পরোক্ষজ্ঞানেও হয়। সেইজন্যই ব্রহ্মের জীব সাজিয়া মোহবিনাশ-রূপ ক্রীড়াকৌতুকের অনুষ্ঠান। মন, তোমারও নরহরিরূপ ধরিয়া মোহবিনাশের প্রয়োজন আছে।]

সেই নরসিংহ, ব্রহ্মরূপে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্রই নিরন্তর বিদ্যমান্ বটেন এবং তিনি যে অকস্মাৎ পাষাণস্তম্ভে (পাঞ্চভৌতিক দেহে) আবির্ভূত হইয়া ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রপঞ্চের আশ্রয়ভূত হিরণ্যকশিপুর (বা সংসারমোহের) বিলোপসাধন করিলেন, ইহাও সত্য। তাঁহার এই সকল কৌতুকের অনুষ্ঠান, কেবল নিজজন প্রহ্লাদের জন্য অর্থাৎ জীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মানন্দোপভোগের জন্য। (মোহ থাকিলেও, জীব পরোক্ষভাবে আপনার সচ্চিদ্রূপতা জানিতে পারে বটে, কিন্তু অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্য নরসিংহবিক্রমে মোহবিনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য।)

জিত্বেন্দ্রিয়রিপুষট্কং হৃদি গায়তি বারষট্কং চেৎ।
এতন্নরহরিষট্কং বিকারষট্কং নিবারয়তি ॥ ৭

অন্বয়—ইন্দ্রিয়রিপুষট্কং জিত্বা (কশ্চিৎ) এতৎ নরহরিষট্কং হৃদি বারষট্কং গায়তি চেৎ, (তর্হি, এতৎ) বিকারষট্কং নিবারয়তি।

(মনকে লইয়া ছয়টি), ইন্দ্রিয়শত্রুকে জয় করিয়া অর্থাৎ "অজিহ্ব, ষণ্ঢক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ" ("জীবন্মুক্তিবিবেকের" মৎকৃত অনুবাদে ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,) হইয়া, জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়রূপে, চিদাত্মার লীলা-প্রতিপাদক এই ছয়টি শ্লোক, যদি কেহ হৃদয়ে গান করেন অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক ছয় বার পাঠ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ ও শোক এই ষড়ূর্ম্মি, অথবা ষাট্কৌশিক দেহধারণ, অথবা অস্তি, জায়তে ইত্যাদি ষড়্বিকার, নিবারিত হয়।

৬৭। উন্মত্তপ্রলাপশতকম্।

এই শতশ্লোকনিবদ্ধ প্রকরণে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা মূঢ় জনের নিকট বিরুদ্ধবচন বলিয়া প্রতীত হইবে। এই কারণে, এই শ্লোকগুলি প্রলাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, এগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

শুদ্ধবোধরসাস্বাদী প্রলপামি প্রমত্তবৎ।
তৎপ্রলাপনিগূঢ়ার্থং শোধয়ন্তু সতাং ধিয়ঃ॥ ১

অন্বয়—শুদ্ধবোধরসাস্বাদী (অহং) প্রমত্তবৎ প্রলপামি। সতাং ধিয়ঃ তৎপ্রলাপনিগূঢ়ার্থং শোধয়ন্তু।

আমি ত্রিপুটীরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মসুখানুভব করিয়া মাতালের ন্যায় বকিতেছি। শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্ন মুমুক্ষুগণের বুদ্ধি সেই প্রলাপের নিগূঢ়ার্থ বিচার করুন।

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহশ্চ মদমৎসরৌ।
সংসারতারকা যদ্বত্তথা তদ্বিবৃতিং শৃণু॥ ২

অন্বয়—কামঃ ক্রোধঃ চ, লোভঃ চ মোহঃ চ মদমৎসরৌ, যদ্বৎ (যথা), সংসারতারকাঃ (ভবন্তি), তথা তদ্বিবৃতিং শৃণু।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, (মোক্ষাদি ইষ্টলাভের ব্যাঘাতক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ)। ইহারা যে প্রকারে সংসারনিবৃত্তি করিতে—মোক্ষপ্রদান করিতে—সমর্থ হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিশ্রান্তিসুন্দরীসঙ্গরতিলাবণ্যলম্পটাঃ।
একান্তলীলাচতুরাঃ কামিনো মুক্তিগামিনঃ॥ ৩

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন; শেষে 'ভবন্তি' উহ্য।

বিশ্রান্তি সুন্দরীর সঙ্গলাভে, তাহার সহিত রতিক্রীড়ায়, ও তাহার সৌন্দর্য্যে, একান্ত মুগ্ধ, এবং নির্জ্জনে ক্রীড়ানিপুণ, কামুকগণই মুক্তিলাভে অধিকারী।

অভিপ্রায় এই—সমস্ত বিক্ষেপবর্জ্জন করিলে, যাহাকে লাভ করিতে পারা যায়, সেই জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকাররূপা প্রমাবৃত্তির লাভে, তাহার আবৃত্তিতে, ও তাহার সুখস্পর্শে, যিনি একান্ত আসক্ত এবং বিজন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দ্বৈতনিষেধদ্বারা সহজসমাধিকুশল, ঐইরূপ ব্রহ্মসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণই মুক্তির অধিকারী।

যদ্বলান্মোহদৈত্যস্য যোগী নরহরিঃ স্বয়ম্।
বক্ষো বিদারয়াঞ্চক্রে স ক্রোধো মুক্তিসাধনম্॥৪

অন্বয়—যদ্বলাৎ যোগী স্বয়ং নরহরিঃ ভূত্বা মোহদৈত্যস্য বক্ষঃ বিদারয়াঞ্চক্রে সঃ ক্রোধঃ মুক্তিসাধনং (ভবতি)।

যে ক্রোধের আশ্রয় হইয়া যোগী, সাক্ষাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি ধরিয়া, মোহ নামক হিরণ্যকশিপু দৈত্যের হৃদয় বিদারণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধ মুক্তির সাধন।

"নরহরিঃ"—শব্দে, স্বয়ং গ্রন্থকারকে অথবা যে যোগী ব্যবহারদৃষ্টিতে 'নর' বা বৈরাগ্যাদি সম্পন্ন জীব, এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'হরি' বা সর্ব্ব-দ্বৈতহরণশীল ব্রহ্ম, তাঁহাকেও, বুঝাইতে পারে। "দৈত্যের হৃদয়"—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একের উপর অন্যের আরোপরূপ গ্রন্থি।

ভ্রূকুটীকুটিলং যস্য মুখমীক্ষিতুমক্ষমাঃ।
কামলোভাদয়ো ভাবা স দ্বেষী কেশবপ্রিয়ঃ॥৫

অন্বয়—কামলোভাদয়ঃ ভাবাঃ যস্য ভ্রুকুটীকুটিলং মুখম্ ঈক্ষিতুং অক্ষমাঃ ভবন্তি, সঃ দ্বেষী কেশবপ্রিয়ঃ (ভবতি)।

কাম, লোভ, প্রভৃতি চিত্তবিকার যাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল মুখের দিকে তাকাইতেও সমর্থ হয় না, (তাঁহাকে আক্রমণ করা দূরে থাক্), সেই বিদ্বেষপরায়ণ যোগী পরমাত্মার প্রিয়।

'ভ্রুকুটীকুটিল মুখং'—সঙ্কল্পবিকল্পবিনাশিকা চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপ প্রমাবৃত্তি।

শাশ্বতে সুপ্রসন্নানাং নশ্বরে ভ্রুকুটীভৃতাম্।
রাগদ্বেষবতাং তাত মুক্তিঃ করতলে স্থিতা ॥ ৬

অন্বয়—(হে) তাত, শাশ্বতে সুপ্রসন্নানাং নশ্বরে ভ্রুকুটীভৃতাং রাগদ্বেষবতাং করতলে মুক্তিঃ স্থিতা।

(রাগদ্বেষী লোকের মুক্তি দুর্লভ, কিন্তু) হে বৎস, যাঁহারা নিত্যবস্তুতে (ব্রহ্মে) একান্ত আসক্ত, এবং বিনাশশীল বস্তুর প্রতি বক্রদৃষ্টি ধারণ করেন,—বিরক্তি অনুভব করেন, এইরূপ রাগদ্বেষী লোকের করতলেই মুক্তি রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে ব্যগ্র হইতে হয় না, এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্তি দিতে পারেন।

মনঃ কাচমণিং দত্ত্বা জ্ঞানচিন্তামণিং মুনিঃ।
ক্রীণাতি যেন লোভেন স লোভো মুক্তিসাধনম্ ॥৭

অন্বয়—যেন লোভেন মুনিঃ মনঃকাচমণিং দত্ত্বা জ্ঞানচিন্তামণিং ক্রীণাতি, সঃ লোভঃ মুক্তিসাধনং ভবতি।

(লোভীর মুক্তি দুর্লভ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু) যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, জ্ঞানী কাচমণির ন্যায় তুচ্ছ মনের বিনিময়ে চিন্তামণিসদৃশ বহুমূল্য জীবব্রহ্মৈক্য বিষয়ক জ্ঞান ক্রয় করেন, সেই লোভ মুক্তির সাধন।

যেন বর্ণাশ্রমাচারদেহভোগধনাদিকম্।
বিস্মরন্তি চিতঃ প্রেম্না স মোহঃ পরমং পদম্॥ ৮

অন্বয়—যেন (মোহেন জনাঃ) বর্ণাশ্রমাচারদেহভোগধনাদিকং চিতঃ প্রেম্না বিস্মরন্তি, সঃ মোহঃ পরমং পদম্ (অস্তি)।

যে মোহে আবিদ্ধ হইয়া, লোকে চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মবস্তুর অনুরাগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের আচার, নিজ নিজ দেহ, এবং সেই সেই দেহের ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখসাধনভূত সকল বস্তুই ভুলিয়া যায়, সেই মোহই সেই কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মার স্বরূপ।

মত্তো নান্যৎপরং কিঞ্চিদহমেব মহেশ্বরঃ।
অহমেবোত্তম শ্চেতি মদো মুক্তিপ্রদো মতঃ॥ ৯

অন্বয়—মত্তঃ (৫মী) পরম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন (অস্তি), অহম্ এব মহেশ্বরঃ, অহম্ এব উত্তমঃ চ (ইতি এবংযঃ) মদঃ, (সঃ) মুক্তিপ্রদঃ মতঃ।

আমা হইতে—'অহং' পদের লক্ষ্য কূটস্থ চৈতন্য হইতে—শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সেই আমিই সর্ব্বজগৎসাক্ষী পরমাত্মা, এই হেতু আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, এই প্রকার মদ বা আপনাতে উৎকৃষ্টত্ব-বুদ্ধি, মোক্ষের সাধন।

দৃশ্যোৎকর্ষং ন সহতে জ্ঞানোৎকর্ষবলাত্তু যঃ।
স তু সম্বৎসরশতং জ্যেষ্ঠো নির্ম্মৎসরান্মুনেঃ॥ ১০

অন্বয়—যঃ জ্ঞানোৎকর্ষবলাৎ তু দৃশ্যোৎকর্ষং ন সহতে, সঃ তু নির্ম্মৎসরাৎ মুনেঃ সম্বৎসরশতং জ্যেষ্ঠঃ (ভবতি)।

যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা জীবব্রহ্মৈক্যবোধ লাভ করিয়া, তাহার বলে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আধিক্য বা জ্ঞানাভিভবশক্তি সহন করিতে পারেন না, তিনি, নির্মৎসর মুনি অপেক্ষা, যেন শত বৎসরের বড়।

ক্ষণং ন ক্ষমতে যস্তু বাহ্যস্ফুরণমক্ষমী।
তদ্বামচরণাঙ্গুষ্ঠে নিবদ্ধাঃ ক্ষমিণাং গুণাঃ॥ ১১

অন্বয়—যঃ তু অক্ষমী বাহ্যস্ফুরণং ক্ষণং ন ক্ষমতে, ক্ষমিণাং গুণাঃ তদ্বামচরণাঙ্গুষ্ঠে নিবদ্ধাঃ।

(ক্ষমাহীন ব্যক্তি, শাস্ত্রে মোক্ষের অনধিকারী বলিয়া বর্ণিত,) কিন্তু যে জ্ঞানী ক্ষমাহীন হইয়া ক্ষণকালের জন্যও ঘটপটাদি বাহ্যবস্তুর স্ফুরণ সহন করিতে পারেন না, শাস্ত্রে ক্ষমাশীলের জন্য যে সকল উৎকর্ষলাভ প্রতিশ্রুত আছে, সেই সকলই, উক্ত ক্ষমাহীন জ্ঞানীর বামপদের অঙ্গুষ্ঠে অবিচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কেহ অস্পৃশ্য পদার্থকে স্পর্শ করিতে বাধ্য হইলে, বামপদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাই স্পর্শ করে। সেইরূপ, উক্ত ক্ষমাহীন জ্ঞানী শাস্ত্রপ্রতিশ্রুত উৎকর্ষগুলিকে 'চাহিনা' বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও, তাহারা তাঁহাকে ছাড়ে না।

কামাদয়ো মহাধূর্ত্তা ধূর্ত্তিতং যৈর্জগত্ত্রয়ম্।
তান্ ধূর্ত্তয়ন্তি যো যুক্ত্যা স ধূর্ত্তো ধূর্জ্জটিপ্রিয়ঃ॥ ৮২

অন্বয়—যৈঃ জগত্ত্রয়ং ধূর্ত্তিতং (অস্তি), (তে) কামাদয়ঃ মহাধূর্ত্তাঃ (ভবন্তি)। যঃ (জ্ঞানী) যুক্ত্যা তান্ ধূর্ত্তয়তি, সঃ ধূর্ত্তঃ ধূর্জ্জটিপ্রিয়ঃ (ভবতি)।

কামক্রোধাদি, ইন্দ্র হইতে ক্রিমিকীট পর্য্যন্ত ত্রিজগতের জীবকে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই হেতু তাহারা মহাধূর্ত্ত। যে জ্ঞানী যুক্তি

প্রয়োগে তাহাদিগকেও রক্ষিত করেন, তিনি কামাদিসর্ব্ববিজয়ী শিবেরও প্রিয়। জ্ঞানীর 'যুক্তি' তিন প্রকার; যথা (১) যদ্দ্বারা জগদ্বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রদর্শন করা যায়, সেইরূপ বিচার, (২) মনোনিরোধ নামক যোগাভ্যাস, (৩) জাগত বিষয়ের মিথ্যাত্বনিশ্চয়।

যো লালয়তি লোভাদীনন্তর্মূলানি কৃন্ততি।
বহিরন্যোন্য এবান্তর্মুক্তি মেতি কপট্যসৌ ॥ ১৩

অন্বয়—যঃ লোভাদীন্ লালয়তি, অন্তঃ (তেষাং) মূলানি কৃন্ততি, অসৌ কপটী বহিঃ অন্যঃ অন্তঃ অন্যঃ মুক্তিম্ এতি এব।

যে জ্ঞানী, বাহিরে (ব্যবহারদৃষ্টিতে) লোভাদিকে স্ব স্ব বিষয় প্রদান করিয়া যেন পোষণ করেন, কিন্তু অন্তরে (আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা তাহাদিগকে অনাত্মধর্ম্মরূপে নিশ্চয় করিয়া) তাহাদের মূলচ্ছেদন করেন, সেই জ্ঞানী বাহিরে একরূপ, অন্তরে অন্যরূপ, এইরূপ কপটী হইলেও, মুক্ত হইয়া যান।

গুণাত্মকেষু সর্ব্বেষু দোষ মেবান্তরাত্মনঃ।
কর্ণে জপতি যো নিত্যং পিশুনোঽসৌ বিমুক্তিভাক্ ॥ ১৪

অন্বয়—যঃ গুণাত্মকেষু সর্ব্বেষু দোষং, নিত্যম্ অন্তরাত্মনঃ কর্ণে জপতি অসৌ পিশুনঃ বিমুক্তিভাক্ (ভবতি)।

যিনি ত্রিগুণাত্মক বস্তুমাত্রেরই অর্থাৎ সমগ্র জাগত পদার্থের (অনিত্যতা, দুঃখপ্রদতা, বন্ধনকারিতা প্রভৃতি) দোষ নিরন্তর অন্তরাত্মার কর্ণে 'লাগান' (অগোচরে জানান), সেই 'কর্ণেজপ' বা দোষসূচক খল, বিদেহমুক্তির অধিকারী।

পরাপবাদ এবাস্তি হৃদয়ে যস্য সর্ব্বদা।
পুরাঙ্গতিং গতো দৃষ্টঃ স ময়া মুনিশেখরঃ ॥ ১৫

অন্বয়—যস্য হৃদয়ে সর্ব্বদা পরাপবাদঃ এব অস্তি, সঃ মুনিশেখরঃ ময়া পরাং গতিং গতঃ দৃষ্টঃ।

পরের অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর বা জড়ের, 'অপবাদ' বা নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়, যাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেই পরাপবাদী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি।

মিথ্যৈবেদং জগৎ সর্ব্বমিতি নিশ্চিতচেতসাম্।
স মিথ্যাবাদিনাং লোকো দুর্লভঃ সত্যবাদিনঃ॥ ১৬

অন্বয়—ইদং সর্ব্বং জগৎ মিথ্যা এব ইতি নিশ্চিতচেতসাং মিথ্যা-বাদিনাং সঃ লোকঃ, সত্যবাদিনঃ দুর্লভঃ (ভবতি)।

যিনি দৃশ্যমান্ জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া, শিষ্যাদিকে তদ্রূপ উপদেশ করেন, সেই মিথ্যাবাদী যে লোকে গমন করেন, অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য বিষয়ক যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা, 'জগৎসত্য'-বাদী অথবা সত্যবক্তারও দুর্লভ; কারণ সত্যবক্তা যে কথা বলিবেন তাহার বিষয়ও অনাত্মস্বরূপ বলিয়া মিথ্যা।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যঃ সদাচারবর্জ্জিতঃ।
আচারিণো ন গচ্ছন্তি তস্যানাচারিণো গতিম্॥ ১৭

অন্বয়—(অহং) ন কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি যঃ সদা আচার-বর্জ্জিতঃ (অস্তি), তস্য অনাচারিণঃ গতিং সদাচারিণঃ ন গচ্ছন্তি।

আমি (অর্থাৎ 'আমি' পদের লক্ষ্য বুদ্ধিসাক্ষী প্রত্যগাত্মা) কিছুই করিনা, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক অসঙ্গ আত্মার অনুসন্ধানপরায়ণ হইয়া, যিনি সর্ব্বদা বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন, অথবা 'বিজ্ঞানময়ে'র কর্ম্মাদি ও কর্ত্তৃত্বাদি আত্মায় আরোপিত হইতে পারে না বুঝিয়া, যিনি

বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও আপনাকে সেই সেই কর্ম্মের অকর্ত্তা বলিয়া বুঝেন, সেই অনাচারীর জন্য যে গতি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা আচারিগণও (যাঁহারা, 'বিজ্ঞানময়ে'র কর্তৃত্ব চিদাত্মায় আরোপ করিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন,) পাইতে পারেন না।

পূর্ব্বং যানি চ মিত্রানি বিচারাদীণি তান্যপি।
বিহায় তৎপরং যাতো মিত্রদ্রোহী স মুচ্যতে॥ ১৮

অন্বয়—বিচারাদীনি চ যানি পূর্ব্বং মিত্রাণি (আসন্), তানি অপি বিহায় যঃ পরং যাতঃ, সঃ মিত্রদ্রোহী মুচ্যতে।

আত্মানাত্মবিবেক, শ্রবণ, নিয়ম প্রভৃতি যাহারা, মোক্ষরূপ ইষ্টলাভের অনুকূল বলিয়া (এককালে) মিত্র হইয়াছিল, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া, যিনি পরকে আশ্রয় করিয়াছেন বা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মিত্রদ্রোহী (পাছে স্বাত্মসুখানুসন্ধান খণ্ডিত হইয়া যায়, এই কারণে যিনি, বিচারাদিতেও বিরত হইয়াছেন,) মুক্তিলাভ করেন; (তাঁহাকে মিত্রদ্রোহিতাহেতু নরকে যাইতে হয় না।)

পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং নির্ম্মিতং যেন মায়য়া।
স এব হি ময়া দৃষ্টো মায়াবী মুক্তিভাজনম্॥ ১৯

অন্বয়—যেন মায়য়া পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং নির্ম্মিতং দৃষ্টং, সঃ এব মায়াবী ময়া মুক্তিভাজনং দৃষ্টঃ।

[শাস্ত্রে মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) নরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়, কিন্তু] যিনি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া, (ব্যবহারকালে) আপনার সদসদাত্মিকা অনির্ব্বচনীয়া জগৎসর্জ্জনশক্তি দ্বারা এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া (ব্যবহার সম্পাদন করেন

এবং সেইহেতু) আপনাকেই মায়াবী বলিয়া জানেন, সেই মায়াবিশ্বের স্বরূপবেত্তা, "মায়াবী", মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন, দেখিয়াছি।

স্বেচ্ছয়ৈব কৃতং বিশ্বং স্বেচ্ছয়ৈব নিহন্তি যঃ।
কৃতজ্ঞাদপি পূজ্যোঽসৌ কৃতঘ্নো মোক্ষমশ্নুতে ॥ ২০

অন্বয়—যঃ স্বেচ্ছয়া এব কৃতং বিশ্বং স্বেচ্ছয়া এব নিহন্তি, কৃতজ্ঞাৎ অপি পূজ্যঃ অসৌ কৃতঘ্নঃ মোক্ষম্ অশ্নুতে।

আপনার ব্রহ্মাত্মরূপতা উপলব্ধি করিয়া, যিনি আপনার ইচ্ছাদ্বারাই যে বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন, তাহাকে (কল্পনারচিত প্রাসাদাদির ন্যায়) আপনার ইচ্ছার দ্বারাই বিনষ্ট করেন, (তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা রাখেন না,) সেই 'কৃতঘ্ন' (স্বকৃত কার্য্যের বিনাশকর্ত্তা), 'কৃতজ্ঞ' (এই—নির্ম্মিত, অতএব অনিত্য—বিশ্বকে সত্য বলিয়া যিনি জানেন) অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয়, এবং তিনিই মোক্ষলাভ করেন। ('কৃতঘ্ন' বলিয়া তাঁহার নরকপ্রাপ্তি হয় না।)

আশ্চর্য্যং যোঽভিমন্যেত জীব আত্মানমীশ্বরম্।
সোঽভিমানী গতিং যাতি নিরহঙ্কারদুর্লভাম্॥ ২১

অন্বয়—যঃ জীবঃ আত্মানম্ ঈশ্বরম্ অভিমন্যেত সঃ অভিমানী নিরহঙ্কারদুর্লভাং গতিং যাতি ইতি আশ্চর্য্যম্।

যে জীব, আপনাকে (দেহত্রয় হইতে পৃথক্ করিয়া) ঈশ্বর (বা ঈশনাদিশক্তিমান্ পরমাত্মা) মনে করে, সেই অভিমানী জীব (অধোগতিপ্রাপ্ত না হইয়া), এরূপ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা অহঙ্কার-বিজয়ী পুরুষেরও দুর্লভ, ইহা বড়ই বিচিত্র। (অহঙ্কারবিজয়ী পুরুষ অহঙ্কারকে সত্যবস্তু মনে করিয়া, পরমসত্যবস্তুলাভে বঞ্চিত হন।)

গুণেষু দোষং পশ্যন্তো বিশ্বমাত্রবিনিন্দকাঃ।
আত্মস্তুতিপরা যান্তি নিত্যং বৈকুণ্ঠমন্দিরম্॥ ২২

অন্বয়—গুণেষু দোষং পশ্যন্তঃ বিশ্বমাত্রবিনিন্দকাঃ আত্মস্তুতিপরাঃ নিত্যং বৈকুণ্ঠমন্দিরং যান্তি।

(পরনিন্দক ও আত্মশ্লাঘীর নরকপাত শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু) যাঁহারা গুণে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক মায়াগুণে) (স্বীয়সুখানুসন্ধানবিরোধী বলিয়া) দোষ দেখেন, এবং সমস্ত জগতের, (অনাত্ম ও জড় বলিয়া) নিন্দা করেন, এবং (ব্রহ্মস্বরূপ) আত্মার (বা আপনার) স্তুতি করেন, তাঁহারা অক্ষয় বৈকুণ্ঠমন্দিরে (ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে) প্রবেশ করেন।

বুধ্বাপি শুদ্ধমাত্মানং ব্যবহারিকলোকবৎ।
করোতি ন করোমীতি দম্ভকৃচ্ছম্ভুবল্লভঃ॥ ২৩

অন্বয়—যঃ আত্মানং শুদ্ধম্ অপি, (অহং) ন করোমি ইতি বুধ্বা ব্যবহারিকলোকবৎ করোতি, (সঃ) দম্ভকৃৎ শম্ভুবল্লভঃ (অস্তি)।

যিনি আপনাকে কর্ত্তৃত্বাদিদ্বারা অস্পৃষ্ট, কূটস্থ, অসঙ্গ জানিয়া, এবং আমি বিহিত বা প্রতিবিদ্ধ কোন কর্ম্মই করি না, এইরূপ বুঝিয়া, কেবল লোককে দেখাইবার জন্য, কর্ত্তৃত্বাভিমানী মূঢ়ের ন্যায় আচরণ করেন—ব্যবহার পালন করেন, সেই কপটাচারী শম্ভুর প্রিয় হন।

বোধখড়্গেন তীক্ষ্ণেন মোহাহঙ্কারদুর্ধিয়াম্।
ঘাতকঃ পাতকং হন্তি পূর্ব্বজন্মশতার্জ্জিতম্॥ ২৪

অন্বয়—যঃ তীক্ষ্ণেন বোধখড়্গেন মোহাহঙ্কারদুর্ধিয়াং ঘাতকঃ, সঃ পূর্ব্বজন্মশতার্জ্জিতং পাতকং হন্তি।

যিনি অজ্ঞানবিনাশক তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গদ্বারা মোহ ও অহঙ্কাররূপ দুর্বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই ঘাতক (অপরের) অতীত শত জন্মের পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। (তিনি যে স্বয়ং নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাহাতে আর কথা কি ?)

অহঙ্কারং হরিরহং ব্রহ্মৈবাহমহং শিবঃ।
ইতি বিশ্বাস্য হন্তারঃ পুণ্যা বিশ্বস্তঘাতকাঃ ॥ ২৫

অন্বয়—অহং এব হরিঃ, অহং (এব) ব্রহ্ম, অহং (এব) শিবঃ, ইতি বিশ্বাস্য অহঙ্কারং হন্তারঃ বিশ্বস্তঘাতকাঃ পুণ্যাঃ (ভবন্তি)।

যাঁহারা, 'আমিই হরি' (দ্বৈতপ্রপঞ্চহরণশীল), 'আমিই ব্রহ্মা' (প্রজাপতি বা বিশ্বস্রষ্টা), 'আমিই শিব' (পরমানন্দস্বরূপ)—এইরূপে (আপাততঃ দৃষ্টিতে অহঙ্কারের পোষণাভিলাষী হইয়া) অহঙ্কারের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, পরিশেষে তাহাকে বিনাশ করেন, সেই বিশ্বস্তঘাতিগণ পবিত্র, (তাঁহাদিগকে নরকে যাইতে হয় না)।

মুক্তো বিধিনিষেধাভ্যাং নিশ্চিন্তঃ স্বেচ্ছয়া চরন্।
কর্ম্মঠানামপাংক্তেয়ঃ সোঽস্মাকং পংক্তিপাবনঃ ॥ ২৬

অন্বয়—যঃ বিধিনিষেধাভ্যাং মুক্তঃ নিশ্চিন্তঃ (সন্) স্বেচ্ছয়া চরন্ কর্ম্মঠানাং অপাংক্তেয়ঃ (ভবতি), সঃ অস্মাকং পংক্তিপাবনঃ (ভবতি)।

যিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত হইয়া, স্বর্গনরকাদিফলের চিন্তা (আশা ও ভয়) পরিত্যাগ করিয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ান বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডরত পূর্ব্বমীমাংসকদিগের পংক্তিবাহ্য হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানমার্গরত জিজ্ঞাসুদিগের 'পংক্তিপাবন', অর্থাৎ তাঁহাদের সমাজে পরমপবিত্রকারক বলিয়া গৃহীত হন। (শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধলঙ্ঘনকারী যথেচ্ছাচারীর জন্য শাস্ত্রে কিন্তু নরক বিহিত।)

নিন্দিতাবভিনির্মুক্তাভ্যুদিতৌ যৌ তু তৌ হি নঃ।
পূতৌ কর্ম্মাভিনির্মুক্তোঽভ্যুদিতশ্চ চিতৌ সদা ॥ ২৭

অন্বয়—যৌ তু অভিনির্মুক্তাভ্যুদিতৌ (ইতি) নিন্দিতৌ, তৌ হি কর্ম্মাভিনির্মুক্তঃ চিতৌ অভ্যুদিতঃ চ সদা নঃ পূতৌ হি (স্তঃ)।

[মনুসংহিতায় (২।২২০,২২১) আছে, যিনি স্বেচ্ছাচারিভাবে অথবা নিদ্রাপরবশ হইয়া শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য উদিত হন, তিনি "অভ্যুদিত" এবং যিনি সেইরূপ শয়ান থাকিতে সূর্য্য অস্ত যান, তিনি "অভিনির্মুক্ত"। জ্ঞানকৃতই হউক বা অজ্ঞানকৃতই হউক, এই নিত্যকর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত পাপের জন্য সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। যিনি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তিনি মহাপাপগ্রস্ত হন।] আমাদের 'অভিনির্ম্মুক্ত'—যিনি অকর্তৃস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ; আমাদের 'অভ্যুদিত' যিনি চিন্মাত্রস্বরূপে সর্ব্বদা জাগ্রৎ। ইঁহারা উভয়েই আমাদের নিকট পবিত্র।

দত্ত্বা দ্বারি কপাটং যঃ খণ্ডলড্ডুকবন্মুনিঃ।
একাকী মিষ্টমশ্নাতি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২৮

অন্বয়—যঃ মুনিঃ দ্বারি কপাটং দত্ত্বা, একাকী সন্ খণ্ডলড্ডুকবৎ মিষ্টম্ অশ্নাতি, সঃ পরমাং গতিং যাতি।

যে জ্ঞানী, দ্বারে কপাট বন্ধ করিয়া বহির্বৃত্তি বা জড়মাত্রের সঙ্কল্প, পরিত্যাগ করিয়া, একাকী হইয়া কেবলাত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া, মিশ্রী বা ওলার ন্যায় মিষ্ট ভোজন করেন—ব্রহ্মসুখানুভব করেন, তিনি পরমগতি—জীবব্রহ্মৈক্যস্থিতি প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে—"একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত" একেলা স্বাদু বস্তু ভোজন করিতে নাই, তাহা সেই একাকিমিষ্টভোজীতে খাটে না।

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গণো নিরুদ্ধ্য নিজমন্দিরে।

পংক্তীকৃত্য হতো যেন সোঽস্মাকং পংক্তিপাবনঃ ॥ ২৯

অন্বয়—যেন জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গণঃ নিজমন্দিরে নিরুদ্ধ্য পংক্তীকৃত্য হতঃ, সঃ অস্মাকং পংক্তিপাবনঃ।

যিনি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আপনাদের ঘরে বদ্ধ করিয়া—লিঙ্গশরীরনিবদ্ধ জানিয়া, সেই গোষ্ঠীর বিনাশ করেন—আত্মস্বরূপে তাহাদের সত্তা নাই, জানিয়া অপবাদ বা নিষেধ করেন, সেই পংক্তিঘাতক আমাদের নিকট পংক্তিপাবন, তাঁহার শাস্ত্রবিহিত নরকপ্রাপ্তি নাই।

পশ্য সংসারনাশার্থমাত্মনাশং সহন্তি যে।

সংসারদ্বেষিণাং তেষাং মুক্তিঃ শাস্ত্রেষু বর্ণিতা ॥ ৩০

অন্বয়—যে সংসারনাশার্থম্ আত্মনাশং সহন্তি(ন্তে ?), তেষাং সংসারদ্বেষিণাং মুক্তিঃ শাস্ত্রেষু বর্ণিতা, পশ্য।

যাঁহারা (জন্মমরণরূপ) সংসারের বিনাশ করিবার জন্য নিজেরও, বিনাশ অঙ্গীকার করেন—জীবত্বেরও উচ্ছেদ সহন করেন, সেই উৎকট জগদ্বিদ্বেষিগণের জন্য মুক্তি, শাস্ত্রে (বেদান্তে) বর্ণিত হইয়াছে, দেখ।

অহং মমেতি সর্ব্বস্বং বোধদ্যূতেষু হারিতম্।

যেনাসৌ মুক্তিভাক্ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ ॥৩১

অন্বয়—যেন অহং মম ইতি সর্ব্বস্বং বোধদ্যূতেষু হারিতম্, অসৌ বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ মুক্তিভাক্ প্রোক্তঃ।

যিনি জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানলাভের দ্যূতক্রীড়ায়, 'আমি' ও 'আমার' বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তৎসমুদয়ই অর্থাৎ শরীরত্রয়ে 'আমি' বলিয়া অভিমান

এবং পুত্রদারগৃহাদিতে 'আমার' বলিয়া অভিমান, একেবারে হারাইয়াছেন তিনি বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে মুক্তির অধিকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, (দ্যূতক্রীড়ারত বলিয়া তাঁহার নরকের ব্যবস্থা হয় নাই)।

দীনেন্দ্রিয়মৃগেষ্বেব দয়া যস্য ন বিদ্যতে।
স এব দেবকীসূনোর্দীনবন্ধোরতিপ্রিয়ঃ॥ ৩২.

অন্বয়—যস্য দীনেন্দ্রিয়মৃগেষু এব দয়া ন বিদ্যতে, সঃ এব দীনবন্ধোঃ দেবকীসূনোঃ অতিপ্রিয়ঃ (ভবতি)।

দেহীর অধীন ও পোষা বলিয়া দীন, এবং স্বস্ববিষয়ানুসন্ধাননিরত বলিয়া মৃগসদৃশ, যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, তাহাদের প্রতি যিনি নির্দ্দয় (কিন্তু অন্যের প্রতি সদয়) সেই মুমুক্ষু বা মুক্ত, যিনি (গবাদি) দীন জীবের মিত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়; (ইহা আদৌ বিচিত্র নহে, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অহেতুকী; তিনি নির্দ্দয় হইয়া পরাধীনা বন্ধনপ্রাপ্তা স্বকীয় মাতার বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিলেন, এবং যশোদার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন—ইহাই 'দেবকীনন্দন' শব্দের সার্থকতা)।

আত্মভোগরতো রাজা যস্তু নাবেক্ষতে পুরীম্।
লিপ্যতে ন স পাপেন প্রমাণং মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ ৩৩ .

অন্বয়—যঃ তু রাজা আত্মভোগরতঃ (সন্) পুরীম্ ন অবেক্ষতে, সঃ পাপেন ন লিপ্যতে (তত্র) মুণ্ডকশ্রুতিঃ প্রমাণম্।

---

* গ্রন্থকার বৃহদারণ্যকশ্রুতির কোন্ বচনটিকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না, সম্ভবতঃ ৪।৪।১২ "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ।" জীব যদি বুঝিতে পারে আমি এতৎস্বরূপ,—সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত, তাহা হইলে, সেই জীব কিসের ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বা দুঃখ অনুভব করিবেন?

(যিনি নিজভোগনিরত হইয়া, প্রজাপালনবিরত হন, সেই রাজাকে ঘোর পাপাশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু) যে জ্ঞানী স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, আত্মসুখভোগাসক্তিবশতঃ দেহত্রয়রূপা পুরীর পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন সেই জ্ঞানিরাজা আদৌ পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। এবিষয়ে মুণ্ডকশ্রুতিই (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৪) প্রমাণ—যথা, "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"—যিনি পুত্রাদিসাধনসাপেক্ষ না হইয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, এবং আত্মাতেই প্রীতি করেন, এইরূপ জ্ঞানধ্যানবৈরাগ্যাদি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানবৈরাগ্যপাশেন হতো যেন মনো ধনী।
যঃ স্যাদেবংবিধঃ পাশী তস্য কাশী পদে পদে ॥ ৩৪

অন্বয়—যেন, জ্ঞানবৈরাগ্যপাশেন মনোধনী হতঃ, যঃ এবংবিধঃ পাশী স্যাৎ তস্য পদে পদে কাশী (বর্ত্ততে)।

যিনি জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক জ্ঞান, এবং আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে বিরসতা রূপ বৈরাগ্য—এতদুভয়ের নির্ম্মিত জালবিশেষ দ্বারা, সমস্ত জগদ্দ্রব্যধারী মনরূপধনীকে নিহত করিয়াছেন,—এইরূপ পাশী বা বাগুরাধারী দণ্ড-পাশিক বা ঘাতক, (বিশ্বেশ্বররূপী বলিয়া) যেখানে যেখানে পদস্থাপন করেন, সেখানে সেখানে কাশীর ন্যায় জীবের মুক্তিবিধান করেন।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীম্।
বলাৎকারেণ যো ভুঙ্‌ক্তে স রণ্ডাব্যসনী শুচিঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—গঙ্গাযমুনয়োঃ মধ্যে যঃ বালরণ্ডাং তপস্বিনীং বলাৎকারেণ ভুঙ্‌ক্তে সঃ রণ্ডাব্যসনী শুচিঃ (ভবতি)

(১১৮পৃষ্ঠায় প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।)

যিনি উক্তরূপে নিত্য সুষুম্ণায় আসক্ত থাকেন, তিনি পবিত্র। পশুবৎ অসংযতভাবে কামপ্রশ্রয়ী বলিয়া, তাঁহার অধোগতি নাই।

বোধদাবাগ্নিনা দগ্ধং যেন দ্বৈতবনং ঘনম্।
অতিপুণ্যাং গতিং যাতি স হি দাবাগ্নিদায়কঃ ॥ ৩৬

অন্বয়—যেন বোধদাবাগ্নিনা ঘনং দ্বৈতবনং দগ্ধং, সঃ দাবাগ্নিদায়কঃ হি অতিপুণ্যাং গতিং যাতি।

যিনি জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানসহিত বিশ্ব নামক নিবিড় দ্বৈতবন (মহাভারতপ্রসিদ্ধ) দগ্ধ করিয়াছেন, সেই দাবাগ্নিদায়ক অতিপুণ্যগতি অর্থাৎ মায়াবিদ্যাদিমলরহিতস্থিতি লাভ করেন।

গৃহে স্থিতানামপি যো গবাং গ্রাসং দদাতি ন।
আচরত্যাত্মনঃ পুষ্টিং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৭

অন্বয়—যঃ গৃহে স্থিতানাম্ অপি গবাং গ্রাসং ন দদাতি, (কিন্তু) আত্মনঃ পুষ্টিং আচরতি, সঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

যিনি নিজগৃহে অবস্থিত অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকৃত, বা প্রারব্ধ-ভোগের অনুকূল বলিয়া রক্ষিত, ধেনুগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে, তৃণাদি ভোজনদ্রব্য অর্থাৎ বিষয়ভোগ প্রদান করেন না, কিন্তু আপনার ভোজনের আয়োজনে তৎপর বা স্বরূপসুখভোগনিরত থাকেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হন।

রসাঃ সর্ব্বেঽপি বিক্রীতা ধর্ম্মাধর্ম্মমজানতা।
গ্রন্থৌ বদ্ধং বোধধনং স ধন্যো রসবিক্রয়ী ॥৩৮

অন্বয়—যেন ধর্ম্মাধর্ম্মম্ অজানতা সর্ব্বে অপি রসাঃ বিক্রীতাঃ; গ্রন্থৌ বোধধনং বদ্ধং, সঃ রসবিক্রয়ী ধন্যঃ।

(শাস্ত্রে লবণাদিরস বিক্রয়ীর নিন্দা উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু) যিনি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুসন্ধান বা স্মরণ না করিয়াই, সকল প্রকার রস বা বিশেষ বিশেষ বিষয়সুখ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং তদ্বিনিময়ে জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞানরূপ ধন, বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিতে বাঁধিয়াছেন অর্থাৎ চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কারে ধারণ করিয়াছেন—জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই রসবিক্রয়ী বা বিষয়সুখপরিত্যাগী কৃতকৃত্য বলিয়া পরিগণিত হন, নিন্দিত হন না"।

অন্তর্যাম্যাত্মনা যেন রচিতো বর্ণসঙ্করঃ।
স্বয়ং শঙ্কর এবাসৌ বর্ণিতো বর্ণসঙ্করী ॥৩৯

অন্বয়—যেন অন্তর্যাম্যাত্মনা বর্ণসঙ্করঃ রচিতঃ, অসৌ বর্ণসঙ্করী স্বয়ং শঙ্করঃ এব বর্ণিতঃ।

যে জ্ঞানী যাবতীয় ভূতভৌতিক পদার্থের মধ্যে অন্তর্যামিস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণের, অদ্বিতীয়ব্রহ্মচৈতন্যমাত্ররূপে মেলন সংঘটন করিয়াছেন, সেই বর্ণসঙ্করকারী, স্বয়ং শঙ্কর বা পরমাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—[তাঁহাকে, 'ভগবদ্গীতায় (১।৪৩) বর্ণিত বর্ণসঙ্করকারক দোষের জন্য নিয়ত নরকবাসভোগ করিতে হয় না।]

যেন বেদাঃ সমভ্যস্য বিদিত্বার্থং স্বচিন্তয়া।
প্লাবিতাঃ সহ বেদান্তৈর্বেদপ্লাবী স মুচ্যতে ॥৪০

অন্বয়—যেন বেদাঃ সমভ্যস্য (ততঃ তেষাম্) অর্থং বিদিত্বা, (ততঃ) স্বচিন্তয়া বেদান্তৈঃ সহ (তে বেদাঃ) প্লাবিতাঃ, সঃ বেদপ্লাবী মুচ্যতে।

যে জ্ঞানী বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া, জীবব্রহ্মৈক্যরূপ তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, তদনন্তর স্বাত্মচিন্তা হেতু, উপনিষৎসহিত বেদ সকলকে ভাসাইয়া দিয়াছেন—পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদপ্লাবী বা

বেদাভ্যাসত্যাগী মুক্ত হন, "বেদপ্লাবী" বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রবর্ণিত দুর্গতি-প্রাপ্ত হন না।

শিবে নিবেদিতং সর্ব্বং শিবনির্ম্মাল্যতাং গতম্।
তদ্ভুনক্তি পবিত্রাত্মা শিবনির্ম্মাল্যভোজনঃ ॥৪১

অন্বয়—(জ্ঞানিনা) সর্ব্বং শিবে নিবেদিতং (সৎ) শিবনির্ম্মাল্যতাং গতম্। তৎ (যঃ) ভুনক্তি, সঃ শিবনির্ম্মাল্যভোজনঃ—পবিত্রাত্মা (সন্ মুচ্যতে)।

(শিবনির্ম্মাল্যভোজী দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, বলিয়া শাস্ত্রঘোষণা আছে; কিন্তু) যে জ্ঞানী সমস্ত জগৎকেই শিবে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছেন, এবং সেইরূপেই সমস্ত জাগত দ্রব্য (প্রারব্ধক্ষয়কাল পর্যান্ত) ভোগ করেন—অবলোকন করেন, সেই শিবনির্ম্মাল্যভোজী শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, মুক্ত হইয়া যান।

ব্রহ্মচর্য্যং গতো ভুঙ্ক্তে সর্ব্বা নগরনায়িকাঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন চিত্রং বেদান্তদর্শনম্ ॥৪২

অন্বয়—(যঃ) ব্রহ্মচর্য্যং গতঃ (সন্) সর্ব্বাঃ নগরনায়িকাঃ ভুঙ্ক্তে সঃ পাপেন ন লিপ্যতে (ইতি) বেদান্তদর্শনং চিত্রম্।

(ব্রহ্মচারীর নগরনায়িকাভোগ পাতিত্যের কারণ, কিন্তু) যিনি ব্রহ্মচর্য্যে রত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মতানুভবে তৎপর থাকিয়া, (শরীররূপ) নগরের নায়িকাগণকে ভোগ করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যে যে বিষয়ভোগ ভোক্তার সমীপে উপস্থাপিত করে, সেই সেই বিষয়ভোগে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিঅনুভব করেন, তিনি সেই ভোগজনিত পাপদ্বারা আক্রান্ত হন না। বেদান্তদর্শনের ব্যবস্থা বড়ই বিচিত্র।

যোগিনামবধূতানাং শুকাদীনাং মুখাচ্চ্যুতম্।
কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টমাস্বাদ্য মুচ্যেদুচ্ছিষ্টভোজনঃ ॥৪৩

অন্বয়—যোগিনাম্ অবধূতানাং শুকাদীনাং মুখাৎ চ্যুতং কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টম্ আস্বাদ্য উচ্ছিষ্টভোজনঃ মুচ্যেৎ (ত?)।

(শাস্ত্রে উচ্ছিষ্টভোজীর পাতিত্য বিহিত আছে, কিন্তু) যাঁহারা ব্রহ্মাত্মতানুভবী হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অবধূতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই ব্যাসপুত্র শুক (অত্রিপুত্র দত্ত, জড়ভরত) প্রভৃতির উচ্ছিষ্টরূপ অনুভবোক্তি শুনিয়া, যিনি পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই উচ্ছিষ্টভোজী মুক্ত হইয়া যান।

ব্রহ্মজানাতি তস্যৈব ব্রাহ্মণস্য স্বচেতসঃ।
বৃত্তিলোপঃ কৃতো যেন স ধন্যো বৃত্তিলোপকৃৎ ॥৪৪

অন্বয়—ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণস্য তস্য স্বচেতসঃ এব যেন বৃত্তিলোপঃ কৃতঃ, সঃ বৃত্তিলোপকৃৎ ধন্যঃ।

(ব্রাহ্মণের বৃত্তিলোপকারীর নরক প্রাপ্তি হয় বটে কিন্তু) যে অন্তঃকরণ, ব্রহ্মকে জানে বলিয়া মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই স্বকীয় অন্তঃকরণরূপ ব্রাহ্মণের বৃত্তিলোপ করিয়াছেন (অর্থাৎ অধ্যস্ত অন্তঃকরণ, অধিষ্ঠান আত্মা হইতে অভিন্ন এবং সেই হেতু রজ্জুসর্পের ন্যায় স্বরূপতঃ মিথ্যা, এইরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয়বশতঃ যাঁহার অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইয়াছে), সেই ব্রাহ্মণবৃত্তিলোপকারী ধন্য।

যস্তু বৃন্তাকদগ্ধান্নং কলঞ্জাদি যদৃচ্ছয়া।
লব্ধমশ্নাতি হি মুনি স্তস্যাদূরতরো হরিঃ ॥ ৪৫

অন্বয়—যঃ তু মুনিঃ যদৃচ্ছয়া লব্ধং বৃন্তাকদগ্ধান্নং কলঞ্জাদি অশ্নাতি তস্য হি হরিঃ অদূরতরঃ।

(কলঞ্জাদিভক্ষণরত পাপগ্রস্ত হন—শাস্ত্রমুখে শুনা যায়, কিন্তু) যে মুনি শাস্ত্রবিহিত অন্ন সংগ্রহ করিতে গেলে, মননে নিদিধ্যাসনে বিক্ষেপ-বাহুল্য ঘটিবে, এই কারণে, অযত্নপ্রাপ্ত (নিষিদ্ধ অন্ন যথা) ডিম্বসদৃশ বার্ত্তাকু, দগ্ধ অন্ন, বিষদিগ্ধ বাণনিহত হরিণাদির মাংস, ভক্ষণ করেন, হরি (সর্ব্বদ্বৈতহরণশীল আত্মা) তাঁহার অতিনিকটবর্ত্তী হন।

ভৃগবে বরুণেনোক্তা ব্রহ্মবিদ্যা তু বারুণী।
তদ্বারুণীরসাস্বাদমত্তানামুত্তমা গতিঃ॥ ৪৬

অন্বয়—বরুণেন ভৃগবে উক্তা ব্রহ্মবিদ্যা তু বারুণী (ভবতি)। তদ্বারুণীরসাস্বাদমত্তানাম্ উত্তমা গতিঃ ভবতি।

(ধর্ম্মশাস্ত্রে বারুণী-পান বা মদ্যপান নরকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া বর্ণিত ; কিন্তু) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।৬।১) কথিত আছে, বরুণ, স্বপুত্র ভৃগুকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বরুণপ্রোক্ত বলিয়া বারুণী নামে প্রসিদ্ধ। সেই বারুণীর রসাস্বাদ করিয়া যাঁহারা উন্মনীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই বারুণীপানের ফলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ—

পরাগ্বৃত্তিং পরিত্যজ্য যা প্রত্যক্ সা তু বারুণী।
তদাভ্যাসরতানাঞ্চ ন দূরে পরমং পদম্॥ ৪৭

অন্বয়—পরাগ্বৃত্তিং পরিত্যজ্য যা (বৃত্তিঃ) প্রত্যক্ ভবতি, সা তু বারুণী (ইতি বেদিতব্যা)। তদভ্যাসরতানাং পরমং পদম্ ন দূরে অস্তি।

বাহ্যদৃশ্যবিষয়িণী বৃত্তিকে অর্থাৎ অন্তঃকরণের চিদাভাসযুক্ত পরিণামকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ যে অপরোক্ষানুভূতিনাম্নী অন্তরাত্মবিষয়িণী বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই বারুণী

বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহারা, সেই বারুণীর অভ্যাসে আসক্ত, অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে, পরমানন্দানুভব করেন, কার্য্যকারণাতীত আত্মস্বরূপলাভ, তাঁহাদের অতি নিকটবর্ত্তী।

সুন্দরীং বীক্ষ্য চিৎকান্তামিন্দ্রিয়েশ্বরমিন্দ্রিয়ম্।
মানসং স্খলিতং যেষাং তে মুক্তা অজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৮

অন্বয়—সুন্দরীং চিৎকান্তাং বীক্ষ্য যেষাম্, ইন্দ্রিয়েশ্বরম্ ইন্দ্রিয়ং মানসং স্খলিতং, তে অজিতেন্দ্রিয়াঃ মুক্তাঃ।

কমনীয়া চিদ্রূপা সুন্দরীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া (মুমুক্ষুর কামনার বিষয় আত্মচৈতন্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া), যাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন, স্খলিত হইয়াছে, (বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে), এবং সেই স্খলনহেতু, যাঁহারা অজিতেন্দ্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, (মনোনাশ হওয়াতে ইন্দ্রিয়জয় অনাবশ্যক বোধে ইন্দ্রিয়নিরোধ পরিত্যাগ করিয়া 'অজিতেন্দ্রিয়' হইয়াছেন), তাঁহারা মুক্ত।

যোগভূমিং সমারুহ্য গম্ভীরে ব্রহ্মসাগরে।
পশ্চান্নিপতিতো লীন আরূঢ়পতিতঃ শুচিঃ ॥ ৪৯

অন্বয়—যোগভূমিং সমারুহ্য পশ্চাৎ গম্ভীরে ব্রহ্মসাগরে নিপতিতঃ, (তত্র) লীনঃ, আরূঢ়পতিতঃ শুচিঃ (ভবতি)।

যিনি তুর্য্যানাম্নী সপ্তমী যোগভূমিকায় আরোহণ করিয়া, পশ্চাৎ (যোগভূমি হইতে স্খলিত হইয়া, গভীর ব্রহ্মসমুদ্রে নিপতিত হইয়া তথায় লীন হইয়া গিয়াছেন, সেই 'আরূঢ়পতিত' (শাস্ত্রানুসারে, পাপগ্রস্ত বা পতিত বলিয়া পরিগণিত হন না, বরং) তিনি পরম পবিত্র বলিয়া গৃহীত হন। (স্মৃতিশাস্ত্রে আরূঢ়পতিত বা সন্ন্যাসস্খলিত অতি নিন্দিত হইয়াছে।)

চিদ্বিদ্যাকর্ম্মনাশায়াং নদ্যাং স্নানং ময়া কৃতম্।
কর্ম্মনাশাজলস্পর্শাৎ কর্ম্মবন্ধো নিবর্ত্ততে ॥ ৫০

অন্বয়—চিদ্বিদ্যাকর্ম্মনাশায়াং নদ্যাং ময়া স্নানং কৃতম্। কর্ম্মনাশা-জলস্পর্শাৎ কর্ম্মবন্ধঃ নিবর্ত্ততে।

(কর্ম্মনাশা নদীর জলস্পর্শ করিতে নাই—এইরূপ শাস্ত্রনিষেধ ও লোকপ্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু) আমি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রমাবৃত্তিরূপ কর্ম্ম-নাশায় অবগাহন করিয়াছি—অপর সকল বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতেই একান্ত আসক্ত হইয়াছি; তদ্বারা আমার সঞ্চিত, আগামি ও ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, এই কর্ম্মনাশার স্পর্শে, আত্মার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বন্ধন নিবৃত্ত হইয়া যায়।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
সর্ব্বত্র পরিপূর্ণোঽহং পুনঃ সংস্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৫১

অন্বয়—অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ সর্ব্বত্র অহং পরিপূর্ণঃ, পুনঃ সংস্কারবর্জ্জিতঃ (তিষ্ঠামি)।

(বৌধায়ন স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে গমন করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু) আমি (অর্থাৎ 'অহম্' পদের লক্ষ্য ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মা), উক্ত অশুদ্ধ দেশে ও অন্য শুদ্ধ দেশে তুল্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি; তথাপি আমি প্রায়শ্চিত্তাদি সংস্কার-বর্জ্জিত থাকিয়াও নিরয়গামী হই নাই।

নিজং গৃহং পরিত্যজ্য রমতে পরমন্দিরে।
স গৃহস্থো গতিং গচ্ছেৎ পরামিতি বিদাং মতম্ ॥ ৫২

অন্বয়—(যঃ গৃহস্থঃ) নিজং গৃহং পরিত্যজ্য পরমন্দিরে রমতে, সঃ গৃহস্থঃ পরাং গতিং গচ্ছেৎ ইতি বিদাং মতম্।

(গৃহস্থের পক্ষে নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহবাস নরক-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত, কিন্তু) যে গৃহস্থ বা দেহধারী, নিজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বা শরীরত্রয়ে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, পরগৃহ বা ব্রহ্মাভিন্ন আত্মচৈতন্যে নিরত থাকেন, সেই গৃহস্থ বা লোকদৃষ্টিতে দেহধারী জীব, অতি শ্রেষ্ঠগতি বা স্বরূপস্থিতি লাভ করেন—ইহা জ্ঞানিগণের মত।

আত্মনঃ সুখলোভেন সুকৃতং যেন হারিতম্।
স এব সুকৃতী শেষঃ সুকৃত্যপি হি দুষ্কৃতী ॥ ৫৩

অন্বয়—আত্মনঃ সুখলোভেন যেন সুকৃতং হারিতং, সঃ এব সুকৃতী, শেষঃ সুকৃতী অপি হি দুষ্কৃতী।

(শাস্ত্রে আছে :—"ন জাতু কামান্নভয়ান্নলোভা দ্ধর্ম্মং ত্যজে জ্জীবিত-স্যাপিহেতোঃ।" কাম, ভয় বা লোভবশতঃ, এমন কি প্রাণরক্ষার্থেও, ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই ; কিন্তু) সুখস্বরূপ আত্মোপলব্ধির লোভে, যিনি সমস্ত পুণ্য হারাইয়াছেন, অর্জ্জিত পুণ্যে অসত্যবুদ্ধিবশতঃ অনাদর করিয়াছেন এবং পুণ্যান্তরার্জ্জনেও বিরত হইয়াছেন, অথবা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত সুকৃতী, কেননা তিনিই সর্ব্বপুণ্যফলভূত আত্মসুখলাভে অধিকারী হন ; অপর যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মা বলিয়া প্রতীয়মান হন, তাঁহারা বস্তুতঃ দুষ্কৃতী, (কেননা তাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম কেবল সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয়। এইহেতু ভর্তৃহরি বলিয়াছেন "বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।" আমি যখন বিচার করিয়া দেখি, তখন পুণ্যকর্ম্মের ফলও আমার ভীতি উৎপাদন করে।)

অজ্ঞানমেব বিজ্ঞানমবিবেকো বিবেকিতা।
সর্ব্বাত্মকত্বং কৈবল্যং যেষাং তে সিদ্ধসত্তমাঃ ॥ ৫৪

অন্বয়—অজ্ঞানম্ এব বিজ্ঞানং (যেষাং), অবিবেকঃ বিবেকিতা (যেষাং), সর্ব্বাত্মকত্বং কৈবল্যং যেষাং, তে সিদ্ধসত্তমাঃ (ভবন্তি)।

যাহাতে কোনও জ্ঞেয় বস্তু, বিষয়রূপে গোচরীভূত হয় না, সেই চৈত্যরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য যাঁহাদের বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান, 'নেতি' 'নেতি'-রূপে বিবেক বা পৃথক্করণ যাহাতে অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্বদ্বৈতবিবর্জ্জিত আত্মাই যাঁহাদের বিবেকের ফল, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিদৃষ্টিতে সমস্ত জগতের (বাধ দ্বারা) আত্মরূপতাই যাঁহাদের কৈবল্য—কেবলতা বা অখণ্ডস্বরূপস্থিতি, তাঁহারাই সিদ্ধগণের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ যে, জ্ঞানকেই জ্ঞান বলা হয়, বিবেককেই বিবেক এবং অদ্বৈতকে কৈবল্য বলা হয়, তাহা অসিদ্ধ।

বোধো যদবধানেন তন্মনো নাশয়ন্তি যে।
বিপরীতকৃতাং তেষাং মুক্তিরিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ৫৫

অন্বয়—যদবধানেন বোধঃ (জায়তে), তৎ মনঃ যে নাশয়ন্তি, তেষাং বিপরীতকৃতাং মুক্তিঃ (ভবতি), ইতি শঙ্করঃ আহ।

যে মনের অনুসন্ধানক্রিয়া দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান জন্মে, সেই উপকারক মনকেই যাঁহারা বিনাশ করেন, সেই বিপরীতকারিগণের মুক্তিলাভ হয়—একথা স্বয়ং শঙ্কর বলিয়াছেন। (এইহেতু, এই বিপরীতকারিগণের নরকপাত ঘটে না।)

বেদান্তপাঠরূপেণ স্বধর্ম্মাঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
স্বধর্ম্মকীর্ত্তনাদেব সাযুজ্যং পদমর্জ্জিতম্ ॥ ৫৬

অন্বয়—ময়া বেদান্তপাঠরূপেণ স্বধর্ম্মাঃ কীর্ত্তিতাঃ, স্বধর্ম্মকীর্ত্তনাৎ ময়া সায়ুজ্যং পদম্ এব অর্জ্জিতম্।

(স্বধর্ম্মকীর্ত্তন অর্থাৎ আত্মগুণখ্যাপন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপমধ্যে পরিগণিত; কিন্তু) আমি উপনিষদাদি গ্রন্থপাঠরূপে, অসঙ্গতা, নির্ব্বিকারত্বাদিরূপ আত্মধর্ম্ম কীর্ত্তন করি। সেই স্বধর্ম্মকীর্ত্তনের ফলে, আমি সাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহিত একতা অর্জ্জন করিয়াছি, (পতিত হই নাই।)

দ্বিভার্য্যো ব্রাহ্মণো যস্তু ত্যজেৎপূর্ব্বাং পতিব্রতাম্।
পরস্যা গুণলোভেন স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৫৭

অন্বয়—যঃ তু দ্বিভার্য্যঃ ব্রাহ্মণঃ পরস্যাঃ গুণলোভেন পূর্ব্বাং পতিব্রতাং ত্যজেৎ, সঃ পরমাং গতিং যাতি।

(পতিব্রতা প্রথমভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়ভার্য্যাগ্রহণ শাস্ত্রে পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু) যে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবেত্তা, নিবৃত্তিনাম্নী পত্নীর শান্তি, দান্তি প্রভৃতিগুণের লোভে, পতিব্রতা প্রবৃত্তিনাম্নী প্রথমা পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তিনি মুক্তিরূপ গতিলাভ করেন।

এতস্য বিবরণম্।

নিম্নোক্ত তেরটি শ্লোকে এই বিষয়টিই সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বেভার্য্যে বেদবোধিতে।
প্রথমা কর্ম্মনিষ্ঠা স্যাদ্ব্রহ্মনিষ্ঠা তথাপরা॥ ৫৮

অন্বয়—প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ (ইতি) বেদবোধিতে দ্বে ভার্য্যে (ভবতঃ)। প্রথমা কর্ম্মনিষ্ঠা স্যাৎ, তথা অপরা ব্রহ্মনিষ্ঠা (স্যাৎ)।

(যাহাতে পুরুষ "জায়তে" বা পুনঃ জন্মলাভ করে, তাহার নাম জায়া; তাহারই নামান্তর ভার্য্যা। প্রবৃত্তিবশতঃ জীব পুনঃপুনঃ শরীর ধারণ

করে বলিয়া প্রবৃত্তি, জায়াস্বরূপ, এবং নিবৃত্তিদ্বারা জীবের আত্মলাভ হয় বলিয়া, নিবৃত্তিও জায়াস্বরূপ।)। এইরূপে বেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েই 'জায়া' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমা ভার্য্যা প্রবৃত্তি, কর্ম্মনিষ্ঠারূপা—বিহিত কর্ম্মে সহজপ্রীতিরূপা, দ্বিতীয়া ভার্য্যা নিবৃত্তি—আত্মস্বরূপে সহজপ্রীতিরূপা।

কর্কশা রসিকা চেতি তয়োর্নামান্তরং ক্রমাৎ।
কর্কশা কর্ম্মকাণ্ডস্থা রসিকা ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৫৯

অন্বয়—তয়োঃ ক্রমাৎ কর্কশা রসিকা চ ইতি নামান্তরম্ (অস্তি)। কর্কশা কর্ম্মকাণ্ডস্থা (অস্তি); রসিকা ব্রহ্মবাদিনী (অস্তি)।

সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যথাক্রমে কর্কশা ও রসিকা এই দুই নামও প্রচলিত আছে। সেই কর্কশানাম্নী প্রবৃত্তি-ভার্য্যার স্থান বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, এবং সেই রসিকানাম্নী নিবৃত্তি-ভার্য্যার স্থান বেদের উপনিষদ্ভাগে।

কর্কশা রসিকা চেতি যদ্যপি দ্বে পতিব্রতে।
রসিকা স্বপতিং ভুঙ্‌ক্তে কর্কশা কষ্টভাগিনী ॥ ৬০

অন্বয়—যদ্যপি কর্কশা রসিকা চ ইতি দ্বে পতিব্রতে (ভবতঃ, তথাপি) রসিকা স্বপতিং ভুঙ্‌ক্তে, কর্কশা কষ্টভাগিনী (ভবতি)।

যদ্যপি কর্কশা বা প্রবৃত্তিনাম্নী ভার্য্যা, ও রসিকা বা নিবৃত্তিনাম্নী ভার্য্যা, পতির বা প্রমাতার যথাক্রমে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানপ্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া সেবা করে বলিয়া, উভয়েই পতিব্রতা, তথাপি রসিকা পতিকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে, সর্ব্বদাই অনুভব করে, আর কর্কশা, সংসাররূপ দুঃখই অনুভব করে।

কর্ম্মনিষ্ঠা তু দাসীব গৃহকর্ম্মরতা সদা।
জ্ঞাননিষ্ঠা মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে স্থিতা ॥ ৬১

অন্বয়—কর্ম্মনিষ্ঠা তু দাসী ইব সদা গৃহকর্ম্মরতা (ভবতি); জ্ঞাননিষ্ঠা মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে স্থিতা (ভবতি)।

যাঁহার, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সহজপ্রীতি, সেই প্রবৃত্তিনাম্নী ভার্য্যা, সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মরতা—দেহাশ্রিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে আসক্তা; আর জীবব্রহ্মৈক্যবোধে যাঁহার সহজপ্রীতি, সেই নিবৃত্তি-নাম্নী ভার্য্যা মহারাজ্ঞী—স্বয়ংপ্রকাশাত্মবিষয়িণী; তিনি রাজসিংহাসনে—সর্ব্বদ্বৈতাপবাদরূপ অদ্বৈতস্বরূপে, অবস্থান করেন।

পতিহেতোর্দিবানক্তং গৃহকর্ম্ম করোতু সা।
পতিং নালিঙ্গ্য নিদ্রাতি কথং সৌভাগ্যভাগিনী ॥ ৬২

অন্বয়—সা পতিহেতোঃ দিবানক্তং গৃহকর্ম্ম করোতু, (তথাপি যতঃ সা) পতিম্ আলিঙ্গ্য ন নিদ্রাতি, (অতঃ সা) কথং সৌভাগ্যভাগিনী (ভবেৎ)?

সেই কর্কশা ভার্য্যা, পতির বা প্রমাতার প্রয়োজনে, রাত্রিদিন সকল সময়েই গৃহকর্ম্মের, সন্ধ্যাবন্দনাদি বৈদিক, ও ভোজনাদি লৌকিক, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন,—এইরূপে পাতিব্রত্যের পরিচয় দিউন, তথাপি, যেহেতু তিনি পতিকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতে পান না,—আত্মার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চাস্ফুরণপূর্ব্বক আত্মস্ফুরণরূপ নিদ্রা উপভোগ করিতে পান না, সেইহেতু, তিনি কি প্রকারে সৌভাগ্যভাগিনী,—অসঙ্গাদ্বয়াদিরূপে স্থিতিমতী, হইতে পারেন?

রসরীতিং ন জানাতি কর্কশা কর্ম্মবাদিনী।
পতিব্রতাস্বভাবেন ভর্ত্তারং স্তৌতি কেবলম্ ॥ ৬৩

অন্বয়—কর্কশা রসরীতিং ন জানাতি, (কিন্তু) কর্ম্মবাদিনী (অস্তি), পতিব্রতা (সা), স্বভাবেন ভর্ত্তারং কেবলং স্তৌতি।

সেই কর্কশানাম্নী পত্নী, রসরীতি বা সুখলাভপ্রক্রিয়া—পরমানন্দপ্রাপ্তির উপায়ভূত শ্রবণমননাদি,—করিতে জানেন না, কিন্তু কেবল কর্ম্মই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তিনি পতিব্রতা হইলেও আপনার স্বভাববশে ভর্ত্তাকে—প্রমাতাকে, কেবল কর্ত্তা বলিয়াই, স্তুতি করিয়া থাকেন, (কর্ত্তার স্বরূপসুখ অনুভব করিতে জানেন না)।

জ্ঞাননিষ্ঠা তু রসিকা তত্তৎসংস্কারলক্ষণৈঃ।
আনন্দয়তি ভর্ত্তারং তমেবাশ্লিষ্য খেলতি॥ ৬৪

অন্বয়—রসিকা তু জ্ঞাননিষ্ঠা, তত্তৎসংস্কারলক্ষণৈঃ ভর্ত্তারং আনন্দয়তি, তম্ এব আশ্লিষ্য খেলতি।

সেই রসিকা ভার্য্যার কিন্তু জ্ঞানেই সহজপ্রীতি; তিনি শান্তি, দান্তি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাসনার অভিব্যক্তিদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ভর্ত্তার—আত্মার, আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন—স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ আত্মাকে সংসার দুঃখে দুঃখিত হইতে দেন না, এবং তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্রীড়া করেন—জীবন্মুক্তিস্বভাবে তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখেন।

আসনে শয়নে যানে ভোজনে সা তদন্বিতা।
ক্ষণং ন তিষ্ঠতি স্বামী তাং বিনা রসলালসঃ॥ ৬৫

অন্বয়—সা আসনে, শয়নে, যানে, ভোজনে, তদন্বিতা (ভবতি)। রসলালসঃ স্বামী তাং বিনা ক্ষণং ন তিষ্ঠতি।

কি অবস্থানে, কি শয়নে, কি যাত্রায়, কি বিষয়ভোগে, সেই নিবৃত্তি ভার্য্যা, সুখস্বরূপ স্বামীর সহিত অবিযুক্তই থাকেন। স্বামী আত্মাও

রসলালস হইয়া, মুক্তিসুখাস্বাদে আসক্ত থাকিয়া, সেই নিবৃত্তিবনিতাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালমাত্রও থাকেন না।

যস্তু জানাতি চাতুর্য্যান্মহদন্তরমেনয়োঃ।
স কথং তত্রমূঢ়ায়াং রমেত কিমু তৎ সুখম্॥ ৬৬

অন্বয়—যঃ তু চাতুর্য্যাৎ এনয়োঃ মহৎ অন্তরং জানাতি, স কথং তত্র মূঢ়ায়াং রমেত? কিমু তৎ সুখম্?

যে জ্ঞানী কিন্তু বুদ্ধিকৌশলে এই দুই ভার্য্যার মধ্যে মহা প্রভেদ বুঝিতে পারেন, তিনি কেন সেই প্রবৃত্তিভার্য্যায় আসক্ত হইবেন? সেই প্রবৃত্তিভার্য্যাভোগে সুখ কি সুখ? (তাহা কেবল দুঃখ।)

যস্তু কশ্চিন্মহামূঢ়ঃ পামরঃ পশুধর্ম্মবান্।
কর্কশায়াং স রমতে রসিকাং চ ন বিন্দতি॥ ৬৭

অন্বয়—যঃ তু কশ্চিৎ মহামূঢ়ঃ পশুধর্ম্মবান্ পামরঃ (অস্তি), সঃ কর্কশায়াং রমতে, রসিকাং চ ন বিন্দতি।

কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ, (অর্থাৎ অতিদুঃখপ্রদ রমণীসেবনে পরম দুঃখ ভোগ করিয়াও তাহা হইতে বিরত হয় না), সেই অশুদ্ধরুচি পশুধর্ম্মী ব্যক্তি, সেই প্রবৃত্তিরূপা কর্কশা ভার্য্যায় আসক্তই থাকিয়া যায়, কখনই সুখপ্রদা নিবৃত্তিবনিতাকে গ্রহণ করে না।

তস্যাং চ দুঃখমাপ্নোতি প্রত্যহং কলহায়তে।
ভূয়স্তামেব ভজতে দৌর্ভাগ্যং তস্য তাদৃশম্॥ ৬৮

অন্বয়—সঃ তস্যাং দুঃখম্ আপ্নোতি, প্রত্যহং চ কলহায়তে, ভূয়ঃ তাম্ এব ভজতে, তস্য তাদৃশং দৌর্ভাগ্যম্।

সেই মূঢ়ব্যক্তি প্রবৃত্তি ভার্য্যাকে লইয়া দুঃখ ভোগ করে এবং প্রত্যহই

তাহার সঙ্গে কলহ হয়। তথাপি আবার তাহারই সেবা করিতে বিরত হয় না। তাহার সেইরূপই দুর্ভাগ্য। (অর্থাৎ জন্মান্তরীয় দুঃখপ্রদ কর্ম্মই তাহার সেই প্রকার আসক্তির হেতু)।

অত্র দ্বিভার্য্যশাস্ত্রার্থে বিষয়োঽয়ং ব্যবস্থিতঃ।
নিবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তো নরকং ব্রজেৎ॥ ৬৯

অন্বয়—অত্র দ্বিভার্য্যশাস্ত্রার্থে অয়ং বিষয়ঃ ব্যবস্থিতঃ—নিবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তঃ নরকং ব্রজেৎ।

এই দ্বিভার্য্যব্রাহ্মণের বৃত্তান্তে, ইহাই নিরূপিত হইল যে, যে ব্যক্তি নিবৃত্তিভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রবৃত্তিভার্য্যায় আসক্ত হয়, সে সংসার-রূপ নরক প্রাপ্ত হয়। সংসার যে নরক, তদ্বিষয়ে "নিরালম্বোপনিষৎ" শ্রুতিই প্রমাণ; যথা—"কো নরক ইতি, অসৎসংসারবিষয়িজনসংসর্গ এব নরক" ইতি। নরক কাহাকে বলে? অনিত্য সংসারের বিষয়ে আসক্ত লোকের সংসর্গই নরক।

প্রবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা নিবৃত্তো মোক্ষমশ্নুতে।
বিষমোঽপ্যেষ শাস্ত্রার্থঃ প্রমাণং ব্যাসবাক্যতঃ॥ ৭০

অন্বয়—প্রবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা নিবৃত্তঃ মোক্ষম্ অশ্নুতে; এষঃ শাস্ত্রার্থঃ বিষমঃ অপি, ব্যাসবাক্যতঃ প্রমাণম্।

আর প্রবৃত্তিভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, যিনি নিবৃত্তিভার্য্যায় আসক্ত হন, তিনি মোক্ষলাভ করেন। এইরূপ নিরূপণ, আপাততঃ বিরুদ্ধ হইলেও, বিষ্ণুভাগবতকর্ত্তা ব্যাসের বচনানুসারে প্রামাণিক, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন (বিষ্ণুভাগবত, ১১।২৯ অন্তিম শ্লোক) "গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ" বিধিনিষেধপালনরূপা প্রবৃত্তিই বন্ধের হেতু, এবং

তাহার ত্যাগই অর্থাৎ নিবৃত্তিই মুক্তিপ্রাপ্তির হেতু। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বচনও প্রমাণ।

ইতি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশাস্ত্রবিবরণম্।

এইরূপে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এবং মোক্ষেচ্ছাবশতঃ তাহা হইতে নিবৃত্তি,—এই দুই বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসনের তাৎপর্য্যনিরূপণ সমাপ্ত হইল।

অথ অন্যদপি :—

অনন্তর, প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণক্রমে অন্য উন্মত্তপ্রলাপ বর্ণিত হইতেছে।

একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং ব্যাসেনোক্তং লগেদ্যদি।
তন্মহাভূতসঞ্চারে ন দূরে পরমং পদম্॥ ৭১॥

অন্বয়—"একঃ বিষ্ণুঃ" (ইতি যৎ) মহৎভূতং ব্যাসেন উক্তং (তৎ) যদি লগেৎ, (তদা) তন্মহাভূতসঞ্চারে পরমং পদং ন দূরে (বর্ত্ততে)।

(মনুষ্যশরীরে ভূতাবেশ হইলে, জীবনধারণ নিরর্থক হইয়া পড়ে, কিন্তু) বেদব্যাস "একঃ বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি বাক্যে, যে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়, ভেদরহিত ব্যাপনশীল পরমাত্মা বা বিষ্ণুকে মহৎভূত বা অদৃশ্য পিশাচ, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কোনও মনুষ্যে যদি সেই মহদ্ভূতের বা পিশাচের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে পরমপদ প্রাপ্তি বা কার্য্যকারণাতীত-স্বরূপপ্রাপ্তি, তাহার অবিলম্বেই ঘটে (এবং জীবনধারণ সার্থক হয়)।

ডাকিনীসিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং ব্রহ্মাস্মীত্যক্ষরাত্মকঃ।
ভাবনামাত্রতো যস্য সদ্যস্তদ্রূপতাং ব্রজেৎ॥ ৭২॥

অন্বয়—ব্রহ্মাস্মীত্যক্ষরাত্মকঃ অয়ং ডাকিনী, সিদ্ধমন্ত্রঃ, যস্য ভাবনা-মাত্রতঃ (জনঃ) সদ্যঃ সদ্রূপতাং ব্রজেৎ।

(ডাকিনীসিদ্ধমন্ত্রের জাপক নরকে গমন করেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই কয়েকটি অক্ষর দ্বারা নির্ম্মিত মন্ত্রটী একটী ডাকিনীসিদ্ধ মন্ত্র; কেননা ডাকিনীসিদ্ধ মন্ত্রের জাপক যেমন ডাকিনীরূপ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ 'ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রের জাপকও অচিরে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া যান। (কিন্তু সেই মন্ত্রের জাপক হইয়া তাঁহাকে নরকে যাইতে হয় না।)'

গুরুশাস্ত্রপ্রসাদেন সম্প্রাপ্য পরমং পদম্।
মমৈবেদং ময়া প্রাপ্তমিতি প্রাহ স উত্তমঃ॥ ৭৩

অন্বয়—গুরুশাস্ত্রপ্রসাদেন (যঃ) পরমং পদং সংপ্রাপ্য "মম এব ইদং ময়া প্রাপ্তম্" ইতি প্রাহ, সঃ উত্তমঃ (ভবতি)।

(ভগবান্ গীতার ষোড়শাধ্যায়ে বলিয়াছেন "ইদমদ্য ময়া লব্ধং" 'আজ আমি এই বিষয়টি লাভ করিয়াছি, কাল আমি অমুক মনস্কামনা সিদ্ধ করিব' ইত্যাদি রূপপ্রত্যাশা আসুরী সম্পদের লক্ষণ, কিন্তু) যিনি (প্রত্যগাত্মরূপ যে চিদাভাস) মহাবাক্যোপদেষ্টা গুরুর এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রসাদলাভ করিয়া, পরমপদ পাইয়া অর্থাৎ কার্য্য-কারণাতীত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, বলেন "এইবস্তুটি আমার, আমি ইহা লাভ করিয়াছি", তিনি শ্রেষ্ঠ, (আসুরীসম্পদ্ধারী নহেন।)

যত্তু জন্মশতাভ্যস্তবিজ্ঞানৈরপি বস্তুতঃ।
ন কিঞ্চিদপি সম্প্রাপ্তং তস্য প্রাপ্তির্মহীয়সী॥ ৭৪

অন্বয়—জন্মশতাভ্যস্তবিজ্ঞানৈঃ (সম্প্রাপ্তং) যৎ তু বস্তুতঃ ন কিঞ্চিৎ অপি সম্প্রাপ্তং তস্য (বস্তুনঃ) প্রাপ্তিঃ মহীয়সী (প্রাপ্তিঃ)।

অনন্তজন্মের অভ্যাসলব্ধ অনুভবশক্তির সাহায্যে যে বস্তু লব্ধ হয়, কিন্তু যাহাকে লাভ করিলে বস্তুতঃ কিছুই লব্ধ হয় না, (কেননা তাঁহা

স্বয়ংপ্রকাশ, নিত্যপ্রাপ্ত আত্মা বৈ অন্য কিছুই নহে, তাহা অনুসন্ধানের শেষে, অনুভবকর্ত্তার নিজস্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়), সেই বস্তুর লাভ অতি শ্রেষ্ঠ লাভ। (লৌকিক বুদ্ধিতে কোন বস্তুর প্রাপ্তিকেই লাভ বলে, কিন্তু যে লাভ, সেই লৌকিক বুদ্ধিতে, লাভমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্যই নহে, এস্থলে সেই লাভকেই অর্থাৎ আত্মলাভকেই উৎকৃষ্ট লাভ বলা হইতেছে)।

অনীয়সো মহীয়স্ত্বং নেদীয়স্ত্বং দবীয়সঃ।
পরস্য নিজরূপত্বং যৎ প্রত্যেতি প্রমা হি সা॥ ৭৫

অন্বয়—যৎ (জ্ঞানম্, করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ) অনীয়সঃ মহীয়স্ত্বং, দবীয়সঃ নেদীয়স্ত্বং, পরস্য নিজরূপত্বং, প্রত্যেতি, সা হি প্রমা (যথার্থজ্ঞানম্)।

(সাধারণতঃ লোকে যে জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুকে সূক্ষ্ম, দূরবর্ত্তী বস্তুকে দূরবর্ত্তী, পরবস্তুকে পরবস্তু বলিয়া বুঝে, তাহাকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলে, কিন্তু) যে জ্ঞানদ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আত্মবস্তুকে, দেশকালাদিদ্বারা অপরিছিন্ন ব্রহ্মরূপ বা অতি মহৎ, অতি দূরবর্ত্তী বস্তুকে, অর্থাৎ বহির্মুখী বুদ্ধির অগম্য আত্মবস্তুকে, অতিসমীপ অর্থাৎ নিজস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া অতি নিকটবর্ত্তী, এবং 'পর'বস্তুকে বা কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মাকে, নিজরূপ বলিয়া বুঝে, সেই বিপরীতবোধক জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থজ্ঞান।

[পরমাত্মাকে এইরূপে নিজরূপ বলিয়া বুঝা যায়—সংসারাবস্থায় জীব, পরমাত্মাকে পরোক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, জগদধিষ্ঠান ও পরিপূর্ণ বলিয়া বুঝে এবং আপনাকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ, কিঞ্চিজ্জ্ঞ, ব্যষ্টি অহঙ্কারের অধিষ্ঠান, ও সদ্বিতীয় বলিয়া জানে, কিন্তু ভাগলক্ষণদ্বারা উভয়ের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যক্ত হইলে, জ্ঞানাবস্থায়, চিন্মাত্ররূপে উভয়ই এক বলিয়া অনুভূত হয়।]

যদ্দৃশ্যতে তত্তু মিথ্যা তৎ সত্যং যন্ন দৃশ্যতে।
এতৎপ্রামাণিকত্বং হি মহোপনিষদাং মতম ॥ ৭৬

অন্বয়—যৎ দৃশ্যতে তৎ তু মিথ্যা, যৎ ন দৃশ্যতে তৎ সত্যম্ এতৎ প্রামাণিকত্বং হি মহোপনিষদাং মতম্।

(সাধারণতঃ যে বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাকেই লোকে সত্য বলে, কিন্তু) সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষৎ সমূহ প্রতিপাদন করেন যে, যে বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাই মিথ্যা এবং তদ্বিপরীত বস্তুই সত্য।

বিচিত্রা যস্য রচনা সমস্তা ভাতি নীরসা।
জীবন্মৃতকতুল্যোঽসৌ জীবন্মুক্তঃ শ্রুতৌ স্তুতঃ ॥ ৭৭

অন্বয়—(ইয়ং) সমস্তা বিচিত্রা রচনা যস্য নীরসা ভাতি, জীবন্মৃতক-তুল্যঃ অসৌ, শ্রুতৌ জীবন্মুক্তঃ ইতি স্তুতঃ।

[যে ব্যক্তি জগতের যাবতীয় বিচিত্র পদার্থে কোনও প্রকার রসানুভব করে না, অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতেই অরুচি, বৈদ্যগণ তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়াই অবধারণ করেন, কিন্তু] জগতের যাবতীয় বিচিত্র সৃষ্টি যাঁহার নিকট নীরস বলিয়া প্রতীত হয়, সেই, (লৌকিক দৃষ্টিতে) আসন্ন-মৃত্যু, মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত জীব, বেদে 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি কেবল জীবিত নহেন, পরন্তু অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

স্বয়মেব প্রকাশেত দীপঃ শূন্যালয়ে যথা।
তস্য ব্যর্থপ্রকাশস্য সার্থকং জন্ম বর্ণিতম্ ॥ ৭৮

অন্বয়—যথা শূন্যালয়ে দীপঃ (প্রকাশেত, তথা) যঃ স্বয়ম্ এব প্রকাশেত ব্যর্থপ্রকাশিস্য তস্য জন্ম সার্থকং বর্ণিতম্।

যে গৃহে প্রকাশ করিবার যোগ্য কোনও পদার্থ নাই, সেই গৃহে দীপ যেমন আপনিই অর্থাৎ প্রকাশ্যবস্তুনিরপেক্ষ হইয়া, জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ, যিনি দেহ ধারণ করিয়াও (সর্ব্ববস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা তৎ তৎ) বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন, সেই চেত্যরহিতচিন্মাত্রস্বরূপ পুরুষের জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞেয়পদার্থপরিশূন্য, সেই হেতু, নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই উন্মনীভাবাপন্ন পুরুষের জীবনধারণ সার্থক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (লোকে কিন্তু সেইরূপ পুরুষকে উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া, তাঁহার জীবনধারণ ব্যর্থ মনে করে।)

ন বোধয়তি ভাবানামাত্মনো ভেদমণ্বপি।
অবোধদীপ এবায়মস্মাকং বোধদীপকঃ ॥ ৭৯

অন্বয়—(যঃ দীপঃ) ভাবানাম্ আত্মনঃ অণু অপি ভেদং ন বোধয়তি, সঃ অয়ং অবোধদীপঃ অস্মাকং বোধদীপকঃ এব।

যে দীপ, আত্মা হইতে জগদ্গত পদার্থসমূহের অণুমাত্র ভেদও প্রকাশ করে না, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে এক করিয়া দেখায় (যেহেতু আত্মা হইতে কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা নাই, সেইহেতু সেই ভেদ অসৎ সুতরাং ভেদজ্ঞানও অসৎ), এই সে দীপ, অন্যলোকের দৃষ্টিতে অবোধদীপ হইলেও, আমাদের তাহা বোধদীপ।

নিশায়ামেব জাগর্ম্মি নিদ্রামি সকলং দিনম্।
ন চ রোগা প্রবাধন্তে মা জরামরণাদয়ঃ ॥ ৮০

অন্বয়—অহং নিশায়াম্ এব জাগর্মি, সকলং দিনং নিদ্রামি, জরা-মরণাদয়ঃ রোগাঃ চ মা (মাং) ন প্রবাধন্তে।

(বৈদ্যক শাস্ত্রে দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ রোগোৎপাদক বলিয়া বর্ণিত হয়; কিন্তু) আমি রাত্রিতে (অর্থাৎ যদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রাণী নিদ্রিত, সেই জীবব্রহ্মৈক্যতত্ত্বরূপ রাত্রিতে) জাগ্রৎ থাকি; সমস্ত দিবসে (অর্থাৎ যদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রাণী জাগ্রৎ, সেই কার্য্যকারণরূপ ব্যবহারে) নিদ্রিত থাকি। তথাপি সেই অনিয়মের ফলে বার্দ্ধক্য, মরণ প্রভৃতি আমাকে ক্লেশ দিতে পারে না। (গীতা ২।৬৯ দ্রষ্টব্য)।

উত্তমাধমমধ্যানাং ভেদভানং ধিয়াং ফলম্।
তাভির্হীনস্য হরিণা প্রোক্তা পণ্ডিতরাজতা ॥ ৮১

অন্বয়—উত্তমাধমমধ্যানাং ভেদভানং ধিয়াং ফলং (ভবতি)। তাভিঃ (ধীভিঃ) হীনস্য (জনস্য) পণ্ডিতরাজতা হরিণা প্রোক্তা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—(গীতা)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৫।১৮

বিদ্যা ও শাস্ত্যাদিগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, ধেনুতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে, যাঁহাদের সমদৃষ্টি, তাঁহারাই পণ্ডিত।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীবে যথাক্রমে উত্তমতা, মধ্যমতা ও অধমতার প্রতীতি, বুদ্ধিলাভের ফল। এইরূপ উত্তমাধম দৃষ্টি যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

জহেন যেন সন্ত্যক্তে উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
বুদ্ধিযুক্তঃ স এবেতি পার্থং প্রাহ জনার্দ্দনঃ ॥৮২

অন্বয়—যেন জড়েন উভে সুকৃতদুষ্কৃতে সন্ত্যক্তে, সঃ এব বুদ্ধিযুক্তঃ ইতি জনার্দ্দনঃ পার্থং প্রাহ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (২।৫০) বলিয়াছেন—"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে"—'(সমত্ব-)বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত ও দুষ্কৃত (পুণ্য ও পাপ, উভয়ই) ত্যাগ করেন'—এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—] (জনসাধারণের দৃষ্টিতে) যে বিচারবিহীন বা ত্যাজ্যাত্যাজ্য জ্ঞানশূন্যব্যক্তি, পুণ্য পাপ উভয়কেই (নিজবিচারে পুনর্দেহধারণের বীজস্বরূপ বলিয়া) ত্যাগ করেন, জনার্দ্দন (জনহিতকারী) শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়াছেন।

কৃতাকৃতৈর্ন যস্যার্থো নাশ্রয়ো যস্য কুত্রচিৎ।
পার্থসারথিরিত্যাহ স তুচ্ছঃ স্বচ্ছমুক্তিভাক্ ॥ ৮৩

অন্বয়—যস্য কৃতাকৃতৈঃ অর্থঃ ন (অস্তি), যস্য আশ্রয়ঃ কুত্রচিৎ ন (অস্তি), সঃ তুচ্ছঃ (পুরুষঃ) স্বচ্ছমুক্তিভাক্ ইতি পার্থসারথিঃ আহ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৩।১৮) বলিয়াছেন—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥

যিনি আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন, কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বা অননুষ্ঠান দ্বারা, তাঁহার কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় না। সমস্ত প্রাণিবর্গ মধ্যে এমন কেহই নাই, যাঁহাকে তিনি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিবেন।]

এই শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—যিনি কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান কিছুই করেন না, এবং যাঁহার

কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ নাই, এইরূপ লক্ষ্যহীন তুচ্ছ ব্যক্তিই, অর্জ্জুনের শকটবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে, নির্ম্মলমুক্তির অধিকারী। অভিপ্রায় এই—যাঁহার কর্ম্মফলে অথবা মোক্ষে কিছুতেই প্রয়োজন নাই, চিদদ্বৈতে অথবা দ্বৈতে কিছুতেই নির্ব্বন্ধ নাই. এইরূপ পুরুষ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে নির্ম্মল আত্মস্থিতিরূপা মুক্তির অধিকারী।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন জানাতি ন জানাতি শুভাশুভে।
সুখদুঃখে ন জানাতি স জ্ঞানীতি মতং হরেঃ ॥৮৪

অন্বয়—যঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন জানাতি, শুভাশুভে ন জানাতি, সুখদুঃখে ন জানাতি, সঃ জ্ঞানী ইতি হরেঃ মতম্।

যিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানেন না, পুণ্যপাপ জানেন না, সুখদুঃখ জানেন না, তিনিই জ্ঞানী, ইহা হরির—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের, মত। কেন না ভাগবতে (১১।২৯) কৃষ্ণ বলিতেছেন 'গুণদোষ দেখাই দোষ, গুণদোষ না দেখাই গুণ' এবং গীতায় (৯।২৮) বলিতেছেন—'শুভাশুভফলপ্রদ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, (২।৩৮) 'সুখ ও দুঃখকে তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইত্যাদি। উক্ত লক্ষণগুলি অত্যন্ত মূঢ়ে দৃষ্ট হইলেও, জ্ঞানপরিপাকের ফলরূপে, জ্ঞানীতে দৃষ্ট হয়।

চিন্তনেনৈব মুক্তিঃ স্যাদিতি সর্ব্বত্র বর্ণিতম্।
অস্মাকং তু মতে স্বস্মিন্ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥৮৫

অন্বয়—চিন্তনেন এব মুক্তিঃ স্যাৎ ইতি সর্ব্বত্র বর্ণিতম্, তু অস্মাকং মতে স্বস্মিন্ কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ।

ধ্যান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, একথা শ্রুতি, স্মৃতি, সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের মত এই যে, আত্মায়, আত্মরূপ বা অনাত্মরূপ

কিছুই চিন্তা করিতে নাই। (ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মত, গীতা ৬।২৫ দ্রষ্টব্য)। কেননা, ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা এই ত্রিপুটী মিথ্যা; এবং অষ্টাবক্রও বলিয়াছেন—যিনি অচিন্ত্য বস্তুর চিন্তা করিতে যান, তিনি (নিজের) চিন্তার রূপই ভাবনা করিয়া থাকেন, তাহা ত' অনাত্মবস্তু বলিয়া মিথ্যা। এই কথাটি পরবর্ত্তী শ্লোকে বিশদ করিতেছেন—

চিন্তনং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মতমন্যন্মতং মম।
ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে।
স্বয়ং প্রকাশিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৮৬
ইতিসার্দ্ধশ্লোকঃ।

অন্বয়—চিন্তনং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মতং, মম অন্যৎ মতং, ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাৎ (কিঞ্চিদচিন্তনাৎ) তত্ত্বং স্বয়ম্ এব প্রকাশতে। তত্ত্বে স্বয়ং প্রকাশিতে সতি, তৎক্ষণাৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ। ইতি সার্দ্ধশ্লোকঃ।

ধ্যান মোক্ষসাধন বলিয়া সকল শাস্ত্রেরই অনুমোদিত। আমার মত কিন্তু তাঁহার বিপরীত। আমার মতে, দ্বৈত বা অদ্বৈত কিছুরই চিন্তা না করিলেই, আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কেননা তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। (তাহা হইলে কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—) সেই অনারোপিত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, যাবতীয় অনাত্মবস্তু, (বাধিত বলিয়া, অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়া) সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপই হইয়া যায়। (এই শ্লোকার্দ্ধ পূর্ব্বশ্লোকেরই অন্তর্গত)।

একোঽপি ন গুণো যস্মিন্ দ্বৌত্রয়ো বা কুতঃকিল।
গুণান্ গায়তি গোবিন্দো নিস্ত্রৈগুণ্যস্য তস্য হি ॥ ৮৭

অন্বয়—যত্র একঃ অপি গুণঃ ন (অস্তি, তত্র) দ্বৌ ত্রয়ঃ বা (গুণাঃ) কুতঃ (ভবন্তি) কিল? নিস্ত্রৈগুণ্যস্য তস্য হি গোবিন্দঃ গুণান্ গায়তি।

যে আত্মতত্ত্বে সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনগুণের একটিও নাই অথবা একত্বসংখ্যারূপ গুণও নাই, তাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি গুণ অথবা সত্ত্বাদি গুণত্রয়, বা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপ ত্রিগুণ, কি কারণে থাকিবে? থাকিতে পারে না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু গোপাল (স্থূলবুদ্ধি) শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সেই নির্গুণ আত্মবস্তুর, অসঙ্গ, অবিকারী ইত্যাদি গুণবর্ণনা করিয়াছেন! (নির্গুণের গুণকথনরূপ বিরোধাভাস হেতুই, এই শ্লোক প্রলাপসদৃশ; অসঙ্গত্বাদি গুণ, যে আত্মবস্তুর নাই, ইহা শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে।)

যস্তু নৈরাধিকারোঽস্তি কস্মিংশ্চিদপি কর্ম্মণি।
মুখ্যোঽধিকারী কৈবল্যে স গীতো নন্দসূনুনা ॥ ৮৮

অন্বয়—যস্য কস্মিংশ্চিৎ অপি কর্ম্মণি অধিকারঃ ন এব অস্তি, সঃ কৈবল্যে মুখ্যঃ অধিকারী ইতি নন্দসূনুনা গীতঃ।

(বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম্মের ও উপাসনার যে স্বর্গাদি ও ব্রহ্মলোকাদিরূপ ফল বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ে নিস্পৃহতাহেতু) যিনি, কর্ম্মে ও উপাসনায় অনধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাকেই, নন্দগোপপুত্র (স্থূলবুদ্ধি) শ্রীকৃষ্ণ, মোক্ষের প্রধান অধিকারী বলিয়াছেন।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্ যঃ প্রত্যক্ষাপলাপকৃৎ।
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি তমার্য্যং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৮৯

অন্বয়—যঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্, কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি প্রত্যক্ষাপলাপকৃৎ (ভবতি) কেশবঃ তং আর্য্যং প্রাহ।

যিনি চক্ষুদ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আঘ্রাণ লইয়া, আমি কিছুই করিতেছি না, এইরূপে প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন, কৃষ্ণ সেই মিথ্যাবাদীকে আর্য্য বা যথার্থবক্তা বলিয়াছেন। (গীতা ৫।৮)

জানন্তোঽপি ন সন্মার্গং মূঢ়ায়োপদিশন্তি যে।
মূঢ়মার্গং প্রশংসন্তি তান্ সাধূনাহ মাধবঃ ॥ ৯০

অন্বয়—যে সন্মার্গং জানন্তঃ অপি মূঢ়ায় ন উপদিশন্তি, (প্রত্যুত) মূঢ়মার্গং প্রশংসন্তি, মাধবঃ তান্ সাধূন্ আহ।

যাঁহারা মোক্ষের সাধনভূত উত্তমমার্গ (জ্ঞানমার্গ) জানিয়াও, অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহা দেখান না,-(প্রত্যুত) মূঢ়গণের—জ্ঞানে অনধিকারিগণের—অবলম্বনীয়, স্বর্গাদি নিজনিজ ইষ্টসাধনভূত কর্ম্মমার্গের বা উপাসনা মার্গের প্রশংসা করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই খল ব্যক্তিগণকে সাধু বলিয়াছেন। (গীতা ৩।২৬)।

যস্মিন্মার্গে প্রবিষ্টস্য ভ্রষ্টতাগ্রিম জন্মনি।
তমেব যোগিনাং মার্গমস্তৌষীৎ পার্থসারথিঃ ॥ ৯১

অন্বয়—যস্মিন্ মার্গে প্রবিষ্টস্য অগ্রিমজন্মনি ভ্রষ্টতা (ভবতি), তং যোগিনাং মার্গম্ এব পার্থসারথিঃ অস্তৌষীৎ।

যে (ব্রহ্মানন্দরূপ) মার্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভাবিজন্মে প্রচ্যুত (অর্থাৎ একেবারে জন্মহীন) হইতে হয় সেই মার্গকেই, পার্থসারথি (অর্জ্জুনসারথিরূপে সর্ব্বোত্তম পথপ্রদর্শক) শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানিজনের অবলম্বনীয় পরমসুখপ্রাপ্তির পথ বলিয়া, প্রশংসা করিয়াছেন। (গীতা ৬।২১,৪।৩৩)।

যথেষ্টচেষ্টারোধো হি সিদ্ধিদো হঠযোগিনাম্।
যথেষ্টচেষ্টা কৈবল্যমস্মাকং জ্ঞানযোগিনাম্ ॥ ৯২

অন্বয়—যথেষ্টচেষ্টারোধঃ হঠযোগিনাং সিদ্ধিদঃ হি। জ্ঞানযোগিনাম্ অস্মাকং (মতে তু), যথেষ্টচেষ্টা কৈবল্যম্ অস্তি।

শরীরের স্বাভাবিক ব্যাপারসমূহের নিরোধ, হঠযোগিগণের মতে মুক্তির কারণ। আমরা জ্ঞানযোগী ; আমাদের মতে দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্রিয়া, কৈবল্যরূপ, বা কৈবল্যের লক্ষণ। (গীতা ৫।৮, ৯ দ্রষ্টব্য)। কথিত আছে—

"অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্‌পশ্যন্নহঙ্কৃতিম্।
ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ॥"

অহঙ্কারকে চিদাত্মায় বিলীন না করিয়া, অহঙ্কারকে কেবল চিদাত্ম-সত্তা হইতে, পৃথক্‌সত্তাবিশিষ্ট জানিয়া, কেহ যদি কোটিবস্তুর বাসনা করেন, তাহা হইলে, তিনি বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহার চিজ্জড়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তিনি অহঙ্কারকে জড় বলিয়া জানিয়াছেন।

হত্বাপি য ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।
অস্মাকন্তু মতে তস্য সঙ্গতিঃ শান্তিসাধনম্॥ ৯৩

অন্বয়—যঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে, তস্য সঙ্গতিঃ অস্মাকং মতে তু শান্তিসাধনং (ভবতি)।

যিনি পঞ্চভূত এবং পাঞ্চভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডাদি দৃশ্যবর্গকে, আত্মা হইতে পৃথক্‌সত্তাবিহীন জানিয়া এবং এইরূপে তাহাদের বিনাশসাধন করিয়া, অথবা সকল প্রাণীর বিনাশসাধন পূর্ব্বক, আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া, আপনাকে ঘাতক বলিয়া অনুভব করেন না, সেই লোকঘাতকের সঙ্গ, আমাদের মতে, শান্তিলাভের সাধন, নরক-প্রাপ্তির কারণ নহে। (গীতা, ১৮।১৭)।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
এতস্যাপরিহার্য্যস্য পরিহারো মতং মম॥ ৯৪

অন্বয়—জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ হি, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। এতস্য অপরিহার্য্যস্য পরিহারঃ মম মতম্।

শ্রীকৃষ্ণ (গীতায় ২।২৭) বলিয়াছেন, শরীর ধারণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আবার মৃত্যু হইলেও শরীরধারণ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। যে জন্মমৃত্যু শ্রীকৃষ্ণের মতে অপরিহার্য্য, তদুভয়ের পরিহারই আমার সম্মত। দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক, আত্মার স্বরূপে স্থিতি হইলেই জন্মমৃত্যুর পরিহার হয়)।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে যস্য ভস্মসাৎ।
ন তস্য কর্ম্মভ্রষ্টস্য কর্ম্মঠৈর্লভ্যতে পদম্ ॥ ৯৫

অন্বয়—জ্ঞানাগ্নিঃ যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে, কর্ম্মভ্রষ্টস্য তস্য পদং কর্ম্মঠৈঃ ন লভ্যতে।

জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান, যাঁহার সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই সমস্ত কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, সেইরূপ কর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি, যে জীবন্মুক্তিরূপ পদ লাভ করেন, কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিগণ সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই কর্ম্মভ্রষ্টের অধোগতি সুদূরপরাহত। (গীতা ৪।৩৭)।

যস্তু কাপুরুষঃ কামাৎ সর্ব্বস্মাদপিনির্গতঃ।
স এব পুরুষার্থীতি জগাদ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯৬

অন্বয়—যঃ তু কাপুরুষঃ সর্ব্বস্মাৎ অপি কামাৎ নির্গতঃ, সঃ এব পুরুষার্থী ইতি পুরুষোত্তমঃ জগাদ।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল প্রকার কামনা-পরিশূন্য, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া, লোকে তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া থাকে; কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই, (পরম-) পুরুষার্থী বা মোক্ষাধিকারী বলিয়াছেন। (গীতা ২।৭১)।

বিষ্ণুগীতা ময়াধীতা নির্ণয়স্তত্র নির্গতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগী সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৭

অন্বয়—বিষ্ণুগীতা ময়া অধীতা, তত্র (এষঃ) নির্ণয়ঃ নির্গতঃ—সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগী সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। সেই গীতাপাঠ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ, বিহিত প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি (নিরয়গামী না হইয়া বরং) সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়। (গীতা ১৮।৬৬)।

অসঙ্গবস্তুবিষয়ে প্রলাপোঽয়ং তু সঙ্গতঃ।
ধ্যাতো মুহুর্মুহুর্দত্যাৎ সতাং পূর্ণামসঙ্গতাম্ ॥৯৮

অন্বয়—অসঙ্গবস্তুবিষয়ে অয়ং প্রলাপঃ সঙ্গতঃ তু (এব)। (অস্মিন্) মুহুর্মুহুঃ ধ্যাতে (সতি) সতাং পূর্ণাম্ অসঙ্গতাং দদ্যাৎ।

ব্রহ্ম বস্তু অসঙ্গ, অর্থাৎ বাক্যদ্বারা যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে এরূপ কোন ধর্ম্মই, তাহাতে নাই। সেই ব্রহ্মবিষয়ে এই প্রলাপশতক অসঙ্গত নহে। এই হেতু এই প্রলাপশতক বার বার বিচার করিলে সাধনসম্পন্ন অধিকারী অসঙ্গাত্মস্বরূপে অখণ্ডস্থিতিলাভ করিতে পারেন। এই হেতু এই প্রলাপশতক উপেক্ষ্য নহে।

অগোচরবিচারেঽস্য নিন্দ্যকামাদিবর্জ্জনাৎ
শতকস্য প্রবৃত্তস্য ব্যক্তোন্মত্তপ্রলাপতা ॥৯৯

অন্বয়—অগোচরবিচারে নিন্দ্যকামাদিবর্জ্জনাৎ প্রবৃত্তস্য অস্য শতকস্য উন্মত্তপ্রলাপতা ব্যক্তা।

যে ব্রহ্মচৈতন্য বাক্য ও মনের বিষয় নহেন, এই শতক, লোকনিন্দিত কামাদির সাহায্যে, তাঁহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারাই এই শতকের উন্মত্তপ্রলাপরূপতা প্রকাশিত হইয়াছে।

অস্যোন্মত্তপ্রলাপত্বাদুপেক্ষাং তাত মা কুরু।
ন্যূনমেতস্য ভাবার্থো দুর্বোধো বিষয়াত্মভিঃ ॥১০০

অন্বয়—(হে) তাত, অস্য উন্মত্তপ্রলাপত্বাৎ মা উপেক্ষাং কুরু। এতস্য ভাবার্থঃ বিষয়াত্মভিঃ ন্যূনং দুর্বোধঃ।

হে বৎস, এই শতক উন্মত্তপ্রলাপরূপ বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিও না। যাহাদের চিত্তবৃত্তি ভোগাসক্ত, তাহারা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণে সত্যই অসমর্থ।

ইত্যুন্মত্তপ্রলাপোঽয়ং নাম্না প্রোক্তো ময়া তব ॥১০১

অন্বয়—ইতি নাম্না উন্মত্তপ্রলাপঃ অয়ং ময়া তব প্রোক্তঃ।

এই হেতু "উন্মত্তপ্রলাপ" নাম দিয়া, এই প্রকরণ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম।

ন্যূনমেকান্তনিষ্ঠেন নিত্যমেকাগ্রচেতসা।
ইত্যুন্মত্তপ্রলাপোঽয়ং বিচার্য্যঃ কৃতবুদ্ধিনা ॥১০২

অন্বয়—ন্যূনম্ একান্তনিষ্ঠেন, নিত্যম্ একাগ্রচেতসা, কৃতবুদ্ধিনা, ইতি (হেতোঃ) অয়ম্ উন্মত্তপ্রলাপঃ বিচার্য্যঃ।

[আচার্য্যপাদ শঙ্কর 'একান্ত' বা 'বিজন' শব্দে অদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপ বুঝেন; কেন না তিনি বলিয়াছেন (অপরোক্ষানুভূতিঃ, ১১০)—

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সকলং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ॥"

অথবা 'বিজন' শব্দের লৌকিকার্থ জনশূন্যপ্রদেশ।] যিনি প্রকৃতই অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সহজ প্রীতি অনুভব করেন, (অথবা যিনি অহেতুক বিবিক্তসেবি) সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত, এবং মার্জ্জিতবুদ্ধি, তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ, এই উন্মত্তপ্রলাপিশতকের তাৎপর্য্য গ্রহণে যত্নবান্ হইবেন।'

অবস্থায়াঃ মনোন্মন্যা উন্মত্তা যে মহাধিয়ঃ।
নিধিস্তেষাং প্রলাপোঽয়ং স্থাপ্যো হৃদয়মন্দিরে ॥১০৩

অন্বয়—যে মহাধিয়ঃ মনোন্মন্যাঃ অবস্থায়াঃ (হেতোঃ) উন্মত্তাঃ, অয়ং প্রলাপঃ তেষাং নিধিঃ, হৃদয়মন্দিরে স্থাপ্যঃ।

যে বিশালবুদ্ধি সাধকগণ মনোনাশরূপা মনোন্মনী অবস্থাবশতঃ উন্মত্ত অর্থাৎ বিনষ্টমনস্ক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রলাপ গুপ্তধন স্বরূপ। তাঁহারা ইহাকে হৃদয়মন্দিরে (গোপনে নিধি বা গুপ্তধনরূপে) ধারণ করিবেন।

৬৮। শিবপূজাশতকম্।

ব্রহ্মস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মাই, গুরুরূপে পরমকল্যাণসাধক বলিয়া, শিবনামে অভিহিত হন। অবিচ্ছিন্নস্মরণই তাঁহার পূজা। কিপ্রকারে সেই পূজার অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকশতকে বর্ণিত হইতেছে। সেই শিবপূজায় রুচি উৎপাদনের জন্য প্রারম্ভেই শিব পূজার ও পূজাসঙ্কল্পের ফল, বর্ণনা করিতেছেন :—

শিবপূজাত্মকং কর্ম্ম কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমম্।
সঙ্কল্পঃ শিবপূজায়াঃ সর্ব্বসঙ্কল্পদুঃখহৃৎ ॥ ১

অন্বয়—শিবপূজাত্মকং কর্ম্ম কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমং (ভবতি)। শিবপূজায়াঃ সঙ্কল্পঃ সর্ব্বসঙ্কল্পদুঃখহৃৎ (ভবতি)।

শিবপূজাস্বরূপ এই যে অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিতেছি, তাহা অন্তঃকরণের শুদ্ধিসম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপাদন করিয়া, সর্ব্বকর্ম্মমূল অজ্ঞানের সহিত, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই সকল প্রকার কর্ম্মেরই অবসান করিতে সমর্থ। শিবপূজার সঙ্কল্প করিলে, অর্থাৎ অধ্যবসায় পূর্ব্বক শিবপূজায় নিরত হইলে, সকল প্রকার সঙ্কল্পজনিত দুঃখের পরিহার হয়। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মাত্মবিষয়া বৃত্তিতে দৃঢ়নিষ্ঠা উৎপাদন করিতে পারিলে, অজ্ঞান ও কর্তৃত্ববুদ্ধি তিরোহিত হয়, এবং দুঃখপ্রদ সংসারসঙ্কলনের বিরাম হয়। এইহেতু শিবপূজায় রুচি উৎপাদন কর্ত্তব্য।

শিবপঞ্চাক্ষরী দীক্ষা শব্দব্রহ্মময়ী হিতা।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২

অন্বয়—শব্দব্রহ্মময়ী শিবপঞ্চাক্ষরী দীক্ষা (মুমুক্ষূণাং) হিতা, শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ (জনঃ) পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।

"নমঃ শিবায়" এই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা, শব্দব্রহ্মের বা প্রণবের স্বরূপ। (প্রণব বা ওঁকার শব্দব্রহ্ম, কেননা মাণ্ডুক্যশ্রুতি বলিতেছেন—"এই বিবিধপ্রতীতিগোচর অর্থাৎ জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে অনুভূত চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ "ওঁ" এই অক্ষরাত্মক)*। সেই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মুমুক্ষুগণের অভীষ্টপ্রদ আলম্বন বলিয়া বেদে বিহিত আছে। যিনি শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত বা ধ্যানাদি যোগে প্রণবে একান্ত আসক্ত, তিনি কার্য্যকারণাতীত, দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয়সুখস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বা ব্রহ্মস্বরূপ হন। এইহেতু সেই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মুমুক্ষুগণের পরমসেব্য।

---

* বাচ্য ও বাচকের অভেদোপচারহেতু এইরূপ বেদোক্তি।

সেই পঞ্চাক্ষর যে প্রণবস্বরূপ, একথা শ্রীভৈরব মার্কণ্ডেয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা—

"ওঁকারস্তু শিবঃ স্বাত্মা নকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
মকার ঈশ্বরপ্রাজ্ঞৌ শিঃ সূত্রাত্মকতৈজসৌ॥
বকারশ্চ বিরাড়্বিশ্ব, এতৎসর্ব্বপ্রকাশকঃ।
যকারঃ পঞ্চমো বর্ণ ওঁকারো বীজমুচ্যতে॥
পঞ্চাক্ষরীয়ং প্রণবব্রহ্মরূপা প্রকীর্ত্তিতা।"

ওঁকার হইতেছেন শিবস্বরূপ জীবাত্মা, 'ন'কার তাঁহার শক্তি, 'ম'কার "প্রাজ্ঞ" (বা সুষুপ্ত্যবস্থার সাক্ষী প্রজ্ঞানঘন, কারণরূপ ব্যষ্টি অবিদ্যার অভিমানী) এবং "ঈশ্বর" (বা কারণসমষ্টির অভিমানী চেতন বা অন্তর্য্যামী)। 'শি' হইতেছে "তৈজস" (বা স্বপ্নাবস্থার সাক্ষী ব্যষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাভিমানী) এবং "হিরণ্যগর্ভ" (বা সমষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চের অভিমানী)। 'ব' হইতেছে "বিশ্ব" (বা জাগ্রদবস্থায় অনুভূত ব্যষ্টি স্থূল প্রপঞ্চাভিমানী) এবং "বিরাট" (বা সমষ্টি স্থূলপ্রপঞ্চের অভিমানী)* পঞ্চমবর্ণ 'য়' হইতেছে পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমষ্টির প্রকাশক। "ওঁ" হইতেছে বীজ। এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা প্রণবস্বরূপ বা ব্রহ্মরূপ।

সাধারণতঃ, শিবপূজায় অধিকার লাভের জন্য, যে বিভূতিরেখাত্রয়-ধারণের ব্যবস্থা আছে, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতেছেন

ত্রিস্রো রেখা বিভূতেস্তু শ্রদ্ধাভক্তিবিরক্তয়ঃ।
পূজাধিকারসিদ্ধ্যর্থং ধার্য্যাঃ স্বাঙ্গেষু শাম্ভবৈঃ॥ ৩

অন্বয়—শাম্ভবৈঃ পূজাধিকারসিদ্ধ্যর্থং বিভূতেঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিরক্তয়ঃ (ইতি) তিস্রঃ রেখাঃ স্বাঙ্গেষু ধার্য্যাঃ।

---

* সবিশেষ "দৃগ্দৃশ্যবিবেকের" বঙ্গানুবাদে ১৪৮ পৃষ্ঠায় ২৫ সংখ্যক টীকায় দ্রষ্টব্য।

'শং সুখং ভবতি অস্মাৎ' ইতি শম্ভুঃ ; 'শম্ভু'শব্দে জগদানন্দকর পরমাত্মাকে বুঝায়। সেই শম্ভুর উপাসক অর্থাৎ শম্ভু হইতে আপনার অভেদচিন্তক মুমুক্ষু জীব (অধিষ্ঠান সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস) হইতেছেন শাম্ভব ; সেই শাম্ভবগণ, শম্ভুপূজায় অধিকার লাভের জন্য, তাঁহা হইতে আপন আপন অভেদচিন্তন জন্য যে তিনটি বিভূতির রেখা আপন আপন অঙ্গে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে ধারণ করিবেন, তাহা লোকপ্রচলিত বিভূতি বা ভস্ম রেখা হইতে বিলক্ষণ। সেই তিনটি বিভূতিরেখা,—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বৈরাগ্য। 'শ্রদ্ধা' শব্দে গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসরূপা বৃত্তি ; 'ভক্তি' শব্দে, গুরু, ব্রহ্ম ও আত্মা, এই তিনের অভেদে সহজপ্রীতিরূপা বৃত্তি ; এবং 'বৈরাগ্য' শব্দে আত্মভিন্ন সকল পদার্থেই বিরসতারূপা বৃত্তি বুঝিতে হইবে।

রুদ্রাভরণামুদ্রাস্তু ধার্য্যা রুদ্রাক্ষমালিকাঃ।
দেবোভূত্বা যজেদ্দেবমিতীয়ং শাশ্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৪

অন্বয়—রুদ্রাক্ষমালিকাঃ তু রুদ্রাভরণমুদ্রাঃ (তৈঃ) ধার্য্যাঃ। দেবঃ ভূত্বা দেবং যজেৎ ইতি ইয়ং শাশ্বতী শ্রুতিঃ (অস্তি)।

তাঁহারা যে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবেন, তাহা লোক প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ মালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রের বা অহঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ শাম্ভবী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মুদ্রা ; কারণ, সেই সেই মুদ্রা জীবাধিষ্ঠিত অহঙ্কারের সসঙ্গতা, দুঃখিতা প্রভৃতি ভাবকে ভুলাইয়া দিয়া অসঙ্গতা, আনন্দরূপতা, প্রভৃতি ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তুলে। সেই সকল মুদ্রার সতত আবৃত্তি বা বারম্বার অভ্যাস করিতে পারিলেই রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করা হয়। (শঙ্কা) ভাল, তাহা ত' স্বয়ং শিবেই সম্ভব ; জীবে, কোথায় সেরূপ রুদ্রাক্ষমালা দেখা যায় ? (সমাধান) "শাশ্বতী শ্রুতিঃ" বা উপনিষল্লব্ধ সনাতন বেদবচন এই (বৃহদা, উ, ৪।১।২ ?)—দেবের পূজা

করিতে হইলে স্বয়ং দেব হইতে হয়; চিন্মাত্র আত্মস্বরূপ হইয়া চিন্মাত্র-স্বরূপ আত্মার পূজা করিতে হয়।

পূজাক্রমঃ।

আকারাঃ কল্পিতা যস্যাং ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
তন্মৃত্তিকাময়ং শৈবৈঃ শিবলিঙ্গং প্রপূজ্যতে॥ ৫

অন্বয়—যস্যাং (মৃদি) ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ আকারাঃ কল্পিতাঃ তন্মৃত্তিকাময়ং শিবলিঙ্গং শৈবৈঃ প্রপূজ্যতে।

(যাহা, সকলবস্তুকে 'মর্দ্দন' করিয়া—বিনাশ করিয়া, একরূপতা সম্পাদন করে, সেই সর্ব্বদ্বৈতপরিশূন্য বস্তুকেই অর্থাৎ ব্রহ্মকেই 'মৃৎ' শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে)। সেই মৃত্তিকাতেই, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম বস্তু কল্পিত হয়। শৈবগণ—শিবস্বরূপ-ভূত অধিকারিগণ, সেই মৃত্তিকাতে পরিকল্পিত শিবলিঙ্গকেই আনন্দময় হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত আন্তর, এবং ঘটাদি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বাহ্য, এই উভয় প্রকার আনন্দাত্মার লক্ষককেই পূজা করিয়া থাকেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

তত্র প্রথমং হরায় নম ইতি মৃত্তিকাগ্রহণম্।

সেই পূজাপদ্ধতিতে প্রথমে শিবলিঙ্গনির্ম্মাণ করিবার জন্য যে মৃত্তিকাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে, তাহার মন্ত্র "হরায় নমঃ।" যিনি সমস্ত দ্বৈত হরণ করেন, তিনি 'হর', অর্থাৎ সর্ব্বদ্বৈত তিরোহিত হইয়া যাঁহাতে পর্য্যবসন্ন হয়, তিনি হইতেছেন 'হর।' নমস্কারের অর্থ আরাধ্যাধীনাত্মত্ব-সম্পাদন। এইহেতু, "হরায় নমঃ" এই মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত; ক্ষিত্যাদি অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টাঙ্গের সহিত ঈশ্বরের, ও আপনার, জীবভাব তিরোহিত;

করিয়া, তদুভয়ের সচ্চিদানন্দরূপতা চিন্তন করিলেই মৃত্তিকাগ্রহণ করা হইল। এই কথাই শ্লোকনিবদ্ধ করিতেছেন—

মৃৎ সত্যা যচ্ছরাবাস্তু শ্রুতা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
হরায় নম ইত্যেব গ্রাহ্যা সা মৃত্তিকা বুধৈঃ॥ ৬

অন্বয়—ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ তু যচ্ছরাবাঃ শ্রুতাঃ, (সা) মৃৎ সত্যা (ভবতি); বুধৈঃ 'হরায় নমঃ' ইতি সা মৃত্তিকা এব গ্রাহ্যা।

[ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১।৪) উক্ত হইয়াছে—"একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—কারণভূত কেবল মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই, মৃত্তিকার কার্য্যভূত শরাবাদি যাবতীয় মৃদ্বিকার পদার্থকে জানা যায় (কেননা, কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে,) যেহেতু বিকারপদার্থ কেবল বাগাশ্রিত, পরমার্থতঃ তাহা বস্তুই নহে, কেননা তাহা নামমাত্র। (বিকার স্বয়ং কোন বস্তুই নহে।) মৃত্তিকাই সত্য বস্তু।]

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যে ব্রহ্মমৃত্তিকার কার্য্যভূত শরাবাদিরূপ বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে (অথবা কেবলবাগাশ্রিত বলিয়া কেবলমাত্র শ্রুতিগোচর হয়, পৃথক্ দৃষ্ট হয় না), বিচারশীল পণ্ডিতগণ "হরায় নমঃ" এই মন্ত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক সেই মৃত্তিকাকেই গ্রহণ করিবেন।

"মহেশ্বরায় নম" ইতি লিঙ্গসঙ্ঘট্টনম্।

ঈশ্বর বা অন্তর্য্যামী হইতেছেন মায়োপাধিক, এবং সেই অন্তর্য্যামিত্ব আরোপের অধিষ্ঠানস্বরূপ মহেশ্বর, হইতেছেন মায়া-উপাধি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। আপনার সেই মহেশ্বররূপতাসম্পাদনের জন্য, লিঙ্গের বা ব্রহ্মলক্ষক জীবত্বের, সেই মহেশ্বরের সহিত একতা চিন্তনই লিঙ্গসঙ্ঘট্টনের

বা ব্যবহারিক শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণের তাৎপর্য্য। ইহাই শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন :—

অখণ্ডাকারবৃত্তিস্তু বেদান্তে যা নিরূপিতা।
নমো মহেশ্বরায়েতি লিঙ্গসঙ্ঘট্টনং হি তৎ ॥ ৭

অন্বয়—যা তু বেদান্তে অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ নিরূপিতা, তৎ হি "নমঃ মহেশ্বরায়" ইতি লিঙ্গসঙ্ঘট্টনম্।

বেদান্ত শাস্ত্রে যে অখণ্ডাকারবৃত্তি বা আপনার (আত্মার) অস্ফুরণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মমাত্রের স্ফুরণরূপা বৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই "নমো মহেশ্বরায়" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক লিঙ্গসঙ্ঘট্টন, অর্থা
সাহায্যে উক্তমন্ত্রের অর্থানুসন্ধানই লিঙ্গসঙ্ঘট্টন। ত
লিঙ্গসঙ্ঘট্টন হইতে বিলক্ষণ।

শূলপাণয়ে নম ইতি প্রতিষ্ঠাপনম্।

অগ্রে ৪৫ সংখ্যকশ্লোকে উক্ত হইবে যে জ্ঞানই অজ্ঞানশত্রুবিনাশক "শূলের" অর্থ। সেই শূল ত্রিকণ্টক ; বোধই মধ্যকণ্টক, শান্তি ও বৈরাগ্য উভয় পার্শ্বস্থ কণ্টকদ্বয়। সেই শূল যাঁহার হস্তে; তিনিই শূলপাণি,— শরণাগত মুমুক্ষুর জ্ঞানপ্রদ গুরু ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপ গুরুর সহিত আপনার অভেদচিন্তনই অর্থাৎ অজ্ঞানবিনাশে 'ইদং' বস্তুকে 'অহং' বস্তুরূপে পাইবার জন্য আত্মসম্মুখে স্থাপন, এই পূজায় প্রতিষ্ঠাপন—এই কথাই শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন :—

ত্যক্ত্বা সম্ভাবনাং তদ্বদ্বিপরীতত্বভাবনাম্।
শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ পীঠে নিষ্ঠাময়ে বুধৈঃ ॥ ৮

অন্বয়—অসম্ভাবনাং তদ্বৎ (তথা) বিপরীতত্বভাবনাং ত্যক্ত্বা নিষ্ঠাময়ে পীঠে বুধৈঃ শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ।

ব্রহ্ম, গুরু ও আত্মা এই তিনের অভেদ বিষয়ে অনিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি অসম্ভাবনা, এবং তাঁহাদের ভেদনিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি বিপরীতভাবনা। বিবেকিগণ তদুভয় পরিত্যাগ করিয়া, তদুভয়ের স্ফুরণ, বিচার দ্বারা নিরোধ করিয়া, ব্রহ্ম, গুরু ও আত্মার অখণ্ডতায় সহজপ্রীতিরূপ আসনে, সেই জ্ঞানদাতা ব্রহ্মাত্মগুরুকে স্থাপন করিবেন—সেই তিনের অভেদানুসন্ধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

পিনাকধৃতে নম ইত্যাবাহনম্।

মুণ্ডকশ্রুতি (২।২।৪) প্রণবকে ধনুরূপে এবং আত্মাকে শররূপে, বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হেতু, শিবের 'পিনাক' ধনুকে, ওঁকার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ধনুর ধারক বা অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপ গুরু, এতদুভয়ের স্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ নমস্কার, উক্ত মন্ত্রের অর্থ। সেই মন্ত্রপ্রভাবে উক্ত শ্রুতিবর্ণিত "আত্মা"-শর, ব্রহ্ম ও গুরুর সন্নিকৃষ্ট হয়। এই কথাই শ্লোক দ্বারা বিবৃত করিতেছেন :—

সর্ব্বগস্যাপি দেবস্য ভক্তিরাবাহনং তব।
আবাহয়ামি ভক্ত্যা ত্বামিত্যাবাহঃ পিনাকধৃৎ॥ ৯

অন্বয়—সর্ব্বগস্য অপি দেবস্য তব ভক্তিঃ আবাহনং (ভবতি), ত্বাং 'ভক্ত্যা আবাহয়ামি' ইতি পিনাকধৃৎ আবাহঃ।

চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মন্, তুমি সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইলেও, তোমার প্রতি ভক্তি বা সর্ব্বত্র তোমার সচ্চিদানন্দরূপতার অনুসন্ধান, তোমাকে নিকটে আনিবার বা বুদ্ধিস্থ করিবার উপায়। সেই ভক্তিদ্বারা, আমি তোমাকে আবাহন করিতেছি বা স্বপ্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতেছি—ইহাই পিনাকধারীর আবাহন।

অথ ধ্যানম্।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববন্দ্যং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥১॥

অন্বয়—রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ অমরগণৈঃ স্তুতং, ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববন্দ্যং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং মহেশং নিত্যং ধ্যায়েৎ।

[এই শ্লোকের তাৎপর্য্য, গ্রন্থকার স্বয়ং অগ্রে ষোলটি শ্লোকে, বর্ণনা করিবেন। এই হেতু সংক্ষেপে ইহার অর্থ প্রদত্ত হইতেছে।] যিনি রজতপর্ব্বত সদৃশ অক্ষয় ধন, চন্দ্র বা চন্দ্রকলা যাঁহার চূড়াভূষণ, রত্নালঙ্কারে যাঁহার শরীর ভাস্বর, যাঁহার চারিহস্তে যথাক্রমে কুঠার, মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা, যাঁহার মুখমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যশোভিত, যিনি 'পদ্মাসনে' উপবিষ্ট, দেবগণ যাঁহার চারিদিকে স্তুতিপাঠ করিতেছেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহারবসন, যিনি বিশ্বের কারণ, এইহেতু বিশ্বের প্রণম্য, যিনি সকল প্রকারভয় হরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার পাঁচটি মুখ, এবং (প্রত্যেক বদনে তিন) তিন নেত্র, সেই শিবের নিরন্তরধ্যান করিতে হয়।

অস্যবিবরণম্।

তত্র "ধ্যায়েদি"ত্যাদি পদত্রয়স্য বিবরণম্—

উক্ত শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইতেছে। তন্মধ্যে—

"ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশম্" এই তিন পদের অর্থ—

অনিত্যে নিত্যং বিরসা নিত্যে নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
নিত্যং মহেশং ধ্যায়ন্তি নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ ॥ ১১

অন্বয়—অনিত্যে নিত্যং বিরসাঃ, নিত্যে নিত্যং ধৃতব্রতাঃ, নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ নিত্যং মহেশং ধ্যায়ন্তি।

অসৎ অনাত্মভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চে যাঁহারা কোন সময়েই সুখানুভব করেন না, এবং আত্মস্বরূপ লাভের জন্য শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত, সেই আত্মানাত্মবস্তুর পার্থক্যানুভবিগণ নিয়মপূর্ব্বক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পরমাত্মচিন্তায় কাল যাপন করেন; (বৃথাকালক্ষেপ করেন না)।

"রজতগিরিনিভম্"—

রজতস্য গিরিঃ শম্ভুঃ শাম্ভবানাং পরং ধনম্।
ধনেন তেন পূর্ণানাং দরিদ্রত্বং ন বিদ্যতে ॥ ১২

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

যাঁহারা শাম্ভব অর্থাৎ পরমাত্মসেবননিরত, শম্ভু—সমস্ত সুখপ্রদ পরমাত্মাই, তাঁহাদের রজতপর্ব্বত সদৃশ অক্ষয়ধনভাণ্ডার। যাঁহারা সেই ধনে পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত, তাঁহারা কোন অবস্থাতেই দীনতা প্রাপ্ত হন না।

"চারুচন্দ্রাবতংসম্"—

শুদ্ধাত্মা শীতলা কান্তা সূক্ষ্মা বোধকলা পরা।
বক্রায়তে দুরাপেয়ং চন্দ্রচূড়ো বিভর্ত্তি তাম্ ॥ ১৩

অন্বয়—শুদ্ধাত্মা শীতলা কান্তা সূক্ষ্মা পরা ইয়ং বোধকলা দুরাপা (সতী) বক্রায়তে, তাং চন্দ্রচূড়ঃ বিভর্ত্তি।

ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী কলা বা 'বৃত্তি,' প্রপঞ্চাসক্ত্যাদি কলঙ্কশূন্যা, তাপত্রয় নিবর্ত্তয়িত্রী, কমনীয়া বা আনন্দরূপা, কেবলাত্মবিষয়িনী অতএব সূক্ষ্মা, অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এবং বহু তপঃক্লেশের ফলে সাধকের আয়ত্ত হন বলিয়া, কুটিলা বা বক্রা (বলিয়া প্রতীত হন)। শিব সেই ব্রহ্মবিদ্যাকলাকে সেবকের পরমপূজোপহার বলিয়া মস্তকে ধারণ করেন।

"রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্"—

যোগদীক্ষাময়ান্যেব বোধরত্নানি কানিচিৎ।
দধাতি শঙ্করোহতোহস্য রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গতা॥ ১৪

অন্বয়—শঙ্করঃ যোগদীক্ষাময়ানি এব কানিচিৎ বোধরত্নানি দধাতি; অতঃ অস্য রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গতা।

শঙ্কর—চরমকল্যাণপ্রদ, জ্ঞানদাতা, গুরুমূর্ত্তি, পরমাত্মা কয়েকটি বোধরত্ন, অঙ্গে ধারণ করেন। রত্ন যেমন আপনার প্রকাশক ও অপর বস্তুর প্রকাশক, এইগুলিও সেইরূপ। সেই অভয়শান্ত্যাদি রত্নগুলি যোগের অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানের, দীক্ষা বা সংস্কার দ্বারা নির্ম্মিত, এবং শরণাগত জীবের স্বস্বরূপের প্রকাশক। এই কারণেই শঙ্করের অঙ্গ রত্নখচিত আকল্প বা অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

"পরশুহস্তম্"—

যেন মোহবনং ছিন্নং কদাচিন্ন প্ররোহতি।
স বোধঃ পরশুস্তীক্ষ্ণো হস্তে রুদ্রস্য বর্ত্ততে॥ ১৫

অন্বয়—মোহবনং যেন ছিন্নং (সৎ), কদাচিৎ ন প্ররোহতি, সঃ তীক্ষ্ণঃ বোধঃ পরশুঃ, রুদ্রস্য হস্তে বর্ত্ততে।

যে জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে, (কাম ক্রোধাদি

হিংস্র পশু নিবাস) মোহবন বা নিবিড়াজ্ঞান আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সেই জ্ঞানপরশু, গুরুরূপী পরমাত্মার হস্তে, (শরণাগত জীবে প্রদানের জন্য) বিদ্যমান্।

"মৃগহস্তম্"—

ধর্ত্তুং ন শক্যতে ধীরৈর্যোধৃতোঽপি পলায়তে।
লীলয়ৈব ধৃতো হস্তে শম্ভুনা স মনোমৃগঃ॥ ১৬

অন্বয়—যঃ (মনোমৃগঃ) ধীরৈঃ ধর্ত্তুং ন শক্যতে, ধৃতঃ অপি পলায়তে, সঃ মনোমৃগঃ শম্ভুনা লীলয়া এব হস্তে ধৃতঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন সাধকগণ, বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া অধ্যবসায় প্রয়োগেও, যে মনোমৃগকে ধরিতে পারেন না, অথবা ধরিতে পারিলেও যে পলাইয়া যায়, সেই মনোমৃগকে শম্ভু, অনায়াসে এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মৃগ্ ধাতুর অর্থ অনুসন্ধান; মন, নিরন্তর বিষয়ানুসন্ধাননিরত বলিয়া মৃগের সহিত উপমিত হয়। [মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলির অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরাঙ্গুলিদ্বয় উদ্ধৃত করিলে, "মৃগমুদ্রা" হয়। মনোনিগ্রহ উক্ত মুদ্রার ফল বলিয়া শাস্ত্রমুখে শুনা যায়।]

"বরহস্তম্"—

বরার্থিভির্বরেণ্যায় বৃতো যস্তু বরঃ স তম্।
বরং দদাতি হস্তেন বরদস্তেন শঙ্করঃ॥ ১৭

অন্বয়—বরেণ্যায় বরার্থিভিঃ যঃ বরঃ বৃতঃ (ভবতি), সঃ (শঙ্করঃ) তং বরং হস্তেন দদাতি, তেন শঙ্করঃ বরদ ভবতি।

সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় যে ব্রহ্মসুখ লাভের জন্য, বরপ্রার্থী হইয়া সাধকগণ, যে (আত্মায় ব্রহ্মের অসঙ্গত্বাদি লক্ষণপ্রদর্শনরূপ) বর প্রার্থনা করে, তিনি

সেই বর সাংখ্য বা (জ্ঞানরূপ) অথবা যোগরূপ হস্তদ্বারা প্রদান করিয়া থাকেন। এই হেতু শঙ্কর (স্বশরণাগত জনের সুখদাতা) বরদ বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন।

"অভীতিহস্তম্"—

মৃত্যোর্বিভেতি ব্রহ্মাপি মৃত্যুরেব ভয়ং মহৎ।
তস্মাদমৃত্যুরভয়ং হস্তে মৃত্যুঞ্জয়স্য তৎ॥ ১৮

অন্বয়—ব্রহ্মা অপি মৃত্যোঃ বিভেতি (যতঃ) মৃত্যুঃ এব মহৎ ভয়ম্। তস্মাৎ অমৃত্যুঃ অভয়ং (ভবতি), তৎ মৃত্যুঞ্জয়স্য হস্তে বর্ত্ততে।

(অনিত্যে অহন্তামমতাভিমানী জীবমাত্রেই) এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও, মৃত্যু হইতে ভয় পান, কারণ মৃত্যুই চরম ভয়কারণ। সেই হেতু অমৃত বা মোক্ষই চরম নিরাপদ অবস্থা। তাহা মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের হাতেই রহিয়াছে—অর্থাৎ অযত্নসিদ্ধ এবং ভক্তজনে বিতরণজন্য।

"প্রসন্নম্"—

সিদ্ধিমেকামপি প্রাপ্য কশ্চিদন্তঃ প্রসীদতি।
নিধানং সর্ব্বসিদ্ধীনাং প্রসন্নঃ সর্ব্বদা হরঃ॥ ১৯

অন্বয়—কশ্চিৎ একাম্ অপি সিদ্ধিং প্রাপ্য, অন্তঃ প্রসীদতি। হরঃ সর্ব্বসিদ্ধীনাং নিধানং, (অতঃ) সর্ব্বদা প্রসন্নঃ।

আকাশগমনাদি গৌণসিদ্ধির মধ্যে, কিম্বা অণিমাদি মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, কেহ একটি মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে অন্তঃকরণে আনন্দ-লাভ করে। কিন্তু শম্ভু সকল সিদ্ধিরই আকর। সেই হেতু তিনি সদাই প্রসন্ন। (ব্রহ্মসুখলাভে সর্ব্বকামপ্রাপ্তি।)

"পদ্মাসীনম্"—

সতাং হৃদয়পদ্মেষু যদাসীনঃ সদাশিবঃ।
অতএব হি বেদেষু পদ্মাসীন ইতীরিতঃ ॥ ২০

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) শিবঃ সতাং হৃদয়পদ্মেষু সদা আসীনঃ, অতঃ এব বেদেষু (সঃ) পদ্মাসীনঃ ইতি ঈরিতঃ।

যেহেতু পরমাত্মা, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ সাধুগণের হৃদয়কমলে অর্থাৎ নির্ম্মল বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই প্রতীতিগোচর হইয়া অবস্থান করেন, এই হেতু বেদে তিনি পদ্মাসীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ"—

স্তুবন্তি দেবান্ মনুজাস্তে দেবা দেবনায়কান্।
দেবদেবো মহাদেবঃ স্তূয়তে দেবনায়কৈঃ ॥ ২১

অন্বয়—মনুজাঃ দেবান্ স্তুবন্তি, তে দেবাঃ দেবনায়কান্ (স্তুবন্তি)। দেবদেবঃ মহাদেবঃ দেবনায়কৈঃ স্তূয়তে।

মনুষ্যগণ মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়া থাকেন। সেই মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবনায়কগণের স্তব করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবেশ্বরগণ, সকল দেবের অধীশ্বর, অপরিচ্ছিন্ন চিন্মাত্ররূপ মহাদেবের স্তব করিয়া থাকেন, কেননা তিনি সকলেরই শিবস্বরূপ আত্মা।

"ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্"—

শঙ্করেণ কিরাতেন মোহব্যাঘ্রো নিপাতিতঃ।
কটৌ কৃত্তিস্বরূপেণ পশ্য তস্য নিদর্শনম্ ॥ ২২

অন্বয়—কিরাতেন শঙ্করেণ মোহব্যাঘ্রঃ নিপাতিতঃ। তস্য কৃত্তিস্বরূপেণ নিদর্শনং কটৌ পশ্য।

ব্যাধরূপী শঙ্কর মোহব্যাঘ্রকে বধ করিয়াছেন। (শিকারিগণ নিহত পশুর শৃঙ্গচর্ম্মাদি যেরূপ রক্ষা বা ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ) নিহত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার কটিদেশে সেই ব্যাঘ্রহত্যার চিহ্ন, সেই চর্ম্ম রহিয়াছে, দেখ।

"বিশ্বাদ্যং বিশ্ববন্দ্যম্"—

বিশ্বকৃৎ বিশ্বরূপোঽসৌ বিশ্বহৃদ্বিশ্বপালকঃ।
বিশ্বাদ্যো বিশ্ববন্দ্যশ্চ বিশ্বেশো গিরিজাপতিঃ ॥২৩

অন্বয়—অসৌ বিশ্বকৃৎ বিশ্বরূপঃ বিশ্বহৃৎ বিশ্বপালকঃ। (অতঃ) বিশ্বেশঃ গিরিজাপতিঃ বিশ্বাদ্যঃ বিশ্ববন্দ্যঃ চ।

সেই শিব অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জীব, জগৎকর্ত্তা, কেননা জগৎকর্ত্তা অন্তর্যামী, আপনার আধারভূত চিদথৈণ্ডকরস পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহেন; তিনিই বিশ্বরূপ—জগৎপ্রকাশক, অথবা দৃশ্যমান বিশ্বই তাঁহার আকার। তিনিই বিশ্বের সংহর্ত্তা,—কেননা প্রলয়ে মায়া ও তৎকার্য্য তাঁহাতেই উপসংহৃত হয়। তিনিই বিশ্বের পালক, কেননা স্বরূপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ প্রদান করিয়া তিনি জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই হেতু, গিরিজাপতি বা মায়াধিষ্ঠান বিশ্বেশ্বর 'বিশ্বাদ্য' ও 'বিশ্বের বন্দনীয়' বলিয়া বর্ণিত হন।

"নিখিলভয়হরম্"—

শ্রুতির্ভয়মিতি প্রাহ 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবেৎ'।
হরো হরতি ভক্তানাং মুক্তিদো নিখিলং ভয়ম্ ॥ ২৪

অন্বয়—"দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতিঃ ভয়ং প্রাহ। মুক্তিদঃ হরঃ ভক্তানাং নিখিলং ভয়ং হরতি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।২) উক্ত হইয়াছে—'দ্বিতীয় হইতেই (অপর বস্তু হইতেই) ভয় হইয়া থাকে। একত্বদর্শনের ফলে, সেই দ্বৈতদর্শন অপনীত হইলে, ভয়ের সম্ভাবনা নাই।' এইরূপে দ্বৈতকেই ভয়ের কারণ বলা হইয়াছে। অদ্বৈতস্বরূপ মুক্তিপ্রদ হর, মুমুক্ষু ভক্তগণের সমস্ত ভয়ই হরণ করিয়া থাকেন।

"পঞ্চবক্ত্রম্"—

ধ্যায়ন্তি ভক্তাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষামপি সম্মুখঃ।
উন্মুখো বিমুখানাং যস্তস্য সা পঞ্চবক্ত্রতা ॥ ২৫

অন্বয়—ভক্তাঃ সর্ব্বত্র ধ্যায়ন্তি, যঃ (তেষাং) সর্ব্বেষাম্ অপি সম্মুখঃ (সন্) বিমুখানাং উন্মুখঃ (ভবতি), সা তস্য পঞ্চবক্ত্রতা (ভবতি)।

[শঙ্কর চারিমুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার উন্মুখ অর্থাৎ পঞ্চম বা ঊর্দ্ধমুখ শূন্যনিবদ্ধদৃষ্টি।] মুমুক্ষু সেবকগণ চারিদিকেই সেই ব্রহ্মাত্মস্বরূপ শিবগুরুর ধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদের সকলেরই প্রতি 'সম্মুখ' হন অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হন, কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রতি পরাঙ্মুখ, তাহাদের প্রতি তিনিও উন্মুখ; তাহাই তাঁহার পঞ্চমুখবত্তার তাৎপর্য্য।

"ত্রিনেত্রম্"—

কর্ম্মোপাস্তী উভে নেত্রে জ্ঞানং নেত্রং তৃতীয়কম্।
ললাটে রাজতে যস্য ত্রিনেত্রস্তেন শঙ্করঃ ॥২৬

অন্বয়—কর্ম্মোপাস্তী (যস্য) উভে নেত্রে (ভবতঃ), তৃতীয়কং নেত্রং জ্ঞানং যস্য ললাটে রাজতে, সঃ শঙ্করঃ তেন ত্রিনেত্রঃ (উক্তঃ)।

কর্ম্মজ্ঞান বা উপাসনাজ্ঞান যাঁহার এই উভয় নেত্র (যথাক্রমে পিতৃলোকের ও দেবলোকের প্রাপক) এবং জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক বোধরূপ তৃতীয় নেত্র, যাঁহার ললাটে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নেত্রদ্বয়ের ঊর্দ্ধে (মোক্ষপ্রকাশক হইয়া) বিরাজমান, সেই বেদরূপী শঙ্কর এই হেতু 'ত্রিনেত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।

ইতি ধ্যানম্।

এইরূপে ধ্যানের বিচার সমাপ্ত হইল।

অথোপকরণবিচারঃ।

অনন্তর উপকরণের বিচার করা যাইতেছে—

তত্রাদৌ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশতাবিচারঃ।

তন্মধ্যে প্রথমে শিবের শুদ্ধস্ফটিকসাদৃশ্যের বিচার করা হইতেছে—

নির্ম্মলে সর্ব্বমেবেদং যদস্মিন্ প্রতিবিম্বতি।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো নীরাগঃ সোঽয়মীশ্বরঃ॥২৭

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) নির্ম্মলে অস্মিন্ ইদং সর্ব্বম্ এব প্রতিবিম্বতি, সঃ অয়ং নীরাগঃ, (অতঃ) ঈশ্বরঃ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ (জ্ঞেয়ঃ)।

যেহেতু, মায়া এবং তৎকার্য্যভূত জগদ্রূপ মলরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ পরমাত্ম শিবগুরুতে, এই দৃশ্যমান জগৎ, জীব ও ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, এবং তিনি তৎসমুদয় দ্বারা পরমার্থতঃ অকলঙ্কিত, এই হেতু মহেশ্বর শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া

থাকেন। (স্ফটিক নীলপীতাদি বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াও, তদ্দ্বারা রঞ্জিত হয় না।)

কর্পূরগৌরতাবিচারঃ

যদ্বাসনাপ্রসাদেন সর্ব্বা দুর্ব্বাসনা গতা।
স্বভাবশীতলা সেয়ং শিবে কর্পূরগৌরতা ॥ ২৮

অন্বয়—যদ্বাসনাপ্রসাদেন সর্ব্বাঃ দুর্ব্বাসনাঃ গতাঃ (ভবন্তি), সা ইয়ং স্বভাবশীতলা বাসনা শিবে কর্পূরগৌরতা ইতি।

(বাসনা শব্দে 'সুগন্ধীকরণ' এবং 'সংস্কার' এই উভয় অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন খাদ্যাদিতে কোনও অপ্রীতিকর গন্ধ নিবারণের জন্য এবং পানীয়ের শীতলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য, কর্পূর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ) যে শিবাত্মবিষয়ক সংস্কার, চিত্তে নির্ম্মলতা লাভ করিলে,—সংস্কারান্তরকে অভিভূত করিয়া পরিস্ফুট হইলে, জগদ্বিষয়ক বন্ধনকারণভূত, দুষ্ট সংস্কার সকল তিরোহিত হইয়া যায়, (এবং চিত্ত, তাপত্রয়পরিহারপূর্ব্বক শীতলতা লাভ করে), সেই সংস্কারের কারণভূত অকৃত্রিম শান্তি ও অসঙ্গতা, শিবে 'কর্পূর-গৌরতা' শব্দে সূচিত হইয়া থাকে।

দিগম্বরতাবিচারঃ।

নিরাবরণবিজ্ঞানস্বরূপো হি স্বয়ং হরঃ।
স্বৈরং চরতি সংসারে তেন প্রোক্তো দিগম্বরঃ ॥২৯

অন্বয়—হি (যস্মাৎ) হরঃ স্বয়ং নিরাবরণবিজ্ঞানস্বরূপঃ (তথা) সংসারে স্বৈরঃ চরতি, তেন দিগম্বরঃ প্রোক্তঃ।

যে কারণাবিদ্যা জীবকে নিজের ব্রহ্মাত্মতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, সেই অবিদ্যার লেশমাত্রও, যেহেতু পরমাত্মশিবগুরুতে স্বভাবতঃই থাকিতে পারে না, এবং যেহেতু; তিনি সমষ্টিব্যষ্টিদেহত্রয়-রূপ প্রপঞ্চের মধ্যে বিধিনিষেধের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইহেতু, তাঁহার সেই নিরাবরণতা, মূঢ়জনগণের নিকট নগ্নতা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ভস্মোদ্ধূলনবিচারঃ।

শিবের ভস্মালেপনের তাৎপর্য্যবিচার।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে কিল।
তেনৈব ভস্মনা গাত্রমুদ্ধূলয়তি ধূর্জ্জটিঃ॥ ৩০

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

দেহসম্বলিত চিদাভাসে 'আমি' বুদ্ধি থাকিতে, যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণরূপে বন্ধনের কারণ হয়, সেই সকল কর্ম্ম, আপনার নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি করিলে, শরীরান্তরের উৎপাদনে অসমর্থ, এবং সেই হেতু ভস্মসদৃশ অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়—ইহা গীতাদিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শিববর অসুরবিনাশ, বিশ্ব-সংহারাদি ক্রিয়া সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়া, তিনি লোকদৃষ্টিতে আবির্ভূত হন। এইহেতু মূঢ়জনের নিকট তিনি ভস্মাবৃতগাত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হন।

ভাসতে ভিন্নভাবানামপি ভেদো ন ভস্মনি।
স্বস্বভাবস্বভাবেন ভস্ম ভর্গস্য বল্লভম্॥ ৩১

অন্বয়—ভিন্নভাবানাং অপি ভেদঃ ভস্মনি ন ভাসতে। (অতঃ) ভর্গস্য স্বস্বভাবস্বভাবেন ভস্ম বল্লভং (ভবতি)।

বস্তুসকল পরস্পর ভিন্নরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও, সকল বস্তুর ভস্ম (প্রায়) একরূপ। এইহেতু ভস্ম, সকল বস্তুর একরূপতাপাদক স্বভাব হেতু, তুল্যস্বভাব ভর্গের অর্থাৎ জগদ্বীজভর্জ্জক আত্মশিবের নিকট আনন্দদায়ক।

চন্দ্রচূড়তাবিচারঃ।

নশ্যন্ত্যস্য কলাঃ সর্ব্বাঃ সা কলা নৈব নশ্যতি।
যার্পিতা শঙ্করে ভক্ত্যা চন্দ্রচূড়স্তয়া হরঃ ॥ ৩২

অন্বয়—অস্য (অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যস্য) সর্ব্বাঃ কলাঃ নশ্যন্তি, (পরন্তু) যা (কলা) ভক্ত্যা শঙ্করে অর্পিতা (ভবতি), সা কলা ন এব নশ্যতি। তয়া কলয়া হরঃ চন্দ্রচূড়ঃ (ভবতি)।

চন্দ্রের ন্যায়, অন্তঃকরণ-উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য বা পুরুষও, ষোলকলা-বিশিষ্ট। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও মন সেই ষোলকলা; চন্দ্রের পনেরটি কলা বিনষ্ট হয়, একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পুরুষের যে কলা বা অন্তঃকরণবৃত্তি, ভক্তিপূর্ব্বক আত্মপ্রেমবশতঃ শিবে অর্পিত হয়—তদাকারাকারিতা হয়, তাহাই—সেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিটিই, শিবরূপা হইয়া অবিনষ্ট থাকিয়া যায়। জীবন্মুক্তরূপ শিব, সেই কলাটি প্রিয় ভূষণরূপে শিরে ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। এইহেতু তিনি চন্দ্রচূড় বলিয়া বর্ণিত হন।

জটাজূটবিচারঃ।

বিশ্রামোঽয়ং মুনীন্দ্রাণাং পুরাতনবটো হরঃ।
বেদান্তসাঙ্খ্যযোগাখ্যা স্তিস্রস্তজ্জটয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩

অন্বয়—অয়ং হরঃ মুনীন্দ্রাণাং বিশ্রামঃ পুরাতনবটঃ। বেদান্ত সাঙ্খ্যযোগাখ্যাঃ তিস্রঃ তজ্জটয়ঃ স্মৃতাঃ।

এই হর অর্থাৎ নিত্য অপরোক্ষ পরমাত্মা, পঞ্চম্যাদি ভূমিকারূঢ় জীবন্মুক্তগণের বিশ্রামস্থান, পুরাতন বটবৃক্ষস্বরূপ। বেদান্ত, সাঙ্খ্য ও যোগ এই তিনটি সেই বটবৃক্ষের জটাস্বরূপ হইয়া, শিরোভূষণসদৃশ। শিবের জটাজূটের ইহাই তাৎপর্য্য।

গঙ্গাধরত্ববিচারঃ।

ব্রহ্মলোকা চ যা গঙ্গা সুষুম্না শীতলদ্রবা।
মস্তকে রাজতে যস্য তেন গঙ্গাধরো হরঃ॥ ৩৪

অন্বয়—যা ব্রহ্মলোকা শীতলদ্রবা সুষুম্না, গঙ্গা (ইব ভবতি, সা) যস্য মস্তকে রাজতে, সঃ হরঃ তেন গঙ্গাধরঃ (ইতি বর্ণ্যতে)।

যে ব্রহ্মপ্রকাশিকা, তাপত্রয়নিবর্ত্তিকা ("অহং ব্রহ্মাস্মি"-রূপা প্রমাবৃত্তি-ধারিণী) সুষুম্না নাড়ী অবিচ্ছিন্নপ্রবাহা শীতলসলিলপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় অনুভূতা হন, তাহাই যাঁহার (পরমাদরভাজনরূপে) শিরোদেশে (একাংশে) বিরাজমানা, সেই হর সেই কারণেই গঙ্গাধর বলিয়া বর্ণিত হন।

ত্রিনেত্রত্ববিচারঃ।

আপ্যায়নস্তমোহন্তা বিদ্যয়া দোষদাহকৃৎ।
সোমসূর্য্যাগ্নিনয়ন স্ত্রিনেত্র স্তেন শঙ্করঃ॥ ৩৫

অন্বয়—আপ্যায়নঃ তমোহন্তা, বিদ্যয়া দোষদাহকৃৎ শঙ্করঃ (তেন হেতুনা) সোমসূর্য্যাগ্নিনয়নঃ, (এবং) ত্রিনেত্রঃ (ইতি বর্ণ্যতে।)

শঙ্কর, (চন্দ্রের ন্যায়) জগদানন্দদায়ক, (সূর্য্যের ন্যায়) অজ্ঞানতমো বিনাশক, এবং (অগ্নির ন্যায়) রাগাদিদোষের দহনকর্ত্তা। এই হেতু তাঁহাকে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়ন বা ত্রিনেত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

নীলকণ্ঠতাবিচারঃ।

কণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডনভসাং গিলিতানামনেকধা।
ছায়াস্ফটিকসঙ্কাশে নীলকণ্ঠত্বকারণম্ ॥ ৩৬

অন্বয়—অনেকধা (প্রতীয়মানানাং) ব্রহ্মাণ্ডনভসাং গিলিতানাং ছায়া স্ফটিকসঙ্কাশে কণ্ঠে নীলকণ্ঠত্বকারণং (ভবতি)।

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগত আকাশ, রক্তপীতাদিবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, আপনার স্বভাবগত নীলতার পরিহার করে না, বলিয়া অসঙ্গতার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। শঙ্করের অসঙ্গতা কিন্তু স্ফটিক সদৃশ। মায়ার অসংখ্য বর্ণাকৃতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, তিনি স্বভাবতঃ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, অসংস্পৃষ্ট,ও সর্ব্ববর্ণবিহীন। এইহেতু অসঙ্গতায়, তিনি আকাশকেও অতিক্রম করিয়াছেন—গিলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠ বা একদেশ, স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ হইলেও, গিলিত আকাশের নীলবর্ণের প্রতিবিম্ব ধরিয়া নীলবর্ণ দেখায়। ইহাই তাঁহার কণ্ঠনীলতার হেতু। এই কারণেই তিনি নীলকণ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন।

যিনি তাঁহার সেই সর্ব্বাতিশায়িনী অসঙ্গতা ধারণা করিতে পারেন না, এইরূপ সাধকের জন্য বলিতেছেন—

যদ্ব্রহ্মাণ্ডশরীরস্য শ্যামলং পার্ব্বতীপতেঃ।
কণ্ঠদেশে স্থিতং ব্যোম নীলকণ্ঠস্ততো হরঃ ॥ ৩৭

অন্বয়—ব্রহ্মাণ্ডশরীরস্য পার্ব্বতীপতেঃ যৎ শ্যামলত্বং, (তৎ) কণ্ঠদেশে স্থিতং ব্যোম; ততঃ হরঃ নীলকণ্ঠঃ।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার দেহ, সেই পার্ব্বতীপতির অঙ্গে যে শ্যামলতা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে আকাশ তাঁহার কণ্ঠদেশে অর্থাৎ দেহের একাংশে অবস্থিত; সেই কারণে হর নীলকণ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন।

সাকারোপাসকগণের জন্য বলিতেছেন-

শঙ্করেণাভ্রশুভ্রেণ যদ্বিষাম্বু দয়ালুনা।
কণ্ঠে ধৃতমতঃ কণ্ঠে নবাম্বুধরসুন্দরঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—দয়ালুনা অভ্রশুভ্রেণ শঙ্করেণ যৎ (যস্মাৎ) বিষাম্বু কণ্ঠে ধৃতম্, অতঃ (সঃ) কণ্ঠে নবাম্বুধরসুন্দরঃ।

শঙ্কর শরৎকালীন মেঘসদৃশ শুভ্র। সমুদ্রমন্থন কালে তিনি দয়াপরবশ হইয়া, যেহেতু বিষজল কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তাঁহার কণ্ঠ বর্ষাকালীন নবমেঘের শোভা ধারণ করিয়াছে।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ স্থিতোহয়ং মন্দরাচলে।
ইন্দ্রনীলাচলচ্ছায়া নীলকণ্ঠত্বকারণম্ ॥ ৩৯

অন্বয়—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ অয়ং মন্দরাচলে স্থিতঃ। ইন্দ্রনীলাচলচ্ছায়া (অস্য) নীলকণ্ঠত্বকারণম্।

শঙ্কর নির্ম্মল স্ফটিকপ্রস্তরের ন্যায় স্বচ্ছ। তিনি মন্দরাচলে নিবাস করেন। ইন্দ্রনীলমণির সদৃশ সেই মন্দর পর্ব্বতের ছায়া তাঁহার কণ্ঠে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাহাই তাঁহাকে 'নীলকণ্ঠ' করিয়াছে।

এক্ষণে ভক্তের জন্য বলিতেছেন—

রামোঽস্য পরমোভক্তঃ শঙ্করো ভক্তবৎসলঃ।
রামরত্নং ধৃতং কণ্ঠে নীলকণ্ঠত্বকারণম্॥ ৪০

অন্বয়—রামঃ অস্য (শঙ্করস্য) পরমঃ ভক্তঃ; শঙ্করঃ ভক্তবৎসলঃ (ভবতি), কণ্ঠে ধৃতং রামরত্নম্ (অস্য) নীলকণ্ঠত্বকারণম্।

রাম এই শঙ্করের পরমভক্ত। আবার শঙ্কর ভক্তবৎসল। তিনি সেই রামরত্নকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নীলকণ্ঠ হইবার হেতু।

ভুজঙ্গভূষণতা বিচারঃ।

যোগিনঃ পবনাহারাস্তথা গিরিবিলেশয়াঃ
নিজরূপে ধৃতাস্তেন ভুজঙ্গাভরণো হরঃ॥ ৪১

অন্বয়—(ভুজঙ্গাঃ ইব) পবনাহারাঃ তথা গিরিবিলেশয়াঃ যোগিনঃ (হরেণ) নিজরূপে ধৃতাঃ তেন হরঃ ভুজঙ্গাভরণঃ।

যোগিগণ সর্পের ন্যায় বায়ু ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করেন এবং পর্ব্বতগর্ত্তে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহারা "বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী"। তাঁহারা শিবের এত প্রিয় যে তিনি সেই যোগিগণকে আপনার অঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখেন। এই কারণেই শঙ্কর 'ভুজঙ্গাভরণ' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।

কাচিৎ কুণ্ডলিনী শক্তিঃ শঙ্করেণ বশীকৃতা।
কুণ্ডলিন্যা কুণ্ডলিনো দেহাভরণতাং গতাঃ॥ ৪২

অন্বয়—কাচিৎ কুণ্ডলিনী শক্তিঃ শঙ্করেণ বশীকৃতা, তয়া কুণ্ডলিন্যা, কুণ্ডলিনঃ (তস্য) দেহাভরণতাং গতাঃ।

শঙ্কর কুণ্ডলিনী নাম্নী সূক্ষ্মনাড়ীরূপা জীবশক্তিকে আপনার বশে আনিয়াছেন। সেই বশীকৃত কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবে, সর্পগণ তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। (ইহা যোগিগণের মত।)

অনন্তবাসুকী শম্ভোঃ কর্ণকুণ্ডলতাং গতৌ।
তৎপ্রধানতয়াঽন্যেপি খ্যাতাঃ কুণ্ডলিসংজ্ঞয়া॥ ৪৩

অন্বয়—অনন্তবাসুকী শম্ভোঃ কর্ণকুণ্ডলতাং গতৌ, তৎপ্রধানতয়া অন্যে অপি (সর্পাঃ) কুণ্ডলিসংজ্ঞয়া খ্যাতাঃ।

অনন্ত ও বাসুকী এই উভয় সর্পই শম্ভুর কুণ্ডল বা কর্ণভূষণ হইয়াছে। তাহারা সর্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, (ছত্রিন্যায়ে) অন্য সর্পও কুণ্ডলী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ত্রিশূলবিচারঃ।

শান্তিবৈরাগ্যবোধাখ্যৈস্ত্রিভিরগ্রৈস্তরস্বিভিঃ।
ত্রিগুণত্রিপুরং হন্তি ত্রিশূলেন ত্রিলোচনঃ॥ ৪৪

অন্বয়—শান্তিবৈরাগ্যবোধাখ্যৈঃ ত্রিভিঃ তরস্বিভিঃ অগ্রৈঃ (উপলক্ষিতেন) ত্রিশূলেন ত্রিলোচনঃ ত্রিগুণত্রিপুরং হন্তি।

শান্তি—উপরতি, যাহা যমাদির অভ্যাস, চিত্ত নিরোধ এবং ব্যবহার-সঙ্কোচ দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। বৈরাগ্য—দোষদর্শনবশতঃ রূপরসাদি সকল বিষয়ের ত্যাগের ইচ্ছা, এবং ভোগ্য বস্তুর অভাবে বুদ্ধির অদীনতা। বোধ—শ্রবণাদিজনিত সত্যমিথ্যাবিবেচনরূপ; যদ্দ্বারা চিদাত্মা ও অহঙ্কারের একতারূপ গ্রন্থির অনুদয় ও বিনাশ ঘটে।

এই তিনটি, অবিলম্বে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলে, ত্রিশূলের ফলকস্বরূপ হয়। সেই ত্রিশূল দ্বারা ত্রিলোচন, রজঃ

সত্ত্ব, তমো নামক ত্রিগুণ ও তৎকার্যরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ নামক দেহত্রয়ের বিনাশ করিয়া থাকেন—মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা অপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন।

ডমরুবিচারঃ।

টণ্টঙ্কারচ্ছলেনাসৌ শৈবানাং মুক্তিহেতবে।
নেতি নেতি মুহুঃ প্রাহ ডমরুঃ শাম্ভবো হি সঃ ॥ ৪৫

অন্বয়—অসৌ হি সঃ শাম্ভবঃ ডমরুঃ শৈবানাং মুক্তিহেতবে টণ্টঙ্কারচ্ছলেন মুহুঃ "নেতি নেতি" প্রাহ।

সেই (শাস্ত্রপ্রতিপাদিত), বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ, পরোক্ষভাবে শ্রুত শঙ্করডমরু বা বেদ, শৈবগণের (ব্রহ্মাংশভূত জীবগণের) মুক্তির নিমিত্ত টণ্টঙ্কারের ছলে বার বার বলিতেছেন, ইহা নহে, ইহা নহে (বৃহদা ২।৩।৬) ['যে হেতু ব্রহ্মের 'সত্যস্য সত্যং' রূপটি নিরূপিত হয় নাই, সেই হেতু, 'ইহা নহে', 'ইহা নহে', ইহাই ব্রহ্মের আদেশ অর্থাৎ সেই (অনুক্ত) রূপ।' প্রথম 'নেতি'র অর্থ, ইহা হইতে 'পর' (শ্রেষ্ঠ); দ্বিতীয় নেতির অর্থ অপর কিছু নাই অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই।

মুণ্ডমালাবিচারঃ।

অনন্তমৃতব্রহ্মাণ্ডমুণ্ডমালাবিধারণে।
অনাদ্যনন্তরূপত্বাৎ সমর্থঃ শিব এব হি ॥ ৪৬

অন্বয়—অনাদ্যনন্তরূপত্বাৎ শিবঃ এব হি অনন্তমৃতব্রহ্মাণ্ডমুণ্ডমালাবিধারণে সমর্থঃ।

শিবের রূপ, অনাদি, অনন্ত বলিয়া, তিনিই কেবল অনন্ত, বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মুণ্ডদ্বারা বিরচিতমাল্য পরিধান করিতে সমর্থ, ইহা বিদ্বজ্জন প্রসিদ্ধ।

বৃষবাহনবিচারঃ।

ব্রহ্মাদ্যা যত্র নারূঢ়া স্তমারোহতি শঙ্করঃ।
সমাধিং ধর্ম্মমেঘাখ্যং তেনায়ং বৃষবাহনঃ॥ ৪৭

অন্বয়—যত্র (সমাধৌ) ব্রহ্মাদ্যাঃ ন আরূঢ়াঃ শঙ্করঃ তং ধর্ম্মমেঘাখ্যং সমাধিং আরোহতি; তেন অয়ং বৃষবাহনঃ।

যে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিতে ব্রহ্মাদি কেহই স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, শঙ্কর সেই সমাধিতে আরূঢ় হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। সেইহেতু শঙ্কর বৃষবাহন। [যেমন 'মনই ব্রহ্ম' এইরূপে মনে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিতে হয়, সেইরূপ নন্দিবৃষে 'ধর্ম্মমেঘ'সমাধিবুদ্ধি এবং শিবে ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মগুরুবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া, পরে নিরোধসমাধির দ্বারা চৈতন্য মাত্রাধিগম হইলে, সেই বুদ্ধিও চৈতন্যের-কে পৃথক্‌ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে। সেইরূপ বিবেকখ্যাতি হইতে সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি জন্মে। ব্রহ্মবিৎ যখন সেই সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিতেও আসক্তিশূন্য হন, তখন বিবেকখ্যাতি পূর্ণতা লাভ করে। সেইরূপ সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলে। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, সেই সমাধি, সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে অর্থাৎ তখন বিনা প্রযত্নে সাধক কৃতকৃত্য হন। কেহ কেহ ধর্ম্মমেঘ শব্দের এইরূপ অর্থ বুঝেন—ধর্ম্ম, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে মেহন অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করিয়া যেন বর্ষন করে বলিয়া

ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ। অবশ্য, সিদ্ধিসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বুৎপত্তি করা হয়।)

কৈলাসবিচারঃ।

কৈবল্যে লসতে রুদ্রস্তদ্ভক্তা অপি সর্ব্বদা।
তৎকৈবল্যবিলাসেন কৈলাসং শম্ভুমন্দিরম্॥ ৪৮

অন্বয়—রুদ্রঃ কৈবল্যে লসতে, তদ্ভক্তাঃ অপি সর্ব্বদা (তস্মিন্ এব কৈবল্যে লসন্তি।) তৎকৈবল্যবিলাসেন কৈলাসং শম্ভুমন্দিরং (জ্ঞেয়ম্)।

রুদ্র—পরমাত্মা কৈলাসে বা অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মাভিন্ন আত্মায়, স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তকগণও সেইরূপ কৈলাসে সর্ব্বদাই স্বয়ংপ্রকাশমান হইয়া থাকেন। সেই প্রকার কৈলাস বা কৈবল্যবিলাসই শম্ভুর নিবাসস্থান।

মন্দরবিচারঃ।

মথিতো মুক্তিরত্নার্থং যেনায়ং ভবসাগরঃ।
স বোধো মন্দরো নাম মন্দিরং শঙ্করস্য তৎ॥৪৯

অন্বয়—যেন (বোধেন) অয়ং ভবসাগরঃ মুক্তিরত্নার্থং মথিতঃ, সঃ বোধঃ মন্দরঃ নাম। তৎ শঙ্করস্য মন্দিরম্।

যে জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান দ্বারা, মুক্তিরত্ন লাভ করিবার জন্য, সংসার-সমুদ্র মথিত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের নামই মন্দর। যাহা "ম্"কে অর্থাৎ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ কারণশরীর বা অজ্ঞানকে, 'দরতি' বা বিনাশ করিয়া থাকে, সেই মন্দরই শঙ্করের নিবাস স্থান। (উপাসনার জন্য লোক-প্রসিদ্ধ মন্দরপর্ব্বতের বোধরূপতাচিন্তা কর্ত্তব্য। কাশীখণ্ডে ৩৯ অধ্যায়ে ৫৩ হইতে ৫৯ শ্লোকে মন্দরের কথা আছে)।

শ্মশানাচারঃ।

নিত্যং ক্রীড়তি যত্রায়ং স্বয়ং সংসারভৈরবঃ।
তত্র শ্মশানে সংসারে শিবঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥৫০

অন্বয়—স্বয়ম্ অয়ং সংসারভৈরবঃ (সন্) যত্র নিত্যং ক্রীড়তি, তত্র সংসারে শ্মশানে শিবঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যগাত্মস্বরূপ, জ্ঞানিজনপ্রত্যক্ষ শঙ্কর, সর্ব্বজগল্লয়ের অধিষ্ঠান; সেই কারণে তিনি, সকলেরই ভয়হেতু হইয়া, সংসারে নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন; সেই শ্মশানবৎ অমঙ্গলরূপ সংসারে, সর্ব্বকালে ও সকল পদার্থেই তিনি জ্ঞানিজনের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। (উপাসনার্থ শ্মশানে সংসারদৃষ্টি কর্ত্তব্য। কাশীখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ১০৩-১০৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।)

গণবিচারঃ।

আনন্দসাগরঃ শম্ভুস্তচ্ছক্তির্দ্রব উচ্যতে।
শীকরা ইব সামুদ্রা স্তদানন্দকণা গণাঃ ॥৫১

অন্বয়—শম্ভুঃ আনন্দসাগরঃ (ভবতি), তচ্ছক্তিঃ, (মুনিভিঃ) দ্রবঃ উচ্যতে। তদানন্দকণাঃ সামুদ্রাঃ শীকরাঃ ইব গণাঃ (জ্ঞেয়ঃ)।

শম্ভু, চতুর্ব্বিধ* বিদ্যানন্দের ও বিষয়ানন্দের সমুদ্রসদৃশ। মুনিগণ শক্তিকে বা জগদুৎপাদনসামর্থ্যকে, সেই সাগরের জল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সমুদ্রের অম্বুকণার ন্যায়, সেই আনন্দ সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ

* বিদ্যানন্দ চারিপ্রকার যথা:—(১) দুঃখাভাব বা দুঃখনাশ, (২) সর্ব্বকামাবাপ্তি (৩) কৃতকৃত্যতা, (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা। "জীবন্মুক্তিবিবেকের" মৎকৃত বঙ্গানুবাদের ৩৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫৪ পৃষ্ঠা অথবা "পঞ্চদশীর" চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সকলকে অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দকে, শিবের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা বশতঃ, গণ বা সেবক বলিয়া বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ, উপাসনার জন্য 'গণের' বিদ্যানন্দবিষয়ানন্দরূপতা, চিন্তা করিতে হইবে।)

জগদ্বিলক্ষণঃ স্বামী স্বরূপাকৃতিলক্ষণৈঃ।
জগদ্বিলক্ষণা এব গণাস্তস্য কিমদ্ভুতম্ ॥৫২

অন্বয়—(গণানাং) স্বামী (স্বয়ং) স্বরূপাকৃতিলক্ষণৈঃ জগদ্বিলক্ষণঃ, তস্য গণাঃ জগদ্বিলক্ষণাঃ এব, (অত্র) কিম্ অদ্ভুতম্ (অস্তি)?

স্বামী নিজেই যখন, স্বরূপ, আকৃতি ও লক্ষণে "সৃষ্টিছাড়া', তখন তাঁহার গণ বা সেবকগণ যে অদ্ভুতস্বভাব বা সৃষ্টিছাড়া হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ভাবার্থএই, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব, অসৎ, জড় ও দুঃখরূপ জগৎপ্রপঞ্চের বিপরীতস্বভাব; তাঁহার সেবক বিদ্যানন্দাদি, বিষয়ানন্দ হইতে বিপরীতস্বভাব অবশ্যই হইবে। (কাশীখণ্ড ৫৩ অধ্যায়)

যোগিনীগণবিচারঃ।

যৈব যৈব মনোবৃত্তির্যোগাভ্যাসেন যোগিনাম্।
সা সমীপং গতা শম্ভোঃ সৈবায়ং যোগিনীগণঃ ॥৫৩

অন্বয়—যোগিনাং যোগাভ্যাসেন যা এব যা এব মনোবৃত্তিঃ শম্ভোঃ সমীপং গতা, সা সা এব অয়ং যোগিনীগণঃ।

যাঁহারা জীবব্রহ্মৈকত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব স্মরণরূপ প্রত্যাহারাভ্যাসদ্বারা, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি সমূহের মধ্যে, যে গুলি শম্ভুর সমীপবর্ত্তিনী অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়, তাহারাই

এই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যোগিনীগণ। (কাশীখণ্ডে ৪৫ অধ্যায়ে যোগিনীগণের নামাদিসহ সবিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সখায়ঃ শঙ্করস্যৈতে যোগিনীভৈরবাদয়ঃ।
জীবন্মুক্তা জড়ৈরুক্তা ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ॥৫৪

অন্বয়—এতে যোগিনীভৈরবাদয়ঃ শঙ্করস্য সখায়ঃ জীবন্মুক্তাঃ; জড়ৈঃ ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ উক্তাঃ।

এই যোগিনীগণ এবং ভৈরবগণ শঙ্করের সখা; ইঁহারা জীবন্মুক্ত, এবং সেই হেতু বিধিনিষেধাতীত। মূর্খ লোকেই ইঁহাদিগকে ভূত, প্রেত ও পিশাচ বলিয়া জানে।

কালভৈরববিচারঃ।

বিবর্ত্তিতজগজ্জালঃ কালোঽস্য দ্বারপালকঃ।
কালাদ্বিভেতি যদ্বিশ্বং স গণঃ কালভৈরবঃ ॥৫৫

অন্বয়—বিবর্ত্তিতজগজ্জালঃ কালঃ অস্য দ্বারপালকঃ (ভবতি), যৎ (যস্মাৎ) কালাৎ বিশ্বং বিভেতি সঃ গণঃ কালভৈরবঃ।

জীববন্ধনকারণ জগৎপ্রপঞ্চকে, যিনি আপনার স্বরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক, আপনাতে প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজগৎকল্পক কাল বা ঈশ্বর, পরমাত্মার দ্বারপালক, অর্থাৎ পরমাত্মত্বপ্রাপক জ্ঞানের রক্ষক; সেই কালরূপ ঈশ্বর হইতে, সমস্ত বিশ্ব (উপসংহৃত হইবার ভয়ে) ভীত হয়। এই হেতু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ঈশ্বরের সমূহ বা গণ, শিবসেবক কালভৈরব নামে পরিচিত। (কাশীখণ্ডে ৩১ অধ্যায়ে কালভৈরব-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।)

দণ্ডপাণিবিচারঃ।

মনসো দণ্ডনেনৈব দণ্ডপাণির্গণো ভবেৎ।
তাদৃশা এব দেবস্য গণত্বমুপযান্তি হি ॥৫৬

অন্বয়—মনসঃ দণ্ডনেন এব (সাধকঃ) দণ্ডপাণিঃ (নাম) গণঃ ভবেৎ। তাদৃশাঃ এব হি (দেবস্য) গণত্বম্ উপয়ান্তি।

(অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা) মনের দণ্ড বা নিগ্রহ করিয়াই সাধক দণ্ড-পাণি নামক শিবসেবক হইতে পারেন। (অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা দ্বৈতের পরিহার পূর্ব্বক, ব্রহ্মাত্মস্বরূপের গ্রহণ করা যায় বলিয়া, অষ্টাঙ্গ যোগকেই এস্থলে পাণি বা হস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।) ইদানীন্তনগণের মধ্যেও যাঁহারা সেইরূপ সাধক হইবেন, তাঁহারাও শিবের দণ্ডপাণি নামক সেবক হইতে পারিবেন। (কাশীখণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে দণ্ডপাণিবিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ক্ষেত্রপালবিচারঃ।

পরমাত্মা স্বয়ং শম্ভুস্তদংশাঃ ক্ষেত্রপালকাঃ।
অংশাংশিভাবভেদেন ক্ষেত্রপালৈর্বৃতো হরঃ ॥ ৫৭

অন্বয়—শম্ভুঃ স্বয়ং পরমাত্মা অস্তি, তদংশাঃ ক্ষেত্রপালকাঃ (ভবন্তি) হরঃ অংশাংশিভাবভেদেন ক্ষেত্রপালৈঃ বৃতঃ (ভবতি)।

শম্ভু হইতেছেন স্বতঃসিদ্ধ বা সাক্ষাৎ পরমাত্মা; তাঁহার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবগণ হইতেছে সমষ্টি, ব্যষ্টি, স্থূল, সূক্ষ্মরূপ ক্ষেত্রের পালক বা রক্ষক। জীব অংশ, এবং ব্রহ্ম অংশী, এইরূপ আরোপিত সম্বন্ধজনিত ভেদ ধরিয়া বলা হয়, শিব, ক্ষেত্রপালপরিবেষ্টিত হইয়া আছেন।

নন্দিগণবিচারঃ।

যস্যোপরি স্ফুরদ্রূপো দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ।
স বোধঃ শুদ্ধভাবাত্মা গীয়তে নন্দিকেশ্বরঃ ॥৫৮

অন্বয়—যস্য (বোধস্য) উপরি স্ফুরদ্রূপঃ পরমেশ্বরঃ দৃশ্যতে, সঃ শুদ্ধভাবাত্মা বোধঃ নন্দিকেশ্বরঃ গীয়তে।

যে প্রেমগর্ভ জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞান, মায়া ও তৎকার্য্যদ্বারা অকলুষিত, তাহারই উপরে, অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানলাভের পর, কার্য্যকারণাতীত পরমাত্মার স্বরূপ স্বপ্রকাশমান বলিয়া সাক্ষাৎ অনুভূত হয়। সেই জ্ঞানই আনন্দাত্মজীববিষয়ক বলিয়া নন্দিক, এবং পরমাত্মব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া, ঈশ্বর। তাহাই শিবের নন্দিনামকগণ বা সেবক।

ভৃঙ্গিবিচারঃ।

যঃ কীটভৃঙ্গভাবেন ভক্তঃ সারূপ্যমাগতঃ।
স এব খণ্ডপরশো ভৃঙ্গিনামা গণঃ কিল ॥৫৯

অন্বয়—যঃ ভক্তঃ কীটভৃঙ্গভাবেন সারূপ্যম্ আগতঃ সঃ এব খণ্ডপরশোঃ ভৃঙ্গিনামা গণঃ কিল।

যেমন কীটবিশেষ, একপ্রকার ভৃঙ্গ (কাচপোকা) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, ভয়ে সেই ভৃঙ্গের অবিচ্ছিন্নস্মরণে, ভৃঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, অবিচ্ছিন্ন সানুরাগ স্মরণবশতঃ যে সেবক ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন, তিনিই নিঃসন্দেহ, খণ্ডপরশুর (শিবের) ভৃঙ্গিনামক সেবক।

মহাকালবিচারঃ।

কালেন ভক্ষিতং বিশ্বং কালো বোধেন ভক্ষিতঃ।
বোধাত্মা কালকালোঽয়ং মহাকালো পরো গণঃ ॥ ৬০

অন্বয়—বিশ্বং কালেন ভক্ষিতং, কালঃ বোধেন ভক্ষিতঃ ; (অতঃ) বোধাত্মা কালকালঃ, পরঃ গণঃ (অস্তি)।

মৃত্যু বিশ্বকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, সেই মৃত্যুকে আবার জগন্মিথ্যাত্ব-বোধক, (এবং সেইহেতু মৃত্যুমিথ্যাত্ববোধক) জ্ঞান, গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। সেই বোধস্বরূপ, কালের কাল বা মৃত্যুর মৃত্যু, মহাকাল, শিবের অপর সেবক। (জগন্মিথ্যাত্বজ্ঞানই মহাকালের স্বরূপ।)

স্কন্দবিচারঃ।

বোধস্বসেনয়া যেন মোহস্য স্কন্দনং কৃতম্।
স বুদ্ধিমান্ মহাসেনঃ স্কন্দো নাম শিবাত্মজঃ ॥৬১

অন্বয়—যেন বোধস্বসেনয়া মোহস্য স্কন্দনং কৃতং, সঃ বুদ্ধিমান্ মহাসেনঃ স্কন্দঃ নাম শিবাত্মজঃ।

যিনি আপনার ও পরমাত্মার অভেদবিষয়ক জ্ঞানসেনার সাহায্যে অজ্ঞানশত্রু বধ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান, মহাসেনানায়ক সাধকই শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত।

গণেশবিচারঃ।

সুতোঽন্যো বিঘ্নরাশিঘ্নঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
আনন্দতুন্দিলঃ সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ্বরঃ ॥ ৬২

অন্বয়—বিঘ্নরাশিঘ্নঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ আনন্দতুন্দিলঃ, (শিবস্য) অন্যঃ সুতঃ, সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ্বরঃ (ভবতি)।

যিনি আসক্তি, মোহ প্রভৃতি যাবতীয় মোক্ষবিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ, সর্ব্ববিদ্যাকুশল, ও (পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার) বিদ্যানন্দে পরিপূর্ণোদর,

তিনিই প্রত্যক্ষ মুক্তিসিদ্ধিপ্রদ, শান্তি দান্তি, প্রভৃতি গণের অধিপতি, শিবের অপর পুত্র, গুণেশ নামে প্রসিদ্ধ।

শিবরাত্রিবিচারঃ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
জাগর্ত্তি শিবরাত্রৌ যঃ শিবস্তস্মিন্ প্রসীদতি॥ ৬৩

অন্বয়—যা সর্ব্বভূতানাং নিশা, তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি। যঃ শিবরাত্রৌ জাগর্ত্তি, শিবঃ তস্মিন্ প্রসীদতি।

নিশা শব্দের অর্থ জগৎপ্রপঞ্চের অদর্শন এবং ব্যবহারনিবৃত্তি। আত্ম-স্বরূপোপলব্ধি বা আত্মস্থিতি, অধিকাংশ জীবের নিকট নৈশান্ধ-কারাবৃত জগৎপ্রপঞ্চের ন্যায় অজ্ঞাত, এবং সেইহেতু নিশা; কিন্তু যিনি নিরোধাভ্যাস দ্বারা অথবা ব্রহ্মাভ্যাস* দ্বারা চিত্তের বহির্মুখতা নিরুদ্ধ করিতে পারেন, এবং সর্ব্বব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তিনি সেই আত্মস্বরূপে জাগ্রৎ থাকেন অর্থাৎ আত্মস্থিতি লাভ করেন।

সেই আত্মস্থিতিই, জগৎপ্রপঞ্চের অপ্রতীতিরূপা, ব্যবহারনিবৃত্তিরূপা এবং শিবরূপা বা সুখস্বরূপা বলিয়া শিবরাত্রি। যিনি সেই শিবরাত্রিতে জাগ্রৎ থাকেন, শিব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ চিদানন্দাত্মা তাঁহার বুদ্ধিস্থ চিদাভাসে নির্ম্মলভাবে স্ফুরিত হন। (তাঁহার ব্রহ্মাকারা বৃত্তিলাভ হয়।)

ভাল, "শিবরাত্রি" যদি এইরূপ সদাকালব্যাপিনী হইয়া পড়িল, তাহা হইলে, চতুর্দ্দশী কি প্রকারে সেইরূপ ব্যাপিনী হইবে? উত্তর—

---

* তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥
বাসিষ্ঠরামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ২২।২৪; জীবন্মুক্তিবিবেকে, বঙ্গানুবাদে ৯০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোঽহঙ্কৃতিচিত্তানি ত্রীণি বুদ্ধিচতুর্দ্দশী॥ ৬৪

অন্বয়—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনোঽহঙ্কৃতিচিত্তানি ত্রীণি ('এতানি ত্রয়োদশ ভবন্তি।) বুদ্ধিঃ এব চতুর্দ্দশী।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও চিত্ত এই তিনটি, সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটি হয়। সেই ত্রয়োদশটির প্রকাশিকা বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি; যখন সেই ত্রয়োদশটিকে অতিক্রম করিয়া, কেবল শিবাকারে আকারিতা হয়, তখন সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিধারিণী বুদ্ধিই চতুর্দ্দশস্থানীয়া হন, বলিয়া চতুর্দ্দশী।

ভাল, এইরূপ শিবরাত্রি ব্যাখ্যার প্রামাণ্য কোথায় এবং উপবাসেরই বা সার্থকতা কি? উত্তর—

ইয়ং তু শাম্ভবৈঃ প্রোক্তা শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী।
নিরাহারতয়া তত্র বৃত্তিরোধী ভবেদ্বুধঃ॥ ৬৫

অন্বয়—ইয়ং তু শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী শাম্ভবৈঃ প্রোক্তা। বুধঃ তত্র নিরাহার তয়া বৃত্তিরোধী ভবেৎ।

[এই শিবরাত্রি লৌকপ্রসিদ্ধ শিবরাত্রি হইতে বিলক্ষণ বটে। ইহা সুখস্বরূপ বলিয়া শিবা, সর্ব্বব্যাপারবিরতি বলিয়া রাত্রি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ ত্রিপুটীর প্রকাশিকা বলিয়া চতুর্দ্দশী] শাম্ভবগণই অর্থাৎ জ্ঞানিগণই এই শিবরাত্রির কথা বলিয়া থাকেন। জ্ঞানী ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা তত্তদ্বিষয়ভোগরূপ আহার পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবিরুদ্ধ কামাদিবৃত্তিসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ অপ্রসিদ্ধ শিবরাত্রিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? উত্তর—

শিবভক্তৈঃ কৃতা পূর্ব্বং শিবস্যাত্যন্তবল্লভা।
শিবরাত্রিরিয়ং পুত্র শিবসাযুজ্যদায়িনী॥ ৬৬

অন্বয়—হে পুত্র, শিবস্য অত্যন্তবল্লভা ইয়ং শিবরাত্রিঃ পূর্ব্বং শিবভক্তৈঃ কৃতা, (যতঃ ইয়ং) শিবসাযুজ্যদায়িনী।

হে পুত্র এই শিবরাত্রি শিবের অত্যন্ত প্রিয়; প্রাচীন শিবভক্তগণ এই শিবরাত্রিরই উপাসনা করিতেন। তাহার কারণ এই যে, এই শিবরাত্রি পালন করিলে, ইহা শিবের সহিত সাযুজ্য বা একত্ব প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব, ব্রহ্মের সহিত আপনার একতা উপলব্ধি করে। অতএব জ্ঞানিদিগেরই ইহাতে অধিক প্রবৃত্তি।

ভাল, রাত্রিকালেই এই শিবপূজার অনুষ্ঠানের অর্থ কি? উত্তর—

নিশীথ এব মধ্যাহ্নো রাত্রিরেব দিনং বিভোঃ।
ন যত্র কিঞ্চিৎকাশেত স প্রকাশস্তু শাম্ভবঃ॥ ৬৭

অন্বয়—বিভোঃ রাত্রিঃ এব দিনং, নিশীথঃ এব মধ্যাহ্নঃ, যত্র (প্রকাশে কিঞ্চিৎ ন কাশেত, সঃ প্রকাশঃ তু শাম্ভবঃ (প্রকাশঃ)।

সর্ব্বত্র ব্যাপক শম্ভুর রাত্রিই দিন, অর্থাৎ যিনি কার্য্যকারণরূপ সকল বিশেষের মধ্যে, সামান্যরূপে অনুস্যূত, তাঁহার রাত্রিই বা সর্ব্ববিশেষের আবরণ পূর্ব্বক, সামান্যভাবে আত্মমাত্রপ্রকাশই, দিন অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশ। সেইহেতু, নিশীথই বা সর্ব্বপ্রকার লোকব্যবহারের পরিশূন্যতাই, তাঁহার মধ্যাহ্ন বা প্রকৃষ্টপ্রকাশ, কেননা, যে সামান্য চিদ্রূপ প্রকাশে, কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষের প্রকাশ প্রতীত হয় না, সেই প্রকাশই পরমাত্মার প্রকাশ।

শিবতাণ্ডববিচারঃ।

যস্যানন্দলয়েনৈব নন্দিতা নারদাদয়ঃ।
তদানন্দবিনোদাখ্যং শাম্ভবং বিদ্ধি তাণ্ডবম্ ॥ ৬৮

অন্বয়—যস্য আনন্দলয়েন এব নারদাদয়ঃ নন্দিতাঃ (সন্তি), তৎ আনন্দবিনোদাখ্যং তাণ্ডবং শাম্ভবং বিদ্ধি।

যেমন স্বরগান, তাল, মৃদঙ্গাদিবাদ্য, পাদপ্রক্ষেপ, ও হাবভাবের সমতা (যাহাকে লয় বলে,) জনসমাজে আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ, শিবপ্রবর্ত্তিত বেদগান, বেদোক্ত ক্রিয়োপাসনারূপ পাদবিক্ষেপ; তৎ সমুদয়ের ফলে আবেশরূপ হাবভাব, ইত্যাদি সকলগুলিরই, (আনন্দের প্রয়োজকরূপে) আনন্দে পর্য্যবসানহেতু, নারদ, চতুঃসন, শুক প্রভৃতি, ব্রহ্মানন্দলাভ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন, এবং অনায়াসে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুষ্ঠানে, প্রবৃত্ত হন। সেই আনন্দক্রীড়াকেই শিবতাণ্ডব বলিয়া বুঝিবে।

স্মরহরত্ববিচারঃ।

হৃতে স্মরে হৃতা এব যড়প্যেতে স্মরাদয়ঃ।
স্মরাদিহরণাদেব দেবঃ স্মরহরো হরঃ ॥ ৬৯

অন্বয়—স্মরে হৃতে স্মরাদয়ঃ এতে ষট্ অপি হৃতাঃ এব ভবন্তি। স্মরাদিহরণাৎ এব দেবঃ হরঃ স্মরহরঃ (অস্তি)।

জাগত পদার্থের স্মরণকে বিলুপ্ত করিতে পারিলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টিই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মায়, সেই (জগদ্দর্শন), জগদ্বিষয়ক বোধ প্রভৃতি

উপসংহৃত বা তিরোহিত হওয়াতেই, তিনি স্মরহর হইয়াছেন; (কেবল মদনভস্ম করিয়াই, তিনি স্মরহর হন নাই। লোকপ্রসিদ্ধ শিবে সর্ব্ব-দ্বৈতনিবৃত্তি সমারোপিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়।)

গৌরীবিচারঃ।

(৭০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত)

সা স্বভাবেন বামৈব মনোবাচামগোচরা।
বামাঙ্গী বামদেবস্য বামে গৌরী বিরাজতে ॥ ৭০

অন্বয়—মনোবাচাম্‌ অগোচরা সা (গৌরী) স্বভাবেন বামা এব। (সা) বামাঙ্গী গৌরী বামদেবস্য বামে বিরাজতে।

মন ও বচনের অগোচরা, সেই জ্ঞানিজনপ্রসিদ্ধা, গৌরী বা অবিদ্যা-মায়ারহিতা "অহং ব্রহ্মাস্মি" নাম্নী প্রমারূপা বৃত্তি, বামা, স্বভাবতঃ কুটিলা, সহজে সাধকের আয়ত্তাধীনা হন না, (অথবা স্বরূপতঃ পরমসুখদায়িনী বলিয়া মনোহরা।) সেই কমনীয়রূপা গৌরী বামদেবের শিবের অথবা আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার, বামে, কমনীয় সুখস্বরূপ অঙ্গে প্রকাশিত হন, আনন্দব্যঞ্জিকা মূর্ত্তি ধরিয়া স্ফুরিতা হন।

সা ব্রহ্মবাদিনাং শ্রেষ্ঠা ভবানী ব্রহ্মবাদিনী।
যা কটাক্ষেণ সর্ব্বত্র শিবাখ্যং ব্রহ্ম বীক্ষতে ॥ ৭১

অন্বয়—ব্রহ্মবাদিনী সা ভবানী ব্রহ্মবাদিনাং শ্রেষ্ঠা, যা (যতঃ সা) কটাক্ষেণ সর্ব্বত্র শিবাখ্যং ব্রহ্ম বীক্ষতে।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" নাম্নী প্রমাবৃত্তিরূপা সেই ভবানী (সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-প্রকাশিকা বলিয়া), বেদ, মহাবাক্য প্রভৃতি সকল ব্রহ্মপ্রকাশক অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠা। তাহার কারণ এই, সেই ভবানী বা ব্রহ্মাকারাবৃত্তি, কটাক্ষে নয়নের একাংশদ্বারা, অর্থাৎ জগদ্দর্শন না করিয়াই, সর্ব্বত্র জাগ্রদাদি

অবস্থায়, ("শিবমদ্বৈতং ইতি) শিবনামক আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া থাকেন।

মম প্রিয়ো মম স্বামী মমাত্মা মে গৃহেশ্বরঃ।
ইতি যস্যাঃ শিবে ভাবঃ সা ধন্যা শৈলকন্যকা ॥৭২

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

তুমি আমার প্রিয়, আনন্দস্বরূপ বলিয়া পরম বাঞ্ছিত, তুমিই আমার স্বামী—পালক, কেননা তোমার সত্তাতেই আমার সত্তা, তুমিই আমার আত্মা পারমার্থিকরূপ, তুমি আমার গৃহেশ্বর—জীবরূপতার আধার, (এক-কথায় "তোমা বিনা আমি নাই")—শিবের প্রতি যাঁহার এইরূপ প্রেম, সেই শৈলসুতা (বা মোহজাতা বৃত্তি,) ধন্যা অর্থাৎ কৃতকৃত্যা।

স ঈক্ষিতঃ স আশ্লিষ্টঃ স ভুক্তঃ স চ পূজিতঃ।
স এব হৃদয়ে ধ্যাতঃ পার্ব্বত্যা পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৩

অন্বয়—সঃ পরমেশ্বর পার্ব্বত্যা ঈক্ষিতঃ, সঃ (পরমেশ্বরঃ পার্ব্বত্যা) আশ্লিষ্টঃ, সঃ (পরমেশ্বরঃ পার্ব্বত্যা) ভুক্তঃ, সঃ চ (পার্ব্বত্যা) পূজিতঃ, সঃ এব (তয়া) হৃদয়ে ধ্যাতঃ।

ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও শিবস্বরূপ পরমাত্মাকে পার্ব্বতী বা প্রমাবৃত্তি (সর্ব্বদ্বৈতনিষেধপূর্ব্বক) সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার ফলব্যাপ্যতা না থাকিলেও তাঁহাকে বৃত্তিব্যাপ্য করিয়াছেন *; তাঁহাকে ভোগ করিয়াছেন—সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন; তাঁহাকে আদর করিয়াছেন—সর্ব্বত্যাগিনী

* "অপরোক্ষানুভূতির" ২৬ সংখ্যক শ্লোকে "নিরাভাস" শব্দের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হইয়া তৎপরা হইয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়াছেন—সর্ব্বদ্বৈত-নিষেধের অবধিরূপে চিন্তা করিয়াছেন।

শিবং ভজতি ভাবেন পাতিব্রত্যেন পার্ব্বতী।
অতঃ সৌভাগ্যমেতস্যা লোকে বেদে চ গীয়তে॥৭৪

অন্বয়—পার্ব্বতী শিবং পাতিব্রত্যেন ভাবেন ভজতি, অতঃ এতস্যাঃ সৌভাগ্যং লোকে বেদে চ গীয়তে।

পার্ব্বতী শিবকে, পতিব্রতার প্রেমে ভজনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই প্রমাবৃত্তি ব্রহ্মকে স্ববিষয়রূপে ও স্বসত্তাদাতৃকরূপে, এবং স্বয়ং অখণ্ডা ও একরসা হইয়া, সেবা করিয়া থাকেন। এই হেতু বেদে এবং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে (গৌরীব্রতে) পার্ব্বতীর "পতিসৌভাগ্যবতী" বলিয়া এত প্রশংসা।

যোগেশ্বরাণাং যোগোঽয়ং ভুজ্যতে যন্মহেশ্বরঃ।
তেন যোগেন সম্পন্না ভবানী দিব্যযোগিনী॥৭৫

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ যোগাৎ) মহেশ্বরঃ ভুজ্যতে (সঃ) অয়ং যোগেশ্বরাণাং যোগঃ। তেন যোগেন সম্পন্না ভবানী দিব্যযোগিনী (প্রোক্তা)।

যে যোগ বা জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে, মহেশ্বরকে বা ঈশ্বরত্বারোপের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে, সাক্ষাৎ অনুভব করা যায়, তাহাই যোগেশ্বরদিগের যোগ, অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা অনুগ্রহ করিলে, অপরকেও সেই যোগ প্রদান করিতে সমর্থ, তাঁহাদেরই সেই যোগ আছে। সেই যোগসম্পন্না বলিয়া ভবানীকে শাস্ত্রে দিব্যযোগিনী বলা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্না প্রমারূপা বৃত্তি. কোনও জ্ঞানীতে

উৎপন্ন হইলে, তিনিও ব্রহ্মাদির ন্যায় অপরকে সেই যোগ প্রদান করিতে সমর্থ হন।)

নিত্যং নৃত্যতি পার্ব্বত্যাঃ পুরতঃ পরমেশ্বরঃ।
যদন্তস্তাদৃশং প্রেম তদগ্রে কিং ন নৃত্যতু ॥ ৭৬

অন্বয়—পরমেশ্বরঃ পার্ব্বত্যাঃ পুরতঃ নিত্যং নৃত্যতি ; যদন্তঃ তাদৃশং প্রেম অস্তি, তদগ্রে কিং ন নৃত্যতু ?

পরমেশ্বর পার্ব্বতীর অগ্রে নিত্য নৃত্য করিয়া থাকেন, (অর্থাৎ প্রেমাবৃত্তির সমক্ষে নিরন্তর কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্মের স্ফুরণ হয়।) যাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ (৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রেম, তাঁহার সমক্ষে পরমাত্মা কেন না নৃত্য করিবেন ?

একাত্মভাবসম্পন্নৌ স্থিতৌ ভিন্নাত্মকাবিব।
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণী যথা ॥৭৭

অন্বয়—(একাত্মভাবসম্পন্নে ভিন্নাত্মকে) ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণী যথা, (তথা) একাত্মভাবসম্পন্নৌ ভিন্নাত্মকৌ ইব স্থিতৌ ভবানীশঙ্করৌ বন্দে।

ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্ম যেমন এক অদ্বিতীয় তত্ত্বস্বরূপ হইয়াও, পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হন, সেইরূপ যাঁহারা উভয়েই একই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া লোকদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হন, সেই ভবানী ও শঙ্কর, উভয়কে আমি বন্দনা করি ; অর্থাৎ আমি-সাধনসম্পন্ন সাধিষ্ঠান চিদাভাস, ব্রহ্মাকারাবৃত্তির অনুসরণ পূর্ব্বক আপনার ব্রহ্মতাদাত্ম্য অনুসন্ধান করি।

প্রকারদ্বিতয়েনাপি পার্ব্বতী স্তুতিমর্হতি।
যদস্যাঃ শঙ্করে প্রেম যদস্যাং প্রেম শাঙ্করম্ ॥ ৭৮

অন্বয়—শঙ্করে অস্যাঃ যৎ প্রেম, অস্যাং যৎ শাঙ্করং প্রেম (ইতি) প্রকারদ্বিতয়েন অপি পার্ব্বতী স্তুতিম্ অর্হতি।

শঙ্করের প্রতি ভবানীর যে প্রেম এবং ভবানীর প্রতি শঙ্করের যে প্রেম, অর্থাৎ প্রেমবতী ও প্রেমভাজন, এই উভয়রূপেই পার্ব্বতী স্তুতি-যোগ্য হইতেছেন। ভাবার্থ এই, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই প্রপঞ্চশূন্য বলিয়া, মুক্তিসুখ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতেই অবস্থিত। এই হেতু সেই বৃত্তির শ্রেষ্ঠতা। সেই বৃত্তি ব্রহ্মাকারা ও ব্রহ্মাশ্রিতা বা ব্রহ্মসত্তা হইতে অনন্যসত্তাকা—এই উভয় কারণেই সবিশেষ আদরনীয়া। (পরবর্ত্তী তিন শ্লোকেও এই সমাদর বিহিত হইয়াছে।)

পূজনীয়া বিশেষণ শঙ্করাদপি পার্ব্বতী।
সাক্ষাদানন্দরূপো য স্তস্যাপ্যানন্দবর্দ্ধিনী ॥৭৯

অন্বয়—পার্ব্বতী শঙ্করাৎ অপি বিশেষণ পূজনীয়া, (যতঃ) যঃ সাক্ষাৎ আনন্দরূপঃ তস্য অপি (সা) আনন্দবর্দ্ধিনী।

শঙ্কর অপেক্ষা পার্ব্বতীই সমধিক সমাদরনীয়া; ব্রহ্মাপেক্ষা ব্রহ্মকারা বৃত্তিকেই অধিক আদর করিতে হয়, কেননা শঙ্কর সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ হইলেও, পার্ব্বতী তাঁহারও আনন্দবর্দ্ধিনী, অর্থাৎ সামান্যানন্দরূপ ব্রহ্মাপেক্ষা, স্পষ্টানন্দরূপা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই বৃত্তি স্ববিষয় ব্রহ্মানন্দ ও স্বাত্মানন্দ এই উভয় প্রকারে আনন্দকে দ্বিগুণিত করিয়া থাকে।

পরব্রহ্মস্বরূপৈব পার্ব্বতী নাত্র সংশয়ঃ।
যদস্যাং প্রচুরপ্রেমা ব্রহ্মজ্ঞানী সদাশিবঃ ॥ ৮০

অন্বয়—পার্ব্বতী পরব্রহ্মস্বরূপা এব অত্র সংশয়ঃ ন (অস্তি); যৎ, (যস্মাৎ) ব্রহ্মজ্ঞানী সদাশিবঃ অস্যাং প্রচুরপ্রেমা (অস্তি)।

পার্ব্বতী যে পরব্রহ্মস্বরূপা, ইহাতে সংশয় নাই; ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্রহ্মরূপা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বৃত্তিকেই সমাদর করা কর্ত্তব্য, কেন না, সদাশিব নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও—পূর্ণাত্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াও, পার্ব্বতীর প্রতি নিরতিশয় প্রেমবান্ অর্থাৎ তাঁহাতে পূর্ণভাবেই প্রতিবিম্বিত। অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মভাবই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ ও বাস্তব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আপাতিকা ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতে অনাদর কর্ত্তব্য নহে, কেননা ব্রহ্ম আপনার পূর্ণতা সেই বৃত্তিতেই সমর্পণ বা প্রতিবিম্বিত, করেন।

ভাল, আত্মস্বরূপ গুরুশিবকে, এবং সাকার দেবতারূপ শিবকে, যথাক্রমে বৃত্তিসুখাভিলাষী এবং পার্ব্বতীসঙ্গসুখাভিলাষী বলিয়া বর্ণনা করিলে উভয়কেই বিষয়ী বলিয়া বুঝিতে হয়। তাহা হইলে উভয়কে কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা চলে?

এইহেতু বলিতেছেন—

মন্দারাস্তরবো বনেষু পরিখাতোয়ং সুধাসাগরো
দ্বারেপ্যষ্টবিভূতয়ো নিধিগণৈরন্তঃপুরে পার্ব্বতী।
শূলং শস্ত্রবরঃ বৃষঃ প্রিয়সখা নারঃ কপালঃ করে
গ্রৈবেয়ং গরলং ভুজেষু ভুজগা ভস্মাঙ্গরাগে রুচিঃ॥ ৮১

অন্বয়—(যস্য) বনেষু মন্দারাঃ তরবঃ (সন্তি), সুধাসাগরঃ যস্য পরিখাতোয়ং (ভবতি); (যস্য) দ্বারে অপি নিধিগণৈঃ সহ অষ্ট বিভূতয়ঃ (সন্তি), (যস্য) অন্তঃপুরে পার্ব্বতী অস্তি, (যস্য) শূলং শস্ত্রবরং, বৃষঃ প্রিয়সখা, করে নারঃ কপালঃ, (তস্য) গ্রৈবেয়ং গরলং, ভুজেষু ভুজগাঃ, ভস্মাঙ্গরাগে রুচিঃ (অস্তি)।

যে কল্পবৃক্ষলাভের জন্য সকাম ব্যক্তিগণ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেই কল্পবৃক্ষ, শিবের আরামে বা উপবনে, স্বভাবতঃ বিরাজমান; দীর্ঘজীবনলাভের উপায়ভূত যে অমৃতের জন্য, সকাম ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই অমৃতের সাগর, শিবনগরের পরিখার জল; যে শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি নিধির, ও অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য, সকাম সাধকগণ কর্ম্মোপাসনাদির আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে, সেইগুলি শিবের নিত্যপ্রাপ্ত, এইহেতু অনাদরের বস্তু বলিয়া, শিবদর্শনবিঘ্নরূপে শিবের দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীলাভের জন্য কামিগণ যে গৌরীর উপাসনা করিয়া থাকে, সেই গৌরী স্বয়ং, শিবের ভার্য্যারূপে শিবের অন্তঃপুরে বিরাজমানা; নিখিল ভোগের উপকরণ বিদ্যমান থাকিতেও, সুবর্ণরত্নাদিখচিত ধনুঃখড়্গাদি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি এক লৌহনির্ম্মিত শূলকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; হস্তী, অশ্ব ছাড়িয়া এক বৃষকে আপনার প্রিয় বাহন করিয়াছেন; সুবর্ণনির্ম্মিত পানভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া এক নরকপাল পাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; মণিরত্নখচিত কণ্ঠভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, গরলকেই গ্রীবাভূষণ করিয়াছেন; কনককেয়ূরাদি পরিত্যাগ করিয়া ভুজঙ্গকেই ভুজভূষণ করিয়াছেন; চন্দন কস্তুরী প্রভৃতি অঙ্গরাগ পরিত্যাগ করিয়া, ভস্মকেই প্রিয় অঙ্গরাগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাতে জ্ঞানিজনসুলভ এই সকল বৈরাগ্যনিদর্শন বিদ্যমান, তাঁহার পার্ব্বতীতে প্রীতির আতিশয্য দেখিয়া, অবশ্যই বুঝিতে হয়, পার্ব্বতী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন।

সেইরূপ, কল্পতরুসদৃশ জ্ঞানিজনমধ্যে যাঁহার নিত্য-বিহার; সুধাসাগরসদৃশ বিজ্ঞানন্দাদিদ্বারা যিনি সদা বেষ্টিত, ঋদ্ধিসিদ্ধি প্রভৃতিকে যিনি দূরে দ্বারদেশে রাখিয়া, অন্তঃপুরে প্রমাবৃত্তিরূপা

পার্ব্বতীকে লইয়া আনন্দ উপভোগ করেন; শান্তি, বৈরাগ্য ও বোধনামক ত্রিশূলে সজ্জিত হইয়া, যিনি অজ্ঞানশত্রুর বিনাশে নিত্য উদ্যত, ধর্ম্মমেঘ নামক বৃষ যাঁহার বাহন, ব্রহ্মসুখপ্রদ শরীর যাঁহার আনন্দপানপাত্র, গরল সদৃশ দেহবিনাশক বা সংসারমোচক গুরূপদিষ্ট বাক্যসমূহ যাঁহার কণ্ঠে, ভূষণসদৃশ নিত্যশোভাদায়ক, দ্বৈতত্যাগ এবং অদ্বৈতগ্রহণরূপ দুই বাহুতে যাঁহার জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকাররূপ জীবত্ববিনাশক সর্প ভূষণসদৃশ বিদ্যমান; এবং জ্ঞানদ্বারা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত, ভস্মসদৃশ প্রতীয়মান, জগৎ, যাঁহার অঙ্গরাগ বা স্বরূপরঞ্জক দ্রব্য, সেই পরমাত্মশিব-গুরুর, প্রেমাবৃত্তিরূপা পার্ব্বতীতে যে সুখানুভূতি, তাহা কখনই কামিত্বের পরিচায়ক নহে।

মূঢ়জনে যদি তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে, ভাবুক্, আমি কিন্তু তাঁহাকে এইরূপে দেখি—

চন্দ্রাদিত্যশতপ্রকাশজয়িনী চন্দ্রাবতংসোজ্জ্বলা
গঙ্গাগর্ভজটাধরা ত্রিনয়না গঙ্গাম্বুবন্নির্ম্মলা।
বামে ভূধরকন্যকা সহচরী ভূত্যা সদালঙ্কৃতা
স্বানন্দশিতিকণ্ঠিনী পুরভিদো মূর্ত্তিঃ পুরঃ স্ফূর্জ্জতি ॥৮২

অন্বয়—(যস্যাঃ শিবমূর্ত্ত্যাঃ) বামে ভূত্যা অলঙ্কৃতা সহচরী ভূধরকন্যকা সদা (বিরাজতে, সা) চন্দ্রাদিত্যশতপ্রকাশজয়িনী চন্দ্রাবতংসোজ্জ্বলা, গঙ্গাগর্ভজটাধরা, ত্রিনয়না, গঙ্গাম্বুবৎ নির্ম্মলা, স্বানন্দশিতিকণ্ঠিনী পুরভিদঃ মূর্ত্তিঃ (মে) পুরঃ স্ফূর্জ্জতি।

যাহার বামভাগে, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যে সমলঙ্কৃতা, পার্ব্বতী নিত্য বিরাজমানা, সেই শতশতচন্দ্রসূর্য্যপ্রভাতিরোভাবী, চন্দ্রচূড়াসমুজ্জ্বল গঙ্গাবিজড়িতজটাধর, ত্রিনয়ন, গঙ্গাজলসদৃশ নির্ম্মল, আত্মসুখে সুখী,

নীলকণ্ঠ, শিবরূপ, আমার সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তত্ত্বপক্ষে অভিপ্রায় এই—চন্দ্র সূর্য্যাদি যাবতীয় জ্যোতিষ্কের প্রকাশ আত্মচৈতন্যের প্রকাশ নিরপেক্ষ নহে। সেই আত্মচৈতন্য তাপত্রয়নিবর্ত্তক, পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়া, চূড়ার ন্যায় মুমুক্ষুগণের শিরোধার্য্য, তাহাই গঙ্গার ন্যায় নিরবচ্ছিন্নপ্রবাহা পবিত্র ব্রহ্মকারা বৃত্তির আলম্বন, এবং বট বৃক্ষের জটার ন্যায় মুনীন্দ্রগণের বিশ্রামস্থান। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন ও সাক্ষাৎ প্রকাশনদ্বারা, সেই আত্মচৈতন্যোপলব্ধির উপায়; পাপনিবর্ত্তক গঙ্গাজলের ন্যায় তাহা মুমুক্ষুজনের অবিদ্যামায়াদির নিবর্ত্তক। তাহা কণ্ঠের ন্যায় একাংশে, ব্রহ্মাণ্ড ও আকাশের বিধারক। তাহাই শিবের প্রকৃত মূর্ত্তি। তদ্রূপ মূর্ত্তিধারী শিব আত্মসুখেই সুখী; তিনি যদি প্রমাবৃত্তিরূপা পার্ব্বতীতে সুখানুভব করেন, তবে সেই পার্ব্বতী শিবাত্মস্বরূপা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন, এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভের সুখ, সেই প্রমাবৃত্তি সুখেরই অন্তর্ভূত বা সেই সুখের তুচ্ছ লেশমাত্র।

ইতি উপকরণসহিত ধ্যান।

অথ পূজাক্রমঃ।

"পশুপতয়ে নম" ইতি স্নানম্।

শিবপূজায় উক্ত স্নানমন্ত্রের তাৎপর্য্য এই-

'পশু'—অজ্ঞজীব। 'পশুপতি'—যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দদানে জীবের পালক বা রক্ষক সেই, পরমাত্মা বা শিব। 'পশুপতয়ে'—সেই শিবস্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'নমঃ'—অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টাঙ্গসহিত জীবত্বের লয়। এস্থলে, কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম জড় চিদাভাসের, চৈতন্যস্বরূপ আমার নহে, এইরূপ নিশ্চয়ই জীবত্বের বা পশুত্বের পরিহার। তাহাই প্রণাম।

এই কথাই শ্লোকে বলিতেছেন—

পশুত্ববাসনা ত্যাজ্যা জ্ঞানগঙ্গাম্বুধারয়া।
পবিত্রয়া শীতলয়া স্নাপ্যঃ পশুপতিঃ শিবঃ ॥ ৮৩

অন্বয়—পবিত্রয়া শীতলয়া জ্ঞানগঙ্গাম্বুধারয়া পশুত্ববাসনা ত্যাজ্যা (তেন) শিবঃ পশুপতিঃ স্নাপ্যঃ।

যে বিদ্যানন্দের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে, মায়া, অবিদ্যা, আসক্তি প্রভৃতি মল তিরোহিত হয় এবং তাপত্রয়ের উপশম হয়, সেই বিদ্যানন্দস্বরূপ জ্ঞানগঙ্গার প্রবাহে, জীবত্বের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি সংস্কার প্রক্ষালন করিয়া ফেলিতে হয়। সেই প্রকারেই পশুপতি শিবের স্নান সম্পাদিত হয়।

"শিবায় নম" ইতিপূজনম্।

এই মন্ত্রদ্বারা চন্দনাদি উপচার সকল সমর্পণ করিতে হয়।

শিবো দেবঃ শিবো জীবঃ শিবাদন্যন্ন বিদ্যতে।
এবং শিবে প্রকর্ত্তব্যং ভক্ত্যা চন্দনলেপনম্ ॥ ৮৪

অন্বয়—দেবঃ শিবঃ, জীবঃ শিবঃ, শিবাৎ অন্যৎ ন বিদ্যতে; এবং শিবে ভক্ত্যা চন্দনলেপনং প্রকর্ত্তব্যম্।

ব্রহ্মস্বরূপ গুরু অন্তরাত্মা স্বয়ং শিব বা আনন্দস্বরূপ; জীব বা অধিষ্ঠান-কূটস্থ-চৈতন্যের সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাসও, সেই শিব বা ব্রহ্মানন্দ। সেই আনন্দস্বরূপ শিবকে ছাড়িয়া জীবের পৃথক্ সত্তা নাই। পরমানুরাগ সহকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিলেই, শিবে চন্দন লেপন প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয়।

ভজনাদক্ষতা ভক্তা দেবস্তু স্বয়মক্ষতঃ।
অতস্ত্বক্ষতয়া ভক্ত্যা পূজনীয়ঃ শিবোঽক্ষতৈঃ ॥ ৮৫

অন্বয়—ভক্তাঃ ভজনাৎ অক্ষতাঃ (ভবন্তি), দেবঃ তু স্বয়ং অক্ষতঃ। অতঃ তু অক্ষতয়া ভক্ত্যা, অক্ষতৈঃ শিবঃ পূজনীয়ঃ।

যে মুমুক্ষুগণ চিদাভাসস্বরূপ আপনাতে সেই ব্রহ্মরূপতা অঙ্গীকার ও উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্ত, সেইরূপ অঙ্গীকারই ভজন। সেই ভজনপ্রভাবে, তাঁহারা অক্ষত হইয়াছেন, অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। আর ব্রহ্মস্বরূপী আত্মা স্বয়ং অক্ষত বা অবিনাশী, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা"। "দেবোভূত্বা দেবান্ যজেৎ"—স্বয়ং দেবস্বরূপ হইয়া দেবপূজায় রত হইলে, স্বভাবৈক্যহেতু, পরস্পর প্রীতি অনিবার্য্য। সেই প্রীতিই অভিন্নরূপতায় পর্য্যবসন্ন হয়। সেইরূপ অক্ষত বা অপ্রবিলুপ্ত প্রীতিসহকারে, যদি সেই 'অক্ষত' ভক্তগণ শিবের পূজা করেন, তবেই অক্ষতসমর্পণ হয়। (ধৌত অখণ্ড আতপতণ্ডুল অক্ষতনামে প্রসিদ্ধ পূজোপকরণ।)

অর্কপুষ্পবিচারঃ।

অর্কঃ পাশুপতো নাম দেবঃ পাশুপতপ্রিয়ঃ।
অতঃ পাশুপতার্কস্য পুষ্পং পশুপতেঃ প্রিয়ম্ ॥ ৮৬

অন্বয়—পাশুপতঃ অর্কঃ নাম; দেবঃ পাশুপতপ্রিয়ঃ (ভবতি)। অতঃ পাশুপতার্কস্য পুষ্পং পশুপতেঃ প্রিয়ং (ভবতি)।

পশুপতিবিষয়ক বা জীবব্রহ্মৈক্যবোধক জ্ঞানই, প্রকাশরূপ বলিয়া অর্কের বা সূর্য্যের সদৃশ। দেব বা স্বয়ংপ্রকাশক পরমাত্মা, সেই পাশুপতনামক অর্কের বা জ্ঞানের পক্ষপাতী, কেননা তাহা সুখকারণ ও আত্ম-

স্বরূপ। এইহেতু সেই পাশুপতার্কের পুষ্প,—পুষ্পের ন্যায় আনন্দদায়ক মুক্তিসুখ, পশুপতির নিকট উপাদেয়।

কিন্তু অর্ক শব্দে লোকে আকন্দ ফুল বুঝিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্তরূপ অর্কে ত' বৃক্ষের নামগন্ধও নাই, তাহা কি প্রকারে শিবপ্রিয় 'অর্ক' হইতে পারে? এইহেতু বলিতেছেন

কটুপত্রস্তরুঃ কোপি ভক্তেন গিরিশেঽর্পিতঃ।
প্রকাশকস্তমোহন্তা স এবার্কত্বমাগতঃ॥ ৮৭

অন্বয়—কঃ অপি কটুপত্রতরুঃ ভক্তেন গিরিশে অর্পিতঃ (আসীৎ) সঃ এব (তরুঃ) প্রকাশকঃ তমোহন্তা সন্ অর্কত্বম্ আগতঃ।

কোনও ভক্ত কটুপত্র এক বৃক্ষ শিবকে অর্পণ করিয়াছিলেন, কাম ক্রোধাদিবৃত্তিমলিন চিদাভাসে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; সেই বৃক্ষই শিবানুগ্রহে প্রকাশক ও তমোহন্তা হইয়া—সেই চিদাভাসই বোধপুষ্পে উদ্ভাসিত হইয়া, আত্মানাত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া এবং অজ্ঞানবিনাশক হইয়া, শিবের নিকট 'অর্ক' বা সূর্য্যবৎপ্রকাশক নাম প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু আকন্দ ফুলকেই ত শিবমল্লিকা বলিয়া থাকে। সেই বোধ কি প্রকারে শিবমল্লিকা হইবে?

পুষ্পং কটুদলস্যাস্য শাম্ভবেন নিবেদিতম্।
শম্ভুনা স্বীকৃতং তেন সা জাতা শিবমল্লিকা॥ ৮৮

অন্বয়—কটুদলস্য অস্য (বৃক্ষস্য) পুষ্পং শাম্ভবেন নিবেদিতং (সৎ) শম্ভুনা স্বীকৃতম্ (আসীৎ), তেন সা শিবমল্লিকা জাতা।

এই কটুপত্র বৃক্ষের ফুল, কোন শিবভক্ত শিবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন—কোনও মুমুক্ষু কামক্রোধাদিবৃত্তিমলিন চিদাভাসে সমুৎপন্ন বোধকে শিবে অর্পণ করিয়াছিলেন,—বোধরূপ চিদাভাসকে পরমাত্মার সত্তা লইয়াই সত্তাবান্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। শম্ভু তাহাও গ্রহণ করিলেন, আপনার সহিত তাহার অভেদ সম্পাদন করিলেন। এই কারণে সেই বোধরূপ অর্কপুষ্পই শিবমল্লিকা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

ধর্ত্তূরনির্ণয়ঃ।

ঈশ্বরস্য প্রসাদেন ভাসতেঽন্যাদৃশং জগৎ।
স্বসমানগুণত্বেন ধত্তূরঃ শিববল্লভঃ॥ ৮৯

অন্বয়—ঈশ্বরস্য প্রসাদেন জগৎ অন্যাদৃশং ভাসতে, ধত্তূরঃ স্বসমানগুণত্বেন শিববল্লভঃ ভবতি।

ভজনাদি দ্বারা, শিব প্রসন্ন হইলে—আত্মায় আবির্ভূত হইলে, যে জগৎ, পূর্ব্বে সদ্রূপ বা সত্য বলিয়া প্রতীত হইত, তাহা, অসদ্রূপ বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। জগদ্দর্শনে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটে; ধত্তূর সেবনেও সেইরূপ বৈপরীত্য হয়। এইরূপে ধত্তূরসেবনের গুণ শিবসেবনগুণসদৃশ বলিয়া ধত্তূর শিবের প্রিয়।

উন্মন্যা স্বয়মুন্মত্ত উন্মাদয়তি শাম্ভবান্।
অতএব প্রিয়ং শম্ভোঃ পুষ্পমুন্মত্তসম্ভবম্॥ ৯০

অন্বয়—স্বয়ম্ উন্মন্যা উন্মত্তঃ (শম্ভুঃ) শাম্ভবান্ উন্মাদয়তি। অতঃএব উন্মত্তসম্ভবং পুষ্পং শম্ভোঃ প্রিয়ং (ভবতি)।

শম্ভু নিজে (মনোলয়-সম্পাদন-লভ্য) উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় হইয়াছেন। তিনি নিজের ভক্তগণকেও সেইরূপ

উন্মাদগ্রস্ত করেন। এই কারণে 'উন্মত্তে'র পুষ্প বা ধতূরা ফুল, শিবের এত প্রিয়।

কৈতবং কিতবস্যাস্য সর্ব্বগোঽপ্যয়ং ন লিপ্যতে।
অতঃ কিতবধূর্ত্তস্য কৈতবং কুসুমং প্রিয়ম্॥ ৯১

অন্বয়—অয়ং সর্ব্বগঃ (অপি) যৎ ন লিপ্যতে, (তৎ) অস্য কিতবস্য কৈতবম্। অতঃ কিতবধূর্ত্তস্য কৈতবং কুসুমং প্রিয়ং (ভবতি।)

ইনি যে জগৎপ্রপঞ্চ মধ্যে সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও, তদ্দ্বারা লিপ্ত হন না, ইহাই এই ছলীর কৈতব বা ছলনা। এই হেতু এই ছলী ও (কামাদির) বঞ্চকের নিকট, এই কৈতবকুসুম বা ধতূরা ফুল আদরের বস্তু।

কামাদয়ো মহাধূর্ত্তা ধূর্ত্তিতং যৈর্জগত্ত্রয়ম্।
তান্ধূর্ত্তয়তি যো যুক্ত্যা স ধূর্ত্তো ধূর্জটিপ্রিয়ঃ॥ ৯২

অন্বয়—যৈঃ জগত্ত্রয়ং ধূর্ত্তিতং; (তে) কামাদয়ঃ মহাধূর্ত্তাঃ (সন্তি)। যঃ যুক্ত্যা তান্ ধূর্ত্তয়তি সঃ ধূর্ত্তঃ ধূর্জটিপ্রিয়ঃ।

যে কামাদি এই ত্রিজগৎকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা সেইহেতু মহাধূর্ত্ত।

যে জ্ঞানী, কামাদিবিষয়সমূহে প্রারব্ধবশে লিপ্ত থাকিয়াও তাহাদিগকে বিচারবলে ও মনোনাশরূপ যোগদ্বারা অন্তঃকরণ হইতে, তিরোহিত করেন, সেই ধূর্ত্ত (বিষয়বঞ্চক জ্ঞানী, ও ধতূরাফুল) ধূর্জটির আদরের বস্তু।

অর্পিতং শঙ্করে ধূর্ত্তপত্রং কনকপুণ্যদম্।
অনেন হেতুনা জাতো ধত্তূরঃ কনকাহ্বয়ঃ॥৯৩

অন্বয়—ধূর্ত্তপত্রং শঙ্করে অর্পিতং (সৎ) কনকপুণ্যদং (ভবতি)। অনেন হেতুনা ধত্তূরঃ কনকাহ্বয়ঃ জাতঃ।

ধতূরার পাতা শিবে নিবেদিত হইলে, সুবর্ণদানের ফল প্রদান করিয়া থাকে। (জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইলে, পরমপুণ্যদ বা মুক্তিসুখপ্রদ হইয়া থাকে।) এই কারণে ধতূরা 'কনক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কণ্টকারিকানির্ণয়ঃ।

ভক্ত্যা ভক্তেন চেদ্বৃত্তির্মনসঃ শঙ্করেঽর্পিতা।
সকণ্টকস্বভাবাপি জাতা সাঽকণ্টকারিকা ॥৯৪

অন্বয়—ভক্তেন মনসঃ বৃত্তিঃ ভক্ত্যা শঙ্করে অর্পিতা চেৎ সা সকণ্টকস্বভাবা অপি অকণ্টকারিকা জাতা। (শিবে কণ্টকারিকার বা বৃহতীর নিবেদন শৈবপুরাণাদিতে পুণ্যপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।)

জীবব্রহ্মৈক্যানুসন্ধাননিরত মুমুক্ষু যদি পরমপ্রীতিসহকারে চিত্তবৃত্তিকে ব্রহ্মাকারা করিতে পারেন, তবে যে চিত্তবৃত্তি পূর্ব্বে কামাদি বিকারের হেতু হইয়া কণ্টকের ন্যায় পীড়াদায়ক হইত, তাহা, এখন অকণ্টকারিকা বা দুঃখপ্রদ না হইয়া, কেবল সুখপ্রদ হয়।

বিল্ববিচারঃ।

শিবভক্তিস্বভাবেন শাণ্ডিল্যো হি মহামুনিঃ।
তন্নাম্নৈব প্রিয়ং শম্ভোঃ পত্রং শাণ্ডিল্যসম্ভবম্ ॥৯৫

অন্বয়—শাণ্ডিল্যঃ শিবভক্তিস্বভাবেন হি মহামুনিঃ (জাতঃ)। (অতঃ) শাণ্ডিল্যসম্ভবং পত্রং তন্নাম্না এব শম্ভোঃ প্রিয়ং (ভবতি)।

(প্রসিদ্ধ ভক্তিসূত্রপ্রণেতা) শাণ্ডিল্য স্বাভাবিক শিবভক্তিবশতঃ প্রসিদ্ধ মহামুনি বলিয়া বিদিত আছেন। "শাণ্ডিল্য"-সম্ভব বা বিল্ববৃক্ষসম্ভূত পত্র (বিল্বপত্র), তাঁহার নাম ধরিয়াছে বলিয়াই, শম্ভুর নিকট আদরের বস্তু।

বিশ্বরূপো মহাদেবঃ স্বয়ং শৈলূষলক্ষণঃ।
অতঃ শৈলূষপত্রাণাং পূজয়া স প্রসীদতি ॥৯৬

অন্বয়—বিশ্বরূপঃ মহাদেবঃ স্বয়ং শৈলূষলক্ষণঃ (ভবতি)। অতঃ শৈলূষপত্রাণাং পূজয়া সঃ প্রসীদতি।

বিশ্বরূপধারী পরমাত্মা নিজেই শৈলূষ বা বহুরূপধারী নট। এই হেতু শৈলূষপত্রকৃত অর্থাৎ বিল্বপত্রসম্পাদিত অর্চ্চন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকে। বিল্ববৃক্ষের পত্রসমূহের ন্যায়, প্রারব্ধবশে বিচিত্র বিচিত্র রূপধারী জ্ঞানিগণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহ, বিশ্বরূপধারী পরমাত্মা শিবকে নিরঞ্জন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

জন্মনস্তু ফলং শ্রীমদ্বিল্বপত্রার্পণাচ্ছিবে।
অতো নিরূপিতো বৃক্ষো বিল্বঃ শ্রীফলসংজ্ঞয়া ॥৯৭

অন্বয়—শিবে বিল্বপত্রার্পণাৎ জন্মনঃ ফলং তু শ্রীমৎ (ভবতি)। অতঃ বিল্বঃ বৃক্ষঃ শ্রীফলসংজ্ঞয়া নিরূপিতঃ।

শিবকে বিল্বপত্র সমর্পণ করিলে, দেহধারণের ফল, (সাযুজ্যাদিমুক্তি-সুখপ্রদ হইয়া) পরমসুন্দর হয়। পরমাত্মায় বিল্ববৃক্ষরূপ চিদাভাসের ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ পত্র অর্পণ করিলে, দেহধারণ মুক্তিপ্রদ হইয়া সাফল্য-মণ্ডিত হয়। এই কারণে বিল্ববৃক্ষ শ্রীফলতরু নামে অভিহিত হয়; জ্ঞানী মুক্তিফলধারী শ্রীফলবৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হন।

ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যফলতাম্বুলদক্ষিণাঃ।
শিবায় নম ইত্যেব সর্ব্বমেবাস্য পূজনম্॥ ৯৮

অন্বয়—ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যফলতাম্বুলদক্ষিণাঃ ইতি সর্ব্বম্ এব শিবায় নমঃ ইতি অস্য পূজনম্ এব (ভবতি)।

[ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল ও তাম্বুল, জ্ঞানীর পূজায় কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা (৩৫) মুনীন্দ্রদিনচর্য্যায়, [১৮] দেবপূজা চতুর্দ্দশী প্রকরণে যথাক্রমে ৭, ৮, ৮, ৯ ও ১০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, (৩০৭ হইতে ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)] ধূপাদি সকল উপচারই "শিবায় নমঃ" এইরূপ মন্ত্র দ্বারা "শিবো দেবঃ শিবো জীবঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা, (৬৭৬ পৃষ্ঠায় ৮৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) শিবে অর্পিত হইলে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা শিব ও জীবের পার্থক্য তিরোহিত হইল, এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে, লৌকিক, বৈদিক, নিষিদ্ধ, সকল কর্ম্মই শিবপূজায় পর্য্যবসিত হয়।

বিদ্যাসু শ্রুতিরুৎকৃষ্টা রুদ্রৈকাদশিনী শ্রুতৌ।
তত্র পঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা সা জপ্যা শিবতুষ্টয়ে॥৯৯

অন্বয়—বিদ্যাসু শ্রুতিঃ উৎকৃষ্টা (ভবতি), শ্রুতৌ রুদ্রৈকাদশিনী (উৎকৃষ্টা ভবতি); তত্র পঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা ভবতি, সা শিবতুষ্টয়ে জপ্যা।

জ্ঞানপ্রতিপাদক ও উপাসনাপ্রতিপাদক বচন সমূহ মধ্যে (অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণাদির মধ্যে) বেদই মূল প্রমাণ বলিয়া, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবার বেদের মধ্যে একাদশঅনুবাকবিশিষ্ট "রুদ্রাধ্যায়" ('নমকার' ও 'চমকার' নামে প্রসিদ্ধ) অংশই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, কেননা নমঃ শব্দের অর্থ আরাধ্যাধীনাত্মত্বসম্পাদন, এবং শিব হইতেছেন কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্ম; সুতরাং 'নমঃ শিবায়' মন্ত্রের অর্থ, 'অহং

ব্রহ্মাস্মি’ এই মহাবাক্যের অর্থ হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণেই তাহা শিবতুষ্টির হেতু ; এবং সেই হেতুই তাহার জপ মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

একাদশবিল্বপত্রিকা।

এই প্রকরণাংশে চিদাভাসরূপ বিল্ববৃক্ষের বৃত্তিরূপ পত্রসমূহ, কি প্রকারে শিবে সমর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ তৎসমুদয়ের ব্রহ্মমাত্রতানুসন্ধান করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন।

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা ॥১০০

অন্বয়—দ্রষ্টা, দর্শনং, দৃশ্যং চ ইতি পত্রত্রয়ান্বিতা প্রথমা বিল্বপত্রিকা চিদ্রূপে শিবে সমর্প্যা।

চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনকর্ত্তা, (সাধিষ্ঠান) বুদ্ধিস্থচিদাভাস—দ্রষ্টা ; সেই দ্রষ্টার রূপজ্ঞানের করণস্বরূপ চক্ষু—দর্শন ; রূপ—দৃশ্য, এই তিনটী বৃত্তি পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া, ত্রিদল বিল্বপত্রসদৃশ ; এইরূপ প্রথম বিল্বপত্রটি চিদ্রূপ শিবে সমর্পণ করিতে হয়—অর্থাৎ উক্ত ত্রিপুটীর সাক্ষী যে সামান্য চৈতন্য, তদ্বিষয়িণী বৃত্তির, ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা লক্ষিত, চিন্মাত্রস্বরূপ, ব্রহ্মাভিন্ন, প্রত্যাগাত্মা হইতে পৃথক সত্তা নাই, জানিয়া তদুভয়ের বিরুদ্ধাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক একত্বচিন্তন করিতে হয়। এইরূপ সমর্পণই অগ্রে দশটি শ্লোকে অভিপ্রেত।

কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা ॥১০১

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

ইন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়াভিমানী, সাধিষ্ঠান বুদ্ধিস্থ চিদাভাস—'কর্ত্তা'; ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা রূপাদি সাক্ষাৎকরণরূপ ব্যবহার—'কার্য্য'; সেই সেই ক্রিয়ার সাধন অন্তঃকরণ, ও বাহেন্দ্রিয়দশক,—'করণ'; ইহারাও পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া ত্রিদল বিল্বপত্র সদৃশ। এই দ্বিতীয় বিল্বপত্রিকা পূর্ব্বোক্ত রূপে, শিবে অর্পণ করিতে হয়।

ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা ॥১০২

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা এবং অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা সমানীত বিষয়জনিত সুখানুভব যাহার হয়, সেই আনন্দময়কোষবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় আত্মা—হইতেছেন 'ভোক্তা'; ভোগের বিষয় ও সুখ হইতেছে 'ভোজ্য'; সেই সেই সুখের অনুভবকরণরূপা বৃত্তি হইতেছে 'ভোজন'; পরস্পর সাপেক্ষ এই তিনটি বৃত্তি যাহার আত্মা বা স্বরূপ, সেইরূপ তৃতীয় বিল্বপত্রিকা শিবে অর্পণ করিতে হয়।

ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বর্গ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা ॥১০৩

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

'ভবন্তি অস্মাৎ ভূতানি' যাহা হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়, তাহা 'ভূঃ'; 'ভাবয়তি স্থাপয়তি বিশ্বম্' যাহা বিশ্বকে স্থাপন করে, তাহা ভুবঃ; 'সুখরূপত্বাৎ স্বঃ', সুখরূপতা, "পূর্ণো ভূতিবরোঽনন্ত সুখো যদ্ব্যাহৃতীরিতঃ" পূর্ণতা, বিশ্ববিভূতিসম্পন্নতা ও সুখরূপতাবোধক তিন ব্যাহৃতি, বা ত্রিতাবস্থা। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ। চতুর্থ বিল্বপত্রিকা।

জাগ্রৎ স্বপ্নস্তথা সুপ্তিরিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা॥১০৪

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্ত্যবস্থা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা॥১০৫

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল শরীর; অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গ শরীর; স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃতি (মূল উপাদানরূপ,) সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান বা কারণ শরীর। ষষ্ঠী বিল্বপত্রিকা।

অবিদ্যা সংস্থতির্জীব ইতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা॥১০৬

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

অবিদ্যা—মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির অংশ যাহা জীবত্বের উপাধি। সংসৃতি—সংসার; 'প্রসার' বা 'বিস্তার' লাভ করে বলিয়া ইহার এই নাম। জীব—বিপরীতজ্ঞান দ্বারা সংসারকে জীবিত রাখে বলিয়া, ইহার নাম জীব অর্থাৎ প্রাণরূপ উপাধিবিশিষ্ট সংসারী চিদাভাস। সপ্তমী বিল্বপত্রিকা।

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে হ্যষ্টমী বিল্বপত্রিকা ॥১০৭

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

উৎপত্তি—জগতের বা নিজের, উদ্ভব। স্থিতি—জগতের পালন অথবা স্বধর্ম্মের মর্য্যাদাপালন, এবং নিজে তদাচরণ। নাশ—সংহার। অষ্টমী বিল্বপত্রিকা।

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা ॥১০৮

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

ব্রহ্মা—সর্ব্বজগজ্জনক বিরিঞ্চি। বিষ্ণু—জগৎপালক হরি। রুদ্র—সর্ব্বসংহারক শিব। নবমী বিল্বপত্রিকা।

তমো রজস্তথা সত্ত্বমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা ॥১০৯

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ।

তমঃ—আবরণাত্মক, মোহস্বভাব, এইহেতু, আত্মবিস্মৃতির কারণভূত, প্রকৃতিপরিণাম। রজঃ—চাঞ্চল্যধর্ম্মা, সর্ব্বজগতের উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়ার কারণ, লোভাদিবৃত্তিতে প্রকটিত, প্রকৃতিপরিণাম। সত্ত্ব—প্রকাশস্বরূপ সর্ব্বজগতের জ্ঞানকারণ, ধর্ম্ম, প্রীতি ইত্যাদি বৃত্তিতে প্রকটিত প্রকৃতির পরিণাম। দশমী বিল্বপত্রিকা।

ত্বত্তাহন্তা তথেদন্তমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা ॥১১

অন্বয়— পূর্ব্ববৎ।

"ত্বন্তা"—"তুমি"-রূপতা অর্থাৎ নিজভিন্ন ও নিজের প্রত্যক্ষ জীব-রূপতা। "অহন্তা"—"আমি" রূপতা অর্থাৎ নিজের অনন্য (বা বর্ত্তমান) দেহদ্বয়সহিত সাধিষ্ঠান চিদাভাসরূপতা। "ইদন্ত্বম্"—'ইহা'-রূপতা অর্থাৎ নিজ হইতে অন্য, ও নিজের দৃশ্য—এই। রুদ্র,.একাদশ সংখ্যার সঙ্কেত। রুদ্রাখ্যা বা একাদশী বিল্বপত্রিকা।

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাম্ভবা বিল্বপত্রিকাঃ।
এতাভিরর্চ্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥১১১

অন্বয়—এতাঃ একাদশ শাম্ভবাঃ বিল্বপত্রিকাঃ কথিতাঃ। শম্ভুঃ এতাভিঃ অর্চ্চিতঃ সন্ সদ্যঃ মুক্তিং প্রযচ্ছতি।

এই একাদশটি ত্রিপুটী, শাম্ভববিল্বপত্রিকা রূপে নিরূপিত হইল। শম্ভু এই সকল বিল্বপত্রিকা দ্বারা পূজিত হইলে, অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তির লয়পূর্ব্বক পরমাত্মা, অখণ্ডৈকরসরূপে চিন্তিত হইলে, তৎকালেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

অষ্টমূর্ত্তিপূজনম্।

শর্ব্বো ভবো রুদ্র উগ্রো ভীমঃ পশুপতিস্তথা।
মহাদেবস্তথেশান ইতি মূর্ত্তিপ্রপূজনম্॥১১২

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

(১) শর্ব্বঃ—"শরান্ বাতি" শরীর সকলকে বিধারণ করে, এইহেতু শর্ব্বশব্দে পৃথিবীকে (মৃত্তিকাকে) অর্থাৎ পৃথিবীর প্রকৃতিকে বুঝায়। (২) ভবঃ—"ভবতি অস্মাৎ" সেই পৃথ্বী ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এইহেতু

'ভব' শব্দে জলকে অর্থাৎ জলের প্রকৃতিকে বুঝায়। (৩) রুদ্রঃ—"রোদয়তি" দাহকরূপে সমস্ত জগৎকে রোদন করান, এই হেতু 'রুদ্র' শব্দে তেজ অর্থাৎ অগ্নির প্রকৃতিকে বুঝায়। (৪) উগ্রঃ—সকল ভূত-ভৌতিক পদার্থের শোষকরূপে উগ্রতাহেতু 'উগ্র' শব্দে বায়ুর প্রকৃতিকে বুঝায়। (৫) ভীমঃ—বায়ু প্রভৃতি সকল ভূতভৌতিক পদার্থের লয়াধার বলিয়া সর্ব্বভীতিপ্রদ, আকাশ বা আকাশের প্রকৃতি, 'ভীম' শব্দে সূচিত হয়। (৬) পশুপতিঃ—'পশুং' জীবকে আপনার উপাধিরূপে 'পাতি' রক্ষণ করে, এই হেতু 'পশুপতি' শব্দে মনকে বা মনের প্রকৃতিকে বুঝায়। (৭) মহাদেবঃ—মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'মহান্' এবং সংস্কার ক্রীড়ার সাধন বলিয়া, 'দেব' (ক্রীড়ার্থক দিব্‌ধাতুনিষ্পন্ন) এইহেতু 'মহা-দেব' শব্দে বুদ্ধির প্রকৃতিকে বুঝায়। (৮) "ঈশান"—'ঈষ্টে' জীব সকলকে নিজের শক্তিরূপে প্রেরণ করেন—এইহেতু 'ঈশান' শব্দে অহঙ্কারের প্রকৃতিকে বুঝায়।

এই আটটী প্রকৃতি, যাঁহার আটটী মূর্ত্তি বা উপাধি, সেই, জীব হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মচৈতন্যকে, উক্ত আটটী উপাধির সাহায্যে সর্ব্বদা চিন্তাকরাই অষ্ট মূর্ত্তির পূজন।

অষ্টৌ প্রকৃতিরূপাণি কষ্টান্যষ্টৈব দেহিনঃ।
স্পষ্টং মূর্ত্তিভি রষ্টাভিরষ্টমূর্ত্তির্হরত্যসৌ ॥১১৩

অন্বয়—অষ্টৌ প্রকৃতিরূপাণি দেহিনঃ অষ্ট এব কষ্টানি (ইতি), স্পষ্টম্। অসৌ অষ্টমূর্ত্তিঃ অষ্টাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ তানি হরতি।

ভগবান্ গীতায় (৭।৪৫) বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫

ক্ষেত্রাত্মিকা প্রকৃতি জড়রূপা বলিয়া অপরা বা অমুখ্যা। তাহাই উভ প্রথম শ্লোকটিতে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞাত্মিকা প্রকৃতি চেতনরূপ বলিয়া উৎকৃষ্টা বা পরা।

পূর্ব্ব শ্লোকে সেই পরা প্রকৃতির যে আটটি প্রকার উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবের অর্থাৎ দেহদ্বয়বিশিষ্ট সাধিষ্ঠান চিদাভাসের, দুঃখস্বরূপ; ইহা সর্ব্বজন বিদিত। "অষ্টমূর্ত্তি পরমাত্মা শম্ভুকে উক্ত অষ্ট প্রকার প্রকৃতির সাক্ষীরূপে পূজা অর্থাৎ অনুসন্ধান করিলে, তিনি সেই অষ্ট প্রকৃতির বাধা অপসারিত করিয়া, তজ্জন্য দুঃখেরও নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইহাই শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজার ফল।

প্রদক্ষিণনির্ণয়ঃ।

অপর্য্যন্তো মহাদেবস্তস্য কল্পশতৈরপি।
ন স্যাৎপ্রদক্ষিণং তেন শিবস্যার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্ ॥১১৪

অন্বয়—মহাদেবঃ অপর্য্যন্তঃ; কল্পশতৈঃ অপি তস্য প্রদক্ষিণং ন স্যাৎ; তেন শিবস্য অর্দ্ধপ্রদক্ষিণং (ভবতি)।

পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকারেই অনন্ত অর্থাৎ দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য। শত শত কল্পেও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভবপর নহে। এই কারণেই শিবের অর্দ্ধপ্রদক্ষিণব্যবস্থা; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে যে শিবের সোমসূত্র বা পয়ঃপ্রণালীকে উল্লঙ্ঘন করিতে নাই, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য।

গল্লবাদ্যবিচারঃ।

যথা স্বরূপং দেবস্য তথা বক্তুং ন শক্যতে।
স্তুতি র্বা গল্লবাদ্যং বা তেন শম্ভোর্দ্বয়ং সমম্॥১১৫

অন্বয়—দেবস্য যথা স্বরূপং তথা বক্তুং ন শক্যতে। তেন শম্ভোঃ স্তুতিঃ বা গল্লবাদ্যং বা দ্বয়ং সমং (ভবতি)।

মহাদেবের (পরমাত্মার) স্বরূপ বা আকৃতি কি প্রকার, তাহা বাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না। শিবস্বরূপ বুঝাইবার জন্য যত বাক্যেরই প্রয়োগ হউক না কেন, সকলই নিরর্থক, কিন্তু (পিতামাতার নিকট শিশুর অস্ফুটশব্দোচ্চারণের ন্যায়,) তাঁহার প্রসন্নতার হেতু বলিয়া সার্থক। সেই হেতু তাঁহার নিকট "মহিম্নঃ" স্তোত্রাদি স্তব, ও গালবাজান দুইই সমান। ব্যক্তাব্যক্ত সকল শব্দই তুল্যরূপে নিরর্থক ও সার্থক বলিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান বা নিরন্তর স্মরণই, তাঁহার প্রসন্নতার কারণ।

নমস্কারবিচারঃ।

প্রেমনির্ভরভাবেন দণ্ডবৎ পতিতৈ ভুবি।
মহাদেবো নমস্কার্য্যো গলিতত্বাদহঙ্কৃতেঃ॥১১৬

অন্বয়—প্রেমনির্ভরভাবেন, অহঙ্কৃতেঃ গলিতত্বাৎ ভুবি দণ্ডবৎ পতিতৈঃ মহাদেবঃ নমস্কার্য্যঃ।

(স্বভাবতঃ নিরভিমান) দণ্ড যেমন আপনার আধারভূত ভূমিতেই পতিত হয় এবং কালে তাহাতেই (পরিণত হইয়া) বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ, প্রেমের আতিশয্যবশতঃ অহঙ্কার বিগলিত হইয়া যাইলে, যিনি আপনার আধারভূত ব্রহ্মে, জীবাত্মাভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক পতিত হন, অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহারই প্রকৃত শিবনমস্কার হয়।

ক্ষমাগমনম্ ॥

মানুষ্যমপি সম্প্রাপ্য পূজিতো ন মহেশ্বরঃ।
অপরাধো মহাঞ্জাতঃ ক্ষমস্বেতি মুহুর্বদেৎ ॥১১৭

—অন্বয়—মানুষ্যং সম্প্রাপ্য অপি মহেশ্বরঃ ন পূজিতঃ, অতঃ মহান্ অপরাধঃ জাতঃ, (অতঃ) ক্ষমস্ব ইতি মুহুঃ বদেৎ।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মহেশ্বরের পূজা করি নাই, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার অনুসন্ধান করি নাই ; এইহেতু মহা অপরাধ করিয়াছি। এই ভাবিয়া 'ক্ষমা কর' 'ক্ষমা কর' বলিয়া বার বার প্রার্থনা করিতে হয়।

বিসর্জ্জননির্ণয়ঃ।

জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বজীবত্বাদিবিসর্জ্জনম্।
এতস্যাং শিবপূজায়ামেতদেব বিসর্জ্জনম্ ॥১১৮

অন্বয়—জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বজীবত্বাদিবিসর্জ্জনম্ এতৎ এব এতস্যাং শিবপূজায়াং বিসর্জ্জনম্।

আমি নেত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়বান ; আমি হস্তপদাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়বান ; আমি সুখদুঃখভোক্তা ; আমি জীব বা প্রাণোপহিত সাধিষ্ঠান চিদাভাস, ইত্যাদিপ্রকার অভিমান ব্রহ্মে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ তৎসমুদয় সর্ব্বৈব মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক, তৎসমুদয়ের অপুনঃস্মরণই এই শিবপূজার বিসর্জ্জন।

শিবপূজাফলনির্ণয়ঃ।

আজ্ঞাকরত্বমায়াতি পুরুষার্থচতুষ্টয়ী।
যতোঽস্যাঃ শিবপূজায়া মহিমা কেন বর্ণ্যতাম্ ॥১১৯

অন্বয়—যতঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ী আজ্ঞাকরত্বম্ আয়াতি, (অতঃ) অস্যাঃ শিবপূজায়াঃ মহিমা কেন বর্ণ্যতাম্?

যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়, এইরূপ শিবপূজকের আজ্ঞাকারী হয়, অর্থাৎ তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে কেহ, উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যে কোনটি লাভ করিতে পারে, এই হেতু এই শিবপূজার বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে আদরের, মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে? বাক্যের অতীত, ও অনন্ত বলিয়া, কেহই পারেনা।

তত্ত্বতো যঃ শিবং বেদ স বেদ শিবপূজনম্।
কস্তত্ত্বতঃ শিবং বেদ কো বেদ শিবপূজনম্ ॥১২০

অন্বয়—যঃ তত্ত্বতঃ শিবং বেদ, সঃ শিবপূজনং বেদ; কঃ তত্ত্বতঃ শিবং বেদ? (অতঃ) কঃ শিবপূজনম্ বেদ?

যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সাধক, স্বরূপতঃ শিবকে জানিয়াছেন অর্থাৎ আত্মার (আপনার) ব্রহ্মরূপতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই শিবপূজা জানেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে আদরপূর্ব্বক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু কেহই বা স্বরূপতঃ শিবকে জানে, কেই বা সেই শিবপূজা জানে? (সেইরূপ সাধক বড়ই দুর্লভ।)

এই প্রকরণটি ১২০ শ্লোকাত্মক হইলেও, ১শ হইতে ২৬শ শ্লোক ৯০ম শ্লোকস্থ শিবধ্যানেরই ব্যাখ্যা বলিয়া তন্মধ্যেই পরিগণিত, এবং শেষের, মাহাত্ম্য ও অধিকারিবিষয়ক শ্লোকদুইটি শতকের বহির্ভূত; অবশিষ্ট ১০২ শ্লোকদ্বারা গ্রথিত প্রকরণের "শতক" নামকরণ দোষাবহ নহে। ভর্ত্তৃহরিপ্রভৃতির বিরচিত শতকসমূহেও এইরূপ আধিক্য দৃষ্ট হয়।

৬৯। বোধসারপ্রশংসা।

গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে, পাঠকের রুচি উৎপাদন করিতেছেন—

আদৌ গুরুস্তবো যত্র প্রান্তে চ শিবপূজনম্।
মধ্যে মুকুন্দস্মরণং বোধসারঃ স উত্তমঃ ॥১

অন্বয়—যত্র (গ্রন্থে) আদৌ গুরুস্তবঃ, প্রান্তে চ শিবপূজনম্, মধ্যে মুকুন্দস্মরণং, সঃ বোধসারঃ উত্তমঃ।

এই গ্রন্থের আদিতে 'গুরুস্তব', মধ্যে ("তুরীয়তুলসীপূজা" প্রবন্ধে) মুকুন্দস্মরণ, এবং অন্তে "শিবপূজাশতকম্" প্রবন্ধে শিবার্চ্চন। [সিদ্ধার্থ দ্যোতক (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জীবব্রহ্মৈক্যবোধক) এই শাস্ত্র, মঙ্গলাদি, মঙ্গলমধ্য, এবং মঙ্গলান্ত, হওয়াতে, এই শাস্ত্রের অধ্যেতৃগণও সিদ্ধার্থ হইবেন, এইরূপ আশা ভাষ্যকারসম্মত।] এই হেতু এই গ্রন্থ, তুল্য-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধার্থঃ সুগমার্থশ্চ বিশেষৈ র্বহুভির্বৃতঃ।
গ্রন্থস্ত্বেতাদৃশস্তাত ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥২

অন্বয়—(এষঃ গ্রন্থঃ সিদ্ধার্থঃ, সুগমার্থঃ, বহুভিঃ বিশেষৈঃ বৃতঃ। (অতঃ) হে তাত, এতাদৃশঃ গ্রন্থঃ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি।

স্বতঃসিদ্ধ জীবব্রহ্মৈক্যবোধক এই গ্রন্থ অনায়াসবোধ্য; ইহা অনেক প্রকার রূপকে ও ছন্দে অলঙ্কৃত হওয়াতে মনোরঞ্জক। এই কারণে, হে বৎস এইরূপ গ্রন্থ হয় নাই, ও হইবেনা। (বর্ত্তমানে এইরূপ গ্রন্থ নাই, বলা বাহুল্য।)

ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি কথয়ামি যথাস্থিতম্।
এ্কৈকস্মিন্নিহশ্লোকে প্রোক্তঃ সিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ ॥৩

অন্বয়—অহং ন স্তৌমি, ন চ নিন্দামি, যথাস্থিতং কথয়ামি, ইহ একৈকস্মিন্ শ্লোকে সিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ প্রোক্তঃ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে, আমি এই গ্রন্থের স্তুতি করি নাই বা গ্রন্থান্তরের নিন্দা করি নাই; স্বরূপোক্তিমাত্র করিয়াছি, কেননা এই গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে সমস্তশাস্ত্রতাৎপর্য্যভূত জীবব্রহ্মৈক্যই নিরূপিত হইয়াছে।

যদি বল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

যথা ব্রহ্মাণ্ডসর্ব্বস্বং পিণ্ডে পিণ্ডে নিরূপিতম্।
তথা সিদ্ধান্তসর্ব্বস্বং শ্লোকে শ্লোকে নিরূপিতম্ ॥৪

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চাশকোটিযোজনবিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ধ্রুব, সূর্য্য, চন্দ্র হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত, সকল পদার্থই যেমন প্রতিদেহে বিদ্যমান—ইহা মূঢ় জনের বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, যোগীজনপ্রত্যক্ষ; সেইরূপ, অনেকশাস্ত্রপ্রতিপাদিত তাৎপর্য্যের রহস্য—জীবব্রহ্মৈক্য, ইহার শ্লোকে শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা মূঢ়জনের নিকট অসম্ভব হইলেও, জ্ঞানিজনের অনুভূত।

অবিদ্যোন্মূলকুদ্দাল স্ত্ববিদ্যাদাবপাবকঃ।
অবিদ্যামৃগশার্দ্দূল স্ত্ববিদ্যাগজকেশরী ॥৫

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

এই বোধসার, অবিদ্যাভূমিখননের কুদ্দালস্বরূপ; ইহা অবিদ্যা

বনের দাবাগ্নিস্বরূপ; ইহা অবিদ্যাহরিণের ব্যাঘ্রসদৃশ (ঘাতক); ইহা অবিদ্যা হস্তীর সিংহস্বরূপ।

অবিদ্যাজীবগরলমবিদ্যাকণ্ঠকৃচ্ছুরী।
অবিদ্যালবণস্যাপ অবিদ্যাপ্রলয়ার্ণবঃ ॥৬

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

ইহা অবিদ্যা নামক প্রাণীর গরলের ন্যায় প্রাণঘাতক; ইহা অবিদ্যাকণ্ঠচ্ছেদনকারিণী ছুরিকা; ইহা অবিদ্যালবণের জল (দ্রাবক); ইহা অবিদ্যাসৃষ্টির প্রলয়পয়োধি।

অবিদ্যা শৈলদম্ভোলিরবিদ্যান্ধকশঙ্করঃ।
অবিদ্যাকংসগোবিন্দ স্ত্ববিদ্যাচণ্ডচণ্ডিকা ॥৭

অন্বয়—নিষ্প্রয়োজন।

ইহা অবিদ্যাপর্ব্বতের অশনিস্বরূপ; ইহা অবিদ্যারূপ অন্ধক-অসুরের বিনাশক শঙ্কর; ইহা অবিদ্যা-কংসের কৃষ্ণরূপ-ঘাতক; ইহা অবিদ্যারূপ চণ্ডাসুরের চণ্ডিকা (দুর্গা)।

অবিদ্যা দাহশীতাংশুরবিদ্যাধ্বান্তভাস্করঃ।
তথৈব বোধসারোঽয়মবিদ্যাস্বপ্নজাগরঃ ॥৮

অন্বয়—অয়ং অবিদ্যাশীতাংশুঃ; অয়ং অবিদ্যাধ্বান্তভাস্করঃ; তথা অয়ং বোধসারঃ অবিদ্যাস্বপ্নজাগরঃ।

ইহা অবিদ্যাসন্তাপের চন্দ্রসদৃশ উপশমকারক; ইহা অবিদ্যা অন্ধকারের ভাস্করসদৃশ নাশক; (অধিক আর কি বলিব) এই বোধসার গ্রন্থ জাগরণের ন্যায় অবিদ্যাস্বপ্নের নিবর্ত্তক।

৭। বোধসারোপাসনা।

বোধসারগ্রন্থে, গুরু, স্বামী ইত্যাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত কয়েকটি পদার্থের আরোপ করিয়া গ্রন্থের আবৃত্তি করিলে, একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে, এবং জীববোধক "বোধ" শব্দার্থের, এবং ব্রহ্মবোধক "সার" শব্দার্থের, বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যের সাক্ষাৎকার-সাধক জ্ঞান উদিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষুর জন্য, বোধসারের উপাসনা বিধান করিতেছেন।

গুরুর্মে বোধসারোঽয়ং যতো জ্ঞানপ্রদো মম।
শিষ্যো মে বোধসারোঽয়ং যমুদ্দিশ্য বদাম্যহম্॥

অন্বয়—অয়ং বোধসারঃ মে গুরুঃ, যতঃ (অয়ং) মম জ্ঞানপ্রদঃ। অয়ং বোধসারঃ মে শিষ্যঃ, যম্ উদ্দিশ্য অহং বদামি।

এই বোধসার আমার গুরু, কেননা ইহা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জ্ঞানের উপদেষ্টা। (উপাসনাকালে বোধসার গ্রন্থে, গুরুরূপতাচিন্তন, এবং সেই গ্রন্থে, তৎপ্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মৈক্যতত্ত্বচিন্তন পূর্ব্বক, সেই তিনটিরই একতাচিন্তন করিতে হইবে; কিন্তু পাছে শিষ্যোপদেশকালে, শিষ্য বলিয়া ভেদপ্রতীতি বশতঃ, সেই একতাচিন্তন খণ্ডিত হইয়া যায়, এই জন্য বলিতেছেন—) এই বোধসার গ্রন্থ এবং তৎপ্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মৈক্য, আমার শিষ্য, কেননা উভয়কে উদ্দেশ করিয়া (তদুভয়কে বুঝাইতে হইবে জানিয়া,) অর্থাৎ শিষ্যেও, বোধসারগ্রন্থরূপতা, গুরুরূপতা ও জীবব্রহ্মৈক্য সমারোপিত করিয়া, আমি (বক্তৃধর্ম্মবিশিষ্ট চিদাভাস), শব্দপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হই। (এই হেতু উপদেশকালেও সেই একত্বচিন্তন খণ্ডিত হইবার নহে।)

স্বামী মে বোধসারোঽয়ং মাং পালয়তি যঃ সদা।
সেবকো বোধসারো মে মম সেবাং করোতি যঃ ॥২

অন্বয়—অয়ং বোধসারঃ মে স্বামী, যঃ মাং সদা পালয়তি ; (অয়ং) বোধসারঃ মে সেবকঃ, যঃ মম সেবাং করোতি।

এই গ্রন্থ আমার স্বামী বা সেব্য, যেহেতু, এই গ্রন্থ এবং ইহাতে প্রতিপাদিত, জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মা, আমাকে (চিদাভাসরূপ প্রমাতাকে), স্বসত্তা দান করিয়া সর্ব্বদাই পালন করিতেছেন। এই বোধসার আমার (জীবস্বরূপভূতচিদাভাসের), সেবক ; কেননা ইহা আমার সেবা অর্থাৎ ভজনা, বা আমাকে স্বীকার করিতেছে। (এইহেতু উপাসনায় একত্বচিন্তন খণ্ডিত হইতে পারে না।)

সুহৃন্মে বোধসারোঽয়ং সর্ব্বং জানাতি মদ্গতম্।
সখা মে বোধসারোঽয়ং যস্মিন্দৃষ্টে সুখং মম ॥৩

অন্বয়—অয়ং বোধসারঃ মে সুহৃৎ, (যতঃ অয়ং) মদ্গতং সর্ব্বং জানাতি। অয়ং বোধসারঃ মে সখা, যস্মিন্ দৃষ্টে মম সুখং (ভবতি)।

এই বোধসার আমার সুহৃৎ, অর্থাৎ আমাতে প্রীতিমান্, যেহেতু ইহা আমাতে (ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মায় এবং তদভিন্ন চিদাভাসে,) আত্মরূপে বা অনাত্মরূপে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সামান্যরূপে জানে। এই বোধসার আমার সখা বা উপকারী মিত্র, কেননা, এই গ্রন্থ এবং ইহার প্রতিপাদ্য প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম, দৃঢ়ভাবে বিচার করিলে, আমার আনন্দ হয়। এইহেতু সুহৃদের ন্যায়, মিত্রেরও, গ্রন্থ ও ব্রহ্মস্বরূপজীবের সহিত, ক্রমব্যুৎক্রমে একত্বানুসন্ধান করিলে উপাসনা খণ্ডন হইবে না। পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহেও সেইরূপ যথাযোগ্য বুঝিয়া লইতে হইবে।

গৃহং মে বোধসারোঽয়ং যত্রৈব নিবসাম্যহম্।
আরামো বোধসারো মে বিহারো যত্র মামকঃ ॥৪

অন্বয়—অয়ং বোধসারঃ মে গৃহং, যত্র অহং নিবসামি এব। বোধসারঃ মে আরামঃ, যত্র মামকঃ বিহারঃ (ভবতি)।

এই বোধসার গ্রন্থ ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, আমার, অর্থাৎ তদৈক্যানুসন্ধানরত চিদাভাসের, নিবাসস্বরূপ; কেননা আমি সেই অখণ্ড ব্রহ্মে অভিন্নভাবে নিবাস করি। এই বোধসার গ্রন্থ আমার উপবন, কারণ ইহাতে আমি বিহার বা ক্রীড়া করিয়া থাকি।

কান্তা মে বোধসারোঽয়ং যমালিঙ্গ্য স্বপাম্যহমং।
মনো মে বোধসারোঽয়ং মননং যেন জায়তে ॥৫

অন্বয়—অয়ং বোধসারঃ মে কান্তা, যম্ আলিঙ্গ্য অহং স্বপামি; অয়ং বোধসারঃ মে মনঃ, যেন মননং জায়তে।

এই বোধসার গ্রন্থ আমার সুন্দরী প্রেয়সী ভার্য্যা, কেননা আমি ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাই; এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মাভিন্ন আত্মার অনুসন্ধানে নিরত হইয়া, আমি প্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপা নিদ্রা অনুভব করিয়া থাকি। এই গ্রন্থ আমার মন বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; কেননা, এই গ্রন্থ বা তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম লইয়া, আমার মনন জন্মিয়া থাকে—যুক্তিপূর্ব্বক শ্রুত অর্থের অবধারণ হয়।

বুদ্ধির্মে বোধসারোঽয়ং পরমং বুধ্যতে যয়া।
চিত্তং মে বোধসারোঽয়ং যেন চেতামি তৎপদে ॥৬